পর তথায় প্রবেশিয়া বাকীশোধের যোগ্য যে কিছু দ্রব্য পায় তাহা ক্রোক করিতে পারে ও সে দ্রব্য মিলিলে কর্ত্তব্য যে আব্যাজে তথাহইতে উঠাইয়া লইয়া পরে সেই স্ত্রীগণের রহিবার নিমিত্তে সেই অন্তঃপুর ছাড়িয়া দেয়। ও এ আইনমতে এমত বোধ না হয় যে কেহ এই প্রস্তাবিত দাঁড়াছাড়া অন্য দাঁড়ায় কাহার বসতবাটীর সদর দ্বার খোলে কিম্বা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয় যদি কখন কেহ এ ধারার অন্যথাচরণ করে তবে তাহার ভারী দণ্ড করা যাইবেক এবং যে বাকীর কারণ দ্রব্য ক্রোক হয় সে বাকীর দাওয়াও মিথ্যা হইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১০ ধা।

৩৩। যদি ক্রোকের শক্তিমানদিগের কেহ তথাকার এলাকার পোলীসের দারোগার নিকটে দ্রব্য ক্রোকের কালে প্রতিবন্ধক ও গণ্ডগোল না হইতে পারিবার কারণ তথায় পোলীসের কোন আমলা সাক্ষাৎ থাকিবার নিমিত্তে দরখাস্ত করে তবে সে দারোগার কর্ত্তব্য যে তাহাতে যথাসাধ্য আনুকূল্য করে। এবং যাহাকে আপন পক্ষহইতে পাঠায় তাহারো উচিত যে গণ্ডগোল না হইতে পারিবার নিমিত্তে যথাশক্তি ব্যাপার পায় এবং ক্রোককরণিয়া যে কর্ম্ম করে তাহাও গোড়াগুড়ি জ্ঞাত হয় এইহেতুক যে পশ্চাৎ কখন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানে সে বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার তাৎপর্য্য হইলে তাহা তথায় দিতে পারে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১১ ধা।

৫ ধারা।

যে ব্যক্তিরা বাকীদার নহে ও ক্রোকহওয়া সম্পত্তির দাওয়া করে তাহারদের করা সরাসরী মোকদ্দমা।

৩৪। বাকীদার ও তাহার মালজামিনছাড়া অন্য কেহ কোন ক্রোকী দ্রব্য আপন সম্পত্তি কহিয়া দাওয়া করিলে যদি ক্রোককরণিয়া সে দ্রব্য বিক্রয় করে তবে সে দাওয়াদার আপন দাওয়ার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ করিতে পারিলে ও ক্রোককরণিয়া যে বাকীর কারণ সে দ্রব্য ক্রোক করিয়াছিল সে বাকীর দায়ী সে দাওয়াদার বটে এমত প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে সেই দাওয়াদার সেই ক্রোককরণিয়ার স্থানে সে দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য এবং সে মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যত খরচা ও অপচয় ধরিয়া দেওয়ান সম্ভবে তাহাও পাইবেক। কিন্তু বাকীদারের দখলে থাকা ভূমির কাটা কি অকাটা অর্থাৎ অসংগৃহীত শস্য ক্রোক হইলে যদি কেহ তাহাতে এমত দাওয়া করে যে সে শস্য ক্রোকের পূর্ব্বে তাহার স্থানে বিক্রয় কিম্বা বন্ধকাদি হইয়াছে তবে সে দাওয়া মালগুজারীর বাকীর দাওয়ার উপর বলবৎ হইবেক না কারণ এই যে আদ্যোপান্ত সর্ব্বতোভাবে ভূমির উৎপন্ন শস্য ভূম্যধিকারিগণের মালগুজারীর টাকার ভুক্তানে আছে ও করারদাদের অনুসারে কিম্বা কোন করারদাদ না থাকিলে তথাকার দাঁড়ামতে মালগুজারী উসুল না হইলে সে বাকী উসুলের কারণ ভূমির যত শস্য নীলাম করিবার আবশ্যক হয় ততই ক্রোক ও নীলাম করিতে ভূম্যধিকারী শক্তি রাখে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৯ ধা।

৩৫। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮০০ সালের ৫ আইনের ৯ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ১৭ ধারার ২ প্রকরণ মতান্তর হইল। ঐ আইনে বাকীদার বলিয়া যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট আছে সেই ব্যক্তিছাড়া অথবা ঐ বাকীদারের জামিনছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি উক্ত বাকীদারের স্থানে পাওনা বাকী খাজানার নিমিত্তে যে সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছে তাহা যদি আপনার বলিয়া দাওয়া করে এবং যদি ক্রোকের দিবসের পর ৫ পাঁচ দিবসের মধ্যে জিলার কালেক্টর সাহেব অথবা ১৮৩৯ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত কমিস্যনরের সমক্ষে মাতবর জামিন দিয়া এমত একরারনামা লিখিয়া দেয় যে ঐ একরারনামার তারিখঅবধি ১৫ পনের দিবসের মধ্যে আমি আপনার হকের বিচার হওনের নিমিত্তে ক্রোককরণিয়া এবং বাকীদারের নামে সরাসরী নালিশ করিব এবং আমার দাওয়া মঞ্জুর না হইলে আমি সম্পত্তি ফিরিয়া দিব অথবা তাহার মূল্য পোষাইয়া দিব এবং ঐ মোকদ্দমার সকল খরচা ও ক্ষতি দিব তবে ঐ ক্রোককরণিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোক উঠাইয়া দিবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ১০ আ। ১ ধা।

৩৬। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ দাওয়াদার যদি ১৫ পনের দিবসের মধ্যে উক্ত সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত না করে এবং যদ্যপি ঐ দাওয়াদার সম্পত্তি ফিরিয়া না দেয় অথবা ক্রোককরণিয়া

ব্যক্তির ইচ্ছা হইলে তাহার মূল্য পোষাইয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি ক্রোকহওয়া সম্পত্তির মূল্য ক্রোকের খরচাসমেত দাওয়াদারের অথবা তাহার জামিনের কি উভয়ের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণের দ্বারা উসুল করিতে পারে ইতি।—১৮৪৬ সা। ১০ আ। ২ ধা।

৩৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে সরাসরী ফয়সলা করেন সেই ফয়সলার তারিখঅবধি এক বৎসর গত হইলে পর তাহা অন্যথা করণার্থে কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮৪৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।

৬ ধারা।

ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা।—ক্রোক হওনের যোগ্য সম্পত্তি ও ক্রোককরণিয়ারদের বিষয়ে বিধান।

৩৮। যাহারদিগেরে ক্রোকের শক্তি অর্পণ হইল তাহারা আপনারদিগের তাবে সকল কটকিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাবর্গের ভূমি ও বাটী ও অন্য স্থাবর বস্তু ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারিবেক না এবং শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতের কার্য্যে নিযোজিত তাঁতী কিম্বা কারীগর অথবা অপর যাহারদিগের স্থানে ঐ সরকারের বস্ত্রাদি সামগ্রী ও দাদনীর টাকা থাকে তাহা এবং তাঁতী কিম্বা কারীগরপ্রভৃতি ব্যবসায়ী অথবা মজুরদিগের তাঁত ও সূতা ও কাঁচা রেশমআদি এবং ঐ ব্যাপারের অন্য ব্যাপারী ও মজুরলোকের যে যন্ত্র ও হাতিয়ারওগয়রহ সর্ব্বজাম বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক ও বিক্রয়ের অযোগ্য ও এপ্রকার ক্রোক ও বিক্রয় শরার মতের ব্যতিক্রম ও নামঞ্জুর তাহা ক্রোক ও বিক্রয়ের নিষেধ জানা গিয়া বাকীদারের শিরের যে বাকীর কারণ তাহা ক্রোক করা গিয়া থাকে সে বাকী মাফ হইবেক। এবং দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি তাহার কর্ত্তাকে ফিরাইয়া দেওয়াইবেন কিম্বা সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি যদি অস্থাবরতাপ্রযুক্ত নষ্ট কিম্বা অস্থিত হইয়া থাকে তবে সেই দ্রব্যাদির মূল্যের তুল্যে ক্রোককারকদিগের স্থানহইতে নিশা দেওয়ান যাইবেক এবং যে দ্রব্যাদি ক্রোক ও বিক্রয়ের জন্য তাহার কর্ত্তার যে ক্ষতি প্রমাণ হয় তাহাও দণ্ডের মতে আদালতের খরচাসমেত সেই কর্ত্তাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩ ধা।

৩৯। বাকী আদায়ের কারণ তাবের সকল কটকিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের লাঙ্গলওগয়রহ চাসের হাতিয়ার ও হালিয়া গরু ও বীজধান্যাদি ক্রোক হইবেক না যদি বাকী আদায়ের আনওয়ানে তাহারদিগের অন্য গরুআদি পশু কিম্বা ধান্যাদি শস্য অথবা দ্রব্যান্তর যাহা তাহারদিগের স্থানে থাকে তাহা ক্রোককারকদিগের হস্তগত হয়। যদি কেহ এই ধারার হুকুমের ব্যতিক্রম করে তবে তাহাতে যাহার যে ক্ষতি হয় দণ্ডক্রমে তাহার তুল্য টাকা আদালতের খরচাসমেত সেই ব্যতিক্রমকারির স্থানহইতে উৎপাতগ্রস্তকে দেওয়ান যাইবেক অতএব ক্রোককারকদিগের কর্ত্তব্য যে এই ধারার মর্ম্মদৃষ্টে অতিসাবধানে থাকে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৪ ধা।

৪০। নীচের লিখিত জিজ্ঞাসার* বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের অভিপ্রায় জানিতে অভীষ্ট হইয়াছে এবং বোর্ডের সাহেবেরা শুনিয়াছেন যে এই বিষয়ে নানাপ্রকার ব্যবহার হইতেছে অতএব তাঁহারা তোমার নিকটে আপনারদের এই অভিপ্রায় জানাইতেছেন যে ক্রোককারকেরা খাজানার নিমিত্তে রাইয়তেরদের ঘরবাড়ী ও বৃক্ষ ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারেন না। এবং তাঁহারা আরো বোধ করেন যে যে খাজানার বাবতে ডিক্রী হইয়াছে এমত খাজানার সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে যে ভূমির খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহাছাড়া অন্য কোন ভূমির উপর থাকা ঘরবাড়ী এবং বৃক্ষ অথবা অন্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা বেআইনী।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ২০ মার্চ্চের সরক্যুলর অর্ডর।

---

* প্রথম জিজ্ঞাসা।—ভূম্যধিকারিরা এবং অন্য২ যে ব্যক্তিরা ক্রোক করণের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারা খাজানার বাবতে রাইয়তের ঘরবাড়ী বৃক্ষ ও অন্য২ স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারেন কি না।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা। যোতা কিম্বা অন্য যে ভূমির খাজানা বাকি পড়িয়াছে তাহার মধ্যে না থাকা ঘরবাড়ী এবং বৃক্ষ অথবা স্থাবর সম্পত্তি খাজানার সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থ বিক্রয় হইতে পারে কি না।

৪১। ভ্রম না হইবার নিমিত্তে সদর বোর্ড রেবিনিউর গত ২০ মার্চ তারিখের ৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের উপলক্ষে তাঁহারদের হুকুমক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে জমীদারেরা এবং অন্যান্য যে ব্যক্তিরা বাকী খাজানার নিমিত্তে সম্পত্তি ক্রোক করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নিজে বিক্রয় করিতে পারিবেন না অথবা ১৮৩৯ সালের ১ আইনক্রমে রীতিমত নিযুক্ত ব্যক্তিছাড়া বিক্রয় করণের নিমিত্তে আর কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। পুনশ্চ বাকী খাজানার সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে যে তালুক বা অন্য ভূমিতে সেই খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহাছাড়া অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি সেই নিমিত্তে বিক্রয় করিতে পারিবেন না এবং যে স্থলে পাট্টা অথবা চলিত দাঁড়াক্রমে ঐ ভূমি বিক্রয় বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর হইতে পারে * কেবল সেই স্থলে তাঁহারা ঐ তালুক বা ভূমিপ্রভৃতি বিক্রয় করিতে পারেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৪২। খাজানার বাকীর নিমিত্তে লাঙ্গলইত্যাদি কৃষিকর্ম্মের দ্রব্যজাত ও হালের গরুইত্যাদি ও কারীগরলোকের হেত্যার সরঞ্জাম বাকী টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত অন্য দ্রব্য বাকীদারের না থাকিলেও ক্রোক ও নীলামের যোগ্য বোধ হইবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৪ ধা।

৪৩। ক্রোককারকেরা যে কালে আপনারদিগের তাবের কট্‌কিনাদার ও তালুকদার ও প্রজাদিগের ভূমির উৎপন্ন শস্যাদির ন্যায় যে দ্রব্য ক্ষেত্রহইতে কাটা না গিয়া থাকে তাহা ক্রোক করে সে কালে তাহা সময়মিয়ে কাটাইয়া সেই ভূমির শিরে উপযুক্ত স্থানে কিম্বা খামারে অথবা গোলায় সংগ্রহ করাইবেক ও সেই ভূমির শিরে খামারআদি না থাকিলে কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির শিরে সেই পরগনার সীমার মধ্যে যত নিকটে খামার কিম্বা উপযুক্ত স্থান মিলে তথায় সংগ্রহ করায় ইহাতে সেই দ্রব্য কাটাইবার ও সংগ্রহ করিবার খরচ তাহা ছাড়িয়া দিবার কালে তাহার কর্ত্তার স্থানে কিম্বা তাহা বিক্রয় হইলে তাহার মূল্যহইতে আদায় হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৩ ধা।

৪৪। যে পরগনায় যে পশু ও দ্রব্যাদি ক্রোক হইয়া থাকে তাহা ক্রোককারকেরা সেই পরগনার সীমান্তরে না লয় বরং যে স্থানে ক্রোক হয় তথায় যাহার স্থানে তাহা গচ্ছিতকরণ উচিত জানে তাহার স্থানে গছায়। অথবা সেই স্থানের নিকট যে স্থান সেই পরগনার বাহির না হয় এমত স্থানান্তরে সর্ব্বতোভাবে সাবধানে রাখে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১২ ধা।

৪৫। ক্রোককারকেরা ক্রোকী পশুকে আপন চাস কর্ম্মে ও অপর কার্য্যে না খাটায় এবং ক্রোকী অন্য দ্রব্যাদিও ব্যয় ও ব্যবহার না করে। এবং সেই পশুর আবশ্যক খোরাক দিতে থাকে তাহার খরচ তাহা ছাড়িয়া দিবার সময়ে তাহার কর্ত্তার স্থানে কিম্বা তাহা বিক্রয় হইলে তাহার মূল্যহইতে আদায় হইবেক ইতি। ১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৪ ধা।

৪৬। ক্রোকী ধন যাবৎ ক্রোককারকের হস্তবশ থাকে তাবৎ আদ্যোপান্ত সর্ব্বপ্রকারে তাহার রক্ষণাদি না করিবাতে যদি সেই ধন চোরে যায় কিম্বা হারায় অথবা শীতলে কিম্বা উত্তাপে অর্থাৎ জলে কিম্বা রৌদ্রাদিতে অথবা অন্য হেতুতে নষ্ট ও ক্ষতি হয় তবে তাহার নিশা তাহার কর্ত্তার স্থানে ক্রোককারকেরা করিবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১৫ ধা।

৭ ধারা।

ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা।—ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলাম করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত লোক।

৪৭। *এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর ১ মে তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের মধ্যের যে আইনের বা আইনের কোন অংশের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বা কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে আপন২ পদের উপলক্ষে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে সেই আইনের ঐপ্রকার ক্ষমতা দেওনবিষয়ক কথা রদ হইবেক ইতি।—১৮৩৯ সা। ১ আ। ১ ধা।

* ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণ।

৪৮। আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে ঐ তারিখঅবধি বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন প্রত্যেক জিলার কালেক্টর সাহেবকে অথবা কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারক সাহেবকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তিনি এই আইনের শেষের সংযুক্ত তফসীলের ক্রমক্রমে এবং ঐ বিষয়ে যেং হুকুম প্রাপ্ত হন তদনুসারে আপনার জিলার প্রত্যেক পরগনা বা ডিহীতে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক-হওয়া সম্পত্তি বিক্রয় করণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আপনার দস্তখৎ ও মোহর করা সনদের দ্বারা কোন এক বা ততোধিক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন এবং ঐ ব্যক্তিরদিগকে শতকরার হিসাবে সম্পত্তিহইতে বাদ দিয়া লওনের দ্বারা আপনারদের মেহনতানা পুষিয়া লইতে হুকুম করেন কিন্তু তাহারা নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে শতকরা ১০৲ দশ টাকার অধিক লইতে পারিবেক না ইতি।—১৮৩৯ সা। ১ আ। ২ ধা।

৪৯। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের যে সমস্ত চলিত আইনের বা আইনের অংশের দ্বারা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলামের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরদিগকে ক্ষমতা-র্পণ হইয়াছে অথবা যাহার দ্বারা তাহারদের কার্য্যনির্ব্বাহের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার দ্বারা তাহার-দের কার্য্যের ত্রুটি করণের বিষয়ে কোন জরীমানা বা অন্য কোন শাস্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এই আইনানুসারে ঐরূপ সম্পত্তি বিক্রয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের উপর খাটিবেক ইতি।—১৮৩৯ সা। ১ আ। ৩ ধা।

৫০। আমি অমুক জিলার কালেক্টর সাহেব কি কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩৯ সালের ১ আইনের মতে যে ভার রাখি তদনুসারে তোমাকে গবর্ণমেণ্টের আইনের প্রস্তাবিতমতে খাজানার বাকী আদায়ের কারণ ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের নিমিত্তে কমিস্যনরী কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে থাকিয়া ঐ সমস্ত আইনের লিখিত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা অপর যে আজ্ঞা তোমার কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে পাঠান যায় তদনুসারে ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের কার্য্য করিবা এবং আপনার কর্ম্মের প্রতিদিনের রুবকারী অর্থাৎ নিত্যবিবরণলিপি সাবধানে রাখিবা এবং তাহা আমার দ্বারা অথবা আদালতের দ্বারা তলব হইলে তৎ-ক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক। তোমার মেহনতানার নিমিত্তে নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে শতকরা এত টাকা বাদ দিয়া নিজের নিমিত্তে লইতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল ইতি।—১৮৩৯ সা। ১ আ। তফসীল।

৮ ধারা।

ক্রোক করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা।—ক্রোকহওয়া সম্পত্তিতে নীলামের কার্য্যকারকেরদের যাহা কর্ত্তব্য তাহা ও নীলামের বিধি।

৫১। যে কালে কাহারো দ্রব্য ক্রোক হয় সে কালে ক্রোককারকের কর্ত্তব্য যে যে দিন সেই দ্রব্য ক্রোক হয় তাহার পর দিনহইতে পাঁচ দিন গতে অষ্টাহের মধ্যে এবং সে দ্রব্য ভূমির যে শস্য কাটা না গিয়া থাকে তাহার ন্যায় হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে সেই শস্য কাটা গিয়া যে দিন খামারে রাশি হয় তাহার পর দিনহইতে পাঁচ দিন গতে অষ্টাহের মধ্যে সেই দ্রব্যের মূল্য ঠাহর ও নীলামের জন্যে পরগনার কাজীর নিকটে দরখাস্ত করে। কাজীর উচিত যে সেই দ্রব্যের ফিরিস্তি অর্থাৎ তফসীল জায়ের ফর্দ্দ নীচের লিখিত মর্ম্মযুক্তে আপন বাটীর সদর দ্বারে এবং দ্রব্য নীলামের কারণ যে স্থান নিরূপণ হয় তথায় লটকাইয়া দেওয়ায়।—সেই মর্ম্মের বেওরা এক এই যে দ্রব্য নীলামের স্থাননিরূপণ যে স্থানে ক্রোককারক সেই দ্রব্য রাখিয়া থাকে অথবা তাহার নিকটস্থ যে গঞ্জ কিম্বা বাজার অথবা হাট হয় অথবা অন্য যে স্থানে সকলের গমনাগমন থাকে ফলতঃ যে স্থানে সে দ্রব্য উচ্চ মূল্যে বিক্রয়হওন কাজী ঠাহর করে সেই স্থান হইবেক। দ্বিতীয়। দ্রব্য নীলামের তারিখ নির্ণয় যে দিন সেই দ্রব্য ক্রোক হয় তাহার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবস ইহাতে সে দ্রব্য ভূমির যে শস্য কাটা না গিয়া থাকে তাহার ন্যায় হইলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনের ১৩ ত্রয়োদশ ধারার লিখনানুসারে সেই শস্য কাটা গিয়া যে দিন খামারে রাশি হয় তাহার পর দিনহইতে পঞ্চদশ দিবস হইবেক। তৃতীয়। দ্রব্য নীলামের সময় নির্দ্দিষ্ট যে সময়ে অনেক লোক ঐহিক ব্যাপার কার্য্য করিবার বাসনা রাখে সেই সময়ে হইবেক এইহেতুক যে সে সময়ে বিস্তর লোক একত্র হইতে পারে। তদনন্তর কাজীর কর্ত্তব্য যে সেই দ্রব্যের মূল্য ঠাহরিবার জন্যে বিশ্বাসী ও মাতবর যে লোকেরা

আপনং ব্যবসায় কিম্বা ভারক্রমে তাহা চাহরের যোগ্যতা রাখে তাহারদিগেরে আমীন মোকরর করে। সেই আমীনদিগের উচিত যে সেই পরগনার সময়শিরের দরের অনুসারে একং দ্রব্যের মূল্য চাহরিয়া সেই সকল দ্রব্যের তফসীলের ফর্দ্দ একং দ্রব্যের মূল্য নিদর্শনে দুরস্ত করিয়া সেই ফর্দ্দের নীচে এই পাঠ যে আমরা এই সকল দ্রব্যের মূল্য চাহর আপনারদিগের যথাসাধ্য বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে করিয়াছি লিখিয়া তাহাতে আপনারদিগের মোহর ও দস্তখৎ করে। কাজীর কর্ত্তব্য যে সেই ফর্দ্দের উপর আপন মোহর করিয়া তাহা আপন বাটীর সদর দ্বারে এবং নীলামের কারণ যে স্থান নিরূপণ হয় তথায় লট্‌কাইয়া দেওয়ায়।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৫ ধা।

৫২। এই আইনের ২ দ্বিতীয় ধারায় লিখিত নানা প্রকার ভূম্যধিকারী ও ইজারদারপ্রভৃতিরা এই আইনের লিখিত সমস্ত মর্ম্মদৃষ্টে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের মহাজনী দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতের কার্য্যে ও নিমক-পোখ্তানীর ব্যাপারে যে সকল লোক নিযুক্ত আছে তাহারদিগের দ্রব্যাদি মালগুজারীর বাকী টাকা আদায়ের কারণ শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের তেজারতী কুঠীর সাহেবদিগকে ও নিমক মহালের সাহেবদিগকে ও অপর আমলাকে এত্তেলা না করিয়া প্রথমতঃ ক্রোক করিবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু ক্রোককারকেরা যে কোন তাঁতী কিম্বা মলঙ্গীর দ্রব্যাদি বাকীর দায়ে যে দিন ক্রোক করে তাহার পর দিনহইতে তিন দিনের মধ্যে সেই দ্রব্যাদি ক্রোক করণের বিষয় এক লিখনের দ্বারা তেজারতী কুঠীর সাহেব কিম্বা নিমক মহালের সাহেবের নিকটে অথবা যে স্থানে দ্রব্যাদি ক্রোক হয় তাহার সন্নিকটে তেজারতী কারখানার পেটার যে কুঠী কিম্বা নিমক মহালের মফঃসল যে কাছারী থাকে তথাকার আমলাদিগের স্থানে সংবাদ দিবেক এইহেতুক যে সেই ক্রোকী দ্রব্যাদি বিক্রয়ের যে দিন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার পূর্ব্বে সেই সাহেবেরা এই আইনের ব্যতিক্রম না হয় এমতে সেই তাঁতী কিম্বা মলঙ্গীর দ্রব্যাদির ক্রোক খালাস অথবা অপর যে গতিক উচিত জানেন্ তাহা করেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ৩১ ধা।

৫৩। খাজানার বাকী আদায়ের কারণ নীলাম হওনার্থে জিনিস ক্রোক হইলে কর্ত্তব্য যে নীলাম হওনের পূর্ব্বে ঐং প্রকার জিনিস কেনাবেচার ওয়াকীফহাল লোকদিগের দ্বারা তাহার মূল্য চাহরা ও নিরূপণ করা যায় অতএব ঐ ওয়াকীফহাল লোকদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার মূল্য নিরূপণের বৃত্তান্তসম্বলিত এক সর্টিফিকট অর্থাৎ দস্তাবেজ লিখিয়া দেয় যে ঐ সর্টিফিকট নীলাম হওনের দিবসের তিন দিবস কি ইহাহইতে অধিক দিবস পূর্ব্বে জ্ঞাত হওনার্থে জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামিকে দেওয়া যায় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৮ ধা।

৫৪। যদি বাকীদার তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইলে পর সেই দ্রব্যাদি বিক্রয় হইবার দিন নিষ্কর্ষের পূর্ব্বে তাহার স্থানের তলবের টাকা ক্রোকী আবশ্যক খরচাসমেত ২ দুই জন মাতবর সাক্ষির সমক্ষে দিতে চাহে তবে ক্রোককারকের কর্ত্তব্য যে সে বাকী টাকা খরচাসমেত তাহার স্থানে তৎক্ষণাৎ লইয়া ক্রোকী দ্রব্যাদি অবিলম্বে ছাড়িয়া দেয় ইহাতে ক্রোকী খরচার বিষয়ে কিছু বচসা ও আপত্তি হইলে তাহা পরগনার কাজীর নিকটে নিষ্পত্তি পাইবেক। যদি ক্রোককারকদিগের কেহ এই ধারার ব্যতিক্রমে কার্য্য করে তবে সে মালিশ দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের স্থানে হইলে সেই সাহেব মোকদ্দমার গতিকানুসারে তাহার দণ্ড আদালতের খরচাসমেত ফরিয়াদীকে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ১১ ধা।

৫৫। উচিত যে সেই দ্রব্য নীলামের দিন প্রাতঃকালে যে সকল লোক তাহা কিনিবার বাসনা করে তাহারদিগের দৃষ্টির নিমিত্তে নীলামের স্থানে আনা যায় কিম্বা ভূমির যে শস্য এক স্থানহইতে স্থানান্তরে উঠাইতে ও লইতে ব্যয়বাহুল্য হয় তাহার ন্যায় সেই দ্রব্য হইলে সেই একং দ্রব্যের নমুনা বাচনি না করিয়া আনা যায়। এবং কাজী সেই দ্রব্য এক লাটে কিম্বা অনেক লাটে অর্থাৎ একত্র অথবা পৃথক্‌ং করিয়া যেমতে নীলাম করণ বিহিত জানে সেই মতেই করে ও যে কেহ অধিক মূল্য কহে কর্ত্তব্য যে সেই ব্যক্তিই সে দ্রব্য খরীদ করে। ইহাতে যদি সেই দ্রব্য নীলামের টাকা বাকীর অনুসারঅপেক্ষা অধিক হয় তবে যে টাকা অধিক হয় তাহা ক্রোক ও নীলামের খরচা বাদে সেই দ্রব্যের অধিকারী পাইবেক। যদি সেই দ্রব্য নীলামের টাকা বাকী টাকা এবং ক্রোক ও নীলামের খরচায় না কুলায় তবে ক্রোককারকের ক্ষমতা থাকিবেক যে সেই অবশিষ্ট বাকী টাকা আদায়ের কারণ সেই বাকীদারের অন্যং সামগ্রী ক্রোক করিয়া নীলাম করায়। ইহাতে কাজীর উচিত যে ক্রোক ও নীলামের যে সকল খরচের ফর্দ্দ তাহার নিকটে ক্রোককারক দেয় তাহা দেখিয়া ও তহ্‌কীক করিয়া সে সকল খরচের মধ্যে যাহা অসঙ্গতানুমান করে তাহা বাদ দেয় যে লোকেরা ক্রোক করিবার সাধ্য রাখে তাহারদিগের

কেহ যদি ক্রোকহওয়া দ্রব্যসামগ্রী এই ধারার লিখনানুসার ছাড়া মতান্তরে বিক্রয় করায় তবে যে বাকীর নিমিত্তে দ্রব্যসামগ্রী ক্রোক হইয়া থাকে সে তাহা না পাইয়া অপরাধী হইবেক এবং বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যও আদালতের খরচাসমেত দ্রব্যাধিকারিকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৫ ধা।

৫৬। ক্রোকী জিনিস নীলাম হওনের সময় যদি নিরূপণকরা মূল্যেতে কোন ব্যক্তি তাহা খরীদ করিতে না চাহে তবে সেখানকার আইন্দা বাজারের দিবসপর্য্যন্ত নীলামে মৌকুফ থাকিবেক ও সে দিবস নীলামের দস্তুরেতে যে মূল্য পাওয়া যায় তাহা প্রথম দিবস নীলাম হইলে যে মূল্য পাওয়া যাইতে পারিত তাহাহইতে কম না হইলে সেই মূল্যেতে ঐ জিনিস বিক্রয় করা যাইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৯ ধা।

৫৭। ক্রোকী দ্রব্যাদি নীলামের সাধ্যবান কাজীপ্রভৃতিতে দ্রব্য নীলামের ইশ্তিহার দিবার ও নীলাম করিবার এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারানুসারে তাহার মূল্য ঠাহরিবার খরচের নিমিত্তে ও নিজ বেতনের অর্থে রসুম দ্রব্য নীলামে বিক্রয়মুখে যত টাকা হয় তাহার টাকার প্রতি /০ এক আনার হারে পাইবেক ও সে রসুম নীলামী টাকায় কর্ত্তন হইয়া অবশিষ্ট যে থাকিবেক তাহা ক্রোকী খরচাসমেত বাকীর মোটে মজুরা পড়িয়া যত অকুলান হয় তাহার দায় সেই বাকীদারের শিরে রহিবেক কিন্তু বাকীদার আপন দেনা দিবাতে কিম্বা অপর কোন হেতুতে যদি নীলাম থামে তবে তাহারা রসুম পাইবেক না। কেবল সে দ্রব্যাদি ক্রোক করিতে যথার্থ যে খরচ লাগিয়া থাকে তাহাছাড়া অন্য কিছু খরচা সে বাকীদারের স্থানে লওয়া যাইবেক না ইহাতে এই প্রার্থনা যে ক্রোকী দ্রব্য নীলামের সাধ্যবানেরা এই রসুম পাইবার ভরসায় সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐ ভারিত কর্ম্ম বিশিষ্টরূপে করে। আর যদি বাকীদার কিম্বা ক্রোককারক অথবা খরীদার কিম্বা নীলামকার বিরুদ্ধাচরণ কিম্বা কোন অত্যাহিত এতৎ কর্ম্ম করে তবে আইনমতে তৎক্ষণাৎ তগীরের যোগ্য হইবেক অধিকন্তু আইনের লিখিত অন্য দণ্ডের এবং উৎপাতগ্রস্তের ক্ষতি পোষাইয়া দিবার দায়েও ঠেকিবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ৫ ধা। [এই আইন ১৮৩৯ সালের ১ আইনের ১ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে। ৪৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

৫৮। বোর্ডের সাহেবেরা আবো শুনিয়াছেন যে কোন২ জিলায় ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট নীলামের এত্তেলা যে পেয়াদা লট্‌কায় তাহার তলবানা বাকীদারের স্থানে লওয়া যায় বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনায় এই ব্যবহার আইনসিদ্ধ নহে। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৫ ধারায় ক্রোকহওয়া সম্পত্তি বিক্রয় করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক-দিগকে "দ্রব্য নীলামের ইশ্তিহার দিবার ও নীলাম করিবার এবং উক্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ৫ ধারানু-সারে তাহার মূল্য ঠাহরিবার খরচের নিমিত্তে ও নিজ বেতনের অর্থে" তাহারদের দ্বারা বিক্রয়হওয়া সম্পত্তির নীলামের মূল্যের উপর টাকার প্রতি /০ আনা অর্থাৎ শতকরা ৬।০ দেওয়া গেল। ১৮৩৯ সালের ১ আইনের ২ ধারায় নীলামের উৎপন্নের ঐ কমিসান বাড়ান গিয়া শতকরা ১০৲ টাকা ধার্য্য হইল এবং পূর্ব্বকার রীত্যনুসারে ফরোশ আমীনের যত খরচ লাগে তাহা তাহাহইতে দেওয়া যাইবেক।—১৮৪৭ সালের ১৯ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫৯। যে মুনসেফ অথবা ক্ষমতাপন্ন অন্য কর্ম্মকারককে খাজানার নিমিত্তে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলাম করিতে হুকুম হয় যদ্যপিও তাহা বিক্রয় না হয় তথাপি যে খরচা তাহার নিতান্ত ও আবশ্যক হইয়াছে তাহা তিনি ফিরিয়া পাইতে পারেন এবং যদি ঐ খরচা তাঁহাকে না দেওয়া যায় তবে ক্রোকহওয়া সম্পত্তির যে অংশ আবশ্যক হয় তাহা নীলাম করিয়া ঐ খরচা উসুল করিতে পারেন। [১৮৩৯ সালের ১ আইন দেখ। এই অধ্যায়ের ৪৭—৫০ নম্বর।]—১৮৩২ সালের ৩১ আগষ্টের ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬০। ক্রোককারক ও কাজী ও মুকীমদিগেরে এই নিষেধ আছে যে ক্রোকী দ্রব্যাদির কোন দ্রব্য চক্রান্তে ও তঞ্চকে আপনারা ক্রয় না করে যদি কোন কাজী কিম্বা মুকীম এই হুকুমের অন্যথায় কার্য্য করে তবে সে দ্রব্য তাহার কর্ত্তাকে ফিরিয়া দেওয়া তাহারদিগের সঙ্গত হইবেক কিম্বা তাহা নষ্ট অথবা অস্থিত হইলে সেই দ্রব্যের আনওয়ানে নিশা দিবেক এবং সেই দ্রব্যের মূল্যের টাকা জব্দ হইয়া বাকীদারের বাকী আদায়ে আসিবেক এবং আদালতের খরচাও তাহারদিগের দেওয়া উচিত হইবেক দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব তাহার বেওরা শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের এত্তেলাকারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে লিখিবেন তদ্দৃষ্টে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সে কাজীকে কজায়ী খেদমৎহইতে তগীর করণ উচিত জানিলে তাহা করিতে হুকুম দিবেন আর যদি ক্রোককারকদিগের কেহ এই ধারার নিষেধের অন্য-থায় কার্য্য করে তবে যে দ্রব্য খরীদ করে তাহা সেই দ্রব্যাধিকারিকে ফিরিয়া দিবেক কিম্বা তাহা নষ্ট অথবা অস্থিত হইয়া থাকিলে তাহার মূল্যের তুল্যের নিশা করিবেক এবং যে বাকীর দাওয়ায় সে দ্রব্য ক্রোক করিয়া

থাকে সে দাওয়াও মিথ্যা হইবেক এবং আদালতের খরচাও তাহার দেওয়া উচিত হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৪ ধা।

৬১। বাকীদার কিম্বা তাহার পক্ষের কাহাকেও ক্রোকী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে আজ্ঞা নাহি ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৫ ধা।

৬২। কর্ত্তব্য যে ক্রোকহওয়া দ্রব্য নীলামের সময়ে তাহার মূল্যের টাকা নগদ লওয়া যায় এবং খরীদার তাহার টাকা না দিয়া কোন দ্রব্য উঠাইয়া লইতে না পারে ইহাতে যে দিন নীলাম হয় তাহার পর দিনহইতে পাঁচ দিনের মধ্যে যদি খরীদার দ্রব্যের মূল্য টাকা সমস্ত না দেয় তবে যত দ্রব্যের মূল্য আদায় না হইয়া থাকে তত দ্রব্য পুনরায় কাজীর মারফতে সে যে দিনাবধারণ করে সেই দিনে যেরূপে হইতে পারে সেইরূপেই নীলাম হইবেক আর যদি মূল্যের টাকা কিছুই না দেয় তবে সমস্ত দ্রব্যই পুনর্ব্বার নীলামে বিক্রয় করা যাইবেক এবং সেই প্রথম খরীদার প্রথম নীলামের মূল্য টাকার শত তঙ্কায় ১০৲ টাকার হারে এবং তদ্ভিন্ন যে ক্ষতি প্রথম নীলামের মূল্যের উপর দ্বিতীয় নীলামে হয় সে তাহা সেই দ্বিতীয় নীলামের খরচাসমেত সেই বাকীদারকে দিবেক আর দ্বিতীয় নীলামে লাভ হইলে সে লাভের টাকাও বাকীদারের হিসাবে মজুরা হইবেক ইতি।—১৭৯৫ সা। ৩৫ আ। ৭ ধা।

৬৩। কাজীর কর্ত্তব্য যে দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপণ ও বিক্রয় করণে কিছু বিরুদ্ধাচরণ না করে যদি করে তবে তাহা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে প্রমাণ হইলে সেই বিরুদ্ধাচরণে বাকীদারের যে ক্ষতি হয় তাহা আদালতের খরচাসমেত জজ সাহেব দেওয়াইয়া তাহার বেওরা শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের এত্তেলাকারণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখিবেন তদ্দৃষ্টে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলে সেই কাজীর ত্রুটি নিশ্চয় জানিলে তাহাকে কজায়ী খেদমৎহইতে তগীর করণ উচিত হইলে করিতে হুকুম দিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৭ আ। ২৩ ধা।

৯ ধারা।

ক্রোককরণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে বিধান।

৬৪। যে সকল লোকেরা বাকীদারদিগের জিনিসপত্র ক্রোককরণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি যে ইজারদার কি কটকিনাদার কিম্বা প্রজা কি মফঃসলী তালুকদারের মালজামিন না থাকে তাহার জিনিসপত্র ক্রোক করিলে জিনিসের মালিক অর্থাৎ স্বামী যদি বাকীর ওজর করিয়া জিনিস ক্রোক হওনের দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে কিম্বা ক্রোকী জিনিস ভূমির উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য হইলে যদি কাটা না গিয়া থাকে তবে ঐ ধান্যাদি শস্য খামারে আসিয়া গাদী হওনের দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে আদালতের সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা পরগনার কাজীর কিম্বা কমিস্যনরইত্যাদি যেং ব্যক্তি ক্রোকী জিনিস নীলাম করণের ক্ষমতা রাখে তাহার সাক্ষাৎ কিম্বা খোদ ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ যদি মাতবর জামিনীর সহিত এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দেয় যে আমি এই একরারনামার তারিখহইতে পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব ও বিচারানুসারে যত টাকা আমার শিরে বাকী ঠাহরে তাহার শতকরা সালিয়ানা ১২৲ বারো টাকা হিসাবে ঐ টাকা দেওনের উচিত সময়হইতে ডিক্রী হওনের তারিখপর্য্যন্ত এই মুদ্দতের যে সুদ হয় তাহাও আদালতের খরচাসমেত দিব তবে এমতে ক্রোককরণিয়ার কর্ত্তব্য যে ঐ জিনিসপত্র ক্রোক করাতে ক্ষান্ত হইয়া যাহার জিনিস তাহাকে দেয় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।

৬৫। যদি জিনিসের মালিক এইপ্রকারে নিয়মিত দিবসের মধ্যে একরারনামা লিখিয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়ার ক্ষমতা আছে যে জিনিস ক্রোক রাখিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যেমতং লেখা যাইতেছে সেইমতে নীলাম করায় ইহার মৌকুফী নীলামের দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকীর টাকা ক্রোকের খরচাসমেত দেওনবিনা হইবেক না আর যদি জিনিসের মালিক একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে

নালিশ না করে তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি বাকীর টাকা জামিনদারের স্থানে তলব করিবেক তাহাতে যদি ঐ জামিনদার তৎক্ষণাৎ না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি জামিনদারের ও বাকীদারের কিম্বা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের এই আইনের ১৪ ধারার প্রস্তাবিত দ্রব্যাদি ছাড়া অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিয়া বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী নীলামের দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকী টাকা ক্রোকের খরচাসমেত দেওনবিনা হইবেক না ইতি। —১৮১২ সা। ৫ আ। ১৫ ধা।

৬৬। বাকীদার অথবা তাহার মালজামিনছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি যদি ক্রোকহওয়া সম্পত্তির উপর দাওয়া করে তবে সেই ব্যক্তি জামিন দিয়া ঐ সম্পত্তি খালাস করিয়া লইতে পারিবেক না এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে তাহারদের দাওয়ার তজবীজ হইতে পারে না। যদি বাকীদার জামিন দিতে না পারাতে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় হয় তবে সে ব্যক্তি তদ্বিষয়ে সরাসরীরূপে নালিশ করিতে পারে কিন্তু বাকীদার কিম্বা তাহার মালজামিনছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি সেই সম্পত্তির উপর দাওয়া করে তবে সেই দাওয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুসারে নম্বরী মোকদ্দমাক্রমে তজবীজ করিতে হইবেক।—১৮২২ সালের ১৯ আপ্রিলের ৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৭। যে সকল লোকেরা বাকীদার লোকদিগের জিনিসপত্র ক্রোক করণের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি আপন পেটার যে ইজারদার কিম্বা কটকিনাদার অথবা প্রজা কিম্বা তালুকদারের মালজামিন থাকে তাহার জিনিস বাকী আদায়ের নিমিত্তে ক্রোক করাতে জিনিসের মালিক বাকীর বিষয়ে কোন ওজর করিলে তাহার মালজামিন যদি ক্রোক হওনের পর দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে ও সে জিনিস ভূমির উৎপন্ন ধান্যাদি শস্য হইলে যদি কাটা না গিয়া থাকে তবে তাহা খামারে আসিয়া গাদী হওনের দিবসের পর দ্বিতীয় দিবসহইতে পাঁচ দিবসের মধ্যে জজ সাহেবের কিম্বা কালেক্টর সাহেবের অথবা পরগনার কাজীর কি কমিস্যনরইত্যাদি যেং ব্যক্তি ক্রোকী জিনিস নীলাম করণের ক্ষমতা রাখে তাহার সাক্ষাৎ কিম্বা খোদ ক্রোককরণিয়ার সাক্ষাৎ দুই জন সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দেয় যে আমি কিম্বা বাকীদার এই একরারনামার তারিখহইতে পনের দিবসের মধ্যে এই মোকদ্দমাতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিব ও বিচারানুসারে আমার কি বাকীদারের শিরে বাকীর যত টাকা দেনা ঠাহরে তাহা তাহার শতকরা সালিয়ানা ১২৲ বারো টাকা হিসাবে ঐ টাকা দেওনের উচিত সময়অবধি ডিক্রী হওনের দিবসপর্য্যন্ত এই মুদ্দতের যে সুদ হয় তাহাও আদালতের খরচাসমেত দিব তবে এমতে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ জিনিস ক্রোক করাতে ক্ষান্ত হয়।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৬ ধা।

৬৮। যদি ঐ মালজামিন নিয়মিত দিবসের মধ্যে এইপ্রকার একরারনামা লিখিয়া না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ঐ জিনিস ক্রোক রাখিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যেপ্রকার লেখা যাইতেছে সেই প্রকারেতে নীলামে বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী ঐ বাকী টাকা ক্রোকের খরচাসমেত সেই জিনিস নীলাম হওনের দিবসের পূর্ব্বে দেওনব্যতিরিক্ত হইবেক না আর যদি ঐ মালজামিন আপন নামে কি বাকীদারের নামে একরারনামা লিখিয়া দিয়া নিয়মিত দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে নালিশ না করে তবে ক্রোককরণিয়া ঐ মালজামিনের স্থানে বাকীর টাকা তলব করিবেক তাহাতে যদি ঐ মালজামিন তৎক্ষণাৎ বাকীর টাকা না দেয় তবে ক্রোককরণিয়া ব্যক্তি মালজামিন ও বাকীদারের কিম্বা এই দুই জনের মধ্যে এক জনের জিনিসপত্র এই আইনের ১৪ ধারার উক্ত দ্রব্যাদিছাড়া ক্রোক করিয়া নীচেতে বেওরা করিয়া যেপ্রকার লেখা যাইতেছে সেইপ্রকার বিক্রয় করাইতে পারিবেক ইহার মৌকুফী ঐ বাকীর টাকা নীলামের দিবসের পূর্ব্বে দেওনবিনা হইবেক না আর যদি ঐ মালজামিন ঐ একরারনামা লিখিয়া দিতে না চাহে কি গয়ঙ্গচ্ছ করে কিম্বা কার্য্যক্রমে যদি এমত কোন স্থানে থাকে যে দূরপ্রযুক্ত নিয়মিত দিবসের মধ্যে একরারনামা লিখিয়া দেওয়া হইতে পারে না ও এই দুই মতের কোন মত হওনেতে যদি ঐ বাকীদার এই আইনের ১৫ ধারার নির্ণীতমতে একরারনামা লিখিয়া দিয়া অন্য জামিন দেয় তবে ক্রোককরণিয়া জিনিস ক্রোক করাতে ক্ষান্ত হইবেক ও উপরের ধারার লিখিত দাঁড়া অপ্রভেদে ঐ ক্রোককরণিয়া ও বাকীদার ও তাহার জামিনের প্রতি খাটিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৬ ধা।

৬৯। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে রাইয়ত এবং তাহার মালজামিন যদ্যপি উক্ত প্রকার একরারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে নালিশ করিতে ত্রুটি করিলে সাধারণ রীতির অনুসারে তাহার সম্পত্তি পুনর্ব্বার ক্রোক ও বিক্রয় হওনের যোগ্য তথাপি ঐ সম্পত্তির বেআইনমতে বিক্রয় হইলে যদি ক্ষতি হয় তবে সেই ক্ষতির টাকা পাইবার নিমিত্তে সরাসরী

মোকদ্দমা করিতে তাহার এবং তাহার মালজামিনের প্রতি নিষেধ নাহি।—১৮২৬ সালের ২ জুনের ৪২১ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৭০। ত্রিহুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে খাজানার বাকীর নিমিত্তে সম্পত্তি ক্রোক হইলে জামিন লইবার যে ক্ষমতা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারানুসারে মুনসেফদিগকে দেওয়া গিয়াছিল তাহা ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয় করণের যে কমিস্যনরী পদ তাঁহারদের ছিল সেই পদক্রমে তাঁহারদিগকে দেওয়া গেল অতএব ১৮৩৯ সালের ১ আইনানুসারে তাঁহারদের সেই প্রকার কমিস্যনরী পদ রহিত হওয়াতে সুতরাং তাঁহারদের সেই ক্ষমতাও রহিত হইয়াছে।—১৮৩৯ সালের ১৮ অক্টোবরের ১২৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭১। ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার লিখনানুসারে হুকুম হইয়াছে যে যে সকল লোকের মালামাল মালগুজারীর নিমিত্তে ক্রোক হইয়া সেই মালগুজারীর দাওয়ার উপর আপত্তি করিতে নালিশ করিবার জন্যে মালজামিন দিবেক তাহা সুধরিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি সমুদয় দাওয়ার উপর আপত্তি না করিয়া কেবল কতক অংশের উপর আপত্তি হয় তবে যাহারদিগের মালামাল ক্রোক হইয়া থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই কতক অংশের দাওয়া দিয়া এবং অবশিষ্ট আপত্তির নিমিত্তে মালজামিন দিয়া ক্রোক খালাস করে ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১২ ধা।

৭২। সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে তহসীলদার ও সাজাওল এবং অন্য যে রাজস্বের আমলা সরকারের তরফে মালগুজারী আদায় করিতেছেন এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৬ ধারার দ্বারা তাঁহারদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছিল সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন তাঁহারদের বিষয়ে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার বিধি খাটে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৬ ধারায় উল্লিখিত সরকারী আমলা যখন ঐ ধারাতে তাঁহারদিগকে দেওয়া ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করিতে চাহেন এবং পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে বাকী খাজানা আদায় করণের নিমিত্তে ভূম্যধিকারী এবং ইজারদারদিগের নিমিত্তে হওয়া বিধির অনুসারে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের দ্বারা বাকী খাজানা আদায় করিতে চাহেন তখন যে সকল বিধি চলন আছে এবং পূর্ব্বের যে সকল বিধি মতান্তর হইয়া ১৮১২ সালের ৫ আইনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল বিধি যেমন অন্যান্য ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার এবং তাহারদের মোখ্তারের বিষয়ে খাটে তেমনি সরকারী আমলারদের বিষয়েও খাটে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮১৮ সালের ২৮ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৭৩। কোন প্রজা কি ইজারদার কিম্বা কটকিনাদার অথবা মফঃসলী তালুকদার জিনিস ক্রোক হইলে যদি সে ব্যক্তি জমীদারের তলবকরা বাকীর ও তাহার শতকরা মাসে ১৲ এক টাকা হিসাবে সুদের ও আদালতের খরচার ও ক্রোকের খরচার টাকার মাতবর জামিন দিতে না পারে তবে তাহার ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ বাকীর টাকার মোকদ্দমাতে ক্রোককরণিয়ার নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে কেননা আদালতের বিচারানুসারে যদি এমত বোধ হয় যে তাহার জিনিস অনর্থক ক্রোক ও নীলাম হইয়াছে তবে তাহাতে তাহার যে ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার বদল আদালতের হুকুমানুসারে বুঝিয়া পায় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১৭ ধা।

৭৪। এই আইনের হুকুমানুসারে যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের লিখিত হুকুমানুসারে সরাসরীমতে হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২০ ধা।

৭৫। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২০ ধারাতে এমত বিশেষ হুকুম আছে যে ঐ আইনসম্পর্কীয় সমস্ত মোকদ্দমা সরাসরী তজবীজের দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। অতএব ঐ ২০ ধারার বিধির অনুসারে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ধারাসম্পর্কীয় যে সকল মোকদ্দমা জিলা বা শহরের আদালতে উপস্থিত করা যায় তাহাতে ফরিয়াদীর নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চলিত আইনে যে ক্ষমতা আছে তৎক্রমে যদি সেই ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিতে না চাহে তবে সেই সকল মোকদ্দমা সরাসরী মোকদ্দমার মত গ্রাহ্য হইয়া বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।—১৮১৬ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৭৬। জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার বিধির অনুসারে রাইয়ত কি ইজারদার কিম্বা মফঃসলী তালুকদারের মোকদ্দমা উপস্থিত করণের যে অনুমতি আছে তাহা কত কাল মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে উক্ত আইনের

২০ ধারার বিধির এবং ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে বেআইনী নীলামের দ্বারা ঐ রাইয়ত ইজারদারপ্রভৃতির যে ক্ষতি হইয়াছে সেই ক্ষতি হওনের তারিখের পর কেবল এক বৎসরের মধ্যে তাহারা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেক।—১৮২৮ সালের ২৫ জানুআরির ৪৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৭। ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ৬ ধারাতে হুকুম আছে যে বেআইনীমতে সম্পত্তির ক্রোক হইলে ঐ ক্রোকের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত রাইয়তের যাহা নোকসান হইয়াছিল তাহার মূল্য সে ফিরিয়া পাইবেক এবং তত্তুল্য টাকা তাহার ক্ষতিপূরণ বলিয়া তাহাকে দেওয়ান যাইবেক। সদর আদালত এইক্ষণে বোধ করেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার সেইরূপ অভিপ্রায় ছিল। ঐ বিধিতে আরো এমত হুকুম আছে যে রাইয়ত সরাসরী মোকদ্দমার দ্বারা সেইরূপ প্রতিকার পাইতে পারে অথচ তাহার পূর্ব্বে কেবল নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা তাহার সেইরূপ প্রতিকার পাওনের উপায় ছিল। কিন্তু তাহার ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে কত টাকার ডিক্রী করিতে হইবেক এই বিষয়ে ঐ ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৭ ধারার দ্বারা কিছু বৈলক্ষণ্য হয় নাই।—১৮২০ সালের ১ সেপ্টেম্বরের ৩১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৮। ফসল ক্রোক হইলে যদি রাইয়তেরা ক্রোক উঠাইয়া দেয় তবে জমীদার অথবা তাহার গোমাশ্‌ত তাহারদের নামে নালিশ করিলে সে নালিশের বিচার সরাসরীমতে হইবেক।—১৮২৯ সালের ২৪ আপ্রিলের ৫০৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০ ধারা।

বাকী খাজানার বাবৎ ও অত্যাচার করিয়া টাকা লওনের বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমা।—পাট্টার নিরিখ ও মর্ম্ম।—খাজানা বৃদ্ধি করণ।

৭৯। জানিবেন যে কালেক্টর সাহেব পাট্টা মঞ্জুর করণের বিষয়ে যে হুকুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৮ ধারায় নির্দ্দিষ্ট আছে সে হুকুম কেবল পাট্টার নক্‌শা মঞ্জুর করিবার কারণেই কালেক্টর সাহেবের প্রতি লেখা গিয়াছে ও তদনুসারে কাহারো স্থানে প্রজা লোকে পাট্টা লইলে যদি তাহার নিরিখের বিষয়ে কিছু আপত্তি জন্মে তবে সেমতে মালগুজারী নগদ কিম্বা জিনিসে দিতে হইলে সে আপত্তির নিষ্পত্তি সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সেই পরগনার শরেয়াফিক সেই রকম ভূমির জমার নিরিখ দৃষ্টে হইবেক ইতি। —১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৮০। জানিবেন যে উপরের লিখিত ধারার হুকুম কেবল ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৮ ধারার মতে প্রথম পাট্টা লইবার বিষয়েই নহে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের মতে কোন পাট্টার মিয়াদ গেলে কিম্বা কোন পাট্টা রদ হইলে দুসরা পাট্টা লইবার বিষয়েও ঐ হুকুম কাফী ও অটল রহিবেক এবং নয়া পাট্টা লইবার বিষয়ের সকল সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে পশ্চাতের লিখিত ঐ আইনের মতে যে প্রজার পাট্টার মুদ্দৎ যায় কিম্বা যাহার পাট্টা রদ হয় সে প্রজা নয়া পাট্টা লইলে তাহার স্থানে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা অন্য লোকে সেই পরগনার শরেমাফিক সেই রকম ভূমির নিরিখছাড়া বেশী তলব করিতে পারিবেক না কিন্তু যাহার স্থানে পাট্টা লইবার বিষয় তাহার স্থানে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের মতে প্রজা লোকে যে নিরিখে প্রথম পাট্টা লইয়া থাকে সেই নিরিখেই নয়া পাট্টা লইবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

৮১। কর্ত্তব্য যে যে কোন ডৌল ও দাঁড়াক্রমে প্রজাদিগের মালগুজারী দেওয়া সঙ্গত হয় তাহার বেওরা কৈফিয়ৎ বরং নির্দ্ধার্য্যের কালে যত টাকা মালগুজারী তাহার সংখ্যা পাট্টাসকলে লেখা যায়।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৭ ধা। ১ প্র।

৮২। জমীদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিদিগের সাধ্য আছে যে আপনারদিগের অবশিষ্ট ভূমির বন্দোবস্ত যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তদ্দৃষ্টে যেরূপে উচিত জানে করে কিন্তু কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের তাবের ইজারদারদিগের সহিত যে করারদাদ করে তাহাতে মালগুজারীর তায়দাদ এবং করারের নির্দ্ধার্য্যও হয় অর্থাৎ যবেক্তবে না থাকে যদি কোন ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদার কাহারো স্থানে কিছু করারদাদহইতে অধিক লয় তবে সেই অধিক টাকা অসঙ্গতের ন্যায় বোধ হইয়া তাহার স্থানহইতে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড দেওয়ান যাইবেক আর যে

সকল নিষেধ হুকুমের প্রস্তাব এই ধারায় হইল তাহার বেওরা নীচের কএক ধারায় লেখা আছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫২ ধা।

৮৩। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে জমীদার এবং অন্যান্য ভূম্যধিকারিদিগের অন্যায়রূপে টাকা তহসীল করণের যে দণ্ড পূর্ব্বোক্ত ধারাতে নিরূপণ আছে সেই দণ্ড তাহারা দিবেক এবং তাহার অতিরিক্ত যে টাকা তাহারা বেআইনী-মতে উসুল করিয়াছে প্রমাণ হয় তাহা ফিরিয়া দিবেক।—১৮১৩ সালের ২২ আপ্রিলের ১২৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৪। যেং কালে জমার বেওরাছাড়া তাহার সংখ্যা না হইতে পারে সেইং কালে কর্ত্তব্য যে যেমতে যেং সময়ে চাসের পর ভূমির জমা মাপের মুখে কিম্বা তাহার চাস দৃষ্টে নির্দ্ধার্য্য হয় অথবা ভূমির জমা তাহার উৎপন্ন শস্যে আদায় হয় সেইমতে সেইং সময়ে মালগুজারী হইবার বেওরা ও একরার যত নগদ ও যত জিনিস এবং অন্য যে সকল কট হউক তাহা পাট্টাসকলে স্পষ্ট ও পরিষ্কার লেখা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৭ ধা। ২ প্র।

৮৫। আশা এবং উম্মেদ অতিশয় ইহাই জানা যায় যে কিছু কাল ব্যাজে সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারেরা ও ইজারদারেরা ও প্রজাবর্গে ইহাতে আপনারদিগের লাভ দর্শন করিবেক যে ভূমির মালগুজারীর করারদাদের সকল সময়ে ভূমির নির্দ্ধার্য্য একং সংখ্যার উপর জমাও নিরূপণ করা যায় এবং যোতদারেরা ও চাসিরাও যে চাস অধিক লাভের তরে জানে তাহা সেই ভূমিতে করে আর যে স্থানে এমত দাঁড়া থাকে যে ভূমির পাট্টাসকল চাসের ফেরফারে পাঠের ফেরফারে হয় ও সে ভূমির অধিকারিরা চাহে যে সেই দাঁড়া লাঘব্য রাখে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে ভূমির তায়দাদ ও চাসের রকম ও জমার বেওরা ও যত টাকা জমা তাহার সংখ্যা ও মিয়াদের ধার্য্য এবং এই একরার যে নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সে ভূমির চাস উঠিলে সে ভূমির মালগুজারীর করারদাদ হয় সেই মিয়াদের বাকী মুদ্দতের নিমিত্তে অথবা উভয় স্বেচ্ছায় তাহাহইতে অধিক মুদ্দতের জন্যে নয়া ডৌলে হইবেক ভূমির পাট্টাসকলে লেখায় ও তদনুসারে সেই ভূমির চাস উঠিতে লাগিলে তাহার মালগুজারীর কারণ নয়। পাট্টা উপরের লিখিত মর্ম্ম ও একরার নিদর্শনে করা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৬ ধা।

৮৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইন ও ১৭৯৪ সালের ৪ আইনানুসারে প্রত্যেকে সমস্ত ভূম্যধিকারির পাট্টার শরওয়া প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কালেক্টর সাহেবের মঞ্জুরী করাইয়া লইবার ও ঐ আইনের নির্ণীত শরওয়ামতে যে পাট্টা প্রস্তুত না হয় তাহা মাতবর বোধ না হইবার হুকুমসম্বলিত যে সকল কথা লেখা গিয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল অতএব উত্তর কালে ভূম্যধিকারিদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদার ও প্রজাইত্যাদি আপনারদিগের পেটার সমস্ত লোককে আপনারদিগের ও তাহারদিগের উভয়সম্মত ও মনোনীত যে শরওয়া হয় সেই শরওয়ামতে পাট্টা লিখিয়া দিয়া কবুলিয়ৎ লয় কিন্তু এই হুকুমানুসারে কোন ভূম্যধিকারিকে তাহার আপন পেটার কাহার প্রতি অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট না করিয়া আবওয়াব কি মাথোট কিম্বা এই প্রকারের আরং কোনরূপে কিছু নির্দ্ধার্য্য করিতে অনুমতি আছে ইহা কোন ব্যক্তি না বুঝে বরং ঐং প্রকারে বাবসবাবের যে কিছু অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট বিনা যে কোন প্রকারে নিয়মিত হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের বিচারে অত্যসঙ্গত ও বাতিল বোধ হইবেক কিন্তু এমত অসঙ্গত নিয়ম লেখা থাকিলেও অঙ্ক নির্দ্দিষ্টক্রমে উভয়ের লিখিয়া পড়িয়া দেওয়া খাজানা আদায় করিবার হুকুম দেওয়ানী আদালতহইতে হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

৮৭। যদি পরগনার শরে ও দাঁড়ার কিছু নিরূপণ ও ঠিক না পাওয়া যায় তবে নীলামী ভূমির নিকটবর্ত্তি স্থানসকলেতে তাহার মত অন্য ভূমির খাজানার যে শরে ও দাঁড়া থাকে সেই শরে ও দাঁড়ামতে ঐ নীলামী ভূমির পাট্টা দিয়া খাজানা লওয়া যাইবেক কিন্তু নীলামী ভূমি যদি সম্যক্ গ্রাম কি মহাল কি পরগনা হয় ও তাহার সম্বন্ধীয় ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের সমস্ত পাট্টা উপরের উক্ত দাঁড়ানুসারে বাতিল হওনের যোগ্য হয় তবে গুজস্তা তিন সনের মধ্যে যে কোন সনে ঐ ভূমিতে বেশী খাজানা উসুল হইয়া থাকে সেই সনের খাজানার হারহইতে অধিক না হয় এমত হারেতে নূতন পাট্টা লিখিয়া দেওয়া গিয়া খাজানা তহসীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

৮৮। পূর্ব্বের ও এক্ষণকার আইনানুসারে ভূমির নীলামী খরীদারদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ ভূমির পূর্ব্বের অধিকারির ও তাহার পেটার ইজারদার ও প্রজাইত্যাদিদিগের মধ্যে যে করারদাদ হইয়া থাকে কএক প্রকরণ-

ব্যতিরেকে তাহা রদ করে কিন্তু এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে চলিত আইনানুসারে জমীদারের তরফহইতে কোন ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির স্থানে বেশী খাজানা তলব হইতে পারিলেও উভয়ের মধ্যে ঐ বেশী খাজানা দেওনের কথা সম্বলিত লেখাপড়া হওনবিনা কিম্বা বাঙ্গলা হাল সালে কি ফসলী আইন্দা সনে যে বেশী খাজানা ঐ ইজারদার কি অন্য ব্যক্তির দিতে হইবেক তাহার পরিমাণ লিখিয়া এক এত্তেলানামা ঐ ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির নিকটে আবাদ তরদুদের সময়ে এতাবতা জ্যৈষ্ঠ মাসে কি তাহার পূর্ব্বে পাঠাইয়া দেওনবিনা কিছু বেশী খাজানা তাহার শিরে দেনা ঠাহরিবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ৯ ধা।

৮৯। অধস্থ আদালত জমা বাড়াইবার এক মোকদ্দমা ইহা বলিয়া ডিসমিস করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারানুসারে দাওয়ার যে এত্তেলা পূর্ব্বে দিতে হয় তাহার মধ্যে সাবেক জমা এবং কত ভূমির উপর বেশী জমার দাওয়া হইল তাহার নিদর্শন ছিল না। কিন্তু এইপ্রকার বৃত্তান্ত এত্তেলানামার মধ্যে লিখনের কোন হুকুম নাই অতএব আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইল এবং মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৩১ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮৮ পৃষ্ঠা

৯০। ভূম্যধিকারির পেটার কোন ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির নিকটে উপরের উক্ত এত্তেলানামা পাঠান না গেলে পুর্ব্বের করারদাদমতে যে মালগুজারী তাহার ওয়াজিবী দিতে হয় তাহাহইতে বেশী খাজানা জিনিস ক্রোক করণ কি তাহাকে কয়েদ করণ কিম্বা দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের দ্বারা তাহার স্থানে উসুল হয় তবে আদালতের কোন কাছারীতে এ কথা প্রমাণ হইলে সে ব্যক্তি ঐ বেশী টাকা ও তাহাতে তাহার যে ক্ষতি ও খরচ হইয়া থাকে তাহাসমেত পাইতে পারিবেক অতএব ঐ এত্তেলানামা খোদ ইজারদার কি প্রজাইত্যাদির হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সে ব্যক্তির অস্পষ্ট থাকন কি পলাইয়া যাওনপ্রযুক্ত তাহার হাতে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাহার বাসস্থানে লটকাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ইহাতে এত্তেলানামা তাহার হাতে দেওয়া যাওনের মত বোধ হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১০ ধা।

৯১। অধস্থ আদালতের ডিক্রী ইহা বলিয়া অন্যথা করা গেল যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারায় যে এত্তেলা দেওনের হুকুম আছে তাহা দেওনের প্রমাণ না পাইয়া ঐ আদালত সেই বেশী খাজানার ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১০ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩১৫ পৃষ্ঠা।

৯২। জমা বাড়াইবার বাবৎ মোকদ্দমা হইলে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে এত্তেলা জারী করণের প্রমাণ যদি না দেওয়া যায় তবে তাহা ফরিয়াদীকে ননসুট করণের মাতবর হেতু নহে।—১৮৪৯ সালের ১৩ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৯৩। জানা কর্ত্তব্য যে সরকারহইতে নিযুক্তহওয়া ক্রোক সাজাওল লোক ও কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের নিযুক্তকরা সরবরাহকার লোকদিগের সহিত ও বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের সাহেব লোক যে কোন ভূমি কি ভূমির অংশ ইজারা দিয়া থাকেন তাহার ইজারদারদিগের সহিত উপরের ধারাসকলের লিখিত হুকুম সমভাবে সম্বন্ধ রাখিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ১১ ধা।

৯৪। ধার্য্য হইল যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা যে২ ব্যক্তির উপর জারী হয় সেই২ ব্যক্তির স্থানে যত খাজানার দাওয়া হয় তাহার বৃত্তান্ত ঐ এত্তেলানামার মধ্যে লিখিতে হইবেক এবং খাজানা বাড়াইবার স্বপ্ন ভূম্যধিকারী কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন তাহাও তাহার মধ্যে লিখিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ২৯ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৫৬ পৃষ্ঠা।

৯৫। ধার্য্য হইল যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ধারায় নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা যে২ ব্যক্তির উপর জারী হয় সেই২ ব্যক্তির দখলে যে ভূমি আছে তাহার পরিমাণ বিশেষ করিয়া সেই এত্তেলানামার মধ্যে লিখিতে ত্রুটি হইলে অথবা যে২ ব্যক্তির দখলে ভূমি আছে তাহারদের সকলের নাম লিখিতে ত্রুটি হইলে তদ্দ্বারা সেই এত্তেলানামা ব্যর্থ হয় না। যে২ ব্যক্তির নাম জমীদারীর কাছারীতে দখীলকারের ন্যায় লেখা আছে তাহারদের নাম এত্তেলানামার মধ্যে লিখিলে প্রচুর হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৬১ পৃষ্ঠা।

৯৬। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা এবং ১৮২৭ সালের ৪ আইনানুসারে ভূমির যে সরবরাহকার নিযুক্ত হন তিনি আপনার জিম্মায় থাকা সম্পত্তির কোন ভাগের ইজারা দিতে পারেন। সেই সরবরাহকারের স্থানে যে ইজারদার পাট্টা লইয়াছে সেই ব্যক্তি খাজানা বৃদ্ধি করণের বিষয়ে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৭৭ পৃষ্ঠা।

২৭। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ এবং ১৩ ধারার বিধি মন্তান্তর হইয়া ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা অথবা দাওয়া কোন রাইয়ত বা প্রজার উপর জারী করিতে হইলে যে জিলার মধ্যে ঐ এত্তেলা কি দাওয়ার সম্পর্কীয় ভূমি থাকে সেই জিলাতে যদি ঐ রাইয়ত কিম্বা প্রজার সামান্যতঃ বাসস্থান না থাকে তবে ঐ এত্তেলানামা কি দাওয়া এক জমা ওয়াসীল বাকীসমেত ঐ ভূমির মালের কাছারীতে অথবা তাহার উপর সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে কি গ্রামের চৌরী বা চৌপালে কিম্বা সকল লোকের দৃষ্টিগোচর গ্রামের অন্য কোন স্থানে লট্‌কাওনের দ্বারা জারী হইবেক ইতি।—১৮৪৮ সা। ৮ আ।

২৮। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারা দৃষ্টি করিলে প্রথমতঃ অনুভব হয় যে জমীদারেরা কিম্বা তাহারদের কার্য্যকারকেরা রাইয়তের নিকটে পাঠান এত্তেলানামার মধ্যে যত খাজানার টাকা লিখিতে ইচ্ছা করে তত টাকা তাহারা ঐ রাইয়তের স্থানে প্রথমতঃ ক্রোকের দ্বারা অথবা সরাসরী হুকুমক্রমে উসুল করিতে ক্ষমতা রাখে এবং কয় রাইয়তের আপনার ভূমি ছাড়িয়া দিতে হইবেক কিম্বা যাবৎ নয়রী মোকদ্দমার দ্বারা ঐ দাওয়ার অযথার্থ প্রমাণ দিতে না পারে তাবৎ ঐ ভূমির নিমিত্তে সেইরূপ বেশী খাজানা দিতেই হইবেক। কিন্তু এই অর্থ ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৭ ধারার এক ভাগের সঙ্গে মিলে না ঐ ধারার মধ্যে রাইয়তেরা যে হারানুসারে পাট্টার দাওয়া করিতে পারে এবং আপনারদের ভূমি রাখিতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে এবং ঐ ধারা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৩ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইতে পারে না অতএব যে জমীদার ও ইজারদারেরা বেশী খাজানার বাবৎ সরাসরী নালিশ করে অথবা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারানুসারে তাহারদের নামে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার জওয়াব দেয় তাহারদিগকে আমি নিয়ত এইমত হুকুম দিয়া আসিতেছি যে তাহারদের রাইয়তের উপর জারীহওয়া এত্তেলানামাতে তাহারা যে খাজানার দাওয়া করে তাহা পরগনার নিরিখের অনুযায়ি এবং ভূমির পরিমাণের উপযুক্ত ইহার প্রমাণ দেয়। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার উক্ত যে অর্থ স্কট সাহেব করিয়াছিলেন তাহাতে সদর আদালত সম্মত আছেন। তাঁহারা কহেন যে কোন লিখিত করারদাদ না থাকিলে ঐ আইনের ৯ ধারার লিখিত যে এত্তেলানামা দিবার বিষয়ে হুকুম আছে তাহা চলিত আইনানুসারে বেশী খাজানা দেওনের যোগ্য রাইয়তেরদের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখে। সুতরাং ঐ চলিত আইনের মধ্যে পরগনার নিরিখঅনুসারে নূতন পাট্টা দিবার বিষয়ে ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের রদ না হওয়া ৭ ধারার বিধি গণ্য করিতে হইবেক।—১৮১৬ সালের ৩ ফেব্রুআরির ২৩৪ নয়রী আইনের অর্থ।

২৯। সদর দেওয়ানী আদালতে এক জন জজ সাহেব ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে২ গতিকে জমীদার এবং তাঁহারদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কৃষাণেরদের উপর এত্তেলা জারী করিয়া যে বাকী খাজানার বিষয়ে বিরোধ আছে সেই বাকীর নিমিত্তে ঐ রাইয়তেরদের যোত ক্রোক করে কিম্বা বৎসরের শেষে তাহারদিগকে বেদখল করে সেই২ গতিকে ঐ আইনের ১৫ ধারার বিধি খাটে কি না। ২। আমার এইরূপ জিজ্ঞাসা করণের কারণ এই যে রাইয়তেরা বারম্বার আমার নিকটে আসিয়া এই দরখাস্ত করিয়াছে যে আমারদের উপর দাওয়ার যে অংশ আইনসিদ্ধ স্বীকার করি তাহা আদালতে দাখিল করিতে এবং অবশিষ্ট ভাগের বিষয়ে জামিন দিতে এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে তাহার যথার্থতার বিষয়ে মোকদ্দমা করিতে প্রস্তুত আছি অতএব আমারদের যোতহইতে আমারদিগকে বেদখল করিতে ইজারদার এবং অন্যেরদিগকে আপনি নিবারণ করুন। তাহাতে সদর আদালত এই উত্তর করিলেন যে তুমি আদালতের মত এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে যে গতিকে ভূম্যধিকারী বিরোধি বাকী খাজানার বাবৎ আপনার রাইয়তের যোত ক্রোক করে অথবা বৎসরের শেষে তাহাকে বেদখল করে এমত গতিকে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৫ ধারার বিধি খাটে কি না। আমারদের উত্তর এই যে ঐ ধারার বিধি যদ্যপি কেবল কথিত বাকী খাজানার বাবৎ সম্পত্তি ক্রোকের বিষয়ে সপষ্টরূপে খাটে তথাপি আমারদের বোধে যে বিষয় তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ সেই বিষয়ে ঐ বিধির ভাব যথার্থতানুসারে খাটাইতে হইবেক অর্থাৎ ঐ বিরোধি খাজানার বিষয় অগৌণে দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তির জন্যে উক্ত ধারায় যে২ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ নিয়ম রাইয়ত প্রতিপালন করিলে ঐ আইনের ১৫ ধারা তাহারদের বিষয়ে খাটিবেক। —১৮১৬ সালের ২১ আগষ্টের ২৫৫ নয়রী আইনের অর্থ।

১০০। এক জন হাওলাদারের জমা তালুকদারেরা বেশী করাতে ঐ হাওলাদার আপনার নিম হাওলাদারেরদের খাজানা বেশী করণার্থে নালিশ করিল তাহাতে অধস্থ আপীল আদালত এই হেতুতে ঐ ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করিলেন যে হাওলাদারের খাজানা যে পরিমাণে বেশী করা যায় সেই পরিমাণে সে ব্যক্তি আপনার নিম হাওলাদারের খাজানা বেশী করিতে পারে কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত সেই ডিক্রী অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইলেন এবং হুকুম দিলেন যে ঐ পরগনার মধ্যে নিম হাওলাদারেরা হাওলাদারেরদিগকে যে খাজানা দিয়া আসিতেছে সেই হারানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৫ ফেব্রুআরির নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১০১। কোন ভূম্যধিকারী ও ইজারদার এবং তাহারদিগের কার্য্যকারকদিগের সাধ্য থাকিবেক না যে খোদকস্তা প্রজাদিগের পাট্টাসকল এমত প্রমাণ নহিলে রদ করে যে সেই সকল পাট্টা গণতাক্রমে লইয়া থাকে কিম্বা এই আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে সেই প্রজার তিনসনী মালগুজারীতে পরগনার শরেহইতে কমী হইয়া থাকে অথবা সেই প্রজারা গণতাক্রমে জমায় কমী করাইয়া থাকে কিম্বা দরোবস্ত পরগনার মাপ তাহার মালগুজারীর হারহারির কারণ হইয়া থাকে। আর জানিবেক যে এই ধারার লিখিত সকল দাঁড়া সুবে বেহারে চলিবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬০ ধা। ২ প্র।

১০২। যদি জমীদার কি ইজারদার অথবা তালুকদার লোক কিম্বা তাহারদিগের কার্য্যকারকেরা প্রজাদিগের কাহারু স্থানে পোস্তের চাসকরণহেতু মোকররী খাজানাহইতে কিছু বেশী তলব করে ও লয় তবে সেই প্রজা ও এজেণ্ট সাহেবের ক্ষমতা আছে যে দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে তাহারদিগের নামে ইহার নালিশ করেন্ ও ঐ আদালতের সাহেব অবিলম্বে এ বিষয়ের তজবীজ করিয়া যদি ইহা সাবুদ হয় তবে যত বেশী লইয়া থাকে তাহা ফিরিয়া দিবার ও তাহার তিনগুণ জরীমানা দাখিল করিবার হুকুম এমত অপরাধির প্রতি দেন্ ইতি। —১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৭ ধা।

১০৩। ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারায় যেপ্রকার খাজানার বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাছাড়া অন্য প্রকার যে বেশী খাজানা না দিবার বিষয়ে তালুকদার দাওয়া করে সেই বেশী খাজানা না দিবার তাহার যে অধিকার আছে ইহার প্রমাণ তাহারি দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৭৮ পৃষ্ঠা।

১১ ধারা।

পাট্টাবিষয়ক বিধি।—রাইয়তেরদের স্থানে বেআইনীমতে আবওয়াব লওন।

১০৪। প্রজাদিগের স্থানে আবওয়াব ও মাথোট ওগয়রহের যে টাকা জবর করিয়া লওয়া যায় তাহার জেয়াদতীতে ও তায়দাদ না থাকিবাতে তাহা নিরূপণহওয়া দুষ্কর হয় এবং সেই আবওয়াবওগয়রহ অন্যায় ও অত্যাচারেরো বীজদর্শন হইতেছে অতএব সমস্ত ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রজাদিগের ঐক্যক্রমে সেই আবওয়াবওগয়রহের বিবেচনা ও তহ্কীক করিয়া সে সমস্ত আবওয়াবওগয়রহ আসল জমাভুক্ত করিয়া এক মোট করে আর যে সকল জমীদারী ও অন্য যে ভূমি বড় ও প্রশস্ত আছে তাহার অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল পরগনার আবওয়াবওগয়রহ অন্যং স্থানের অপেক্ষা অতিরিক্ত থাকে তাহা উপরের লিখনানুসারে অগ্রে আসল জমার সহিত মোট করে আর তাহা করিবার গতিক এমত করে যে বাঙ্গলা ১১৯৮ সালের শেষপর্য্যন্ত সুবে বাঙ্গালায় ও ফসলী ও বিলায়তীর ঐ সন আখিরীতক্ সুবে বেহার ও সুবে উড়িষ্যায় তাহারদিগের সম্পর্কীয় সকল ভূমির সে কার্য্য নিষ্পত্তি হয় আর ঐ মিয়াদ ধার্য্যের হেতু এই যে সেই সময়ে সকল পাট্টা দিবার নির্ণয় আছে অতএব ইহার হুকুম পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৪ ধা।

১০৫। কোন ভূম্যধিকারী এবং কোন প্রকার ইজারদার ও মফঃসলী তালুকদারের কর্ত্তব্য নহে যে কিছু নয়া আবওয়াব কিম্বা মাথোট কোন প্রকারে প্রজাদিগের উপর ধার্য্য করে যদি এমত করে তবে তাহার তিনগুণ দণ্ড ঐ দোষকরণিয়ার স্থানে লওয়া যাইবেক আর যদি পশ্চাৎ জানা যায় যে কিছু নয়া আবওয়াব অথবা মাথোট ধার্য্য হইয়া কাহারো উসুলে আসিযাছে তবে সেই আবওয়াবওগয়রহ যত দিনের লওয়া গিয়া থাকে তত দিনের দণ্ড ঐ অনুসারে গ্রহীতার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৫ ধা।

১০৬। এক জন ইজারদার রাইয়তেরদের স্থানে "জাবেতা বাটা" অর্থাৎ টাকার প্রতি আধ আনা বেশী যে ব্যবহারিক বাটা লইয়াছিল কথিত হইল এবং জমীদারকে দিতে অঙ্গীকার করিযাছিল এইমত টাকার বাবৎ জমীদার ঐ ইজারদারের নামে নালিশ করিলেন। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতে তাহা বেআইনী বলিয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ১৬ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৪২ পৃষ্ঠা।

১২ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর ও তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—রাইয়তেরদের পাট্টা ও খাজানার রসীদ দাওয়া করণ।—খাজানা দেওন।

১০৭। কোন প্রজার মালগুজারী দেওয়া সঙ্গত নির্দ্দিষ্ট হইলে পর সেই প্রজার শক্তি আছে ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা ইজারদার যাহার স্থানে ভূমি লয় তাহার স্থানে কিম্বা তাহার গোমাশ্‌তার নিকটে সেই ভূমির পাট্টা চাহে যদি সেই ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি সে পাট্টা দিতে স্বীকার না করে তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণপূর্ব্বকে সেই ভূম্যধিকারিপ্রভৃতি স্বীকার না করণের কারণ সেই প্রজা যে খরচান্ত হইয়া থাকে কিম্বা ব্যামোহ পাইয়া থাকে তদনুসারে দণ্ড ভূম্যধিকারিপ্রভৃতির উপর হইবেক আর সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদারদিগের প্রতিও হুকুম আছে যে তাহারা প্রজাদিগের মালগুজারীর ভৌল ধার্য্য করিলে পর একং খান পাট্টা হয় আপনারা সেই প্রজাদিগেরে দেয় না হয় আপনারদিগের গোমাশ্‌তাদিগের দ্বারা দেওয়ায়। কিন্তু কোন মফঃসলী তালুকদার ও ইজারদারের সাধ্য হইবেক না যে আপন দখলী ভূমির পাট্টা তাহার অধিকারির বিনাঅনুমতিতে আপন তাহুতের মিয়াদহইতে অধিক মুদ্দতের জন্যে কাহাকেও দেয় এবং কোন গোমাশতার ক্ষমতাও থাকিবেক না যে ভূম্যধিকারী কিম্বা মফঃসলী তালুকদার অথবা অনুপযুক্ত অধিকারিদিগের ভূমির সরবরাহকার ফলতঃ যে তাহার মনিব হয় তাহার বিনাঅনুমতিতে কাহাকেও পাট্টা দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৫৯ ধা।

১০৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার পাট্টা দিতে কিম্বা খাজানার রসীদ দিতে কবুল না করিলে তাহারদের নামে রাইয়ত এবং অন্যান্য পেটাও প্রজারা যে নালিশ করে তাহা চলিত আইনানুসারে কোন সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। যে রাইয়ত অথবা পেটাও প্রজা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের নামে সেইরূপে নম্বরী নালিশ করিয়া রসীদ কি পাট্টা পাইবার দাওয়া সাব্যস্ত করে তাহারা ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৯ এবং ৬৩ ধারার বিধির অনুসারে ঐ পাট্টা অথবা রসীদ পাইতে পারে এবং তদতিরিক্ত ঐ গরকবুল জমীদারের স্থানে ক্ষতিপূরণের টাকা পাইতে পারে।—১৮১০ সালের ১৬ আগষ্টের ৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৯। জানা গেল যে ঐ আইনের হুকুমমাফিক মোকররী নিরিখ ও নক্‌শামতে স্থানেং ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাৎ তালুকদারেরা প্রজাদিগেরে পাট্টা দিতে উদ্যত ছিল কিন্তু প্রজারা তাহা লয় নাই অতএব নির্দ্দিষ্ট করা গেল যে ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার কিম্বা শামিলাৎ তালুকদারেরা আইনের হুকুমমাফিক মোকররী নিরিখ ও নক্‌শামতে পাট্টা কিম্বা পাট্টাসকলের নক্‌শা তৈয়ার করিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫৮ ধারার অনুসারে কালেক্‌টর সাহেবের মঞ্জুর করাইয়া সেই নক্‌শামাফিক পাট্টা প্রজাদিগেরে দিবার কারণ আপনং অধিকার কিম্বা ইজারার মহালের সদর কাছারী অথবা কাছারীসকলে আপনং মোহর ও দস্তখতে একং লিখন লট্‌কাইয়া সেই সংবাদ দিবেক ও প্রজা লোকে সেই মোকররী নিরিখ ও নক্‌শা মাফিক পাট্টা চাহিলে তাহা যে স্থানে যে কালে যাহার মারফতে পাইবেক তাহার জিগির সেই লিখনে লিখিতে হইবেক ও তাহাতে জানিবেক যে সেই লিখনের দ্বারা সংবাদ করা ও পাট্টা দেওয়া সমান অর্থ এবং তদনুসারে ইহাও জানা যাইবেক যে ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও শামিলাৎ তালুকদারেরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৫৯ ধারার হুকুম বজায় রাখিয়াছে এবং এমতে সংবাদ করিয়া যে কেহ পাট্টা দিতে উদ্যত থাকে সে ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৭ সপ্তদশ আইনে যে মতে দ্রব্যাদি ক্রোক করণের হুকুম লেখা যায় সেইমতে প্রজাদিগের দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া কিম্বা তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া আপন পাওনা মালগুজারী লইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৪ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

১১০। ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৫ ধারাতে যে এত্তেলা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রাইয়তী পাট্টা দিবার প্রস্তাবের বিষয়ে খাটে তালুকদারী পাট্টা দিবার প্রস্তাবের বিষয়ে খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৭ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৬১ পৃষ্ঠা।

১১১। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে সরাসরী মোকদ্দমার দ্বারা রাইয়তেরদিগকে পাট্টা লইতে এবং কবুলিয়ৎ দিতে কোন হুকুম ১৮১২ সালের ৫ আইনের মধ্যে নাই কিন্তু ভূম্যধিকারিরা ১৭৯৪ সালের ৪ আইনের ৫ ধারা

এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে কার্য্য করিতে পারে।—১৮১৬ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের ২৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১২। কর্ত্তব্য যে একং ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও ভূমির যেপ্রকার ইজারদার ও ঐ সকলের যেপ্রকার গোমাশ্‌তারা মালগুজারীর তহসীলের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারা যে কালে ভূমির যত মালগুজারী তালুকদারের ও ইজারদারের ও প্রজাদিগের স্থানে লয় সে কালে তাহার কবজ লিখিয়া দেয় আর একং কিস্তির টাকা বেবাক আদায় হইলে পরেও ফারখতী দেয় ইহাতে যে কেহ মালগুজারীর টাকা দেয় সে যদি কবজ না পায় তবে সেই কবজ দিতে চাহে নাই এমত প্রমাণ জিলার দেওয়ানী আদালতে হইলে পর যে মালগুজারীর টাকার কবজ না পাইয়া থাকে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড আসামীর স্থানে পাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৪ ধা। ১ প্র।

১১৩। এক জন মফঃসলী তালুকদার কতক বৎসরাবধি যে খাজানা দিয়াছিল তাহার দাখিলা জমীদার দিতে অস্বীকার করিলেন। তালুকদার তাঁহার নামে নালিশ করিলে জিলার আদালত ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৩ ধারানুসারে ফরিয়াদী যত খাজানা দিয়াছিল তাহার দ্বিগুণ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহার পক্ষে ডিক্রী করিলেন। কিন্তু সদর আদালত এই হেতুতে ঐ নিষ্পত্তি অন্যথা করিলেন যে ফরিয়াদী মোকররী খাজানার দাখিলার দাওয়া করিয়াছিল কিন্তু সেইপ্রকার দাখিলা পাইতে যে তাহার স্বত্ব ছিল ইহার প্রমাণ দিতে পারিল না এবং তাহা অসম্ভব বোধ হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১০ সালের ৩১ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩০৪ পৃষ্ঠা।

১১৪। ফরিয়াদীরা মফঃসলী তালুকদারস্বরূপ জমীদারকে যে খাজানা দিয়াছিল তাহার দাখিলা পাইবার জন্যে নালিশ করিল। কিন্তু জমীদার কহিলেন যে আমি তোমারদিগকে ইজারদার বলিয়া রসীদ দিতে প্রস্তুত আছি কিন্তু তালুকদার বলিয়া নহে। আদালতে প্রমাণ হইল যে তাহারা অবশ্য তালুকদার এবং এই ডিক্রী হইল যে জমীদার তাহারদিগকে তালুকদার বলিয়া রসীদ দিবেন। পরন্তু তাহারদিগকে রসীদ না দেওনের কারণ কেবল তাহারদের পাট্টার ভাবের বিষয়ে বিরোধ এইপ্রযুক্ত ধার্য্য হইল যে ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৩ ধারার বিধি এই স্থলে খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ২৫ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২২১ পৃষ্ঠা।

১১৫। আনন্দ বলরামকে যে খাজানা দিয়াছিল তাহার দাখিলা বলরাম দিতে স্বীকার করিল না তাহাতে আনন্দ তাহার নামে ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬৩ ধারাক্রমে নালিশ করিল। ঐ মোকদ্দমা খরচাসমেত ইহা বলিয়া ডিসমিস হইল যে বলরামের যে ইহাতে কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল এমত প্রমাণ হইল না এবং যে তারিখে নালিশের কারণ জন্মিল সেই তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে আনন্দ নালিশ করিল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ১৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৬ পৃষ্ঠা।

১১৬। ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগকে হুকুম আছে যে তাহারা কোন প্রজা কিম্বা অপর যোতদারের স্থানে কিস্তিবন্দীর কিম্বা অন্য লিখনপঠনের অথবা যেখানকার যে দাঁড়া সেইমতে খাজানা তলবের নির্ণীত সময়ের পূর্ব্বে কাহার স্থানে কিছু মালগুজারী তলব না করে ও না লয় এবং প্রজাদিগকেও সেমতে মালগুজারী দিতে বারণ আছে। ইহাতে যদি প্রজাদির কেহ পশ্চাৎ এই নিষেধের অন্যথায় নির্ণীত সময়ের পূর্ব্বে কিছু মালগুজারী কাহাকেও দেয় ও পশ্চাৎ সে ভূমি সরকারে ক্রোক হয় কিম্বা ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার ক্রোক করে তবে সেই পূর্ব্বে দেওয়া মালগুজারীর দাখিলা সরকারের তরফ ক্রোকী আমলা কিম্বা ক্রোককরণিয়া ভূম্যধিকারী অথবা ইজারদার যাহার নিকটে দর্শাইবেক তাহার নিকটেই সে দাখিলা প্রকৃত কি অপ্রকৃতইবা হউক কদাচ মঞ্জুর হইবেক না।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩ প্র।

১১৭। সকল ভূম্যধিকারী ও মফঃসলী তালুকদার ও সকল প্রকার ইজারদারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের তাবের মালগুজারেরদের শিরের মালগুজারীর কিস্তিসকলের ধার্য্য তাহারদিগের এলাকার ভূমির শস্য কাটিবার ও বিক্রয় করিবার কাল নিদর্শনে করে ইহাতে অতিসরিলে মালগুজারেরদের যে ক্ষতি হয় তাহার নালিশ সেই অধিকারিপ্রভৃতির উপর হইতে পারে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৮ আ। ৬৪ ধা।

১৩ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর ও তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—পাট্টার মিয়াদ।

১১৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের যে ২ ধারা ১৭৯৫ সালের ৫০ আইনের যে ২ ধারা ও

১৮০৩ সালের ৪৭ আইনের ২ ধারার যে ২ প্রকরণেতে জমীদার ও হুজুরী তালুকদারইত্যাদি ভূম্যধিকারিদিগকে তাহারদিগের আপন পেটার কাহাকেও ১০ দশ সনের অধিক মিয়াদে পাট্টা দিতে নিষেধ লেখা গিয়াছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ও ভূম্যধিকারিদিগকে অনুমতি দেওয়া যাইতেছে যে তাহারদিগের ও তাহারদিগের পেটার ইজারদারইত্যাদির যে মিয়াদের ইচ্ছা হয় ও তাহাতে চাসবাস ও ভোগ আবাদের আধিক্য হইতে পারে সেই মিয়াদে পাট্টা লিখিয়া দেয় ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২ ধা।

১১৯। ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারার লিখনের মর্ম্মেতে সন্দেহ জন্মিল একারণ সুস্পষ্ট বিবরণ করা যাইতেছে যে ঐ ধারার যথার্থ মর্ম্মানুসারে এই অনুমতি হইয়াছে যে ভূম্যধিকারিরা আপনারদিগের ফলোদয়ের নিমিত্তে যে জমায় ও যে মিয়াদে ইচ্ছা বরং সর্ব্ব কালের নিমিত্তে পাট্টা লিখিয়া দেয় কিন্তু যে কোন ব্যক্তি নিরূপিত কোন মিয়াদপর্য্যন্ত কি আপন জীবনাবধি ভূমির স্বত্ব রাখে কি তাহার শস্যাদি ভোগ কি দানবিক্রয়াদি করণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা কি স্বাধীনতা না রাখে সে ব্যক্তি আপন স্বত্বের মিয়াদ কি ক্ষমতার অতিক্রমে তাহার পাট্টা দিতে পারিবেক এমত বোধ না হয় ইতি।—১৮১২ সা। ১৮ আ। ২ ধা।

১২০। এই আইনের অনুমান না হয় যে ভূম্যধিকারিরা বিলায়তী সাহেবলোক ছাড়া অন্য কাহাকেও আপনারদিগের কিছু ভূমি কিঞ্চিৎকাল মুদ্দতে কিম্বা চিরকালের নিমিত্তে কোন এমারৎ ও অন্যং ব্যাপারের গৃহ ও বাগাৎআদি করিতে সরকারের কার্য্যকারকদিগের বিনাহুকুমে না দেয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪৪ আ। ৮ ধা।

১২১। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১২ সালের ১৪ আইনের ২ ও ৩ ধারা মতান্তর হইয়া ইহার দ্বারা হুকুম হইল যে জমীদারেরা কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারিরা সরকারের সহিত যেং মিয়াদে বন্দোবস্ত করিয়াছেন সেইং মিয়াদের অধিক না হয় এত কালপর্য্যন্ত পাট্টা দিতে পারেন অথবা কোন ভূমির খাজানা ধার্য্য করিতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁহারা তাহাহইতে অধিক মিয়াদে পাট্টা দেন কিম্বা ভূমির খাজানার ধার্য্য করেন তবে ঐ পাট্টা অথবা ভূমির খাজানার বন্দোবস্ত আপনারদের মিয়াদের অধিক যত কাল হয় কেবল তত কালের নিমিত্তে রদ ও বাতিল হইবেক।—১৮৪২ সা। ১৬ আ।

১২২। অংশিগণের দরখাস্তে কিম্বা আদালতের ডিক্রীঅনুসারে যদি সাধারণ কোন ভূমির অংশাংশি হয় তবে যদি ভূমি বিভাগ হওনের পূর্ব্বে তাহার মালিক অর্থাৎ অধিকারিদিগের ও প্রজা ও ইজারদার ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৭ ধারার লিখিত তালুকদারছাড়া মফঃসলী তালুকদারদিগের মধ্যে কোন করারদাদ হইয়া থাকে তথাপি তাহাতে দৃষ্টি না করিয়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারার লিখনানুসারে ঐ ভূমির প্রতিঅংশেতে হিস্যাওয়ারী জমার নিরূপণ হইবেক কিন্তু সাধারণ ভূমি অংশিগণের মধ্যে বিভাগ কি আদালতের ডিক্রীক্রমে ঐ ভূমি সম্যক্ কি তাহার কিছু বিক্রয় কি উত্তরাধিকারিত্ব কি বিক্রয় কি দানক্রমে হস্তান্তর হইলেও যে পাট্টা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ও ৩ ধারার ও এই আইনের ২ ধারামতে দেওয়া গিয়া থাকে তাহা বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ১৮ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

১৪ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর ও তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—পাট্টার বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের আইনের অর্থ ও নিষ্পত্তি।

১২৩। ধার্য্য হইল যে মৌরুসী পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে খাজানা বাকী থাকিলেও সেই রাইয়তের সেই পাট্টা ত্যাগ করণের ক্ষমতা আছে কিন্তু তাহা রীতিমতে এবং উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ বৎসরের শেষে করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ১২ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৭৪ পৃষ্ঠা।

১২৪। সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা কথিত দত্তকপুত্রের জমীদারীর কর্ত্তৃত্বকারিস্বরূপ যে পাট্টা দিয়াছিলেন ঐ দত্তকতা আদালতের ডিক্রীক্রমে তৎপরে অন্যথা হইলেও যদি পাট্টা দেওন কার্য্যে কোন কারসাজী ছিলনা তবে জিলার জজ সাহেব সেই পাট্টা বহাল রাখিতে পারেন।—১৮৩০ সালের ২৬ ফেব্রুআরির ৫৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৫। ১৮২২ সালের ৬ আইন যেমন তাহার পর হওয়া কার্য্যে খাটে তেমনি তাহার পূর্ব্বে হওয়া কার্য্যেও খাটে এবং ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের দত্ত ইজারার যে ফল ছিল এবং যে নিয়ম ও আইনের অধীন ছিল ১৮২২ সালের ৬ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা যে পাট্টা দিয়াছিলেন সেই পাট্টার সেই ফল হইবেক ও সেই পাট্টা সেই নিয়ম ও আইনের অধীন আছে।—১৮৩৫ সালের ৬ মার্চের ৯৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৬। এক জন ইজারদার পাঁচ বৎসরের জন্যে ইজারা লইয়া রাইয়তেরদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিল কিন্তু দুই বৎসরের শেষে তাহার খাজানা বাকী পড়িল এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে জমীদার তাহাকে বেদখল করিলেন। জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে নূতন এক জন ইজারদার অবশিষ্ট তিন বৎসরের জন্যে ইজারা লইলে প্রথম ইজারদারের দত্ত পাট্টা রদ করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে জমীদার আপনার ও কৃষিকারকেরদিগের মধ্যবর্ত্তি কোন প্রকার এলাকাদারকে যে পাট্টা দিয়াছিলেন তাহা রদ করিতে ক্ষমতা পাইয়াছেন।—১৮১৯ সালের ২৪ আপ্রিলের ৫০২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৭। আদালত ডিক্রী জারী করণ সময়ে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় সেই ব্যক্তি যে কোন পাট্টা দিয়া থাকে তাহা যদি চাতুরীক্রমে দেওনের ছদ্বোধ প্রমাণ হয় তবে ঐ আদালত সরাসরী তজবীজক্রমে তাহা রদ করিতে পারেন। এবং যে২ ব্যক্তি আদালতে ঐ নিষ্পত্তিতে নারাজ হয় তাহারা সরাসরীমতে আপীল করিতে পারে অথবা আপনারদের কায়েম স্বত্ব ফিরিয়া পাইবার জন্যে নম্বরী মোকদ্দমা করিতে পারে।—১৮৩৬ সালের ২ ডিসেম্বরের ১০৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৮। এক জনকে যাবজ্জীবন পাট্টা দেওয়া গেল এবং পাট্টাতে এই নিয়ম ছিল যে ঐ ভূমিতে কেবল নীলের কৃষি হইবেক। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ পাট্টার নিয়মের বদান্যতাকপে অর্থ করিতে হইবেক এবং কৃষিকারকেরদের উপজীবিকার নিমিত্তে যে শস্যাদির আবশ্যক তাহার কৃষি ঐ ভূমিতে করিলে ঐ পাট্টা বাতিল হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১৬ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২০৫ পৃষ্ঠা।

১২৯। এক ভাড়াটিয়া ব্যক্তি আপনার বন্দোবস্তের নিরূপিত নিয়মানুসারে ঘর ত্যাগ করণের হুকুম পাইলে দুই বাটীর দখল ছাড়িতে স্বীকার করিল না। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঘর ত্যাগ করিতে যে এত্তেলানামা দেওয়া গিয়াছিল তাহার লিখিত বেশী ভাড়া তাহার দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ৭ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৫ পৃষ্ঠা।

১৩০। ধার্য্য হইল যে যে বাটীর দখল ফিরিয়া পাইবার বিষয়ে বাটীর মালিক আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়াছে সেই বাটী ত্যাগ করিতে যদি ভাড়াটিয়া ব্যক্তি স্বীকার না করে তবে বাটীর মালিক ভাড়াটিয়া ব্যক্তির স্থানে যত ভাড়ার দাওয়া করিতে পারে তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালত নির্ণয় করিতে পারেন। ধার্য্য হইল যে ভাড়াটিয়া ব্যক্তি বাটী ত্যাগ করিতে স্বীকার না করিলে ক্ষতিস্বরূপ তাহার বিরুদ্ধে যত ভাড়ার ডিক্রী করিতে হইবেক তাহা ভাড়াটিয়া ব্যক্তির অস্বীকারের অনুপযুক্ততার তারতম্য বুঝিয়া ধার্য্য করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ২২ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৬৩ পৃষ্ঠা।

১৩১। এক জনের যাবজ্জীবনের পাট্টা ছিল তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ পাট্টাদারের স্বত্ব বারম্বার হস্তান্তর হইলেও এবং সেই ভূমি বহু কালাবধি তাহার দখলে থাকিলেও ঐ পাট্টাদারের মরণানন্তর পাট্টাদেওনিয়া ব্যক্তি কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সেই ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবার কোন বাধা নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৯৪ পৃষ্ঠা।

১৩২। আনন্দকে যাবজ্জীবন পাট্টা দেওয়া গিয়াছিল সেই পাট্টা ঐ ব্যক্তি অন্যকে অর্পণ ও হস্তান্তর করিতে পারে এবং যাবজ্জীবন তাহা প্রবল থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১৬ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২০৫ পৃষ্ঠা।

১৩৩। ভূমির দুস্তঃ নীলামে খরীদার এই নিয়মে পাট্টা দিয়াছিল যে ১০ দশ বৎসরের পরে সেই খাজানাতে পুনরায় পাট্টা দেওয়া যাইবেক যেহেতুক তৎসময়ে ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনক্রমে দশ বৎসরের অধিক মিয়াদে পাট্টা দিতে নিষেধ ছিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ ভূমির প্রকৃত খরীদার সেই পাট্টার দ্বারা বদ্ধ আছে এবং ঐ মিয়াদের শেষে সে ব্যক্তি বেশী খাজানার দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে সরকারের কোন স্বত্বের হানি হয় না এবং উত্তর কালে বাকী খাজানার জন্যে ঐ সমুদয় পরগনা নীলাম হইলে নীলামের খরীদারের স্বত্ব ঐ পাট্টার দ্বারা হানি হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ১৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৯৩ পৃষ্ঠা।

১৩৪। এক মিয়াদী পাট্টার মধ্যে এই নিয়ম ছিল যে মিয়াদ অতীত হইলে পুনরায় পাট্টা দেওয়া যাইবেক কিন্তু সে কথার এইমত অর্থ হইতে পারে যে পাট্টাদারেরদিগকে চির কালের কিম্বা মৌরুসী স্বত্ব দেওয়া গিয়াছে এইমত কোন কথা

সেই পাট্টার মধ্যে ছিল না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে ঐ পাট্টাদারেরদের ঐ পাট্টা কেবল যাবজ্জীবন বহাল থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ২৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৪৯ পৃষ্ঠা।

১৩৫। এক জন নীলকর সাহেব নীলের কৃষি করণার্থে কতক ভূমির পাট্টা লইয়াছিলেন তিনি যদি আপনার কুঠী বিক্রয় করেন এবং আপনার পাট্টা হস্তান্তর করেন তথাপি পাট্টাদার হওনের সময়ে যে বন্দোবস্ত লিখিয়া দিয়াছিলেন তৎক্রমে তিনি পাট্টাদেওনিয়া ব্যক্তির নিকটে খাজানার বিষয়ে দায়ী আছেন কিন্তু যাহাকে তিনি ভূমি অর্পণ করিয়াছিলেন তাহার নিকটে ঐ খাজানার বিষয়ের দাওয়া করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৬ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৬৭ পৃষ্ঠা।

১৩৬। আনন্দ বলরামের স্থানে কিছু টাকা কর্জ লইয়া তাহাকে নিয়মিত মিয়াদের জন্যে কতক ভূমির ইজারা লিখিয়া দিল সেই ইজারাতে আরো এই নিয়ম ছিল যে ইজারার মিয়াদ অতীত হওন সময়ে যদি ঐ কর্জ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হইয়া থাকে তবে কর্জের টাকা না দেওনপর্য্যন্ত ঐ ইজারা বলরামের থাকিবেক। পাট্টার মিয়াদ সমাপ্ত হওনের দুই বৎসর থাকিতে আনন্দের বিপক্ষে ও কাশীনাথের পক্ষে সেই ভূমির জন্যে প্রবিন্সাল আদালতে ডিক্রী হইল এবং সেই ডিক্রী জারীক্রমে বলরাম বেদখল হইল। পরে সদর দেওয়ানী আদালত সেই ডিক্রী অন্যথা করিলেন এবং সেই ভূমি আনন্দকে জমীদার বলিয়া ফিরিয়া দেওনাইলেন। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এইমত গতিকে পাট্টাদার বলরামের প্রথম পাট্টায় যে মিয়াদ নিরূপণ ছিল তাহা অতীত হইলেও সেই পাট্টার নিয়মক্রমে সেই ভূমি ফিরিয়া পাইবেক এবং আনন্দ যাবৎ সকল কর্জ্জ টাকা পরিশোধ না করে তাবৎ সেই ভূমি বলরামের দখলে থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৭৫ পৃষ্ঠা।

১৩৭। যখন রাইয়তেরা পূর্ব্ব জমীদারেরদের আমলে আপনারদের পাট্টা বিক্রয় করিয়া আসিতেছে তখন পাট্টা ঐরূপ হস্তান্তর করণের স্বত্ব যাবৎ আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার দ্বারা বাতিল না হয় তাবৎ নূতন জমীদারেরদের তাহা বহাল রাখিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৫ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩১১ পৃষ্ঠা।

১৩৮। এক জন ফরিয়াদীর চাকরকে যে ইজারা দেওয়া গিয়াছিল সেই ইজারাক্রমে ঐ ভূমি ফিরিয়া পাইবার জন্যে ঐ ফরিয়াদী নালিশ করে কিন্তু ননসুট হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৬ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৫ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—কালেক্টর সাহেবের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার।—মোকদ্দমার প্রকার।

১৩৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইন ও ১৮০০ সালের ৫ আইন ও ১৮০৩ সালের ১৮ আইন ও ১৮১২ সালের ৫ আইন ও ১৮১৩ সালের ৭ আইন ও ১৮১৭ সালের ১১ আইন ও ১৮২৪ সালের ১৪ আইনের কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের যে২ স্থলের হুকুমানুসারে মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ে সরাসরী নালিশ কিম্বা দাওয়া শুনিতে এবং সেই সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবকে বিচারের নিমিত্তে সোপর্দ্দ করিতে জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবদিগের প্রতি ক্ষমতা আছে ঐ সকল এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২ ধা।

১৪০। এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি কোন জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইন ও তদনুরূপ অন্য কোন আইনানুসারে জাবেতামতে নালিশ না হইলে উপরের লিখিত প্রকারের কোন দাওয়া গ্রাহ্য করেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

১৪১। মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সম্বন্ধীয় দাওয়ার সরাসরী নালিশ। প্রথমতঃ মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং এমত সকল বিষয়ে তাঁহারদের করা নিষ্পত্তি জাবেতামতে হওয়া নালিশভিন্ন চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু এই হেতুপ্রযুক্ত যে আপীল হইবেক যে ঐ মোকদ্দমাতে আইন খাটিবেক না কেবল সেই হেতুপ্রযুক্ত সেই এলাকার রাজস্বের কমিসানর সাহেবের প্রতি

ক্ষমতা আছে যে সরাসরী ফয়সলার তারিখঅবধি এক মাসের মধ্যে আপীল হইলে তাহা গ্রাহ্য করেন এবং রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরা আপীল গ্রাহ্য করিলে এবং ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব করিলে পর আইন না খাটিবার লিখিত হেতু প্রমাণ না হইলে ঐ মোকদ্দমা খরচার সহিত ডিস্‌মিস্ করিবেন কিন্তু যদি এমত বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা সরাসরী নালিশের মত এই আইনের লেখা হুকুমানুসারে শুনিবার যোগ্য নহে তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবের সরাসরী ফয়সলার অন্যথা করিয়া ঐ মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া চলিত আইনের হুকুমানুসারে যেমত আবশ্যক ও উচিত বুঝিবেন সেইমত হুকুম করিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

১৪২। এই আইন জারী হওনের তারিখঅবধি উপরের লিখিত প্রকারের যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতসকলে উপস্থিত হইয়া থাকিবেক ঐ সকল মোকদ্দমা জিলাসকলের কালেক্টর সাহেবদিগের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৫ ধা।

১৪৩। নিষ্কর ভূমির ভোগবান ব্যক্তিরা আপনারদের রাইয়তের নামে খাজানার বাবৎ সরাসরী নালিশ করিলে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার হইবেক যেহেতুক দেওয়ানী আদালত সেই প্রকার মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন না।—১৮৩৩ সালের ৮ নবেম্বরের ৮৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৪। মালগুজারীর ভূমির খাজানার বিষয়ের দাওয়া যেরূপে কালেক্টর সাহেব সরাসরীমতে বিচার করিতে পারেন সেইরূপে নিষ্কর ভূমির খাজানার বিষয়ের দাওয়া শুনিতে পারেন।—১৮৩১ সালের ১২ আগষ্টের ৫৯৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৫। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির ভাবদৃষ্টে সদর আদালত বোধ করেন যে মালগুজারেরা আপনং জমীদারীর সরবরাহকারী কার্য্যে যে পাটওয়ারী এবং অন্যং এদেশীয় মোখ্তার নিযুক্ত করেন তাহারদের নামে ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩৭ ধারানুসারে যে সরাসরী নালিশ হয় কালেক্টরপ্রভৃতির দ্বারা তাহার বিচার হইবেক ঐ ১৮৩১ সালের ৮ আইনের এই মত অভিপ্রায় ছিল। এবং ঐপ্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণের ভার যে কর্ম্মকারক অর্থাৎ কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাঁহার যেং বিষয়ের বিচার করিতে হইবেক তাহার ভাব দৃষ্টে সেই মোকদ্দমা তাঁহার প্রতি অর্পণ করা অতিউপযুক্ত বোধ হয়।—১৮৩৫ সালের ২২ মের ২৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৬। মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীল করণের সম্পর্কীয় ক্ষতির নালিশের বিষয়ে আলাহাবাদের সদর আদালত কলিকাতার সদর আদালতের সঙ্গে লিখনপঠন করিয়াছেন। সাবেক আইন ও সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম ছিল যে ঐপ্রকার মোকদ্দমা জজ সাহেবেরা সরাসরীমতে বিচার করিবেন অতএব উভয় সদর আদালত যে মূল বিধানানুসারে হুকুম দিয়া আসিতেছেন তদনুসারে বিধান করিতেছেন যে ঐপ্রকার মোকদ্দমা ১৮৩১ সালের ৮ আইনক্রমে সেইরূপে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা বিচার হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৪৭। জরিপক্রমে যে খাজানার হিসাব করা গিয়াছিল তাহার বাকীর জন্যে এক জন জমীদার ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে এক জন মফঃসলী তালুকদারের নামে সরাসরী নালিশ করিলেন কিন্তু আসামী কহিল যে ঐ ভূমিতে মোকররী খাজানাক্রমে ভোগদখল করিতে আমার স্বত্ব আছে। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এমত মোকদ্দমায় জিলার আদালত সরাসরী হুকুম দিতে পারেন এবং যে ব্যক্তি সেই হুকুমেতে নারাজ হয় সেই ব্যক্তি নম্বরী মোকদ্দমা করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ১০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২০৮ পৃষ্ঠা।

১৪৮। এক জমীদারীর খরীদার পরগনার হারানুসারে হিসাব করা খাজানার বাবৎ এক জন রাইয়তের নামে সরাসরী নালিশ করিল। রাইয়ত জওয়াব দিল যে আমার মোকররী জমা আছে কিন্তু যে জমার দাওয়া হইল তাহা না দেওনের কোন মাতবর কারণ ঐ রাইয়ত না দর্শাওনেতে হুকুম হইল যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে ফরিয়াদী সেই খাজানা লইতে পারে। কিন্তু আসামীকে নম্বরী মোকদ্দমা করণের অনুমতি দেওয়া গেল। এই মোকদ্দমাতে জিলার জজ সাহেব যে সরাসরী নিষ্পত্তি করিলেন তাহা ঐ আইনের ১৮ ধারাক্রমে বিশেষ হেতু বিনা আপীল হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৫৫ পৃষ্ঠা।

১৪৯। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে বাকী খাজানার নিমিত্তে ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ১৯ ও ২০ ধারা এবং ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ৯ ধারানুসারে সম্পত্তি ক্রোক হইলে যদি তাহাতে বাধকতা হয় তবে কালেক্টর সাহেব সেই বিষয়ের বিচার করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত ইহা জানাইলেন যে ১৮০৬ সালের ৯ আগষ্ট তারিখে আমরা ঐ২ ধারার এই অর্থ করিলাম যে ঐ২ বিধির অনুসারে বাধকতার বিষয়ে যে তজবীজ হয় তাহা সরাসরী মোকদ্দমার মত হইবেক। বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী নালিশের বিচার করণের যে ক্ষমতা ইহার পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালতের ছিল

তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির দ্বারা মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে অতএব ঐ আইনের ৪ ধারার বিধির প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা বোধ করি যে ঐপ্রকার সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে যে ক্রোকের হুকুম হয় তাহার বাধকতা করণের সকল মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেব বিচার করিতে পারেন কিন্তু যদি ঐ বাধকতা কর্ম্মে কিছু মারিপীট হয় তবে সেই মোকদ্দমার বিচার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা হইবেক।—১৮৩১ সালের ২৩ ডিসেম্বরের ৬১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫০। ভূম্যধিকারী যে খাজানা লইতে স্বীকার করিল না তাহা দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিবার দরখাস্ত হইল কিন্তু তাহা নামঞ্জুর হইল। [সদর আদালত এই বিষয়ে আপনারদের এই মত জানাইলেন যে জিলার জজ সাহেব যে হুকুম করিলেন তাহা যথার্থ। যেহেতুক খাজানাবিষয়ক সকল সরাসরী কার্য্য এক্ষণে দেওয়ানী আদালতহইতে খারিজ হইয়া কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে অতএব সেই প্রকার খাজানার আমানৎ আদালতে হইলে তাহা বেদাঁড়া হইত।]—১৮৪০ সালের ১৬ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩০ পৃষ্ঠা।

১৫১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারাতে এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১৪ চতুর্দ্দশ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩২ দ্বাত্রিংশ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে কোন পাট্টাদার প্রজার স্থানে সরকারের প্রকৃত মালগুজারীর বাকী পড়িলে সে পাট্টাদার প্রজাকে এবং তাহার মালজামিনকে ধরা যাইবেক ও এমত বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমা তথাকার জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে আদালতে সে বাকীর বিষয়ে সরাসরীমতে বিচার করা যাইবেক কিন্তু যদি কেহ এ কথার মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য বিবেচনা করিয়া বুঝে তবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেক যে অল্প২ দিনের অর্থাৎ এক বৎসরের মধ্যে কিম্বা বৎসরের প্রথমারম্ভে যে বাকী পড়ে কেবল এইমত মালগুজারীর বাকীর বিষয়ে এই হুকুম খাটিবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে প্রকৃত মালগুজারীর বাকী পড়নের সময়অবধি তাহার নালিশ করণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কাল অতীত হইয়া থাকে তবে সে বাকীর দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না এবং উপরের লিখনানুসারে আর২ যত মোকদ্দমা সরাসরীমতে শুনিবার হুকুম আছে সে সকল মোকদ্দমার আরম্ভঅবধি নালিশ করণের সময়পর্য্যন্ত যদি দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালাতীত হইয়া থাকে তবে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি সরাসরীমতে হইবেক না কিন্তু এই হুকুমের দ্বারা জজ সাহেব এবং কালেক্টর সাহেব এবং রেজিষ্টর সাহেবদিগের প্রতি বাকীর নিকাস ও বন্দোবস্ত করিতে বারণ হইবেক না যদি সে বাকী দ্বাদশ মাসহইতে অধিক কালের হয় তথাপি উচিত যে তাহার বন্দোবস্ত ও নিকাস করেন এবং যে সময়ে ভাল বুঝেন অবশ্য এমত বাকীর নিকাস ও বন্দোবস্ত করিবেন ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

১৫২। যদি কোন ব্যক্তি কোন বিশেষ সময়ের জন্যে খাজানার বিষয়ে সরাসরী নালিশ করে তবে তদ্দ্বারা এইমত অনুভব করিতে হইবেক না যে তাহার পূর্ব্ব২ বৎসরের যে খাজানার বিষয়ে সরাসরী নালিশ হইতে পারে না সে ব্যক্তি তাহা ত্যাগ করিয়াছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

১৫৩। সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ি চলিত হুকুম শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে সরাসরীমতে কালেক্টর সাহেবেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে সকল ক্ষমতা পাইয়াছেন ঐ সকল ক্ষমতা এইপর্য্যন্ত সম্বন্ধ রাখিবেক যে মালগুজারীর দাওয়া উপস্থিত হইলে গত বৎসরসকলে যে মালগুজারী দিয়া থাকে তাহার নিরিখমত ঐ দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবেন কিন্তু বেশীর নিমিত্তে লেখা কোন প্রকৃত একরারের দ্বারা তাহা প্রমাণ না হইলে ঐ বেশীর উপর কোন দাওয়া গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১০ ধা।

১৫৪। উপরের লিখিত (১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারার) হুকুমমতাচরণ না করিয়া যে কোন জমীদার বা ইজারদার কি অন্য কোন প্রকার ভূম্যধিকারী উপরের লিখিত কোন প্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত করিলে খরচাসমেত ঐ মোকদ্দমা ননসুট হইবেক যদি তিনি কোন রাইয়ত বা অন্য প্রকার কোন দখীলকার ব্যক্তিকে ভূমিহইতে বেদখল অথবা তাহারদের সম্পত্তি ক্রোক করেন তবে যে আদালতের দ্বারা সেই ভূমি বা সম্পত্তি রাইয়তকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক সেই আদালতে ঐ বেআইনী কার্য্যের নিমিত্তে যে জরীমানা উচিত বোধ হয় সেই জরীমানা ঐ জমীদারের দিতে হইবেক ইতি।—১৮৩৩ সা। ৯ আ। ১৫ ধা।

১৫৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বাকী খাজানার বাবৎ কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারকের নিকটে নালিশ হইলে ফরিয়াদী ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারানুসারে কার্য্য করিয়াছে তাহার এমত প্রমাণ দিতে হই-

বেক মুতরাৎ তদ্বিষয়ে ফরিয়াদী যেপ্রকার প্রমাদ দর্শাইতে পারে তাহা লইতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ১৩ জুনের ৮৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫৬। সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা যাবৎ ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১৩ ধারানুসারে গ্রামের হিসাব দাখিল করণের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট না করেন তাবৎ ঐ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারার কথা ধরিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করণের নিষেধ হইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ১ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৫৭। ইজারদার বিশেষ হারানুসারে বাকী খাজানার বাবৎ নালিশ করিলে যদি রাইয়ত তাহার দাওয়া অস্বীকার করে তবে তাহার যাহা কর্ত্তব্য তাহা। যদি ইজারদার নির্দ্দিষ্ট হারানুসারে নগদ খাজানার বাবতে নালিশ করে তবে ঐ দাওয়া রাইয়ত অস্বীকার করিলে তাহার কর্ত্তব্য যে ঐ রাইয়ত সেই হারানুসারে পূর্ব্বে খাজানা দিয়া আসিতেছে কিম্বা উত্তর কালে তাহা দিবার একরার লিখিয়া দিয়াছে ইহা প্রমাণ করে। পুনশ্চ যদি সেই ইজারদার বেশী খাজানার দাওয়া করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে যে হারের দাওয়া করে সেই হারানুসারে খাজানা পাইবার নিমিত্তে যে২ উদ্যোগ তাহার করিতে হয় তাহা করিয়াছে এমত প্রমাণ দেয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ২৯ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৫৮। উপরের প্রকরণসকলের বেওরা করিয়া লেখা কোন নালিশ কি দরখাস্ত তাহার বিষয়হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না করা গেলে তাহা এই আইনানুসারে কোন কালেক্টর সাহেবের নিকটে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২০ ধা। ৩ প্র।

১৫৯। তোমার এলাকার কালেক্টর সাহেববেদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা তোমাকে জানাইতেছেন যে দেওয়ানী আদালত বন্দ থাকনের সময়ে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবেরদের নিষ্পত্তিকরা উচিত কি না এই বিষয় বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে জিজ্ঞাসা হওয়াতে তাঁহারা বিধান করিয়াছেন যে সাধারণ কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেববেদের কাছারী যে কোন সময়ে খোলা থাকে সেই সময়ে তাঁহারা সেইপ্রকার মোকদ্দমা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন কিন্তু যে সময়েতে দেওয়ানী আদালত বন্দ হয় এবং দেওয়ানী কার্য্য প্রায় স্থগিত থাকে এইমত সময়ে বাদিপ্রতিবাদিরদের গরহাজির হওনের নিমিত্তে তাঁহারদের মোকদ্দমা ডিসমিস করণ বা না করণের বিষয়ে তাঁহারা অতি সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য করিবেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬০। এই আইনানুসারে নালিশকরা যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া কিম্বা উপস্থিত হইয়া থাকে সময়ে২ তাহার রিপোর্ট করণেতে এবং সামান্যতঃ এই আইনের হুকুমসম্বন্ধীয় অন্য সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে কালেক্টর সাহেবেরা রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কিম্বা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুকুমের দ্বারা উপদেশ পাইবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৮ ধা।

১৬১। ইঙ্গরেজী ১৮২১ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণ শুধরিবাতে এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে কালেক্টর সাহেবের আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবকে অর্পণকরা ক্ষমতা পাইবেন না বিশেষ ক্ষমতা পাইলে তাঁহারা কালেক্টর সাহেবের পাঠান মোকদ্দমাসকল নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন কিন্তু কালেক্টর সাহেব যেমত উচিত বুঝেন সেইমত ঐ সকল ফয়সলা সর্ব্বদা পুনর্দৃষ্টি করিবেন কিম্বা শুধরিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার আপীল সর্ব্বশেষে এই আইনের ৪ ধারার লেখা হুকুমমতে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২১ ধা।

১৬২। তোমার এলাকার রাজস্বের নানা কার্য্যকারকের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করিয়াছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে যে সমস্ত ফয়সলা অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টরেরদের দ্বারা করা যাইতেছে তাহা ঐমত কার্য্যকারকেরদের অন্য সকল নিষ্পত্তির ন্যায় তাঁহারদের উপর কর্তৃত্বকারি চিহ্নিত সাহেবেরা পুনর্দৃষ্টি ও মতান্তর করিতে পারেন। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবর্নর সাহেব কহেন যে সমস্ত বিষয়ের উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া এই ক্ষমতানুসারে কার্য্যকরা উচিত। কখন২ এরূপ পুনর্দৃষ্টি বাহুল্যরূপে এবং কখন২ অল্পতারূপে করিতে হইবেক। ১৮৩১ সালের ৮ আইনঘটিত মোকদ্দমার সদ্বিবেচক কার্য্যকারক পুনর্দৃষ্টি করণের যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে কদাচিৎ কার্য্য করিবেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬৩। ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখের ৩৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের উপলক্ষে এবং অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টরেরদের মালগুজারীর নিমিত্তে সরাসরী মোকদ্দমায় যে কার্য্য হয় তাহার বিষয়ে কালেক্টর সাহেবেরদের পুনর্দৃষ্টি করণের

এক্তি প্রকার ব্যবহার হয় এই নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের পরামর্শানুসারে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আদেশ করিতেছেন যে তুমি আপন এলাকার কালেক্টর সাহেবদিগকে নীচের লিখিত বিধির প্রতি মনোযোগ করিতে আজ্ঞা দিবা।—ডেপুটী কালেক্টরেরদের সরাসরী ফয়সলার উপর কালেক্টর সাহেবেরদের নিকটে আপীলের যে২ দরখাস্ত হয় তাহা ঐ কালেক্টর সাহেবেরদের গ্রাহ্য করিতেই হইবেক ১৮৪০ সালের ২৮ আগষ্ট তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে এমত হুকুম নাহি। কালেক্টর সাহেব আপনার অধীন ডেপুটী কালেক্টরের মাসিক কৈফিয়ৎ তহকীক করিলে মধ্যে২ কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব করিয়া পুনর্দৃষ্টি করিবেন এবং যদিও কোন দরখাস্তের কথা শুনিয়া ঐ দরখাস্তের মোকদ্দমা তলবকরা উচিত বোধ করেন তথাপি আপীলের দরখাস্ত তাঁহার নিকটে দাখিল হইবাতে কেবল এই কারণে আপীল হওয়া মোকদ্দমার বিচার করিবার কোন আবশ্যক আছে এমত বোধ করিবেন না। কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদের অধীন ব্যক্তিরদের কার্য্যের বিষয়ে বিশেষ তদারক করিবেন এবং তাহারদের বিশ্বস্ততা ও সদ্বিবেচনাতে কালেক্টর সাহেবের যেমন নির্ভর হয় তেমন তিনি তাহারদের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমা তলব করিয়া পুনর্দৃষ্টি করিবেন কি না করিবেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ২৯ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬৪। কালেক্টর সাহেব আপন জিলার মধ্যে যে কোন স্থানে কোন সময়ে যান্ কি থাকেন সেই স্থানেই ঐপ্রকার মোকদ্দমাসকল শুনিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন কিন্তু আবশ্যক যে ঐ শ্রবণ ও নিষ্পত্তি সরকারী কোন কাছারীতে কিম্বা সকল লোকের সমাগমের অন্য স্থানেতে এবং উভয় পক্ষ কি তাহারদিগের নিযুক্তকরা মোখ্তার কি উকীলেরা হাজির হইলে তাহারদিগের সাক্ষাৎকারে করা যায় ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৯ ধা।

১৬৫। ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে২ কর্ম্ম করেন তাহার বিষয়ে তিনি নিজে দেওয়ানী আদালতে দায়ী নহেন।—১৮৪৭ সালের ১৫ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৬৬। খাজানার সরাসরী মোকদ্দমা সদর আমীন অথবা মুনসেফের বিচার্য্য নহে।—১৮১৬ সালের ২২ মের ২৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৭। যে ব্যক্তির বাকী খাজানা পাওনা থাকে সেই ব্যক্তি চলিত আইনানুসারে নালিশ করিয়া বাকীদারের সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে অথবা তাহাকে কয়েদ করিতে পারে এবং তাহার যেমত সুগম বোধ হয় সেইমতে এই দুই উপায়ের কোন এক উপায় অবলম্বন করিতে পারে। অতএব ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে যে সরাসরী নালিশ হয় তাহা যত অল্প সংখ্যা টাকার হউক তাহা জজ সাহেব [এক্ষণে কালেক্টর সাহেব] নামঞ্জুর করিতে পারেন না অতএব এক্ষণে এরূপ যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহা আইনের নিরূপিতমতে জজ সাহেবের নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।—১৮২৯ সালের ২১ আগষ্টের ৫১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৮। জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন সরাসরী নালিশের আরজী এই আইনের হুকুমানুসারে কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবেক তাঁহার ক্ষমতা আছে যে সেই আরজীর পিঠে নামঞ্জুর করণের হুকুম পারসী ভাষায় লিখিয়া ও জাবেতামতে নালিশ করিতে হুকুম করিয়া আরজীদেওনিয়াকে তাহা ফিরিয়া দেন এবং আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আরজী জাবেতামতে প্রথমতঃ নালিশ করিলে যেমত গ্রহণ করিতেন সেইমতে গ্রাহ্য করেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

১৬৯। জানা কর্ত্তব্য যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে কালেক্টর সাহেবের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল উপস্থিত হইলে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে এমত নালিশসকল গ্রাহ্য করিতে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম করেন এবং তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণসম্বন্ধীয় স্থানহেতুক কি অন্য কোন হেতুক তাঁহার বিবেচনায় উচিত বোধ হইলে তাঁহাকে অন্য কোন হুকুম দেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

১৭০। সদর অদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৯ ধারানুসারে যে২ সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায় তাহা নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় নিষ্পত্তি করিতে কালেক্টর সাহেব মুনসেফের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন্ না।—১৮৩৪ সালের ১১ আপ্রিলের ৮৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭১। সদর দেওয়ানী আদালত দেখিয়াছেন যে কোন২ কালেক্টর সাহেব বাকী খাজানার বাবৎ আপনার নথীতে যে সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল তাহার মধ্যে অনেক মোকদ্দমা জিলার আদালতে অর্পণ করিয়াছেন এবং ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ১ প্রকরণের অর্থ না মানিয়া জিলার ও শহরের জজ সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব

সদর আদালত পরামর্শ দিতেছেন যে ঐ প্রকরণের বিধির অনুসারে অবিকল কার্য্য করিতে কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম দেওয়া যায় অর্থাৎ যখন তাঁহারা কোন সরাসরী মোকদ্দমা নামঞ্জুর করেন্ তখন ঐ দরখাস্তের পৃষ্ঠে নামঞ্জুর করণের হুকুম দেশীয় ভাষায় লিখিয়া এবং ঐ দরখাস্ত ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিয়া নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাহাকে হুকুম দেন্ এবং যদি সেই মোকদ্দমা মুনসেফের বিচার করণের যোগ্য হয় তবে ফরিয়াদী ঐ দরখাস্ত মুনসেফকে দিতে পারিবেক নতুবা জজ সাহেবকে দিবেক এবং তিনি যে প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন ঐ মোকদ্দমা শুনিতে পারেন্ তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে অর্পণ করিবেন। বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর্ সাহেব এই পরামর্শেতে সম্মত হইলেন।—১৮৩৫ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১৬ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর ও তাহা অন্যায়রূপে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—নম্বরী মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত করণের বিষয়।

১৭২। ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২০ ধারামতে জজ সাহেবদিগের মালগুজারীর বাবৎ নালিশের তজবীজ ঐ আইনমতে সরাসরীরূপে করিয়া নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতা ছিল বটে কিন্তু প্রকৃতার্থে ঐ আইনের শুদ্ধ তাৎপর্য্য এমত ছিল না যে যদি কেহ আপন বিবাদ মিটিবার নিমিত্তে সরাসরী তজবীজের পরিবর্ত্তে হকীয়তের তজবীজ হওনের মনস্থ করে তবে দাওয়ার সংখ্যার দৃষ্টে মুনসেফদিগের নিকটে কি জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের কিম্বা প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের হজুরে নম্বরীতে করিতে পারিবেক না এক্ষণে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের উচিত যে মালগুজারীর বাকীর বাবৎ উপস্থিত যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আইনমতে সরাসরী তজবীজের দ্বারা হইতে পারে তাহাতে যদি ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় এমত বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমার হকীয়তের তজবীজ হইলে উভয়ের বিবাদ অতিশীঘ্র ও সুন্দর নিষ্পত্তি হইবেক তবে উভয় বিবাদিকে নম্বরী নালিশ করিতে পরামর্শ দেন ইতি।—১৮২১ সা। ২ আ। ৪ ধা।

১৭৩। যে ব্যক্তিরা মালগুজারীর বাকীর উপর দাওয়া রাখে তাহারদিগকে জাবেতামত নালিশ করিতে আশ্বাস দিবার নিমিত্তে এই হুকুম হইল যে এইপ্রকার দাওয়ার নালিশ চলিত আইনানুসারে সরাসরীমতে হইতে পারিবার যোগ্য হইলেও তাহা জাবেতামত উপস্থিত হইলে তাহার আরজী চলিত আইনের নিরূপিত মূল্যের সিকি মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি পূর্ব্বের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করণের মনস্থে নালিশ হইয়া থাকে তবে তাহাতে এ হুকুম খাটিবেক না কিন্তু ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য দিবার নিমিত্তে যে সকল আইন চলন আছে সেই সকল আইন ঐ মোকদ্দমাতে খাটিবেক।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৮ ধা।

১৭৪। খাজানার দাওয়ার ওজর হইলে যদি সরাসরীরূপে নালিশ না করা যায় তবে তৎপ্রযুক্ত ফরিয়াদীর নম্বরী নালিশ করণের প্রতিবন্ধকতা হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৭ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৭৫। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে ইহা জানাইতেছেন যে তিনি যে মোকদ্দমার বিষয় উল্লেখ করিলেন তাহা যদি বাকী খাজানার বাবৎ অথবা মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীল করণের বাবৎ হয় তবে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে তাহা সরাসরী মোকদ্দমার ন্যায় কালেক্টর সাহেবের বিচার করিতে হইবেক এবং কালেক্টর সাহেব তাহা সরাসরীমতে বিচার না করিলে যদি সেই মোকদ্দমার মূল্য মুনসেফের বিচার্য্য মোকদ্দমার মূল্যের সীমার মধ্যে পড়ে তবে ঐ আইনের ৮ এবং ১১ ধারানুসারে মুনসেফেরা নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় তাহা বিচার করিতে পারেন্ কিন্তু সম্পূর্ণ মূল্যের সিকী মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে তাহার দরখাস্ত লিখিতে হইবেক।—১৮৩২ সালের ৩১ আগষ্টের ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

১৭৬। জিলার জজ সাহেবের তৃতীয় জিজ্ঞাসার বিষয়ে সদর আদালত উত্তর করিতেছেন যে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজা অন্যায়রূপে তহসীলের বাবৎ যে নালিশ করে এবং জমীদার ও অন্যেরা আপনারদের হক পাওনার বাবৎ যে মোকদ্দমা করে সেই দুইপ্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থের উক্ত ২ দফা [অর্থাৎ ১৭৫ নম্বরী বিধান] তুল্যরূপে খাটে।—১৮৩২ সালের ৩১ আগষ্টের ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১৭৭। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা যেমন বাকী মালগুজারীর বিষয়ে খাটে তেমনি মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়েও খাটে কি না এই বিষয়ে নানা স্থানে নানা প্রকার ব্যবহার চলিতেছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা ইহা জানাইতেছেন যে এই বিষয়ের সম্প্রতি পুনর্ব্বার বিবেচনা হইয়াছে এবং কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর আদাল-

তের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা ইহা স্থির করিয়াছেন যে ৭১৪ নম্বরী আইনের অর্থানুসারে কার্য্য করা উচিত। আইনের ঐ অর্থে বিধান আছে যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা যেমন বাকী মালগুজারীর বিষয়ে খাটে তেমনি মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীল করণের দাওয়ার বিষয়েও খাটিবেক এবং সুতরাং ঐপ্রকার দাওয়ার নম্বরী মোকদ্দমা হইলে তাহা মুনসেফেরা সামান্যতঃ সিকী মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লইতে পারেন। অতএব যদি কোন জিলাতে মালগুজারী অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ে সম্পূর্ণ মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে নালিশ করণের ব্যবহার থাকে তবে তাহা অগৌণে পরিবর্ত্ত করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১৮ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১৭৮। যে ভূমি লাখরাজ হওনের বিষয়ে বিরোধ আছে এমত ভূমি যে জমীদারের মহালে থাকে সেই জমীদারকে মোকদ্দমার অংশি করা উচিত।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

১৭৯। দেওয়ানী আদালত খাজানার বিষয়ি মোকদ্দমা ইষ্টাম্পের সিকী মাসুলের কাগজে লইতে পারেন এবং সেই মোকদ্দমার বিষয়ে এইমত কোন আবশ্যক নাই যে তাহা প্রথমতঃ সরাসরী মোকদ্দমার ন্যায় কালেকটর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দ্বারা দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হয়।—১৮৩৪ সালের ১৪ ফেব্রুআরির ৮৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে যে নালিশ হয় তাহাতে উকীলেরদের সম্পূর্ণ রুসুম আমানৎ করিতে হইবেক এবং সওয়ালজওয়াব দাখিল করিতে হইবেক এবং নম্বরী মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার মতে কার্য্য করিতে হইবেক। ঐ অষ্টম ধারার দ্বারা কেবল এইমাত্র বৈলক্ষণ্য হইয়াছে যে সরাসরী মোকদ্দমা না করিয়া নম্বরী মোকদ্দমা করিতে লোকেরদিগকে আশ্বাস দেওনের নিমিত্তে ইষ্টাম্পের মাসুলের চারি অংশের তিন অংশ সরকার ছাড়িয়া দিয়াছেন।—১৮৩৫ সালের ২৩ জানুআরির ৯৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারাক্রমে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা সর্ব্বপ্রকারে নম্বরী দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। অতএব মোকদ্দমার নালিশের আরজী সম্পূর্ণ মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দাখিল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ এইপ্রকার মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া সেই মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াব এবং অন্য সকল কাগজপত্র ইষ্টাম্প কাগজে কিম্বা শাদা কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ১২ ফেব্রুআরির ১০০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮২। মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যেং নালিশ জাবেতামতে উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে যে ক্ষমতা মুনসেফেরা এক্ষণে রাখে তাহার অতিরিক্ত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যে সকল মুনসেফ কোনং জিলায় নিযুক্ত হইবেক তাহারদের ক্ষমতা আছে যে পেটাও রাইয়ত কি অন্য ব্যক্তিরা আপনারদের মালের ক্রোক্ এবং কয়েদ নিবারণের ইচ্ছা করিয়া নালিশ করিলে কিম্বা ঐ ক্রোক্ ও কয়েদের নিমিত্তে ক্ষতির দাওয়া করিলে ঐমত দাওয়া গ্রাহ্য ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করে। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ১৩ ধারায় কিম্বা অন্য কোন আইনে মুনসেফের প্রতি ক্ষতির মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে যে নিষেধ আছে তাহা এমত নালিশে খাটিবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১১ ধা।

১৭ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়রূপে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—দস্তুক।—গ্রেফ্তারীর হুকুম ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্য।

১৮৩। জমীদার ও তালুকদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণের সাধ্য আছে যে তাহারদিগের কাহার মালগুজারীর বাকীর দাওয়া মফঃসলী তালুকদার কিম্বা কট্কিনাদার অথবা যোতদার ওগয়রহ পেটার মালগুজারদিগের কাহার উপর থাকিলে সে বাকীর কুলান যদি সেই বাকীদারের দ্রব্য কিম্বা সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিনের সম্পত্তি ক্রোক্ করিবাতেও না হইতে পারে কিম্বা সে বাকীদার অথবা তাহার মালজামিন সাক্ষাৎ থাকিলে তাহারদিগের স্থানে সে বাকী তলব করিলে পর কি তলব করিবার পূর্ব্বেই বা সে বাকীদার কিম্বা মালজামিন যদি পলাইতে উদ্যত বুঝা যায় তবে সেই পলায়নোন্মুখ বাকীদার কিম্বা মালজামিনকে নীচের লিখনানুসারে আটক করাইতে পারে ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

১৮৪। মালগুজারীর বাকীপাওনিয়া ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা ও তাহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাশ্‌তাওগয়রহ্‌ চাকরদিগের সাধ্য আছে যে বাকী উসুলের কারণ জজ সাহেবদিগের স্থানে (এক্ষণে কালেক্টর সাহেবের স্থানে) দরখাস্ত দেয়।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

১৮৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ১ প্রকরণে "ভূমির ইজারদার" এই কথার সাধারণমতে অর্থ করিতে হইবেক এবং সেই কথার অর্থের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার দর ইজারদার গণ্য করা যাইবেক।—১৮১৭ সালের ৯ জুলাইর ২৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৬। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা যেরূপে ভূম্যধিকারী এবং ভূমির ইজারদারের বিষয়ে খাটে সেইরূপে যে ব্যক্তিরা বন্ধকী খৎক্রমে ভূমির ভোগদখল পাইয়া থাকে তাহারদের বিষয়েও খাটিবেক।—১৮০৮ সালের ২৬ মার্চের ৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৭। সদর আদালত বোধ করেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার সকল বিধি যেমন বাকীদার রাইয়তের বিষয়ে খাটে তেমনি তাহার মালজামিনের বিষয়েও খাটে কিন্তু যে ব্যক্তির নিমিত্তে কেহ হাজিরজামিন হইয়াছিল সেই ব্যক্তি পলায়ন না করিলে ঐ ধারার বিধি হাজিরজামিনের বিষয়ে খাটে না। কিন্তু যদি বাকীদার পলায়ন করে তবে ঐ বাকীদারের স্থানে যে পাওনা ছিল তাহার বিষয়ে যেরূপে মালজামিন দায়ী সেইরূপে হাজিরজামিনও দায়ী এবং হাজিরজামিনের নামেও নালিশ হইতে পারে।—১৮০৮ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের ৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৮। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জমীদারেরা বাকীদারেরদিগকে গ্রেফ্তার করণের বিষয়ে যে দরখাস্ত দাখিল করে মুনসেফেরদিগকে তাহা লইতে নিষেধ হইল।—১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৮৯। যদি কোন ব্যক্তি উপরের প্রকরণের মতে কিম্বা উপরের প্রস্তাবিত আইনের লিখনমতে কোন বাকীদার মালগুজারী করণিয়া কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তার করিবার প্রার্থনা লিখিয়া কোন আরজী কোন আদালতে দিতে চাহে তবে তাহার উচিত যে বাকীদারের ও তাহার মালজামিনের নাম ও নিবাস ও যে মহালের বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে মহালের নাম ও তাহার অতিরিক্ত সেই মহালের সালিয়ানা জমার ও বৎসরের নিরূপিত সময়শিরে এতাবতা কিস্তি২ যত২ টাকা দিতে হয় তাহার সংখ্যা ও যোতদার কি মালগুজারীকরণিয়ার কিম্বা তাহার মালজামিনের স্থানে যত টাকা উসুল হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা ও যে বাকী আদায়ের কারণ গ্রেফ্তারীর আরজী দিতে চাহে তাহার সংখ্যা ও দাওয়াকরা বাকী টাকা বাকীদারের স্থানে তলব হইয়াছিল কি না ও যদি তলব হইয়া থাকে তবে তাহাতে সে কি করিলেক তাহার কথা আরজীতে লিখিয়া দেয় ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

১৯০। সরাসরী মোকদ্দমার ফরিয়াদীরা আপনারদের দাওয়া স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা উপস্থিত করিতে পারে এবং শপথ অথবা সুকৃতিক্রমে তাহারদের সেই দাওয়া করিবার আবশ্যক নাই।—১৮১২ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের ১১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯১। জানিবেন যে উপরের ধারাসকলের লিখিত যে যে হুকুম সদরের মালগুজার ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের প্রতি মালগুজারীর বাকী উসুলের ভারার্পণের নিদর্শনে আছে সেই২ হুকুম যাবদীয় অযোগ্য অধিকারির অধিকারের ও সাধারণ অধিকারভূমিসকলের সরবরাহকারদিগের সরবরাহকারীতে এবং কালেক্টর সাহেবদিগের কর্তৃত্বে ও সরকারী অন্য যে আমলারা কোন অধিকারের সরকারী জমা ধার্য্যের নিমিত্তে কিম্বা বিষয়ান্তর জন্যে অথবা ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সহিত বন্দোবস্ত না হওনপ্রযুক্ত খাস তহসীলে আসিয়া থাকা কোন ভূমির তহসীলের নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়া থাকে তাহারদিগের কর্ম্মকারিত্বেও চলিবেক। আর এ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে যে শক্তি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের চাকরেরা পাইয়াছে সে শক্তি এমত সরবরাহকারদিগের এবং কালেক্টর সাহেবদিগের ও সরকারী অন্য আমলাদিগের নিযুক্তকরা গোমাশ্‌তাপ্রভৃতিতেও পাইতে পারিবেক যদি তাহারদিগের মনিবেরা সে শক্তি তাহারদিগেরে দেয় ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৯ ধা।

১৯২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন গ্রামনিবাসি ব্যক্তিরদের মধ্যে যদি কেবল এইমাত্র পরস্পর সম্পর্ক থাকে যে তাহারা এক গ্রামে বাস করে এবং তাহারা সাধারণরূপে কোন এক খণ্ড ভূমির চাসবাস করে না তবে এইমত গ্রামনিবাসি অধিকাংশ ব্যক্তিরদের নামে বাকী খাজানার নিমিত্তে একি নালিশ করিলে তাহা অতি বেদাড়া এবং অলঙ্ঘত হয় এবং এইরূপ এক সরাসরী মোকদ্দমা ইহার পূর্ব্বে গ্রাহ্য হইয়াছিল ইহা দেওয়ানী আদালতে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত-

করণের মাতবর কারণ বোধ হইবেক না। যে সকল রাইয়ত এক বন্দ ভূমি এজমালীরূপে চাসবাস করে এবং তাহার খাজানার বিষয়ে তাহারা সাধারণরূপে দায়ী কেবল এইমত রাইয়তেরদের নামে একি মোকদ্দমা হইতে পারে।—১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৮৬০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৩। কেহ উপরের লিখিত দরখাস্ত আদৌ জজ সাহেবের স্থানে দিতে চাহিলে তাহা শীঘ্র দাখিল হওয়া উচিতের কারণ আদালতের বৈঠক থাকিতে কিম্বা না থাকিতেও আপনি কিম্বা আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মকর্ত্তা আদালতের চিহ্নিত উকীল হউক কি না হউক তাহার দ্বারা দিতে পারে তাহাতে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে বাকীদার কিম্বা মালজামিন তাহার আদালতের সীমানার মধ্যে থাকিলে তৎক্ষণাৎ এক দস্তক তাহাকে ধরিবার ও ধরা পড়িয়া সে বাকী না দিলে তাহাকে আপন স্থানে পঁহুছাইবার নিদর্শনে লিখিয়া পাঠাইবেন। তাহাতে যদি সেই বাকীর দায়ী সে দস্তক দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কিম্বা হিসাব নিষ্পত্তির কারণ ধার্য্য পাওয়া ৬০ দণ্ডের মধ্যে সেই তলবী বাকীর হিসাব নিষ্পত্তি না করে তবে সেই দস্তকবহনিয়ার উচিত যে সেই দস্তকের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করে অর্থাৎ সেই আসামীকে ধরিয়া আদালতে পঁহুছায়। কিন্তু যদি সে আসামী তথায় থাকিয়া সে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার কারণ ঐ নিরূপিতের অধিক কিছু কাল মিয়াদের দরখাস্ত লিখিয়া দেয় ও ফরিয়াদী তাহাতে সম্মত হইয়া সে দরখাস্তের কপালে কিম্বা পৃষ্ঠে আপন মঞ্জুরীর দস্তখৎ করে তবে দস্তকবহনিয়া তদনুসারে বিলম্ব করিতে পারিবেক। ও ফরিয়াদী যদি এমত দস্তক জারী মৌকুফ করাইতে চাহে তবে রাজীনামার অনুসারে দরখাস্ত লিখিয়া দিলে তদ্দৃষ্টে সে দস্তক জারী ও মৌকুফ হইতে পারিবেক ও পলায়নোন্মুখ আসামীর তলবী দস্তকছাড়া এমতের কোন দস্তক বহিবার অর্থে দুই জনের অধিক পেয়াদা কখন হইবেক না। এবং এমত দস্তক বরখাস্তের পর দস্তকবহনিয়া তলবানা রোজ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারাক্রমে দিনপ্রতি দুই আনার হারে ও স্থানবিশেষে ইহারো কম সে স্থানের দাঁড়াদৃষ্টে পাইতে হইলে পাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

১১৪। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে যে এত্তেলা দেওনের হুকুম আছে তাহা ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট সরাসরী হুকুমের বিষয়ে খাটে না।—১৮০৭ সালের ১৮ জুলাইর ৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৫। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ১৫ ধারার হুকুমের অতিরিক্ত এই হুকুম হইল যে যদি জমীদারের কিম্বা তালুকদারের কি অন্য যে ব্যক্তি মালগুজারী পাওনের অধিকার রাখে তাহার বাকীদার এক জিলায় বসত করে ও অন্য জিলায় তাহার এলাকা থাকে তবে বাকী তলবকরনিয়া প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ দুই জিলার যে জিলায় ইচ্ছা সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে নবাসবী নালিশের দরখাস্ত করিতে পারিবেক ও বাকীদারের এলাকার জিলার জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিলে বাকীদারের নিবাসের জিলার জজ সাহেবের নিকটে ডাক মারফৎ দস্তক পাঠাইতে হইবেক যদি তিনি পারেন তবে গ্রেফ্তার করিয়া পেয়াদা সঙ্গে দিয়া এলাকার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ও যদি বাকীদার রুপোশ হয় ও তাহাকে ধরা যাইতে না পারে তবে দস্তকের পেয়াদার জোবানবন্দীর সঙ্গে নাজিরের রিটর্ণ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ উপযুক্ত তদবীর ও উপায় করণের কথা সহিত আদালতের সাহেবের হুদ্যোগের নিমিত্তে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৯ ধা।

১১৬। মালগুজারীর বাকীদার প্রজাগণকে ও তাহারদিগের মালজামিনদিগকে গরিবার ও কয়েদ করিবার নিদর্শনী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৫। ৬ প্রকরণের নির্দ্ধারিত সংক্ষেপে বিচার কর্ত্তব্যের হুকুম নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার প্রজাবর্গের উপর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত পোখ্তানীর কাল কার্ত্তিক মাস প্রবৃত্তহইতে আষাঢ় মাসপর্য্যন্ত খাটিবেক না এইহেতুক যে তাহারদিগের মালগুজারী এত ভারি হইবেক না যে তাহা ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ৩৫ আইনের ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের অনুসারে তাহারদিগের ভূমির শস্য ও অস্থাবর বস্তু সময় শিরে ক্রোক করিবাতে উসুল না হইতে পারে। কিন্তু যদি নিমকপোখ্তানীর এলাকাদার কোন প্রজার শিরের মালগুজারীর বাকী তাহার ভূমির শস্যাদি অস্থাবর বস্তু ক্রোক করিবাতে এবং সে মালজামিন দিয়া থাকিলে সেই মালজামিনহইতেও আদায় না হয় তবে সেই বাকী পাইবার স্বত্ববান ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার অথবা তাহারদিগের নিযুক্তকরা গোমাশ্তারা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৯ আইনের ১৯ ধারায় যেমত লেখা আছে তদনুসারে কার্য্য করিতে সাধ্য রাখিবেক। জানিবেন যে সেই আইনের ঐ ১৯ ধারার এবং ২০ ধারার

তথা ২১ ধারার সকল হুকুম তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের কিম্বা এ আইন জারীর তারিখের পূর্ব্বে জারীহওয়া অন্য কোন আইনের অনুসারে রদ হইয়া থাকে কি না থাকে তথাচ সাব্যস্ত ও বলবৎ রাখা গেল ইতি।—১৮০১ সা। ৯ আ। ২ ধা।

১৯৭। এই আইনের ৪ ধারার লিখনানুসারে উপরের লেখামত যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইবেক ঐ সকল মোকদ্দমার আরজী ঐ মোকদ্দমার নালিশ জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে হইলে যে মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইত তাহার সিকি মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ফরিয়াদী যথার্থরূপ নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য দিতে না পারে কিম্বা যদি কালেক্টর সাহেব অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা মাফ করা উচিত বুঝেন তবে কোন মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি রাইয়তের নালিশের আরজী ॥০ আট আনা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে গ্রাহ্য করিতে তাঁহার প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৭ ধা।

১৮ পারা।

মালগুজারীর বাকীর ও তাহা অন্যায়রূপে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে কালেক্টর সাহেবের পরওয়ানা জারী করণ।

১৯৮। বিধান হইয়াছে যে ১৮৩১ সালের ৮ আইন এবং ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের দ্বারা মতান্তরহওয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে মালগুজারীর বাকী আদায় বা তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমার বিচারের উপলক্ষে কালেক্টর সাহেবের কাছারী ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের ১ ধারার অভিপ্রেত আদালত জ্ঞান হইবেক অতএব উক্ত আইনের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর আজ্ঞাক্রমে তোমাকে নীচের লিখিত উপদেশ করিতেছি।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

[১৮৪০ সালের ২৩ আইন এই পুস্তকের ২২৯ পৃষ্ঠায় আছে।]

১৯৯। সরাসরী মোকদ্দমায় প্রত্যেক হুকুমনামা খাম করিয়া কলিকাতাস্থ ডেপুটী সরিফ সাহেবের নামে শিরনামা দিয়া ডাকযোগে বা পেয়াদার দ্বারা বা অন্য সরকারী চাকরের দ্বারা যাহাতে সুগম হয় ঐ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক এবং তাহার সঙ্গে২ পশ্চাৎ A চিহ্নিত পাঠানুসারে এক পত্র লিখিতে হইবেক।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২০০। যে অধীনস্থ রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা সরাসরী মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদের সেইপ্রকার মোকদ্দমায় আপন২ আদালতের যে হুকুম ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে জারী করিতে হয় তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি নিরূপিতমতে তাহা ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২০১। সকল হুকুমনামা ১ নম্বরঅবধি ৬ নম্বরপর্য্যন্ত পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে লিখিতে হইবেক অথবা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা সময়ক্রমে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন তদনুসারে প্রস্তুত করিতে হইবেক।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২০২। কালেক্টর সাহেবেরা অতিসাবধান হইয়া দেখিবেন যে সকল হুকুমনামা এই বিধানানুসারে প্রস্তুত করা যায়।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২০৩। যে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন সাক্ষির তলব হয় ঐ সাক্ষির খরচের নিমিত্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের জজ সাহেবেরা যত টাকা ওয়াজিবী ও উচিত বোধ করেন তাহা সাক্ষিকে দিতে ঐ ব্যক্তি প্রস্তুত হইবেক।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

২০৪। ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে যে টাকা পাঠাইবার প্রয়োজন হয় তাহা জেনরল ট্রেজুরীর উপর জিলার কালেক্টর সাহেবের এক বিলের দ্বারা পাঠান যাইবেক।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

A চিহ্নিত পাঠ।

২০৫। ১। আমি তোমার নিকটে (এই স্থানে হুকুমের প্রকার লিখিতে হইবেক) পাঠাইয়া আদেশ করিতেছি যে

আপনি অনুগ্রহ করিয়া ১৮৭০ সালের ২৩ আইনানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্ট আদালতের জজ সাহেবদিগের নিকটে তাহার প্রস্তাব করেন্।

২। এই হুকুমনামা জারীকরণে যে খরচা লাগে তাহা আপনি আমাকে জানাইলে জেনরল ট্রেজুরীর উপর এক বিলের দ্বারা আপনার নিকটে পাঠাইব। এবং আসামীকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্তে এক জন ইহার পর আপনার নিকটে যাইবেক (অথবা এক জন এই পত্রের সঙ্গে যাইতেছে।)

—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২০৬ ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণ।

১ নং। আসামীকে গ্রেপ্তার করণার্থ দস্তক অর্থাৎ ওয়ারণ্ট।

জিলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের নাজির শ্রীনজর আলীর প্রতি আগে।

যেহেতুক শান্তিপুরের কালাচাঁদ বাবু ১০০৲ টাকা বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্তে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে শহর কলিকাতার ধর্ম্মতলানিবাসি সেখ গুমানির নামে এই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন অতএব উক্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে ইহার দ্বারা তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া যাইতেছে এবং এই দস্তক জারী হওনের পর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি সেই ব্যক্তি উক্ত টাকা এবং এই হুকুম জারী করণের সকল খরচা না দেয় তবে তাহাকে এই আদালতে আনিবা। কিন্তু যদি আসামী আপনার উপরে করা দাওয়ার নিষ্পত্তি করণার্থে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক মিয়াদ লিখিত দরখাস্ত-ক্রমে প্রার্থনা করে এবং যদি ফরিয়াদী ঐ দরখাস্তের মুখে কিম্বা তাহার পৃষ্ঠে দস্তখৎ করণের দ্বারা তাহাতে আপন সম্মতি জানায় তবে তুমি সেইরূপে ওয়ারণ্ট জারী করণের বিলম্ব করিবা। এবং যখন ফরিয়াদী এইমত লিখিয়া দেয় যে আমি রাজী হইলাম এবং ঐ দস্তক মৌকুফ করিতে চাহে তখন তুমি ঐ দস্তকের সমুদয় খরচা আসামীর স্থানে পাইবামাত্র তাহা মৌকুফ করিবা। ইহাতে কোন কসুর না হয় ইতি। ১৮৪৬ সাল তারিখ ১০ আগষ্ট।

শ্রীঅমুক। কালেক্টর কিম্বা (বিষয় বিশেষ) ডেপুটী কালেক্টর কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর কি অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর।

—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২০৭। সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি যে মালগুজারীর বিষয়ি সবাসবী মোকদ্দমাতে নীচের লিখিত সংশোধিত যে হুকুমনামার পাঠে শ্রীযুত আডবোকেট জেনরল সাহেব সম্মত হইয়াছেন তাহা বোর্ডের সাহেবেরদের ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্ট তারিখের ২২ নম্বরী পত্রের সঙ্গে যে পাঠ প্রেরিত হইয়াছিল তাহার ১ ও ৪ নম্বরী পাঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিতে হইবেক।- সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৮ সালের ৩০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২০৮। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণের কোমল যে বিধান ১ নম্বরী আসল পাঠে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা হুকুম জারীক্রমে সবিফ সাহেবের দ্বারা আসামীর গ্রেপ্তার হওনের পর কালেক্টর সাহেবের কর্ম্মকারকের দ্বারা ব্যবহার হইবেক।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৮ সালের ৩০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২০৯। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণ।

১ নং। দস্তকের সংশোধিত পাঠ।

জিলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের নাজির শ্রীনজর আলীর প্রতি আগে।

যেহেতুক শান্তিপুরের কালাচাঁদ বাবু ১০০৲ টাকা বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্তে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে শহর কলিকাতার ধর্ম্মতলানিবাসী সেখ গুমানীর নামে এই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন অতএব ইহার দ্বারা তোমার প্রতি ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে এই আদালতে নিজে হাজির হইবার নিমিত্তে এত টাকার উত্তম ও মাতবর জামিন তোমাকে দিতে অথবা ১০০৲ টাকা তোমার হাতে আমানৎ করিতে এবং এই হুকুমের খরচার জন্যে এত টাকা তোমার হাতে আমানৎ করিতে ঐ সেখ গুমানীকে হুকুম কর। ঐ টাকা তুমি এই আদালতে দাখিল করিবা। এবং যদি ঐ সেখ গুমানী সেইপ্রকার উত্তম ও মাতবর জামিন না দেয় অথবা উক্ত প্রকারে টাকা আমানৎ না করে তবে ঐ সেখ গুমানীকে গ্রেপ্তার করিয়া এই আদালতে হাজির করিতে তোমার প্রতি আরো ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার দস্তখৎ ও এই আদালতের মোহরে দেওয়া গেল।

শ্রীঅমুক। কালেক্টর কিম্বা (বিষয় বিশেষে) ডেপুটী কালেক্টর কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর অথবা অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর।

মন্তব্য। নম্বরী মোকদ্দমায় আসামীর হাজির হইবার জন্যে যে হাজির জামিনীপত্র করা যায় বিষয়বিশেষে সেই পাঠানুসারে এই স্থানে জামিনীপত্র খৎ লিখিয়া দিতে হইবেক।

[সদর আদালতের ২৮৪১ সালের ১ মার্চ তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের নিম্ন ভাগে লিখিত সদর দেওয়ানী আদালতের দেওয়ানী হুকুমনামার পাঠের ৬ নম্বরী দফা। এই পুস্তকের ২৩৩ পৃষ্ঠায় ২৮৯ নম্বরী বিধান দেখ।]
—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৮ সালের ৩০ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

২১০। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণ।

২ নং। আসামীকে হাজির করাওণার্থ ইশ্তিহার।

জিলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে।

কলিকাতা শহরের ধর্ম্মতলানিবাসি সেখ গুমানীর প্রতি আগে।

যেহেতুক শান্তিপুরের কালাচাঁদ বাবু ১০০৲ টাকা বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্তে এই আদালতে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের বিধির অনুসারে তোমার নামে নালিশ করিয়াছেন এবং যেহেতুক তোমাকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে রীতিমত দস্তক বাহির হইয়াছিল এবং যেহেতুক নাজিরের কৈফিয়তের দ্বারা (অথবা কলিকাতাস্থ ডেপুটী সরিফ সাহেবের কৈফিয়তের দ্বারা) দৃষ্ট হইতেছে যে অনেক অনুসন্ধান করিলেও তোমাকে পাওয়া গেল না এবং ঐ দস্তকের হুকুমানুসারে তাহা তোমার উপর জারী হইতে পারিল না অতএব ইহার দ্বারা ইশ্তিহার দেওয়া যাইতেছে যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে এই ইশ্তিহারনামার তারিখের পনের দিন পরে তোমার প্রতিকূলে উক্ত দাওয়া এই আদালতে সরাসরীমতে বিচার হইবেক এবং যদি তুমি হাজির না হও তবে ফরিয়াদী যে দস্তাবেজ ও প্রমাণ দাখিল করে তদনুসারে সরাসরীমতে তাহার একতরফা ডিক্রী হইবেক।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে ১৮৪৬ সালের ২০ আগষ্ট তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রীঅমুক। কালেক্টর কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরপ্রভৃতি (যথা উপরে)।

—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২১১। ১৮২৪ সালের ১৪ আইনের ৪ ধারা।

৩ নং। সফীনা।

জিলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে।

শান্তিপুরের কালাচাঁদ বাবু। ফরিয়াদী।

কলিকাতা শহরের ধর্ম্মতলার সেখ গুমানী। আসামী।

কলিকাতা শহরের ধর্ম্মতলার সেখ মঙ্গলুর প্রতি আগে।

যেহেতুক উক্ত মোকদ্দমায় ফরিয়াদী (অথবা আসামীর) পক্ষে সাক্ষ্য দেওনার্থে তোমার হাজির হইবার আবশ্যক আছে অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইল যে ১৮৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে তুমি স্বয়ং তন্নিমিত্তে এই আদালতে হাজির হও।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে ১৮৪৬ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রীঅমুক। কালেক্টর কিম্বা ডেপুটী কালেক্টরপ্রভৃতি (যথা উপরে)।

—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২১২। ১৮২৪ সালের ১৪ আইনের ৪ ধারা।

৪ নং। সাক্ষিকে গ্রেফ্তার করণার্থ দস্তক।

জিলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের কাছারীর নাজির শ্রী নজর আলীর প্রতি আগে।

যেহেতুক শান্তিপুরের কালাচাঁদ বাবু ফরিয়াদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেওনার্থে কলিকাতা শহরের ধর্ম্মতলানিবাসি সেখ মঙ্গলুর নামে ১৮৪৬ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখে রীতিমত সফীনা হইয়াছিল এবং যেহেতুক সেখ ইদু পেয়াদা ঐ সফীনা রীতি-

মত জারী করণের বিষয়ে এজহার দিয়াছে এবং উক্ত সেখ মঙ্গলুর খরচখরচার বাবৎ এত টাকা তাহাকে দিবার প্রস্তাব করিয়াছি এমত এজহার দিয়াছে এবং যেহেতুক উক্ত সেখ মঙ্গলু ঐ সফীনার হুকুমানুসারে হাজির হইতে ত্রুটি এবং অস্বীকার করিয়াছে অতএব ঐ সেখ মঙ্গলুকে গ্রেফ্তার করিতে এবং এই আদালতে হাজির করিতে ইহার দ্বারা তোমাকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া যাইতেছে ইহাতে কোন কসুর না হয়। ইতি। ১৮৪০ সালের তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

শ্রীঅমুক। কালেক্টর কি ডেপুটী কালেক্টরপ্রভৃতি (যথা উপরে)।

—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৮ সালের ৩০ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

২১৩। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২০ ধারা।

৫ নং। আসামীকে গ্রেফ্তার করণার্থ পরওয়ানা।

জিলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের কাছারীর নাজির শ্রীনজর আলীর প্রতি আগে।

যেহেতুক বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্তে শান্তিপুরনিবাসি কালাচাঁদ বাবু ফরিয়াদী কলিকাতা শহরের ধর্ম্মতলা-নিবাসি সেখ গুমানী আসামীর নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন সেই মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পাওনা ১০০৲ টাকা এবং সেই টাকা দেওনের তারিখপর্য্যন্ত সালিয়ানা শতকরা ১২৲ টাকার হিসাবে সুদের ডিক্রী হইল এবং অদ্যকার তারিখ-পর্য্যন্ত সেই সুদ ১০৲ টাকা হয় এবং মোকদ্দমার খরচা ১৫৲ টাকা একুনে ১২৫৲ টাকার ডিক্রী হইল (অথবা খরচা ও ক্ষতির নিমিত্তে উক্ত আসামীর প্রতি ৫০৲ টাকার ডিক্রী হইয়াছে)। এবং যেহেতুক উক্ত আসামীর (অথবা উক্ত ফরিয়াদীর) প্রতি-কূলে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার টাকা দিতে স্বীকার করিল না অতএব এই পরওয়ানার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে তুমি উক্ত সেখ গুমানী আসামীকে (অথবা উক্ত ফরিয়াদী কালাচাঁদ বাবুকে) গ্রেফ্তার কর এবং যদ্যপি ঐ সেখ গুমানী (অথবা উক্ত কালাচাঁদ বাবু) দাওয়ামাত্র তোমাকে উক্ত ১২৫৲ টাকা (অথবা ৫০৲ টাকা) এবং এই হুকুমের খরচা না দেয় তবে আইনমত তাহার সঙ্গে কার্য্য হইবার নিমিত্তে তাহাকে এই আদালতে হাজির করাও।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে ১৮৪৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রীঅমুক। কালেক্টর কিম্বা ডেপুটী কালেক্টর প্রভৃতি (যথা উপরে)।

—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২১৪। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২০ ধারা।

৬ নং। সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের পরওয়ানা।

জিলা নদীয়ার কালেক্টর সাহেবের কাছারীর নাজির শ্রীনজর আলীর প্রতি আগে।

যেহেতুক বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্তে শান্তিপুরনিবাসি কালাচাঁদ বাবু ফরিয়াদী কলিকাতা শহরের ধর্ম্মতলা-নিবাসি সেখ গুমানী আসামীর নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন সেই মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পাওনা ১০০৲ টা-কার এবং সেই টাকা দেওনের তারিখপর্য্যন্ত সালিয়ানা শতকরা ১২৲ টাকার হিসাবে সুদের ডিক্রী হইল এবং অদ্যকার তারিখপর্য্যন্ত সেই সুদ ১০৲ টাকা হয় এবং মোকদ্দমার খরচা ১৫৲ টাকা একুনে ১২৫৲ টাকার ডিক্রী হইল (অথবা খরচা ও ক্ষতির নিমিত্তে উক্ত আসামীর প্রতি ৫০৲ টাকার ডিক্রী হইয়াছে) এবং যেহেতুক উক্ত আসামীর (অথবা উক্ত ফরিয়াদীর) প্রতিকূলে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার টাকা দিতে স্বীকার করিল না অতএব ইহার দ্বারা তোমাকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত সেখ গুমানী আসামীর (অথবা উক্ত কালাচাঁদ বাবু ফরিয়াদীর) জিনিসপত্র ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া উক্ত ১২৫৲ টাকা (অথবা উক্ত ৫০৲ টাকা) এবং এই পরওয়ানার খরচা আদায় কর এবং আরো তোমার প্রতি হুকুম হইল যে এই পরওয়ানা-ক্রমে তুমি যাহা২ করিবা তাহা আমাকে জানাও।

আমার দস্তখৎ এবং এই নদীয়া জিলার আদালতের মোহরে ১৮৪৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রীঅমুক। কালেক্টর কি ডেপুটী কালেক্টরপ্রভৃতি (যথা উপরে)।

—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—ইশ্‌তিহার।—সরাসরী বিচার ও ফয়সলা।—উকীল।

২১৫। জাবেতামত দস্তক জারীহওনের পর যদি নাজিরের রিটর্ণ অর্থাৎ কৈফিয়ৎ তলাশ করিয়া আসামী না পাওয়া যাওনের কথাসম্বলিত দাখিল হয় তবে দরখাস্তদেওনিয়ার ক্ষমতা আছে যে সিরিশতার উকীলের কি আপন মোখ্তারের মারফতে মোকদ্দমার তজবীজ এক মাসপর্য্যন্ত ঐ আশয়ে মৌকুফ থাকনের দরখাস্ত দাখিল করে যে যদি ইহার মধ্যে পারে তবে দস্তক জারী করাইয়া আসামী গ্রেফ্তার করায় ও সেই মাসের শেষে হাজির না হওনমতে ইশ্‌তিহার দেওয়ায় ও ইশতিহারের মিয়াদ অতীত হইলে মোকদ্দমার তজবীজ করায় অথবা মৌকুফ না করাইয়া ১৫ পনের রোজ মিয়াদে এই মজমুনে ইশ্‌তিহার লট্‌কাইয়া দেওয়ায় যে ইশ্‌তিহারের মিয়াদ গত হইলে আসামী হাজির হয় বা না হয় মোকদ্দমা সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইবেক ও হাজির না হওনমতে ফরিয়াদীর দস্তাবেজ দেখিয়া একতরফী তজবীজ করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৩ প্র।

২১৬। উপরের দুই প্রকরণের [অর্থাৎ এই অধ্যায়ের ১৮৩ এবং ১৯২ নম্বরী বিধির] লিখনানুসারে কোন জজ সাহেবের নিকটে বাকীদারেরদের কিম্বা মালজামিনদিগের কাহাকেও পঁহুছাইলে তৎকালে সে সাহেব সেই আসামীর স্থানে দাওয়ার জওয়াব তলব করিবেন তাহাতে যদি ফরিয়াদীর দাওয়া সম্যক কিম্বা তন্মধ্যের কিছু মিথ্যা এমত জওয়াব আসামী দেয় তবে দাখিলাদিগর কাগজপত্র এবং উভয়ের হিসাব কিতাবদৃষ্টে সংক্ষেপে বিচার করিবেন। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের সাধ্য আছে যে সংক্ষেপে বিচার্য্য মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব কালেক্টর সাহেবদিগের কি জজ সাহেবদিগের নিকটে করিবার কারণ যাহাকে নিযুক্ত করা বিহিত বুঝেন তাহাকেই সম্যক ভারার্পিয়া নিযুক্ত ও কুজু করে।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।

২১৭। ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করণেতে কালেক্টর সাহেবেরা এই আইনের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং যে২ বিষয়েতে এই আইনের লিখিত হুকুম সম্পর্ক না রাখে সে সকল বিষয়েতে ঐ প্রকার সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি দেওয়ানী আদালতে হইবার নিমিত্তে যে২ হুকুম লেখা গিয়াছে সেই২ হুকুমমতে কার্য্য করিবেন এবং উভয় পক্ষীয় লোকদিগকে ও সাক্ষিদিগকে হাজির করাইবার বিষয়ে এবং নিষ্পত্তির হুকুম জারীকরণের বিষয়ব্যতিরেকে সামান্যতঃ ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে আবশ্যক যে সকল হুকুম ইত্যাদি দিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা অর্পণ করা গিয়াছে কালেক্টর সাহেবও সেই ক্ষমতা রাখিবেন ও নিষ্পত্তির হুকুম জারী করণের বিষয়ে নীচের লিখিত হুকুম মতাচরণ করা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৪ ধা।

২১৮। এই আইনের লিখনক্রমে যে২ মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবদিগকে সমর্পণ করা যায় ঐ সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদিরা আপন২ পক্ষের সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে যে কোন লোককে মোখ্তার কি উকীল কি প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা উপযুক্ত বোধ করে সেই জনকে লিখিত পত্রের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিয়া আপন মোখ্তার কি উকীল কি প্রতিনিধি করিতে পারে ও ঐ মোখ্তার কি উকীলের মেহনতানার ধার্য্য ঐ মোখ্তার কি উকীল ও তাহার নিয়োক্তা একত্র হইয়া করিবেক কিন্তু ঐ প্রকার মোখ্তারইত্যাদি করা কার্য্যের দৃষ্টে ঐ কার্য্যের পরিবর্ত্তে যাহা কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত বুঝেন্ যে জনের পরাজয় নিষ্পত্তি হয় সেই জনের তাহার অধিক দিতে হইবার হুকুম দিবেন্ না ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৬ ধা।

২১৯। ১৮১৭ সালের ২৯ জানুআরি তারিখের ৩০ নম্বরী আইনের অর্থের দ্বারা বিধান হইল যে ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩২ ধারাক্রমে খাজানার বিষয়ে সরাসরী মোকদ্দমায় নিযুক্ত উকীলেরা নম্বরী মোকদ্দমায় যে রসুম পাইতেন সেই রসুমের সিকী পাইবার তাঁহারদের স্বত্ব আছে। কিন্তু ২৯৭ নম্বরী আইনের অর্থের দ্বারা ১৮১৮ সালের ১১ ডিসেম্বর তারিখে বিধান হইল যে ঐ ধারা ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৯ ধারার দ্বারা রদ হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে হুকুম হইয়াছে যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১১ প্রকরণের বিধি যেরূপে কমুরক্রমে ডিসমিসহওয়া মোকদ্দমার সরাসরী আপীলের বিষয়ে খাটে তেমনি ঐ সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়েও খাটে। অতএব আদালতের বিচারক ঐ রসুম কমাইয়া যত টাকা ওয়াজিবী বোধ হয় তত টাকার রসুমের হুকুম করিতে পারেন।—১৮১৮ সালের ১১ ডিসেম্বরের ২৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২০। ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে নালিশী আরজী ও তাহার জওয়াবব্যতিরেকে আর কোন সওয়াল ও জওয়াব লওনের আবশ্যক হইবেক না ও যদি ফরিয়াদী কি আসামী কোন সময়ে আপন শুধরা নালিশী আরজী কি শুধরা জওয়াব কি বেওরা জ্ঞাপনার্থে আর কোন কাগজ দাখিল করিতে চাহে তবে তাহা লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৭ ধা।

২২১। ঐ প্রকার মোকদ্দমাতে যেং কাগজ দরপেশ করা যায় কিম্বা উভয়পক্ষের যেং সাক্ষী তলব করা যায় তাহার নিমিত্তে কোন ফীস লওয়া যাইবেক না ও উভয় বিবাদির ঐ কাগজ দাখিল করিবার ও সাক্ষী তলব করাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৮২৪ সা। ১৪ আ। ৮ ধা।

২২২। যদি কোন মফঃসলী তালুকদার কি কোন কটকিনাদার কিম্বা যোতদার কি অন্য মালগুজারীকরণিয়া অথবা তাহারদিগের মালজামিন মালগুজারীর বাকী টাকা তলবের কারণ উপরের ধারার লিখিত আইনের বিবরণ করিয়া লেখা দস্তক জারীহওনমতে গ্রেফ্তার হয় ও সম্যক কি কতক দাওয়া না মানিয়া আপনি কি তাহার মালজামিন সরাসরী তজবীজ সারা না হওনপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার কারণ মাতবর জামিনী দিতে প্রবর্ত্তহয় তবে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে উভয় বিবাদির দরপেশকরা হিসাবের কাগজ ও দস্তাবেজ দৃষ্টিকরণানুসারে কিম্বা কৈফিয়ৎ তলবের নিমিত্তে জিলার কালেক্টর সাহেবকে মোকদ্দমা সোপর্দ্দকরণানুসারেই বা যে প্রকারে হউক সরাসরী তজবীজ করা সারা ও নিষ্পত্তির হুকুম না হওনপর্য্যন্ত বাকীদারের কি তাহার মালজামিনের জামিনী মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

২২৩। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের বিধিব অনুসারে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে জজ সাহেব সরেজমীনে তদারক করণার্থ আমীন পাঠাইতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আবশ্যক না হইলে সেইরূপ সরাসরী মোকদ্দমাতে আমীন প্রেরণ করা উচিত নহে কিন্তু যত খাজানার দাওয়া হইতে পারে তাহার নির্ণয করণের নিমিত্তে যদ্যপি সরেজমীনে গিয়া তদারক না করিলে হয় না তবে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের কোন বিধিতে সেইরূপ তদারক করণের হুকুম দিতে জিলার জজ সাহেবের প্রতি নিষেধ নাই।—১৮১৭ সালের ১৯ ফেব্রুআরির ২৬৫ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২২৪। মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সম্ভ্রমীয় নালিশের অতিবাহুল্যপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত ইহা কর্ত্তব্য বোধ হইলে সকল কালেক্টর সাহেবের প্রতি এই আইনানুসারে হুকুম আছে যে সেই এলাকার কমিস্যনর সাহেবের অনুমতি পাইয়া এমত কোন দাওয়া সেই জিলার মধ্যে তহসীলদারের নিকটে এই মনস্থে পাঠাইবেন যে তাহা তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করে এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৪ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সকল হুকুম এপ্রকার মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ হইলে তাহার উপর খাটিয়াছে সেই সকল হুকুমমতে সকল তহসীলদারেরা আপনং কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেক।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৩ ধা।

২২৫। সদর আদালত জানাইতেছেন যে জমীদার বা তালুকদার কি ইজারদার কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারী যদ্যপি আসামীকে পাট্টা না দিয়া থাকেন অথবা তাহার স্থানে কবুলিয়ৎ না লইয়া থাকেন তথাপি সেই জমীদারপ্রভৃতি যদি এমত প্রমাণ দিতে পারেন যে তাঁহার গ্রামের হিসাবকিতাব রীতিমতে রাখা গিয়াছে এবং তাহা যথার্থ এবং যদি সরাসরী মোকদ্দমাতে ঐ গ্রাম্য হিসাবের দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যের দ্বারা এমত প্রমাণ দিতে পারেন যে আসামীর স্থানে তিনি যে টাকার দাওয়া করেন তাহা তাঁহার নিতান্ত পাওনা আছে তবে চলিত আইনানুসারে তিনি ঐ বাকী টাকার বাবৎ ডিক্রী পাইবার যোগ্য হইবেন।—১৮৩০ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের ৫৭৪ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২২৬। সদর আদালত এমত বোধ করেন না যে রাইয়ত যদি কবুলিয়ৎ না লিখিয়া দিয়া থাকে তবে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে জমীদার তাহার নামে সরাসরী নালিশ করিতে পারেন না বরং জিলার আদালতের এই ক্ষমতা আছে যে দাখিলা এবং উভয় বিবাদির হিসাবকিতাবপ্রভৃতি তজবীজ করিয়া যে বাকী টাকা প্রকৃতার্থ ও ওয়াজীবি দেনা হইবার প্রমাণ হয় ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৪ প্রকরণের নিরূপিতমতে তাহার ডিক্রী করেন।—১৮২৫ সালের ১৫ আপ্রিলের ৩৮০ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২২৭। জজ সাহেবদিগের কেহ মালগুজারীর বাকীর কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে কালেক্টর সাহেবদিগের কাহাকেও ভার দিয়া থাকিলে তাহার রিপোর্ট অর্থাৎ বেওরাহকীকৎ সে কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাইলে পর তদ্দৃষ্টে কিম্বা কাহাকেও না ভারদেওয়া কোন মোকদ্দমার বিচার আপনি করিয়া পরে যদি বুঝেন যে সেই বাকী টাকা আসামীর দেনা অযথার্থ ঠাহরিল কিম্বা ফরিয়াদী জানিয়াশুনিয়া অসঙ্গত নালিশ করিয়াছিল

অথবা ফরিয়াদীর দাওয়া সমুদয়ের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ প্রমাণ হইল তবে সে আসামীকে ছাড়িয়া দিবেন এবং তাহাকে ক্ষতিপূরণ ও সম্যক খরচাও দেওয়াইবেন। আর যদি সমুদয় দাওয়া কি তাহার মধ্যে কিছু ভারিই বা প্রতিপন্ন হয় তবে সে আসামীকে তাবৎ শক্ত কয়েদ রাখিবেন যাবৎ সে বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ও নালিশী খরচাসমেত না দেয় অথবা তাহার খালাসের কারণ ফরিয়াদী দরখাস্ত না করে। ও কয়েদ হইলে এমত আসামীর মর্য্যাদা ও মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া দিনপ্রতি ৷৷৷৷ আনার অধিক ও এক আনার ন্যূন না হয় এরূপে বিহিত বিবেচনাক্রমে তাহার যত খাদ্য খরচ দিবার হুকুম জজ সাহেব করেন তাহা সে আসামী কয়েদ থাকাপর্য্যন্ত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার প্রণালীপূর্ব্বক সেই ফরিয়াদী যোগাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৫ প্র।

২২৮। খাজানার বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেব যে ডিক্রী করেন তাহা তৃতীয় ব্যক্তির নামে নালিশ করণের কোন হেতু হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ৫ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮৬ পৃষ্ঠা।

২২৯। যে ভূমির খাজানার বিষয়ে সরাসরী নালিশ হইয়াছে নম্বরী মোকদ্দমায় সেই ভূমির দখলের প্রমাণ হইলে তাহা সরাসরী নিষ্পত্তির যথার্থতা স্থাপন হইবার জন্যে প্রচুর নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ২৩ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

[মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়ে উপরের লিখিত কিম্বা ইহার পরের লিখিত বিধান যে সকল স্থানে ঐ মোকদ্দমার বিচারের সম্পর্কে জজ সাহেব উল্লেখ হইয়াছেন সেই স্থানে পাঠক মহাশয়েরা "জজ" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "কালেক্টর" এই শব্দ পাঠ করিবেন।]

২০ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—কালেক্টর সাহেবের ফয়সলা জারী করণ।

২৩০। কালেক্টর সাহেবদিগকে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে আপনাবদের করা সরাসরী ফয়সলা জারী করিতে হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া গেল।—১৮৩২ সালের ২৪ ফেব্রুআরির ৬৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩১। যে মোকদ্দমাতে বিশেষ টাকা কিম্বা কোন খরচা দেনার কি ক্ষতিপূরণের বিষয়ে ফয়সলা হয় সেই সকল ফয়সলা জারী করণে ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণের যে২ হুল সম্পর্ক রাখে তাহা এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগের করা ফয়সলাতে সমানরূপে খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ২০ ধা।

২৩২। এই আইনের দ্বারা ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগকে এ ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনের লিখনানুসারে সংখ্যা নিরূপিত কতক টাকা কিম্বা খরচা অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়াইতে হইবার অর্থে কালেক্টর সাহেব যে২ নিষ্পত্তি করেন তাহাতে মালগুজারীর বাকী আদায় করণের কারণ যেরূপ করা যায় সেইরূপ যে কালেক্টর সাহেব ঐ নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন সেই সাহেব ঐ টাকা যাহার পাইবার অর্থে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার নিমিত্তে উসুল করিবেন ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ৩ প্র।

২৩৩। সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বোধ করেন যে যে খাজানার বাবতে ডিক্রী হইয়াছে এমত খাজানার সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে যে ভূমির খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহাছাড়া অন্য কোন ভূমির উপর থাকা ঘরবাড়ী এবং বৃক্ষ অথবা অন্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা বেআইনী।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ২০ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২৩৪। হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ এবং সুবে বাঙ্গালা ও আগরার সম্পর্কীয় চলিত অন্য কোন আইনের লেখা যে কোন হুকুমানুসারে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা বাকীদারের তালুক কি অন্য কোন ভূমি খাজানা আদায় করণ সরাসরী ডিক্রীক্রমে নীলামকরণের ক্ষমতা রাখেন্ ও ঐ প্রকার উপরের উক্ত ঐ দুই সুবার চলিত ইঙ্গরেজী ১৮২২ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত যে কোন হুকুমানুসারে মালগুজারীর বাকী আদায় করণ সরাসরী ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলামকরণ কালেক্টর সাহেবদিগের প্রতি নিষেধ আছে ঐ২ হুকুম রদ হইল মালগুজারীর বাকী আদায় করণ সরাসরী

ডিক্রীক্রমে ভূমি বিক্রয় করিবার যে ক্ষমতা দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি অর্পিত ছিল এক্ষণে সেই ক্ষমতা মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগকে অর্পণ করা গেল ইতি।—১৮৩৫ সা। ৮ আ। ১ ধা।

২৩৫। সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা আরো এই সুযোগে তাঁহারদের ১৮৩৪ সালের ১৯ জুন তারিখের ১৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফার উপলক্ষে তোমাকে জানাইতেছেন যে যে ভূমির খাজানা বাকী পড়িয়াছে ঐ বাকী খাজানার সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে সেই ভূমি নীলাম করণের জন্যে দেওয়ানী আদালতে আর দরখাস্ত করণের আবশ্যক নাই যে-হেতুক তাঁহারদের পূর্ব্ব লিখিত সরক্যুলর অর্ডরের তারিখের পর ১৮৩৫ সালের ৮ আইনক্রমে সেই প্রকার নীলাম করণের ক্ষমতা কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে।—১৮৪৬ সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৩৬। হুকুম হইল যে যখন ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণ ও ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ ও ২৫ ধারার লিখনানুসারে যে কোন ভূমি মালগুজারীর বাকী আদায় কারণ বিক্রয় হয় কর্ত্তব্য যে তাহার নীলাম সর্ব্ব সাধারণ লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে হয় এবং কালেক্টর সাহেব কি ডেপুটী কালেক্টর অথবা ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের ক্ষমতাপাওয়া কোন আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর তাহা নীলাম করিবেন এবং নীলামের নিরূপিত দিনের ১০ দশ দিন পূর্ব্বে জিলার আদালতে অথবা অন্য* কোন কাছারীতে ও কালেক্টরী কাছারীতে এক ইশ্তিহারনামা সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে লট্‌কাইয়া রাখিতে হইবেক ইতি।—১৮৩৫ সা। ৮ আ। ২ ধা।

২৩৭। ধার্য্য হইল যে বাকীর জন্যে পাট্টা নীলাম হইলে তাহার এক ভাগ যে বহাল থাকিবেক অপর ভাগ যে অন্যথা করা যাইবেক এমত হইতে পারে না। কিন্তু যে নীলামের বিষয়ে এই বিধান হইল সেই নীলাম ১৮৩৫ সালের ৮ আইনের বিধির মতাচরণ না হওনপ্রযুক্ত সম্যক্ প্রকারে রদ হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ১৩ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৪৮ পৃষ্ঠা।

২৩৮। বাকীদারের বিরুদ্ধে সরাসরী বিচারক্রমে যত টাকার ডিক্রী হয় তাহা সে ব্যক্তি দিবার প্রস্তাব করিলে তাহার পাট্টা বিক্রয় হইতে পারে না। কিন্তু জমীদার যদি নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা এইমত প্রমাণ দিতে পারেন যে তালুকদারের স্থানে বৎসরের শেষে খাজানা বাকী ছিল তবে তিনি ঐ তালুকদারের পাট্টা নীলাম করিতে পারেন কি না এই বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত আপনার মত জানাইতে স্বীকার করিলেন না।—১৮১৩ সালের ১৫ জুলাইর ১৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে ঐ মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে জজ সাহেব ঐ সরাসরী ফয়সলা জারী স্থগিত করিতে পারেন না। চলিত আইনের দ্বারা জজ সাহেবকে এমত কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই ফলতঃ যদি নম্বরী মোকদ্দমার চূড়ান্তরূপ নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত সরাসরী ফয়সলা জারী স্থগিত হইতে পারে তবে সরাসরী বিচার একেবারে বিফল হয়।—১৮৩২ সালের ৭ ডিসেম্বরের ৭৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪০। জিলার জজ সাহেবের ২৬ মে তারিখের এক পত্র পাইয়া সদর দেওয়ানী আদালত এই হুকুম করিতেছেন যে সরাসরী মোকদ্দমার বিচার করিতে কালেক্টর সাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহাতে জজ সাহেবের কোন সম্পর্ক নাই এবং ঐ বিষয়ে কালেক্টর সাহেব কোন প্রকারে জজ সাহেবের অধীন নহেন। অতএব যদ্যপি কালেক্টর সাহেব আপনার করা সরাসরী ফয়সলা জারী করণার্থে রাইয়তের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া থাকেন তবে সদর আদালতের বোধে জজ সাহেব সেই বিষয়ে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এবং যদি পূর্ব্বং বৎসরের কিম্বা সন হালের সরকারের মালগুজারী উসুল করিবার নিমিত্তে সমস্ত মহাল ক্রোক হইয়া থাকে অথবা খাসতহসীলে থাকে এবং যদি ঐ মহালের মালগুজারী একেবারে কালেক্টর সাহেব অথবা তাঁহার আমীনের দ্বারা আদায় হয় তবে সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ মহালের সাধারণ সরবরাহ কর্ম্মে অথবা ঐ মহালহইতে উৎপন্ন রাজস্ব লইয়া সরকারের দাওয়া পরিশোধের কার্য্যে জজ সাহেব হাত দিতে পারেন না।—১৮৩৮ সালের ১৭ আগষ্টের ১১৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪১। সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিয়াছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে যে সরাসরী ডিক্রী হয় তাহা অন্যথা করণার্থে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণের অপেক্ষায় অধস্থ আদালত ঐ সরাসরী ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে পারেন না।—১৮৩৯ সালের ২৮ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৬ পৃষ্ঠা।

---

* জানা কর্ত্তব্য যে অন্য কোন কাছারী শব্দের এই অর্থ বোধ করিতে হইবেক যে যদি কোন জিলার কাছারীতে জজ সাহেব উপস্থিত না থাকেন তবে উপরের লিখিত ইশ্তিহারনামা প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে তাহা না থাকিলে সদর আমীনের কাছারীতে তাহাও না থাকিলে জিলার সদর মোকামবাসি মুনসেফের কাছারীতে লট্‌কাইয়া রাখা যায় ইতি।

২৪২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা জারী করণার্থে যদি সম্পত্তি নীলাম করণের কল্প হয় এবং যে সম্পত্তি নীলাম হইবেক ঐ সম্পত্তির উপর যদি বাদিপ্রতিবাদিছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া দাওয়া করে তবে ঐ দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থে ঐ ব্যক্তি নম্বরী যে মোকদ্দমা করে তাহার নিষ্পত্তি না হওযাপর্য্যন্ত জজ সাহেব ঐ নীলাম স্থগিত করিতে পারেন।—১৮৩৮ সালের ২৬ অক্টোবরের ১৮১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৩। হুগলীর জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে চলিত আইনানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্তে যে সরাসরী ডিক্রী হয় তাহা ঐ ডিক্রীর তারিখের পর বারো বৎসরের মধ্যে জারী হইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ৯ আগষ্টের ১২৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৪। খাজানার বিষয়ি সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে ঐ ডিক্রীর তারিখের বারো বৎসর পরে এক মোকদ্দমা করা গেল এবং তাহা তৎপ্রযুক্ত ডিসমিস হইল।—সদর দেওযানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৮ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২ পৃষ্ঠা।

২৪৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ২০ ধারার দ্বারা কালেক্টর সাহেবদিগকে আপনং ফয়সলা জারী করণের ক্ষমতা দেওযা গিযাছে অতএব বাকীদারকে কয়েদ ও খালাস করণের বিষযে কালেক্টর সাহেব যে হুকুম দেন তাহা দেওযানীর জজ সাহেবের দ্বারা দিবার আবশ্যক নাই। কালেক্টর সাহেবের পরওযানা পাইলে দেওযানী জেলরক্ষক ঐ আসামীকে কয়েদ বা খালাস করিবেন।—১৮৩৩ সালের ৪ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২৪৬। সদর আদালত বোধ করেন যে কোন আসামী ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা জারীক্রমে যদি কয়েদ হয এবং যদি সেই ব্যক্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে দরখাস্ত দেয ও আপনার যোত্রহীনতা প্রমাণ করে তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে খালাস করিতে পারেন। এইপ্রকার মোকদ্দমার বিষযে ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবের যে সকল ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইযাছে।—১৮৩৩ সালের ১৯ আপ্রিলের ৭৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যাযেতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—সরাসরী ফয়সলার অন্যথা করিবার নিমিত্তে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণ।

[১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৪ ধারা (এই অধ্যাযের ১৪১ নম্বরী বিধান) দেখ।]

২৪৭। সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে তোমার ও তোমার অধীন কালেক্টর সাহেবেদিগকে জ্ঞাত করিবার নিমিত্তে জানাইতেছি যে গবর্ণমেণ্ট এই বিধান করিযাছেন যে কালেক্টর সাহেব সরাসরী মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী করেন তাহা তিনি পুনর্ব্বিচার করিতে পারেন না এবং যে সরাসরী মোকদ্দমার একবার নিষ্পত্তি হইযাছে তাহা পুনর্ব্বার বিচার করিতে কমিস্যনর সাহেব অথবা সদর বোর্ডের সাহেবেরা তাঁহাকে হুকুম করিতে পারেন না। তুমি আপন এলাকার কালেক্টর সাহেবেরদিগকে হুকুম করিবা যে তাঁহারা আপনারদের সরাসরী কার্য্যেতে উক্ত আইনের অর্থানুযায়ি কার্য্য করেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৯ সালের ১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২৪৮। যে কোন ব্যক্তি এই আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তিতে অসম্মত হইয়া তাহাঅপেক্ষা সম্পূর্ণ ও রীতিমত ঐ মোকদ্দমার দোসস্তন বিচার করাইতে চাহে সে ব্যক্তি জিলা কি শহরের দেওযানী আদালতে জাবেতামতে মোকদ্দমা করিতে পারে এবং ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে সরাসরী বিচারেতে যেং কারবারী হইয়াছিল তাহা জাবেতামত মোকদ্দমার রোয়দাদের নথীর শামিল করিতে হইবেক ইতি। —১৮২৪ সা। ১৪ আ। ১০ ধা।

২৪৯। ইহাও জানান যাইতেছে যে এই আইনের ১১ ও ১২ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ও ১৮ ও ১৯ ও ২০ ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ করা গিয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে তাঁহারা কোন মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তির হুকুম দিলে যদি উভয়ের কোন পক্ষ তাহাতে অসম্মত হইয়া জাবেতামতে আদালতে তাহার নালিশ উপস্থিত করে তবে সেই নালিশ দেওয়ানী আদালতে সরাসরীরূপে হওয়া নিষ্পত্তির উপর জাবেতামতে হওন আপীলের ন্যায় বোধ করা যাইবেক অতএব এমত মোকদ্দমাতে কালেক্টর সাহেবের কি সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের বাদী কি প্রতিবাদী হওনের প্রয়োজন নাহি ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ২৩ ধা। ২ প্র।

২৫০। উপরের ধারার (১৫ ধারার) ৫ পঞ্চম প্রকরণের [২২৭ নম্বরী বিধান দেখ] অনুসারে কয়েদহওয়া কোন আসামী যদি তাহার উপর হওয়া দাওয়ার বিচার দেওয়ানী আদালতে করাইতে চাহে তবে সাধ্য রাখে যে যে ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার তাহাকে কয়েদ করাইয়া থাকে তাহার নামে নালিশ করে ও তাহাতে সে দাওয়া প্রমাণ না হইলে যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার নিশা খরচাসমেত কয়েদকরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক। আর যদি ধরাপাকড়াহইতে ছাড়ান পাইবার কারণ কিম্বা উপরের লিখিত ধারাক্রমে কয়েদহইতে খালাস হইবার নিমিত্তে আদৌ তলবের টাকা দিয়া পশ্চাৎ তাহার দাওয়া দেওয়ানী আদালতে করে ও তথায় এমত সাব্যস্ত হয় যে তৎকালে সে টাকা দিবার দায় তাহার শিরে সঙ্গত ছিল না তবে তদর্থে উপরের লিখনানুসারে ডিক্রী হইবেক এবং সঙ্গতঅপেক্ষা যত টাকা অধিক দিয়া থাকে তাহা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত ফিরিয়া পাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৬ ধা।

২৫১। যদি জজ সাহেবদিগের কোন কেহ্ (এক্ষণে কালেক্টর সাহেব) ভূম্যধিকারির কিম্বা ইজারদারের মালগুজারীর বাকীর দাওয়া এ আইনের ১৫ ধারার অনুসারে সংক্ষেপে বিচারের কালে অগ্রাহ্য করেন তবে সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে পুনরায় সে নালিশ সূক্ষ্ম বিচারের দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে করে। ও তথায় বিচারমুখে যদি প্রমাণ হয় যে সংক্ষেপে বিচারকালীন অগ্রাহ্য হওয়া তাহার দাওয়া সঙ্গত বটে তবে তাহার যত ক্ষতি হইয়া থাকে ও যে খরচা সেই দুইবার বিচারমুখে লাগিয়া থাকে তাহা এবং মালগুজারীর বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত পাইবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৭ ধা।

২৫২। যেহেতুক মালগুজারীর বাকীর কিম্বা তাহা অন্যায়ক্রমে তহসীল করণের সম্পর্কীয় সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামতে নালিশ উপস্থিত হইলে চলিত আইনসকলে এমত কোন মিয়াদ নির্দ্ধারিত নাহি যে ঐ মিয়াদ গত হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না সেইহেতুক এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এমত সকল বিষয়ে মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলার উপর জাবেতামতে হওয়া নালিশ মঞ্জুর করিতে কালেক্টর সাহেবের ফয়সলা যাহার উপর হইয়া থাকে তাহাকে ঐ ফয়সলা দিবার কিম্বা দিতে চাহিবার তারিখহইতে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্ধারিত হইল ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

২৫৩। বিধান হইল যে ১৮৩১ সালের ৮ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বিচারকেরা যে সকল সরাসরী ফয়সলা করিয়াছিলেন তাহাতে ঐ আইনের ৬ ধারার বিধি খাটিবেক অর্থাৎ ঐ বিচারকেরদের করা সকল সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে নম্বরী সমস্ত মোকদ্দমা ঐ আইন জারী হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হয়।—১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর ১৩০৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৪। ১৮৩১ সালের ৮ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে খাজানার দায়ে যে সরাসরী ডিক্রী হইয়াছিল তাহা অন্যথা করণার্থে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা করণের অনুমতির দরখাস্ত হইল কিন্তু ইহা বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য হইল যে ঐ আইন জারী হওনের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে ঐ দরখাস্ত দাখিল হয় নাই।—১৮৪১ সালের ৫ অক্টোবরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৮ পৃষ্ঠা।

২৫৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৬ ধারার নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে যে এক বৎসর মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ ও ১১ প্রকরণের নিরূপিত নিয়মানুসারে হিসাব করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ২৯ জুলাইর ১০২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৬। ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা যে সরাসরী ডিক্রী করিলেন তাহা অন্যথা করণের জন্যে মিয়াদের মধ্যে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল এবং তাহা ননসুট হইল তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যে সময়ে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল সেই সময় অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের সম্পর্কে ঐ আইনের ৬ ধারায় যে এক বৎসর মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহার মধ্যে গণ্য হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৫ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৮১ পৃষ্ঠা।

২৫৭। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৯ ধারা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে ভূমির মালগুজারীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করণের নিমিত্তে জাবেতামত মোকদ্দমা মূল্য বুঝিয়া প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের নিকটে উপস্থিত করা যাইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১০ ধা।

২৫৮। কোন কালেক্টর সাহেবের সরাসরী বিচারপূর্ব্বক করা নিষ্পত্তি মতান্তর কি রদ করিবার নিমিত্তে আদালতে যখন জাবেতামতে নালিশ দরপেশ হয় তখন ঐ আদালতহইতে ঐ সরাসরী বিচারসম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজ তলবের হুকুম হইবেক ও ঐ কাগজ ঐ মোকদ্দমার মিসিলের শামিলে রাখা যাইবেক ইতি।—১৮২২ সা। ৭ আ। ৩১ ধা। ১ প্র।

২৫৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেব যদি সরাসরীমতে এমত ফয়সলা করেন যে খোদকস্তা রাইয়তের স্থানে খাজানা বাকী আছে এবং যদি তাহাকে বাকীদার বলিয়া বেদখল করিতে হুকুম দেন এবং ঐ খোদকস্তা রাইয়ত ঐ সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে জিলার আদালতে অথবা মুনসেফের আদালতে নালিশ করে তবে যত খাজানার টাকার বিষয়ে বিরোধ হইয়াছিল অর্থাৎ প্রথমে ঐ রাইয়তের নামে যত টাকার বাবৎ নালিশ হইয়াছিল তত টাকা ঐ নম্বরী মোকদ্দমার মূল্য জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬০। ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে যে মোকদ্দমায় নিরূপিত মূল্যের সিকী মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে নালিশের আরজী প্রথমেতে লেখা গিয়াছিল সেই মোকদ্দমার ফয়সলার উপর আপীল হইলে ইষ্টাম্পের কত মাসুল লাগিবেক এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এইপ্রকার আপীলেতে ইষ্টাম্পের সম্পূর্ণ মাসুল দিতে হইবেক যেহেতুক ১৮৩১ সালের ৮ আইন কেবল প্রথম নালিশের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে।—১৮৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২২ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—বাকীদার পাট্টাদার প্রজা ও তাহার মালজামিনের উপর অন্য জিলায় হুকুম জারী করণ।

২৬১। এই ধারানুসারে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন মফঃসলী তালুকদার কি কট্‌কিনাদার কিম্বা যোতদার অথবা অন্য মালগুজারী করণিয়ার কি তাহারদিগের মালজামিনের স্থানে মালগুজারীর বাকী পাওনা থাকে সে যদি তাহা তলবের সময়ে না দিয়া যে ভূমির বাবৎ এমত বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে অধিকারে থাকে সে অধিকারভিন্ন অন্য জিলা কি শহরের অধিকারে বাস করিতে থাকে তবে ঐ বাকী যে জমীদার কি ভূমির অন্য অধিকারী কিম্বা ইজারদারের পাওনা হয় তাহার কিম্বা তাহারদিগের মোখ্তারকারের ক্ষমতা আছে যে এক আরজীতে নীচের নিরূপিত তফসীল ও বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তার করণের প্রার্থনা লিখিয়া বাকীদার কি তাহার মালজামিন যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে কিম্বা পাওয়া যায় সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে দেয় ও সেই জজ সাহেবের উচিত যে এমত আরজী দাখিল হইলে পর তৎক্ষণাৎ বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তার করিবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৩ প্রকরণ ও ১৮০০ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারার ৩ প্রকরণের ও ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ৩২ ধারার বয়ান করিয়া লেখা দস্তক জারী করিবার হুকুম দেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

২৬২। যদি কোন ব্যক্তি উপরের প্রকরণের মতে কিম্বা উপরের প্রস্তাবিত আইনের লিখনমতে কোন বাকীদার মালগুজারীকরণিয়া কি তাহার মালজামিনকে গ্রেফ্তার করিবার প্রার্থনা লিখিয়া কোন আরজী কোন আদালতে দিতে চাহে তবে তাহার উচিত যে বাকীদারের ও তাহার মালজামিনের নাম ও নিবাস ও যে মহালের বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সে মহালের নাম ও তাহার অতিরিক্ত সেই মহালের সালিয়ানা জমার ও বৎসরের নিরূপিত সময়শিরে এতাবতা কিস্তিং যত টাকা দিতে হয় তাহার সংখ্যা ও যোতদার কি মালগুজারীকরণিয়ার কিম্বা তাহার মালজামিনের স্থানে যত টাকা উসুল হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা ও যে বাকী আদায়ের কারণ গ্রেফ্তারীর আরজী দিতে চাহে তাহার সংখ্যা ও দাওয়াকরা বাকী টাকা বাকীদারের স্থানে তলব হইয়াছিল কি না ও যদি তলব হইয়া থাকে তবে তাহাতে সে কি করিলেক তাহার কথা আরজীতে লিখিয়া দেয় ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

২৬৩। যদি বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের মতে তাহারদিগের গ্রেফ্তারীর দস্তক জারী হইলে পরে যে জজ সাহেবের আদালতহইতে দস্তক জারী হইয়া থাকে তাঁহার অধিকারেতে পাওয়া যায় ও সে গ্রেফ্তার হইয়া তলবী বাকী টাকা না দেয় কি যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রেফ্তার করাইয়া থাকে তাহার সহিত তলবী টাকার রফা না করে ও তাহাতে উপরের লিখিত আইনের লিখনমতে তাহাকে সেখানকার দেও-

য়ানী আদালতে হাজির করা যায় তবে ঐ আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে বাকীদার কি তাহার মালজামিনের স্থানে যে ভূমির বাবৎ বাকীর দাওয়া হয় সে ভূমি যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সে জিলা কি শহরের আদালতে তাহাকে না পাঠান যাওনের হেতু ও সেই ভূমি দুই জিলা কি শহরের অধিকারে থাকিলে যে অধিকারে সেই ভূমির অনেকং ভূমি থাকে সে অধিকারে তাহাকে না পাঠান যাওনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন তাহাতে যদি ঐ বাকীদার কি তাহার মালজামিন তাহার মাতবর হেতু না জানায় কি যে অধিকারে দাওয়ার ভূমি থাকে সেই অধিকারেতে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে হাজির হওনের নিমিত্তে মাতবর জামিন না দেয় তবে সেই বাকীদার কি তাহার মালজামিনকে মজকুরী পেয়াদা মহসিল দিয়া যে জিলা কি শহরের অধিকারে ঐ ভূমি থাকে সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক ও ঐ পেয়াদা লোকের তলবানা বাকী তলবকরণিয়ার স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ও এমতং প্রকারেতে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ গেস্তারীর কথা লেখা আসল আরজী ও ঐ মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত কাগজসহিত যে জজ সাহেবের নিকটে গ্রেস্তারহওয়া ব্যক্তিকে পাঠান যায় তাঁহাকে জ্ঞাত করণার্থে পাঠান যাইবেক ও যে ব্যক্তি গ্রেস্তার হইয়া আসিয়া থাকে সে যদি আপনাকে যে জিলা কি শহরের অধিকারে যে ভূমির মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই ভূমি থাকে সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে না পাঠান যাওনের হেতু জানায় কিম্বা ঐ জজ সাহেবের নিকটে আপনি হাজির হইবার নিমিত্তে মঞ্জুর হওনের যোগ্য মাতবর জামিনী দিতে পারে তবে কেবল গ্রেস্তারীর আরজী ও সে মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত কাগজ ঐ জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

২৬৪। যদি কোন বাকীদার কি তাহার মালজামিন উপরের প্রকরণের মতে যে ভূমির বাবৎ মালগুজারীর বাকীর দাওয়া হয় সেই ভূমি যে জিলা কি শহরের অধিকারে থাকে সেই জিলা কি শহরের আদালতে আপনি হাজির হইবার অর্থে জামিনী দিয়া তদনুসারে হাজির হয় তবে ঐ আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে অন্যং প্রকারেতে এক্ষণকার চলিত আইনমতে বাকীদার কি তাহার মালজামিন তাঁহার অধিকারের মধ্যে গ্রেস্তারহওন মতে তাহার প্রতি যেমত আচরণ করেন সেইমত আচরণ এমতেও ঐ বাকীদার কি তাহার মালজামিনের প্রতি করিবেন ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।

২৩ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা। এক বিষয়ের মোকদ্দমা একি আদালতে সোপর্দ্দ করণ।

২৬৫। এক বিষয়সম্পর্কীয় দুই কিম্বা ততোধিক নালিশ ভিন্নং আদালতে হওনপ্রযুক্ত কষ্ট বোধ হইয়া এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি জজ সাহবের কর্ণগোচর হয় যে এই আইনানুসারে যে কোন বিষয় বিচার্য্য হয় তাহার সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা আপনার আদালতে কিম্বা আপনার তাবে কোন আদালতে উপস্থিত আছে আর সেই বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে হইয়াছে তবে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবার হুকুম দেন্ এবং কালেক্টর সাহেবের উচিত যে দুই নালিশের নিষ্পত্তি করেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৪ ধা।

২৬৬। উক্ত ১৪ ধারাতে 'একি বিষয়সম্পর্কীয়" এই কথার এই অর্থ করিতে হইবেক যে দুই মোকদ্দমার নালিশের হেতু একি; এবং যে জজ সাহেব বা অন্য বিচারক প্রত্যেক মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত থাকেন কেবল তিনিই নিশ্চয় করিতে পারেন যে কোন্২ মোকদ্দমাতে উক্ত বিধি খাটিতে পারে।—১৮৩৬ সালের ১২ ফেব্রুআরির ১০০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৭। ঐমত যদি কালেক্টর সাহেবের কর্ণগোচর হয় যে যে বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ আপনার নিকটে উপস্থিত আছে সেই বিষয়সম্পর্কীয় নালিশ পূর্ব্বে জাবেতামতে জজ সাহেবের আদালতে হইয়াছে তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া জজ সাহেবের নিকটে নথী পাঠান্ এবং ঐ জজ সাহেব দুই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আপনি করিবেন কিম্বা আপনার তাবে কোন কাছারীতে বিচারের নিমিত্তে পাঠাইবেন ইতি। —১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৫ ধা।

২৬৮। যশোহরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৪ ও

১৫ ধারার হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না কেবল জিলা ও শহরের আদালতে ও তাঁহারদের অধীন আদালতে খাটে।—১৮৩৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের ১২৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৯। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে যে২ মোকদ্দমা অধস্থ দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হয় তাহা নম্বরী দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় বহীর মধ্যে লিখিতে ও বিচার করিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ২২ মের ৯৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭০। যদি ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারানুসারে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমার রোয়দাদ খারিজদাখিল করিতে হুকুম দেন এবং কালেক্টর সাহেব তাহা করিতে স্বীকার না করেন তবে জজ সাহেব ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩৬ ধারানুসারে কার্য্য করিতে পারেন।—১৮৩৭ সালের ২৩ জুনের ১০৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ। ১ বং

২৭১। এক কবুলিয়ৎক্রমে খাজানার বাকীর জন্যে কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পূর্ব্বে এক সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল এবং ঐ কবুলিয়তের অন্যথা করণার্থে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পর সরাসরী মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইল এবং ঐ সরাসরী মোকদ্দমার আসামী ঐ কবুলিয়ৎ অন্যথা করণার্থে নালিশ করিল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত সরাসরী ডিক্রী এবং কবুলিয়ৎ এই উভয় অন্যথা করণার্থে এক অবশেষ আরজী দাখিল করিতে নম্বরী মোকদ্দমার ফরিয়াদীকে অনুমতি দিলেন যেহেতুক ঐ কবুলিয়ৎ বাতিল করা তাহার প্রথম নালিশী আবর্জীর অভিপ্রায়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৩০ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২১ পৃষ্ঠা।

২৭২। জানান যাইতেছে যে জজ সাহেবের এবং তাঁহার অধীন আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে হইতে পারিলে এই আইনানুসারে বিচার্য্য এক বিষয়ের সকল নালিশের মোকদ্দমা নিষ্পত্তির নিমিত্তে এক কাছারীতে পাঠান্ আর অধীন আদালতের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে যদি মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের মোকদ্দমা আপনার আদালতে উপস্থিত হইয়া আছে এবং তাহারা জ্ঞাত হয় যে সেই বিষয়সম্পর্কীয় কোন মোকদ্দমা অন্য আদালতে উপস্থিত আছে কি কালেক্টর সাহেবের নিকটে সরাসরীমতে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তবে ঐ মোকদ্দমার বিচার স্থগিত রাখিয়া নথী জজ সাহেবের নিকটে পাঠায় ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৬ ধা।

২৭৩। জানা কর্ত্তব্য যে যে বিষয়ের মোকদ্দমা এই আইনানুসারে বিচার্য্য হয় তাহার উপর আপীল হইলে যদি জ্ঞাত হওয়া যায় যে ঐ বিষয়সম্পর্কীয় অন্য কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছে তবে সেই সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব হইয়া পড়া যাইবেক এবং আপীলের মোকদ্দমার যে ফয়সলা জারী হইবেক সেই ফয়সলা আপীল না হওয়া অন্য সকল মোকদ্দমাতেও খাটিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত সকল বিষয়েতে যথার্থ সম্বাদ উভয় পক্ষকে দেওয়া যাইবেক যে তাহারা স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা হাজির হইয়া প্রত্যেক মোকদ্দমা চালায় ইতি।—১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৭ ধা।

২৭৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেব যে সকল মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাহা স্বতন্ত্র করিয়া নম্বরবিলী করিতে হইবেক এবং যদ্যপি দুই মোকদ্দমার ডিক্রী এক কালে হয় তথাপি প্রত্যেক মোকদ্দমা আলাহিদা মোকদ্দমার ন্যায় বোধ করিয়া ডিক্রী করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ১২ ফেব্রুআরির ১০০১ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৪ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পরে বাকী রাজস্বের নিমিত্তে ভূমি ক্রোক করিতে জমীদারেরদের ক্ষমতা।

২৭৫। কখন কোন কটকিনাদার কিম্বা যোতদারপ্রভৃতি মালগুজার উপরের লিখনানুসারে ধরা আসিয়া যদি অব্যাজে বাকী টাকা না দেয় ও সে নিমিত্তে জজ সাহেবের স্থানে চালান হয় তবে সে বাকীর স্বত্ববান ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদারের সাধ্য আছে যে সে বাকীদারের আসামীর কটকিনার মহাল কিম্বা যোতের ভূম্যাদি ক্রোক করে ও তাহার সরবরাহ তাবৎ নিজ আমলার দ্বারা কিম্বা অপর যে মতে করাণ বিহিত জ্ঞানে করায় যাবৎ সেই বাকী ও সে বস্তু ক্রোক হইলে পর আর যে বাকী পড়ে তাহাসুদ্ধা মোটে যত টাকা বাকী হাঁহরে সেই মোট টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত সেই বস্তুর উপস্বত্বাদির দ্বারা উসুল না হয়। কিন্তু ভূম্যধিকা-

রিগণ ও ইজারদারেরা যে সময়ে এমতে বস্তু ক্রোক করে সে সময়ে উচিত নহে যে তৎকালে চাসীপ্রভৃতি ক্ষুদ্রং যে প্রজাদিগের স্থানে যত মালগুজারী সেই বাকীদার আসামী পাইত তাহার বেশী সেই বাকীদার আসামী ও চাসীপ্রভৃতিতে মিলিয়া গড়ন করিয়া আইনের বহির্ভূত কিছু কর্ম্ম না করিয়া থাকিলে তলব করে। আর যদি সেই বাকীদার আসামী বাকী টাকা মাসে শতকরা এক টাকার হারে সুদসমেত সেই সনের মধ্যে দেয় তবে তৎক্ষণাৎ সে ক্রোক বরখাস্ত হইবেক এবং ক্রোককরণিয়া সেই বস্তু ক্রোক থাকিবাপর্য্যন্তের নিকাস প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই আসামীকে দিবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৬ প্র।

২৭৬। বাকীদারের এলাকা ক্রোক করণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার কর্ম্মের বিবরণেতে কএক দ্বিধা ও সন্দেহ জন্মিযাছে বিশেষতঃ এ বিষয়েতে যে বাকীদারকে গ্রেফ্তার করণের দস্তক জারী হওনবিনা তাহার এলাকা ক্রোকহওয়া সঙ্গত বটে কি না ও ঐ ধারার নিয়মের মধ্যে কি তাহার পরে জারীহওয়া অন্য কোন আইনেতে ইহা কিছু স্পষ্ট লেখাও নাহি যে বাকীদারের উপর দস্তক জারী না করণমতে তাহার বাকীর নিমিত্তে সরাসরীতে ডিক্রী হইতে পারে ও আসামী লোককে গ্রেফ্তার করণবিনা এলাকা ক্রোক ও সরাসরী তজবীজহওয়া মামুল অর্থাৎ রীতি না থাকনহেতুক প্রজারা ও জমীদারের পেটার এলাকাদারেরা রূপোশ হওয়াতে এড়াইবার সুগম উপায় দেখিযা তাহাই হইয়া থাকে কেননা জানে যে দস্তকের মিয়াদের মধ্যে ধরা না পড়িলে আদালতহইতে মালআমওযালের দ্বারা বকেয়া টাকা দেওয়াইবার কোন রাহা নম্বরী নালিশব্যতিরিক্ত নাহি এই সকল ব্যাঘাতের তদারকের নিমিত্তে নীচের লিখিত নিয়মসকল ঐ ৭ আইনের ১৫ ধারা শুধরণক্রমে ও তাহার মর্ম্মের বিবরণের অর্থে নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ১ প্র।

২৭৭। এক্ষণকার আইনের মতে জমীদার লোক ও তালুকদার লোক ও ইজারদারইত্যাদিরা বকেয়া টাকা তহসীলের নিমিত্তে তাহা আসামীর স্থানে তলব করণের পূর্ব্বে কি তাহা করণের পরে সরাসরীহইতে দস্তক জারী করাইতে পারে তাহা সত্ত্বে এক্ষণে এমত হুকুম হইল যে ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি হয় সে তালুকদার লোকের কি ইজারদারদিগের কিম্বা অন্য যাহারা জমীদার ও প্রজা লোকের মধ্যেতে অধিকারের দখীলকার থাকে তাহারদিগের কাহারু নামে বাকীর নিমিত্তে সরাসরীরূপে দরখাস্ত দাখিল করণের পরে আসামী গ্রেফ্তার হয় বা না হয় আপন তরফহইতে এলাকা ক্রোক করণের ও প্রজা লোকের স্থানে তহসীল করণের নিমিত্তে সরেজমীনে সাজাওল পাঠাইতে পারিবেক কিন্তু সাজাওল পাঠাইবার ক্ষমতা ইচ্ছানুরূপ নহে বরং তাহাতে নিয়ম এক এই যে দরখাস্তের লিখিত তলবী বাকী পড়নের সময়অবধি এক মাস গত হইলে পর পাঠাইতে পারিবেক এক মাসের পূর্ব্বে ক্ষমতা নাহি এতাবতা ভাদ্র মাসের বাকীর নিমিত্তে কার্ত্তিকের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে ক্রোক করিতে পারে না যদি তাহার দরখাস্ত আশ্বিনের প্রথমে গুজরিয়াও থাকে ও দ্বিতীয় এই যে যদি মাসের কিস্তির সমুদয় টাকা বাকী থাকে এতাবতা ভাদ্রের কিস্তির সমুদয টাকা বাকী না থাকিলে ভাদ্রের কিস্তির মধ্যের এক টাকা বাকীর নিমিত্তে ক্রোক করিতে পারে না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ২ প্র।

২৭৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জমীদার যদি তালুকদার অথবা অন্য যাহারা জমীদার ও প্রজা লোকের মধ্যেতে অধিকারের দখীলকার থাকে তাহারদের নামে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারানুসারে সরাসরী নালিশ না করিয়া থাকে তবে ঐ জমীদার ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার বিধির অনুসারে আপনার ক্ষমতাক্রমে প্রজা লোকের ভূমি ক্রোক করিতে এবং তাহারদের স্থানে খাজানা উসুল করিতে সাজাওল পাঠাইতে পারেন না।—১৮২৭ সালের ১৭ আগস্টের ৪৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর এবং তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—যে সালে খাজানা বাকী পড়ে তাহার পর সালে পেটাও প্রজারদের পাট্টা রদ করিতে এবং তাহারদিগকে বেদখল করিতে জমীদারেরদের স্বত্ব।

২৭৯। সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের যে সুবার যে ভূমি হয় তাহার মালগুজারীর বাকী টাকা সেই সুবার চলন সন বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তীর ভিতরে বাকীদারের কিম্বা মালজামিনের অথবা সে ভূমি ক্রোকের দ্বারা উসুল না হইলে সেই বাকীদারের সম্পর্কীয় ভূমি যে জমীদারের কিম্বা অন্য ভূম্যধিকারির অধিকারের মধ্যে থাকে অথবা সে সনের অধিক মিয়াদী পাট্টাই যে ইজারদারের ইজারার মধ্যে রহে সেই

জমীদারপ্রভৃতিতে সাধ্য রাখে যে আইন্দা সন শুরুহইতে এতাবতা তাহার পর বৎসর প্রবর্ত্তে সেই বাকীদারের সংক্রান্ত ভূমির বন্দোবস্ত অপর যে মতে করণ বিহিত সেই মতেই তন্মধ্যের স্বত্ববান সকলের স্বত্ব সাব্যস্ত রাখিয়া করে। আর যদি সে বাকীদার কেবল এক সনের জন্যে কটকিনাদার হইয়া থাকে কিম্বা তাহার পাট্টার মিয়াদ সেই সনে শেষ হয় তবে সুতরাং তদধিক মুদ্দতে কটকিনা রাখিবার দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি পাট্টার মিয়াদ গত না হইয়া থাকে ও মালগুজারীও না দিবাতে করার বিচলিত হয় তবে সেই পাট্টাদেওনিয়া যথাভীষ্টক্রমে সে পাট্টা বাজেয়াফ্ত করিতে কিম্বা না করিতে পারিবেক। আর যদি সে বাকীদার মফঃসলী তালুকদার অথবা প্রকারান্তরে ভূমির ভোগবান হয় তাহার সংক্রান্ত ভূমি সনদ কিম্বা এদেশীয় চলন অন্য প্রকার কাগজপত্রাদির অনুসারে হস্তান্তর হইতে পারে তবে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়া তাহার ভূমিকে মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ বিক্রয় করাইতে সাধ্য থাকিবেক। ও তাহা করিলে সে ভূমির খরীদারো সেই সনের নিমিত্তে পূর্ব্ব ভোগবানের ন্যায় বোধ হইবেক। কিম্বা যদি বাকীদার কেবল এমত পাট্টাই প্রজা হয় যে মোকররীমতে কিম্বা তথাকার দাঁড়াক্রমে মালগুজারী যাবৎ করে তাবৎ সে ভূমিতে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত থাকিতে পারে কিন্তু সে ভূমি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব না রাখে তবে সে ভূমির অধিকারী কিম্বা ইজারদারপ্রভৃতি যে কেহ যত কাল মিয়াদ নির্দ্দিষ্টে আপন স্বত্ব সে প্রজাকে অর্পিয়া থাকে তাহার শক্তি আছে যে সেই বাকীদার প্রজা করারের অন্যথা করিলে তাহার হস্তহইতে সে ভূমি ছাড়াইয়া লয়। ইহাতে ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা এ প্রকরণের লিখিত হস্তান্তর হইবার যোগ্য ভূমি বিক্রয় করাইবার কারণছাড়া অপর সকল বিষয়েই আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনারদিগের শক্ত্যনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেক। কিন্তু যদি তাহারা কিম্বা তাহারদিগের আমলারা আপনারদিগের শক্তির বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে ও তাহাতে পাট্টাদিগর কাগজপত্রের অনুসারে কিম্বা তথাকার আদ্যোপান্তের দাঁড়াক্রমে কোন প্রকার মালগুজারের স্বত্ব লোপ হয় তবে তাহার নিশার দায় সেই অধিকারী কিম্বা ইজারদারের শিরে পড়িবেক। আর জানিবেন যে এ আইনের মর্ম্ম কোন প্রকারে ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদির স্বত্ব নিরূপণার্থে নহে তাহারদিগের স্বত্বের বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবার দায় রাখে। ইহার মর্ম্ম কেবল বাকীদারদিগের স্থানে মালগুজারী উসুলের দাঁড়া ধার্য্যের নিমিত্তে বর্ত্তে তাহাতে যদি কাহার স্বত্ব লোপ হয় তবে কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি শীঘ্র হইবার দাঁড়ার সংক্রান্ত এ আইনের লিখিত হুকুমমতে আপন স্বত্ব লোপ হইবার এবং ক্ষতি ও খরচার দাওয়ার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে। —১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।

২৮০। এক জন ইজারদার দুই জন রাইয়তকে এক পাট্টা দিয়াছিল পাট্টার প্রথম বৎসরের শেষে ঐ রাইয়তেরদের খাজানা বাকী পড়িল তাহাতে ইজারদার ঐ ভূমির দখল ফিরিয়া দিতে রাইয়তেরদের উপর দাওয়া করিল কিন্তু তাহারা স্বীকার করিল না। তাহাতে জিলার আদালত ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে ইজারদারের পক্ষে সরাসরীমতে ডিক্রী করিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত ঐ ডিক্রী বহাল রাখিলেন। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ৩ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২০৬ পৃষ্ঠা।

২৮১। পূরণিয়া জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে বাকীদার ইজারদারের উপর দাওয়া হইলে যদি তিনি খাজানা না দেন তবে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার বিধির অনুসারে এবং যাথার্থ্যের সাধারণ নিয়মমতে যে বৎসরের খাজানা পাওনা থাকে সেই বৎসরের শেষে ঐ বাকীদার ইজারদারকে আপনার ভূমিহইতে ছাড়ান যাইতে পারে এবং ভূম্যধিকারী দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে ঐ বাকীদার রাইয়তের ভূমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন কিন্তু ইহাতে কোন জবরদস্তী করিতে হইবেক না জবরদস্তী করিলে সেই বিষয় ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধির মধ্যে পড়িবেক। —১৮০৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরের ৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮২। সদর আদালত কহেন যে পূর্ব্বকার জজ কর্ণিশ সাহেব যে হুকুম করিলেন তাহা ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৭ প্রকরণের এই অর্থ বোধ করিয়া কহেন যে ভূম্যধিকারী যদ্যপি রাইয়তের স্থানে খাজানা বাকী আছে বলিয়া আপনার শিরে ঝুঁকী লইয়া ঐ রাইয়তের ভূমি ক্রোক করেন তবে ঐ রাইয়তের সেই ভূমি অবশ্য ছাড়িয়া দিতে হইবেক এবং যদি সেই রাইয়ত কহে যে আমার স্থানে কিছু খাজানা বাকী নাই এবং সেই ভূমি ত্যাগ করিতে কবুল না করে তবে দেওয়ানী আদালতের কর্ত্তব্য যে ঐ ভূম্যধিকারী দরখাস্ত করিলে তাঁহার দাওয়ার যাথার্থ্যের বিষয়ের কিছু তজবীজ না করিয়া ঐ রাইয়তকে ভূমিহইতে ছাড়াইয়া দিতে এবং ঐ ভূমি ভূম্যধিকারিকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করেন। কিন্তু সদর আদালত ঐ প্রকরণের যে এমত অর্থ তাহা কদাচ স্বীকার করিতে পারেন না সেহেতুক ঐ প্রকরণে কেবল এইমাত্র হুকুম আছে যে ভূম্যধিকারী দে-

ওয়ানী আদালতে দরখাস্ত না করিয়া আপনার বাকীদার প্রজার ভূমি ছাড়াইয়া লইতে পারেন কিন্তু ঐ প্রজা আমি বাকীদার নহি কহিয়া আপনার ভূমি ত্যাগ না করণের ঝুঁকী আপনার শিরে লইলে যাহা২ কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে ঐ প্রকরণে কিছু লেখা নাই। সেইমত গতিকে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঐ প্রকরণের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া নির্দ্ধার্য্য করিতে হইবেক এবং সদর আদালত নিশ্চয় বোধ করেন যে এমত হইলে অর্থাৎ রাইয়ত আপনার ভূমি ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে ভূম্যধিকারির উচিত যে আইনমতে যে উপায় আছে তদনুসারে ঐ ভূমি ক্রোক করেন অথবা ঐ রাইয়তের নামে নম্বরী কিম্বা সরাসরীমতে নালিশ করেন। ফলতঃ সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ প্রকরণ যেপর্য্যন্ত এইপ্রকার মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেইপর্য্যন্ত তাহার অভিপ্রায় যে অন্যান্য দাওয়াদারেরদের ন্যায় জমীদারেরদের আপন২ যথার্থ যে পাওনা থাকে তাহা নির্ব্বিরোধ উপায়ের দ্বারা আদায় করণের যে অধিকার আছে তাহা স্পষ্টরূপে জানান যায় এবং সাধারণ নিয়মানুসারে এবং দেশের দস্তুরমতে ভূম্যধিকারিরদের ইহার পূর্ব্বে যে শক্তি ছিল তাহাছাড়া নূতন শক্তি অর্পণ করা ঐ প্রকরণের অভিপ্রায় ছিল না বরং তাহার অভিপ্রায় এই ছিল যে জমীদারেরদের এমত মনঃপ্রত্যয় জন্মে যে তাঁহারদের ক্ষমতানুসারে যথার্থ ও নির্ব্বিরোধরূপে কার্য্য করিলে তাঁহারদের অপরাধির মধ্যে গণ্য হওনের ভয় না থাকে এবং তৎপ্রযুক্ত আপন২ যথার্থ পাওনা টাকা আদায় করিতে জমীদারেরদিগকে সাহস দেওয়া যায় এবং রাইয়তেরদিগকে এইমত বুঝান যায় যে তাহারদের নামে আদালতে নালিশ না হওয়াপর্য্যন্ত যদ্যপি তাহারা জমীদারের যথার্থ দাওয়ার টাকা না দেয় তবে তাহারা খরচা ও দণ্ড দিবার যোগ্য হইবেক এবং এইরূপে তাহারদের অন্যায় প্রতিবন্ধকতা নিবারণ হয়।—১৮১২ সালের ১২ নবেম্বরের ১১৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৮৩। সদর দেওয়ানী আদালত জানাইতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্তে যে ফয়সলা হয় তাহার টাকা যদি ঐ আইনানুসারে বাকীদার রাইয়তকে অথবা তাহার মালজামিনকে কয়েদ করণের দ্বারা অথবা ঐ ১৫ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে তাহার ভূমি ক্রোক করণের দ্বারা সেই বাঙ্গলা বা ফসলী কি বিলায়তী সনের মধ্যে আদায় না হয় তবে যে বৎসরের খাজানার ফয়সলা হইয়াছে সেই বাঙ্গলা বা ফসলী কি বিলায়তী বৎসরের শেষ হইলে পর ঐ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্তক্রমে যে খাজানার বিষয়ে ফয়সলা হইয়াছে তাহার যাবৎ আসামীর তালুক বা অন্য হস্তান্তর করণের যোগ্য ভূমি বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইতে পারে। কিন্তু জজ সাহেবের উচিত নহে যে খাজানা বাকীর এজহার মাত্র পাইলে তাহার বিষয়ে তজবীজ না করিয়া ভূমি নীলাম করণের নিমিত্তে বোর্ডের সাহেবেরদের নিকট দরখাস্ত করেন।—১৮১৩ সালের ৮ জুলাইর ১২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৪। বাকীর ডিক্রী হইলে ডিক্রীর আসামী যদি ইজারদার কিম্বা তাহার ন্যায় অন্য এলাকাদার এতাবতা যে এলাকাদারের এলাকার করারদাদ বাকীর নিমিত্তে বাতিল হইতে পারে সেইরূপ হয় তবে ফরিয়াদী ডিক্রী হওয়া এলাকা আপন তরফহইতে অসিদ্ধ করিয়া তাহার হাতছাড়া করিয়া লইতে পারে জানা কর্ত্তব্য যে সরাসরী তজবীজেতে বাকীর যে ডিক্রী হয় সেই ডিক্রী জারী করণেতে বাকীর এলাকা সেওয়ায় স্থাবর বস্তু বিক্রয় করিতে পারা যাইবেক না। এতাবতা যদি আসামী এই আইনের ৩ ধারার উক্ত প্রকারের তালুকদার কিম্বা অন্য যে প্রকার এলাকা বাকীর নিমিত্তে আইনের অনুসারে নীলাম হইতে পারে সে প্রকার এলাকাদার হয় তবে তাহার উপর যাহা বাকী থাকে তাহার নিমিত্তে বাকীর এলাকা বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি জমীদার কি অন্য দাওয়াদার ঐ বাকীর নিমিত্তে যে এলাকার যাবৎ বাকী তাহা সেওয়ায় স্থাবর বস্তু কি অন্য এলাকা নীলাম করাইতে চাহে তবে তাহা নম্বরী ডিক্রী বিনা হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

২৮৫। ধার্য্য হইল যে গ্রামের উপকারের জন্যে বিশেষরূপে পুষ্করিণী খননের নিমিত্তে নিষ্কর ভূমির এক ক্ষুদ্র নির্দ্দিষ্ট খণ্ড ভূমির দান জমীদার অসিদ্ধ করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৮ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

২৬ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের সরাসরী মোকদ্দমা।—খোদকস্তা রাইয়তেরদের স্বত্ব। বাকী খাজানার নিমিত্তে তাহারদের বিরুদ্ধে ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতা।

২৮৬। এই ধারার ২ ও ৪ প্রকরণেতে (এই অধ্যায়ের ২৭৭ ও ২৮৪ নম্বরী বিধানেতে) বাকীদারদিগের এলাকা অসিদ্ধ ও ক্রোক হওনের বিষয়ে যে সকল নিয়মের প্রসঙ্গ হইল তাহা কেবল জমীদার ও প্রজার মধ্যেতে হওয়া তালুক ও ইজারা ও অন্য২ এলাকার সহিত সম্পর্ক রাখে ও খোদকস্তা প্রজা লোকের ও প্রাচীন নিবাসি চাসি লোকের যোতের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৫ প্র।

২৮৭। তাহারদিগের স্থানে যে বাকীর দাওয়া রাখে সে সর্ব্বদা চলিত আইনের মতে বৎসরের মধ্যে আপন বাকীর নিমিত্তে আসামীর ফসল ওগয়রহ মালআমওয়াল ক্রোক করিতে কি তাহাকে গ্রেফ্তার করণার্থ দস্তক জারী করাইতে পারিবেক কিন্তু যদি সালআখেরীতে জমীদারের কি তালুকদারের কি ইজারদারের বাকী খোদকস্তা প্রজা লোকের কি প্রাচীন নিবাসি চাসী লোকের মধ্যে কাহারু শিরে থাকে তবে সরাসরীতে নালিশ করিয়া দস্তক জারী করাইতে পারিবেক ও যদি আসামী ফুপোশ হয় কি অন্যহেতুক গ্রেফ্তার হইতে না পারে তবে এই ধারার ৩ প্রকরণের নিয়মের মত আচরণ করা যাইবেক ও যদি দাওয়াদার বৎসরের মধ্যে যেমত তাহার করা উচিত সেই মতে বাকীর ডিক্রী পাইয়া সে ডিক্রী জারী না হইয়া থাকে তবে সে ডিক্রী তাহার মাতবর দলীল হইবেক জারী না হইয়া থাকন প্রমাণ হইলে ও আদালতে বাকী সাবুদ হইলে যদি অবিলম্বে আদায় না হয় তবে আখেরী সালেতে দাওয়াদারকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক যে আসামী প্রজার এলাকার জামিনে যে প্রকার বিলি বন্দোবস্ত করিতে চাহে তাহা করে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮ ধা। ৫ প্র।

২৮৮। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১০ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ ও ৫ প্রকরণানুসারে জমীদার কি ভূম্যধিকারী যদি সরাসরী অথবা নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা ইহা সাব্যস্ত না করিয়া থাকেন যে খাজানা নিতান্ত বাকী আছে তবে তিনি কোন পাট্টাদার রাইয়তের পাট্টা অসিদ্ধ করিতে পারেন না। এবং খোদকস্তা রাইয়তেরদের শক্তি আছে যে ভূমিহইতে বেদখল হওনের পূর্ব্বে যে টাকা তাহারদের স্থানে পাওনা আছে জমীদার কহেন সেই টাকা তাহারা অব্যাজে আদালতে দাখিল করে।—১৮৩৯ সালের ১২ আপ্রিলের ১২০৫ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৮৯। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে অন্যায়রূপে বেদখল হওনের বিষয়ে নালিশ হইলে প্রতিকার করণের বিষয়ে আদালতের কি শক্তি আছে। তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে ১৮১৯ সালের ২৮ আগষ্টে কলিকাতা রাজধানীর সদর দেওয়ানী আদালত আইনের নীচের লিখিত অর্থ অবধারণ করিয়া নানা দেওয়ানী আদালতের কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে তাঁহারদের নিকটে তাহা পাঠাইলেন। সেই অর্থ এই যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৫ প্রকরণে হুকুম আছে যে বিশেষ২ গতিকভিন্ন খোদকস্তা রাইয়তেরদিগকে উত্যক্ত করা অথবা তাহারদের স্থানহইতে ভূমি ছাড়াইয়া লওয়া বেআইনী কর্ম্ম তাহাতে মুতরাং বোধ হয় যে ঐ বিধির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে প্রতিকার হওনের কোন উপায় আছেই অতএব সদর আদালত উক্ত আইনের ভাবদৃষ্টে বিধান করিতেছেন যে জজ সাহেব সেইরূপ প্রতিকার করিবেন অর্থাৎ বেদখল হওয়া রাইয়ত সরাসরীরূপে তাঁহার নিকটে নালিশ করিতে তিনি এইরূপ হুকুম দিবেন যে ঐ রাইয়তকে পুনর্ব্বার ভূমির দখল দেওয়ান যায় এবং আইনের মধ্যে যে রীতিমতে কার্য্য করণের হুকুম আছে সেই রীত্যনুসারে জমীদার কার্য্য না করণপর্য্যন্ত ঐ রাইয়ত সেই ভূমি আপন দখলে রাখিবেক। এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবেরদের যে ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে অন্যায়রূপে বেদখল হওনের নালিশ বিচার করিয়া প্রতিকার করিতে যে ক্ষমতা উক্ত সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে জজ সাহেবের প্রতি অর্পণ ছিল তাহা এক্ষণে কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক। কিন্তু যদ্যপি ঐ বেদখলকরণেতে কোন জবরদস্তী কর্ম্ম হইয়া থাকে তবে তাহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচার্য্য মোকদ্দমার মধ্যে পড়িবেক।—১৮৩৩ সালের ১৫ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৯০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেব যদি সরাসরীমতে এমত ফয়সলা করেন যে খোদকস্তা রাইয়তের স্থানে খাজানা বাকী আছে এবং যদি তাহাকে বাকীদার বলিয়া বেদখল করিতে হুকুম দেন এবং ঐ খোদকস্তা রাইয়ত ঐ সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে জিলার আদালতে অথবা মুনসেফের আদালতে নালিশ করে তবে যত খাজানার টাকার বিষয়ে বিরোধ হইয়াছিল অর্থাৎ প্রথমে ঐ রাইয়তের নামে যত টাকার বাবৎ নালিশ হইয়াছিল তত টাকা ঐ নম্বরী মোকদ্দমার মূল্য জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৮৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে২ ভূমি প্রজা বা রাইয়ত দখল করিতে আপন অধিকার আছে বোধ করে এইমত ভূমিহইতে ভূম্যধিকারী তাহাকে আইনমতে বেদখল করিতে পারেন কি না এই বিষয়ে যে সকল বিরোধ হয় তাহা ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন অথবা ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধির অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।—১৮২৮ সালের ৯ মের ৪৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

[১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন ১৮৪০ সালের ৪ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে তাহা আপেণ্ডিক্সের মধ্যে দেওয়া গিয়াছে। উক্ত ২৯১ নম্বরী বিধান ঐ প্রকার বিরোধের কেবল সরাসরীমতে নিষ্পত্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখে এবং তাহাতে নম্বরী মোকদ্দমা করণের কোন নিষেধ নাই।]

২৭ ধারা।

মালগুজারীর বাকীর কি তাহা অন্যায়েতে তহসীল করণের বিষয়ি সরাসরী মোকদ্দমা।—ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতার বিষয়ি সাধারণ বিধি।

২৯২। উপরের লিখনানুসারে যদি ভূম্যধিকারিগণের ও প্রজাদি মালগুজারদিগের কেহ কাহার নামে কখন আপন স্বত্বাধিকারের সংক্রান্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে তবে তৎকালে তথাকার জজ সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে কিম্বা শরা কি শাস্ত্রমতেইবা অথবা আইনক্রমে কিম্বা সে স্থানের আদ্যোপান্তের চলন সামান্য কি বিশেষ দাঁড়ার অনুসারে করিবেন। আর জানিবেন যে জমিদারপ্রভৃতি ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারেরা প্রজাদি মালগুজারদিগকে মালগুজারীর হিসাব নিষ্পত্তির কারণ কিম্বা অপর কোন বিশিষ্ট হেতুতে অথবা তাহারদিগের উভয়তঃ হওয়া একরার লিখনাদি কাগজপত্রদৃষ্টে মাপিয়া বুঝিবার যোগ্য তাহারদের হাতে থাকা কোন ভূমি মাপিবার নিমিত্তে ডাকিতে কিম্বা ডাকাইয়া আনিতেও বহালী কোন আইনমতে নিষেধ ছিল না ও নাই। তথাচ এ ধারাক্রমে স্পষ্ট জানান যাইতেছে যে ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যানুসারে এমত কর্ম্ম করিতে আবশ্যক নাই যে সে জন্যে আদৌ দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করে। ও ইহাতে যদি ভূম্যধিকারিপ্রভৃতিতে রাখা সাধ্যমতে কার্য্য করিতে কেহ প্রতিবাদী হয় তবে দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রমাণ হইলে সে নিমিত্তে হওয়া সমস্ত ক্ষতিসমেত যাবদীয় খরচা পোষাইয়া দেওয়াইবার কারণ সেই প্রতিবাদির দণ্ড হইবেক। অধিকন্তু সেই দুঁদ্যামির জন্যে তাহার নামে দায়েরসায়েরী আদালতে নালিশ হইতেও সে দুঁদ্যা শাস্তির যোগ্য ঠাহরিতে পারিবেক। কিন্তু যদি ভূম্যধিকারিগণের কিম্বা ইজারদারদিগের অথবা তাহারদিগের আমলার কেহ আপন সাধ্যের বহির্ভূত কোন কর্ম্ম করে তবে উৎপাতগ্রস্ত সে বিষয় দেওয়ানী আদালতে প্রতিপন্ন করিলে সেই কর্ম্মির উপর সমস্ত ক্ষতি ও খরচা দিবার দায় পড়িবেক। তদ্ভিন্ন মোকদ্দমা বুঝিয়া যে দণ্ড সরকারে লওয়া উচিত তাহাও দিবেক।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।

২৯৩। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারানুসারে রাইয়তেরদিগকে "ডাকাইয়া আনিতে" যে ক্ষমতা জমীদারকে দেওয়া গেল সেই ক্ষমতার সীমা নির্ণয় করিতে সদর দেওয়ানী আদালত স্বীকৃত হইলেন না। এবং সদর আদালত কহিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে তদ্বিষয়ের নালিশ হইলে কোন অনাবশ্যক অথবা বেআইনী কাঠিন্য রাইয়তেরদের প্রতি হইয়াছে কি না ইহা তিনিই নিশ্চয় করিবেন।—১৮২৫ সালের ২২ আপ্রিলের ৩৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯৪। রাইয়তেরা আপনারদের ভূমি মাপিবার প্রতিবন্ধকতা করিলে যদি ভূম্যধিকারী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণানুসারে ক্ষতির জন্যে তাহারদের নামে নালিশ করে তবে ঐ ফরিয়াদীর যে খাজানা পাওনা আছে তাহা ক্ষতিস্বরূপ ধরিয়া তাহারদের নামে নালিশ করিতে পারে এবং তাহার প্রমাণ হইলে তাহার পক্ষে ডিক্রী হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১৩ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৬৩ পৃষ্ঠা।

২৮ ধারা।

টাকা কি কাগজপত্র পাইবার বিষয়ে গোমাশ্‌তারদের নামে সরাসরী নালিশ।

২৯৫। বুঝিবেন যে এ আইনের ১৫ ধারার উল্লিখিত সমস্ত হুকুম সদর ও মফঃসলের নানাবিধ আমলার উপর এবং এদেশীয় লোক ভূম্যধিকারী ও ইজারদারের প্রতি এবং যে গোমাশ্‌তাপ্রভৃতি আপনং মনিবের পক্ষে অধিকার কিম্বা ইজারার ভূমির সরবরাহ অথবা মালগুজারী উসুল তহসীল করে তাহারদিগের প্রতিও বর্ত্তিবেক। তাহাতে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ইজারদার আপনার কোন চাকরের স্থানে তাহার হস্তে কর্ম্ম থাকনের কালের নগদ কিম্বা অন্য বিষয়ের নিকাশ অথবা অপর যে দাওয়া থাকে তাহা সে পদস্থ থাকিতে কি অপদস্থ হইলেই বা চাহিলে না দেয় তবে তৎকালে এ আইনের ১৫ ধারার লিখিত যে হুকুম বাকী উসুলের কারণ বাকীদারদিগকে আটক ও কয়েদ করাইবার অর্থে চলে সে হুকুম সে চাকরের প্রতিও চলিবেক। ও জিলা

এবং শহরসকলের জজ সাহেবেরা ও কমিস্যানরেরা যেরূপে বাকীদারদিগের স্থানে বাকী উসুলের কারণ ভূম্যধিকারিগণ ও ইজারদারদিগের সহায়তা করেন সেইরূপ এমত বিষয়েও সহকার থাকিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২০ ধা।

২৯৬। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২০ ধারার বিধি নীলকর সাহেবেরদের গোমাশ্তা ও মুহুরীরের বিষয়ে খাটে। —১৮৩৫ সালের ২ জানুআরির ৯২৪ নম্বরী আইনের অর্থের মন্তব্য কথা।

২৯৭। জানা কর্ত্তব্য যে যদি ভূম্যধিকারিগণ কিম্বা ইজারদারেরা কাহার নামে এমত নালিশ করে যে অমুক আমার তরফ কর্ম্মকর্ত্তা কিম্বা আমার জমীদারীর সরবরাহকারী করিত অথবা এপ্রকার চাকর হইয়া আমার এত টাকা লইয়া চাকরী ত্যাগ করিয়াছে এক্ষণে দেয় না কিম্বা হিসাব কিতাব বুঝাইয়া দিতে চাহে না অথবা আপন ভারের কর্ম্মকার্য্য করিতে তাচ্ছল্য ও অসঙ্গতাচরণ করে আর এই মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে হওনের দরখাস্ত করে এবং ঐ কর্ম্মকর্ত্তাকে কয়েদ করাইতে চাহে তবে এমতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ সপ্তম আইনের ২০ বিংশ ধারাতে এবং ১৮০০ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ১১ ঊনবিংশ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ২৮ অষ্টাবিংশ আইনের ৩৮ অষ্টাত্রিংশ ধারাতে এমত মোকদ্দমার বিচার সরাসরীমতে করণের হুকুম লেখা গিয়াছে কিন্তু উপরের লিখিত দ্বাদশ মাসের মিয়াদ অর্থাৎ নিরূপিত কাল এমত মোকদ্দমার বিষয়ে নিয়ম থাকিবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

২৯ ধারা।

নীলের বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমা।—কোন প্রজা উৎপন্ন ফসল আপন কবুলিয়তের অন্যমতে বিক্রয় না করিবার উপায়।

২৯৮। যদি কোন জন কোন প্রজাকে কিম্বা অন্য কোন কৃষিকারককে নিরূপিত কতক ভূমিতে নীলের কৃষিকার্য্য করিবার ও ঐ ভূমির উৎপন্ন নীল অবধারিত কোন নীলের কুঠীতে কিম্বা অন্য স্থানেতে আপনার নিকটে পঁহুছাইয়া দিবার করারে কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লইয়া টাকা দাদন করে তবে সেই ভূমির উৎপন্ন নীলগাছেতে ঐ জন স্বত্বাধিকারী বোধ হইবেক এবং ইহার পরে নালিশের যেং প্রকার লেখা যাইবেক সেইং প্রকারে ঐ ভূমির উৎপন্ন রক্ষণের ও ঐ কবুলিয়তের লিখিত করারসকল পূরা করাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ২ ধা।

২৯৯। মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জিলার সেশন জজ সাহেবের দ্বারা এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে রামনামে এক জন রাইয়ত আদালতে এই আরজী দিল যে B নামক এক জন নীলকর সাহেবের স্থানে দাদন লইয়া যে নীলগাছের বিষয়ে বিরোধ হইতেছে তাহা তাহার নিমিত্তে উৎপন্ন করিলাম। কিন্তু C নামক অন্য এক জন নীলকর সাহেব আমার উৎপন্ন ঐ গাছ লইয়া যাইতে উদ্যত আছেন। অপর C নামক ঐ নীলকর সাহেব কহেন যে আমি ঐ রামকে দাদন দিয়াছিলাম এবং সে ব্যক্তি আমার নিমিত্তেও নীলের কৃষি করিয়াছে। রাইয়ত কহে যে এ সকল মিথ্যা। এইপ্রকার মোকদ্দমা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে বিচার করিতে হইলে আমি বোধ করি যে ঐ বিবাদি ফসলের দখীলকার রামকে জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই ব্যক্তি আপন বিবেচনামতে B নামক সাহেব অথবা C নামক সাহেব অর্থাৎ যাঁহাকে সে উচিত বোধ করে তাঁহাকে ঐ ফসল দিতে পারিবেক এবং C নামক সাহেবকে জবরদস্তী করিয়া ঐ ফসল লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিষেধ করিতে পারেন। এবং C নামক সাহেব সুতরাং রাইয়তের নামে অথবা B নামক সাহেবের নামে ১৮২৩ সালের ৬ আইন ও ১৮৩৬ সালের ১০ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন এবং যদি ঐ সাহেব বিলম্ব না করিয়া ঐ আদালতে নালিশ করেন ও তাঁহার দাওয়া যদি B নামক সাহেবের দাওয়াহইতে বলবৎ হয় তবে সরাসরী তজবীজক্রমে জামিন দিয়া ঐ বিবাদি নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন। আমি বোধ করি যে এইরূপ কার্য্য করাতে C নামক সাহেবের স্বত্ব উপযুক্তমতে রক্ষা হইতে পারে। তাহাতে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কহিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষয়ে যাহা বিবেচনা করিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে।—১৮৪২ সালের ৫ আগষ্টের ১৩৫৯ নম্বরী জাইনের অর্থ।

৩০০। নীলের কুঠীর যে মালিক নীলের দাদন দিয়াছিলেন তৎপরে ঐ কুঠীর যে ব্যক্তি মালিক হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার

স্থলে আছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং উক্ত আইনানুসারে ঐ দাদনীর টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে সাহেক মালিক যে উদ্যোগ করিতে পারিতেন নূতন মালিকও সেইরূপ উদ্যোগ করিতে পারিবেন।—১৮৩০ সালের ৯ জুলাইর ৫৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০১। যদি কোন লোক উপরের লিখনমত কবুলিয়ৎ লইয়া টাকা দাদন করণের পরে ইহা বুঝে যে ঐ কবুলিয়তের আসামী নিরূপিত নিয়মের অন্যমতে ঐ ভূমির উৎপন্ন অন্য কোন জনকে দেওন দ্বারা ঐ কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যথাচরণ করিতে উদ্যত আছে কিম্বা গোপনে কি অগোপনে ঐ ভূমির উৎপন্ন অন্য কোন জনকে দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তবে ঐ দাদনদেওনিয়া লোক তথাকার জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের পদপ্রাপ্ত যে কোন রেজিষ্টর সাহেবের সরহদ্দের মধ্যে ঐ নীলের কৃষিকার্য্যের কবুলিয়তের লিখিত ভূমি থাকে সেই রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে নালিশের আরজী দিতে পারে এবং যে আসল কবুলিয়তে ঐ ভূমির উৎপন্ন তাহার কুঠীমোকামে তাহার নিকটে দাখিল করিবার করার লেখা থাকে তাহাও ঐ আরজীর সহিত দাখিল করিবেক এবং সেই আরজীতে ইহা লিখিবেক যে যে আসামীর উপর নালিশ করিতেছে সেই আসামী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এবং যথার্থরূপে ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৩০২।* ঐ আরজী ও আসল কবুলিয়ৎ দাখিল হইবামাত্র এক সমন অর্থাৎ তলবচিঠী দস্তুরমত লিখিয়া নাজিরের নিকটহইতে পাঠান যাইবেক এবং তাহাতে এ হুকুম লেখা যাইবেক যে ঐ আরজীর লিখিত আসামী স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার ঐ তলবচিঠীতে বিষয়বিশেষে উপযুক্ত বোধ হইয়া যে মিয়াদ লেখা যায় তাহার মধ্যে হাজির হইয়া ঐ নালিশের জওয়াব দেয় ও ঐ মিয়াদ কোন প্রকারে ২০ কুড়ি দিনের অধিক হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৩০৩। ঐ আসামীরদিগকে চলিত আইনানুসারে তলব করিতে হইবেক অর্থাৎ এক পেয়াদার দ্বারা তাহারদের উপর এত্তেলানামা জারী করিতে হইবেক এবং ঐ ভূমির কৃষি করিবার হুকুম কেবল এইরূপে আসামীর উপর জারী করা যাইতে পারে যে সেই ব্যক্তি পুনরায় কৃষি করিতে ত্রুটি করিলে তাহার অধিক দণ্ড হইবেক।—১৮৩০ সালের ৯ জুলাইর ৫৬৪ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩০৪। যে জনের স্থানে ঐ তলবচিঠী জারী করিতে দেওয়া যায় তাহাকে হুকুম দেওয়া যাইবেক যে ঐ আসামী যে গ্রামে থাকে সেই গ্রামের কাছারীতে কিম্বা অনেক লোকের সমাগমের অন্য কোন স্থানেতে ঐ তলবচিঠীর এক নকল লট্‌কাইয়া দেয় এবং যে ভূমির বিষয়েতে নালিশ হয় ফরিয়াদীর কি তাহার মোখ্তারের ঐ ভূমি জানাইয়া দিতে হইবেক পরে ঐ জন সেই ভূমির উপর এক বাঁশগাড়ী করিবেক ইহা করণ দ্বারা ঐ দাওয়ার বিষয় বিলক্ষণরূপে এমত প্রচার ও প্রকাশ করা যাইবেক যে অন্য যে কোন জন ঐ ফরিয়াদীর ঐ ভূমির উৎপন্নের দাওয়ার প্রতিবন্ধকতা করিতে ইচ্ছা করে কিম্বা আপনি ঐ ফরিয়াদীর পূর্ব্বে ঐ ভূমির উৎপন্নের অধিকারী হইয়া থাকনের কথা প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করে সেই জন স্বয়ং কিম্বা তাহার মোখ্তার তাহা করণার্থে আদালতে হাজির হয় ও যদি ঐ তৃতীয় ব্যক্তি সরাসরী নিষ্পত্তির পূর্ব্বে হাজির না হয় তবে তাহার সেই হাজির না হওয়া কোন নিদর্শনপত্র দ্বারা ঐ ভূমির উৎপন্নেতে অধিকারী হওয়ার প্রতিবন্ধক বোধ হইবেক যদি জাবেতামতে করা নালিশের দ্বারা অন্য প্রকার নিষ্পত্তি না হয় ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৩০৫। যে জন তলবচিঠী জারী করিতে যায় সে যদি আসামীর দেখা না পায় তথাপি উপরের লিখনমতে ঐ দাওয়ার বিষয় প্রচার করিবেক এবং যদি সেই তলবচিঠীর নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আসামী ঐ নালিশের জওয়াব দিবার কারণ হাজির না হয় এবং ঐ ফরিয়াদীর দাওয়ার প্রতিবন্ধকতার আর কোন দাওয়া উপস্থিত না হয় তবে আদালতের জজ সাহেব কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ ফরিয়াদীর দাওয়ার ও অন্যং কথার সত্যতা জানিবার জন্যে সাক্ষিদিগের বাক্য শুনিয়া আসামী হাজির হইলে যেমত করিতেন সেইমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

৩০৬। ঐ মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ আসামী কি তাহার মোখ্তার হাজির হয় এবং ফরিয়াদীর দাখিলকরা কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া অস্বীকার করে তবে তাহার প্রমাণ লইতে হইবেক এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হয় সেই আদালতের জজ কি অন্য সাহেবের গ্রাহ্যমত প্রমাণের দ্বারা ঐ কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক লিখিয়া দেওয়া নিশ্চয় জানা যায় এবং কোন তৃতীয় ব্যক্তি ফরিয়াদীহইতে আপন কোন বলবৎ দাওয়া প্রমাণ করিতে

না পারে তবে কবুলিয়তের লিখিত নিয়মানুসারে ফরিয়াদীর সেই ভূমির উৎপন্ন পাওনের হুকুম দিবার অর্থে সরাসরী নিষ্পত্তি হইবেক ও যদি আসামী ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া স্বীকার করে এবং আপন করা করার পুরা না করণের কোন গ্রাহ্য হেতু জানাইতে না পারে তবে তাহাতেও ঐরূপ নিষ্পত্তি করা যাইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

৩০৭। যদি ইহা প্রমাণ হয় যে আসামী উপযুক্তরূপে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় নাই কিম্বা যদি বোধ হয় যে ঐ মোকদ্দমা কেবল ঝকড়া ও উপদ্রবের নিমিত্তে উপস্থিত হইয়াছে এবং ঐ দাওয়া অমূলক কিম্বা ফরিয়াদীর আদালতে নালিশ করণের কোন উপযুক্ত কারণ ছিল না তবে ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক এবং ফরিয়াদীর তাহাতে হওযা সমস্ত খরচা দিতে ও তদতিরিক্ত জজ সাহেব কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক সাহেব ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তিনি ঐ আসামী ঐ নালিশেতে যে দুঃখ ও ক্লেশ পাইয়া থাকে তাহার বদলে যত টাকা উপযুক্ত বুঝেন তত টাকাও ঐ ফরিয়াদীর দিতে হইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

৩০৮। হুকুম হইল যে যে আদালতে কোন মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইন কি এই আইনক্রমে উপস্থিত হইবেক সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবেক যে আবশ্যক বুঝিলে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে ফরিয়াদী ও আসামীর স্থানে এজহার লেখাইয়া লন্ ও আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইলে তাহার যে ক্ষতি ও ব্যয় হইয়া থাকে তাহা দেওয়াইয়া দেন্ ইতি।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৪ ধা।

৩০৯। যদি বিচার করণের সময়ে ইহা জানা যায় যে আসামী কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে ঐ ভূমির উৎপন্ন দিবার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়াছে তবে সেই তৃতীয় ব্যক্তিকে স্বয়ং কি তাহার উকীল হাজির হইযা এ বিষয়ের সওয়ালজওয়াব করিবার কারণ তৎক্ষণে তলব করা যাইবেক ও যদি ঐ ব্যক্তি কিম্বা অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ভূমির উৎপন্ন পাইবার নিমিত্তে আর এক তুল্য কবুলিয়ৎ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে উপস্থিত করে তবে যে জজ সাহেব কি অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন সেই সাহেব তৎকালীন আবশ্যক বিবেচনার পরে ইহা নিশ্চয় করিবেন যে ঐ২ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সেই ভূমির উৎপন্নেতে কাহারু অধিকার হয় কি না হয় ও যদি হয় তবে তাহারদের মধ্যে কাহার অধিকার প্রথম ও অন্যহইতে ন্যায্য কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ২০ আইনের অনুসারে যে কবুলিয়তের রেজিষ্টরী হইযা থাকে সেই কবুলিয়ৎ অধিক মান্য হইবেক ও ঐ বিবেচনাতে যাহা স্থির হয তাহা বহীতে লেখা যাইবেক এবং সেই ব্যক্তিরদের মধ্যে যাহার যে উপযুক্ত হয় তাহার পক্ষে তাহার ডিক্রী করা যাইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।

৩১০। এই ধারাতে যে মোকদ্দমার কথা বিশেষ করিয়া লেখা গিয়াছে তাহাতে যে কোন আসামী হাজির হয় সে জেলখানাতে কয়েদ হইতে পারিবেক না এবং সেই মোকদ্দমার জওয়াব তাহার স্থানে লইতে এবং সেই জওয়াব সুস্পষ্ট করিয়া বুঝিবার নিমিত্তে যে২ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয় তাহারো উত্তর লইতে যে কালের আবশ্যক হয় তাহার অধিক কাল আসামীকে সেখানে রাখা যাইবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৮ প্র।

৩১১। নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেবেরা জমীদার কি ভূম্যধিকারী নহেন্ অতএব তাঁহারা রাইয়তেরদিগকে তলব করিতে পারেন না কিম্বা জোর করিয়া তাহারদিগকে হাজির করাইতে পারেন না।—১৮২৫ সালের ১৭ জুনের ৩৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১২। হুকুম হইল যে যদ্যপি কোন ব্যক্তি চলিত আইনানুসারে রাইয়তের সহিত কোন লেখাপড়া করিয়া থাকে ও ঐ রাইয়ত নীল আবাদ ও তাহা ঐ ব্যক্তিকে দিবার বিষয়ে একরার করিয়া থাকে ও ঐ ব্যক্তি ঐ লেখাপড়া স্থির রাখিবার বিষয়ে কিছু টাকা দাদন দিয়া থাকে তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তি ঐ লেখাপড়া ও দাদন দেওনের বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও তাহা অন্যথা করিবার নিমিত্তে রাইয়তকে ভুলাইয়া কুপরামর্শ দেয় তবে দাদন করণিয়ার ক্ষমতা আছে যে ঐ কুপরামর্শদেওনিয়ার অথবা উভয়ের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া নিজের যত ক্ষতি হইয়া থাকে তাহার ও খরচার ডিক্রী করে ইতি।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।

৩১৩। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল আপন কর্জা টাকা উসুল করণের নিমিত্তে কি চলিত আইনানুসারে তাহার সহিত যে করারদাদ হইয়া থাকে তাহা স্থির রাখিবার নিমিত্তে প্রস্তুত থাকে তবে এই ধারাক্রমে তাহার উপর নালিশ করিবার ক্ষমতা কোন ব্যক্তির থাকিবেক না ইতি।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।

৩১৪। A নামক এক জন নীলকর সাহেব রাইয়তেরদিগকে এই একবারে দাদনী দিলেন যে যত নীল বৃক্ষ উৎপন্ন হয় সেই সমুদয় তাহারা ঐ সাহেবকে দিবেক। B নামক অন্য এক জন নীলকর সাহেব ঐ রাইয়তেরদের ফসল ক্রোক করিলেন এবং A নামক সাহেব তাঁহার নামে ক্ষতি বলিয়া নালিশ করিলেন তাহাতে ধার্য্য হইল যে ক্ষতিপূরণার্থে A নামক সাহেব B নামক সাহেবের নামে যে নালিশ করিলেন তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না A নামক সাহেব রাইয়তেরদের নামে কবুলিয়ৎ উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে নালিশ করিতে পারিবেন রাইয়তেরা B নামক সাহেবের নামে নালিশ করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৩ সালের ২৬ জুনের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৬৯ পৃষ্ঠা।

৩০ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা।—সরাসরী কি নম্বরী মোকদ্দমা ইচ্ছামতে উপস্থিত করণ। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি।

৩১৫। এই আইনের উক্ত প্রকারেতে কোন প্রজা নীলের কৃষিকার্য্য করণের ও তাহা দাখিল করণের নিমিত্তে দাদন লইয়া কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকিলে যদি সেই প্রজা সেই ভূমির কৃষিকার্য্য করিতে ত্রুটি করিয়া থাকে কিম্বা কৃষিকার্য্য করিয়াও আপনার লিখিয়া দেওয়া কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিয়া থাকে কি তাহা করিতে অসম্মত হয় কিম্বা অন্য কোন জনকে দিয়া থাকে তবে প্রথমে যে ব্যক্তিকে ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া থাকে সেই ব্যক্তি আপন ইচ্ছামতে তাহার নিমিত্তে সরাসরীতে কিম্বা জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে পারে ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা ১ প্র।

৩১৬। সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৩০ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে নীল বিষয়ের বিবাদ কেবল যখন ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের দ্বারা বিচার্য্য হয় তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পাবেন। যেং বিরোধ ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের মধ্যে না পড়ে তাহা ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক। [১৮৪০ সালের ৪ আইনের দ্বারা ১৮২৪ সালের ১৫ আইন রদ হওনঅবধি এইপ্রকার সকল বিরোধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা বিচার্য্য।]—১৮৩১ সালের ৫ আগষ্টের ৬৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৭। ঐ ব্যক্তি যদি সরাসরীতে নালিশ করে এবং আদালতে ঐ ফরিয়াদীর পক্ষে ঐ মোকদ্দমার ডিক্রী হয় তবে আসামী যত টাকা দাদন লইয়াছিল তাহা ও তাহার সুদ ও ঐ সরাসরী মোকদ্দমাতে যে খরচা হইয়া থাকে তাহা সমস্ত তাহার দিতে হইবেক ইতি। ১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

৩১৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নীলকুঠীর কর্ত্তা সাহেব আপনার চাকরের দ্বারা ঐ ভূমি কৃষি করিতে পারেন না এবং রাইয়তকে আপনার কবুলিয়তের নিয়মানুসারে কার্য্য করাইবার নিমিত্তে পোলীসের সহকারিতার দাওয়া করিতে পারেন না। এইমত হইলে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারাতে যেরূপ হুকুম আছে তাহাছাড়া অন্য কোন প্রকারে আইনমতে নীল কুঠীর কর্ত্তা সাহেব প্রতিকার পাইতে পারেন না।—১৮২৫ সালের ২৯ আপ্রিলের ৩৮৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৯। যদি কোন প্রবঞ্চনা কি অন্যায় কার্য্যকরা প্রমাণ না হয় এবং কোন প্রজা কিম্বা কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া অন্য ব্যক্তির নিরূপিতমতে নীলগাছ দাখিল করণের দ্বারা আপন কবুলিয়তের লিখিত নিয়ম পূর্ণ করণের ত্রুটি দৈবঘটনাপ্রযুক্ত কিম্বা প্রবঞ্চনা ও চাতুরীব্যতিরেকে অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত হইয়াছে বোধ হয় তবে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া কোন ব্যক্তির উপর আদালতের সাহেবের বিবেচনায় যে দণ্ডের হুকুম করা যাইবেক সেই দণ্ডের সংখ্যা ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিয়া যত টাকা দাদন লইয়া থাকে তাহা সুদসুদ্ধা যত হয় তাহার তিন গুণের অধিক হইবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা। ৪ প্র।

৩২০। ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৪ প্রকরণে এইমত হুকুম আছে যে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেওয়া ব্যক্তি যদি আপনার একরারমত কর্ম্ম না করে তবে তাহার উক্ত সংখ্যক দাদনী টাকার সুদসমেত তিনগুণ দণ্ড হইতে পারে। আলাহাবাদের জজ সাহেব ঐ আইনের তাৎপর্য্যের বিষয়ে এই জিজ্ঞাসা করিলেন যে ঐ দণ্ড কেবল দাদনী টাকার তিনগুণ হইবেক কি দাদনী টাকার তিনগুণ এবং তদতিরিক্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের সময়ে যে সুদ হইয়া থাকে তাহাসুদ্ধ হইতে পারে। তা-

হাতে এই বিধান হইল যে ঐ আইনের অর্থ এই যেকেবল দাদনী টাকার ত্রিগুণ দণ্ড হইতে পারে।—১৮৪১ সালের ২২ অক্টোবরের ১৩১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা।—সরাসরী তজবীজ।—ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণ যেরূপে ও যাহার দ্বারা করা যাইবেক তাহা।

৩২১। এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার সরাসরী বিচার করা যায় তাহা মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে সরাসরীতে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার নিমিত্তে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে করা যাইবেক ও তাহা জজ সাহেব স্বয়ং নিষ্পত্তি করিবেন কিম্বা সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যাইবেক। যদি কালেক্টর কি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে সমর্পণ করা যায় তবে সেই সাহেব রিপোর্টের সহিত মোকদ্দমা পুনর্ব্বার জজ সাহেবের নিকটে না পাঠাইয়া আপনি তাহার নিষ্পত্তি করিবেন এবং এই আইনানুসারে যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ঐ কালেক্টর কি রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা হয় সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারিবেক না কিন্তু নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহার উৎপন্ন নীল দাখিল করিয়া দিবার কবুলিয়তের দ্বারা যে ব্যক্তি ঐ উৎপন্ন পাওনের দাওয়া করে যদি সরাসরী বিচার ও নিষ্পত্তির দ্বারা তাহার ঐ দাওয়া নিরর্থক করা যায় কিম্বা উপরের ধারানুসারে সরাসরী বিচার দ্বারা যে নিষ্পত্তি করা যায় তাহাতে ঐ ব্যক্তি অন্য কোন প্রকারে অসম্মত হয় তবে কবুলিয়তের লিখিত দণ্ডের টাকা পাইবার কারণ কিম্বা বিবেচনা দ্বারা আপনার অন্য যে পাওনা ন্যায্য বুঝে তাহাও পাইবার কারণ জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিয়া মোকদ্দমা করিতে পারিবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৬ ধা।

৩২২। খাজানার বাবৎ সরাসরী নালিশ করণের বিষয়ে ১৮০৫ সালের ২ আইনে যে বিধি আছে ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে নীলের দাদন ফিরিয়া পাইবার বাবৎ যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহার বিষয়েও সেই বিধি খাটিবেক।—১৮৩০ সালের ৯ জুলাইর ৫৬৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২৩। নীলের কৃষি ও নীলের গাছ দাখিল করিয়া দেওনের বিষয়ে যে লিখিত কবুলিয়ৎ হয় তাহা পূরা করাওণের যে সরাসরী মোকদ্দমা ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারার বিধির অনুসারে উপস্থিত করা যায় তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধির মধ্যে গণ্য নহে এবং ঐ ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে তাহা আদৌ কালেক্টর সাহেবের শুনিবার যোগ্য নহে কিন্তু ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারানুসারে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে সেই প্রকার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হওনের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন। এবং সেইরূপ অর্পণ হইলে তাহা উক্ত ধারার নির্দ্দিষ্টমতে নিষ্পত্তি হইবেক।—১৮৩৫ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩২৪। হুকুম হইল যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে নম্বরী কি সরাসরী মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথবা এই আইনক্রমে তাঁহারদিগের নিকটে উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে প্রধান সদর আমীন অথবা সদর আমীনকে তাঁহারদের ক্ষমতানুসারে তাহা অর্পণ করেন ও ঐ প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন জজ সাহেবের ন্যায় কোন আইনে ইহার নিষেধ থাকিলেওতাহারবিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ৫ ধা।

৩২৫। মেদিনীপুরের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কোন সরাসরী মোকদ্দমা ১৮২৩ সালের ৬ আইনানুসারে উপস্থিত হইলে যদি নিষ্পত্তি হওনের নিমিত্তে তাহা ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের ৫ ধারানুসারে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনের প্রতি সোপর্দ্দ হয় তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৬ ধারার বিধানমতে তাঁহার ফয়সলার উপর আপীল হইতে পারিবেক না।—১৮৪২ সালের ৬ আগষ্টের ১৩৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের ৫ ধারার কথার দ্বারা এমত অনুভব হইতে পারে যে ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকার নম্বরী মোকদ্দমা যদি অন্যান্য প্রকারে মুনসেফেরদের শুনানির যোগ্য হয় তথাপি তাহাতে মুনসেফের কোন এলাকা নাই। কিন্তু সদর আদালত জানাইতেছেন যে এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের দ্বারা বর্জ্জিত হয় নাই এবং তৎপরে সেই বিষয়ের কোন আইনও হয় নাই অতএব চলিত আইনের মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া সদর দেওয়ানী আদালত এই স্থির করিয়াছেন যে ১৮২৩ সালের ৬ আইন অথবা উক্ত ১৮৩৬ সালের ১০ আইনের লিখিত

অনুসারে নম্বরী যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই মোকদ্দমার মূল্য বা সংখ্যা যদি ৩০০৲ টাকার অধিক না হয় এবং যদি তাহাতে কোন ব্রিটনীয় প্রজা অথবা বিদেশীয় ইউরোপীয় লোক অথবা আমেরিকীয় লোক বাদী বা প্রতিবাদী না হন তবে মুনসেফেরা যেমন অন্যান্য মোকদ্দমা আইনমতে নিষ্পত্তি করিতে পারেন তেমন এইপ্রকার মোকদ্দমারও বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন।—[যে মোকদ্দমায় ইউরোপীয় লোকেরা বাদি প্রতিবাদী হন সেই মোকদ্দমা ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৭ ধারানুসারে মুনসেফেরাও শুনিতে পারেন।]—১৮৩৭ সালের ২৩ জুনের ১০৯২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা।—মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে উৎপন্ন নীল দেওন।—তাহা লইয়া যাওনের নিষেধ।

৩২৭। উপরের লিখনমত সরাসরী বিচারের সময়ে যদি জানা যায় যে সেই ভূমিতে হওয়া নীলগাছ কাটিবার যোগ্য হইয়াছে এবং যদি কাটা না যায় তবে তাহার হানি কিম্বা নাশ হইবেক তবে যে জজ সাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই সাহেব যদি উভয় বিবাদির মধ্যে এক জন ইহা স্বীকার ও অঙ্গীকার করে যে সরাসরী বিচারপূর্ব্বক অন্য পক্ষে ডিক্রী হইলে তাহাকে তাহার পরিবর্ত্তে উপযুক্ত টাকা দিবেক তবে সেই নীলগাছ তাহাকে দিবার হুকুম দিতে পারেন ও যে জজ কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই সাহেব ঐ দুই জনের সহিত ঐ বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইলে পর এবং সেই ভূমির আন্দাজী উৎপন্ন কত এবং সেই নীলগাছেতে নীল করিলে তাহার আন্দাজী মূল্য কত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিয়া সেই পরিবর্ত্তের টাকার সংখ্যা স্থির করিবেন এবং এইপ্রকারে স্থিরহওয়া টাকার সংখ্যা সাবধানপূর্ব্বক রুবকারীতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা। ৯ প্র।

৩২৮। যদি নীলগাছের স্বত্ব অথবা কর্তৃত্বের বিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ইঙ্গরেজী ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ৯ প্রকরণানুসারে উভয় বিবাদির কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ নীলগাছ দেওনের হুকুম হয় তবে সেই ব্যক্তির উচিত যে ঐ নীলগাছ কাটিয়া লওন ও হস্তগত করণের পূর্ব্বে ঐ বিষয়ের মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে সেই আদালতে হুদ্বোধজনক জামিনী এই মজমুনে দাখিল করে যে পাওয়া নীলগাছের বিষয়ে অন্য ব্যক্তির স্বত্ব প্রমাণ হইলে কি ঐ জমীর উপস্বত্বেতে অপর ব্যক্তির স্বত্ব বলবৎ হইলে অথবা তাহার মালগুজারী বাকী থাকিলে আমি তাহার দায়ী হইব ইতি।—১৮৩৬ সা। ১০ আ। ২ ধা।

৩২৯। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তি নীলগাছ পাইবার বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ৯ প্রকরণের মতে যে একরারনামা লিখিয়া দেয় ঐ সরাসরী ফয়সলার দ্বারা সেই একরারনামাক্রমে তাঁহাকে কার্য্য করাণ যাইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে সরাসরী ফয়সলার দ্বারা তাহা হইতে পারে এবং ঐ সরাসরী ফয়সলার মধ্যে এইমত হুকুম লিখিতে হইবেক যে পরাজিত ব্যক্তির একরারে যত টাকা লেখা থাকে তাহা সেই জন দিবেক। যদ্যপি সেই টাকা না দেওয়া যায় তবে সরাসরী ফয়সলা জারী করিবার নিমিত্তে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ হুকুমানুসারে ঐ টাকা উসুল হইবেক।—১৮২৯ সালের ২৪ জুলাইর ৫১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩০। মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জিলার সেশন জজ সাহেবের দ্বারা এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে রাম নামে এক জন রাইয়ত আদালতে এই আরজী দিল যে B নামক এক জন নীলকর সাহেবের স্থানে দাদন লইয়া যে নীলগাছের বিষয়ে বিরোধ হইতেছে তাহা তাহার নিমিত্তে উৎপন্ন করিলাম। কিন্তু C নামক অন্য এক জন নীলকর সাহেব আমার উৎপন্ন ঐ গাছ লইয়া যাইতে উদ্যত আছেন। অপর C নামক ঐ নীলকর সাহেব কহেন যে আমি ঐ রামকে দাদন দিয়াছিলাম এবং সে ব্যক্তি আমার নিমিত্তেও নীলের কৃষি করিয়াছে। রাইয়ত কহে যে এ সকল মিথ্যা। এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে বিচার করিতে হইলে আমি বোধ করি যে ঐ বিবাদি ফসলের দখীলকার রামকে জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই ব্যক্তি আপন বিবেচনামতে B নামক সাহেব অথবা C নামক সাহেব অর্থাৎ যাঁহাকে সে ব্যক্তি উচিত বোধ করে তাঁহাকে ঐ ফসল দিতে পারিবেক এবং C নামক সাহেবকে জবরদস্তী করিয়া ঐ ফসল লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিষেধ করিতে পারেন। এবং C নামক সাহেব সুতরাং রাইয়তের নামে অথবা B নামক সাহেবের নামে ১৮২৩ সালের ৬ আইন ও ১৮৩৬ সালের ১০ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন এবং যদি ঐ সাহেব বিলম্ব না করিয়া ঐ আদালতে নালিশ করেন ও তাঁহার দাওয়া যদি B নামক সাহেবের দাওয়াহইতে বলবৎ হয় তবে সরাসরী

তজবীজক্রমে জামিন দিয়া ঐ বিবাদি নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন। আমি বোধ করি যে এইরূপ কার্য্য করাতে C নামক সাহেবের স্বত্ব উপযুক্তমতে রক্ষা হইতে পারে। তাহাতে সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কহিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষয়ে যাহা বিবেচনা করিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে।—১৮৪২ সালের ৫ আগষ্টের ১৩৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩১। নিরূপিত কোন ক্ষেতের উৎপন্ন যাহার পাইবার অর্থে সরাসরী বিচারপূর্ব্বক নিষ্পত্তি হয় সেই ব্যক্তি ঐ ক্ষেতের চৌকী দেওয়াইতে পারে এবং আপন পাওয়া কবুলিয়তের লিখিত নিয়মের অন্যমতে সেই গাছ কাটিবার ও লইয়া যাইবার নিবারণ করিতে পারে এবং অন্য কেহ যদি সেই গাছ কাটিতে কি লইয়া যাইতে উদ্যত হয় তবে আদালতের হুকুম পাওযা ব্যক্তি নিকটবর্ত্তি পোলীসের দারোগার নিকটে যাইয়া ঐ লইয়া যাওনের নিবারণের বিষয়ে তাহার স্থানে সহায়তা চাহিতে পারে এবং আদালতের হুকুম দেখান গেলে পোলীসের থানার কার্য্যকারক এবং অন্যং কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে যে লোকের পক্ষে ঐ হুকুম দেওয়া গিয়া থাকে যথাশক্তি সেই লোকের সহায়তা করে ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

৩৩২। প্রজাদিগের যে খাজানা প্রকৃত দেয় হয় তাহার নিমিত্তে চলিত আইনের দ্বারা জমীদার ভূমির ফসল ক্রোক করিতে পারে অতএব উপরের প্রকরণের লিখিত কথাতে ঐ জমীদারের হানি না হইবার নিমিত্তে এই প্রকরণেতে এ হুকুম করা যাইতেছে যে উপরের উক্ত দাঁড়ানুসারে কোন নীলকর নীল কাটিতে ও লইয়া যাইতে আদালতের হুকুম পাইলে যে ক্ষেতহইতে নীলগাছ কাটিয়া লয় সেই ক্ষেতের যে খাজানা বাকী থাকে তাহার দায়ী ঐ নীলকর এবং ঐ ক্ষেতের প্রজা এই দুই জনেই হইবেক ইতি।— ১৮২৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

৩৩ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা।—ইষ্টাম্প ও বিবিধ বিধি।

৩৩৩। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিয়া দিবার যে কবুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা ঐ কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিবার কারণ যে টাকা দেওয়া গিয়া থাকে তাহার তমঃসুক লিখিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারাতে যত টাকার ইষ্টাম্প নিরূপণ করা গিযাছে তত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গেলে তাহার ইষ্টাম্প উপযুক্ত নহে এমত আপত্তি হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৭ ধা।

৩৩৪। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি রাইয়তের সঙ্গে এইমত বন্দোবস্ত হয় যে সে ব্যক্তি পাঁচ অথবা দশ বৎসরপর্য্যন্ত নীলের কৃষি করিবেক এবং প্রতিবৎসরে আপনার হিসাব রফা করিয়া নূতন দাদন লইবেক এমত একরার প্রথম বৎসরের দাদনী টাকার তুল্য ইষ্টাম্প কাগজে লেখা হইলে তাহা মাতবর হইবেক কি না। এবং এইরূপ একরার হইলে ১৮৩০ সালের ৫ আইনানুসারে বৎসরের শেষে রাইয়তকে আপনার হিসাব রফা করাইতে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে কি না এবং যদ্যপি রাইয়ত তাহা না করে তবে কবুলিয়তের মধ্যে যত কাল লেখা থাকে তত কালপর্য্যন্ত তাহার মধ্যের লিখিত সংখ্যার বিঘা ৩ ধারার মতে তাহাকে কৃষি করাণ যাইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে যদি এইমত প্রমাণ হয় যে রাইয়ত নীলের কৃষিকরণের ঐ কবুলিয়ৎ স্বেচ্ছাক্রমে লিখিয়া দিয়াছিল তবে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৩০ ধারার বিধি ফৌজদারী আদালতের অবশ্য জারী করিতে হইবেক। [ঐ ধারা ১৮৩৫ সালের ১৬ আইনের দ্বারা রদ হইল।] এবং সেই প্রকার তমঃসুক যত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক যদ্যপি ঐ কবুলিয়ৎ তত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে তবে ১৮২৩ সালের ৬ আইনের ৭ ধারানুসারে ইষ্টাম্পের বাবৎ ঐ একরারের বিষয়ে কোন ওজর হইতে পারে না। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে বৎসরের শেষে রাইয়তকে আপনার হিসাব রফা করাওণের বিষয়ে ১৮৩০ সালের ৫ আইনে কোন হুকুম নাই।—১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৮৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩৫। নীলের ক্ষেত করিবার ও তাহা দাখিল করিয়া দিবার কারণ যে কবুলিয়ৎ লেখা যায় তাহা একহইতে অধিক জনেতে লিখিয়া দেওয়াতে কিম্বা সেই কবুলিয়তের নিয়মিত কার্য্য একহইতে অধিক হওয়াতেও আপত্তি হইবেক না কিন্তু ইহা কর্ত্তব্য যে প্রত্যেকের কর্ত্তব্য কার্য্য তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা যায় এবং দাদনীর যত২ টাকা দেওয়ার কথা তাহাতে লেখা যায় সেই সমুদয় টাকার তমঃসুকের কারণ যত টাকার ইষ্টাম্প কাগজ লাগে তত টাকার ইষ্টাম্প কাগজে তাহা লেখা যায় ইতি।—১৮২৩ সা। ৬ আ। ৮ ধা।

৩৩৬। যে লোকেরা নীলক্ষেতে গরুপ্রভৃতি ছাড়িয়া দেওন কি অন্য কোন প্রকারেতে নীলগাছের হানি করে কি করায় তাহারদের নামে ঐ নীলক্ষেতের রাইয়ত কি ঐ নীলগাছের ক্ষেতকরণ ও দাখিল করিয়া দেওনের নিমিত্তে যে লোক দাদন দিয়া থাকে সে লোক নালিশ করিলে ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলে ঐ মোকদ্দমার প্রকার ও অপরাধি লোকের বিভব বুঝিয়া ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ১১ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে জরীমানা ও কয়েদ থাকার হুকুম দিতে পারেন্ তাহারা ঐ জরীমানা ও কয়েদ থাকনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

৩৪ ধারা।

নীলবিষয়ক সরাসরী মোকদ্দমা।—রাইয়ত যেরূপে আপনার কবুলিয়তের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারে তাহা।

৩৩৭। নীলগাছের ক্ষেত করিবার নিমিত্তে দাদন লইয়া তমঃসুক লিখিয়া দেওনিয়া যে কোন লোক ঐ তমঃসুকের মিয়াদ পুর্ণ হইলে হিসাবকিতাব করিয়া ঐ তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে চাহে নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোক তাহার হিসাব নিষ্পত্তি করিতে অসম্মত হইলে ঐ লোক জিলার আদালতে আরজী দাখিল করিতে পারে এবং ঐ জিলার জজ সাহেব ঐ উভয় পক্ষীয় লোক কি তাহারদের স্থলাভিষিক্ত লোকেরদের সমক্ষে ঐ বিষয়ের যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনা করিয়া ঐ তমঃসুকের মিয়াদ পূর্ণ হওনের প্রমাণ হইলে ও ঐ আরজীকরণিয়ার স্থানে কিছু টাকা বাকী না থাকিলে অথবা যাহা বাকী থাকে তাহা ঐ আদালতে দাখিল করিলে তাহাকে ঐ তমঃসুকের বন্ধনহইতে মুক্ত করিতে হুকুম দিতে পারিবেন এবং ঐ নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোককে দাখিলকরা ঐ টাকা দিবেন।—১৮৩০ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

৩৩৮। যদি ঐ নীলকুঠীর কর্ত্তা কি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত লোক উপরের লিখিত সরাসরী বিচারক্রমে যে টাকা বাকী থাকে তাহা লইতে অসম্মত হন তবে জজ সাহেব ঐ আরজীকরণিয়াকে ঐ টাকা ফিরিয়া দিবেন এবং আসামী জাবেতামত মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাহার প্রতিকার পাইতে পারিবেক ইতি।— ১৮৩০ সা। ৫ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

৩৩৯। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আল'হাসাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে রাইয়ত আপন কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ হওনের পূর্ব্বে যদি নীলকুঠীর কর্ত্তার সঙ্গে আপনার যে হিসাবকিতাব থাকে তাহা চুকাইতে দরখাস্ত করে তবে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে জিলার জজ সাহেব ঐ নালিশ সরাসরীমতে শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। রাজশাহীর জজ সাহেব এইরূপে এক নালিশ সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন পরে তাহার বিষয়ে সরাসরী আপীল হওয়াতে সদর আদালত সেই নিষ্পত্তি বাতিল করিলেন।—১৮৩৮ সালের ৯ ফেব্রুআরির ১১৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৪০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রাইয়তের কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ না হইলে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে সেই ব্যক্তি আপনার হিসাবকিতাব চুকাইবার দাওয়া করিতে পারে না। যদ্যপি রাইয়ত কহে যে নীলগাছের বাবৎ নীলকুঠীর কর্ত্তার স্থানে আমার পাওনা আছে এবং সাহেব তাহা দিতে চাহেন না তবে তদ্বিষয়ে তাহার নম্বরী নালিশ করিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ২০ ফেব্রুআরির ২৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৪১। যে ব্যক্তিরা নীলের কৃষি করণের বিষয়ে পুনর্ব্বার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দিতে কবুল না করে এবং আপনার বন্দোবস্ত হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্তে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে সরাসরীমতে নালিশ করে তাহারদের ঐ নালিশ কেবল জজ সাহেবের দ্বারা বিচার হইবেক এবং রাজস্বের কর্ম্মকারকের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না।—১৮৩৫ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৫ ধারা।

মুৎফরক্কা মোকদ্দমা।—ভূম্যধিকারির অযোগ্যতার রিপোর্ট হইলে যাহা কর্ত্তব্য।

৩৪২। যদি কালেক্টর সাহেব কোন ভূম্যধিকারির এ আহওয়াল লিখেন যে সে অপ্রাপ্তব্যবহার ও সেই ভূম্যধিকারী কিম্বা তাহার পক্ষের কেহ সেই অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার নহে এমত কহে তবে সেই অধিকারী কিম্বা তাহার পক্ষের লোকের সাধ্য থাকিবেক যে সেই আহওয়ালের কৈফিয়ৎ তাহার ভূমি যে জিলার মধ্যে থাকে সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে জাহির করে সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই জাহিরকরা বিবরণ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ আর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতের এক হুকুমনামা সেই জিলার জজ সাহেবকে কিম্বা সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে এই মজমুনে পাঠান্ যে সেই অধিকারিকে আদালতে হাজির করাইয়া আর তিন জনের কম না হয় এমত যে মাতবর সাক্ষিরা সেই অধিকারির বিস্তারিত জানে তাহারদিগের প্রামাণ্য কথা এবং সেই অধিকারির স্থানে বিশেষ যাহা জানিতে পারেন তাহা সুকৃতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সেই অধিকারির বয়সের বৃত্তান্ত বোধের নিমিত্তে অন্য যে কিছু তদন্ত ও তহকীকাৎ করণ আবশ্যক জানেন তাহা করেন আর সেই অধিকারির কিম্বা তাহার পক্ষের লোকদিগের ও তাহার সাক্ষিদিগের সকল কথা ও এজহার শুনিয়া সেই অধিকারির বয়সের বিবরণ তহকীক করিয়া তাহা আপন বিবেচিত বেওরাসমেত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে লিখেন পশ্চাৎ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই অধিকারী অপ্রাপ্তব্যবহার বটে কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহারা এ বিষয়ে যে নিষ্পত্তি করেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার নিষ্পত্তিপত্রের নকল দস্তখতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দেন ঐ শ্রীযুত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্ত্যনুসারে সেই অধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিম্বা না থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

৩৪৩। যদি কোন ভূম্যধিকারী বাতুল কিম্বা জড় হইবার অথবা শরীরাদির অন্য দোষ রাখিবার এজহারক্রমে অযোগ্য বোধ হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম করেন যে তিনি সেই আহওয়ালের বেওরা কৈফিয়ৎ সেই জিলার দেওয়ানী আদালতে সরকারের উকীলের মারফতে জাহির করেন আর সেই আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কৈফিয়তের নকল সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই আদালতের জজ সাহেবের নামে কিম্বা যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের মোতালকে সেই ভূম্যধিকারির বসত থাকে তথাকার সাহেবদিগের নামে এক পরওয়ানা এই মজমুনে পাঠান্ যে তাহাকে আদালতে হাজির করাইয়া দৃষ্টিক্রমে তাহার আহওয়াল সত্য জানিয়া ও তদ্ভিন্ন তিন জনের কম না হয় এমত যে মাতবর লোকেরা সেই অধিকারির বিস্তারিত জানে তাহারদিগের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া সেই অধিকারির বিবরণসুদ্ধা তাহারদিগের প্রবোধিত কথা সুকৃত্যনুসারে শুনিয়া পশ্চাৎ সেই মোকদ্দমার রোয়দাদ আপন বিবেচিত কৈফিয়ৎসমেত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর কর্ত্তব্য যে সেই অধিকারির অযোগ্যতার বিষয় মাতবর হইবার ও না হইবার নিষ্পত্তি করিয়া নিষ্পত্তিপত্রের নকল আসলের মোতাবেক শব্দযুক্ত দস্তখতে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দেন ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারির ভূমি কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের এতমামের তলে থাকিবার কিম্বা না থাকিবার অর্থে হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৩ প্র।

৩৪৪। যে ভূম্যধিকারিরা আজন্ম জড় না হয় কিন্তু পশ্চাৎ বাতুল হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনায় অযোগ্য বোধ হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে এপ্রকার অধিকারিরা প্রতিবৎসর একবার এবং যে জিলায় সেই অধিকারিরা বসত করে সেই জিলার আদালতের জজ সাহেব উচিত বুঝিলে ততোধিকবার তাঁহার নিকটে হাজির হয় এইহেতুক যে সেই অধিকারিরা সুস্থ হইয়াছে কি না ইহা জানা যায় আর যে কালে সেই আদালতের জজ সাহেব উপরের লিখিত প্রকারের কোন ভূম্যধিকারির আহওয়াল দৃষ্টে জানেন্ যে তাহার অযো-

গ্যতার হেতু দূর হইয়াছে সে কালে সেই জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে অব্যাজে তাহার সংবাদ তাহার আহওয়ালের বিস্তারিত বিবরণসমেত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইবার কিম্বা না হইবার নিষ্পত্তি করিয়া আপনারদিগের ক্রমে সেই নিষ্পত্তির বেওরা সংবাদ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দিবেন ঐ শ্রীযুত সেই নিষ্পত্তি ভূম্যধিকারিকে তাহার ভূমির কার্য্যের ভার অর্পণ করিবার কিম্বা না করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৫ প্র।

৩৪৫। যে ভূম্যধিকারী এই ৫ পঞ্চম ধারার ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় অথবা ৪ চতুর্থ প্রকরণের লিখিত হেতুপ্রযুক্ত অযোগ্য বোধ হইয়া থাকে সে যদি আপনি জানে যে তাহার অযোগ্যতার হেতু দূর হইয়াছে তবে তাহার সাধ্য থাকিবেক যে আপন আহওয়াল সেই জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে এজহার করে আর সেই জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার এজহার লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে পাঠান্ সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাহা পাইলে পর কর্ত্তব্য যে সেই জিলার আদালতের জজ সাহেবের নামে কিম্বা সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে এক হুকুমনামা এই মজমুনে পাঠান্ যে সেই বিষয়ের আহওয়াল তহকীক করিয়া এবং সেই অধিকারির সাক্ষিদিগের কথা যাহা আপন এজহারের প্রমাণার্থে রাখে তাহা শুনিয়া পরে তহকীকাতের কৈফিয়ৎ সমেত আপন বিবেচিত মর্ম্ম লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে চালান করেন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই অধিকারির অযোগ্যতা দূর হইবার কিম্বা না হইবার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিয়া সেই নিষ্পত্তির বেওরা সংবাদ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে দেন ঐ শ্রীযুত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিষ্পত্তিক্রমে সেই ভূম্যধিকারিকে তাহার ভূমির কার্য্যের ভার অর্পণ করিবার কিম্বা না করিবার অর্থে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগেরে হুকুম করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৫ ধা। ৬ প্র।

৩৬ ধারা।

মুৎফরক্কা মোকদ্দমা।—বিবাদি মহালের সরবরাহকার নিযুক্ত করণ।

৩৪৬। বিভাগ না হওযা সাধারণ ভূমিসকলের অংশিদিগের পরস্পর বিরোধ বিসম্বাদ হওনেতে কোন২ প্রকারেতে ঐ অংশিদিগের ক্ষতির কারণ ও মালগুজারী তহসীলের শিরিশ্তার বিশৃঙ্খলের হেতু হইয়াছে একারণ এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে সরকারের মালগুজারীসম্পর্কের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের মধ্যে কোন সাহেব কিম্বা সাধারণ ভূমির অংশিদিগের মধ্যে কেহ জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবের নিকটে এমত বিষয়ে তাহার মধ্যবর্ত্তি হওনের বিশিষ্ট হেতু দর্শাইয়া দরখাস্ত করিলে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে এক জন কৃতকর্ম্মা ও মাতবর লোককে তাহার স্থানে জামিন লইয়া ঐ সাধারণ ভূমির সরবরাহকারীতে এতাবতা মালগুজারী উসুল তহসীলের ও সরকারী মালগুজারী আদায় করণের ও কৃষিকর্ম্ম ও চাসবাসের আধিক্যতওনের বিষয়ের ভারে নিযুক্ত করেন কিন্তু যদি মালগুজারীসম্পর্কের কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেব লোক কি সাধারণ ভূমির অংশিদিগের মধ্যে কেহ আদালতের সাহেবের তরফহইতে যে ব্যক্তি ঐ ভূমির সরবরাহকারীতে নিযুক্ত হয় তাহার বিষয়ে কোন ওজর করেন তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনারদিগের ওজরের কথাসম্বলিত আরজী তথাকার সম্পর্কীয় আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল করেন অতএব ঐ আদালতের সাহেব লোক মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া জিলার সাহেবের নিযুক্তকরা সরবরাহকারকে বহাল রাখিবেন কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে ঐ ভূমির সরবরাহকারীতে নিযুক্ত করিতে জিলার জজ সাহেবকে হুকুম দিবেন ইতি। —১৮১২ সা। ৫ আ। ২৬ ধা।

৩৪৭। যে মহাল কেবল আপোসে বিভক্ত হইয়াছে তাহা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে ক্রোক হইতে পারে।—১৮৪৮ সালের ১০ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৪৮। ঐমত যদি মালগুজারীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেব লোক কিম্বা ভূমির অংশিগণের মধ্যে কেহ সরবরাহকার নিযুক্ত হইলে পর তাহার কর্ম্ম কার্য্যের দ্বারা কখন নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হন তবে তাহারদিগের

ক্ষমতা থাকিবেক যে সে বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া তাহার তগীর অর্থাৎ অবসর হওনের দরখাস্ত জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করেন এমতে ঐ দরখাস্তের উপর যে হুকুম হয় তাহাতে নারাজ হইলে তাঁহারদিগের ক্ষমতাও থাকিবেক যে আপনারদিগের ওজরের আরজী আপীল আদালতের সাহেব লোকের হুজুরে দেন যে ঐ সাহেবেরা সে ব্যক্তির তগীরী কিম্বা বহালীর বিষয়ে যাহা বিহিত হয় তাহা ঠাহরান্ ইতি।—১৮১২ সা। ৫ আ। ২৭ ধা।

৩৪৯। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনানুসারে মহাল ক্রোক হইলে পর ঐ মহালের মালিকেরা যে বন্দোবস্ত করে তাহাতে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা বদ্ধ নহেন।—১৮৪৮ সালের ১ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৫০। সদর আদালত জানাইতেছেন যে যদি বিশিষ্ট হেতু দর্শান যায় তবে জজ সাহেব বিভাগ না হওয়া সাধারণ জমীদারী সমুদয় ক্রোক করিতে পারেন ঐপ্রকার জমীদারীর এক অংশ ক্রোক করিতে পারেন না। কিন্তু যে হেতু দর্শান যায় তাহা বিশিষ্ট কি না এই বিষয়ে জজ সাহেব যাহা নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারে।—১৮৩১ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের ৭১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫১। সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বোধ করেন যে কালেক্টর সাহেবেরা ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারাক্রমে মহালের অংশ ক্রোক করিয়া রাখেন। অতএব তোমাকে জানাইতেছি যে আইনে এইমত করিতে কোন হুকুম নাই এবং সদর আদালতের ৭১৭ নম্বরী আইনের অর্থের অভিপ্রায় এইমত ক্রোক করণের বিরুদ্ধ।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৫২। অতএব তোমার এলাকার যে২ জিলাতে এইমত ভূমি ক্রোক থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম করিবা যে এইমত ব্যবহার আইনবিরুদ্ধ ইহা জজ সাহেবকে জানাইয়া সেই ক্রোক উঠাওনের বিষয়ে তাঁহাকে লেখেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৫৩। তোমার দৃষ্ট হইবেক যে এইপ্রকার যে২ গতিকে কালেক্টর সাহেব কেবল দেওয়ানী আদালতের হুকুমানুযায়ি কার্য্য করেন এবং সেই ক্রোকী বিষয়েতে কোন প্রকারে লিপ্ত নহেন সেই২ গতিকে যদি তিনি কোন কারণপ্রযুক্ত দেওয়ানীর কর্ম্মকারকেরদের হুকুমের বিষয়ে কোন আপত্তি দেখেন তবে তাঁহার উচিত যে এক্ষণকার যে ব্যবহার চলন আছে দৃষ্ট হইতেছে অর্থাৎ দরখাস্তের দ্বারা অথবা সরকারী উকীলের দ্বারা দেওয়ানী আদালতে প্রস্তাব করণ সেইরূপ না করেন কিন্তু পত্র অথবা রুবকারীর দ্বারা তাহা দেওয়ানী আদালতে জানান্। এবং ঐ জিলার আদালতের অভিপ্রায়েতে যদি কালেক্টর সাহেব সম্মত না হন তবে সেই বিষয় নিষ্পত্তির নিমিত্তে জজ সাহেবের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ করেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৫৪। কিন্তু ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে রাজস্বের কর্ম্মকারকদিগকে মহালের অংশ ক্রোক করিবার হুকুম দিতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা আছে। সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব কটকের জজ সাহেবের নিকটে ১৮৪৫ সালের ১১ জুলাই তারিখে ১১৩৮ নম্বরী যে পত্র লেখেন তাহাতে এই বিধান হইয়াছে এবং সেই বিধান যথার্থ হইয়াছে ইহাতে বোর্ডের সাহেবেরদের সন্দেহ নাই। এই২ মত গতিকে মহালের অংশ ক্রোক হইলে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ১০ ধারানুসারে সমুদয় মহাল বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে বৎসরের শেষ না হইলে নীলাম হইতে পারে না।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৬ সালের ৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৫৫। ময়মুনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারার বিধি মফঃসলী তালুকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।—১৮৪০ সালের ৭ আগষ্টের ১২৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫৬। জোয়ানপুর জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে বিভাগ না হওয়া সাধারণ জমীদারীর সরবরাহকার নিযুক্ত করণের আবশ্যক হইলে জজ সাহেবের উচিত যে প্রথমে সেই বংশের কোন এক ব্যক্তিকে কিম্বা অংশিরদের কোন মিত্রকে সেই কর্ম্মের ভার বিনাবেতনগ্রহণে লওয়াইতে উদ্যোগ করেন কিন্তু যে ব্যক্তি সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহাকে যদি কিছু বেতন না দিলেই নহে তবে যে জজ সাহেব তাহাকে নিযুক্ত করেন তিনি প্রত্যেক মোকদ্দমার বিশেষ ভাব বুঝিয়া বেতন নির্দ্দিষ্ট করিবেন। ঐ মহালের ভূম্যধিকারিরা পূর্ব্বে সরকারী মালগুজারী যেমতে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিত সেইমতে ঐরূপে নিযুক্তহওয়া সরবরাহকার কালেক্টর সাহেবের নিকটে মালগুজারী দাখিল করিয়া আপনি যে বেতন লইবার হুকুম পাইয়াছে তাহা লইয়া ঐ জমীদারীর অবশিষ্ট প্রাপ্তি অংশিদিগের জনাজাতির মধ্যে আপন২ অংশাংশমতে বুঝাইয়া দিবেক।—১৮১২ সালের ৩ ডিসেম্বরের ১১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে হইলে জমীদারীর পরিমাণ ও উৎপন্ন যথাসাধ্য বুঝিয়া সরবরাহ করণের খরচের নিয়ম করা উচিত। এবং এই বিষয়ে যে নিয়ম নিরূপণ করণের আবশ্যক হইয়াছে তাহার ভাব ও পরিমীমার বিষয়ে বোর্ড কমিস্যনর সাহেব এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবেক।—১৮১৪ সালের ৩ ফেব্রুআরির ১৪২ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৩৫৮। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে যে ভূমির সরবরাহকার নিযুক্ত হয় তাহার ঝুঁকীর বিষয়ে যদ্যপি সেই আইনে বিশেষরূপে কিছু লেখা নাই তথাপি তাহাকে মোখ্তারের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সে মওক্কেলের উপকারের নিমিত্তে কার্য্য করিবেক এবং যে কার্য্যের ভার তাহার প্রতি অর্পণ হয় সেই কার্য্য বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে সে ব্যক্তি দায়ী হইবেক। সদর আদালত আরো বোধ করেন যে ঐ ধারাক্রমে ঐ সরবরাহকারেরদের স্থানে যে উপযুক্ত জামিন লইবার হুকুম আছে তাহার এমত অর্থ নহে যে সেই ব্যক্তি কেবল হাজিরজামিন দিবেক কিন্তু যে টাকা উসুল করে তাহার বিশ্বাসযোগ্য হিসাব দেওনের বিষয়ে মালজামিন দিবেক। এবং ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ৬ প্রকরণের অনুসারে দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নিযুক্তহওয়া সরবরাহকারের বিষয়ে ঐ২ আইনে যেমত হুকুম আছে সেইমতে এই গতিকে জমীদারীর পরিমাণ বুঝিয়া মালজামিন নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক।—১৮১৪ সালের ৩ ফেব্রুআরির ১৪২ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

৩৫৯। এক জমীদারীর সরবরাহকার সরকারের বাকী রাজস্ব দেওনার্থে টাকা কর্জ করিল এবং দুই জন ভূম্যধিকারির নামে এক বণ্ড লিখিয়া দিল তাহারদের মধ্যে এক জন সেই সময়ে সেই ভূমির একাকী দখীলকার ছিল এবং তৎপরে সেই ব্যক্তি মরিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে সেই কর্জের টাকার বিষয়ে ঐ সরবরাহকার প্রথমতঃ আপনি দায়ী কিন্তু জমীদারীর মৃত যে দখীলকার ব্যক্তির জন্যে ঐ টাকা কর্জ করা গিয়াছিল তাহার উত্তরাধিকারিরদের স্থানে ঐ সরবরাহকারের সেই টাকা উসুল করিবার স্বত্ব আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৩ সালের ২৯ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৬৪ পৃষ্ঠা।

৩৬০। যে সকল গতিকে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে অথবা বোর্ড রেবিনিউ অথবা বোর্ড কমিস্যনর সাহেবেরা তাঁহারদিগকে দত্ত ক্ষমতানুসারে সরকারী রাজস্বের বাকীর জন্যে ভূমি নীলাম করিবার হুকুম দিতে উচিত বোধ করেন সেই সকল গতিকে ঐ ভূমির নীলামের ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারানুসারে সরবরাহকার নিযুক্ত করণের দ্বারা প্রতিবন্ধক হইবেক না অথবা কোন প্রকারে তাহার ব্যাঘাত হইবেক না।—১৮১৪ সালের ৩ ফেব্রুআরির ১৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬১। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারা এবং ১৮২৭ সালের ৫ আইনানুসারে জমীদারীর যে সরবরাহকার নিযুক্ত হন তিনি আপনার জিম্মায় রাখা সম্পত্তির কোন ভাগের ইজারা দিতে পারেন। যে ইজারদার সেইরূপ ঐ সরবরাহকারের স্থানে পাট্টা লয় সেই ব্যক্তি খাজানা বেশী করণের বিষয়ে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারার বিধানানুসারে কার্য্য করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১২ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৭৭ পৃষ্ঠা।

৩৬২। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৫ ও ৬ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ও ২৭ ধারাতে আর ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণেতে জিলা ও শহরের আদালতের হুকুম দ্বারা অধিকারভূমির সরবরাহকারীর বিষয়ে যেং হুকুম লিখিত আছে তাহা নীচের লিখনক্রমে শুধরা যাইবেক ইতি।—১৮২৭ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৩৬৩। উপরের লিখিত আইনসকলের হুকুমানুসারে যখন জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবেরা কোন অধিকারভূমির সরবরাহকারীর বিষয়ে হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন তখন সেই আদালতের সাহেবেরা যে জিসাতে ঐ অধিকারভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবকে ঐ অধিকারভূমি ক্রোক করিতে ও তাহার সরবরাহকারী কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কোন উপযুক্ত জনকে ঐ অধিকারভূমির পরিমাণ দৃষ্টে উপযুক্ত জামিন লইয়া নিযুক্ত করিতে চিঠী লিখিবেন কিন্তু এ হুকুমও দেওয়া যাইতেছে যে ঐ ভূমির স্বত্বসম্বন্ধীয় কোন জন যদি ঐ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিযুক্তকরা লোকের বিষয়ে অসম্মত হয় কিম্বা তাহার নিযুক্তহওয়ার পরে কোন সময়ে ঐ সরবরাহকারের কর্ম্মেতে অসম্মত হয় তবে ঐ জন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে আপন অসম্মতির হেতুসকল লিখিয়া জানাইতে পারে এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহা বিহিত বুঝেন হয় ঐ সরবরাহকারকে ঐ কর্ম্মে বহাল রাখিতে কিম্বা অন্য কোন জনকে নিযুক্ত করিতে হুকুম দিবেন ইতি।—১৮২৭ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

৩৬৪। জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের হুকুমনামাতে ঐ ক্রোকের মধ্যে যত ভূমি আসিতে পারিবেক তাহা বিশেষরূপে লেখা যাইবেক এবং ঐ আদালতের সাহেবের নিকটহইতে ঐ ক্রোক বরখাস্তের নিমিত্তে অন্য এক হুকুমনামা হওনব্যতিরেকে সে ক্রোক বরখাস্ত হইবেক না ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

৩৭ ধারা।

বিবিধ বিধি।—পত্তনি তালুক।—পত্তনি ও দরপত্তনি তালুকের প্রকার।

৩৬৫। যে২ ভূম্যধিকারিদিগের সহিত সরকারের জমার বন্দোবস্ত হইয়া থাকে দশসালা বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে সেই২ জমীদারের ক্ষমতা আছে যে আপন জমীদারীর বিলি বন্দোবস্তের নিমিত্তে আপন হিতবোধানুসারে আপনার অধিকারের মহালাৎ মফঃসলী তালুক ও ইজারাআদিরূপে দিতে পারে কিন্তু এ ক্ষমতা ইচ্ছানুরূপ নহে বরং ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৩ আইনেতে এই নিয়মে লেখা আছে যে দশ সালের অধিক কালের নিমিত্তে জমা মোকরর না করে ও ঐ ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনেতে আর এই হুকুম আছে যে জমীদার আপন জমীদারীর বন্দোবস্তের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির সহিত যে কোন করারদাদ করিয়া থাকে সরকারের বাকীর নিমিত্তে জমীদারী নীলাম হইলে নীলামের তারিখহইতে সে করারদাদ বাতিল হইবেক কিন্তু ঐ আইনের ২ ধারার লিখিত যে নিয়মেতে দশ সালের অধিক কালের নিমিত্তে মোকররী জমাতে তালুকইত্যাদি দিতে বারণ আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২ ধারানুসারে রদ হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্ব কালের নিমিত্তে সিদ্ধ হওনের কথা স্পষ্ট তাহাতে লেখা নাহি ও ঐ সালের ১৮ আইনেতে ইহা স্পষ্ট লেখা আছে যে জমীদারেরা আপন ইচ্ছাক্রমে ইস্তমরারী জমাতে মফঃসলী তালুকওগয়রহ দিতে পারে কিন্তু সরকারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনের সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ও আর২ আইনের লিখিত অন্য হুকুমেতে তাহা অসিদ্ধ হইবেক ও এ হুকুম এখনপর্য্যন্ত পূর্ব্বমত জারী আছে ও ইহাতে বুঝা গেল যে জমীদারের ইস্তমরারী জমাতে তালুকইত্যাদি দিতে ঐ ৫ আইনমতে ক্ষমতা আছে ও তাহার পূর্ব্বে দশ সালের অধিক কালের নিমিত্তে মোকররী জমাতে তালুক দিতে নিষেধ ছিল কিন্তু নিষেধসত্ত্বেও বাঙ্গালার অনেক২ জমীদার এপ্রকার তালুক দিয়াছিল ও নিষেধ করণের তাৎপর্য্য এই ছিল যে সরকারের মালগুজারীতে বিঘ্ন না হয় কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা কোন হানি বোধ হইল না ইহাতে সরকার তাহা জারী করাতে ক্ষান্ত হইলেন অতএব ১৮১২ সালেতে তাহা রদ হইল কিন্তু তাহা জারী করণে ক্ষান্ত হওন ও রদ করণমতে ও ১৮১২ সালের ঐ দুই আইনের কোন আইনেতে ইহার বেওরা স্পষ্ট কিছু লেখা নাহি যে তখনকার রেওয়াজমত হওয়া যে সকল অধিকারের করারদাদের নির্দ্ধার্য্য ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারার অন্যমতে এতাবতা ইস্তমরারীইত্যাদি জমাতে হইয়াছে সে সকল অধিকার সিদ্ধ বোধ হইবেক কি না ও সেই করারদাদের দস্তাবেজ আদালতে উপস্থিত হইলে ঐ আইনের মতে তাহা বাতিল কি মাতবর দলীল হইবেক এক্ষণে এই দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে যে সকল মফঃসলী তালুক ও ইজারাওগয়রহের জমা ইস্তমরারীরূপে কি দশ সালের অধিক কালের নিমিত্তে জমীদারের তরফহইতে ১৮১২ সালের পূর্ব্বে এতাবতা তাহা দেওনের নিষেধ ও বাতিল হওনের হুকুম বহাল থাকনের সময়ে মোকরর হইয়াছে সে সকল তালুক ও ইজারাওগয়রহ সিদ্ধ ও সঙ্গত হওনের বেওরা লেখা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় এই যে দশসালা বন্দোবস্তের তাহুতদারেরা আপনারদিগের ইজারাইত্যাদি দিতে ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা আছে দেখিয়া নূতন করারদাদের সৃষ্টি করিয়াছে ও প্রথমতঃ তাহা বর্দ্ধমানের রাজার জমীদারীতে প্রকাশ হইয়াছে এক্ষণে অন্য স্থানেও হইতেছে ও এ অধিকারের প্রকার এই যে জমীদার কোন ব্যক্তিকে ইস্তমরারী জমাতে তালুক দেয় ও তাহার মুনাফা যে ব্যক্তি তাহা লয় তাহার ও তাহার উত্তরাধিকারিদিগের পাওনা সর্ব্ব কালের নিমিত্তে করিয়া দেয় ও তালুকদারের স্থানে মালজামিন ও ফেয়ালজামিন লওয়া ও না লওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখে কেননা যদি তালুকদারকে জামিন দেওনহইতে মাফ করে তবে তাহার পরে ঐ তালুক বিক্রয়াদির দ্বারা যে ব্যক্তির হাতে যায় সে এড়াইতে পারে না বরং তাহার স্থানে লইতে পারে ও ইহা এক্ষণকার রেওয়াজ অর্থাৎ চলন মতে জানা গেল ও তাহার দস্তাবেজেতে নিয়মের মধ্যে ইহা লেখা থাকে যে বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে জমীদার তাহা বিক্রয় করাইতে পারিবেক ও যদি বিক্রয়ের পণ বাকীর সংখ্যা যত তত না হয় তবে যাহা বাকী থাকে তাহা তালুকদারের শিরে থাকিবেক যে সে নিমিত্তে তাহার মাল-

আমওয়াল বিক্রয় হইতে পারে ও ঐ সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারকে পত্তনি তালুক বলে ও তাহা লওনিয়া অনেক২ লোক ঐ সকল নিয়ম ও নির্ব্বন্ধে তাহা অন্য২ লোককে দেয় ও তাহারা দরপত্তনিদার কহলায় ও দরপত্তনিদার অন্যেরে দেয় ও ক্রমে এইমত। ও ইহারদিগের প্রত্যেকের দস্তাবেজ এক মজমুনে হয় ও এই সকল তালুকের দস্তাবেজেতে যেখানে লিখে জমীদার বিক্রয় করাইতে পারিবেক বোধ হয় না যে ঐ বিক্রয়েতে জমীদারের হক্ বিক্রয় হয় কি তাহার তালুকদারের হক্ এতাবতা তালুক ইহারদিগের মধ্যে কাহার হক্ বলা যায় যে বাকীহইতে অধিক মূল্য পাওয়া যাওনমতে বাকীর উপর বেশী যে টাকা থাকে তাহা কে পাইতে পারে ইহা জানা যায় ও ইহাও বুঝা যায় না যে বিক্রয়ের ভাবার্থ নীলাম কি বিক্রয়ের আর কোন প্রকার ও সরকারের আইনে ও দেশব্যবহারেতে এমত কোন দাঁড়া ও দস্তুর পাওয়া যায় না যে তাহাতে দৃষ্টি করিয়া দস্তাবেজেতে স্পষ্ট লেখা না থাকনহেতুক হওয়া দ্বিধা মিটাইবার নিমিত্তে এক স্থির মতাবলম্বন করা যায় এ নিমিত্তে ও বাঙ্গালাতে ঐ তালুক হওনের রেওয়াজ অতিশয় হইয়াছে ও এমত কোন দাঁড়া পাওয়া যায় না যে আদালতেতে তদনুরূপ কার্য্য করা যায় এ জন্যে অনেক হানি হইয়াছে এ কারণ সরকারের আবশ্যক হইল যে এ বিষয়ে এমত বিশেষ আইন নির্দ্দিষ্ট করা যায় যে তদ্দ্বারা পত্তনিদার পত্তনির করারদাদমতে কোন২ হকের মালিক হইতে পারে তাহা জানা যায় এবং তাহাতে ইহা বেওরা করিয়া লেখা যায় যে পত্তনিদারের অন্যেরে দস্তুরমত দরপত্তনি দেওন সিদ্ধ হইবেক কি না এবং দরপত্তনিদার ও তাহার পেটার এলাকাদার জমীদারের সহিত পত্তনিদারের করা সাজশহইতে রক্ষা পাইতে পারিবার ও জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনেতে জমীদারের স্বত্বলোপ ও হানি না হইতে পারিবার নিমিত্তে কোন উপায় স্থির করা যায় এবং নীলামের নক্শা মোকরর ও তাহা হওনের যে২ নিয়ম তাহার বিবরণ করাও আবশ্যক বোধ হইল ও যেহেতুক সরকারের মালগুজারীর মাহওয়ারী এক কিস্তির বাকীর নিমিত্তে জমীদারদিগের জমীদারী নীলাম হওনের যোগ্য হয় অতএব যদি জমীদার আপন এলাকার অর্থাৎ অধিকারের করারদাদেতে আপন বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনের নিয়ম করিয়া থাকে তবে তাহাকে বৎসরের মধ্যেতে নীলাম করাইবার ক্ষমতা দেওয়া ও এক্ষণকার দস্তুরমত আখেরী সালেতে হওনের নির্ভর না থাকা অন্যায় বোধ হইল না ও ইহা সেই জমীদারের নিমিত্তে যে আপন এলাকার করারদাদেতে নীলাম হওনের নিয়ম করিয়া থাকে যদ্যপিও সাবেক আইনের মতে সাল আখেরীতে বাকীর জন্যে নীলামের নিয়ম করিয়া থাকে এবং তহসীলের যাবৎ এক্ষণকার আইনের কোন২ নিয়ম লোকদিগের চাতুরী ও প্রবঞ্চনাপ্রযুক্ত কার্য্যোপযুক্ত নহে অতএব চাতুরী না হইতে পাইবার ও সেই২ নিয়মের বাঞ্ছিত ফলোদয় হইবার নিমিত্তে তাহার তাৎপর্য্য বয়ান ও তাহার কোন২ নিয়ম শুধরা আবশ্যক বোধ হইল অতএব এই সকল বিষয়ের দৃষ্টে নীচের লিখিত নিয়ম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্দিষ্ট হইল যে তাহা জারী হওনের তারিখহইতে মেদিনীপুরের সহিত বাঙ্গালার জিলাতে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১ ধা।

৩৬৬। হুকুম হইল যে যে কোন করারদাদ পাট্টা ও কবুলিয়তের অনুসারে অথবা অন্য নিদর্শনপত্রানুসারে দশ সালের অধিক নিরূপিত মিয়াদে কি সর্ব্ব কালের নিমিত্তে জমার ধার্য্য হইয়া সরকারের তাহুতদার জমীদারের কি অন্য যে ব্যক্তি এমত করারদাদ করিবার ক্ষমতা রাখে তাহার তরফহইতে হইয়া এপর্য্যন্ত বহাল থাকে তাহা তাহার নিয়মমত সিদ্ধ হইবেক ও তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে সময়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ২ ধারামতে দশ সালের অধিক মিয়াদে তালুকের জমা মোকরর করিয়া দিতে নিষেধ ও এমত করারদাদ বাতিল হইবার হুকুম ছিল সে সময়ে হইয়া থাকিলেও নিদর্শনপত্রেতে সে সময়ের আইনের নিয়মের অন্যমতে অধিক মিয়াদের কি সর্ব্বকালের নিয়ম লেখা থাকিলেও বহাল রাখা যাইবেক। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৫ ধারার হুকুম এই মজমুনে যে জমীদার আপন জমীদারীর মহালাৎ যে কোন করারদাদে দিয়া থাকে সরকারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে তাহা নীলামের তারিখহইতে বাতিল হইবেক এখনপর্য্যন্ত বহাল আছে এই ধারা তাহার প্রতিবন্ধক হইবেক না বরং যে২ এলাকা অর্থাৎ অধিকার ঐ ৪৪ আইনের কি অন্য২ আইনের হুকুমের বহির্ভূত নহে তাহার বিষয়ে জমীদারের করা করারদাদ সরকারী নীলামের তারিখহইতে বাতিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ২ ধা।

৩৬৭। পত্তনি তালুকনামে যে সকল অধিকারের বয়ান এই আইনের হেতুবাদে লেখা গেল তাহা তাহার নিদর্শনপত্রের নিয়মমত সর্ব্ব কালে সঙ্গত ও সিদ্ধ জানা যাইবেক ও তাহার নিদর্শনপত্রের লিখিত নিয়মের মধ্যে তাহা উত্তরাধিকারিকে পহুছনের নিয়মো সিদ্ধ হইবেক ও তদ্ব্যতিরিক্ত হুকুম হইল যে ঐ সকল তালুক তালুক-

দারের ইচ্ছামতে বিক্রয় কিম্বা দানক্রমে অথবা অন্য প্রকারে হস্তান্তর হইতে পারিবেক ও দেনার নিমিত্তে আর২ বস্তুর মত বিক্রয়ের যোগ্য হইবেক ও আদালতের ক্রোক ও জব্দের হুকুম যেমত অন্য২ স্থাবর বস্তুতে জারী হয় সেইমত ইহাতেও জারী হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৩৬৮। পত্তনিদারেরা আপনারদিগের পত্তনি তালুক আপন২ হিতবোধক্রমে দরপত্তনি ও ইজারাইত্যাদিরূপে অন্যেরে দিতে পারিবেক ও অন্য২ করারদাদের ন্যায় তাহারদিগের করা ঐ২ করারদাদমতে তাহাকরণিয়া উভয় পক্ষের ও তাহারদিগের ওয়ারিসানের ও স্বরূপ ব্যক্তিরদিগের কার্য্য করিতে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের কোন কৌলকরারেতে বাকীর নিমিত্তে জমীদারের নীলাম করাইতে পারিবার আটক হইবেক না ও ঐ নীলামেতে পত্তনি তালুক জমীদারের স্থানহইতে যেমত কাহারু দখলবিনা পত্তনিদার পাইয়াছিল সেইমত নীলামের খরীদারকে পঁহুছিবেক ও পত্তনিদারের তরফহইতে ঐ তালুকের বিষয়ে যে২ করারদাদ হইয়া থাকে তাহা বাতিল হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৩৬৯। যদি পত্তনিদার হেতুবাদের লিখিত যে সকল নিয়মেতে আপনি পত্তনি লইয়াছে সেই সকল নিয়মেতে অন্যেরে দরপত্তনি দেয় তবে লওনিয়া এতাবতা দরপত্তনিদার উপরের ধারার হুকুমেতে জমীদারের সম্বন্ধে পত্তনিদারের তুল্য হইবেক ও তৃতীয় পত্তনি ও চতুর্থ পত্তনিআদিও ঐ মত হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৪ ধা।

৩৭০। যেহেতুক পত্তনি তালুকের মালিকদিগের উপরের লিখনমত বিক্রয় ও দানাদি করিবার ক্ষমতা আছে অতএব যদি ঐ তালুকদার তালুক বিক্রয়াদি করে তবে তাহাতে জমীদারের খারিজদাখিল করণের প্রতিবন্ধকতা ও আটক করা কর্ত্তব্য নহে বরং উচিত যে বিক্রয়করণিয়াকে ছাড়িয়া খরীদারের স্থানে তাহুতওগয়রহ লয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জমীদারের দাখিল ও খারিজের রসুম লইবার ক্ষমতা যেমত এক্ষণে আছে তাহা থাকিবেক কিন্তু রসুম এই হিসাবে নিরূপণ হইল যে পত্তনির অধিকারের সালিয়ানা জমার হিসাবে শতকরা ২৲ টাকা করিয়া রসুম এক শতপর্য্যন্ত লইতে পারিবেক ও কোন প্রকারে এক শত টাকাহইতে অধিক লইতে পারিবেক না ও অর্দ্ধেক জমাপর্য্যন্তের মাতবর মালজামিন লইতে পারিবেক কেননা পত্তনি তালুক যে পায় জমীদার আপন খাতিরজমার নিমিত্তে চাহিলে তাহার কি তাহার জামিনের মাতবরীর আবশ্যকতা আছে ও জানা কর্ত্তব্য যে আদালতের ডিক্রী জারীর নিমিত্তে নীলাম হওনমতে ও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক করা দানবিক্রয়ের প্রকরণের উক্তমত এই ধারার লিখিত রসুম ও মালজামিন লইবার ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু জমীদারের কি বাকীদারের প্রধান পত্তনিদারের আপন২ বাকীর নিমিত্তে করাণ নীলামের প্রকরণেতে ঐ নীলামের খরীদারের নাম দাখিলখারিজের রসুম বিনা রেজিষ্টরীতে দাখিল হইবেক ও জমীদার রসুম তলব না করিয়া দখল দিবেক কিন্তু মালজামিন লইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৫ ধা।

৩৭১। জমীদারের ক্ষমতা আছে যে উপরের মোকররকরা রসুম দাখিল না হইলে কি মাতবর মালজামিন না দিলে খারিজদাখিল করিতে না দেয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি খরীদার কি অন্য যে ব্যক্তি পায় সে জামিনী উপস্থিত করে ও জমীদার তাহা মঞ্জুর না করে ও খরীদারইত্যাদি তাহাতে নারাজ হয় তবে জিলার দেওয়ানী আদালতে মুৎফরক্কারূপে দরখাস্ত দিতে পারিবেক। যদি আদালতের তজবীজে জামিনী মাতবর চাহরে তবে জমীদারের উপর হুকুম হইবেক যে মঞ্জুর করিয়া বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া অবিলম্বে দাখিল খারিজ করে জানা কর্ত্তব্য যে ৫ ধারার ও এই ধারার লিখিত নিয়ম কেবল পত্তনির সম্যক্ অধিকার দানবিক্রয়াদিক্রমে হস্তান্তর হওনের সহিত সম্পর্ক রাখে নিরূপিত জমাতে তাহার কতক বিক্রয় ও দানের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না কেননা জমীদারের জমার তফরিক ও তক্সীম জমীদারের বিনানুমতিতে হইতে পারে না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৬ ধা।

৩৭২। ডিক্রী জারী বাবতে পত্তনি তালুকের নীলামের খরীদার যদি নীলামেতে খরীদ করণের তারিখহইতে এক মাসপর্য্যন্ত এই আইনের ৫ ধারার হুকুমেতে তাহার খরীদা তালুকের দাখিলখারিজ করণের নিমিত্তে জমীদারের কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিকে তাহার জমা দিতে হয় ও তাহার কাছারীতে না যায় তবে এক মাসের পরে জমীদারইত্যাদিরা যাবৎ দাখিল ও খারিজের নিয়মমতাচরণ না করে তাবৎ অধিকার ক্রোকেও দখলে রাখণের কারণ আপন ক্ষমতাক্রমে সরেজমীনে সাজওয়াল পাঠাইতে পারিবেক এবং যদি জমীদার আপন বাকীর নিমিত্তে এই আইনের নিয়মমতে পত্তনির অধিকার নীলাম হইলে জামিনী তলব করে ও নীলামের খরীদার খরীদের তারিখ-

হইতে এক মাসের মধ্যে তাহা না দেয় তবে জমীদারের ঐ মত ক্ষমতা আছে যে তাহার খরীদা অধিকার যাবৎ মালজামিন না দেয় তাবৎ ক্রোকে ও দখলে রাখণের কারণ সাজওয়াল পাঠায় ও ক্রোকের কালের উৎপন্ন যত টাকা এই ধারানুসারে পাওয়া যায় তাহাহইতে খরচখরচাসমেত জমা মিনাহ দিয়া যত টাকা বেশী থাকে তাহা খরীদারের নিমিত্তে আমানৎ থাকিবেক ও যদি ক্রোকী আমলের উৎপন্ন টাকা জমাহইতে কম হয় তবে বাকীর জওয়াব খরীদারের দিতে হইবেক ও তাহার এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলামইত্যাদি হওনের যোগ্য হইবেক যেমত তাহার দখলে থাকিলে হইত ও এপ্রকারেতে জমীদার কি অন্য যে ব্যক্তি ক্রোক করিয়া থাকে তাহার দরপেশকরা হিসাবে যাহা লেখা থাকে তাহাই প্রথমতঃ প্রমাণ বোধ করা যাইবেক ও তহসীলের উপায়ের প্রকরণে সরাসরীতে এই প্রমাণি বিস্তর ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৭ ধা।

৩৮ ধারা।

বিবিধ বিধি।—বাকী খাজানার নিমিত্তে পত্তনি তালুকের নীলাম।

৩৭৩। এই ধারার প্রস্তাবিত এলাকাদারদিগের শিরে বাকী পড়াতে তাহারদিগের এলাকা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ পারার ৭ প্রকরণের হুকুমমতে ইজারাআদি বাতিল হওনের মত বাতিল হইবেক না বরং ঐ এলাকা পত্তনিদারের করারদাদের মধ্যে থাকিয়া জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলামেতে বিক্রয় হইবেক অতএব পণের মধ্যে যত টাকা বাকীহইতে বেশী হয় তাহা পত্তনিদারের হক্ হইবেক ও তাহা পাইবার অধিকারী পত্তনিদার বরং তাহা যেং বিষয়ে বিলি হইবেক তাহার নিরূপণের হুকুম ১৭ ধারাতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৩৭৪। সরকারের তাহুতদার জমীদারদিগের ক্ষমতা আছে যে যে অধিকারের কৌলকরারের দস্তাবেজেতে জমীদারের নীলাম করাইবার ক্ষমতা থাকিবার কথা লেখা থাকে তাহাতে যদি বাকী পড়ে তবে বৎসরের মধ্যে দুইবার নীচের বেওরা করিয়া লেখা তারিখে পশ্চাৎ যেং নিয়মের কথা লেখা যাইতেছে তদনুসারে নীলামের নিমিত্তে দরখাস্ত করে ও ঐ ক্ষমতা যে সকল এলাকা অর্থাৎ অধিকারের করারদাদেতে সময়ের নিয়ম ও নিরূপণবিনা নীলামের ক্ষমতার কথা লেখা থাকে কেবল সেই সকল অধিকারের নিমিত্তে নহে বরং যে সকল অধিকারের দস্তাবেজেতে সাবেক আইনের মতে সনের আখিরীতে হওনের নিয়ম থাকে তাহার নিমিত্তেও থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

৩৭৫। বৈশাখ মাসের ১ পহিলা তারিখে এতাবতা যে সালের বাকীর তলব থাকে তাহা তামাম হওনের পর হালসালের ১ প্রথম দিবসে জমীদার তালুকদারদিগের কি অন্য যাহারদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের দস্তাবেজে উপরের প্রকরণের উক্ত প্রকারের হয় তাহারদিগের নামে গুজস্তা সনের বাকীর তফসীলসম্বলিত এক আরজী জিলার দেওয়ানী আদালতে ও এক আরজী জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে দাখিল করিবেক ও ঐ কৈফিয়তের আরজী ঐং কাছারীতে যেখানে সকলে দেখিতে পায় সেই স্থানে এই মজমুনের ইশ্তিহারসহিত লট্কান যাইবেক যে যদি তলবী বাকী এই সনের আগামি মাস অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে আদায় না হয় তবে ঐ তারিখেতেই কৈফিয়তের লিখিত এলাকা ঐ তারিখপর্য্যন্ত বাকী দাখিল না করণমতে নীলাম হইবেক কিন্তু যদি পহিলা জ্যৈষ্ঠ রবিবার কি পালি পর্ব্বের দিন হয় তবে তাহার পর যে দিন পর্ব্বের ও রবিবার না হয় সেই দিন নীলামের নিমিত্তে মোকরর হইবেক ও ঐ মজমুনের দোসরা ইশ্তিহার জমীদারী কাছারীতে লট্কান যাইবেক ও তাহার নকল কিম্বা ভিন্নং লাট লাটের কথা লেখা খোলাসা মফঃসলেতে পাঠান যাইবেক যে বাকীদারদিগের কাছারীতে কি তাহারদিগের এলাকার প্রধান কসবা কি মৌজাতে দেওয়া যায় ও যদি এই সকল নিয়মের কোন নিয়ম ছাড়া যায় তবে তাহার জওয়াব জমীদারের দিতে হইবেক ও মফঃসলেতে পাঠাইবার ইশ্তিহার এক জন পেয়াদার মারফতে পাঠান যাইবেক ও ঐ পেয়াদার আবশ্যক যে বাকীদারের কি তাহার নায়েবের স্থানে দিয়া তাহার রসীদ লয় ও তাহা যদি না হইতে পারে তবে তাহার আশপাশের তিন জন মাতবর সাক্ষির সাক্ষ্য প্রমাণে ঐ ইশ্তিহার পঁহুছিবার ও জারী হইবার মজমুনে এক লিখন লেখাইয়া লয় যদি রসীদ কি ঐ লিখনের দ্বারা এমত জানা যায় যে ১৫ বৈশাখের পূর্ব্বে মফঃসলেতে পঁহুছিয়াছিল তবে ঐ লিখন নিরূপণকরা দিনে নীলাম করণের অর্থে মাতবর দলীল হইবেক ও যদি আশপাশের নিবাসি লোকেরা তাহা

লিখিয়া দিতে ওজর করে তবে পেয়াদার আবশ্যক যে নিকটের মুনসেফের কাছারীতে কি মুনসেফ না থাকিলে থানাদারের কাছারীতে গিয়া ইশ্‌তিহার লইয়া যাওনের ও জারী করণের অর্থে তাহার নিকটে হলফ করিয়া এ বিষয়ের সার্টিফিকট তাহারদিগের একের দস্তখৎ ও মোহরে লেখাইয়া আনে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

৩৭৬। ঐমত কার্ত্তিক মাসের ১ পহিলা তারিখেতে জমীদারের কর্ত্তব্য যে ঐ সালের আখিরী আশ্বিন লাগাইতের বাকীর কৈফিয়ৎসম্বলিত আরজী ঐ দুই কাছারীতে দাখিল করিয়া অগ্রহায়ণ মাসের ১ পহিলা তারিখে বাকীদারের এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলাম হওনের কথাসম্বলিত ইশ্‌তিহার এ কথাযুক্তে লট্‌কাইয়া দেওয়ায় যে ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকী তামাম আদায় না হইলে কিম্বা ইস্তক বৈশাখ লাগাইৎ আখিরী কার্ত্তিক মাফিক কিস্তিবন্দী জমীদারের যত টাকা পাওনা হয় তাহার চৌথাই বাকী থাকিলে ইশ্‌তিহারের লিখিত তারিখে নীলাম করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

৩৭৭। পত্তনি তালুকের পূর্ব্ব২ বৎসরের বাকী খাজানা তালুকদারের নিজ দেনাপাওনার ন্যায় জ্ঞান হইবেক অতএব তাহার জন্যে ঐ তালুক প্রথমতঃ দায়ী নহে।—১৮৪৮ সালের ৩১ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৭৮। যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনেতে কোন স্থানে ইহা স্পষ্ট লেখা যায় নাহি যে সরকারে মালগুজারীকরণিয়া জমীদার যদি ঐ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণের প্রস্তাবিত প্রকারের কোন তালুকেতে আপন বাকী পড়িলে সে নিমিত্তে তাহা ঐ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণভিন্ন অন্য কোন আইনমতে নীলাম করাইতে চাহে তবে ঐ নীলাম ঐ ২ ও ৩ প্রকরণে বৎসরে দুইবার যে২ নীলাম করাইবার অনুমতি আছে সেই নীলামের দস্তুরমত ভরাপুরা মজলিসেতে হইবেক কি না ও ন্যায় ও বিচারের এবং ঐ আইনের মত এই যে জমীদারের বাকীর নিমিত্তে এপ্রকার তালুকের নীলাম প্রচার ও প্রকাশরূপে হয় যে তালুকের মালিকের তাহার পণ কমীহওন ইত্যাদি হানি হওনের ধোকা মিটে ও তাহা ঐ সকল নীলাম ঐ আইনের ৮ ধারার নিরূপিত নীলামের মতে সরকারের কার্য্যকারকের দ্বারা না হইলে হইতে পারে না অতএব নীচের লিখিত দাঁড়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে ঐ ৮ আইনের অতিরিক্ত নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী হওনের তারিখহইতে জিলা মেদিনীপুরসহিত সুবে বাঙ্গালার জিলাসকলে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮২০ সা। ১ আ। ১ ধা।

৩৭৯। যদি সরকারে মালগুজারীকরণিয়া কোন জমীদার ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণের প্রস্তাবিত প্রকারের কোন তালুক তালুকদারের শিরে বাকী পড়াতে নীলাম করাইতে ও ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনভিন্ন অন্য কোন আইনের নিয়মানুসারে সরাসরী তজবীজেতে নীলাম করাইবার অনুমতি লইতে চাহে তবে সে নীলাম জমীদার দরখাস্ত করিলে পর জিলা কি শহরের আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের অথবা তাঁহার আক্টিঙ্গ সাহেবের ও তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ সাহেবের কিম্বা তাঁহার আক্টিঙ্গ সাহেবের মারফতে হইবেক ও তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের সমস্ত হুকুম ও নিয়মমতে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।—১৮২০ সা। ১ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৩৮০। নীলামের পূর্ব্বে ১০ দশ দিন মিয়াদে ইশ্‌তিহারনামা আদালতের কাছারীতে এবং কালেক্টরী কাছারীতে লট্‌কান যাইবেক ইতি।—১৮২০ সা। ১ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৩৮১। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ও ১১ ও ১৩ ও ১৫ ও ১৭ ধারার লিখিত হুকুম ঐ নীলামের সহিত সম্বন্ধ রাখিবেক ইতি।—১৮২০ সা। ১ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৩৮২। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইল যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারায় যে উপকারি বিধান আছে তাহা লাখেরাজদারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ধারার মধ্যে কেবল জমীদার অর্থাৎ যে ভূম্যধিকারিরা একেবারে সরকারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিয়াছে তাহারদের বিষয় লেখে অতএব অন্য কোন প্রকার জমীদারের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।—১৮২০ সালের ৫ মের ৩১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে আগামি ছয় মাসীয় নীলামের নিমিত্তে জমীদারের তরফে দরখাস্ত দাখিল করণের যে দিবস নিরূপণ আছে তাহা পরবের মধ্যে পড়িল অতএব ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার মর্ম্মানুসারে তৎপরে যে প্রথম দিবসে দেওয়ানী আদালতের কাছারী হয় সেই দিবসে তাহারদের ঐ দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবেক এবং

সেই দিবসের পর এক মাস অতীত না হইলে নীলাম হইবেক না।—১৮২০ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের ৩২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৪। উক্ত আইন ও ধারানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্তে কোন২ প্রকার ভূমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নীলাম করিতে জমীদারেরদের যে অধিকার আছে সেই অধিকার তাঁহারা আপনারদের ইজারদারকে দিতে পারেন কি না অর্থাৎ যে ভূম্যধিকারী আপনার মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল করেন সেই ভূম্যধিকারী আপনার ভূমি ইজারা দেওয়াপ্রযুক্ত ৮ ধারার উপকারজনক নিয়মের বহির্ভূত হন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্তে পত্তনি তালুক নিয়মিত কালে নীলাম করিতে জমীদারের যে অধিকার আছে তাহা তিনি ইজারদারকে দিতে পারেন না যেহেতুক উক্ত ধারার অনুসারে যে জমীদারেরা সরকারের সঙ্গে একেবারে বন্দোবস্ত করিয়াছেন কেবল তাঁহারাই ঐ সাময়িক নীলামের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারেন।—১৮২৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের ৪৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৫। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন যে ব্যক্তি ভূমির ইজারা লয় সেই ইজারদার ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে মফঃসলী তালুক নীলাম করিতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে কালেক্টর সাহেব ফলতঃ কোর্ট ওয়ার্ডস জমীদারের স্থলে আছেন এবং জমীদার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া যে সরবরাহকারকে নিযুক্ত করেন তাহার যে ক্ষমতা আছে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত সরবরাহকারেরো সেই ক্ষমতা আছে এবং ভূমির সরবরাহ কার্য্যে যাহা২ করে তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকটে দায়ী। কালেক্টর সাহেবের স্থানে যে ইজারদার ইজারা করিয়া ভূমি লয় সেই ইজারদার কেবল ঐ খাজানার বাবৎ কালেক্টর সাহেবের নিকটে দায়ী এবং জমীদারের ইজারদার যে অবস্থায় আছে কালেক্টর সাহেবের ইজারদারও সেই অবস্থায় আছে। এবং ৪৬১ নম্বরী আইনের অর্থে সদর আদালত বিধান করিয়াছিলেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারানুসারে ভূম্যধিকারিদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গেল ভূম্যধিকারিরদের ইজারদার সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারে না। সদর আদালতের সেইরূপ আইনের অর্থ করণের অভিপ্রায় এই যে সেই আইনে কেবল ভূম্যধিকারিরদের বিষয় লেখে অতএব সেই আইনের নির্দ্দিষ্ট ভারি ক্ষমতা জমীদারভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে যে দেওয়া গিয়াছে এইমত অর্থ হইতে পারে না।—১৮২৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের ৫২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৬। এই আইনমতে দরখাস্ত করিলে পর যে এলাকা অর্থাৎ অধিকার নীলাম হইতে পারে তাহা তাহার জিলার দেওয়ানী কাছারীতে দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের হজুরে নীলাম হইবেক ও রেজিষ্টর সাহেব উপস্থিত না থাকিলে তাঁহার স্থানে যিনি থাকেন তাঁহার হজুরে নতুবা জজ সাহেবের হজুরে হইবেক ও নীলামী এলাকা অর্থাৎ অধিকার যে ব্যক্তি মূল্য বেশী কহে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ও বাকীদার সেওয়ায় জমীদার কি বাকীদারের পেটার এলাকাদার যে হউক সে নীলামেতে লইতে পারিবেক ও পণের টাকার মধ্যে শতকরা ১৫৲ টাকা নীলাম সারা হইবামাত্র নগদ দিতে হইবেক ও যে সাহেবের হজুরে নীলাম হয় তাঁহার ক্ষমতা আছে যে যাহার স্থানে ঐ আন্দাজ টাকা থাকনের কি দুই ঘড়ি পরে দিতে পারিবার প্রত্যয় না হয় তাহার ডাক নামঞ্জুর করেন ও শতকরা ১৫৲ টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গাল বেঙ্ক নোট কি কোম্পানির কাগজইত্যাদি দুই ঘড়ির মধ্যে না দিলে ইশ্তিহারী লাট পুনরায় ঐ মজলিসেতে নীলাম করা যাইবেক ও শতকরা ১৫৲ টাকা দিয়াও যদি পণের বাকী টাকা নীলামের অষ্টম দিবসের দুই প্রহরপর্য্যন্ত না দেয় তবে দুই প্রহরের পরে লোকদিগকে নবম দিবসে এতাবতা তাহার পর দিবস নীলামের নিমিত্তে জমা হইবার কারণ জানাইবার নিমিত্তে জিলার সদর শহরের সদর বাজারেতে ঢোল ফিরাইয়া ধেঁড়রা দেওয়া যাইবেক তাহার পরে ঐ লাট নিরূপিত সময়ে বিক্রয় করা যাইবেক ও যদি প্রথম নীলামহইতে কম মূল্যেতে বিক্রয় হয় তবে দ্বিতীয় নীলামহইতে প্রথম নীলামেতে যত টাকা বেশী হইয়া থাকে তাহা প্রথম নীলামের খরীদারের দেনা হইবেক ও তাহা ডিক্রী জারীর মতে লওয়া যাইবেক ও তাহার দাখিলকরা শতকরা ১৫৲ টাকা পণের টাকার মধ্যে ধরা গিয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ৯ ধা।

৩৮৭। ধার্য্য হইল যে দরপত্তনিদারের পত্তনিদারেরে যে কোন খাজানা দেয় হয় তাহা যদি সেই ব্যক্তি চাতুরীক্রমে বাকী না রাখে তবে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারানুসারে ঐ পত্তনি তালুক খরীদ করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ২০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৫৩ পৃষ্ঠা।

৩৮৮। নীলামের সময়ে লট্কান ইশ্তিহার খুলিয়া লইয়া কৈফিয়তের লিখিত বিলিমতে লাটসকল নীলামে ধরা যাইবেক ও জমীদারের তরফহইতে এক ব্যক্তি ইশ্তিহারের লিখিত বাকীদার লোকের মহালাতের

যাবৎ নীলামের তারিখ লাগাইতের উসুলের কৈফিয়ৎসুদ্ধা ও মফঃসলেতে ইশ্‌তিহার জারী হওনের দলীল পেয়াদার আনা রসীদ কি লিখনসমেত হাজির থাকিবেক ও যাবৎ বাকী কৈফিয়ৎ দেখা না যায় ও সনের বাকী থাকন নিশ্চয় না হয় এবং যাবৎ ঐ রসীদ কি লিখন পড়া না যায় তাবৎ কোন লাট নীলাম করা যাইবেক না ও উপরের লিখিত যে সকল নিয়মমতাচরণ করা গিয়া থাকে তাহার কথা আলাহিদাং রুবকারীতে লিখিয়া সিরিশ্‌তাতে রাখা যাইবেক যদি এই আইনের ৮ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত প্রকারের নীলাম হয় তবে বাকী নীলামের তারিখপর্য্যন্ত বৈশাখাবধি তামাম কার্ত্তিক লাগাইৎ ছয় মাসের কিস্তির টাকার চৌথাই বটে কি না ইহা বুঝা যাইবার নিমিত্তে বাকীদারের কিস্তিবন্দীও দরপেশ করিতে হইবেক ও যে সকল দস্তাবেজ দরপেশ করণের হুকুম হইল তাহা যথার্থ ও প্রকৃত প্রস্তাব হওনের জওয়াব জমীদারের দিতে হইবেক। যে সাহেব নীলাম করেন তাঁহার সহিত কোন এলাকা নাহি কিন্তু তাঁহার মজলিস ভরা পুরাহওনার্থে মনোযোগ না করণের ও গরজী হওনের ও এই আইনের নিয়মের অন্যথা করণের জওয়াব দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১০ ধা।

৩৮৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৯ সালের ৮ আইনের এবং ১৮২০ সালের ১ আইনের যেং ভাগে লেখা আছে যে পত্তনি তালুক অথবা বিক্রয়যোগ্য অন্যং অধিকার রেজিষ্টর সাহেব অথবা আক্‌টিঙ্গ রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা অথবা তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা নীলাম হইবেক এবং ঐ আইনের যেং ভাগে হুকুম আছে যে ঐ তালুক অথবা বিক্রয়যোগ্য অন্য কোন অধিকার নীলামের পূর্ব্বে যাহাং করিতে হইবেক তাহা এবং ঐ নীলামসম্পর্কীয় অন্যং কর্ম্ম জজ সাহেব করিবেন তাহা মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে উত্তর কালে সেই সকল নীলাম এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যং কার্য্য মালগুজারীর কালেক্‌টর অথবা ডেপুটী কালেক্‌টর সাহেবের দ্বারা কি কালেক্‌টর বা ডেপুটী কালেক্‌টর সাহেবের প্রধান আসিষ্টাণ্ট সাহেবের দ্বারা হইবেক এবং অন্যং সরাসরী মোকদ্দমার উপর ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৮ আইনের ৪ ধারার হুকুমানুসারে আইন না খাটনহেতুক যেমত রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে সেইমত আইন না খাটনহেতুক এ মোকদ্দমারো উপর ঐ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারিবেক ইতি।--১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৬ ধা। ১ প্র।

৩৯০। যদি বাকীদার পত্তনি তালুকদারের তালুক ১৮৩২ সালের ৭ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে বাকীর জন্যে বিক্রয় হইয়াছিল তবে যে বাকীর জন্যে তালুক নীলাম হইল তদপেক্ষা অধিক যে টাকা নীলামক্রমে উৎপন্ন হইল তাহা পাইবার জন্যে তাহারদের দরখাস্ত যে জজ সাহেবের হাতে ঐ টাকা আমানৎ আছে তাঁহার নিকটে দরপেশ করিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের ৭৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৯১। সদর আদালত বোধ করেন যে নীলামের খরীদার যদি খরীদের টাকা নীলামের দিবসের পর অষ্টম দিবসের দুই প্রহর বেলার মধ্যে না দেয় তবে নীলামের দিবসে যে শতকরা ১৫৲ টাকা করিয়া আমানৎ করিয়াছিল তাহা হারিবেক এবং দ্বিতীয় নীলামে যদি কিছু অধিক টাকা পাওয়া যায় তবে তাহা পাইবেক না এবং যদি কম টাকায় বিক্রয় হয় তবে তাহার নিশা করিবেক। এবং যে শতকরা ১৫৲ টাকা এইরূপে জব্দ হয় তাহা বাকীদারের নামে জমা হইবেক। জমীদার যে বাকী টাকার দাওয়া করে তাহা যদি ঐ জব্দহওয়া টাকায় পোষাইয়া উঠে তবে আর নীলাম করণের আবশ্যক নাই যদি না পোষায় এবং বাকীদার বাকীর টাকা না দেয় তবে ঐ তালুক নবম দিবসে পুনর্ব্বার বিক্রয় হইবেক এবং ঐ জব্দহওয়া শতকরা ১৫৲ টাকা এবং দ্বিতীয় নীলামের উৎপন্ন টাকাহইতে জমীদারের দাওয়া পরিশোধ হইলে পর যাহা বাঁচে তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবেক।—১৮৩০ সালের ২৪ ডিসেম্বরের ৫৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৯২। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে বাকী খাজানার বাবৎ সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৮ ধারার ৪ প্রকরণের বিধির অনুসারে জজ অথবা রেজিষ্টর সাহেব তালুক নীলাম করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে সকল তালুকে দখীলকার ব্যক্তির লাভ নীলাম হইতে পারে সেই তালুকের বাকী খাজানার নিমিত্তে তাহা নীলাম হইতে পারে এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ এবং ১৬ ধারার বিধির অনুসারে পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক যেরূপে নীলাম হইতে পারে সেইরূপে ঐ তালুকের নীলাম রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা অথবা তাঁহার অবর্ত্তমানে জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারানুসারে কালেক্‌টর সাহেবের দ্বারা হইতে পারে।—১৮৩২ সালের ২৫ মের ৬৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৯৩। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে এক জন পত্তনি তালুকদার খাজানা বাকী রাখিল তাহাতে তাহার পত্তনি তালুক নীলাম হইল এবং বাকীদার ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার বিরুদ্ধে আপনি বেনামীতে তাহা খরীদ করিল এবং

দরপত্তনিদারকে বেদখল করিল ইহাতে দরপত্তনিদারের কিরূপে প্রতিকার হইতে পারে। সেই ব্যক্তি আপনার দরপত্তনি তালুক ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে কি কেবল ঐ আইনের ১৩ ধারার এবং ১৭ ধারার ৫ প্রকরণের লিখিতমতে প্রতিকার পাইতে পারে। তাহাতে বিধান হইল যে বাকীদার আপনি পত্তনি তালুক বেনামীতে খরীদ করিতে পারে না তাহার ঐ খরীদ বেআইনী অতএব দরপত্তনিদারকে বেদখল করিতে তাহার কোন ক্ষমতা নাই। এইপ্রযুক্ত ঐ দরপত্তনিদার যদি বেদখল হইয়া থাকে তবে সেই ব্যক্তি ভূমি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে বেনামী খরীদারের নামে নালিশ করিতে পারে এবং সেই তালুকে তাহার যে লাভ ছিল তাহা মোকদ্দমার মূল্য ধরিবেক।—১৮৩৯ সালের ১৬ আগষ্টের ১২৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৯৪। যদি জমীদারের তলবী যে বাকী টাকার নিমিত্তে ইশ্‌তিহার হইয়া থাকে তাহা নীলামের নিমিত্তে মোকররহওয়া দিবসপর্য্যন্ত আদায় না হয় তবে এই আইনের ৯ ও ১০ ধারার উক্তমতে নিশ্চয় নীলাম করা যাইবেক কোন প্রকারে উপরের লিখনমতে তলবী টাকা আমানৎ হওনব্যতিরিক্ত মৌকুফ ও বিলম্ব করা যাইবেক না যদি কেহ জমীদারের বাকী স্বীকার না করে কি অন্য কোন হেতুতে নীলাম সিদ্ধ না হওনের ও তাহা করাইতে জমীদারের ক্ষমতা না থাকনের দাওয়া দরপেশ করিতে চাহে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে আদালতেতে নম্বরী নালিশ করে ও তাহার দাওয়া সাবুদ হইলে আদালতের তামাম খরচা ও খেসারৎ ধরিয়া পাওনের সহিত নীলাম রদ হওনের ডিক্রী হইবেক ও ঐ নীলামের খরীদার দস্তুরমত এই দাওয়াতে আসামী হইবেক ও যদি নীলাম রদ হওনের ডিক্রী হয় তবে আদালতের হাকিমের এমত সাবধান হওয়া আবশ্যক যে খরীদারের কোন প্রকার ক্ষতি না হয় যাহা হয় তাহা জমীদারের পক্ষে হয় ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৪ ধা। ১ প্র।

৩৯৫। এবং যদি তালুকদার জমীদারের ইশ্‌তিহারের কৈফিয়তের লিখনমত পাওনা স্বীকার না করে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে ইশ্‌তিহারের মিয়াদের মধ্যে সরাসরী তজবীজ হওনের নিমিত্তে দরখাস্ত করে পরে জমীদারকে অল্প মিয়াদের মধ্যে কবুলিয়ৎ ও বাকী সাবুদ হওনের অন্য২ দলীল গুজরাইবার হুকুম হইবেক যে হইতে পারিলে সরাসরী মোকদ্দমা নীলামের দিবস উপস্থিত হওনের পূর্ব্বে নিষ্পত্তি করা যায় ও ঐ নিষ্পত্তিমতে নীলাম হইবেক অথবা তাহা হওয়া রহিত হইবেক কিন্তু যদি নীলামের অবধারিত দিবসপর্য্যন্ত নিষ্পত্তি না হয় তবে দাওয়াকরা লাট বিলিমতে নীলামে ধরা যাইবেক ইহাতে যদি জমীদার কি তাহার স্বরূপ ব্যক্তি ইশ্‌তিহারের লিখিত বাকী লওনের নিমিত্তে জেদ করে তবে নীলাম মৌকুফ হইবেক না ও তাহার জওয়াব দিবার দায় জমীদারের শিরে থাকিবেক ও তাহার পরে সরাসরী নালিশেতে তজবীজ করা যাইবেক না কিন্তু যদি বাকীদার তলবী টাকা নগদ কি তাহার বাঙ্গালবেঙ্ক নোট অথবা কোম্পানির কাগজ আমানৎ করে তবে হইবেক ও তাহা সেওয়ায় নীলাম রদ হইবার ও তাহাতে হওয়া ক্ষতি ধরিয়া পাইবার নিমিত্তে নম্বরী নালিশ করণব্যতিরিক্ত আর কোন উপায় নাহি ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৪ ধা। ২ প্র।

৩৯৬। পত্তনিদারের পেটার যে সকল তালুকদারের তালুকের দস্তাবেজের মজমুন পত্তনিদারের দস্তাবেজের মজমুনমাফিক তাহার বিষয়েতে ইহা লেখা গিয়াছে যে বাকী পড়াতে করারদাদ বাতিল হয় না অতএব তাহারদিগের স্থানে জমা তলবকরণিয়া ব্যক্তি যদি আপন বাকীর নিমিত্তে যাহার শিরে তলব এতাবতা বাকী থাকে তাহার এলাকা করারদাদের নিয়মমতে নীলাম করাইতে চাহে তবে উচিত যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারা ও চলিত অন্য আইনের মতে সাল আখিরীতে নীলাম করাইবার অনুমতি পাইবার নিমিত্তে দস্তুরমত কার্য্য করে কিন্তু উচিত যে ঐ নীলাম পূর্ব্বে যেমত লেখা গেল সেইমত ভরাপুরা মজলিসে ও রেজিষ্টর সাহেবের কি তাঁহার আকটিং অর্থাৎ স্বরূপ যে সাহেব থাকেন তাঁহার ও তিনি উপস্থিত না থাকিলে জজ সাহেবের মারফতে হয় ও দশ দিন মিয়াদে ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার আদালতের ও কালেক্টরীর কাছারীতে লট্‌কান যায় ও এই আইনের লিখিত নীলামের অন্য যে২ নিয়ম তাহারদিগের অবস্থাযোগ্য হয় তাহা পত্তনিদারের ন্যায় তাহারদিগের প্রতি বর্ত্তিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৬ ধা।

৩৯৭। যদি কোন পত্তনি তালুক জমীদারের পাওনা বাকীর জন্যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনানুসারে নীলাম হওনের যোগ্য হয় তবে দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে সেই তালুক ক্রোক থাকনপ্রযুক্ত তাহার নীলাম বিলম্ব করা যাইতে পারে না।—১৮৪৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬১ পৃষ্ঠা।

৩৯৮। দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে পত্তনি তালুক ক্রোক হওয়াতে জমীদার আপনার খাজানা নীলামের দ্বারা

আদায় করিতে যে স্বত্ব রাখে তাহার কিছু হানি হয় না।—১৮৪৬ সালের ২৬ অক্টোবরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৬ পৃষ্ঠা।

৩৯৯। বর্দ্ধমানের রাজা দরখাস্ত করিলেন যে আমার জমীদারীর পত্তনি তালুক অন্য জিলাতে থাকিলেও বর্দ্ধমান জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা বাকীর জন্যে নীলাম হয়। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ৯ ধারায় হুকুম আছে যে ঐ পত্তনি তালুক যে জিলাতে থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ও সেই জিলার কাছারীতে নীলাম হইবেক এবং সদর আদালত ইহার বিপরীত হুকুম দিতে পারেন না।—১৮২০ সালের ১ সেপ্টেম্বরের ৩২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০০। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রী জারীক্রমে পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক নীলাম করিতে হইলে তাহা কাহার দ্বারা নীলাম হইবেক তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে কালেক্টর সাহেব তাহা নীলাম করিবেন।—১৮২২ সালের ২৬ আপ্রিলের ৩৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০১। জিলার কালেক্টর সাহেব পত্তনি তালুক নীলাম করণেতে আপন পদোপলক্ষে যে২ কার্য্য করেন সেই২ কার্য্যের বিষয়ে তাঁহার নামে দেওয়ানীতে নালিশ হইতে পাবে না। কিন্তু যে জমীদারের বাকী কহনেতে নীলাম হইয়াছিল তাহার নামে অথবা খরীদারের নামে কিম্বা উভয়ের নামে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নালিশ করিয়া প্রতিকার পাইতে পারে।—১৮২৬ সালের ৮ ডিসেম্বরের ৪৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০২। ১৮২৯ সালের ২৭ নবেম্বর তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতের বৈঠকে এই ধার্য্য হইল যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইন এবং ১৮১৯ সালের ৮ আইনের অভিপ্রায় ও অর্থের অনুসারে এবং সদর আদালতের ১৮০৯ সালের ২৭ জুন ও ১৪ নবেম্বর তারিখের আইনের অর্থক্রমে রাইয়তেরদের বিষয়ে জমীদারের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা সদর পত্তনিদারের নাহি এবং তিনি আদালতে পূর্ব্বে দরখাস্ত না করিয়া দরপত্তনিদারের তালুক নীলাম করিতে পারেন না।—১৮২৯ সালের ২৭ নবেম্বরের ৫৩১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০৩। ঢাকা জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৬ ধারাতে যে পত্তনি তালুক ও অন্যান্য বিক্রয়যোগ্য পাট্টার ভূমির বিষয় লেখে সেই প্রকার পত্তনি তালুকপ্রভৃতি মালগুজারীর ভূমি হইলে ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ২ ধারানুসারে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে রিপোর্ট না করিয়া ডিক্রী জারী করণার্থে বিক্রয় হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে ৩৪৯ নম্বরী আইনের অর্থে এমত হুকুম আছে যে ডিক্রী জারীক্রমে পত্তনি ও দরপত্তনি তালুক নীলাম করিতে হইলে তাহা কালেক্টর সাহেবের দ্বারা করিতে হইবেক এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ২ ধারানুসারে তাহার রিপোর্ট রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা যাইবেক।—১৮৩৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের ৮৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১ ধারা।

বিবিধ বিধি।—পত্তনি তালুক।—যে নিয়মমতে তালুক নীলাম হইতে পারে তাহা ও নীলাম স্থগিত করিতে রাইয়তেরদের ক্ষমতা।

৪০৪। এই আইনানুসারে জমীদারের বাকীর নিমিত্তে যে২ তালুক নীলাম হয় সেই২ তালুক তাহার বিষয়ে বাকীদারের কি তাহার উত্তরাধিকারির কি অন্য স্বরূপ ব্যক্তির তরফহইতে যে২ করারদাদ ও নিয়ম হইয়া থাকে সে সমস্ত করারদাদ ও নিয়ম ছাড়াইয়া নীলামের খরীদারকে পঁহুছিবেক কিন্তু যদি জমীদার ঐ বাকীদারকে যে সে করারদাদে কি বিশেষ কোন কৌলকরারেতে তালুক দিতে ক্ষমতা দিয়া থাকে ও দস্তাবেজেতে তাহার কথা স্পষ্ট লেখা থাকে তবে তাহার বহির্ভূত হইবেক না ও এ বিষয়ে বিশেষ ও স্পষ্ট হুকুম হইল যে এলাকাদারের করা কোন বিক্রয় কি দানে কি দেওয়া বন্ধকে কিম্বা কটে বিক্রয় করাতে অথবা অন্য আচরণেতে তাহার শিরে বাকী পড়িলে এলাকা জমীদার যেরূপে দিয়াছিল সেইরূপে এতাবতা তাহাতে অন্য কোন জনের দখল থাকনব্যতিরেকে নীলামের নিমিত্তে জমীদারের হাতে আসিবার আটক ও বাধা হইবেক না কিন্তু যদি নীলাম হইলে তাহা বহাল থাকিবার নিয়ম করারদাদের নিয়মের মধ্যে থাকে এবং নীলামের পরে তাহা বহাল থাকিবার স্পষ্ট অনুমতি জমীদারের স্থানে লইয়া থাকে তবে বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১১ ধা। ১ প্র।

৪০৫। এবং বাকীদার ইজারাওগয়রহের যে সকল পাট্টানুসারে উপরি ব্যক্তিকে আপনার ও চাসী প্রজা

লোকদিগের মধ্যগত করিয়া থাকে সে সমস্ত পাট্টা ও তাহা দিবার ক্ষমতা তাহাকে স্পষ্টরূপে দেওয়া গিয়া থাকনব্যতিরিক্ত নীলাম হওযাতে বাতিল হইবেক কেননা এমত এলাকাদারেরা বাকীদারের যে হক্ এতাবতা অধিকার তাহার কিছু ও কিঞ্চিদংশ পাইয়াছে ও তদ্দ্বারা ব্যতিরিক্ত জামীন দখল করণের ও প্রজা লোকের স্থানে তহসীল করণের অধিকারী নহে ও ঐ অধিকার সম্যক্ জমার জন্যে নীলাম হওয়াতে যায় অতএব ঐ এলাকাদারদিগের হক্ যাহা তাহারি হিস্যা তাহা সুতরাং যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

৪০৬। এই ধারানুসারে তালুকের খরীদারপ্রভৃতি যাহারা প্রজা লোক ও জমীদারের মধ্যেতে থাকে তাহারা খোদকস্তা প্রজা লোক কি বহু কালের কি পুরুষানুক্রমের নিবাসি অন্য চাসী লোককে তাহারদিগের জমীহইতে বেদখল করিতে পারিবেক না এবং বাকীদার কি তাহার স্বরূপ যে ব্যক্তি হয় সে উপরের উক্ত চাসী ও প্রজা লোকের সহিত জমা নিশস্তীর যে নিয়ম ও কৌলকরার বিনা চক্রান্ত ও চাতুরীতে করিয়া থাকে তাহাও বাতিল করিতে পারিবেক না কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতে নম্বরী নালিশেতে ইহা নাবুদ হয় যে পাট্টা দিবার সময়ে পাট্টাতে লেখা থাকা জমাহইতে অধিক জমা চাসীর শিরে ওয়াজিবী দেনা ছিল তবে পারিবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।

৪০৭। এই আইনের ১১ ধারাতে যে যথার্থ নীতি ও প্রকৃত দাঁড়া লেখা গেল তাহা সর্ব্ব কালে জমীদারের ওয়াজিবী জমার বাকীর নিমিত্তে হওয়া নীলামের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্তে অনুসারে কার্য্যহওনের উপযুক্ত অতএব ঐ ধারা সাবেক ও হালের নীলামের মোকদ্দমার সহিত ঐ দুই নীলাম যথার্থ ও সঙ্গত হইলে সম্পর্ক রাখিবেক ও সাবেক নীলাম সঙ্গত হওনের ভাবার্থ এই যে যথায় যে কালে হইয়া থাকে তথাকার সেই কালের রীতিমত হইয়া থাকন। জানা কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুমে এতাবতা নীলামের সময়ে নিয়ম ও করার ব্যর্থ হওনের হুকুমেতে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে হওযা নীলামের খরীদারের বাকীদারের পেটার এলাকাদারদিগের সহিত করা কৌলকরারের হানি হইবেক না ও ঐ কৌলকরার স্পষ্ট শব্দেতে হইয়া থাকে কিম্বা উভয়ের করা ব্যবহারেতে বোধ ও ব্যক্ত হয় দুই তুল্য ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে পেটার এলাকাদারদিগের এলাকা অসিদ্ধ হওনের অর্থে এই আইনে যে হুকুম লেখা যায় তাহা কেবল জমার বাকীর নিমিত্তে নীলাম হওনমতে সম্পর্ক রাখিবেক ও এলাকাদারের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কৃত বিক্রয় ও দানের সহিত ও ডিক্রী জারীর নিমিত্তে হওয়া নীলামের সহিত ও এলাকাদার জমীদারের নিকটে ইশতাফা করণের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না কেননা ঐ বিক্রয় ও দানাদি ক্রিয়াতে অধিকার যেরূপে বিক্রয় কি দানকর্ত্তাআদি নিয়মকারি ব্যক্তির ছিল সেইরূপে খরীদার কি গ্রহীতাদি লওনিয়ার হস্তগত হয় ও ইহারা তাহার স্বরূপ ব্যক্তি হয় অতএব পেটার এলাকাদারেরা যেমত বিক্রয়কারাদির নিকটে ছিল খরীদারাদির নিকটেও সেইমত থাকিবেক ইতি। ১৮১৯ সা। ৮ আ। ১২ ধা।

৪০৮। যে ব্যক্তি দুষ্টতঃ সদর পত্তনিদার তাহার বিরুদ্ধে বাকী থাকনের ডিক্রী হইলে পর ঐ সদর পত্তনির নীলাম হইল এবং সেই নীলামেতে বলরাম সেই সমুদয় সদর পত্তনি জমীদারের স্থানে পাইয়াছিল তাহার এক অংশ দরপত্তনিস্বরূপ ভোগ দখল করিতে আনন্দ আপনার স্বত্বের বিষয়ে নালিশ করিল। কিন্তু ঐ সদর পত্তনির এইরূপ বিভাগ হওনের কোন স্পষ্ট প্রমাণ হইল না এবং সুতরাং যে ব্যক্তির স্থানে আনন্দ আপনার তালুক পাইয়াছিল সেই ব্যক্তির ঐ সদর পত্তনি ছিল কি না এই বিষয়েতে কোন স্পষ্ট প্রমাণ হইল না তাহাতে ধার্য্য হইল যে আনন্দের তালুক ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১২ ধারার কার্য্যের বহির্ভূত হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ৩০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৬৪ পৃষ্ঠা।

৪০৯। পেটার তালুকদার প্রধান তালুকদারকে মালগুজারী দিলে ও প্রধান তালুকদার জমীদারকে না দিলে ১২ ধারার হুকুমমতে পেটার তালুকদারদিগের পক্ষে হানি হয় অতএব পেটার যে২ এলাকাদারেরা নীলামেতে বিনাকসুরে উদস্ত হয তাহারদিগকে নীলাম মৌকুফ করাইবার ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল একারণ নীচের লিখিত দাঁড়া লেখা যাইতেছে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

৪১০। প্রথম দরজার তালুকদারের এলাকা অর্থাৎ অধিকার জমীদারের বাকীর কারণ নীলামের নিমিত্তে এই আইনের ৮ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখনমত ইশতিহারের কৈফিয়তে লেখা গেলে দ্বিতীয় দরজার সমস্ত এলাকাদারেরা কি তাহারদিগের কোন২ জন জমীদারের মোখ্তারকার নীলামের মজলিসেতে বাকী যত টাকা জাহির করে তাহা আমানৎ রাখিয়া নীলাম মৌকুফ করাইতে পারিবেক ও ঐ মত নীলামের দিবসের পূর্ব্বে তাহারদিগের প্রথম দরজার তালুকদারের শিরে বাকী থাকনের অনুমান হইলেও সাবধানার্থে আমানৎ রাখিতে পারিবেক কারণ এই যে আমানতের টাকার সংখ্যা নীলামের দিবসে জমীদারের তলবী বাকীর সমান সাবুদ হইলে নীলাম

মৌকুফ হইবেক ও যদি বেশী হয় তবে যত বেশী হয় তাহা আমানৎরাখনিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও আমানৎ রাখা টাকা জমীদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

৪১১। যদি ঐ আমানৎ যে ব্যক্তির শিরে তাহার ব্যাপক ব্যক্তির ওয়াজিবী বাকী থাকে তাহার তরফহইতে হয় তবে বাকীর অর্থে দেওয়া যাওনের জিগির দিয়া দিতে হইবেক কারণ এই যে যদি ইশ্তিহারের লিখিত বাকীদার সেই সালের ও কিস্তির বাকীর দাওয়া তাহার নামে করিয়া থাকে তবে তত টাকা শোধ পায় এবং তাহার পরে সে নিমিত্তে তাহার নামে আদালতে নালিশ হইলেও তাহা শোধ হয় ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ৩ প্র।

৪১২। যদি আমানৎকরনিয়ার শিরে কিছু বাকী না থাকে তবে তাহার রাখা টাকা আগামি কিস্তিতে নীলাম মৌকুফ হওনের নিমিত্তে কাটিয়া লওয়া যাইবেক না বরং ইশ্তিহারের লিখিত এলাকাদার তাহার ঐ টাকার দেনদার বোধ হইবেক ও যে তালুক ঐ টাকা দেওয়াতে নীলামহইতে বাঁচে তাহা ঐ দেওয়া টাকাতে বন্ধক হইবেক ও বন্ধক দ্রব্যেতে বন্ধকলওনিয়ার যেমত দাওয়া থাকে সেইমত টাকাদেওনিয়ার দাওয়া ঐ তালুকেতে থাকিবেক এতাবতা তাহা দখলের দরখাস্ত করিবামাত্র দেওয়ান যাইবেক যে আমানতের টাকা তাহার মুনাফাহইতে সে পায় ও ইশ্তিহারের লিখিত বাকীদার যদি তাহার স্থানহইতে তালুক ফিরিয়া লইতে চাহে তবে তাহার এই দুই কর্ম্মের এক কর্ম্ম করা উচিত যে হয় আমানতের টাকা আমানতের তারিখহইতে দখল পাওনের তারিখপর্য্যন্ত শতকরা ১২৲ টাকার হিসাবে সুদসমেত দেয় কি নম্বরী নালিশ করিয়া ইহা সাবুদ করে যে ঐ আমানতের টাকা সুদসমেত তালুকের মুনাফাহইতে সে পাইয়াছে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৩ ধা। ৪ প্র।

৪১৩। যে পত্তনি তালুকের খাজানা ভূম্যধিকারির পাওনা আছে তাহা দরপত্তনিদারের দিতে দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৮৩ পৃষ্ঠা।

৪১৪। বাকী খাজানার জন্যে পত্তনি তালুক জব্দ হইলে যদ্যপি দরপত্তনিদারেরদের স্থানে কিছু বাকী নাই এবং যদ্যপিও সদর পত্তনিদারের ক্রটি হওনের পর জমীদার দরপত্তনিদারেরদিগকে আপন২ খাজানা তাহার কাছারীতে দাখিল করিবার হুকুম দিয়াছেন তথাপি ঐ দরপত্তনিদারেরদের তালুক নিবৃত্ত হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৭৯ পৃষ্ঠা।

৪১৫। বর্দ্ধমানের জমীদারীতে দরপত্তনিদারপ্রভৃতিরা যে পত্তনিদারের স্থানে আপন২ তালুক পাইয়াছিল সেই পত্তনিদার আপনার পত্তনির ইশ্তাফা দেওনেতে তাহারদের স্বত্ব লোপ হয় না। তাহারদের ঐ স্বত্ব কেবল খাজানার জন্যে পত্তনি নীলাম হওনের দ্বারা লোপ হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৯ সালের ২১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৩২৫ পৃষ্ঠা।

৪০ ধারা।

বিবিধ বিধি।—পত্তনী তালুক।—নীলামের পর তালুকের দখল পাওনের নিয়ম।

৪১৬। এই আইনমতে হওয়া নীলামের খরীদারের স্থানে সমুদয় টাকা আদায় হইবামাত্র ঐ খরীদার নীলামকরনিয়া সাহেবের স্থানহইতে টাকার রসীদসম্বলিত এক সার্টিফিকট পাইবেক পরে উচিত যে সার্টিফিকটসমেত জমীদারের কাছারীতে দাখিল খারিজের নিমিত্তে যায় ও জামিন তলব হইলে অর্দ্ধেক জমাপর্য্যন্তের জামিন দিতে হইবেক ও জামীন দিলে পর দখলের হুকুমনামা ও এক ইশ্তিহার এই মজমুনে পাইবেক যে সমস্ত প্রজা ও অন্য অন্যেরা খরীদারের নিকটে রুজু হইয়া নীলামের তারিখহইতে তাহার নিকটে মালগুজারী করে এবং জমীদারের আবশ্যক যে বিক্রয়হওয়া তালুকের যে সকল কাগজ তাহার কাছারীতে মৌজুদ থাকে তাহা সমস্ত খরিদারকে দেখায় ও যদি জমীদারের তলবমত জামিন দিলে পর জমীদার আবশ্যকী হুকুমনামা দিতে ও দাখিলখারিজ করিতে টালমটাল করে তবে খরীদার আদালতেতে এ বিষয়ের নালিশ করিয়া দখলের হুকুমনামা লইয়া নাজিরের মারফতে ডিক্রী জারী করণেতে যেমত দস্তুর আছে সেইমতে দখল পাইতে পারিবেক কিন্তু যদি

জামিনের মাতবরীর বিষয়ে জমীদারের আপত্তির নিমিত্তে টালমটাল হয় তবে এই আইনের ৬ ধারার মতে তাহার তদারক করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

৪১৭। খরীদার তাহার অধিকারের সরেজমীতে দখল পাইবার নিমিত্তে গেলে যদি বাকীদার কি তাহার পেটার তালুকদারেরা প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা প্রতিবন্ধকতার চেষ্টা ও তদবীরে থাকে অথবা তাহার খরীদার এলাকাহইতে তহসীল করণেতে ব্যাঘাত জন্মায় তবে খরীদারের ক্ষমতা আছে যে তৎক্ষণাৎ জিলার দেওয়ানী আদালতে সহায়তা করণের অর্থে দরখাস্ত করে ও ঐ আদালতহইতে আদালতের মোহর ও জজ সাহেবের দস্তখতে এক ইশ্তিহার এই মজমুনে জারী হইবেক যে যেহেতুক দরখাস্তকরণিয়া জমীদারের বাকীর নিমিত্তে নীলাম-হওয়া এলাকার খরীদার বটে অতএব বাকীদারের তালুকের সমস্ত হক্ অর্থাৎ স্বত্ব যেমত ঐ বাকীদার জমীদারের স্থানে পাইয়াছিল সেইমত তাহা সমুদয় দরখাস্তকরণিয়ার হইয়াছে ও কাহারু ভাগী হওয়া বিনা মফঃসলের তহসীলের ক্ষমতা তাহারি বটে ইহাতে যদি প্রজাদিগের মধ্যে কেহ খরীদার কি তাহার মোখ্তারভিন্ন অন্য জনকে এক কপর্দ্দক দেয় তবে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারারমতে সরাসরী নালিশেতে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৫ আইনের মতে তাহার মালআমওয়াল ক্রোক মৌকুফীর নিমিত্তে আপন করা দরখাস্তের তজবীজেতে কি কোন প্রকারেতে শোধ পাইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৫ ধা। ২ প্র।

৪১৮। ঐ ইশ্তিহারনামা জারী হইলেও যদি সাবেক বাকীদার তালুকদার কি তাহার পেটার অন্য এলাকাদারেরা খরীদারের দখল পাওনে প্রতিবন্ধক হয় কিম্বা কোন প্রকারে কাহারু তরফহইতে দাঙ্গা হইবার অনুমান হয় তবে এমত হুকুম আছে যে ঐ খরীদার সহায়তার দরখাস্ত করিলে পোলীসের কার্য্যকারক লোকেরা কিম্বা সরকারের অন্য যে কার্য্যকারক থাকে তাহারদিগ্হইতে যে সহায়তা হইতে পারে তাহা করে ও যদি দাঙ্গা ও হঙ্গামা উপস্থিত হয় তবে যে ব্যক্তি খরীদারের হক্ পাওনের প্রতিবন্ধকতা ও বাধা করিয়া থাকে তাহার জওয়াব তাহাকেই দিতে হইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৫ ধা। ৩ প্র।

৪১ ধারা।

বিবিধ বিধি।—পত্তনি তালুক।—এই আইনানুসারে বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইলে খরীদী টাকাতে যাহা করিতে হইবেক।

৪১৯। এই আইনমতে হওয়া নীলামের পণের টাকা যেং বিষয়ে বিলি হইবেক তাহার অর্থে নীচের লিখিত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ১ প্র।

৪২০। নীলামের পণের টাকাহইতে শতকরা ১৲ এক টাকা হিসাবে ঐ কর্ম্মকারি লোকদিগের খরচআদির নিমিত্তে সরকারে লওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ২ প্র।

৪২১। ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে সরকারের জন্যে যে শতকরা এক টাকা কমিস্যন লইবার হুকুম আছে তাহা নীলামে যত টাকা উৎপন্ন হউক সেই নীলামের খরচা বাদে উৎপন্নের উপর লইতে হইবেক। যে গতিকে একের অধিকবার নীলাম হয় সেই গতিকে শতকরা ১৫৲ টাকা করিয়া যেং টাকা আমানৎ হয় তাহা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় নীলামের উৎপন্নের যে বৈলক্ষণ্য টাকা প্রথম ও দ্বিতীয় খরীদারের স্থানে দাওয়া করা যাইতে পারে সেই বাবৎ যে কোন টাকা পাওয়া গিয়া থাকে তাহা মোট উৎপন্নের অংশের ন্যায় জ্ঞান হইবেক।—১৮২৯ সালের ৯ জানুআরির ৪৯১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪২২। পরে যে বাকীর নিমিত্তে নীলাম হইয়া থাকে সেই বাকী সুদমুদ্ধা ও ইশ্তিহার লইয়া যাওনিয়ার খরচাআদি নীলামের খরচখরচাসমেত বাকী তলবকরণিয়াকে দেওয়ান যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে নীলামের পণের টাকা যে সালের বাকীর নিমিত্তে ইশ্তিহার ও নীলাম হয় তাহার পূর্ব্ব সালের বাকী আদায়েতে খরচ পড়িবেক না কেননা যে সালেতে বাকী পড়ে সেই সালেতে তাহা তহসীল করণের নিমিত্তে তদবীর ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মত কার্য্য করা গেলে বাকী থাকে না ও সময় বহিয়া গেলে দেনাপাওনার ন্যায়

হইয়া পড়ে ও দেনাপাওনা আদায়ের নিমিত্তে নম্বরী নালিশ অবধারিত আছে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৩ প্র।

৪২৩। ঐ বাকী ও খরচখরচা আদায় হইয়া যাহা বেশী থাকে উচিত যে তাহা যে সাহেব নীলাম করেন তিনি কালেক্টর সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেবের খাজানাখানায় আমানৎ রাখান্ যে বাকীদারের পেটার তালুকদারদিগের মধ্যে কেহ কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি বাকীদারের দানাদিক্রমে মূল্য পাওনযোগ্য হক্‌দার হইয়া থাকে সে ব্যক্তি আপন হকের বদলে কিছু দাওয়া করে কি না ইহা দেখা যায় ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৪ প্র।

৪২৪। যে কোন ব্যক্তি নীলামহওয়া বস্তুতে আপন হক অর্থাৎ স্বত্ব আছে জানে সে নীলামের তারিখ-হইতে দুই মাসের মধ্যে ঐ নীলামের বস্তুর পরিবর্ত্তে আপন দেওয়া পণের দাওয়া কিম্বা আপন হকের খেসারৎ ধরিয়া পাইবার দাওয়া আদালতে নম্বরী নালিশেতে করিতে পারিবেক যদি আদালতের তজবীজে ঐ ফরিয়াদীর হক্ সাবুদ হয় তবে তাহার ঐ দ্রব্যের পণের কিম্বা মূল্যের কিম্বা খেসারতের বদল যাহা ন্যায়মতে ওযাজিবী হয় তাহা পাইবার ডিক্রী হইবেক ও যদি আদালতে এপ্রকার দাওয়ার মোকদ্দমা একের অধিক থাকে তবে যাবৎ সে সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ ডিক্রীপাওনিয়া কোন জনকে কিছু নীলামের পণের টাকা-হইতে দেওয়ান যাইবেক না কারণ এই যে আমানতের টাকা যেং ডিক্রী হয় তাহার টাকার সম্বন্ধে কত হয় তাহা বুঝা গিয়া যদি ডিক্রীর টাকা আমানতের টাকাহইতে অধিক হয় তবে আমানতের টাকা ডিক্রীর উপর হারহারি হইয়া বিভাগ হইবেক ও ডিক্রীর যাহাং বাকী থাকে তাহার নিমিত্তে কর্জ্জা ডিক্রীর ন্যায় ডিক্রী জারী করিয়া বাকীদারের স্থানহইতে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৫ প্র।

৪২৫। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে দ্বিতীয় দরজার তালুকদারদিগের কোন তালুকদার কিম্বা অন্য কোন মূল্য পাওনযোগ্য হক্‌দার যে করারদাদের নিয়মের মধ্যে জমা আদায় করণ এতাবতা দেওনের নিয়ম থাকে তদনুসারে নীলামেতে তাহার স্বত্বলোপ হওনহেতুক তাহার এওজ কিম্বা বদল নীলামের দিবসপর্য্যন্ত যত টাকা জমা তাহার ওয়াজিবী দেনা ছিল তাহা দাখিল করিয়া দেওন কি আদালতে আমানৎ করণ সাবুদ করণব্যতিরিক্ত কোন প্রকারে পাইতে পারিবেক না ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৬ প্র।

৪২৬। যদি বাকীদারের পেটার কোন এলাকাদার কিম্বা অন্য হক্‌দারের তরফহইতে দুই মাসের মধ্যে নীলামের পণের টাকার উপর কোন দাওয়া দরপেশ না হয় তবে যাহার এলাকা নীলাম হইয়া থাকে সে ব্যক্তি আমানৎথাকা সমুদয় টাকা পাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত করিয়া আমানতের টাকার উপর প্রতিবন্ধকতার দাওয়া না থাকনের কথা লেখা এক সর্টিফিকট আদালতের মোহর লইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে লইয়া গিয়া রসীদ দিয়া যত টাকা আমানৎ থাকে তাহা লইতে পারে এবং যদি দুই মাসের মধ্যের সমস্ত দাওয়াদারদিগের দাওয়ার সংখ্যা আমানতের সংখ্যার কম হয় তবে সমস্ত দাওয়ার টাকা মোটে যত হয় তাহাহইতে যত টাকা বেশী থাকে তাহার নিমিত্তে ও দস্তুরমত এক সর্টিফিকট লইতে পারে। এবং দ্বিতীয় দরজার তালুকদার কিম্বা অন্য হক্‌দারো ডিক্রী জারীর সময়ে নীলামের পণের টাকার আমানৎহইতে আপন পাওনা হিস্যার সংখ্যা লেখা সর্টিফিকট আদালতের মোহরে লইতে ও দস্তুরমতে তাহার লিখিত টাকা পাইতে পারে ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৭ প্র।

৪২৭। ঐ সকল লোকদিগের মধ্যে যাহার প্রয়োজন হয় সে ব্যক্তি আমানৎথাকা নগদ টাকা সমুদয় কি তাহাহইতে কতক লইয়া তাহার বদলে কোম্পানির কাগজ কি তাহার মত আর যে কাগজেতে মাসেং সুদ পাওয়া যায় তাহা দাখিল করিতে পারিবেক ও ঐ কাগজের হিসাব শেষবারে পাওয়া গবর্ণমেণ্ট গেজেটেতে খবর-হওয়া ডিস্‌কৌণ্ট এতাবতা কমী কি বেশী ধরিয়া করা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৭ ধা। ৮ প্র।

৪২ ধারা।

বিবিধ বিধি।—পত্তনি তালুকের বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি।

৪২৮। এক জন সদর পত্তনিদারের খাজানা বাকী পড়িয়াছিল এবং তাহার সরীকেরদের নাম জমীদারীর বহীর মধ্যে লেখা ছিল না এবং যদ্যপি তাহারা ঐ বাকী খাজানার আপনং অংশ জিলার খাজানাখানায় দাখিল করিয়াছিল তথাপি ধার্য্য হইল যে জমীদার জিলার আদালতের অনুমতিক্রমে অন্যান্য ব্যক্তিরদের সঙ্গে ঐ পত্তনি তালুকের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। কিন্তু সদর পত্তনিদারের কসুরক্রমে সরীকেরদের যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার বাবৎ তাহারা ঐ সদর পত্তনিদারের নামে নালিশ করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৯৫ পৃষ্ঠা।

৪২৯। ১৮১০ সালে আনন্দনামক এক জন জমীদার নির্দ্দিষ্ট খাজানার বাকীর জন্যে বলরাম নামক তাহার পত্তনিদারের নামে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে সরাসরীরূপে নালিশ করিল। জজ সাহেব দেখিলেন যে কিছু খাজানা বাকী আছে বটে কিন্তু তাহার বিষয়ে কোন বিশেষ ফয়সলা করিতে না পারিয়া আনন্দকে দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে কহিলেন কিন্তু তৎসময়ে এই নিয়ম করিলেন যে আনন্দ ঐ পত্তনি তালুক বিক্রয় করিয়া কাশীনাথের সঙ্গে নূতন বন্দোবস্ত করিতে পারে। আনন্দ পূর্ব্বাপেক্ষা কম খাজানায় কাশীনাথের সঙ্গে পত্তনি তালুকের বন্দোবস্ত করিল। তৎপরে আনন্দ বাকী খাজানার বাবতে বলরামের নামে নালিশ করিল কিন্তু ঐ পত্তনি তালুক বিক্রয়েতে যে মূল্য পাইয়াছিল তাহা আপনার দাওয়াহইতে বাদ দিল। তাহার দাওয়ার এক ভাগ ১৮১২ সালে অযথার্থ বলিয়া ডিসমিস হইল এবং অন্য ভাগের ডিক্রী হইল। ১৮২৩ সালে বলরাম ঐ পত্তনি তালুক ফিরিয়া পাইবার জন্যে আনন্দ ও কাশীনাথের নামে নালিশ করিল এবং ১৮১২ সালে আনন্দ যে দাওয়া করিল সেই দাওয়া যে২ গুজরের দ্বারা নিষ্ফল করিতে পারিল না সেই২ গুজর উপস্থিত করিয়া তাহার দ্বারা আপনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে চাহিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে তাহার দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ৯ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৫৭ পৃষ্ঠা।

৪৩০। আনন্দ ও বলরাম এই নিয়মেতে কাশীনাথের স্থানে সম্পত্তি ক্রয় করে যে কাশীনাথ বিনা এই সম্পত্তি আমরা আর কাহারো নিকটে বিক্রয় করিব না। তাহাতে ধার্য্য হইল যে আনন্দ এবং বলরাম যদি সেই সম্পত্তির এক ভাগের পত্তনি করিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে দেয় তবে তাহাতে তাহারদের ঐ অঙ্গীকারের এক ভাগ উল্লঙ্ঘন হইল তাহাতে ঐ পত্তনি তালুক অসিদ্ধ হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ২ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৫৬ পৃষ্ঠা।

৪৩১। আনন্দ বলরামের স্থানে এক তালুক খরীদ করে। তৎপরে দৃষ্ট হইল যে সেই সমুদয় তালুক বলরামের নহে কিন্তু তাহার এক ভাগ সে ব্যক্তি পত্তনিরূপে ভোগদখল করিতেছে। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ খরীদার যত কাল ঐ খরীদক্রমে তাহার ভোগদখল করে তত কাল সে ঐ পত্তনি তালুকের বিষয়ে দায়ী।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৮৩ পৃষ্ঠা।

৪৩২। আদালতের ডিক্রীক্রমে কোন ব্যক্তি পত্তনিদারের স্বত্বাধিকার খরীদ করিলে সেই পত্তনি তালুকের মধ্যে যে ভূমি জমীদার পত্তনির পাট্টার তারিখের পূর্ব্বে নিষ্করূপে অন্য ব্যক্তিকে দিয়াছিল এবং তাহা কখনো পত্তনিদারের ভোগদখলে ছিল না সেই ভূমির উপর ঐ খরীদারের কোন যথার্থ দাওয়া নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ৫ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৮১ পৃষ্ঠা।

৪৩৩। পত্তনিদার আপনার পত্তনি তালুক নীলাম করিতে দেওনপ্রযুক্ত দরপত্তনিদারেরদের পাট্টা বাতিল হইল এবং ঐ দরপত্তনিদারেরা আপনারদের ঐ দরপত্তনি তালুকের মূল্য ফিরিয়া পাইবার জন্যে পত্তনিদারের নামে নালিশ করিল তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই দুই কারণে ঐ ফরিয়াদীরদের বিরুদ্ধে ডিক্রী করিলেন। প্রথম ঐ২ ফরিয়াদী আপনারাই ঐ পত্তনি তালুকের খরীদার হইল। দ্বিতীয় ঐ পত্তনি তালুক নীলাম হওনের সময়ে ঐ দরপত্তনিদারেরদের স্থানেও খাজানা বাকী ছিল। (১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার ৬ প্রকরণ দেখ)।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ২০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৫৪ পৃষ্ঠা।

৪৩৪। ফরিয়াদী আসামীর স্থানে এক পত্তনি তালুক খরীদ করিল তৎপরে নিষ্পত্তি হইল যে তাহার এক ভাগ লাখেরাজ তাহাতে ফরিয়াদী ঐ পত্তনির জমাহইতে লাখেরাজের তুল্য খাজানা বাদ দিবার বিষয়ে নালিশ করিল। কিন্তু

সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই মত গতিকে খরীদারের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার বিষয়ে বিক্রেতা দায়ী নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ৭ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৭৯ পৃষ্ঠা।

৪৩৫। ধার্য্য হইল যে বাকী খাজানার নিমিত্তে পত্তনিদারের নামে সরাসরীরূপে নালিশ হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ৩০ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৭১ পৃষ্ঠা।

৪৩৬। ১৮১৯ সালের ৮ আইনক্রমে ডেপুটী কালেক্টর পত্তনি তালুকের যে নীলাম করেন তাহা কালেক্টর সাহেব ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২২ ধারার দত্ত সাধারণ ক্ষমতানুসারে অন্যথা করিতে পারেন।—১৮৪৮ সালের ২৫ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪৩ ধারা।

পোঁতা ধন।

৪৩৭। যেহেতুক নিধি অর্থাৎ পোঁতা ধন পাওয়া গেলে তাহার বিষয়ে মুসলমানের শরায় যেং হুকুম ও হিন্দু লোকের শাস্ত্রে যেং বিধান আছে তাহাতে অনেক ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে ও পোঁতা ধন পাওনিয়াদিগের বিষয় একরূপ দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী হওনের তারিখহইতে ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ১ ধা।

৪৩৮। যদি সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে মৃত্তিকাতে পুঁতিয়া রাখা কি অন্য প্রকারে গোপনে রাখা আশ্‌রফী কি টাকাইত্যাদি সোণা কি রূপার মুদ্রা কিম্বা মুদ্রাভিন্ন সোণা কি রূপা অথবা মণি মুক্তা প্রবালাদি রত্ন কিম্বা উত্তমং বস্তু পাওয়া যায় ও ইশ্‌তিহার দিয়া বিলক্ষণ প্রচার ও প্রকাশ করণের পরে তাহার মালিক অর্থাৎ স্বামী না মিলে তবে সেই নগদের কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকাহইতে অধিক না হইলে এবং তাহা পাওনিয়া ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা পশ্চাৎ এই আইনেতে যেং নিয়ম লেখা যাইতেছে তাহার মত কার্য্য করিলে সেই পোঁতা ধন যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা পাইয়া থাকে তাহা সেই ব্যক্তির কি ব্যক্তিরদিগের হইবেক ইতি। —১৮১৭ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৪৩৯। যদি কোন ব্যক্তি সরকারের শাসিত দেশের মধ্যে কোন স্থানে উপরের ধারার উক্ত কোন প্রকার পোঁতা ধন পায় তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার সেই স্থান যে জিলার কি শহরের মোতালক হয় সেই জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে দেয় ও সেই ধন তাহার ঠিক্‌ঠাক্ তফসীলের ফর্দ্দসহিত ঐ জিলা কি শহরের আদালতে আমানৎ রাখে ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

৪৪০। আদালতে এমত ধন আমানৎ হইলে ও তাহা তাহার তফসীলের ফর্দ্দের সহিত খুব মিলাইয়া দেখা গেলে পর আমানৎকরণিয়া ব্যক্তিকে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের হজুরহইতে তাহার রসীদ দেওয়া যাইবেক ও ঐ জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এক ইশ্‌তিহারনামা দেশের চলন ভাষাতে এই মজমুনে যে যে কেহ ঐ ধনে আপন অধিকার পাইবার দাওয়া রাখে তাহার উচিত যে এই ইশ্‌তিহারনামার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে স্বয়ং কি আপন উকীল এই আদালতে হাজির হইয়া কি করিয়া আপন দাওয়া সাবুদ করে লেখাইয়া আপন কাছারীতে ও জিলার কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়ান্ ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

৪৪১। যদি এমত ধনে সরকারের হকীয়তের অর্থাৎ অধিকার হওনের দাওয়া করা কর্ত্তব্য বোধ হয় তবে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টর সাহেবদিগের বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের কি সুবে বেহার ও বারাণস দেশের কমিস্যনর সাহেব কি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সম্মতিক্রমে কর্ত্তব্য যে উপরের প্রস্তাবিত নিয়মমতে তাহাতে সরকারের অধিকার হইবার দাওয়া দরপেশ করিয়া দাওয়া সাবুদ করিবার উদ্যোগ ও চেষ্টা করেন ও উপরের ধারার প্রস্তাবিত ইশ্‌তিহারনামার লিখিত নিয়মমতে ঐ ধনের বাবৎ দাওয়া প্রজা লোকের তরফহইতে কি সরকারের তরফহইতে দরপেশ হইলে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সরাসরী তজ-

বীজ করেন ও তাহাতে যদি আমানৎহওয়া সম্যক্ কি কতক ধনে সরকারের কি অন্য দাওয়াদারের হক নিঃসন্দেহ সাবুদ হয় তবে সেই ধন যে তাহার হকদার হয় সেই পাইবেক ও সেই ধন যে ব্যক্তি পাইয়া থাকে তাহার যাহা খরচখরচা হইয়া থাকে তাহা তাহাকে তাহার পাওনজন্য উপযুক্ত ইনামের সহিত দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

৪৪২। যদি এই আইনের ৪ ধারার উক্ত ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে সরকারের কি অন্য দাওয়াদারের তরফহইতে কোন দাওয়া দরপেশ না হয় কিম্বা দাওয়া কি দাওয়াসকল দরপেশ হইয়া সরাসরী তজবীজে তাহা সাবুদ না হয় ও এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়া সেই পোঁতা নগদের কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকার অধিক না হয় তবে জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই ধন যে ব্যক্তি কি যাহারা পাইয়া আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে এই আইনের হুকুমমত কার্য্য করণেতে যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহা কাটিয়া লইয়া এই আইনের ২ ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে সমর্পণ করেন ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

৪৪৩। যদি এক সময়ে ও এক স্থানে পাওয়া পোঁতা নগদের কি জিনিসের মূল্যের সংখ্যা সিক্কা এক লক্ষ টাকার অধিক হয় ও কোন প্রকারে তাহার উপর কাহারু করা দাওয়া সত্য ও সাবুদ না হয় তবে যে ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা তাহা পাইয়া আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহাকে কি তাহারদিগকে উপরের ধারার লিখিতমতে সিক্কা এক লক্ষ টাকা দিবার হুকুম হইবেক ও তাহা বাদে যাহা বাকী থাকে তাহা সরকারের থাকিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

৪৪৪। যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ২ ধারার প্রস্তাবিত ধন পাইয়া এক মাসের মধ্যে এই আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুমমতে তাহার সমাচার জিলা কি শহরের জজ সাহেবের হজুরে না দেয় ও সেই ধন আদালতে আমানৎ না রাখে তবে সেই ধনেতে সে ব্যক্তির কিছু স্বত্ব ও অধিকার হইবেক না ও তাহাতে তাহার যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহাও এই আইনের লিখিত হুকুমমতে যে ইনাম বখ্‌শিশ দেওয়াইবার হুকুম আছে তাহা কিছুই কোন প্রকারে পাইবেক না ও এ প্রকারে যত ধন গোপনে রাখিয়া থাকে পরে যদি তাহার উপর দরপেশ হইয়া সরাসরী তজবীজেতে আর কোন ব্যক্তির হক্ সাবুদ হয় তবে সেই ধন তাহার সুদ ও ইহার মোকদ্দমাতে সে ব্যক্তির যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহাসমেত তাহার মালিককে দেওয়ান যাইবেক ও যদি সেই ধনে কাহারু কোন দাওয়া সাবুদ না হয় তবে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কি বোর্ড কমিসানর সাহেবদিগের কিম্বা সুবে বেহার ও বারাণস দেশের কমিসানর সাহেবের সম্মতিক্রমে সরকারী উকীল দাওয়া দরপেশ করিলে সে ধন ক্রোক হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৮ ধা।

৪৪৫। জিলা কিম্বা শহরের আদালতের কোন আদালতহইতে এই আইনমতে সরাসরী বিচারানুসারে এমত মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি হইলে সে নিষ্পত্তির উপর সামান্য যে সকল দাঁড়া সরাসরী আপীলের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল দাঁড়ামতে প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে সরাসরী আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ৯ ধা।

৪৪৬। প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে এমত২ মোকদ্দমার আপীল হইলে ঐ আদালতের দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জজ সাহেবের হজুরহইতে যে২ নিষ্পত্তি হয় তাহাই সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হইবেক কিন্তু যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কেবল নিষ্পত্তি দেখিয়া কিম্বা মোকদ্দমার মোতালক কাগজপত্র দৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার সরাসরী আপীলমতে সে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্তে বিশিষ্ট হেতু পান্ তবে ঐ আদালতে এমত আপীল মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইতে পারিবেক ও এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সরাসরী আপীলের নিমিত্তে সামান্য যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে তাহার বিচার করিতে হইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ৫ আ। ১০ ধা।

৪৪ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ।—সিরিশ্‌তার স্থাপন।—যে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে হইবেক তাহা।

৪৪৭। সমস্ত দান বিক্রয়াদির কাগজপত্র রেজিষ্টরী করাইবার এতাবতা তাহার নকল রেজিষ্টরী সিরিশ্‌তায় দাখিল করাইয়া তথাকার নিদর্শন লিপি লইবার কারণ সকল জিলা ও শহর আজীমাবাদ ও শহর জাহাঙ্গীর নগর ও শহর মুরশিদাবাদে এক২ সিরিশতা নির্দ্দিষ্ট করা যাইবেক। এবং সেই সিরিশতার ব্যাপারের ভারসকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবদিগের প্রতি রহিবেক অতএব রেজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সিরিশ্‌তার মোতালক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আপন২ কর্ম্মস্থানের জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে নীচের লিখিত পাঠক্রমে সুকৃতি করেন্। সুকৃতির পাঠ এই যে লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যপ্রাগে আমি অমুক জিলা কিম্বা শহরের মোতালক সমস্ত কাগজপত্রের রেজিষ্টরী ধর্ম্মতঃ ও প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব এবং ইহাতে এই আইনের অনুসারে ও পশ্চাৎ শ্রীযুত গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের হুকুমে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের অনুসারে ছাপা ও জারীহওয়া কোন আইনের মতে আমার যে লাভপ্রসক্তি আছে ও হয় তদ্ভিন্ন লাভান্তর কোন প্রকারে এতদ্ব্যবলম্বনে গোপনে কিম্বা অগোপনে করিব না ইতি। ১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ২ ধা।

৪৪৮। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ২ ধারানুসারে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণার্থে যে সিরিশ্‌তা নিরূপণ হইল তাহা জিলার সদর মোকামে থাকা উচিত।—১৮১৩ সালের ১৯ আগষ্টের ১৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৪৯। কোম্পানি বাহাদুরের যে চিহ্নিত চাকরেরা ১৮১৪ সালের ৪ আইনের ৩ ও ৪ ধারানুসারে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরীর কর্ম্ম করিতে পারেন তাহারদের মধ্যে সিবিল চিকিৎসক সাহেব গণ্য আছেন।—১৮৩১ সালের ২৫ নবেম্বরের ৬১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫০। দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণবিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ৪ আইনের লিখিত হুকুম মতান্তর হইবাতে হুকুম হইল যে কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব উচিত বুঝিলে শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতি পাইয়া দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের ভার সদর মোকামনিবাসি প্রধান সদর আমীনের হাতে দিতে পারিবেন এবং ঐ কার্য্যনির্ব্বাহের অর্থে যে সকল হুকুম এক্ষণে চলন আছে তাহা ঐ প্রধান সদর আমীনের উপর খাটিবেক ও ঐ প্রধান সদর আমীন যত কাল ঐ কর্ম্ম করিতে থাকেন তত কাল ঐ কার্য্য নির্ব্বাহের অর্থে যত রসুম আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা পাইবেন ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৪ ধা।

৪৫১। রেজিষ্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে নীচের লিখিত বেওরাক্রমের সকল কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করেন।

সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্য২ স্থাবর বস্তুর খরীদগী কোবালা ও হেবানামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র ও দানপত্র।

সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্য২ স্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র ও তাহার উদ্ধারপত্র।

সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্য২ স্থাবর বস্তুর পাট্টা ও অপর কালনিয়মী কটপত্র আর ঐ সকল মতের যে কোন কাগজের অনুসারে যত কালের জন্যে যে স্থাবর বস্তু একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় তাহা।

ওছীয়ৎনামা অর্থাৎ উদ্দেশ দানপত্র।

কোন স্ত্রীর নামে তাহার স্বামী দত্তক পুত্র করিবার জন্যে যে অনুমতিপত্র লিখিয়া দিয়া থাকে তাহা ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৩ ধা।

৪৫২। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের জানুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ২৭ জিহীজ্জার পর রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ সাহেবের ইহাও উচিত যে বিলায়তনিবাসী কিম্বা এদেশীয় যে সকল লোকেরা নীলের কুঠীর

কার্য্য করে তাহারদিগের ও প্রজাইত্যাদির সহিত নীলের সরবরাহের নিমিত্তে যে সকল করারদাদ হয় তাহাতে রেজিষ্টরী করেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৪৫৩। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১ জানুআরি তারিখ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ২৭ জিহীজ্জার পর রেজিষ্টরী বহীর মহাফেজ সাহেবেরো উচিত যে তমঃসুকইত্যাদি দেনা ও পাওনার লিখনপত্রেতে ঐ তমঃসুকইত্যাদি লিখনপত্র যে ব্যক্তি লিখিয়া দিয়াছে তাহারি তরফহইতে রেজিষ্টরীর দরখাস্ত নিজে কিম্বা মোখ্তারকারের দ্বারা দাখিল হইলে রেজিষ্টরী করেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

৪৫৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে মোকদ্দমার খরচা দেওন বিষয়ে যে জামিনী পত্র দেওয়া যায় তাহা ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৫ ধারানুসারে রেজিষ্টরী হইতে পারে।—১৮৪০ সালের ১০ জানুআরির ১২৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫৫। জানা কর্ত্তব্য যে রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ সাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ও ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ও এই আইনের লিখিত দস্তাবেজভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে অনুমতি নাহি ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে উত্তর কালে রেজিষ্টরী বহীসকল কেবল ইঙ্গরেজী কাগজেতে প্রস্তুত হইয়া জিল্দবন্দী হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৭ ধা।

৪৫৬। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত হুকুম করিতেছেন যে রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা যে প্রকার দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের হুকুম আছে তাহা আইনমতে জজ সাহেব নিজে রেজিষ্টরী করিতে পারেন না অতএব জজ সাহেবের প্রতি সেই দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে নিষেধ হইল।—১৮১৩ সালের ১৯ আগষ্টের ১৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫৭। সদর দেওয়ানী আদালত এই নিয়ম করিয়াছেন যে যেপ্রকার ইষ্টাম্প কাগজ আইনের দ্বারা নিরূপণ আছে সেই প্রকার ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত না হওয়া কোন দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীর নিমিত্তে আনা গেলে রেজিষ্টর সাহেব তাহা রেজিষ্টরী করিবেন না কিন্তু সেই বেদাঁড়া ইষ্টাম্প যদি নিরূপিত ইষ্টাম্পের তুল্যমূল্য হয় কি তাহাহইতে অধিক মূল্য হয় তবে রেজিষ্টর সাহেব তাহার বিষয়ে কোন আপত্তি করিতে পারেন না এবং ঐ দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারেন না।—১৮২৬ সালের ২৬ নবেম্বরের ৪৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫৮। ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার হুকুমমতে যে দলীলদস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী হওনার্থে আনা যায় এবং তাহা কেবল রিকার্ডে রাখণের অভিপ্রায় আছে সে দলীল সাদা কাগজে লিখিত হইলে রেজিষ্টরী হইতে পারে।—১৮১৩ সালের ২৮ জানুআরির ১১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫৯। কোন দলীলদস্তাবেজ পারসী ভাষাতে লিখিত হওনপ্রযুক্ত দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেব তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিতে পারেন না।—১৮৩৯ সালের ২ আগষ্টের ১২৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬০। রাম এই দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়াছে যে আমি গোপালকে এক বিক্রয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম কিন্তু রেজিষ্টরী দফ্তরের কার্য্যকারক ঐ বিক্রয়পত্র এই ওজর করিয়া গ্রাহ্য করিলেন না যে ইহার পূর্ব্বে কোন এক ব্যক্তি সাক্ষিরদের দ্বারা দস্তখৎহওয়া রামের এক মোখ্তারনামা আনিয়া এবং ঐ সাক্ষিরদিগকে তাহার বিষয়ে শপথ করাইয়া সেই মোখ্তারনামার ক্রমক্রমে অন্য ব্যক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণের নামে লেখা রামের সেইরূপ এক বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরী করিয়া লইয়াছে।—তাহাতে কলিকাতার সদর আদালত এই উত্তর করিলেন। রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্তে যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহা রেজিষ্টর সাহেবের অবশ্য রেজিষ্টরী করিতে হইবেক এবং দুই বিক্রয়পত্রের মধ্যে কোন্ পত্র যথার্থ ও প্রকৃত এই বিষয়ে নম্বরী মোকদ্দমা করিতে হইবেক এবং দেওয়ানী আদালত তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু রেজিষ্টর সাহেবের উচিত যে ঐ দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরীকরণিয়া ব্যক্তি যদি আপনি হাজির হয় তবে সেই ব্যক্তি সেই কি না ইহা মনঃপ্রত্যয়রূপে অবগত হন্ কিন্তু যদি মোখ্তারের দ্বারা ঐ দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী হওনের নিমিত্তে পাঠান যায় তবে মোখ্তারনামাতে রীতিমতে সাক্ষিরদের দস্তখৎ আছে কি না এবং তাহা মাতবর কি না এই বিষয় নিশ্চয় করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২২ জুলাইর ১৩৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৬১। এক বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরী হওনার্থে রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে দাখিল হইল এবং তিনি সরাসরী বিচারানন্তর ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে হুকুম করিলেন। তাহাতে ধার্য্য হইল যে রেজিষ্টর সাহেবের এই হুকুম বেআইনী যেহেতুক সেই

বিষয় তাঁহার নিকটে বিচার হওনার্থে উপস্থিত হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৮৫ পৃষ্ঠা।

৪৬২। এক জন কমিস্যনর সাহেব সদর আদালতের নিকটে ইহা লিখিলেন যে ত্রিহুতেতে যে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে তাহা আমি অত্যন্ত অনুপযুক্ত বোধ করি এবং অনুমান করি যে তাহা আইনবিরুদ্ধ। সেই ব্যবহার এই যে যে দলীল "ইজারানামা" বলিয়া খ্যাত আছে তাহা তন্নিমিত্তে প্রস্তুতহওয়া এক বহীর মধ্যে রেজিষ্টরী হইয়া থাকে। ঐ দলীলের ভাব পশ্চাৎ লিখিত দলীলের মর্ম্ম পাঠ করিলে অনায়াসে দৃষ্ট হইবেক। তাহার এক দলীল এই "আমি ১৬ বৎসরবয়স্ক মীরমতুয়া ত্রিহুতের দেওয়ানী আদালতের এক জন উকীল ওমরাও সিংহের স্থানে আঠার টাকা কর্জ করিয়া পঁচাশী বৎসরপর্য্যন্ত তাহার দাস হইতে অঙ্গীকার করিলাম এবং তৎপরে আমার সন্তানেরা চির কাল তাহার দাস থাকিবেক।" অন্য এক দলীল এই এক ব্যক্তি দুই শত টাকা কর্জ করিয়া আপনার গোলামিনী এবং তাহার সন্তানেরদিগকে একাশী বৎসরপর্য্যন্ত মহাজনকে অর্পণ করিল। অতএব আমি সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ১৮১২ সালের ২০ আইনানুসারে অথবা দলীলের রেজিষ্টর সাহেবের উপদেশার্থে অন্য যে আইন নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে এইপ্রকার কার্য্যের দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে তোমার পত্রে যেপ্রকার দলীলের বিষয় লেখা আছে তাহা ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইন অথবা ১৮১২ সালের ২০ আইনের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নাই অতএব ঐ শেষোক্ত আইনের ৭ ধারায় যে নিষেধ আছে তদনুসারে সেই প্রকার দলীল রেজিষ্টরী করা বেআইনী। অতএব দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেবের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের জন্যে তুমি আমারদের এই মত ত্রিহুতের জজ সাহেবকে বিজ্ঞাপন করিবা।—১৮১৩ সালের ১৬ আগষ্টের ৮১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ।—রেজিষ্টরী করণের নিয়ম।

৪৬৩। রেজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই কার্য্য করিবার জন্যে আপনং দফ্তরখানায় রবিবার ও অন্যং পর্ব্বের দিনছাড়া অপর সকল দিনেই সূর্য্যোদয়াস্ত কালের মধ্যে এতাবত দিবাভাগে এক সময় অবধারিত করিয়া বৈঠক করেন ও যে সময়ে সেই বৈঠকের অবধারণ করেন তাহা সকলের জ্ঞাতসারের নিমিত্তে সেই সময়ের নিদর্শনে এক ইশ্তিহারনামা আপন দফ্তরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্কাইয়া দেওয়ান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৩ ধা।

৪৬৪। যে জিলা কিম্বা শহরের মধ্যে যে স্থাবর বস্তু থাকে তাহার কাগজপত্র সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের সিরিশতায় রেজিষ্টরী হইবেক। ইহাতে যদি কোন স্থাবর বস্তু দুই কিম্বা ততোধিক স্থানের দেওয়ানী আদালতের মোতালকে রহে তবে তাহার কাগজপত্র সেইং স্থানের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের সিরিশ্তায়-রেজিষ্টরী করা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৭ ধা।

৪৬৫। ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইতে পারে। ঐ দলীলসম্পর্কীয় সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ সেই জিলার মধ্যে থাকুক বা না থাকুক সেই জিলায় রেজিষ্টরী হইতে পারে ইতি।—১৮৪৫ সা। ৪ আ। ১ ধা।

৪৬৬। কিন্তু ইহাতে আরো হুকুম হইল যে যে জিলাতে ঐ দলীলদস্তাবেজসম্পর্কীয় সম্পত্তি সমুদয় না থাকে এমত জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইলে ঐ দফ্তরের রেজিষ্টরের উচিত যে যেং জিলায় ঐ সম্পত্তির সমুদয় অথবা তাহার কতক অংশ থাকে সেই প্রত্যেক জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে আপনার দফ্তরে রেজিষ্টরী ও পৃষ্ঠে দস্তখৎহওয়া দলীলদস্তাবেজের এক নকল পাঠান্। ঐ নকল ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্দিষ্টমতে দেওয়া যাইবেক এবং তাহাতে দস্তখৎ হইবেক। এবং যে রেজিষ্টরী দফ্তরে ঐ নকল পঁহুছে সেই দফ্তরের রেজিষ্টর আপনার নিকটে আদৌ রেজিষ্টরীকরাণিয়া ব্যক্তি সেই দলীলদস্তাবেজ দরপেশ করিলে যেরূপ কার্য্য করিতেন সেইরূপে রীতিমত তাহা রেজিষ্টরী করিবেন ইতি।—১৮৪৫ সা। ৪ আ। ২ ধা।

৪৬৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে কোন রেজিষ্টরী দফ্তরে পাঠাইবার নিমিত্তে যে নকলের আবশ্যক হয় এইমত প্রত্যেক নকল করণের রসুম রেজিষ্টরীকরাণিয়া ব্যক্তি রীতিমতে দিবেক এবং যে

রেজিষ্টর ঐ রসুম পান্ তিনি রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্তে নকল যেং রেজিষ্টরের দফ্তরে পাঠান যায় সেইং রেজিষ্টরকে ঐ রসুম বুঝাইয়া দিবেন ইতি।—১৮৪৫ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

৪৬৮। এবং ইহাতে হুকুম ইইল যে আসল দলীলদস্তাবেজ অথবা তাহার নকল পূর্ব্বোক্তমতে কোন জিলার রেজিষ্টরী দফ্তরে রেজিষ্টরী হইলে অন্য যে সকল বা যে কোন জিলায় ঐ দলীলদস্তাবেজসম্পর্কীয় সম্পত্তি থাকে সেই জিলায় তাহার নকল রীতিমতে রেজিষ্টরী হইলে বা না হইলে ঐ দলীলদস্তাবেজ কোন এক জিলার মধ্যস্থিত কোন সম্পত্তির বিষয়ে আইনমতে যথার্থরূপে রেজিষ্টরী হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ৪ আ। ৪ ধা।

৪৬৯। কর্ত্তব্য যে একং প্রকার কাগজ পৃথক্ং একং রেজিষ্টরী বহীতে অর্থাৎ নকলওগয়রহ করা যায় ও সেই বহীর প্রতিসফায় পত্রাঙ্ক এতাবতা নম্বর দাগ হয় এবং যে জিলা কিম্বা শহরের এলাকার সে বহী তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে সেই বহীর প্রতিওরকে দস্তখৎ করিয়া তাহার শেষ সফায় সকল সফার নম্বরের শুমার স্বহস্তে লিখেন এবং তাহার উপরেও আপন খেদমতের নিদর্শনে দস্তখৎ করেন এমতে নম্বর দাগ ও দস্তখৎ না হইলে রেজিষ্টরী কোন বহী মাতবর জ্ঞান হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

৪৭০। কর্ত্তব্য যে রেজিষ্টরী যে যে বহীতে যে যে কাগজের নকলওগয়রহ লেখা যায় সেইং বহীর নম্বর লেখা যায়। এবং যে সনের যে মাসের যে তারিখে যত বেলার সময় সেই কাগজের নকল বহীর যে স্থানে দাখিল হয় তাহার নিদর্শন সেই স্থানের পার্শ্বে রাখা যায় ও সে বহী সমস্তই দেওয়ানী আদালতের সিরিশ্তার সকল কাগজের শামিলে থাকিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

৪৭১। যদি কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের উক্ত প্রকারের কোন দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল করিতে চাহে তবে সে ব্যক্তি আসল দস্তাবেজ তাহার বজিনিস নকল উভয়ের দস্তখতে কিম্বা তাহার এক জনের এতাবতা যে ব্যক্তি দস্তাবেজ লিখিয়া দিয়া থাকে তাহার কিম্বা যাহার নিমিত্তে দস্তাবেজ লেখা গিয়া থাকে তাহার দস্তখতে ও ঐ দস্তাবেজের সাক্ষিদিগের মধ্যে এক জনের কিম্বা ততোধিক জনের দস্তখতে নিজে কিম্বা আপন মোখ্তারকারের দ্বারা রেজিষ্টর সাহেবের দফ্তরখানাতে লইয়া যাইবেক ও রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজের মাতবরীর তথ্য ও তদন্ত করণের বিষয়ে যেং নিয়ম নিরূপণ আছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া ও দরপেশ করা নকল আসল দস্তাবেজের সহিত মোকাবিলা করিয়া পরে অবিলম্বে ঐ নকলের পৃষ্ঠে তাহা দাখিল হওনের তারিখ ও বেলা রেজিষ্টরীর নিমিত্তে লিখিয়া নম্বর বিলিক্রমে সে নকল দফ্তরে দাখিল করিবেন ও রেজিষ্টরী বহীতেও তাহার নকল ঐপ্রকার বিলিমতে লিখিবেন ও তাহা লেখা যাইবার ও দৃষ্টি হওনের তারিখ ও বেলাও তাহাতে লিখিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৪৭২। উপরের নির্ণীত লেখাপড়াআদি সারা হইলে পর রেজিষ্টর সাহেব আসল দস্তাবেজের পৃষ্ঠে তাহাতে রেজিষ্টরী হওনের তারিখ ও বেলা রেজিষ্টরী বহীর যে সফাতে তাহার নকল হইয়া থাকে তাহার পত্রাঙ্কসুদ্ধা আপন দস্তখৎ সহিতে লিখিয়া সেই আসল দস্তাবেজ যাহার হয় তাহাকে ফিরিয়া দিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৪৭৩। যাহারা রেজিষ্টরী করাইতে চাহে তাহারদিগের দরপেশ করা নকলের পৃষ্ঠেতে যখন দস্তখৎ হয় যদি হইতে পারে তবে তখনি রেজিষ্টরী বহীতে ঐ দস্তাবেজের নকল হইবেক আর যদি তখন না হয় তবে কোন প্রকারে পর দিবসপর্য্যন্ত তাহার বিলম্ব হইবেক না ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৪৭৪। ময়মনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে হেবানামা অর্থাৎ দানপত্র দাতার মরণের পর রেজিষ্টরী হইতে পারে না অতএব দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর সাহেব তাহা রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে ভালই করিয়াছেন।—১৮৩৯ সালের ২১ জুনের ১২১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৭৫। যে কেহ কোন কাগজপত্র করে তাহার উচিত যে আপনি কিম্বা আপন পক্ষে নিযুক্তকরা অন্য কাহাকেও সেই কাগজপত্রে যাহারা সাক্ষী হইয়া থাকে তাহারদিগের জনেক কিম্বা ততোধিক জন সমভিব্যাহারে রেজিষ্টরী দফ্তরখানায় হাজির হইয়া সেই কাগজপত্র যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছে এমত প্রমাণ কথা রেজিষ্টর

সাহেবের সাক্ষাৎ সুকৃতিপূর্ব্বক কহে তদনন্তর সেই রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই কাগজপত্রের নকল যে বহীতে দাখিল করাইতে হয় তাহাতে তাহার আসলের মোতাবেক নকল করাইয়া তাহার উপর সেই কাগজের কর্ত্তা কিম্বা তাহার পক্ষে নিযুক্তকরা লোকের স্বাক্ষর দুই জন মাতবর লোকের সমক্ষে করাইয়া এবং সেই দুই জন সাক্ষির নাম তাহাতেও লেখাইয়া সেই নকল যে সনের যে মাসের যে তারিখের যত বেলার সময় বহীতে দাখিল হয় তাহার নিদর্শনে আপন দস্তখতী এক এত্তেলানামাসমেত সেই আসল কাগজ তাহার কর্ত্তা কিম্বা তাহার পক্ষের নিযুক্তকরা লোকের স্থানে দেন্ এবং যে বহীর যে সফায় সেই নকল দাখিল হয় তাহার নিদর্শন সেই এত্তেলানামাতেও থাকে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

৪৭৬। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন২ জিলায় অদ্যাপি এমত ব্যবহার আছে যে রেজিষ্টরী করণার্থে যে ব্যক্তিরা দলীলদস্তাবেজ আনে তাহারদিগকে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৯ ধারার বিধানমতে রেজিষ্টরী বহীতে ঐ দস্তাবেজের যে নকল হয় তাহাতে ঐ ব্যক্তিবদের দস্তখৎ করিতে হুকুম দেওয়া যায়। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ২০ আইনের ২ ধারার দ্বারা উক্ত আইনের ৯ ধারা রদ হইয়াছে অতএব যদি সেইরূপ ব্যবহার কোন জিলাতে থাকে তবে তাহা রহিত করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ২ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৭৭। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের নিয়মের বিষয়ে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণেতে যে হুকুম আছে আপনারা তাহার কি অর্থ করেন। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে আমারদের বোধে ঐ ধারার এই অর্থ হয় যে ঐ দলীলদস্তাবেজে যে ব্যক্তি দস্তখৎ করে সেই ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোখ্তার ঐ দলীলে দস্তখৎ হইয়াছিল ইহা স্বীকার করিবার নিমিত্তে রেজিষ্টরী দফ্তরে হাজির হইবেক এবং যে ব্যক্তিরদের সাক্ষাতে তাহা সহী হইয়াছিল তাহার মধ্যে এক বা দুই জন হাজির হইয়া শপথপূর্ব্বক তাহাতে সহী হইবার প্রমাণ দিবেক। যে ব্যক্তি ঐ দলীলে দস্তখৎ করিয়াছিল সেই ব্যক্তি যদি স্বয়ং হাজির না হইয়া এক জন মোখ্তারকে মোখ্তারনামা দিয়া সেই দলীল স্বীকার করিবার নিমিত্তে রেজিষ্টরী দফ্তরে পাঠায় তবে ঐ মোখ্তারনামা সেই ব্যক্তির দ্বারা দেওয়া গিয়াছে ইহা শপথপূর্ব্বক দুই জন সাক্ষির দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবেক। কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন না যে ঐ দলীলদস্তাবেজের দস্তখৎকরণিয়া ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার মোখ্তারকে শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতে আইনের মধ্যে কোন হুকুম আছে।—১৮১৫ সালের ৩ নবেম্বরের ২২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৭৮। উপরের ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখনানুসারে যে এত্তেলানামায় রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ হয় সে এত্তেলানামাক্রমে সকল আদালতেই প্রমাণ জানা যাইবেক যে তাহার লিখিত কাগজ রেজিষ্টরী হইয়াছে ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১০ ধা।

৪৭৯। রেজিষ্টর সাহেব লোকের ইহাও উচিত যে ইঙ্গরেজী প্রতিবৎসর গত হইলে পর গত বৎসরের বাবৎ রেজিষ্টরী বহীসকলের মজমুনের ফিরিস্তি যত শীঘ্র হইতে পারে প্রস্তুত করেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৯ ধা।

৪৮০। রেজিষ্টর সাহেবদিগের ইহাও উচিত হইবেক যে যাহারা অন্য২ লোকের দস্তাবেজে রেজিষ্টরী করাইতে আইসে তাহারদিগের দ্বারা যত মোখ্তারনামা দাখিল হয় স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহীতে তাহার নকল দাখিল করিয়া আপন দফ্তরখানাতে রাখেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ১০ ধা।

৪৮১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮১২ সালের ২০ আইনের ১০ ধারানুসারে যে ব্যক্তিরা দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্তে রেজিষ্টরী দফ্তরে হাজির হয় তাহারদের মোখ্তারনামা ঐ আইনের ৭ ধারামতে স্বতন্ত্র এক বহীতে লিখিতে হইবেক।—১৮৩২ সালের ৯ নবেম্বরের ৭৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮২। যে কালে কাহাকেও এমত সন্দেহের নিমিত্তে যে যে কাগজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল হইয়া থাকে সে বহী কিম্বা এই আইনের অনুসারে যে এত্তেলানামা দেওয়া গিয়া থাকে তাহার কিছু সেই ব্যক্তি কৃত্রিম অথবা ফেরফার করিয়াছে ফৌজদারী আদালতে সোপর্দ্দ করণ কর্ত্তব্য হয় সে কালে তথাকার রেজিষ্টর সাহেবের উচিত যে তদর্থে সরকারের তরফে তাহার নামে ফৌজদারী আদালতে নালিশ করেন এবং শরার মতে তাহার অপরাধ প্রমাণ করাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা পান্ আর সে বিষয়ে তাহার উপর কেতাবুল্লার যে হুকুম হয় তাহাও জারী করাইতে যথোচিত উদ্যোগী হন।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১২ ধা।

৪৮৩। সদর আদালতের সাহেবেরা দেখিয়াছেন যে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরেরা রেজিষ্টরীর সর্টিফিকেট কখন২

আপনারদের নামের কেবল আদি অক্ষরে দস্তখৎ করিয়া থাকেন অতএব তাঁহারা সেই বিষয়ে তোমাকে মনোযোগ করাইতে হুকুম করিয়া আদেশ করিতেছেন যে তুমি রেজিষ্টরদিগকে ইহা জানাও যে রেজিষ্টরী করণেতে তাঁহারদের পূরা নামে দস্তখৎ করা আবশ্যক এবং এইমত গুরুতর বিষয়ে ত্রুটি কি অমনোযোগ হইলে সদর আদালতের সাহেবেরা সেই বিষয়ে চেতাইবেন। —১৮৪৮ সালের ১২ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৬ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ।—রেজিষ্টরী বহী দেখন ও তাহাহইতে কোন কথার নকল করণ।

৪৮৪। রেজিষ্টর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কেহ রেজিষ্টরী বহীর মধ্যের যে কাগজ দেখিতে চাহে তাহাকে তাহা দেখান্ এবং যে কেহ সে কাগজের এলাকা রাখে সে তাহার নকল লইতে চাহিলেও তাহাকে তাহা দেন। ইহাতে যে আসল কাগজের মোতাবেক সে নকল হয় সেই আসল কাগজ হারাইলে কিম্বা নষ্ট হইলে অথবা উপস্থিত না থাকিলে সেই আসল কাগজের সাক্ষিরদিগের দ্বারা যদি এমত প্রমাণ হয় যে সেই আসল কাগজ যথার্থক্রমে লেখা গিয়াছিল তবে সেই নকল দৃষ্টে সকল আদালতেই সেই আসল কাগজের যাথার্থ্য প্রমাণ হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১১ ধা।

৪৮৫। সকল লোকেরদিগকে অনুমতি থাকিবেক যে রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া দফ্তরে দাখিলকরা কোন দস্তাবেজের নকল ও রেজিষ্টরী বহী দৃষ্টি করে ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

৪৮৬। রেজিষ্টর সাহেবের উচিত যে যে সকল দস্তাবেজের নকল রেজিষ্টরী বহীতে দাখিল হইয়া থাকে তাহার নকলের প্রয়োজন যাহার হয় তাহার দরখাস্তক্রমে তাহাকে নকল দেন আর যদি আসল দস্তাবেজ কোন প্রকারে হারায় কি নষ্ট হয় তবে যদি আসল দস্তাবেজের লিখিত সাক্ষিরা সত্যাসত্য ঐ দস্তাবেজ লেখা গিয়াছিল হলফ করিয়া ইহা কহে তবে অবশ্যই ঐ নকল আসল দস্তাবেজের ন্যায় আদালতের কাছারীতে গ্রাহ্য হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

৪৮৭। যে দলীলদস্তাবেজ কোন আদালতে দাখিল হয় নাই এইমত দলীলদস্তাবেজের নকল যখন দলীলের রেজিষ্টর সাহেবের দফ্তরখানাহইতে আনিবার আবশ্যক হয় তখন আসল দলীল যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছিল সেই মূল্যের ইষ্টাম্পের উপর ঐ নকল লিখিতে হইবেক অথবা আট টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ নকল লয় সেই ব্যক্তির ঐ দলীলে কিছু বিশেষ স্বাভ থাকা বা না থাকা দৃষ্টে ইষ্টাম্পের মূল্য নির্ণয় করিতে হইবেক। [১৮২৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ২০ এবং ২৩ দফা এবং B চিহ্নিত তফসীলের ৩ দফা দেখ।]—১৮২৬ সালের ৪ আগষ্টের ৪২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৭ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ।—দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণেতে যেরূপ বলবৎ হইবেক তাহা।

৪৮৮। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে উপরের ধারার লিখিত যে সকল কাগজপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাতে সকলেই ক্ষমতা রাখিবেক যে চাহে সে সকল কাগজ রেজিষ্টরী করায় অথবা না করায় ও তাহা না করাইলেও সে সকল কাগজের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা লোপ না হইয়া সাব্যস্ত ও বরকরার থাকিবেক যেমত এই আইন নির্দ্দিষ্ট না হইলে থাকিত ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৪ ধা।

৪৮৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে কিম্বা পরে ৩ তৃতীয় ধারার ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম ও ৬ ষষ্ঠ প্রকরণের লিখিত যে সকল কাগজপত্র হইয়াছে কিম্বা হইবেক তাহাতে সকলেই সাধ্য রাখিবেক যে সে সকল কাগজ বাসনা হয় রেজিষ্টরী করায় না হয় না করায় ও তাহা না করাইলেও সে সকল কাগজের অনুসারে যাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা নষ্ট না হইয়া সাব্যস্ত ও বরকরার রহিবেক যেমত এই আইন নির্দ্দিষ্ট না হইলে রহিত ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৫ ধা।

৪৯০। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি ও তাহার পরে ৩ তৃতীয় ধারার ২ দ্বিতীয় প্রকরণের লিখিত সকল কাগজপত্রের যাহা এই আইনের অনুসারে রেজিষ্টরী হইবেক সে কাগজ রেজিষ্টরী হইবার বিশ্বাস অর্থাৎ মাতবরী যদি আদালতে প্রমাণ হয় তবে সে কাগজের লিখিত স্থাবর বস্তুর নিদর্শনে সেমত অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত তারিখ ১ পহিলা জানুআরির পর হইয়া তাহা রেজিষ্টরী না হয় সে কাগজ অসাব্যস্ত ও বাতিল হইবেক যদ্যপি সেই না রেজিষ্টরী হওয়া কাগজ সেই রেজিষ্টরী হওয়া কাগজের তারিখের পূর্ব্বে কি পরেই বা লেখা যায়।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ১ প্র।

৪৯১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরি ও তাহার পরে ৩ তৃতীয় ধারার ৩ তৃতীয় প্রকরণের লিখিত বন্ধকী খতের যাহা এই আইনের অনুসারে রেজিষ্টরী হইবেক সে কাগজ রেজিষ্টরী হওনের মাতবরী যদি আদালতে প্রমাণ হয় তবে সেই কাগজের লিখিত স্থাবর বস্তুর নিদর্শনে সেমত অন্য যে কাগজ উপরের লিখিত তারিখ ১ পহিলা জানুআরির পর হইয়া তাহা রেজিষ্টরী না হয় সে কাগজের অনুসারে টাকা শোধ না পড়িয়া অগ্রে সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজের লিখিত টাকা পরিশোধ হইবেক যদিস্যাৎ সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজ সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের পূর্ব্বে কি পরেই বা লেখা যায়।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

৪৯২। উপরের ২ প্রকরণের লিখিত হুকুমের মর্ম্ম এই যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১ পহিলা জানুআরির পর যে কালে কেহ কোন স্থাবর বস্তু মূল্য দিয়া লয় অর্থাৎ খরীদ করে কিম্বা দানে পায় অথবা বন্ধক লয় তাহার প্রতি সে বস্তু তাহার পূর্ব্বে বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা অন্যের হস্তে গিয়া থাকিলেও তন্নিমিত্তে কিছু আঘাত ও দাগা হইতে পারিবেক না। আর এ প্রকরণের মর্ম্ম এই যে যে ব্যক্তি কোন স্থাবর বস্তুর পূর্ব্বে একের হস্তে বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা গিয়াছে এমত জানিয়া পশ্চাৎ সে বস্তুকে ঐ সকল মতের কোন মতে স্বহস্তবশ করে সে ব্যক্তির প্রতিও আঘাত ও দাগা হওন জ্ঞান হইবেক না জানিবেক যে ঐ ১ পহিলা জানুআরি তারিখের পর যে সময়ে কোন লোকে স্থাবর বস্তুর যাহা বিক্রয় কিম্বা দান অথবা বন্ধকের দ্বারা পাইয়া তাহার বিক্রয়পত্র কিম্বা দানপত্র অথবা বন্ধকী খত রেজিষ্টরী না করাইয়া থাকে ইহা জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ যদি সে বস্তু অন্য ব্যক্তিতে খরীদ করিয়া কিম্বা দানে পাইয়া অথবা বন্ধক লইয়া তাহার খরীদগী কোবালা কিম্বা দানপত্র অথবা বন্ধকী খত রেজিষ্টরী করায় তথাচ সে কাগজ রেজিষ্টরী করাইবার মাতবরীতে তাহার পূর্ব্বে সে বস্তু ঐ সকল মতের যে কোন মতে যে লোকের হস্তে গিয়া থাকে তাহাতে তাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা সেই লোকের পাওয়া কাগজ রেজিষ্টরী না হইয়া থাকিবার জন্য লোপ না হইয়া সেই রেজিষ্টরীহওয়া কাগজের অনুসারে যে ব্যক্তির যে প্রাপ্তব্য হয় সে ব্যক্তি তাহা পাইবার অগ্রে সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের ক্রমে যে লোকের যে প্রাপ্তব্য হয় সে লোক তাহা পাইবেক যদি আদালতে সেই রেজিষ্টরী না হওয়া কাগজের মতে সেই বস্তু সেই লোকের হস্তে যাওয়া প্রমাণ হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

৪৯৩। যেহেতুক বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর অধীন মফঃসলে রেজিষ্টরীবিষয়ক যে আইন চলে তাহাতে হুকুম আছে যে ভূমির অধিকার ও ভূমিবিষয়ক অন্যান্য লাভসম্বন্ধীয় পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হইলে যদি রেজিষ্টরীকরাণিয়া ব্যক্তি জানিল যে রেজিষ্টরী না হওয়া সেই বিষয়ের পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি আছে তবে ঐ রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী না হওয়া সেইরূপ পাট্টাপ্রভৃতির অপেক্ষা প্রবল হইবেক না। এবং যেহেতুক রেজিষ্টরীকরাণিয়া ব্যক্তিরদের সেইরূপ জ্ঞান থাকনের বিষয়ে এবং তাহারদের সেই২ স্থলে পূর্ব্বে সম্বাদ পাওনের বিষয়ে যে২ বিধি আছে তাহার অর্থ করণেতে আদালতের নিয়মের অত্যন্ত পেঁচ পড়িয়াছে। এবং যেহেতুক সেইরূপ সম্বাদ দেওন অথবা জ্ঞান থাকনের বিষয়ে যে তজবীজ হইয়াছে তাহাতে অনেক মিথ্যা শপথ হইয়াছে এবং ঐ তজবীজে আদালতের অনেক সময় লাগিয়াছে এবং যেহেতুক জাল কাগজপ্রযুক্ত এবং মিথ্যা শপথ এবং প্রবঞ্চনাক্রমে বিষয় ছাপানপ্রযুক্ত এবং অন্যান্য কুব্যবহারপ্রযুক্ত যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে অথবা ভূমি বন্ধক লইয়া টাকা কর্জ দেয় এইমত কোন ব্যক্তি ঐ ভূমির অধিকার অথবা তাহার অন্যান্য লাভসম্বন্ধীয় পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করাইলেও তাহার উপর এমত নির্ভর করিতে পারে না যে অন্য দাওয়াদার রেজিষ্টরী না হওয়া কোন পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বের তারিখের বলিয়া উপস্থিত করিয়া তাহার স্বত্বাদি মিথ্যা করিবেক না। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের চলিত কোন আইনেতে ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য

লাভসম্পর্কীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি পূর্ব্বে ছিল ইহা জ্ঞাত থাকনের অথবা তাহার সম্বাদ পাইবার বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি রদ হইবেক। এবং ভূমির অধিকার অথবা তাহার কোন লাভসম্পর্কীয় যে পাট্টা কি দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি ঐং রাজধানীর আইনানুসারে রেজিষ্টরী করণের হুকুম আছে তাহা যদি তৎপরের লিখিত সেই বিষয়ের পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী হওনের পূর্ব্বে রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তবে তৎপরের লিখিত যে পাট্টা কি দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী হয় তাহার অনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়া করে তাহার দাওয়া বলবৎ হইবেক এবং পূর্ব্বের হওয়া পাট্টা বা অন্য দলীলদস্তাবেজ থাকনের বিষয় সেই ব্যক্তি জানিয়াছিল বা তাহার সম্বাদ পাইয়াছিল এমত কথিত হইলেও তাহার পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজ অসিদ্ধ হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে আগামি ১৮৪৩ সালের ১ মে তারিখের পূর্ব্বে যে কোন পাট্টা কি অন্য দলীলদস্তাবেজ হইয়াছিল তাহার সঙ্গে এই আইনের সম্পর্ক আছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ইতি।—১৮৪৩ সা। ১ আ। ১ ধা।

৪৯৪। যেহেতুক ১৮৪৩ সালের ১ আইনের প্রকৃত অর্থ ও অভিপ্রায়ের বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত আইন রদ হয়। কেবল ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় রেজিষ্টরী না হওয়া পাট্টা এবং দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি আছে ইহা ঐ ভূমির অধিকার ও ভূমির অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা এবং দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরীকরানিয়া ব্যক্তিরদের জ্ঞাত থাকনের বা এত্তেলা পাওনের বিষয়ে বাঙ্গালা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের আইন বা আইনসকলের লিখিত বিধানসকল রদ করিতে ঐ ১ আইনে যেং হুকুম আছে তাহা স্থিরতর ও বহাল থাকিবেক ইতি। —১৮৪৩ সা। ১৯ আ। ১ ধা।

৪৯৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে গত মে মাসের ১ তারিখের পর ভূমি কিম্বা বাটী কি অন্য স্থাবর সম্পত্তির যে প্রত্যেক বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্রের নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমত রেজিষ্টরী হইয়াছে অথবা রেজিষ্টরী হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে সাব্যস্ত হইলে তাহার দ্বারা সেই সম্পত্তিবিষয়ক রেজিষ্টরী না হওয়া অন্য কোন বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্র অসিদ্ধ হইবেক ঐ দ্বিতীয় অথবা অন্য দলীল রেজিষ্টরী হওয়া দলীলের পূর্ব্বে স্বাক্ষর হউক বা পরে স্বাক্ষর হউক তাহা তুল্যরূপে অসিদ্ধ হইবেক। এবং উক্ত তারিখের পর ভূমির এবং বাটীর ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির যে বন্ধকপত্রের এবং ঐ বন্ধকী বিষয় উদ্ধার হওনের যে সর্টিফিকটের এক নিদর্শন আইনানুসারে রীতিমতে রেজিষ্টরী হইয়াছে বা উত্তর কালে হয় তাহার মাতবরীর বিষয় আদালতের হৃদ্বোধরূপে প্রমাণ হইলে তাহা রেজিষ্টরী না হওয়া সেই সম্পত্তির অন্য কোন বন্ধকপত্রের পূর্ব্বে পরিশোধ করিতে হইবেক ঐ দ্বিতীয় অথবা অন্য বন্ধকপত্র রেজিষ্টরীহওয়া বন্ধক পত্রের পূর্ব্বে সহী হউক বা পরে সহী হউক তাহা তুল্যরূপে অসিদ্ধ হইবেক। এবং ঐ বন্ধকপত্র অথবা সর্টিফিকটের রেজিষ্টরীকরানিয়া ব্যক্তি সেইরূপ রেজিষ্টরী না হওয়া বন্ধকপত্র বা সর্টিফিকট থাকনের বিষয় জানিল অথবা সম্বাদ পাইল ইহা কথিত হইলেও তাহাতে এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না। কিন্তু আরো জানা কর্ত্তব্য যে গত মে মাসের প্রথম তারিখের পূর্ব্বে করা কোন দলীলদস্তাবেজ অথবা সর্টিফিকটের সঙ্গে এই ধারার সম্পর্ক আছে এমত তাহার অর্থ করিতে হইবেক না ইতি।—১৮৪৩ সা। ১৯ আ। ২ ধা।

৪৯৬। এবং ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে উক্ত বিক্রয়পত্র বা দানপত্র কিম্বা বন্ধকপত্র কি সর্টিফিকট ছাড়া ভূমির অধিকার বা তাহার অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় পাট্টা বা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি গত মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে সহী হইয়া থাকুক বা পরে সহী হইয়া থাকুক তাহা রেজিষ্টরী না হওয়াতে কোন প্রকারে বাতিল নহে অথবা বাতিল হইবেক না কোন আইন বা ব্যবস্থাতে ইহার বিপরীতে কিছু থাকিলেও তাহাতে এই হুকুমের অন্যথা হইবেক না ইতি।—১৮৪৩ সা। ১৯ আ। ৩ ধা।

৪৯৭। ঐ সকল করারদাদকরণিয়া ব্যক্তিরা তাহার রেজিষ্টরী করাইবার এবং না করাইবার ক্ষমতা রাখে কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের জানুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর নীলের সরবরাহের বাবৎ যে কোন করারদাদ হইয়া এই আইনের দাঁড়ানুসারে তাহার রেজিষ্টরী হয় ইহাতে যদি সেই ভূমির উৎপন্নহওয়া নীলের সরবরাহের অর্থে আর কোন করারদাদ হইয়া থাকে কিম্বা হয় ও তাহার রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে এমতে উপরের উক্ত করারদাদের মাতবরী প্রমাণ হইলে তাহার পূর্ব্বের কি পরের লেখা আর সমস্ত করারদাদঅপেক্ষা ঐ উপরের উক্ত করারদাদের মাতবরী হইবেক ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৪৯৮। যেহেতুক কোনং ব্যক্তি রীতিমতে নিযুক্ত না হইয়া দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি-

য়াছেন এবং যেহেতুক কোন২ গতিকে আদালতের দিবসভিন্ন অর্থাৎ যে২ দিবসে জিলা কিম্বা শহরের আদালত কর্ম্মের নিমিত্তে খোলা ছিল এমত দিবসভিন্ন অন্য২ দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইয়াছে এবং রীতিমতে নিযুক্ত না হওয়া ঐ কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা রেজিষ্টরীহওয়া কিম্বা আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে রেজিষ্টরীহওয়া কোন দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী আইনমতে সিদ্ধ জ্ঞান হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে যাঁহারা রীতিমতে রেজিষ্টরী কর্ম্মে নিযুক্ত না হইয়া দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা রেজিষ্টরস্বরূপ যে২ কর্ম্ম করিয়াছেন সেই২ কর্ম্ম তাঁহারা রীতিমতে সেই পদে নিযুক্ত হইলে যেরূপ আইনানুসারে সিদ্ধ হইত সেইরূপ সিদ্ধ হইবেক এবং নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।—১৮৪৭ সা। ১৮ আ। ১ ধা।

৪১১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা রাজধানীর অধীন কোন জিলাতে আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের দ্বারা কিম্বা রীতিমতে নিযুক্ত না হইয়া যাঁহারা ঐ কর্ম্মের ভার পাইয়াছেন তাঁহারদের দ্বারা যে সকল কর্ম্ম হইয়াছে সেই সকল কর্ম্ম আদালতের দিবসে করা গেলে যেমন আইনমতে সিদ্ধ হইত তেমনি সিদ্ধ হইবেক ও নিত্য সিদ্ধ ছিল এমত জ্ঞান হইবেক ইতি।—১৮৪৭ সা। ১৮ আ। ২ ধা।

৪৮ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ।—ফিস অর্থাৎ রসুম।

৫০০। রেজিষ্টর সাহেবেরা রেজিষ্টরী বহীতে যে সকল কাগজপত্রের নকল দাখিল হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ২৲ দুই টাকা করিয়া সেই২ কাগজের কর্ত্তার স্থানে এবং সেই বহীহইতে যে যে কাগজের নকল যে যে ব্যক্তিকে দিতে হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ১৲ এক টাকা করিয়া সেই২ ব্যক্তির স্থানে ও সেই বহীর যে যে কাগজ যে যে লোককে দেখাইতে হইবেক তাহার একং কাগজের রসুম ৷৷০ আট আনা করিয়া সেই২ লোকের স্থানে পাইবেন ইহাতে সেই সকল কাগজের কর্ত্তাপ্রভৃতির কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের যে কেহ যে কাগজ রেজিষ্টরী করায় কিম্বা নকল লয় অথবা দেখে সে তাহার রসুম ঐ নিরূপিত হারে দেয় ইহার অধিক না দেয়। রেজিষ্টর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যাবৎ ঐ নিরূপিত রসুম না পান্ তাবৎ আপনার পতি অর্পিত এই ভারের কার্য্য করিতে মনোযোগী না হন। আর যে রসুম পান তাহাহইতে কাগজপত্রের নকল রেজিষ্টরী বহীতে করাণওগয়রহের জন্যে এদেশী লোককে আমলা নিযুক্ত এবং ঐ রেজিষ্টরী দফ্তরের সরঞ্জামী কলম কাগজ কালিইত্যাদির সরবরাহ করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩৬ আ। ১৪ ধা।

৫০১। যে কোন নিদর্শনেতে রেজিষ্টরী হয় যে ব্যক্তি তাহা রেজিষ্টরী করাইতে লইয়া আইসে সে ব্যক্তি তাহার প্রত্যেক নিদর্শনেতে ২৲ দুই টাকা করিয়া রেজিষ্টর সাহেবকে দিবেক ইহার অধিক নহে ও যে২ দস্তাবেজেতে রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তাহার নকল লইবার দরখাস্ত দাখিল হইলে দরখাস্তদেওনিয়া ঐ সাহেবকে প্রতিনকলেতে ১৲ এক টাকা করিয়া রসুম দিবেক ইহার অধিক নহে ও যে ব্যক্তি রেজিষ্টরী বহী দেখিবেক সে ব্যক্তি ৷৷০ আট আনা রসুম ঐ সাহেবকে দিবেক ইহার অধিক নহে ও ঐ রসুম না দিলে রেজিষ্টর সাহেবের ক্ষমতা আছে যে রেজিষ্টরীইত্যাদি না করেন ও জানা কর্ত্তব্য যে নকল লিখিবার ও রেজিষ্টরী বহী লিখিবার নিমিত্তে যে সকল মুহুরীর নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের মেহনতানা অর্থাৎ শ্রমের বেতন ও কাগজের মূল্য ঐ রসুমের টাকাহইতে রেজিষ্টর সাহেব দিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৪ ধা।

৪৯ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ।—নায়েব নিযুক্ত করণ।

৫০২। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের দ্বারা সকল জিলা ও শহরেতে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করণের যে পদ স্থির করা গিয়াছে এবং ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনের দ্বারা বারাণস দেশে এবং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩২ ধারাক্রমে জিলা কটকেতে স্থির করা গিয়াছে এবং ১৮০৩ সালের ১৭

আইনের দ্বারা দত্ত দেশসকলের নিমিত্তে পুনর্ব্বার নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে এবং ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার ১ প্রকরণের দ্বারা জয়করা দেশের ও জিলা বুন্দেলখণ্ডের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ পদের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে জিলা কি শহরের আদালতের স্থানেতে নির্ব্বাহ করা যাইবেক এবং উপরের উক্ত ঐং আইনেতে যেমত হুকুম আছে ঐ মত জিলা কিম্বা শহরের আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা কিম্বা যেখানে একহইতে অধিক রেজিষ্টর সাহেব থাকেন সেইখানে যে রেজিষ্টর সাহেব জিলা কি শহরের আদালতেতে রেজিষ্টরী কার্য্য করেন তিনি যত দিন ঐ স্থানেতে থাকেন তত দিন তাঁহার দ্বারা ঐ কর্ম্মের নির্ব্বাহ হইবেক এবং চলিত আইনেতে যেমত হুকুম পূর্ব্বে করা গিয়াছে সেইমত যত দিন ঐ রেজিষ্টর সাহেব ঐ স্থানে থাকেন তত দিন পীড়া কি অন্য কোন কারণেতে বাধা না হইলে আপনার প্রতি অর্পণহওয়া ঐ পদের কর্ম্ম স্বয়ং নির্ব্বাহ করিবেন ও পীড়িত হইলে কিম্বা আর কোন কারণে তথাহইতে অল্প দিনের নিমিত্তে স্থানান্তরে হইতে হইলে যে জিলা কি শহরের আদালতে ঐ সাহেব নিযুক্ত থাকেন সেই জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের সম্মতি লইয়া ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণার্থে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর ঐ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণের ক্ষমতাপন্ন কোন সাহেবকে আপন কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে আপনার নায়েবীতে পূর্ব্বমতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ও নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরীর নিমিত্তে যে দিব্য নিরূপিত আছে সেই দিব্য করিয়া ঐ নায়েব সাহেব রেজিষ্টর সাহেবের কর্ত্তব্য সকল কর্ম্ম করিতে পারেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ২ ধা।

৫০৩। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে জিলার দেওয়ানী আদালতের দ্বিতীয় এক্টিং রেজিষ্টর শ্রীযুত জানসন সাহেব যদি কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে জিলার কালেক্টরী কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন তবে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে পারেন কি না অথবা দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের কার্য্যে তাঁহাকে ১৮২৪ সালের ৪ আইনের বিধির অনুসারে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করণের আবশ্যক আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ সাহেব দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণের কার্য্যে নিযুক্তই আছেন অতএব কিছু কালের নিমিত্তে কালেক্টরী কার্য্যের ভার পাইলে উক্ত আইনানুসারে রেজিষ্টরী কার্য্যে তাঁহাকে পুনরায় নিযুক্ত করণের আবশ্যক নাই।—১৮২৪ সালের ২৫ জুনের ৩১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের অবর্ত্তমানে তাঁহার এওজে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলে যদি ঐ রেজিষ্টর জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টর সাহেব না হন তবে তিনি রেজিষ্টরীর রসুম পাইবেন।—১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের ৭৪৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০৫। কোন জিলা কি শহরের রেজিষ্টর সাহেব উপরের ধারানুসারে নায়েব নিযুক্ত না করিয়া আপন পদসম্পর্কীয় কর্ম্মস্থানহইতে যদি অন্যত্র যান্ তবে ঐ স্থানের জজ সাহেব কোম্পানি বাহাদুরের কর্ম্মক্ষম ও চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করণের ভারাক্রান্ত রেজিষ্টর সাহেবের নায়েবীতে নিযুক্ত করিতে এই ধারার লিখনদ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন ও ঐপ্রকারে নিযুক্ত ঐ নায়েব সাহেব নিরূপিত দিব্য করিয়া ঐ পদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

৫০৬। রেজিষ্টর সাহেবের পদ খালী হওনপ্রযুক্ত যে কোন সময়ে উপরের ধারার লিখনানুসারে নায়েব নিযুক্ত না হইতে পারে সে সময়ে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর কোন সাহেবকে নিযুক্ত করেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৪ ধা।

৫০৭। এই আইনের ৩ ও ৪ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে জজ সাহেব নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী করণের পদ বিশ্বাস করিয়া দিতে পারেন কোম্পানি বাহাদুরের এমত কোন চিহ্নিত চাকর ঐ স্থানেতে না থাকিলে জজ সাহেব ঐ পদের কর্ম্ম নির্ব্বাহ আপনি করিতে ক্ষমতা ও অনুমতিপ্রাপ্ত হইলেন ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

৫০৮। নিদর্শনপত্রাদি কাগজপত্রের রেজিষ্টরী জিলা কি শহরের জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব অনুপস্থিত থাকিলে জজ সাহেবের সম্মতিতে কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর অন্য যে কোন সাহেব নিরূপিত মতে করিয়া থাকেন ঐ রেজিষ্টরী জিলা কি শহরের আদালতের রেজিষ্টর সাহেব করিলে যেমন প্রবল হইত সেইমত প্রবল এই ধারার লিখিত হুকুমমতে হইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

৫০৯। এই আইনের ২ কি ৩ কি ৪ ধারানুসারে যে নায়েব রেজিষ্টর কি তৎকর্ম্মকারি রেজিষ্টর সাহেব নিযুক্ত হন তিনি যে সময়েতে সেই কর্ম্ম করেন সেই সময়ে আইনের নিরূপিত ফিস পাইবেন কিন্তু এ আইনের ৫ ধারানুসারে যখন জজ সাহেব ঐ কর্ম্ম করেন তখন ঐ ফিসহইতে ঐ কর্ম্মের আমলার খরচ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সরকারে জমা করা যাইবেক ইতি।—১৮২৪ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

৫১০। গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে সদর আদালত জানাইতেছেন যে জিলার মধ্যে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের বিধির অনুসারে অথবা অধীনস্থ মোকামে ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনানুসারে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরদিগকে চির কালের নিমিত্তে নিযুক্ত করিতে কেবল গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা আছে এবং দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের পদ শূন্য হইলে জজ সাহেবেরদের উচিত যে নিযত ঐ পদে অন্য ব্যক্তির নিযুক্ত হওনার্থে গবর্ণমেণ্টকে তাহার বিষয়ের সম্বাদ দেন।—১৮৪৫ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫১১। ১৮৪৫ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে সদর বোর্ডের আজ্ঞামতে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর গত মাসের ২৮ তারিখের ১৭৮ নম্বরী পত্রের পশ্চাৎ লিখিত নকল তোমার বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে পাঠাইতেছি। যে নিয়মানুসারে জিলার জজ সাহেবেরা দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরকে মনোনীত করিবেন তাহা তাহার মধ্যে স্পষ্ট লেখা আছে। কিন্তু তুমি এই বিষয় মনে রাখিবা যে ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনানুসারে স্থাপনহওয়া দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী পদে কোন ব্যক্তি নিযুক্ত হইতে পারেন কিন্তু পূর্ব্ব আইনের দ্বারা সদর মোকামে স্থাপিত ঐ পদে কেবল চিহ্নিত কর্ম্মকারকেরা এবং প্রধান সদর আমীন মনোনীত হইতে পারেন। অতএব দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী পদে নিযুক্ত হওনের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির নাম গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাওনের সময়ে যে পদ শূন্য হইয়াছে তাহা সদর মোকামী কি মফঃসলী ইহা স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক।—নকল—দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর নিযুক্ত করণের বিষয়ে সম্প্রতি সদর বোর্ডের সঙ্গে যে লিখনপঠন হইয়াছে এবং সেই বিষয়ে জিলার জজ সাহেবেরদের যে নানা দরখাস্ত শ্রীযুতের সম্মুখে আছে তাহার উপলক্ষে আদেশপূর্ব্বক তোমাকে হুকুম করিতেছি যে জিলার জজ সাহেবদিগকে সুযোগক্রমে ইহা জ্ঞাপন কর যে শূন্য রেজিষ্টরী পদে কর্ম্মকারকদিগকে মনোনীত করণের সময়ে মনোনীত হওনের নিমিত্তে যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরা উপস্থিত হন তাঁহারদের যোগ্যতার তারতম্য বুঝিয়া কর্ম্ম করিবেন এবং আর কোন বিষয়ের বিবেচনা করিবেন না। শ্রীযুত বোধ করেন যে রেজিষ্টরী পদের কর্ম্মকারকেরদের বারম্বার পরিবর্ত্ত না হওন অত্যাবশ্যক এবং এই নিমিত্তে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের মধ্যে কোন মোকামের দেওয়ানীর চিকিৎসক সাহেবকে চিহ্নিত আসিষ্টাণ্ট সাহেবঅপেক্ষা শ্রেয় জ্ঞান করিতে হইবেক। পক্ষান্তরে কখন২ দেওয়ানীর চিকিৎসকেরদের দেশীয় ভাষায় এইমত জ্ঞান নাই যে তাঁহারা রেজিষ্টরী হওনার্থ উপস্থিত নানাপ্রকার দলীলদস্তাবেজ প্রভেদ করিতে পারেন এবং এইপ্রযুক্ত কখন২ এইমত হইতে পারে যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের মধ্যে দেওয়ানী চিকিৎসকঅপেক্ষা চিহ্নিত আসিষ্টাণ্টকে শ্রেয় জ্ঞান করিতে হইবেক। কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে কোন২ মোকামে দেওয়ানীর চিকিৎসক অথবা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আসিষ্টাণ্টঅপেক্ষা যোগ্য সরকারী কর্ম্মভুক্ত বা সরকারী কর্ম্মছাড়া অন্য২ ব্যক্তিও পাওয়া যায় এবং যখন এইরূপ হয় এবং আইনানুসারে সেই ব্যক্তি নিযুক্ত হইতে পারে তখন শ্রীযুত ডেপুটী গবরনর সাহেবের ইচ্ছা নহে যে কেবল সরকারী কর্ম্মকারকদিগকে বা সরকারের কোন বিশেষ সিরিশ্তার লোককে মনোনীত করা যায়। অতএব জজ সাহেবেরা যখন কোন ব্যক্তির নাম গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠান তখন তাঁহারা নিশ্চিত ইহা জানাইবেন যে আমরা এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া ব্যক্তি মনোনীত করিয়াছি।—১৮৪৬ সালের ২৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৫০ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ।—রেজিষ্টরী বিষয়ে কর্ত্তৃত্বকরণ।

৫১২। রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ লোক আপন২ ভারের কর্ম্ম করণেতে ত্রুটি না করেন এ নিমিত্তে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের উচিত যে রেজিষ্টরী হওনের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে এই আইনানুসারে দস্তাবেজসকলের যে২ নকল দফ্তরে রাখিবার হয় তাহার পৃষ্ঠে ও রেজিষ্টরী বহীতে যে২ নকল হইয়া থাকে তাহার উপর রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতের উপরন্তু আপন দস্তখৎ করেন আর যদি জজ সাহেব সেখানে না থাকনপ্রযুক্ত ইহা হইতে না পারে তবে ঐ সাহেব ফিরিয়া আইলে পর এক মাসের মধ্যে উপরের নির্ণীতানুসারে আপন দস্তখৎ করিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৬ ধা। ২ প্র।

৫১৩। জজ সাহেব যখন দস্তাবেজের নকলে ও ঐ সকল রেজিষ্টরী বহীতে আপন দস্তখৎ করেন তখন তাঁহার উচিত যে যদি রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ সাহেব আপন ভারের যে২ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহা করণেতে ত্রুটি

করিযা থাকেন কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব আইনের নির্ণীতমতে কার্য্য না করিয়া থাকেন তবে ইহার সম্বাদ কৌন্সেলের সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের জ্ঞাত হওনার্থে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।—১৮১২ সা। ২০ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

৫১৪। জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে হুকুম করা গেল যে তাঁহারদের আদালতের রেজিষ্টরী বহী এবং রিকার্ড হইবার নিমিত্তে যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হইয়াছে তাহার নকল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরদের ছয় মাসীয় পরিভ্রমণ সময়ে ঐ সাহেবকে দেখান। অতএব সদর দেওয়ানী আদালত রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবেরদের প্রতি হুকুম করিতেছেন যে সেই বহী ও কাগজপত্র তাঁহার নিকটে দাখিল হইলে তিনি তাহার তদারক করেন এবং ১৮১১ সালের ২০ আইনের বিধিতে যে নিয়মে রেজিষ্টরী করণের এবং জজ সাহেবের দস্তখৎ করণের হুকুম আছে সেই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম দেখিলে সদর আদালতে তাহা জানান্।—১৮৩১ সালের ২৫ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৫১ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ।— দেওয়ানী মোকামে রেজিষ্টরী দফ্তর স্থাপনকরণ।

৫১৫। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের যে ২ দ্বিতীয় এবং ১৪ ধারা ১৭৯৫ সালের ২৮ আইনের দ্বারা বিস্তার করা গিয়াছিল তাহা এবং ১৮০৩ সালের ১৭ আইন এবং ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারা এবং ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩২ ধারা এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৪ ধারা এবং ৬ ধারার ২। ৩ প্রকরণ এবং ১৮২৪ সালের ৪ আইনের ২ ধারা মতান্তর হইল ইতি।— ১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ১ ধা।

৫১৬। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই ধারা যে পদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাহার অতিরিক্ত জজইত্যাদির কোন সদর মোকামে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরীর নিমিত্তে পদ স্থাপন হইতে পারে এবং ঐ মোকামবাসি যে কোন কার্য্যকারককে গবর্ণমেণ্ট ঐ পদের নিমিত্তে নিযুক্ত করেন তাঁহার হস্তে ঐ পদের কর্তৃত্ব কর্ম্ম গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে অর্পণ হইতে পারে ইতি।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ২ ধা।

৫১৭। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে জিলা বা শহরের আদালতের মোকামে স্থাপিত কোন পদে নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে রসুম ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই আইনের দ্বারা হুকুমহওযা কোন রেজিষ্টরীর পদে কোন নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিতে হইলে সেই রসুম লাগিবেক ইতি।— ১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৩ ধা।

৫১৮। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৫ ধারা এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৬ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণ এই আইনানুসারে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে পদ স্থাপিত হয় এবং যে ব্যক্তি নিযুক্ত হয় তাহার উপর খাটিবেক না ইতি।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৪ ধা।

৫১৯। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তিরা ইউরোপীয় ভাষার লিখিত কোন নিদর্শনপত্রাদি বাঙ্গলা দেশের রাজধানীর অধীন প্রদেশের কোন রেজিষ্টরীর দফ্তরে রেজিষ্টরী করিতে বাঞ্ছা করে সেই ব্যক্তিরা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ১৪ ধারার নিরূপিত রসুমের অতিরিক্ত ঐ নিদর্শনপত্রাদি নকল করণের নিমিত্তে সেকসন অর্থাৎ চুক্তিরূপে নকল করেণর যে হার নিরূপিত আছে তদনুসারে তাহা নকল করণের খরচ দিবেক ইতি।—১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৫ ধা।

৫২০। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্তে যে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি মরিলে অথবা ছুটী লইয়া বিদায় হইলে জিলার জজ সাহেব অথবা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মকারক অন্য যে কোন ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন তাহাকে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে ঐ পদের ভার গ্রহণ করিতে এবং ঐ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে ঐ পদে নিযুক্ত হইলে যেমত হইত সেইমত তাহাকে নিদর্শনপত্রাদির রেজিষ্টরী করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি। —১৮৩৮ সা। ৩০ আ। ৬ ধা।

৫২ ধারা।

রেজিষ্টরী করণ।—সদর আদালতের দ্বারা বিধির পুনর্ব্যাখ্যা করণ।

৫২১। ১৮৪৩ সালের ১৯ আইন জারীহওয়াতে দলীলদস্তাবেজের নিয়মিত সময়ে ও শুদ্ধরূপে রেজিষ্টরীর উপায় করণের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক হইয়াছে অতএব গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিয়াছেন যে সেই কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনের ২ ধারানুসারে প্রত্যেক দেওয়ানী মোকামে রেজিষ্টরী দফ্তর স্থাপন হয় এবং ঐ কার্য্য যাঁহারদের প্রতি অর্পণ হয় তাঁহারদের নিমিত্তে বিশেষ২ হুকুম প্রস্তুত হয় এবং গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হয়।—১৮৪৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫২২। অতএব দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের বিজ্ঞাপনের এবং দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরেরদের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে নীচের লিখিত বিধান গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে তাহার মধ্যে রেজিষ্টরী আইনের নানা বিধি এবং যে২ হুকুম বিশেষরূপে জ্ঞাপন করণের আবশ্যক তাহা লেখা আছে।—১৮৪৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫২৩। যে নানা আইনে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের বিশেষ বিধি আছে তাহা প্রথমে দেখিলে দেওয়া উচিত বোধ হয় এবং যে২ বিধানের বিষয়ে রেজিষ্টরী করণের আবপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদের বিশেষ মনোযোগ করণের আবশ্যক আছে তাহা পশ্চাৎ লিখিত দফাতে প্রকাশ হইল। সেই আইন এইং বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইন এবং তদনুযায়ি দত্ত দেশের ১৮০৩ সালের ১৭ আইন (ঐ আইন ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার ১ প্রকরণের দ্বারা জয়কর দেশের উপর বিস্তারিত হইল) এবং ১৮১২ সালের ২০ আইন এবং ১৮২৪ সালের ৪ আইন এবং ১৮৩৮ সালের ৩০ আইন এবং ১৮৪৩ সালের ১৯ আইন।—১৮৪৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৫২৪। ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৩ ধারা (দত্ত দেশের ১৮০৩ সালের ১৭ আইন) এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৩ এবং ৫ ধারায় রেজিষ্টরেরদের প্রতি নীচের লিখিত দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের হুকুম আছে। প্রথম। সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্যান্য স্থাবর বস্তুর খরীদগী কওয়ালা ও তেবানামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র ও দানপত্র। দ্বিতীয়। সকল ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্যান্য স্থাবর বস্তুর বন্ধকপত্র ও তাহার উদ্ধারপত্র। তৃতীয়। সকল ভূমি ও বাটীঘর এবং অন্যান্য স্থাবর বস্তুর পাট্টা ও অপর কালনিয়মীত কটপত্র আর ঐ সকল মতের যে কোন কাগজের অনুসারে যত কালের জন্যে যে স্থাবর বস্তু একের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় তাহা। চতুর্থ। ওছিয়ৎনামা অর্থাৎ উদ্দেশ দানপত্র। পঞ্চম। কোন স্ত্রীর নামে তাহার স্বামী আপন মৃত্যুর পরে দত্তকপুত্র করিবার জন্যে যে অনুমতিপত্র লিখিয়া দিয়া থাকে তাহা। ষষ্ঠ। বিলায়তজাত কিম্বা এদেশীয় যে সকল লোক নীলের কুঠীর কার্য্য করেন তাঁহারদের রাইয়তইত্যাদির সহিত নীলের সরঞ্জামের নিমিত্তে যে করারদাদ হয় তাহা। সপ্তম। তমঃসুকইত্যাদি দেনা ও পাওনার লিখনপত্র। এবং ১২৭০ নম্বরী আইনের অর্থে বিধান আছে যে মোকদ্দমার খরচার বিষয়ে যে জামিনীপত্র দেওয়া যায় তাহা ঐ তমঃসুকইত্যাদির মধ্যে গণ্য হইবেক। ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৮ ধারার ১ প্রকরণে (দত্ত দেশের ১৮০৩ সালের ১৭ আইন) এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৭ ধারায় হুকুম আছে যে প্রত্যেক প্রকার দলীলদস্তাবেজ আলাহিদা২ বহীতে রেজিষ্টরী হইবেক এবং ঐ বহীসকল নিগত ইঙ্গরেজী কাগজ লইয়া প্রস্তুত হইবেক এবং তাহা অতিসাবধানপূর্ব্বক জেল্দ করিতে হইবেক। এবং ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট দলীলদস্তাবেজব্যতিরিক্ত অন্য কোন দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিতে শেষোক্ত আইন ও ধারাতে রেজিষ্টরেরদের প্রতি বিশেষরূপে নিষেধ আছে। এবং ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৮ ধারায় (দত্ত দেশের ১৮১২ সালের ২০ আইনে) হুকুম আছে যে প্রত্যেক রেজিষ্টরী বহীর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অঙ্ক থাকিবেক এবং ঐ২ বহীতে যে প্রত্যেক দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী হয় তাহার বার্ষিক শ্রেণীক্রমে নম্বর হইবেক এবং সে বৎসরের যে মাসের যে তারিখে এবং দিবসের যে বেলায় রেজিষ্টরী হয় তাহা যে বহীতে উক্ত দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী হয় সেই বহীতে টুকিয়া রাখা যাইবেক। -১৮৪৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৫২৫। দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের যে রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার বৃত্তান্ত লিখিবার পূর্ব্বে সদর আদালতের সাহেবেরা রেজিষ্টরেরদিগকে স্মরণ করাইতেছেন যে শেষোক্ত আইনের ১০ ধারায় হুকুম আছে যে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করাইবার নিমিত্তে অন্যেরদের জন্যে যাহারা হাজির হয় তাহারদের মোখ্তারনামাসকল সাবধানপূর্ব্বক রাখিতে হইবেক কেবল এমত নহে কিন্তু ঐ সকল মোখ্তারনামার নকলের নিমিত্তে যে বহী নির্দ্দিষ্ট হয় এমত আলাহিদা বহীতে নিয়ত তাহার

নকল করিয়া রাখিবেন। এই হুকুম সদর আদালতের ১৮৩২ সালের ৯ নবেম্বর তারিখের ৭৩২ নম্বরী আইনের অর্থে পুনর্ব্বার উক্ত হইয়াছে।—১৮৫৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৫২৬। পরে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের নিমিত্তে যে২ বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা সদর আদালত পশ্চাৎ জানাইতেছেন। এবং আরো কেবল এই বিষয় উল্লেখ করিতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনে (দস্তুর রেশের ১৮০৩ সালের ১৭ আইনে) যে দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে বিলম্ব ও ক্লেশ হইতেছে দৃষ্ট হওয়াতে ১৮১১ সালের ১০ আইনের দ্বারা তাহা মতান্তর হইয়াছে। প্রথম। দলীলদস্তাবেজের সকল রেজিষ্টরের কর্ত্তব্য যে আপন২ দফুরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে প্রতিদিন নির্দ্ধারিত কএক ঘণ্টা আপন দফুরে হাজির হন। পরে ঐ ঘণ্টা অবধারণ করিলে সকলের জ্ঞাতসারের নিমিত্তে তাহার নিদর্শনে এক ইশ্তিহারনামা আপন২ দফুরখানায় সকল লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে লট্কান্। দ্বিতীয়। দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরের এইমাত্র অবধারণ করিবার হুকুম আছে যে রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্তে যে দলীল আনা যায় তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ও রীতিমত দস্তখৎকরণিয়াকর্ত্তৃক দস্তখৎ হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে কোন দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের পূর্ব্বে যে ব্যক্তি কোন দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করাইতে চাহে তাহাকে অথবা তাহার নিযুক্ত মোখ্তারকে আপন দফুরখানায় হাজির হইতে রেজিষ্টর হুকুম দিবেন এবং সেই ব্যক্তি আসল দস্তাবেজ এবং তাহার বজিনিস নকল সঙ্গে আনিবেক এবং যে ব্যক্তি দস্তাবেজ লিখিয়া দিয়া থাকে তাহার কিম্বা যাহার নিমিত্তে দস্তাবেজ লেখা গিয়া থাকে তাহার দস্তখৎ এবং ঐ দস্তাবেজের সাক্ষিদিগের মধ্যে এক জনের দস্তখৎ ঐ নকলে থাকিবেক। পরে রেজিষ্টর দস্তাবেজের সাক্ষিদিগের এক বা ততোধিক ব্যক্তির শপথপূর্ব্বক প্রমাণ দ্বারা এই অবধারণ করিবেন যে ঐ দস্তাবেজে রীতিমত দস্তখৎ হইয়াছিল এবং দরপেশকরা নকল আসল দস্তাবেজের সহিত ঠিক মিলে। এবং যে নকলেতে কোন নূতন কথা কি পংক্তির মধ্যে কিছু নূতন বসান গিয়াছে দৃষ্ট হয় কিম্বা যাহাতে কিছু কাটকুট দেখা যায় তাহা তিনি গ্রাহ্য করিবেন না এবং যাবৎ পরিষ্কার ও সুপাঠ্য নকল তাঁহার নিকটে আনা না যায় তাবৎ তাহা রেজিষ্টরী করিবেন না। ইহাতে তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের কিছু খরচ লাগিবেক না যেহেতুক ১৮১৩ সালের ২৮ জানুআরি তারিখের ১১৯ নম্বরী আইনের অর্থে হুকুম আছে যে রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্তে দস্তাবেজের যে নকল আনা যায় তাহা কেবল কাগজাদে থাকিবার জন্যে হইয়াছে এই নিমিত্তে তাহা সাদা কাগজে লেখা যাইতে পারে। তৃতীয়। দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরেরদের অবিদিত থাকিবেক না যে ১৮১১ সালের ২০ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণে হুকুম আছে যে তমঃসুক ইত্যাদি দেনাপাওনার লিখনপত্র যে ব্যক্তি লিখিয়া দিয়া থাকে কেবল তাহার দরখাস্তক্রমে ঐ তমঃসুকইত্যাদি রেজিষ্টরী হইতে পারে। চতুর্থ। পরে দরপেশহওয়া নকল উক্তরূপে মোকাবিলা হইলে পর রেজিষ্টরীর নিমিত্তে যে তারিখে ও দিবসের যে বেলায় তাহা আনা গেল তাহা রেজিষ্টর তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া রাখিবেন এবং যে বেলায় তাহা পাওয়া গেল সেই বেলার ক্রম তাহা নথীর শামিল করিবেন ও রেজিষ্টরী বহীতে তাহার নকল ঐ প্রকার বিলিমতে লিখিবেন। এবং উক্তমতে ঐ বহীতে তাহা লেখা সারা হইলে যে ব্যক্তির স্থানে পাইয়াছিলেন তাহাকে তাহা ফিরিয়া দিবেন এবং যে তারিখে ও দিবসের যে বেলায় তাহা রেজিষ্টরী হইল ও রেজিষ্টরী বহীর যে সফাতে তাহা লেখা গেল তাহার এক সর্টিফিকট ঐ দস্তাবেজের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। পঞ্চম। এ আইনের ঐ ধারার চতুর্থ ও পঞ্চম প্রকরণে হুকুম আছে যে রেজিষ্টরের নিকটে দরখাস্ত হইলে তিনি উক্তমতে দস্তখৎহওয়া ও নকলহওয়া এবং দফুরে দাখিলহওয়া দস্তাবেজের নকল এবং রেজিষ্টরী বহীর নকল লোকদিগকে দেখিতে দিবেন। এবং যে সকল দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করিয়া থাকেন তাহার সঙ্গে যাহারদের সম্পর্ক থাকে তাহারদিগকে তাহার নকল দিবেন। যে ইষ্টাম্প কাগজে এ নকল লিখিতে হইবেক তাহার মূল্যের বিষয়ে ১৮১৬ সালের ৪ আগষ্ট তারিখের ৪১৮ নম্বরী সদর দেওয়ানী আদালতের আইনের অর্থ এবং ১৮১৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ১০ ও ২৩ দফা এবং B চিহ্নিত তফসীলের ৩ দফাতে হুকুম আছে।—১৮৪৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৫২৭। দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরেরা যে মেহনতানা পাইবেন তাহা ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৪ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে যথা। প্রথম। যে সকল কাগজপত্র অথবা দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী হয় সেই২ কাগজের প্রত্যেকের জন্যে যে ব্যক্তি রেজিষ্টরী করাইয়াছিল সেই ব্যক্তি দুই টাকা করিয়া রসুম দিবেক। দ্বিতীয়। রেজিষ্টরীহওয়া প্রত্যেক দস্তাবেজের নকলের নিমিত্তে দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তি এক টাকা করিয়া রসুম দিবেক। তৃতীয়। এবং রেজিষ্টরী বহী দেখনের দ্বারা যে ব্যক্তি তাহার অন্বেষণ করে সেই ব্যক্তি ।৵ আট আনা করিয়া রসুম দিবেক। এবং যাবৎ উক্তমতে নিরূপিত রসুম সকল না দেওয়া যায় তাবৎ রেজিষ্টর আপনার প্রতি অর্পিত এই ভারের কার্য্য করিতে মনোযোগী হইবেন না।—১৮৪৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৫২৮। ১৮৪৩ সালের ১৯ আইনের ২ ধারাতে হুকুম আছে যে যে ভূমি এবং বাটীঘর ও অন্যান্য স্থাবর বস্তুর খরীদগী কওয়ালা ও দানপত্র এবং ভূমি ও বাটীঘর ও অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির বন্ধকপত্র আইনানুসারে ও রীতিমতে রেজিষ্টরী হয় তাহা রেজিষ্টরী না হওয়া দস্তাবেজঅপেক্ষা মাতবর হইবেক অতএব যে রেজিষ্টরী নহিলে সম্পত্তির ব্যাঘাত জন্মিতে পারে এইমত রেজিষ্টরীর অধিক সুবিধা করা অত্যাবশ্যক এবং ঐ রেজিষ্টরী দফুরের কার্য্য অতি সুনিয়মপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয় এবং উক্ত আইনে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ দাঁড়া নিয়ত প্রতিপালন হয় এবং রেজিষ্টরের কোন কাল অবর্ত্তমান

অথবা অক্ষমতাপ্রযুক্ত ঐ২ কর্ম্মের ব্যাঘাত না হয় ইহা অতিআবশ্যক। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের প্রত্যেক দেওয়ানী মোকামে দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের এক আলাহিদা দস্তুর স্থাপনের দ্বারা আইনানুসারে যে সকল সুবিধা করা যাইতে পারে তাহা করা যাইবেক এবং পূর্ব্বোক্ত উপদেশের যথার্থরূপে মতাচরণ করিলে ভরসা হয় যে রেজিষ্টরী হওনার্থে যে প্রত্যেক দস্তাবেজ দরপেশ হয় তাহা নিয়মিত সময়ে ও শুদ্ধরূপে রেজিষ্টরী হইবেক। ঐ সকল বেওরা আবশ্যকতার অতিরিক্ত লেখা গিয়াছে বোধ হইতে পারে কিন্তু জানিয়া শুনিয়া সেই প্রকার বাহুল্যমতে লেখা গিয়াছে। পুনশ্চ উপরের লিখিত ব্যাঘাত নিবারণার্থে ১৮২৪ সালের ৪ আইনে হুকুম আছে যে সদর মোকামের দস্তাবেজের রেজিষ্টরেরা যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত অথবা মোকামে অনুপস্থিত থাকাপ্রযুক্ত কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে কর্ম্মেতে অক্ষম হন তবে যে দেওয়ানী আদালতের অধীনে তাঁহারা থাকেন সেই আদালতের জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া তাঁহারা আপনারদের এক২ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনের ৬ ধারায় জিলার জজ সাহেবকে এই ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে যে রেজিষ্টরের মৃত্যু বা অবর্ত্তমান কিম্বা কিঞ্চিৎ কাল অক্ষম হইলে তিনি ঐ আইনের দ্বারা স্থাপিত দফ্তরের ভার কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে যে ব্যক্তিকে উচিত বোধ করেন সেই ব্যক্তিকে দিতে পারেন। ঐ২ বিধিদৃষ্টে আরো কেবল এইমাত্র লিখিবার আবশ্যক যে সদর মোকামে প্রধান সদর আমীন এবং সরকারের চিহ্নিত চাকরভিন্ন অন্য কেহ সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন না। ৬১১ নম্বরী আইনের অর্থে হুকুম আছে যে ঐ চিহ্নিত চাকরেরদের মধ্যে চিকিৎসক সাহেবও গণ্য হইবেন।[৪] কিন্তু যে মোকামে কোন দেওয়ানী আদালত নাই সেই মোকামে ঐমত প্রতিবন্ধক নাই। জজ সাহেবের উচিত যে রেজিষ্টরী পদ শূন্য হইলে উক্ত বিধির অনুসারে তাহাতে কর্ম্মকারক নিযুক্ত হন এবং দস্তাবেজের রেজিষ্টরেরা আপনং কর্ম্মের ভার গ্রহণ করণের পূর্ব্বে যে আইনানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবেক সেই আইন এবং এই সরক্যুলর অর্ডরের হুকুম সুজ্ঞাত থাকেন এই২ বিষয় অবধারণ করেন। — ১৮৪৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

৫১৯। জিলা ও শহরের আদালতের মোকামে নিযুক্ত দস্তাবেজের রেজিষ্টরের বিষয়ে আরো লেখা যাইতেছে যে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরা তাঁহারদের কার্য্যের উপর কর্তৃত্ব করিবেন এবং ১৮১২ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে যে দস্তাবেজের নকল দফ্তরে রাখিতে হইবেক সেই নকলের পৃষ্ঠে এবং রেজিষ্টরী বহীতে তাহার যে নকল করিতে হয় তাহাতে তাঁহারা আপনারা দস্তখৎ করিবেন এবং ঐ রেজিষ্টরেরদের প্রতি যে কর্ম্মের ভার হইয়াছে তাহা নির্ব্বাহ করণে যদ্যপি কোন ভুল অথবা বেদাঁড়া কর্ম্ম কিম্বা চলিত আইনের ব্যতিক্রম কিছু দেখেন তবে তাহার রিপোর্ট করিবেন এবং সদর আদালতের অপেক্ষা আছে যে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরা ঐ২ নিয়ম যথার্থরূপে প্রতিপালন করিবেন। ১৮৩৮ সালের ৩০ আইনানুসারে দস্তাবেজের যে রেজিষ্টরেরা নিযুক্ত হন তাঁহারদের বিষয়ে জজ সাহেবেরদের এইরূপ কর্তৃত্বকরা সেই আইনের ৪ ধারার দ্বারা রহিত হইয়াছে। কিন্তু দেওয়ানী আদালতের রোয়দাদে দাখিল হইবার নিমিত্তে যে২ রেজিষ্টরী বহী তাঁহারদের নিকটে পাঠান যায় তাহা অবলোকন করিয়া জজ সাহেবেরা ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন যে ঐ দফ্তরের কার্য্য নিয়মমত ও পারিপাট্যরূপে নির্ব্বাহ হইয়াছে কি না। এবং তাঁহারদের প্রতি এইরূপ অবধারণ করিতে এবং যে কোন বেআইনী কর্ম্ম অথবা ভুল এইরূপে দুষ্ট হয় তাহা সদর আদালতে জানাইতে তাঁহারদের প্রতি হুকুম হইল। ১৮৪৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফা।

৫২০। সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮১২ সালের ২০ আইনের ৯ ধারার যে ফিরিস্তি প্রতিবৎসরে তৈয়ার করিবার হুকুম আছে তাহার শৈথিল্য হইয়াছে অতএব তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে অগৌণে ঐ ফিরিস্তি প্রস্তুত করণের পুনর্ব্বার ব্যবহার হয় এবং সর্ব্বত্র একি নিয়ম চলে এই নিমিত্তে দুই পাঠ নীচে নির্দ্দিষ্ট হইল তদনুযায়ি ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে হইবেক। প্রত্যেক ফিরিস্তির বৎসরের শেষ করিতে হইবেক। প্রত্যেক ফিরিস্তির নিমিত্তে ইঙ্গরেজী কাগজের এক আলাহিদা বহী করিতে হইবেক এবং তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নম্বর থাকিবেক এবং ঐ বহী অতিসাবধানরূপে জেল্দ করিতে হইবেক এবং প্রত্যেক অক্ষরের নীচে যাহা লিখিতে হইবেক তাহার নিমিত্তে এক বা ততোধিক ফর্দ্দ কাগজ রাখিতে হইবেক ঐ বৃত্তান্ত রেজিষ্টরী করণের সময়ে অতিযাথার্থ্যরূপে লিখিতে হইবেক এবং বোধ হয় যে অন্য বর্ণমালাপেক্ষা পারসীর বর্ণমালাক্রমে তাহা লিখিলে ভাল হয়। দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের উচিত যে উপরের লিখিতমতে আইনের এই হুকুমের বিষয়ে রেজিষ্টরেরদিগকে মনোযোগ করান্ এবং বৎসরের শেষে ফিরিস্তি তাঁহারদের নিকটে দাখিল হইলে যে২ রেজিষ্টরী বহীর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক আছে সেই২ বহীর সঙ্গে অর্পণ হয় এবং সাবধানপূর্ব্বক রাখা যায়। এই হুকুমের ১। ২। ৩। ৪ দফার নির্দ্দিষ্ট ভূমি ও বাটীঘর এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক দস্তাবেজ যে বহীতে রেজিষ্টরী করা যায় সেই বহীর ফিরিস্তি ২ নম্বরী ফিরিস্তি অতএব ১ নম্বরী ফিরিস্তিতে কিছু বৈলক্ষণ্য আছে যেহেতুক ঐ ১ নম্বরী ফিরিস্তি কেবল নামের ফিরিস্তি। ভূমি ও বাটীঘর এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির দস্তাবেজ উভয় ফিরিস্তিতে লিখিতে হইবেক কিন্তু দানপত্র এবং স্থাবর সম্পত্তিছাড়া অন্য সম্পত্তিবিষয়ক দস্তাবেজ কেবল ১ নম্বরী ফিরিস্তিতে প্রকৃত ঘরের লেখা যাইবেক।—১৮৪৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১১ দফা।

৫৩১। দেওয়ানীর জজ সাহেবেরা প্রতিবৎসরের শেষে পশ্চাৎ লিখিত* পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ সদর আদালতে পাঠাইবেন এবং রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্তে স্থাপিত দস্তুরে সম্বৎসরে যত দস্তাবেজ রেজিষ্টরী হইয়াছে এবং রেজিষ্টর যত রসুম পাইয়াছেন তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবেক। এবং বৎসরের শেষপর্য্যন্ত তাঁহারা নিজে যে নানা রেজিষ্টরী বহীর পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহাতে দস্তখৎ করিয়াছেন তাহার এক সর্টিফিকট লিখিবেন। এবং এইরূপ রেজিষ্টরীর নিয়মের সাধারণ কার্য্যের বিষয়ে যাহা দুষ্ট হয় তাহাও সেই সময়ে সদরে জানাইবেন। প্রথম রিপোর্ট ১৮৪৩ সালের ১৯ আইন জারীহওন-অবধি এবং ১৮৪৪ সালের শেষপর্য্যন্ত করিতে হইবেক এবং ১৮৪৪ সালের পর বার্ষিক রিপোর্ট দেওয়ানী কৈফিয়তের সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক।—১৮৪৫ সালের ৩১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১২ দফা।

১ নম্বর।

অমুক সালে যাহারা দলীলদস্তাবেজে দস্তখৎ করে তাহারদের নামের বর্ণমালাক্রমে ফিরিস্তি।

দলীলদস্তাবেজে যে দস্তখৎ করে তাহার নাম।	তাহার পিতার নাম।	বিক্রয়পত্র কি দানপত্র।		ভূমিপ্রভৃতির বন্ধকপত্র।		পাট্টা কি স্থাবর সম্পত্তির কিস্তিৎ কালের নিমিত্তে অন্যের হস্তে অর্পণ করণের কওলালা।		উইল।		দস্তকপুত্র করিবার অনুমতিপত্র।		নীলের করারদাদ।		টাকা পরিশোধ করিবার একরারনামা।	
		বালম	পৃষ্ঠা	বালম	পৃষ্ঠা	বালম	পৃষ্ঠা	বালম	পৃষ্ঠা	বালম	পৃষ্ঠা	বালম	পৃষ্ঠা	বালম	পৃষ্ঠা

২ নম্বর।

১৮৪৪ সালে রেজিষ্টরী হওয়া সম্পত্তির বর্ণমালাক্রমে ফিরিস্তি।

যে মৌজাতে সম্পত্তি থাকে।	পরগনা।	সম্পত্তির বেওরা।	বিক্রয়পত্র কি দানপত্র।		ভূম্যাদির বন্ধকপত্র।		পাট্টা কি স্থাবর সম্পত্তি কিস্তিৎ কালের নিমিত্তে অন্যের হস্তে অর্পণ করণের কওলালা।	
			বালম	পৃষ্ঠা	বালম	পৃষ্ঠা	বালম	পৃষ্ঠা

* রেজিষ্টরীহওয়া দলীলদস্তাবেজের নম্বর ও বেওরা।

বিক্রয়পত্র কি দানপত্র।	ভূমিইত্যাদির বন্ধকপত্র।	পাট্টা কি স্থাবর সম্পত্তি কিস্তিৎ কাল অন্যের হস্তে অর্পণ করণের কওলালা।	উইল।	দস্তকপুত্র করণের অনুমতিপত্র।	নীলের করারদাদ।	টাকা পরিশোধ করিবার একরারনামা।	যত রসুম পাওয়া গিয়াছে।	পরীক্ষার এবং রেজিষ্টরী বহীতে সহী করণের সর্টিফিকট।

৫৩২। শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের দুই পত্রের চুম্বক সদর আদালতের সাহেবেরদের হুকুমক্রমে তোমার নিকটে পাঠাইয়া আদেশ করিতেছি যে ১৮৪৩ সালের ১৯ আইনের বিধি প্রচার করিবার এবং দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী বহী রাখিবার নিমিত্তে এবং যাহাতে সকল লোক তাহার তদারক করিতে পারে এনিমিত্তে যে২ উদ্যোগ হইয়াছে তাহার রিপোর্ট কর এবং সামান্যতঃ ঐ আইন এবং ১৮৪৫ সালের ৪ আইনের যে২ ফল হইয়াছে তাহা জ্ঞাত কর। —১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫৩৩। কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের ১৮৪৪ সালের ১৪ জুলাইর পত্রের চুম্বকের ৩ দফা। পশ্চাৎ লিখিত* বস্তুসংখ্যক লিখনপঠনের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে যে দলীলের দ্বারা স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বের স্থৈর্য্যাস্থৈর্য্য হয় তাহার রেজিষ্টরী করণের বিষয়ে কএক বৎসরঅবধি তোমারদের বিবেচনা হইতেছে।—১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৩৪। ৪ দফা। ইহার পূর্ব্বে তিন রাজধানীর অধীন নানা প্রদেশে রেজিষ্টরীর এক রীতি হইয়া আসিতেছিল কিন্তু তাহার এই নিয়ম ছিল যে রেজিষ্টরীকরাণিয়া ব্যক্তির যখন এমত বোধ ছিল যে এই বিষয়ের রেজিষ্টরী না হওয়া দলীল আছে তখন পূর্ব্বকার তারিখের করা রেজিষ্টরী না হওয়া দলীলঅপেক্ষা রেজিষ্টরীহওয়া দলীল অগ্রগণ্য হইত না। ইহাতে অনেক মিথ্যা শপথ ও জালসাজীর কর্ম্ম এবং চাতুরীপূর্ব্বক দলীল গোপন রাখা হইত এবং তাহাতে স্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক কার্য্যের স্থৈর্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইত। নিজ রাজধানীতে দলীলদস্তাবেজের কোন রেজিষ্টরী কখন ছিল না।—১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৩৫। ৫ দফা। এই বিষয়ের আইনের প্রথম মুসাবিদাতে এই প্রস্তাব হইয়াছিল যে যে সকল দলীলদস্তাবেজের দ্বারা স্থাবর সম্পত্তির স্বত্বের স্থৈর্য্যাস্থৈর্য্য হয় তাহার রেজিষ্টরী করণার্থে প্রত্যেক রাজধানীর শহরে এবং প্রত্যেক জিলায় অথবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রদেশে এক দফ্তর স্থাপন হয় এবং কোন এক নির্দ্দিষ্ট তারিখের পর এই মত প্রত্যেক দলীল পূর্ব্ব রেজিষ্টরীকরা অন্য দলীল থাকিতে ব্যর্থ হইবেক এবং পূর্ব্বে যেমন নিয়ম ছিল অর্থাৎ পূর্ব্বের সহীহওয়া কিন্তু পূর্ব্বের রেজিষ্টরী না হওয়া দলীলের এত্তেলা হইলে এই বিধান ব্যর্থ হইবেক সেইমত নিয়ম আর থাকিবেক না।—১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৩৬। ৬ দফা। কিন্তু সেই বিষয় পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া ইহা উপযুক্ত বোধ হইল যে এক্ষণে রেজিষ্টরী করণের নিয়ম রাজধানীর শহরে স্থাপন না হয় এবং রেজিষ্টরী করণের এই নূতন নিয়ম কেবল বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্র এবং বন্ধকী পত্রের দলীলের বিষয়ে আমলে আইসে এবং আদালতের ডিক্রী এবং স্থাবর সম্পত্তির ক্ষণেকের জন্যে হস্তান্তর করণের দলীল এবং উইল ও স্বামির মরণানন্তর দত্তক পুত্র করিতে স্বামী আপন স্ত্রীকে লিখিত যে অনুমতিপত্র দেয় এই২ বিষয় বর্জ্জিত থাকিবেক। এই নিমিত্তে ১৮৪৩ সালের ১ আইন জারী হয়।—১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৩৭। ৭ দফা। তৎপরে দৃষ্ট হইল যে ঐ আইনের লিখিত অভিপ্রায়ানুসারে কল্পিত বর্জনীয় বিষয়ের নিয়ম প্রতিপালন হয় নাই এবং স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়পত্র অথবা দানপত্র কি স্থাবর সম্পত্তির জামিনস্বরূপ বন্ধকী পত্র ছাড়া অন্য প্রকার দলীলদস্তাবেজের বিষয়েও ঐ আইনের নিয়ম খাটিতে পারে। এই নিমিত্তে ১৮৪৩ সালের ১৯ আইন জারী হয় এবং তাহাতে এই হুকুম ছিল যে তোমারদের যে২ অভিপ্রায় কেবল সেই২ অভিপ্রায়ের বিষয়ে এই আইন খাটিবেক।—১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৩৮। ৮ দফা। আমারদের ভরসা আছে যে এই নূতন আইনেতে যে সকল ব্যক্তির লাভনোকসান হইতে পারে সেই সকল ব্যক্তিকে তাহা জানাইতে এবং তাহার অভিপ্রায় বুঝাইতে অত্যন্ত উদ্যোগ হইয়াছে। ইঙ্গলণ্ড দেশে বিক্রয়পত্র বা দানপত্র কি বন্ধকী পত্র আইন ব্যবসায়ি ব্যক্তিরদের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ঐ সকল দলীল সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে আইনে যে নানা নিয়ম আছে তাহা অতিঠিকরূপে জানা তাঁহারদের ব্যবসা। আমারদের বোধ হয় যে ভারতবর্ষে এমত ব্যবহার নাই অতএব যাহারা স্থাবর সম্পত্তি প্রাপণের কালে অত্যন্ত সরলতাপূর্ব্বক এবং বহু কালাবধি স্থাপিত ব্যবহারক্রমে কার্য্য করিয়াছিল তাহারা যে দলীলক্রমে ঐ সম্পত্তির দখল রাখে সেই দলীল অন্যথা করা স্পষ্টতঃ অতি ক্লেশকর ব্যবহার। এমত হইতে পারে যে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম কোন নিয়ম স্থাপন করণেতে এইমত ক্লেশকর ব্যবহার নিবারণ হইতে পারে না কিন্তু উদ্যোগ করিলে সেই ক্লেশের কিঞ্চিৎ উপশম হইতে পারে।—১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

---

* "তিন রাজধানীর অধীন দেশে ভূমির অধিকার এবং ভূমিবিষয়ক অন্যান্য লাভসম্পর্কীয় লিখিত পাট্টা দলীলদস্তাবেজপ্রভৃতি রেজিষ্টরী করণবিষয়ক আইন সংশোধনের আইন"।

"বোম্বাই ও কলাবা উপদ্বীপে কোন২ দলীল রেজিষ্টরী করণার্থে দফ্তর স্থাপনের আইনের মুসাবিদা"।

৫৩৯। ৯ দফা। আমারদের ভরসা আছে যে দলীলের রেজিষ্টরী বহী সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও নির্দ্দিষ্টরূপে রাখিবার বিষয়ে তোমরা অনুসন্ধান করিয়াছ এবং যাহারদের ঐ বহীতে তদ্বারক করণের আবশ্যক হয় তাহারা অনায়াসে তাহা করিতে পারে এই বিষয়েরও বিবেচনা তোমরা করিয়াছ। বিশেষ২ এবং অতিঠিক একটা সূচি করা অত্যাবশ্যক। রেজিষ্টরী বহীর প্রত্যেক পৃষ্ঠা এবং প্রত্যেক কাটা কথা এবং উভয় পংক্তির মধ্যে যে নূতন কথা বসান যায় তাহার উপযুক্ত প্রমাণের আবশ্যক হইবেক। এই বহীর মধ্যে কোন চাতুরী না হয় ও দৈবাৎ তাহা নষ্ট না হয় এই নিমিত্তে তাহা রক্ষা করিবার বিশেষ উদ্যোগ করা উচিত। আমারদের বোধ হয় যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিস্তৃত বহুসংখ্যক সরকারী কর্ম্মকারক অর্থাৎ রেজিষ্টরীকরণিয়া প্রত্যেকের বিবেচনা ও কর্ম্মদক্ষতার উপর এইরূপ নির্ভর রাখা যাইতে পারে না যে তাহারা আপনারাই সেইরূপ সাবধান কর্ম্ম করিবেন এবং ঐ সাবধানবিষয়ক নিয়ম যদি উত্তমরূপে নির্দ্ধার্য্য না হয় এবং একিপ্রকার না হয় এবং তাহা যদি অবিকল প্রতিপালন না হয় তবে এই নূতন আইনে অনেক গোলমাল ও অযাথার্থ্য হইতে পারে।- ১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৪০। ১০ দফা। অতএব আমরা হুকুম করিতেছি যে পূর্ব্বোক্ত দুই বিষয়ে যে উদ্যোগ করা গিয়াছে এবং নূতন আইনের কি ফল হইয়াছে ইহার বিষয় আমারদিগকে জ্ঞাত করাণ যায়। —১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৪১। কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের ১৮৪৬ সালের ১৪ জানুআরির পত্রের চুম্বক। ৫ দফা। এই বিষয়ে সম্প্রতি যে আইন হইয়াছে তাহার বিধানের দ্বারা অত্যন্ত গোলমাল ও অযথার্থ হইবেক এমত আমারদের আশঙ্কা আছে। ১৮৪৩ সালের ১ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যখন রেজিষ্টরীকরাণিয়া ব্যক্তি সেই বিষয়ের রেজিষ্টরী না হওয়া দলীল থাকনের বিষয় অবগত ছিল তখন তাহার রেজিষ্টরীকরা দলীল পূর্ব্বোক্ত তারিখের রেজিষ্টরী না হওয়া দলীল-অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইত না। সেই আইনের দ্বারা রেজিষ্টরীহওয়া দলীল সকল বিষয়ে অগ্রগণ্য ধার্য্য হইল। কিন্তু ঐ আইন প্রস্তুত করণে কিছু ভ্রম হওনাতে ১৮৪৩ সালের ১৯ আইনের দ্বারা তাহার সংশোধন হইল। তাহার বিষয়ে আমরা তোমারদের নিকটে লিখিলাম যে সেই আইনেতে যে ব্যক্তিরদের লাভনোকসান আছে তাহারদিগকে তাহার বিধান সম্পূর্ণরূপে জানান অত্যাবশ্যক। আমরা আরো লিখিলাম যে ইঙ্গলণ্ড দেশে আইনব্যবসায়ি ব্যক্তিরা দলীল প্রস্তুত করিয়া থাকেন কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় এমত ব্যবহার নাই অতএব যে দলীলের দ্বারা স্থাবর সম্পত্তি অতিসহলতাপূর্ব্বক এবং বহু কালের স্থাপিত ব্যবহারক্রমে হস্তান্তর হইতেছে তাহা রহিত করা অত্যন্ত ক্লেশকর বিষয়। আমরা পুনশ্চ কহিলাম যে দলীলের রেজিষ্টরী বহী প্রস্তুত করণের নিয়মের বিষয় এবং অনায়াসে লোকেরা তাহা অনুসন্ধান করিতে পারে এবং চাতুরী বা দৈবঘটনাপ্রযুক্ত তাহার কিছু অপকার না হয় ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত যত্ন করিতে হইবেক। এবং আমারদের বোধ ছিল যে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বিস্তৃত বহুসংখ্যক সরকারী কর্ম্মকারক অর্থাৎ রেজিষ্টরীকরণিয়ারদের প্রত্যেক বিশেষ ব্যক্তির বিবেচনা ও কর্ম্মদক্ষতার উপর নির্ভর রাখা যাইতে পারে না যে তাঁহারা আপনারাই এইমত সাবধানতার উদ্যোগ করিতে পারেন।—১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৪২। ৬ দফা। তোমারদের ১৮৪৫ সালের ১৮ জুন তারিখের ১৮ নম্বরী পত্রে পূর্ব্বোক্ত নানা বিষয়ে যে সম্বাদ দিয়াছ তাহাতে অবশ্য বোধ হয় যে আমারদের ভয় অমূলক ছিল না।—১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৪৩। ৭ দফা। তোমারদের এক্ষণকার পত্রে ১৮৪৫ সালের ৪ আইন জারী করণের সম্বাদ লেখা আছে ঐ আইনের দ্বারা আরো এই হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন জিলায় রেজিষ্টরী দফ্তরে দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী হইতে পারে। ঐ দলীলসম্পর্কীয় সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ সেই জিলার মধ্যে থাকুক বা না থাকুক সেই জিলায় রেজিষ্টরী হইতে পারে। এই নূতন বিধানেতে অজ্ঞাত কোন রেজিষ্টরীহওয়া দলীলের দ্বারা সম্পত্তির যথার্থ স্বত্ব লোপ হইবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা হইবেক অতএব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক হইয়াছে যে রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে যে কোন ব্যক্তি অনুসন্ধান করিতে চাহে সেই ব্যক্তি অনায়াসে তাহা করিতে পারে এবং ঐ বহীতে কোন চাতুরী হইতে না পারে এবং দৈবঘটনাপ্রযুক্ত যাহা নষ্ট হইতে না পারে। এই বিষয়ে সর্ব্ব সাধারণ লোকেরদের অত্যন্ত ক্ষতিবৃদ্ধি আছে অতএব আমরা পুনরায় আদেশ করিতেছি যে ১৮৪৪ সালের ২৪ জুলাই তারিখের ১৭ নম্বরী পত্রে এই রেজিষ্টরীর সম্পর্কে যে নানা বিষয় লেখা আছে তাহা অতিসূক্ষ্মরূপে বিবেচনা কর।—১৮৪৬ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৬ অধ্যায়।

আইনের মূল নিয়ম।

১ ধারা।

নানা প্রদেশে সুদের নিরিখ।

[বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা।]

১। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বের কর্জ হইলে তাহার সুদ নীচের লিখিত নিরিখহইতে অধিক কিম্বা অল্পক্রমে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ১ প্র।

২। সেই কর্জ সিক্কা ১০০৲ এক শত টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ৩৵ তিন টাকা দুই আনা বৎসরে ৩৭৷৷০ সাঁইত্রিশ টাকা আট আনা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৩। সেই কর্জ সিক্কা ১০০৲ এক শত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২৲ টাকা বৎসরে ২৪৲ চব্বিশ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।- ১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৪। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহইতে তাহার পরের ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ জানুআরির পূর্ব্বের কর্জ হইলে তাহার সুদ নীচের লিখিত নিরিখহইতে অধিক কি অল্পক্রমে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৫। সেই কর্জ সিক্কা ১০০৲ এক শত টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২৲ দুই টাকা বৎসরে ২৪৲ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৬। সেই কর্জ সিক্কা ১০০৲ এক শত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ১৲ টাকা বৎসরে ১২৲ বারো টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৭। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ পহিলা জানুআরি কিম্বা তাহার পরের কর্জ হইলে সে কর্জের সুদ শত তঙ্কায় মাসে ১৲ টাকা বৎসরে ১২৲ বারো টাকার অধিক দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৪ ধা।

[কটক।]

৮। জিলা কটকে ও পরগনা পটাসপুর ও কুমার দিচর ও বগরাই পরগনাতে টাকার সুদের বিষয়ে নীচের লিখিত বিধি চলন হইবেক ইতি।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

৯। ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের পূর্ব্বের কর্জ হইলে কোন আদালতের জজ সাহেব নীচের লিখিত হারহইতে অধিক কিম্বা অল্পক্রমে সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না কিন্তু যদি উভয় পক্ষের মধ্যে তাহাহইতে অল্প সুদ লইবার করার হইয়া থাকে তবে সেই করারঅনুসারে সুদের ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

১০। সেই কর্জ সিক্কা ১০০৲ এক শত টাকার অধিক না হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২৷৷০ দুই টাকা আট আনা বৎসরে ৩০৲ ত্রিশ টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

১১। সেই কর্জ সিক্কা ১০০৲ এক শত টাকার অধিক হইলে তাহার সুদ শত তঙ্কায় মাসে ২৲ দুই টাকা দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

১২। ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের পরের কর্জ হইলে কোন আদালতের জজ সাহেব শত তঙ্কায় বৎসরে বারো টাকার অধিক দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

১৩। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর কিম্বা তাহার পর যে সাধু ও খাতকে যে বিষয়ে এই আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখছাড়া অধিক সুদের নিরিখে যে খত অথবা একরার দেওয়া ও লওয়া করিয়া থাকে তাহারদিগের প্রতি সে বিষয়ের সুদ কিছুই দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৮০৫ সা। ১৪ আ। ৯ ধা। ৪ প্র।

২ ধারা।

সুদের ডিক্রী করণের বিষয়ে সাধারণ বিধি।

১৪। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে কোন ফরিয়াদী যদি কোন দেনার আসল টাকার বাবৎ নালিশ করিয়া থাকে এবং যদি ঐ নালিশের আরজীতে সুদের বিষয়ে দাওয়া না করিয়া থাকে তবে অবশ্য এমত বোধ করিতে হইবেক যে নালিশ করণের পূর্ব্বে ঐ দেনার উপর যত সুদ জমিয়াছিল তাহা ফরিয়াদী ছাড়িয়া দিয়াছে। অতএব আসল টাকার বাবৎ ডিক্রী পাইলে পর সেই ব্যক্তি সুদ পাইবার বাবৎ পুনর্ব্বার নালিশ করিতে পারে না যেহেতুক তাহাতে মোকদ্দমার হেতু দুই অংশ করা হয় এবং সেই হেতু এইরূপে দ্বিধাকরা আইনের নিয়ম ও আদালতের ব্যবহারের বিরুদ্ধ। অতএব যদি কোন ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তির মালিকীয় সত্তের বাবৎ নালিশ হয় এবং নালিশ উপস্থিত করণের পূর্ব্বে সেই ভূমির কোন ওয়াসিলাৎ পাওনা থাকে এবং সেই ওয়াসিলাতের বাবৎ সেই আরজীতে দাওয়া না করা যায় তবে এমত বোধ করিতেই হইবেক যে ফরিয়াদী ঐ ওয়াসিলাৎ ছাড়িয়া দিয়াছে এবং তাহা পাইবার নিমিত্তে তৎপরে পুনর্ব্বার নালিশ করিতে পারে না।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ৬ দফা।

১৫। যদি কোন ব্যক্তি কর্জের আসল টাকার বাবৎ কোন আদালতে নালিশ করে এবং যদি সেই ব্যক্তি জানে যে সেই কর্জের আসল টাকাহইতে অধিক টাকার সেই আদালতে ডিক্রী হইতে পারে না এবং তৎসময়ে সুদের দাওয়া না করে তবে এইমত অনুভব করিতে হইবেক যে সেই ব্যক্তি ঐ সুদের বিষয়ে আপনার দাওয়া ত্যাগ করিয়াছে এবং আসল টাকার ডিক্রী পাইলে পর সেই ব্যক্তি সুদ পাইবার জন্যে দ্বিতীয়বার নালিশ করিতে পারে না যেহেতুক ইহা করিলে অধস্থ কোন বিশেষ আদালতের দ্বারা কোন মোকদ্দমা শুনিবার যোগ্য করণার্থে নালিশের হেতু ভাগ করা হয় এবং তাহা আদালতের ব্যবহার বিরুদ্ধ।—১৮৩৮ সালের ২ নবেম্বরের ১১৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬। এক জন রেসপাণ্ডেণ্টের পক্ষে জিলার আদালত যে ডিক্রী করিয়াছিলেন সেই ডিক্রীর উপর দুইবার আপীল হয় এবং সেই ডিক্রীর টাকার উপর উভয় আপীলের সময়ে রেসপাণ্ডেণ্ট সুদের দাওয়া করিল এবং প্রত্যেক আপীলে তাহার পক্ষে সুদের ডিক্রী হইল*।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১৮ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৫৪ পৃষ্ঠা।

১৭। এক মোকদ্দমার ফরিয়াদী ডিক্রীর দ্বারা আপনার আসল টাকা প্রাপ্ত হইল কিন্তু যে সুদ ও ক্ষতির বিষয়ে বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে ঐ নালিশে দাওয়া করিতে ফরিয়াদী ত্রুটি করিয়াছিল তাহাতে সদর আদালতে ধার্য্য হইল যে ঐ সুদ ও ক্ষতির টাকা নিতান্ত পাওনা ছিল ইহার প্রমাণ দেওয়া গেলে ফরিয়াদী বিশেষ নালিশক্রমে তাহা পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৯ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১১৫ পৃষ্ঠা।

১৮। যে সালিসেরদের ফয়সলাক্রমে জিলার আদালত ডিক্রী করিলেন সেই সালিসেরদের বিষয়ে পক্ষপাত ও ঘুষ লওনের অভিযোগ হইল এবং জিলার আদালতের ঐ ডিক্রীর উপর প্রবিন্সাল আদালতে আপীল হইল। তাহাতে সদর আ-

* এই ডিক্রীর দ্বারা এই নজির স্থাপন হয় যে পূর্ব্বকার ডিক্রীতে যদি ডিক্রীহওয়া টাকার উপর সুদের হুকুম দেওনের বিষয়ে চুক হইয়া থাকে তবে সেই চুক শুধরাইবার জন্যে নূতন মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে।

দালত ধার্য্য করিলেন যে প্রবিন্সাল আদালত সেই মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিলেও যদি ঐ পক্ষপাতের অপরাধের প্রমাণ না হয় এবং ঐ আপীল ডিসমিস হয় তথাপি ১৮০৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার বিধানানুসারে জিলার আদালতের ডিক্রীর তারিখঅবধি সুদ দেওয়াইতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১০ সালের ১৭ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩১২ পৃষ্ঠা।

১৯। আনন্দ বলরামের প্রতিকূলে যে দাওয়া করিল তাহাতে সুদ ধরিল না তাহাতে ধার্য্য হইল যে এইমত গতিকে আদালত সুদের ডিক্রী করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ৩১ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২১৮ পৃষ্ঠা।

২০। ধার্য্য হইল যে কর্জের টাকা পরিশোধের বিষয়ে যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছিল তাহার শেষ না হইতে যদি ঐ টাকা পাওনের নালিশ হয় তবে তাহা কর্জের টাকা দেয় হইলে পর মহাজনকে সুদ না দেওনের উপযুক্ত কারণ হইতে পারে না কিন্তু ফরিয়াদীর শিরে খরচা দেনা পড়িবেক এবং সে নসুট হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ১২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৬৮ পৃষ্ঠা।

২১। যদি কোন কর্জের দাওয়া অন্য প্রকারে শুনিবার যোগ্য হয় তবে সেই কর্জের বিষয়ে নালিশ করণের বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া আদালত সেই কর্জের সুদ দিতে অস্বীকৃত হইতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ৭ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৪৮ পৃষ্ঠা।

২২। যে কর্জের খত লিখিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহার টাকা পাইবার জন্যে নালিশ হইলে ঐ কর্জের বাবৎ নালিশ করণের বিলম্ব হইয়াছে কেবল ইহা বলিয়া সুদের দাওয়া ডিসমিস হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১১১ পৃষ্ঠা।

২৩। কোন আদালতের জজ সাহেব ২ দ্বিতীয় কিম্বা ৩ তৃতীয় অথবা ৪ চতুর্থ ধারার লিখিত সুদের নির্দ্ধারিত নিরিখের বহির্ভূতে উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণ অর্থাৎ সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় অল্প নিরিখে কর্জের সুদ ধার্য্য হইলে তাহার ব্যতিক্রমে সে কর্জের সুদ অধিক নিরিখে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা।১৫ আ। ৫ ধা।

২৪। খত অথবা অন্য কোন নিদর্শনপত্রক্রমে টাকা কর্জ দেওয়া গেলে সাধু খাতকের উভয়ের স্বেচ্ছাক্রমে বৎসরে শতকরা ১২৲ টাকার সুদের হার প্রায়ই লেখা থাকে সেই নিদর্শনপত্রক্রমে টাকা পাইবার নিমিত্তে যে মোকদ্দমা হয় সাধুখাতকের মধ্যে যে বিশেষ করার হইয়াছিল তদনুসারে অবিকল সুদের ডিক্রী করিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৫। কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে যে গতিকে ভূমি সম্পত্তির ওয়াসিলাৎ ধরিয়া ডিক্রী করিতে হয় অথবা যে গতিকে সাধুখাতকের মধ্যে সুদের বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম হয় নাই এইমত গতিকে ডিক্রী করিতে হয় সেই গতিকে নানা দেওয়ানী আদালতের এমত ক্ষমতা আছে যে সুদের হারের বিষয়ে তাঁহারা যেমত উপযুক্ত ও যথার্থ ঠাহরেন সেইমত ডিক্রী করেন্ কিন্তু ঐ হার শতকরা ১২৲ টাকার অধিক হইবেক না।—১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৬। কোন আদালতের জজ সাহেব সাধুখাতকী হিসাব নিষ্পত্তিমুখে যে সুদ দেনা ও পাওনা হয় সে সুদের সুদ দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না। কিন্তু সাধু ও খাতক উভয়ের স্বেচ্ছায় যে হিসাব নিষ্পত্তিক্রমে সুদের বাকী আসলে চড়িয়া পূর্ব্বের খত ফিরিয়া নয়া খত হইয়া থাকে তাহার প্রতি এ হুকুম চলিবেক না সেই নয়া খত মাফিক সেই আসলে চড়ান সুদের সুদ দেওয়া ও লওয়ায় মঞ্জুর রাখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৭ ধা।

২৭। সদর আদালত ধার্য্য করিয়াছেন যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের বিধি কেবল নগদ টাকার কর্জের বিষয়ে খাটে।—১৮২৮ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের ৪৮৭ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৮। উপরের লিখিত সকল ধারার মতের সহিত রিপ্লাণ্ডেন্‌সিয়া ও ইন্‌সুরিন্স এতাবতা বীমার কর্জের কিছু এলাকা নাই তাহার ব্যাজ নিয়মক্রমে কিম্বা যে স্থানে যে দাঁড়া থাকে তদনুসারে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১২ ধা।

২৯। এ নিমিত্তে এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে নির্দ্দিষ্ট কোন মিয়াদে বা মিয়াদভিন্ন সকল কর্জ বা টাকার উপর যে আদালতের দ্বারা ঐ কর্জ কিম্বা টাকা আদায় হইতে পারে সেই আদালত উচিত বোধ করিলে

সুদের চলিত হারের অনধিক হারে সুদ দেওনের হুকুম করিতে পারেন অর্থাৎ যদ্যপি ঐ কর্জ্জ বা টাকা লিখিত কোন নিদর্শনপত্রের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন সময়ে দেয় হয় তবে ঐ কর্জ্জ বা টাকা যে সময়াবধি দেয় তদবধি সুদ দেওয়াইবেন এবং যদি বিনামিয়াদে দেয় হয় তবে যে সময়াবধি লিখনের দ্বারা ঐ টাকার দাওয়া হইয়াছিল এবং খাতককে এই মত এত্তেলা দেওয়া গিয়াছিল যে দাওয়ার তারিখঅবধি পরিশোধ না হওনের তারিখ পর্য্যন্ত সুদ চলিবেক ঐ দাওয়ার সময়াবধি আদালত সুদ দেওয়াইবেন। কিন্তু এক্ষণে যে সকল গতিকে আইনানুসারে সুদ দিতে হয় সেই সকল গতিকে সুদ দিতে হইবেক ইতি।—১৮৩৯ সা। ৩২ আ।

৩০। খাজানার বাকীর সুদের বিষয়ে যে দাওয়া হয় তাহাতে ১৮৩৯ সালের ৩২ আইন খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ২৩ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩১। যে ব্যক্তির আমানতী টাকা পাইবার অধিকার আছে সেই ব্যক্তিকে সেই টাকা দিবার আপত্তি হইলে যদি বিচারক্রমে সেই আপত্তি অনুচিত বোধ হয় তবে আপত্তিকারী যত কাল সেই আমানতী টাকা আটক করিয়া রাখিয়াছিল তত কাল সেই ব্যক্তি ঐ টাকার সুদের বিষয়ে দায়ী।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ৩ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৬০ পৃষ্ঠা।

৩২। এক খতের মধ্যে কেবল শতকরা ৬৲ ছয় টাকার সুদ লেখা ছিল কিন্তু খাতক উপরি জামিনস্বরূপ মহাজনকে এক ইজারার ভোগদখল দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল তাহাতে প্রমাণ হইল যে সেই খাতক তাহাকে তাহার ভোগদখল দিল না এবং সদর আদালত সেই কর্জ্জের টাকার উপর শতকরা ১২৲ বারো টাকার সুদের ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ১৭ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩৫৬ পৃষ্ঠা।

৩৩। যে টাকার বিষয়ের ডিক্রী ১৮২০ সালের ৯ ফেব্রুআরি তারিখে হইয়াছিল সেই টাকা ১৮৩২ সালের মার্চ মাসের পূর্ব্বে না দেওয়া গেলে যদি সেই টাকা আদায় করণের বিলম্ব ডিক্রীদারের কসুরপ্রযুক্ত হইল না তবে সেই টাকার উপর আদালত সুদ দিবার হুকুম করিবেন।—১৮৩২ সালের ৪ মের ৬৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৪। যে খাজানা পাওনা ছিল তাহার বিষয়ে নালিশ করিতে অথবা উপযুক্ত সময়ে দাওয়া করিতে ত্রুটি হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত সেই খাজানার উপর সুদের ডিক্রী হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৬ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৬৭ পৃষ্ঠা।

৩ ধারা।

আইনের নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখহইতে অধিক সুদ লওনের দণ্ড।

৩৫। কোন আদালতের জজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ কিম্বা তাহার পর যে সাধু ও খাতকে যে বিষয়ে এই আইনের নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখছাড়া অধিক সুদের নিরিখে যে খত অথবা একরার দেওয়া ও লওয়া করিয়া থাকে তাহারদিগের প্রতি সে বিষয়ের সুদ কিছুই দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৮ ধা।

৩৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৮ ধারাতে এমত নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি কর্জ্জী টাকার খতে কিম্বা একরারনামায় অথবা ঐমত আর কোন প্রকার নিদর্শনপত্রে সরকারের আইনের নির্ণীত সুদের হারহইতে অধিক অঙ্ক লেখাইয়া লয় তবে সে ব্যক্তি সুদ কিছুই পাইবেক না এবং ঐ আইনের ৯ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি কোন ব্যক্তি আইনের নির্দ্ধারিত দাঁড়াহইতে এড়াইবার নিমিত্তে প্রথমেই যদি সুদের টাকা আসল টাকাহইতে কাটিয়া লইয়া কিম্বা আর কোন ছল কি চক্র করিয়া কর্জ্জ দেয় তবে তাহার মোকদ্দমাতে ডিসমিসব্যতিরিক্ত আর কোন প্রকার হুকুম হইবেক না পরে জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ২ ধারার নিরূপিত তারিখের পূর্ব্বে সাধু খাতকের উভয় সম্মতিক্রমে প্রকৃতার্থে কর্জ্জ দেওয়া ও লওয়া হইয়া যে খতের লেখাপড়া হইয়া থাকে তাহার প্রতি উপরের লিখিত দাঁড়ার কথা খাটিবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৫ ধা।

৩৭। বয়বলওকার খতক্রমে কতক ভূমির বিক্রয় সিদ্ধ হইল এবং ঐ ভূমির দখল পাইবার বিষয়ে নালিশ উপস্থিত করা গেল। কিন্তু মোকদ্দমা হওনের সময়ে দৃষ্ট হইল যে বন্ধকী খতের মধ্যে মাসে শতকরা এক টাকা করিয়া সুদ দিবার

বন্দোবস্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি অন্য এক স্বতন্ত্র খত লইল এবং তাহাতে এই অঙ্গীকার ছিল যে তাহাকে খাতক মাসে২ আর এক টাকা করিয়া সুদ দিবেক। তাহাতে ধার্য্য হইল যে এই প্রকার কার্য্য ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধির বিরুদ্ধ অতএব সেই দাওয়া অগ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ২৪ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১০৬ পৃষ্ঠা।

৩৮। জিলা আলাহাবাদে ১৮০৪ সালের ১ জানুআরি তারিখের পূর্ব্বে এক খত লিখিয়া দেওয়া গেল এবং তাহার মধ্যে বার্ষিক শতকরা বারো টাকার সুদ নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ তারিখের পর প্রথম খত বাতিল না হইলেও সেই কর্জ্জের বিষয়ে অধিক সুদের হারে এক দ্বিতীয় খত দেওয়া গেল তাহাতে ধার্য্য হইল যে ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনানুসারে আইনে যে সুদ লইবার হুকুম আছে তাহা ইহার দ্বারা লোপ হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ১৮ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৯৬ পৃষ্ঠা।

৩৯। ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৮ ধারায় হুকুম আছে যে বেআইনীমতে সুদ লইলে ঐ সুদ জব্দ হইবেক তাহাতে ধার্য্য হইল যে ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ তারিখের পর এবং ১৭৯৩ সালের পূর্ব্বে হওয়া আইনের দ্বারা সুদের যে নিরিখ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল সেই সুদের বিষয়ে সেই আইন খাটিবেক। বার্ষিক শতকরা ২৫৲ পঁচিশ টাকার নিরিখে সুদ দেওনের দুই খত লেখা গিয়াছিল প্রথম খত ১৭৮১ সালে দ্বিতীয় ১৭৮৪ সালে। প্রথম খতক্রমে যে আসল টাকা ও সুদ দেয় হইল তাহা পরিশোধ হইলে পর অবশিষ্ট টাকার জন্যে দ্বিতীয় খত লেখা গেল কিন্তু সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৮ ধারায় সুদের যে নিয়ম আছে তাহা ঐ উভয় খতের সুদের বিষয়ে খাটিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ২৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৯৩ পৃষ্ঠা।

৪০। রয়বলওফার এক মোকদ্দমায় ভূমি পুনর্ব্বার বিক্রয়ের এক নিয়ম ছিল কিন্তু সদর আদালত দেখিলেন যে ঐ পুনর্ব্বার বিক্রয় কেবল আইনের নির্দ্দিষ্ট নিরিখঅপেক্ষা অধিক সুদ লওনের বন্দোবস্ত অতএব ঐ আদালতে ধার্য্য হইল যে ঐ কার্য্য ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৮ ধারার বিধির বিরুদ্ধ এবং সুদ জব্দ হওনের যোগ্য হইয়াছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৫ সালের ২৯ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৪৬ পৃষ্ঠা।

৪১। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যদি কোন জামিন সরকারের বাকীর জন্যে টাকা আগাম দেয় এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার উপর যে ঝুঁকী পড়ে তাহার ক্ষতি পোষাইবার নিমিত্তে সেই ব্যক্তি আইনের নিরূপিত সুদঅপেক্ষা অধিক সুদ লয় তবে তাহা সুদবিষয়ক আইন ছলক্রমে এড়াইবার কার্য্যের ন্যায় জ্ঞান হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ২৩ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২৬১ পৃষ্ঠা।

৪২। আনন্দ বলরামের স্থানে নিরূপিত স্তরক কালের জন্যে বিনাসুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া লইল এবং তৎসমকালীন বলরামকে সদর জমাঅপেক্ষা কম খাজানা নির্দ্দিষ্ট করিয়া এক জমীদারীর পাট্টা দিল এবং এই অঙ্গীকার করিল যে ঐ কর্জ্জ করা টাকা যাবৎ পরিশোধ না হয় তাবৎ ঐ বলরাম ইজারার ভোগদখল করিবেক। তৎপরে আনন্দ ঐ ইজারা রহিত করিবার জন্যে এবং আপনার খত বাতিল হইয়াছে বলিয়া তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্যে এই২ হেতুতে বলরামের নামে নালিশ করিল যে ঐ পাট্টা কেবল সুদবিষয়ক আইন এড়াইবার এক ছল এবং ঐ কার্য্য ফলতঃ বন্ধকী কার্য্য এবং ঐ কর্জ্জের টাকা জমীদারীর উপস্বত্বের দ্বারা পরিশোধ হইয়াছে। কিন্তু সদর আদালত ইহাতে কোন ছল না দেখিয়া আনন্দের দাওয়া ডিসমিস করিলেন এবং কর্জ্জের টাকা পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত সেই জমীদারী দখল করিতে বলরামের যে স্বত্ব ছিল তাহা বজায় রাখিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ১ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৮ পৃষ্ঠা।

৪ ধারা।

আইন এড়াইবার উদ্যোগ করিলে সুদসুদ্ধ আসল কর্জ্জা টাকা জব্দ করণ।

৪৩। ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চ কিম্বা তাহার পর যে তারিখহইতে যে নিরিখে সুদ দিবার ও লইবার হুকুম এই আইনে লেখা যায় ইহার ব্যতিক্রমে যদি কেহ অধিক সুদ লইয়া থাকে কিম্বা কোন খত অথবা একরার নিরিখছাড়া অধিক সুদে লেখা গিয়া থাকে তবে সেই পাওনার দাওয়া মহাজন ফরিয়াদীকে কিছুই সুদ আর্শিতে ডিক্রী করিবেন না আর যদি আসলের মধ্যহইতে ডিসকৌণ্ট অর্থাৎ ধরাট অথবা অন্যোপলক্ষে কিছু জর্ত্তন করিয়া লইয়া থাকে তবে তাহার নালিশ ডিসমিস করিয়া খাতক আসামীর খরচা সেই ফরিয়াদীর স্থানহইতে দেওয়াইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৯ ধা।

৪৪। আখেরনামক এক জন মুসলমান বয়বলওফার খতজ্রমে এক গ্রাম ফিরিয়া পাইবার জন্যে বলরামের নামে নালিশ করিল সেই খতে লিখিত ছিল যে ২০৮১৲ টাকা কর্জ্জ হইয়াছে এবং পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহা উদ্ধার হইবেক। পরে দৃষ্ট হইল যে আখের বলরামকে কেবল ১৬০০৲ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল কিন্তু সুদ লওনের অপমান না হওনের জন্যে পাঁচ বৎসরের সুদ আসল টাকার সঙ্গে সংযোগ করিল সেই সমুদয় টাকা আসল বলিয়া খতের মধ্যে লিখিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে কর্জ্জ উদ্ধারের মিয়াদ অতীত হইলে পর সেই ব্যক্তি ঐ গ্রামের দখল পাইতে পারে না। কিন্তু আদালত হুকুম করিলেন যে আইনে যে নিরিখের সুদ লইবার অনুমতি আছে তদপেক্ষা অধিক সুদ লইবার কিছু উদ্যোগ এই বন্দোবস্তে দেখা যায় না এইপ্রযুক্ত সেই ব্যক্তি আসল টাকা সুদসমেত ফিরিয়া পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৮ সালের ১৬ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৫৫ পৃষ্ঠা।

৪৫। যদি কর্জ্জের খতে বেআইনী সুদের অঙ্গীকার লেখা থাকে তবে তৎপ্রযুক্ত সেই কর্জ্জের আসল টাকা জব্দ হয় না। এবং কর্জ্জের টাকার হিসাব করণের পর যে খত লওনা যায় তাহাতে যদি বেআইনী সুদ লেখা যায় তবে তাহা আইন এড়াইবার এবং সুদের উপর সুদ পাইবার উদ্যোগ বোধ হইবেক না। সেইরূপ আইন এড়াইলে এবং সুদের উপর সুদ লইলে আসল টাকা জব্দ হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ২৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৯৩ পৃষ্ঠা।

৪৬। যে কোম্পানির কাগজের বাজারে ডিসকৌট অর্থাৎ খরাট আছে সেই কাগজের আসল মুল্য ধরিয়া তাহার উপর টাকা কর্জ্জ দিলে তাহা ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের সুদবিষয়ক বিধি এড়ান জ্ঞান হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৬৪ পৃষ্ঠা।

৪৭। এক গতিকে টাকা কর্জ্জ করা গেল এবং বার্ষিক শতকরা বারো টাকা করিয়া আইনসিদ্ধ সুদ দিবার অঙ্গীকার খতের মধ্যে লেখা গেল এবং তৎপরে মেহনতানা বলিয়া মাসে শতকরা ॥০ আট আনা সুদ দিবার আর এক খত লেখা গেল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যদ্যপি কোন বেআইনী সুদ লওয়া গেল না তথাপি ইহার দ্বারা কর্জ্জের আসল কোন ভাগ আদায় হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ২৩ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২০৫ পৃষ্ঠা।

৪৮। কোন কর্জ্জের উপর সুদ ও বাত্তি সিক্কা বলিয়া আইনানুযায়ি সুদঅপেক্ষা অধিক টাকা লওনের যদি স্পষ্টতঃ নিয়ম হয় তবে তাহা আইন এড়াইবার যে ছলের দ্বারা ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৯ ধারানুসারে আসল টাকা ও সুদ জব্দ হয় এমত ছল জ্ঞান হইবেক না। কিন্তু ঐ আইনের ৮ ধারানুসারে কেবল সুদ জব্দ হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১০ পৃষ্ঠা।

৪৯। যে গতিকে কর্জ্জের বাবৎ এক খত সুদসমেত লিখিয়া দেওয়া গেল এবং খরাট বলিয়া তাহাহইতে কিঞ্চিৎ বাদ দেওয়া গেল সেই গতিকে ধার্য্য হইল যে তাহা ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৯ ধারার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছলের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং সেই দাওয়া ডিসমিস করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ২০ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৭৯ পৃষ্ঠা।

৫০। এক বয়বলওফার মোকদ্দমায় দৃষ্ট হইল যে মহাজন আসল টাকাহইতে কিছু বাদ দিয়া বেআইনী সুদ লইয়াছে অতএব সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৯ ধারার উপলক্ষে ঐ মহাজনের ভূমি বিষয়ের দাওয়া ডিসমিস হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৭ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৮১ পৃষ্ঠা।

৫১। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে কিছু টাকা না দিয়া যদি ভূমি বিনা মূল্যে হস্তান্তর করা যায় তবে তাহা ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৯ ধারানুসারে অধিক সুদ লইবার ছল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৪৬ পৃষ্ঠা।

৫ ধারা।

মোকদ্দমা কি আপীল উপস্থিত থাকনসময় অথবা ডিক্রীর তারিখঅবধি কর্জ্জা টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত যে সুদ চলিবেক তাহা।

৫২। উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শিতে এবং মোকদ্দমাসকলের আপীল অনর্থক হইতে না পারিবার জন্যে কর্ত্তব্য যে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরসকলের

দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রী সাব্যস্ত রাখিলে ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতসকলের কোন ডিক্রী মঞ্জুর করিলে সে ডিক্রী যে সংখ্যায় হইয়া থাকে তাহার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ধরিয়া সমেত সুদ ডিক্রীর টাকা রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেওয়ান্ এবং অনর্থক আপীল হইবার বোধে সে মোকদ্দমার মর্ম্ম ও আপেলাণ্টের গতিক দৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ বিহিত জানেন্ তাহা করেন্ ইতি।—১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

৫৩। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যে টাকার ডিক্রী হয় এবং তাহার উপর আপীল হইলে যে টাকার ডিক্রী হয় সেই২ ডিক্রীতে সুদের হিসাব করণের বিষয়ে এক আদালতে এক প্রকার অন্য আদালতে অন্য প্রকার রীতি হইয়া থাকে। অতএব ১৮৩৫ সালের ২ অক্টোবর তারিখে তাঁহারা যে সরক্যুলর অর্ডর প্রকাশ করিলেন তাহার অনুক্রমে নীচের লিখিত বিধি জিলা ও শহরের আদালতের এবং তাঁহারদের অধীন আদালতসকলের উপদেশের নিমিত্তে প্রকাশ করিতেছেন।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫৪। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় যে আসল টাকা ও সুদের বাবৎ দাওয়া হয় তাহার ডিক্রী হইলে আদালতের কর্ত্তব্য যে যে তারিখে কর্জ্জ হইয়াছিল অথবা যে তারিখে টাকা পাওনা হইল সেই তারিখঅবধি ডিক্রীর তারিখপর্য্যন্ত সুদসমেত আসল টাকার ডিক্রী করেন্ এবং পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সুদের হুকুম দেন্। কিন্তু যদি ঐ সুদ আসল টাকাঅপেক্ষা অধিক হইয়াছে তবে আসল টাকার তুল্য সুদ ধরিয়া ডিক্রী করিবেন। পরন্তু ১৮২৩ সালের ১৯ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরে যে গতিকের বিষয় লেখা আছে তাহা বর্জ্জিত থাকিল।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৫৫। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৪ মার্চ তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার এক ভাগের অর্থ বুঝিতে ভ্রম হইয়াছে অর্থাৎ ঐ দফার মধ্যম ভাগে "পরিশোধ না হওনের তারিখপর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সুদের হুকুম দিবেন" এই যে কথা লেখা আছে তাহার মধ্যে "ঐ টাকা" এই কথাতে কোন্ টাকা বুঝায়। কেহ২ বোধ করেন্ যে এই দফার প্রথম ভাগে যে আসল টাকা ও সুদের বিষয় লেখা আছে উভয় বুঝায়। অন্যে বোধ করেন্ যে ঐ কথাতে কেবল আসল টাকা বুঝায়। অতএব কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে যে আসল টাকা এবং আদালতে নিরূপিত অমুক তারিখঅবধি অমুক তারিখপর্য্যন্তের সুদ আদালতের সাহেব ডিক্রীতে লিখিবার হুকুম পাইয়াছেন সুদসুদ্ধ সেই আসল টাকা ঐ কথাতে বুঝায়।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫৬। যদি ঐ ডিক্রীর উপর আপীল হয় এবং তাহা বহাল থাকে তবে আপীল আদালতের উচিত যে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে ঐ ডিক্রীর তারিখঅবধি ঐ সমুদয় টাকা পরিশোধ করণের তারিখপর্য্যন্ত যে আসল টাকা ও সুদ ও খরচা আসল ডিক্রীতে হুকুম হইয়াছিল সেই জুমলা টাকার উপর সুদ দিবার ডিক্রী করেন্।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৫৭। যদি সেই দাওয়া অধস্থ আদালতে ডিসমিস হইয়া পরে আপীল আদালতের দ্বারা ডিক্রী হয় তবে অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি হওনের তারিখপর্য্যন্ত আসল টাকার উপর সুদের হিসাব করিতে হইবেক এবং ঐ আসল টাকা ও সুদ ও খরচা এই জুমলা টাকার উপর দেনা পরিশোধের তারিখপর্য্যন্ত সুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৫৮। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন২ জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যখন আপীলক্রমে অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখেন তখন সুদের ডিক্রী করিবার বিষয়ে আপনারদের বিবেচনামত কার্য্য করিতে পারেন এই বোধ করিয়া তাঁহারা প্রতিমাসে শতকরা ১২ টাকার হারঅপেক্ষা অল্প সুদ ধরিয়া ডিক্রী করিয়া থাকেন। তাহাতে সদর আদালত জজ সাহেবেরদিগকে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৫ ধারার বিধিতে মনোযোগ করিতে হুকুম দিয়া কহিলেন যে উক্ত প্রকার আপীলী মোকদ্দমায় মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদিগকে সুদের হারের সম্পূর্ণ ডিক্রী করিতে হুকুম ছিল। সেই হুকুমের অভিপ্রায় এই যে অনর্থক আপীল নিবারণ হয় ইহাতে দৃষ্টি রাখিয়া এবং মফঃসল আপীল আদালত রহিত হওয়াতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের প্রতি যে কর্ম্মের ভার অর্পণ হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ ৩ ধারার বিধি জজ সাহেবেরদের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া আপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে এবং সেই বিধির অনুসারে তাঁহারদের কার্য্য না করিলে নহে। অতএব উত্তর কালে জজ সাহেবেরা ঐ ৩ ধারার এই অর্থানুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৩৫ সালের ২ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

৫৯। কিন্তু সদর আদালত জানাইতেছেন যে তাহাতে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৫ ধারায় হুকুম আছে যে আপীল অনর্থক বোধ হইলে অধস্থ আদালত যত টাকার ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যার উপর আপীল আদালত বৎসরে শতকরা ১২৲ বারো টাকার হারের সুদ ধরিয়া ডিক্রী করিবেন উক্ত আইনের অর্থের দ্বারা ঐ ৩ ধারার কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই।—১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৬০। এক কর্জের খতের আসল টাকা ও সুদের ডিক্রী হইল এবং মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের তারিখঅবধি ঐ আসল টাকা ও সুদ একত্র করিয়া তাহার উপর সুদ ধার্য্য হইল এবং প্রবিন্সাল আদালতে তাহার আপীল হইলে সেই হুকুম বহাল হইল এবং ডিক্রীর সংখ্যার উপর সুদের হুকুম হইল কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতে সেই মোকদ্দমার খাস আপীল হওনের সময়ে কেবল আসল খতের টাকার উপর সুদের হিসাব করা গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ২৯ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২৬৮ পৃষ্ঠা।

৬১। কর্জের বিষয়ের নালিশ হইলে যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতের ডিক্রীর তারিখপর্য্যন্ত কেবল আসল টাকার উপর সুদ দেওয়ান যাইবেক। এক মোকদ্দমায় অধস্থ আদালত নালিশী আরজী দাখিল হওনের তারিখপর্য্যন্ত আসল টাকা ও সুদ জুমলা করিয়া সেই তারিখঅবধি ঐ জুমলা টাকার উপর সুদের ডিক্রী করিলেন কিন্তু সদর আদালত সেই ডিক্রী অন্যথা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৮ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৬৬ পৃষ্ঠা।

৬২। যে এক খতের উপর ডিক্রী হইল তাহাতে আইনের নির্দ্ধারিত নিরিখহইতে অল্প সুদ লেখা ছিল তথাপি মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া সদর আদালত ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা পরিশোধের তারিখপর্য্যন্ত আইনানুসারে যত অধিক সুদ লওয়া যাইতে পারে তাহার ডিক্রী করিলেন।—১৮৩৫ সালের ২ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮ পৃষ্ঠা।

৬৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে টাকার উপর সুদ চলিতে পারে এমত টাকার ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রীতে এমত হুকুম লেখা উচিত যে ঐ ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার উপর সুদ চলিবেক। এবং যদ্যপি ডিক্রীতে এমত বিশেষ হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তবে যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল তাঁহার সাধ্য আছে সে ঐ সুদ পাইবার নিমিত্তে ডিক্রীদারকে পুনরায় নালিশ করিতে হুকুম না দিয়া ডিক্রী হওনের তারিখের পর যে সুদ জমিয়াছে তাহা দিবার হুকুম তৎপরে কোন সময়ে করিতে পারেন। এবং যে ভূমি সম্পত্তির ডিক্রী হয় সেই ভূমির উপর ডিক্রী জারী না হওনপর্য্যন্ত যাহা উৎপন্ন হয় তাহা দিবার বিষয়েও দেওয়ানী আদালত সেইরূপ হুকুম করিতে পারেন।- ১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬৪। ডিক্রীহওয়া যে টাকার উপর সুদ চলিতে পারে এমত টাকার ডিক্রীর বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে এই২ বিধান হইল যে ঐ ডিক্রীতে এমত হুকুম লিখিতে হইবেক যে ডিক্রী চূড়ান্তরূপে জারী না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ টাকার উপর সুদ চলিবেক। যদ্যপি ডিক্রীতে এমত হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তবে ডিক্রীকারি আদালত ঐ সুদ পাইবার নিমিত্তে ডিক্রীদারকে নূতন নালিশ করিতে হুকুম না দিয়া তাহার স্থানে সরাসরী দরখাস্ত পাইয়া এবং তাহা উত্তমরূপে বিচার করিয়া ও পক্ষান্তর ব্যক্তির ওজর শুনিয়া ডিক্রী হওনের তারিখের পর যত কাল গত হইয়াছে অথবা মোকদ্দমার ভাব দৃষ্টে সেই কালের মধ্যে যত কাল যথার্থ ও উচিত বোধ হয় তত কালের নিমিত্তে ঐ আসল টাকার উপর সুদ দিতে হুকুম করিতে পারেন। এবং ভূমি সম্পত্তির ডিক্রী হওনের পর যত ওয়াসিলাৎ দেনা পড়ে তাহার বিষয়েও সেইরূপ বিধান করিতে হুকুম হইল আসল মোকদ্দমা এবং আপীলী মোকদ্দমার উপর টাকার সুদের হিসাব করণের বিধি ১৮৩৫ সালের ২ অক্টোবর এবং ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চ এবং ১৮৩৭ সালের ৭ আপ্রিল তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে পাওয়া যাইবেক।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৬৫। সদর আদালত জানাইতেছেন যে মোকদ্দমা আরম্ভ করণের পর এবং তাহা আদালতে উপস্থিত থাকনসময়ে যে ওয়াসিলাৎ জমে তাহার বিষয়ে এমত ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারি আদালত যদ্যপি আপনার ডিক্রীর মধ্যে ঐ ওয়াসিলাৎ দিবার হুকুম লিখিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন তবে ঐ ডিক্রীর দোষ শুধরণের নিমিত্তে ডিক্রীদার পুনর্ব্বার নালিশ করে। সদর আদালত বোধ করিতেছেন যে ঐ ব্যবহার অনুচিত এবং তাহা রহিত করিতে হইবেক। যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত থাকনের সময়ে সুদ কিম্বা ওয়াসিলাৎ পাইতে পারে কি না এই বিষয় কেবল ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকারি আদালত নির্ণয় করিতে পারেন। অতএব যদি ঐ আদালতের জজ সাহেব আপন ডিক্রীতে সেই বিষয়ের কোন বিশেষ হুকুম না দিয়া থাকেন তবে ডিক্রীদারের উচিত যে সেই সুদ বা ওয়াসিলাৎ পাইবার নিমিত্তে পুনর্ব্বার নালিশ না করিয়া ঐ ডিক্রী সংশোধন করিবার নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করে। ঐ দরখাস্ত করণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপিত আছে সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ফরিয়াদী ঐ দরখাস্ত করে তবে যে আদালতে

তাহা দাখিল হয় সেই আদালতে মুৎফরকা দরখাস্ত যে মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হয় সেই মুল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিবেক কিন্তু যদি ঐ মিয়াদ অতীত হইলে পর ঐ দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে ১৮২৫ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের এবং ৪৯০ নম্বরী আইনের অর্থের অনুসারে ঐ দরখাস্ত সম্পূর্ণ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। সদর আদালত আরো বিধান করিতেছেন যে এইরূপ যে ব্যবহার এক্ষণে চলন আছে তাহা নজির অর্থাৎ দৃষ্টান্তানুসারে হইতেছে এইপ্রযুক্ত এই নূতন নিয়ম কেবল উত্তর কালে চলন হইবেক। —১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৬৬। আনন্দ আপীল আদালতে বলরামের নামে নালিশ করিলে তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল এবং ডিক্রীর তারিখঅবধি সুদ দেওয়া গেল। পরে বলরাম আপীল করাতে ঐ মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনায় ঐ ডিক্রী বহাল হইল। তৎপরে আনন্দ শহরের আদালতে আসল মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের তারিখঅবধি সুদের বাবৎ বলরামের নামে নালিশ করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে সাবেক ডিক্রীর চুক শুধবাইবার জন্যে সুদের সেই দাওয়া গ্রাহ্য হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ১৯ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১২৭ পৃষ্ঠা।

৬ ধারা।

মোকদ্দমার খরচার সুদ।

৬৭। ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর সদর দেওয়ানী আদালত পুনর্ব্বার বিবেচনা করিয়া এই হুকুম দিয়াছেন যে টাকার বিষয় কি ভূমির বিষয় কি অন্যপ্রকার সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া হউক প্রত্যেক গতিকে মোকদ্দমার খরচার উপর সুদ দিবার হুকুম ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ৩০ জুনের ১০৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৮। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যখন মোকদ্দমার খরচা ডিক্রীর মধ্যে লেখা যায় তখন ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের ডিক্রী করেন ঐ খরচা সেই বিষয়ের এক অংশ হয় এবং টাকার যে ডিক্রী হয় তাহার উপর যেমত আদালতের ডিক্রীর তারিখঅবধি সুদ চলিবেক সেইমত এই খরচার উপরও সুদ চলিবেক। - ১৮৩২ সালের ৫ অকটোবরের ৭১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৯। আরো জানান যাইতেছে যে ৭১৫ নম্বরী আইনের অর্থানুসারে যে খরচার ডিক্রী হয় তাহার উপর ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা দেওনের তারিখপর্য্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া সুদ দেওনের হুকুম হইতে পারে।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৭ ধারা।

যেং স্থলে কর্জ্জের সুদ আসলহইতে অধিক হয় তাহা।

৭০। কোন আদালতের জজ সাহেব এই আইনের মতানুসারে যে কর্জের সুদ আসলহইতে অধিক হয় সে সুদ এই আইনের ১২ দ্বাদশ ধারার লিখিত বিষয়ছাড়া বিষয়ান্তরে দিতে ও লইতে ডিক্রী করিবেন না ইতি। —১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।

৭১। খতক্রমে আসল টাকা ও সুদ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে নালিশী আরজী দাখিল হওনের তারিখপর্য্যন্ত সুদের হিসাব করিতে হয়। কিন্তু এক মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালত মহাজনের পক্ষে এইরূপ এক ডিক্রী করিলেন যে সেই ব্যক্তি খতের আসল টাকা এবং তাহার উপর সুদ খতের তারিখঅবধি চূড়ান্ত ডিক্রীজারী হওনের তারিখপর্য্যন্ত পাইবেক। ঐ আদালত আরো ধার্য্য করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারায় এই নিষেধ আছে যে কর্জের সুদ আসলহইতে অধিক হইলে আসল টাকাঅপেক্ষা অধিক সুদের ডিক্রী হইবেক না কিন্তু যে গতিকে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পর সুদ এইরূপ জমিয়াছে এবং সুদের এইরূপ বৃদ্ধিহওয়া মহাজনের গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত কোন প্রকারে হয় নাই সেই গতিকে ঐ নিষেধ খাটিবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৪২ পৃষ্ঠা।

৭২। উক্ত ধারায় এমত হুকুম আছে যে আইনমতে যে সুদ লওয়া যাইতে পারে তাহা বৃদ্ধি হইয়া যদি আসল টাকাহইতে অধিক হয় তবে আসল টাকাঅপেক্ষা অধিক সুদের ডিক্রী হইতে পারে না। ঐ ধারার হুকুম দৃষ্টে সদর আদালত

বিধান করিতেছেন যে নালিশ উপস্থিতকরণের পর যদি সুদ এমত বৃদ্ধি হইয়া থাকে যে আসল টাকাহইতে অধিক হইয়াছে তবে ঐ ৬ ধারার নিষেধ খাটিবেক না বেহেতুক ঐ সুদের ঐ প্রকার বৃদ্ধি ফরিয়াদীর গতিক্রিয়াপ্রযুক্ত নাই।—১৮২৩ সালের ১৯ ডিসেম্বরের ৩৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৩। দুই খতের লিখিত টাকার বিষয়ে এবং সুদ বলিয়া তত্তুল্য টাকার বিষয়ে এক মোকদ্দমা হইল এবং ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারানুসারে সুদ আসল টাকাহইতে অধিক হইয়াছিল। খতের উপর একবার সুদ দেওয়া গিয়াছিল স্বীকার হইল কিন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ টাকা দেওনের পর যে সুদ জমিয়াছে তাহা আসল টাকাঅপেক্ষা অধিক। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ আইনে যে বিধান আছে তাহা কেবল যে সুদ পরিশোধ হয় নাই এবং বাকী আছে তাহার বিষয়ে খাটে এবং পূর্ব্বে যে টাকা দেওয়া গিয়াছিল তাহাছাড়া আসল টাকার তুল্য সুদের ডিক্রী হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৯ সালের ২৯ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৯৪ পৃষ্ঠা।

৭৪। ধার্য্য হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারার ভাবানুসারে যদি মোকদ্দমার বিচার হওন কালে এবং মহাজনের বিনাপরাধে কর্জ্জের সুদ আসলহইতে অধিক হইয়াছে তবে আদালত সেই সুদের ডিক্রী করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ১৯ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২৭০ পৃষ্ঠা।

৭৫। যখন কর্জ্জের সুদ আসলঅপেক্ষা অধিক হইয়াছে এবং সেই আধিক্য কর্জ্জের টাকার বাবৎ নালিশ করণের পর হইয়াছে তখন আসল টাকাঅপেক্ষা অধিক সুদের ডিক্রী হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৬১ পৃষ্ঠা।

৭৬। কর্জ্জের টাকা পাইবার এক মোকদ্দমায় প্রিন্সিপাল আদালত এই ডিক্রী করিলেন যে যদি কর্জ্জের সুদ আসলহইতে অধিক না হয় তবে আসল টাকা ও পরিশোধের তারিখপর্য্যন্ত সুদ দেওয়া যাইবেক। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত আসল টাকা ও তাহার তুল্য সুদের ডিক্রী করিলেন এবং ঐ ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা পরিশোধের তারিখপর্য্যন্ত ঐ আসল টাকা ও সুদ জুমলা করিয়া উভয়ের উপর বাবো টাকা সুদের ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ৩ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৯৫ পৃষ্ঠা।

৮ ধারা।

ওয়াসিলাৎ।

৭৭। এক জন ভূমিহইতে বেদখল হইয়া ওয়াসিলাৎ এবং সেই ওয়াসিলাতের উপর সুদের দাওয়া করিল এবং তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল এবং সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ সুদ সদ্যপিও ঐ আসল খাজানাঅপেক্ষা অধিক ছিল তথাপি ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারার দ্বারা সেইরূপ বেশী টাকার ডিক্রী করণের প্রতিবন্ধক নাই যেহেতুক ঐ আদালতের বোধ হইল যে মোকদ্দমার বিশেষ বিষয় বুঝিয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যথার্থরূপে ক্ষতি পূরণার্থে সেইরূপ ডিক্রী করা আবশ্যক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ১৯ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৪৮ পৃষ্ঠা।

৭৮। ওয়াসিলাতের বিষয়ে এক মোকদ্দমা অতিবিলম্বে উপস্থিত করা গেল এবং তৎপ্রযুক্ত সদর আদালত ঐ ওয়াসিলাতের সুদের ডিক্রী করিতে স্বীকৃত হইলেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৬ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৫২ পৃষ্ঠা।

৭৯। ওয়াসিলাতের হিসাব নিষ্পত্তি করণের সময়ে যে টাকা বেআইনীমতে আদায় হইয়াছে তাহা ধরা যাইবেক না।—১৮৪৬ সালের ১০ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৫ পৃষ্ঠা।

৮০। এক ডিক্রী জারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তির যে নীলাম হইয়াছিল তাহা অসিদ্ধ হইলে আদালত সরাসরীমতে এই হুকুম করিতে পারেন যে ঐ ভূমি যত কাল নীলামী খরীদারের দখলে ছিল তত কালের ওয়াসিলাৎ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং যে রুবকারীর দ্বারা ঐ ওয়াসিলাতের সংখ্যা নির্ণয় হয় সেই রুবকারীর তারিখঅবধি তাহার উপর সুদ চলিবেক।—১৮৪১ সালের ১৩ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ পৃষ্ঠা।

৮১। ওয়াসিলাৎ পাইবার এক নালিশ হইল এবং সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ফরিয়াদী ওয়াসিলাতের সংখ্যা এবং যত কালের ওয়াসিলাতের দাওয়া হইল তাহা না লেখাতে ঐ করিয়াদী যথার্থ নসুট হইয়াছে।—১৮৪২ সালের ২৫ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৫ পৃষ্ঠা।

৮২। কতক ভূমি এবং তাহার ওয়াসিলাতের বিষয়ে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল এবং জিলার আদালত ভূমির এক অংশ ফরিয়াদীদের পক্ষে ডিক্রী করিয়া হুকুম করিলেন যে ভূমির পরিমাণ এবং ওয়াসিলাতের সংখ্যা ইহার পরে ডিক্রী জারী হওনের সময়ে নিরূপণ হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ডিক্রী অসম্পূর্ণ এবং মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার করিতে হুকুম দিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৩০৫ পৃষ্ঠা।

৮৩। ভূমি ও তাহার ওয়াসিলাতের বিষয়ে এক নালিশ হওয়াতে জিলার জজ সাহেব ভূমির ডিক্রী করিয়া হুকুম করিলেন যে ওয়াসিলাতের বিষয়ের ইহার পর নিষ্পত্তি হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ডিক্রী অসম্পূর্ণ এবং মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইয়া জজ সাহেবকে সমুদয় দাওয়ার বিষয়ের ডিক্রী করিতে হুকুম করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৭ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৭৭ পৃষ্ঠা।

৮৪। ওয়াসিলাৎ সাধারণ কথায় লেখা বেআইনী। যত কালের জন্যে তাহা দিতে হইবেক তাহা বিশেষ করিয়া ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ৩ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৩০৬ পৃষ্ঠা।

৮৫। মায় ওয়াসিলাৎ স্থাবর সম্পত্তির বাবৎ মোকদ্দমা হইলে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত ওয়াসিলাতের টাকার সংখ্যার বিষয়ের তজবীজ স্থগিত হইতে পারে।' মন্তব্য।—উক্ত নিষ্পত্তি সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্টের ৬ বালমের ৩০৫ পৃষ্ঠায় ছাপাহওয়া (উক্ত ৮১ নম্বর) যে মোকদ্দমাতে শিবচন্দ্র রায় ও অন্যেরা আপেলাণ্ট ও হরমোহন রায় ও অন্যেরা রেসপাণ্ডেণ্ট সেই মোকদ্দমার দৃষ্টান্তের বিরুদ্ধ নহে যেহেতুক ঐ মোকদ্দমাতে যে ডিক্রীর অন্যথা হইল তাহা সর্ব্ব প্রকারে সাধারণ ডিক্রী এবং তাহাতে কেবল স্বত্ব নির্ণয় হইল কিন্তু ভূমির পরিমাণ ও ওয়াসিলাতের সংখ্যা ডিক্রী জারীর সময়ে নির্দ্দিষ্ট করিবার অনুমতি হইল।—১৮৪৮ সালের ৩ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৮৬। কতক ভূমি সালিসেরদের ফয়সলাক্রমে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইয়াছিল। সেই ডিক্রীর তারিখের বারো বৎসর পরে ঐ ভূমির ওয়াসিলাতের বিষয়ে দাওয়া হইল এবং সেই দাওয়া এই অনুভবে ডিসমিস হইল যে সালিসেরা বিরোধি ভূমির বিষয়ে উভয় বিবাদির পরস্পর যে বিবাদ ছিল সেই সকল অবশ্য নিষ্পত্তি করিবা থাকিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৯ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩ পৃষ্ঠা।

৮৭। যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হয় সেই আদালতে ফরিয়াদী যে বিশেষ হারে ওয়াসিলাতের দাওয়া করে তদপেক্ষা অধিক হারে ওয়াসিলাতের ডিক্রী হইতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ১৪ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

---

* এই মোকদ্দমায় সদর আদালতের জজ সাহেবেরা যে ডিক্রী করিলেন তাহা দৃষ্টি না করিলে ওয়াসিলাতের বিষয়ে বিধান সুজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে না। সেই ডিক্রী এই

ওয়াসিলাৎ নিরূপণ করণে অনেক ক্লেশ ও খরচ অবশ্যই হয় এবং ফরিয়াদীরা যদি অধস্থ আদালতে জয়ী হইয়া পরে আপীল আদালতে পরাজিত হয় তবে সেই সকল খরচ ও ক্লেশ বৃথা হইবেক। যদি সম্পত্তিতে তাহারদের স্বত্ব সাব্যস্থ হয় তবে যত কালের ওয়াসিলাৎ তাহারদিগকে দেওয়া উচিত হয় সেই কাল নিরূপণ করিয়া তাহারদিগকে দখল দিবার ডিক্রী হইতে পারে। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত ১৮৪০ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে মোকদ্দমাতে রামকুমার চক্রবর্ত্তী এবং অন্যেরা আপেলাণ্ট ও রামরাম ভট্টাচার্য্য ও অন্যেরা রেসপাণ্ডেণ্ট সেই মোকদ্দমায় পাওয়া যায়।

অতএব প্রধান সদর আমীনের হুকুম অন্যথা করিতে হইবেক। যদি তিনি ফরিয়াদীদের পক্ষে ডিক্রী করেন তবে তাহারদিগকে বিবাদি সম্পত্তির দখল দেওনের হুকুম করণ সময়ে ওয়াসিলাতের টাকা নিরূপণ করিলে পর যত কালের ওয়াসিলাৎ পাইবার হুকুম করেন তাহা আপন ডিক্রীতে লিখিবেন। তদনুসারে হুকুম হইল।

মন্তব্য।—প্রধান সদর আমীনের আপত্তির বিষয়ে সদর আদালত লেখেন যে তজবীজ হইলে পর যদি দৃষ্ট হয় যে ওয়াসিলাতের যে টাকার জন্যে নালিশ হইয়াছিল তাহাহইতে ওয়াসিলাতের টাকা অতিশয় কম হয় তবে যাহার শিরে খরচা পড়ে সেই ব্যক্তি খরচার বিষয়ি হুকুম পুনর্ব্বিচার করিবার দরখাস্ত নিত্য করিতে পারে।—১৮৪৮ সালের ৩ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৮৮। যে হারে প্রথমতঃ ওয়াসিলাতের দাওয়া হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিক হারে ওয়াসিলাতের ডিক্রী হইল কিন্তু সদর আদালত তাহা কম করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২১ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮৭ পৃষ্ঠা।

৮৯। যে ব্যক্তি মোকদ্দমার বাদিপ্রতিবাদী ছিল না এমত তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়াসিলাতের ডিক্রী হইলে তাহা অসিদ্ধ হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ৩০ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৯ পৃষ্ঠা।

৯০। যে ব্যক্তি ডিক্রীতে কৃতকার্য্য হইল না এবং তাহার বিশ্বাসঘাতকতাপ্রযুক্ত জমি ব্যক্তি ভূমির দখল পাইতে পারিল না সেই ব্যক্তির উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে সদর দেওয়ানী আদালত সেই ডিক্রীর তারিখঅবধি মাসমুদ ওয়াসিলাতের ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৩১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৩৫ পৃষ্ঠা।

৯১। ওয়াসিলাতের দাওয়া হওয়াতে প্রবিন্সাল আদালত এই ডিক্রী করিলেন যে ঐ ভূমির বিষয়ে যত কাল অন্য এক স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল তত কালের অর্থাৎ ১৩ বৎসরের জন্যে সুদ দেওয়া যাইবেক এবং আপনারদের ডিক্রীর তারিখঅবধি সেই ওয়াসিলাতের ও সুদের উপর সুদ দেওয়া যাইবেক। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত সেই ডিক্রীর যে ভাগে সুদের বিষয়ের হুকুম ছিল তাহা অন্যথা করিয়া ওয়াসিলাতের আসল টাকা এবং ওয়াসিলাতের বিষয়ি মোকদ্দমা প্রবিন্সাল আদালতে উপস্থিত হওনের তারিখঅবধি সদর আদালতের ডিক্রীর তারিখপর্য্যন্ত সেই ওয়াসিলাতের উপর সুদের ডিক্রী করিলেন। এবং টাকা পরিশোধ হওনের তারিখপর্য্যন্ত ঐ ওয়াসিলাৎ ও সুদের উপর সুদের ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ২৯ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৯২। সকল লোককে জানাইবার নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা প্রকাশ করিতেছেন যে ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের ২৯ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের যে ৬ দফাতে হুকুম হইল যে স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় যদি ওয়াসিলাৎ ত্যাগ না করা যায় তবে মোকদ্দমার মূল্যের মধ্যে ঐ ওয়াসিলাৎ গণ্য হইবেক সেই ৬ দফার দ্বারা ১৮২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৪ নম্বরী যে সরকুলর অর্ডরে হুকুম ছিল যে কেবল সদর জমার হিসাবে মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণ হইবেক তাহা রদ হইল।—১৮৪৫ সালের ২৫ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।

৯৩। ধার্য্য হইল যে যদি নিষ্কর ভূমি আইনমতে বাজেয়াফ্ত হয় এবং তৎপরে গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা ছাড়িয়া দেন তবে গবর্ণমেণ্টের নামে ওয়াসিলাতের নালিশ হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ৬ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৫৯ পৃষ্ঠা।

৯ ধারা।

বন্ধকী কর্জ্জ।

৯৪। এক গ্রামের কএক ভূম্যধিকারিরা এক বন্ধকী খত লিখিয়া দিয়াছিল কিন্তু তাহারদের অংশ তাহাতে বিশেষ করিয়া লেখা ছিল না। তাহারা ঐ কর্জ্জের টাকা একছেয়া খতে লইয়াছিল এবং তাহা একেবারে পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এইমত গতিকে ঐ ভূম্যধিকারিরদের মধ্যে এক জন সেই কর্জ্জের আপনার কথিত অংশ আমানৎ করিয়া সেই ভূমির আপন বিশেষ অংশ উদ্ধার করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৫ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৫৩ পৃষ্ঠা।

৯৫। বন্ধকের সদৃশ ভূমির অর্পণ হইলে মিয়াদের বিষয়ি আইনের দ্বারা তাহা উদ্ধার করণের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২০ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২০৩ পৃষ্ঠা।

৯৬। আনন্দ বলরামের স্থানে কতক টাকা কর্জ্জ করিয়া তাহার নিকটে কতক ভূমি বন্ধক দিল ও তীর্থে গমন করিল। পঞ্চাশ বৎসরপর্য্যন্ত আনন্দের কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না তৎপরে তাহার উত্তরাধিকারী ঐ কর্জ্জের টাকা পরিশোধ করিয়া সেই ভূমি ফিরিয়া পাইবার নালিশ করিল। তাহাতে আনন্দের মৃত্যু হইয়াছে অনুভব করিয়া এবং ঐ দাওয়ার বিষয়ে মিয়াদের আইনের কোন প্রতিবন্ধক নাই বলিয়া উত্তরাধিকারির পক্ষে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ১৭ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৪ পৃষ্ঠা।

৯৭। ফরিয়াদী কতক ভূমির দখল পাইবার বিষয়ে নালিশ করিল আসামী ওজর করিল যে ইহার ষাটি বৎসর পূর্ব্বে ফরিয়াদীর পূর্ব্ব পুরুষ ঐ ভূমি বন্ধক দিয়াছিল এবং সময় অতীত হওয়াতে তাহার দাওয়া লোপ হইয়াছে। কিন্তু সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ১৮০৫ সালের ২ আইনক্রমে বন্ধকী কর্জ্জেতে ঐ ওজর বিফল এবং হুকুম করিলেন যে ফরিয়াদী বন্ধক

উদ্ধার করিলে সেই ভূমির দখল ফিরিয়া পাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৯ সালের ২৭ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৯২ পৃষ্ঠা।

২৮। বন্ধকী কর্জের তারিখের ৭০ বৎসর পরে ঐ ভূমির প্রকৃতার্থে হস্তান্তর করানো হয় নাই ইহার স্পষ্ট প্রমাণ হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত খাতকের সন্তানেরদিগকে সেই বন্ধকী ভূমি ফিরিয়া দেওয়াইলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ১৬ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৪ পৃষ্ঠা।

২৯। খাতক বন্ধকের টাকা জিলার আদালতে আমানৎ করিল কিন্তু মহাজন ঐ টাকা লইতে স্বীকার করিল না খাতক তৎপরে ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ খাতকের উত্তরাধিকারী যদি তৎপরে ঐ আমানতী টাকা ফিরিয়া লইয়াছিল তবে তাহার দ্বারা খরীদারের স্বত্বের কিছু হানি হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ২৩ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৮ পৃষ্ঠা।

১০০। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে খাতক যদি আপনার স্থাবর সম্পত্তির পাট্টাপ্রভৃতি কর্জের জামিনস্বরূপ আমানৎমাত্র করে তবে তাহা বন্ধকের তুল্য কার্য্য জ্ঞান হইবেক এবং যে ব্যক্তির হাতে ঐ দলীল আমানৎ হয় ঐ দলীলের নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির উপর সেই ব্যক্তির প্রথম অধিকার আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২৩ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৬৫ পৃষ্ঠা।

১০১। এক জিলার আদালত ডিক্রী করিলেন যে এক বন্ধক আইনসিদ্ধ এবং সেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল হইল না। তৎপরে ঐ বন্ধকী ভূমি উদ্ধারের মোকদ্দমা হইলে ঐ বন্ধক বেআইনী দুষ্ট হইল কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ইহা বলিয়া ঐ বন্ধক অন্যথা করিতে স্বীকার করিলেন না যে সাবেক ডিক্রী বহাল আছে এবং তাহা কেবল পুনর্ব্বিচারের অথবা আপীলের দরখাস্তে অন্যথা হইতে পারে কিন্তু সদর আদালত হুকুম করিলেন যে কর্জের টাকা পরিশোধ হইলে ভূমির উদ্ধার হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১২৬ পৃষ্ঠা।

১০২। কতক ভূমির বিষয়ে এক ডিক্রী হইল এবং তৎপরে তাহা সংশোধিত হইল যেহেতুক বিবাদিরা কহিল যে ঐ ভূমি আমারদের কাহারো দখলে নাই বটে কিন্তু বন্ধকক্রমে অন্যেরদের হাতে আছে কিন্তু কথিত মহাজনেরদের তলব হইলে তাহারা কহিল যে আমরা ভূম্যধিকারির ন্যায় ভূমির দখল করিয়া আসিতেছি এবং মোকররী জমা দিতেছি। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ ভূমির ডিক্রী না করিয়া তাহার বিষয়ে প্রাপ্য জমার এক অংশের ডিক্রী করিলেন এবং দাওয়াদার উচিত বোধ করিলে দখীলকারেরদের কথিত পাট্টার যে আপত্তি করে তাহার বিষয়ে নালিশ করিতে কহিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৪ সালের ৭ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৭৮ পৃষ্ঠা।

১০৩। এক হীরা পাতরের মূল্যের অর্দ্ধেকের বিষয়ে এক রেসপাণ্ডেণ্ট দাওয়া করিল সেই হীরাতে তাহার মৃত পিতা ও তাহার খুড়ার সাধারণ অধিকার ছিল তাহার খুড়া সেই হীরা আপেলাণ্টের নিকটে বন্ধক দিয়াছিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ বন্ধকের দ্বারা রেসপাণ্ডেণ্টের স্বত্বের হানি হয় না এবং তাহার দাওয়া মঞ্জুর হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১০ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১২৬ পৃষ্ঠা।

১০৪। এক মোকদ্দমাতে খাতকের সম্পত্তি কেবল কর্জের বন্ধক বা জামিনস্বরূপ দেওয়া গিয়াছিল এবং ঐ সম্পত্তির বিষয়ে এইমাত্র নিয়ম হইল যে নিয়মিত দিবসে ঐ কর্জ পরিশোধ করা যাইবেক। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যে টাকা কর্জ দেওয়া গিয়াছিল তাহা মাসসুদ ফিরিয়া পাইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে উপযুক্ত হইয়াছে। যদি ঐ কার্য্য বয়বলওফার কার্য্য হইত তবে ৮৯৮ নম্বরী আইনের অর্থের দ্বারা টাকার বিষয়ে নালিশ হইতে পারিত না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১১০ পৃষ্ঠা।

১০৫। যে এক জমীদারী বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তাহার বিষয়ে এই লিখিত বন্দোবস্ত হইল যে কর্জের টাকা নিয়মিত দিবসে পরিশোধ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক। সেই জমীদারীর বিষয়ে দাওয়া হইলে সদর দেওয়ানী আদালত বিষয় বুঝিয়া এই স্থির করিলেন যে সেই ভূমি প্রকৃতার্থে বিক্রয় করণের অভিপ্রায় ছিল না কিন্তু কেবল সেই কর্জের টাকার জামিনস্বরূপ ঐ জমীদারী দেওয়া গিয়াছিল। তাহাতে এই ডিক্রী হইল যে ঐ কর্জের আসল টাকা মায় সুদ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ হইলে ঐ জমীদারী জমীদারের থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১৭ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৪৩ পৃষ্ঠা।

১০৬। আপেলাণ্ট এক জমীদারীর অর্দ্ধেকের দাওয়া করিল এবং যদ্যপি দুষ্ট হইল যে রেসপাণ্ডেণ্টের পিতার সরবরাহের সময়ে ঐ জমীদারী বন্ধকক্রমে যে টাকা কর্জ হইয়াছিল তাহা রেসপাণ্ডেণ্টের দ্বারা পরিশোধ হইয়াছে তথাপি ঐ জমীদারীতে উভয় বিবাদির সাধারণ অধিকার আছে ইহার প্রমাণ হওয়াতে আপেলাণ্টের দাওয়া স্বীকার হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ৫ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩৫৫ পৃষ্ঠা।

১০৭। আনন্দ কতক টাকা লইয়া এই অঙ্গীকার করিল যে আমি যেং ভূমি বলরামকে বন্ধক দিয়াছি তাহা উদ্ধার করিয়া কাশীনাথকে অর্পণ করিব এবং যদি সেই ভূমি উদ্ধার করিতে না পারি তবে তাহার তুল্যমূল্যের অন্য ভূমি কাশীনাথকে অর্পণ করিব। আনন্দ সেই ভূমি উদ্ধার করিতে পারিল না কাশীনাথ তুল্যমূল্যের অন্য ভূমির দাওয়া করিল অথবা এক অবশেষ আরজী লিখিয়া যে টাকা সে আনন্দকে দিয়াছিল তাহার আসল টাকা মায়সুম ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করিল। তাহাতে আনন্দের *বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল কিন্তু কোন ভূমির ডিক্রী হইল না যেহেতুক এই ধার্য্য হইল যে ঐ বন্দোবস্ত* এইমত বিশেষ নহে যে তাহার উপর ভূমিবিষয়ক মোকদ্দমা হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৩ সালের ২৪ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৪৮ পৃষ্ঠা।

১০৮। আনন্দ বলরামের স্থানে ভূমি বন্ধক লইয়া তাহাকে ১০,০০০৲ টাকা কর্জ দিল এবং তৎপরে আপনি কাশীনাথের স্থানে ৫,০০০৲ টাকা কর্জ লইয়া এই বন্দোবস্ত করিল যে কাশীনাথ ঐ বন্ধকী সম্পত্তির বার্ষিক উৎপন্নের অর্দ্ধেক পাইবেক। বলরাম যে বন্ধকী খত লিখিয়া দিয়াছিল তাহা আনন্দ কাশীনাথকে জামিনস্বরূপ দিল কিন্তু যে দলীলের দ্বারা আনন্দকে খাজানা আদায় করণের ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহা সে ব্যক্তি আপন হাতে রাখিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ইহা আনন্দ ও কাশীনাথের মধ্যে এক সহজ বন্দোবস্ত। বন্ধকী জমীদারীর উপস্বত্বের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই এবং আনন্দ কাশীনাথের স্থানে যে টাকা কর্জ করিয়াছিল সেই টাকার বিষয়ে সে দায়ী আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ৩১ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৪৩ পৃষ্ঠা।

১০৯। ফরিয়াদীর খুড়ারা এক জমীদারীর আপনারদের হিস্যা দুই ব্যক্তির নিকটে বন্ধক দিয়াছিল এবং ঐ মহাজনেরা সেই ভূমি অন্য ব্যক্তিকে বন্ধক দিয়া পলায়ন করিল। ফরিয়াদী শেষোক্ত মহাজনেরদের স্থানহইতে ঐ জমীদারী উদ্ধার করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই মোকদ্দমার প্রথম ও দ্বিতীয় মহাজনেরদের মধ্যে আপোসে যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে আদালতের কিছু এলাকা নাই যেহেতুক প্রথম মহাজনেরদের হয় সেই সমস্ত জমীদারীতে স্বত্ব আছে কিম্বা সেই বন্ধকী জমীদারীর কোন ভাগে তাহারদের স্বত্ব নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ২৯ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২৯৮ পৃষ্ঠা।

১১০। এক পাট্টাতে কোন মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট ছিল না তাহা যে নিত্য থাকিবেক এমত তাহাতে লিখিত ছিল না এবং দৃষ্ট হইল যে যে ব্যক্তিকে সেই দিবসে এবং সেই ভূমির বন্ধকী খত দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তিকে সেই দিবসে সেই ভূমির উক্ত পাট্টা দেওয়া গেল। তাহাতে বোধ হইল যে ঐ পাট্টা কেবল সেই কর্জের অতিরিক্ত জামিনস্বরূপ দেওয়া গিয়াছিল অতএব আদালত সেই পাট্টা বাতিল করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৪ সালের ২১ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩৭২ পৃষ্ঠা।

১১১। বন্ধকহওয়া এক গ্রাম উদ্ধার করণার্থে দাওয়া হইল। ফরিয়াদী আসল খাতকের উত্তরাধিকারী এবং উত্তরাধিকারিত্বের আইনানুসারে ঐ ভূমির অর্দ্ধেক পাইবার তাহার অধিকার ছিল অতএব তাহার পক্ষে এই ডিক্রী হইল যে কর্জের অর্দ্ধেক টাকা পরিশোধ করিলে সে ব্যক্তি গ্রামের অর্দ্ধেক ফিরিয়া পাইতে পারে। এবং গ্রামের অপর যে অর্দ্ধেক অন্য উত্তরাধিকারী মহাজনের নিকটে বিক্রয় করিয়াছিল সেই অর্দ্ধেক ফরিয়াদী আপনার পূর্ব্ব ক্রয় করণের অধিকার আছে বলিয়া ফিরিয়া পাইবার জন্যে নালিশ করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ১৪ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৩২ পৃষ্ঠা।

১১২। কতক গ্রাম বয়বলওফাক্রমে এক ব্যক্তি খরীদ করে ঐ খরীদারের একরারনামার অনুসারে তাহার দখল পাইবার দাওয়া হইল। কথিত হইল যে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হওনের নয় বৎসর পরে ঐ একরারনামা লিখিয়া দেওয়া গিয়াছিল। সেই দাওয়া ইহা বলিয়া নামঞ্জুর হইল যে ঐ একরারনামা সাব্যস্ত হয় নাই অথবা যদি সাব্যস্ত হইয়া থাকে তবু ঐ ক্রয় বিক্রয়ের কিছু টাকা দেওয়া গেল না অথবা যে নিয়ম হইয়াছিল তাহা ফরিয়াদী প্রতিপালন করে নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৮১ পৃষ্ঠা।

১১৩। এক বন্ধকী খতের আসল টাকা ও সুদের বিষয়ে দাওয়া হইল এবং তাহার ডিক্রী হইল এবং মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে যত সুদ জমিল তাহারো ডিক্রী হইল। খাতক আপনার খাতা বহীর মধ্যে লিখিয়াছিল যে ইহার কতক টাকা পরিশোধ করা গিয়াছে এবং তাহার উত্তরাধিকারী ঐ বহী প্রমাণস্বরূপ আদালতে উপস্থিত করিল কিন্তু তাহা মাতবর প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৪২ পৃষ্ঠা।

১১৪। যে এক কার্য্য দ্বারা বন্ধকী কর্জ বোধ হইল সেই কার্য্যে মহাজন বন্ধকী সম্পত্তির দখল পায় নাই। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে খাতককে আপনার ভূমি উদ্ধার করণার্থে যে এক বৎসর মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে তাহা অতীত

হওনের বারো বৎসর শেষ না হইতে মহাজনের বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থে আপনার নালিশ করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪৫ পৃষ্ঠা।

১০ ধারা।

যে বন্ধকী কর্জের সুদহইতে উপস্বত্ব ভোগ হয় তাহা।

১১৫। ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চের পূর্ব্বে যে মহাজন কোন খাতকের স্থাবর বন্ধক রাখিয়া কর্জ দিয়া উভয়ের সম্মত নিয়মানুসারে সেই স্থাবর স্বহস্তবশ রাখিয়া কিম্বা না রাখিয়া এদেশের পূর্ব্ব দাঁড়ামতে সুদহইতে তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে তাহা সাব্যস্ত থাকিবেক ঐ তারিখ ও ঐ তারিখের পরে স্থাবর বন্ধকী পূর্ব্বের কর্জের এবং তদ্ভিন্ন যে স্থাবর বন্ধকক্রমের কর্জ হইয়া থাকে ও আগামী যাহা হইবেক সে সকল বন্ধকী কর্জের সুদ তারিখওয়ারী নির্দ্ধারিত সুদের নিরিখমতে পাইবেক তাহার অধিক পাইবেক না এবং জানিবেক যে ঐ ইঙ্গরেজী ১৭৮০ সালের ২৮ মার্চহইতে পশ্চাৎ স্থাবর বন্ধকী কর্জ সুদসমেত যদি সেই স্থাবরের উপস্বত্বে কিম্বা প্রকারান্তরে খাতকের দ্বারা শোধ হইয়া থাকে তবে সেই বন্ধকী খত অকর্ম্মণ্য হইয়া সে কর্জ্জের দায়হইতে খাতক মুক্ত হইবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১০ ধা।

১১৬। ১০ দশম ধারার লিখনানুসারে স্থাবর বন্ধকী কর্জের হিসাব নিষ্পত্তিকারণ মহাজনে বন্ধকী স্থাবরের উপস্বত্ব যাহা পাইয়া থাকে তাহার আদ্যোপান্তের জমা খরচ মহাজনের স্থানে তলব করিতে হইবেক তদনুসারে মহাজন জমা ও খরচের কাগজ দিয়া তাহা প্রমাণার্থে সুকৃতি করিবেক অথবা সে মহাজনের বিশিষ্টতাজন্যে তাহাকে সুকৃতি করাণ জজ সাহেব উচিত না জানিলে তাহার স্থানে ধর্ম্মতো নিয়মপত্র এমত লেখাইয়া লইবেন যে তাহাতে সেই কাগজ যথার্থ বোধ হয় পরে খাতক সেই কাগজ দৃষ্টে বিবেচনা করিয়া তাহার উপর যে আপত্তি করে তাহা মিটাইবার নিমিত্তে উভয় পক্ষের সাক্ষির কথা শুনিয়া জজ সাহেব হিসাব নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ১১ ধা।

১১৭। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ও ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে সকল নালিশ দেওয়ানী আদালতে হয় তাহার সরাসরীরূপে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক কি নম্বরী মোকদ্দমায় যে সকল বিধি খাটে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ১০ ও ১১ ধারার লিখিত বিষয়ের সরাসরীরূপে নিষ্পত্তি করিতে আইনে কোন হুকুম নাই। কিন্তু বয়বলওফার খত যে ব্যক্তির হাতে আছে সেই ব্যক্তি যদি আপনার দখলে থাকা ভূমি ছাড়িয়া দিবার আপত্তি করে তবে আদালত সরাসরীমতে সেই বিষয় নিষ্পত্তি করিতে পারেন।—১৮১৭ সালের ৯ জুলাইর ২৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৮। আলাহাবাদের সদর আদালত আইনের অর্থের বহী অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন যে কলিকাতার সদর আদালত ১৮১৭ সালের ৯ জুলাই তারিখের ২৭৭ নম্বরী আইনের অর্থে এমত হুকুম করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ও ১১ ধারানুসারে অর্থাৎ দত্ত ও জয় করা দেশের চলিত ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনের ৯ ও ১০ ধারানুসারে যে নালিশ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয় তাহার সরাসরীমতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ঐ অর্থ আলাহাবাদের সদর আদালত যথার্থ বোধ করেন এবং উত্তর কালে আপনার অধীন আদালতসকলে তদনুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিবেন।—১৮৩৩ সালের ১৮ অক্টোবরের ৮৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১৯। যদি কোন ব্যক্তি কতক টাকা আগাম পাইয়া ভূমির পাট্টা দেয় তবে সেই কার্য্য বন্ধকী কার্য্যের তুল্য জ্ঞান হইবেক এবং পাট্টাদার আপন আসল টাকা ও সুদ উসুল করিলে পর ঐ ভূমির যে ফাজিল উপস্বত্ব থাকে তাহার বিষয়ে দায়ী আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ১৬ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৫১ পৃষ্ঠা।

১২০। যে ভূমির বন্ধকেতে সুদহইতে উপস্বত্ব ভোগ হয় এমত বন্ধকের খাতক যে আসল টাকা প্রথমে কর্জ করিয়াছিল তাহা পরিশোধ করিলে ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে এবং সুদের বিষয় তৎপরে নিষ্পত্তি হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ৮ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩ পৃষ্ঠা।

১২১। এক জন আপেলাণ্ট বন্ধকক্রমে আসল টাকা ও সুদের যে বাকী ছিল কহিল তাহার বিষয়ে দাওয়া করিল কিন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ বন্ধকের এই বিশেষ নিয়ম ছিল যে সুদ আইনের নিরিখহইতে কম হইলেও মহাজন সুদহইতে ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিবেক এবং খাতক যখন ইচ্ছা করে তখন কর্জের আসল টাকা পরিশোধ করিয়া আপন ভূমি উদ্ধার করিতে পারে এইপ্রযুক্ত ঐ আপেলাণ্টের দাওয়া ডিসমিস হইল।

যদি ঐ ভূমির উপস্বত্ব আইনের নির্দ্ধারিত সুদঅপেক্ষা অধিক হইত তবে যত অধিক হইত তাহা ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ১০ ধারানুসারে আসল কর্জ্জ পরিশোধের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হইত।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ১৮ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১২১ পৃষ্ঠা।

১২২। এক জন বন্ধকদেওনিয়া খাতকের উত্তরাধিকারী কতক বন্ধকী ভূমি ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করিল কিন্তু বন্ধকী খতে এই নিয়ম ছিল যে ঐ আসল কর্জ্জ যাবৎ পরিশোধের দ্বারা ভূমির উদ্ধার না হয় তাবৎ ঐ ভূমির উপস্বত্ব সুদহইতে দেওয়া যাইবেক কিন্তু ঐ আসল টাকা পরিশোধ হয় নাই এমত দৃষ্ট হওয়াতে ঐ দাওয়া ডিসমিস হইল।

যদি ভূমির উপস্বত্ব আইনের নির্দ্ধারিত সুদঅপেক্ষা অধিক হইত তবে ১৭৮০ সালের মার্চ মাসপর্য্যন্ত তাহা সুদের পরিবর্ত্তে মহাজনের হইত কিন্তু ১৭৮০ সালের পর মহাজন কেবল আইনের নির্দ্ধারিত সুদ লইতে পারে এবং তাহাহইতে যত অধিক উপস্বত্ব সেই ব্যক্তি পাইল তাহা আসল টাকা পরিশোধের জন্যে তাহাহইতে বাদ দেওয়া যাইত।

কিন্তু ধার্য্য হইল যে মিয়াদের আইনের নিয়মানুসারে ভূমি উদ্ধারের স্বত্ব সময় অতীত হওনের দ্বারা লোপ হয় নাই এবং যে কর্জ্জের টাকা প্রথমে দেওয়া গিয়াছিল তাহা কোন সময়ে পরিশোধ হইলে বন্ধকী ভূমি উদ্ধার হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২৫ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৮৫ পৃষ্ঠা।

১২৩। আনন্দ বলরামকে কতক ভূমি এই নিয়মে বন্ধক দিল যে বলরাম তাহার সুদহইতে উপস্বত্ব ভোগ করিবেক তৎপরে আনন্দ কহিল যে আমি যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলাম তাহা মাগসুদ উপস্বত্বহইতে পরিশোধ হইয়াছে এবং সেই সময়ে ভূমি দখল করিল তাহাতে বলরাম আনন্দকে বেদখল করণের বিষয়ে নালিশ করে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে বলরাম আপনার স্বত্ব কাশীনাথকে বিক্রয় করে এবং কাশীনাথ আদালতের সরাসরী ডিক্রীক্রমে ঐ বিরোধি ভূমির দখল মায় ওয়াসিলাৎ প্রাপ্ত হয় ইতিমধ্যে বলরাম মরিল এবং সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যে এবং ওয়াসিলাতের বিষয়ে এবং সরাসরী নিষ্পত্তি বাতিল করিবার জন্যে আনন্দ একি কালে কাশীনাথ এবং বলরামের উত্তরাধিকারিদের নামে নালিশ করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ৪ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৪২০ পৃষ্ঠা।

১২৪। আনন্দ বলরামের স্থানে ২০০১৲ টাকা কর্জ্জ করিল এবং ফসলী ১২০৩ সালে তাহাকে আপনার জমীদারী ইজারা দিল। উভয়ের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হইল যে বলরাম সরকারী মালগুজারী দিবেক এবং উপস্বত্বের তিন অংশের দুই অংশ আনন্দকে দিবেক এবং যাবৎ আসল টাকা পরিশোধ না হয় তাবৎ ঐ ইজারা আপন হাতে রাখিবেক। ১২১৫ সালের শেষে আনন্দ সেই ভূমির দখল পাইবার জন্যে ইহা বলিয়া নালিশ করিল যে বলরাম ভূমির উপস্বত্বের দ্বারা আসল টাকা ও সুদঅপেক্ষা অধিক পাইয়াছে এবং ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারাক্রমে মহাজন কর্জ্জের আসলহইতে অধিক সুদ পাইতে পারে না। বলরাম ওজর করিল যে উপস্বত্বের হিসাব দেওয়ার বিষয়ে আমি দাগী নহি এবং ফরিয়াদী যাবৎ আসল টাকা পরিশোধ না করে তাবৎ ইজারা আমার হাতে রাখিতে আমার অধিকার আছে। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারা এই গতিকে খাটে না কিন্তু ইজারার উপস্বত্ব আইনের নির্দ্ধারিত সুদঅপেক্ষা অধিক হইয়াছে অতএব ঐ আইনের নির্দ্ধারিত সুদঅপেক্ষা তিনি যত অধিক সুদ পাইয়াছেন তাহার বৎসরের হিসাব দিতে হইবেক। পরে সেই রীত্যনুসারে হিসাব করা গেল এবং দৃষ্ট হইল যে আসল টাকার কেবল ৮২৬৲ টাকা বাকী আছে তাহাতে আদালত হুকুম করিলেন যে আনন্দ সেই টাকা দিলে ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ১ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্টের মন্তব্য কথা। ৫ বালম ৯ পৃষ্ঠা।

১১ ধারা।

বয়বলওফা কি কটকোবালাক্রমে বন্ধক দেওয়া ভূমি।

১২৫। সুবে বেহারে অনেক কালাবধি পদ্য আছে যে লোকেরা আপনারদিগের ভূমি বন্ধক দিয়া কিম্বা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সুদসমেত আসল অথবা কেবল আসল কর্জ্জী টাকা শোধ না পড়িলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এমত কটে বিক্রয় করিয়া কর্জ্জ লয় ও এরূপ বিক্রয়ের সংজ্ঞা বয়বলওফা কহে। এবং সুবে বাঙ্গালায় এপ্রকার কটে বিক্রয় হইলে তাহার সংজ্ঞা কটকোবালা বলে। ইত্যাদিসংজ্ঞক কটে কিম্বা এতদনুসারের কটান্তরে বিক্রয়ের রীতি সুবে উড়িষ্যায় ও বারাণসেও অবশ্য থাকিতে পারে। ইহাতে সুদের বিষয়ের ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনের হুকুম জারী হইবার সময়হইতে এ পদ্য একা সুবে বেহারে বিস্তর বাড়িয়া খাতকেরা কর্জ্জ শোধিতে উদ্যত থাকিবার কথা প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে তাহারদিগের ভূমি হস্তছাড়া হইবেক এই

আশয়ে প্রায় অনেকেই বয়বলওফার প্রবোধে নিয়ত কর্জ দিয়া এমত বিক্রয় সিদ্ধ করাইয়া ভূমি দখল করিবার বাসনায় খাতকেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্জ শোধিতে উদ্যত হইলে তাহা লইতে চাহে নাই অথবা কোন ছলছুতা করিয়া সে টাকা লয় নাই। বিশেষত ইহার প্রমাণ প্রয়োগ যোগান খাতকদিগের শিরে থাকে ও না যোগাইতে পারিলে তাহারদিগের বন্ধক দেওয়া ভূমি বন্ধকগ্রহীতাগণের হস্তে যায় এই সকলহেতুক এরূপ খাতকদিগের রক্ষার্থে এমত এক দাঁড়া ধার্য্যকরণ আবশ্যক হয় যে তাহাতে খাতকেরা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কর্জ্জা টাকা শোধিতে উদ্যত ছিল মহাজনেরা তাহা লয় নাই। এবং মহাজনদিগের ও খাতকদিগের উভয়তঃ হওয়া আপোসী একরারমতে কার্য্য না হইবার জন্যে ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ পাইয়া তাহা যথার্থক্রমে মহাজনদিগকে অর্পিয়াছে কি না এ সকল বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ অনুসারে শীঘ্র যোগায় ও ইহাতে মহাজনেরা শঠতা করিতে না চাহিলে এ দাঁড়া ধার্য্যের ফলভাগীও হইতে পারে। অতএব উপরের লিখিত কুগতিক এবং অন্যং ব্যাঘাত না হইতে পারিবার নিমিত্তে শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেবের হজুর কৌন্সেলের বিবেচনায় নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল। জানিবেন যে এ হুকুম সুবেজাৎ বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যা ও বারাণসের আদালতসকলে এ আইন পঁহুছিলে পর কার্য্যে আসিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ১ ধা।

১২৬। কতক ভূমি সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা ক্রোক হইয়াছিল ক্রোক থাকন সময়ে সেই ভূমির এক ভাগ বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয় হইয়াছিল এবং সরিফের নীলামে যে ব্যক্তি ঐ ভূমি খরীদ করিল সেই ব্যক্তি কহিল যে ঐ বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয় অসিদ্ধ। কিন্তু খরীদারের ঐ ওজর মঞ্জুর হইল না যেহেতুক এমত প্রমাণ দেওয়া গেল যে যে দাওয়াক্রমে ঐ ভূমি প্রথমে ক্রোক হইয়াছিল তদ্ভিন্ন অন্য দাওয়া এবং অন্য ডিক্রী জারীক্রমে ঐ ভূমি সরিফ সাহেবের দ্বারা নীলাম হইয়াছিল। এবং ঐ ভূমি বন্ধক দেওন সময়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা আইনানুসারে ক্রোক ছিল এমত প্রমাণ দেওয়া গেল না এবং সরিফের নীলামের পূর্ব্বে ঐ বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয়ের বিষয়ে জিলার আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ৩ অক্টোবরের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৬৭ পৃষ্ঠা।

১২৭। এক জন মোখ্তারকারের দ্বারা যে বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয় হইয়াছিল তাহা ইহা বলিয়া অসিদ্ধ হইল যে ভূম্যধিকারী সেই মোখ্তারকে তাহা বিক্রয় করিতে বিশেষ ক্ষমতা দেয় নাই এবং যে মূল্যে বিক্রয় হইল তাহা অপ্রচুর এবং সেই খত বেদাঁড়ামতে লেখা গিয়াছিল। কিন্তু হুকুম হইল যে বন্ধকী কর্জের টাকা মাস সুদ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ১৭ মার্চের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৬ পৃষ্ঠা।

১২৮। এক জন মোখ্তার আপনার মনিবের পক্ষে বয়বলওফার কটক্রমে যে ভূমি বিক্রয় করিয়াছিল তাহা ইহা বলিয়া মুসলমানের শরার অনুসারে বাতিল হইল যে ঐ মোখ্তারকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছিল তাহার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছে এবং সেই ভূমি অতিশয় কম মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতারদের মধ্যে ছল দুষ্ট হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৫৫ পৃষ্ঠা।

১২৯। সদর দেওয়ানী আদালতের মুফ্তীরা আপনারদের এই মত জানাইলেন যে যে ব্যক্তির স্থানে টাকা কর্জ হইয়াছিল তাহার পক্ষে বয়বলওফার কটক্রমে ভূমি বিক্রয় না করিয়া যে ব্যক্তির মারফৎ কর্জের টাকা দেওয়া গিয়াছিল তাহার পক্ষে সেইরূপ ভূমি বিক্রয় করা মুসলমানের শরার মতে অসিদ্ধ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৪ সালের ৭ মের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৭৮ পৃষ্ঠা।

১৩০। যে ব্যক্তিরদের মধ্যে বয়বলওফার কটক্রমে ভূমির ক্রয় বিক্রয় হয় তাহারদের পরস্পর হিসাব খাতকের খতে সহী করণের সময়ে যদি চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি না হইয়া থাকে তবে তাহার দ্বারা ঐ বয়বলওফার কটক্রমে ভূমি বিক্রয়ের সিদ্ধতার কিছু হানি হয় না। ঐ কার্য্যের এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল যে পাঁচ বৎসরের শেষে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক অতএব যদি মহাজন কোন এক বৎসরেতে আইনের নির্দ্ধারিত সুদঅপেক্ষা অধিক পাইয়া থাকে তবে তাহার দ্বারা এই বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না যেহেতুক সুদবিষয়ক আইন এড়াইবার কোন ছল এই কার্য্যেতে দেখা গেল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ৩১ জানুআরির নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১১১ পৃষ্ঠা।

১৩১। বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয় অসিদ্ধ করণের দাওয়া হইল কিন্তু তাহা নামঞ্জুর হইল যেহেতুক ফরিয়াদীর দাওয়ার মূল প্রবঞ্চনা এইপ্রযুক্ত আইনের নির্দ্ধারিত সুদঅপেক্ষা অধিক সুদ লওনের যে এজহার হইয়াছিল তাহার তজবীজ হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৩ সালের ২১ জুলাইর নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৭১ পৃষ্ঠা।

১৩২। বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয় অসিদ্ধ করণের অন্য এক দাওয়া ছলপ্রযুক্ত ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৪ সালের ৫ আগষ্টের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১১৮ পৃষ্ঠা।

১৩৩। এক ব্যক্তি ৪৪০১৲ টাকা দিয়া কতক ভূমির বিক্রয়পত্র প্রাপ্ত হইয়া এই এক্‌রার লিখিয়া দিল যে এক বৎসর চারি মাস সতের দিনপর্য্যন্ত আমি সেই ভূমির দখল পাইব না। ঐ সময় অতীত হইলে ভূমির বিক্রেতা ৫৮০১৲ টাকা দিলে সেই ভূমি ফিরিয়া পাইবেক নতুবা ঐ এক্‌রার রদ ও বাতিল জ্ঞান হইবেক এবং ঐ সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে খরীদারের হইবেক। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই কার্য্য প্রকৃতার্থে বয়বলওফার কটক্রমের বিক্রয়ের কার্য্য এবং ঐ ভূমি পুনর্ব্বার বিক্রয় করণের যে নিয়ম হইয়াছিল তাহা ফলত আইনের নির্দ্ধারিত সুদঅপেক্ষা অধিক সুদ লওনের বন্দোবস্ত অতএব এই কার্য্য ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের বিরুদ্ধ এবং তাহাতে সুদ জব্দ হইতে পারে। কিন্তু ঐ বিক্রয়পত্র ও এক্‌রারনামা রীতিমত রেজিষ্টরী হইয়াছিল অতএব ঐ আইনের যেরূপ এড়ানেতে আসল কর্জ্জ জব্দ হয় ঐ কার্য্য সেই প্রকার এড়ান কার্য্য নয়। ভূমির বিষয়ে খরীদার যে দাওয়া করিল তাহা নামঞ্জুর হইল এবং সেই ব্যক্তি যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল অর্থাৎ ৪৪০১৲ টাকা সেই ব্যক্তির পক্ষে তাহার ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৫ সালের ২৯ আপ্রিলের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৪৬ পৃষ্ঠা।

১২ ধারা।

বয়বলওফার কটক্রমে ভূমি বন্ধক দেওয়া গেলে খাতক আপনার বন্ধকদেওয়া ভূমি যেরূপে উদ্ধার করিতে পারে তাহা।

১৩৪। যদি কেহ এ আইনের প্রথম ধারার লিখিত নিয়মে অর্থাৎ বয়বলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমত অন্যসংজ্ঞক কটে আপন ভূমি বিক্রয় করিয়া কর্জ্জ লয় ও তদনন্তর সে কর্জ্জ শোধিয়া সেই ভূমি উদ্ধার করিতে চাহে তাহার কর্ত্তব্য যে নিরূপিত মিয়াদ পূরিবার দিনে অথবা তৎপূর্ব্বে সুদসমেত আসল কর্জ্জা টাকা সেই স্বয়ং মহাজনকে দেয় অথবা সাধ্য রাখে যে সে ভূমি যে দেওয়ানী আদালতের সীমাভুক্ত সেই আদালতে সে টাকা আমানৎ রাখিয়া তথাকার জজ সাহেবের স্থানে তাহার রসীদ সে টাকার সংখ্যা ও তাহা দাখিলের তারিখ ও আমানৎ রাখিবার হেতু নিদর্শনে লয়। ও তাহা মহাজনের স্থানে দিতে গেলে পূর্ব্বে এমত ভাবিয়া উপায় করে যে যদি মহাজন আপনি সে টাকা শোধ না লয় ও তন্নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তৎকালে সে টাকা মিয়াদের মধ্যে দিতে খাতক উদ্যত ছিল ইহা না মানে তবে পশ্চাৎ তাহার প্রমাণ যোগাইতে পারে। আর জজ সাহেব আমানতী টাকা পাইলে উচিত যে সে সংবাদ মহাজনকে লিখেন ও মহাজন বয়বলওফার কটের কোবালা ফিরিয়া দিলে কিম্বা তাহা ফিরিয়া দিতে না পারিলে যেহেতু না পারে তাহা বিশিষ্টরূপে জানাইলে তাহার স্থানে নির্দ্দায়পত্র ও দরখাস্ত লেখাইয়া লইয়া আদালতের দফ্তরে দাখিল করিয়া সেই আমানৎ টাকা তাহাকে দেন। তাহাতে খাতক কত টাকা আমানৎ রাখিবেক ইহার সন্দেহভঞ্জনার্থে স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যদি এমতে বিক্রীত ভূমি মহাজন ভোগ না করিয়া থাকে তবে সুদ দিবার নিয়ম থাকিলে বৎসরে শতকরা ১২৲ বারো টাকার হারে সুদ ধরিয়া আসলসুদ্ধা যত হয় তাহা। আর যদি মহাজন ও খাতকের আপোসে সুদ দিবার কিম্বা না দিবার করার কিছু না রহে তবে বৎসরে শতকরা ঐ ১২৲ বারো টাকার হারেই সুদ ধরিয়া আসলসমেত যে মোট হয় তাহা কিন্তু যদি মহাজন ভূমি ভোগ করিয়া থাকে তবে কেবল আসল টাকা আমানৎ রাখিবেক। ও ইহাতে মহাজন আপন ভোগকরা ভূমির ভোগ কালের উৎপন্নের নিকাশী জমাখরচ দাখিল করিলে তৎকালে তাহা বিবেচিয়া হিসাব নিষ্পত্তি পাইবেক। বুঝিবেন যে খাতক উপরের প্রস্তাবিত দুই গতিকের যে কোন গতিকে টাকা আমানৎ রাখে তাহাতেই ভূমি উদ্ধার করিতে পারিবেক। ইহাতে যদি মহাজন ভূমি না ছাড়ে তবে তৎক্ষণাৎ খাতক সে ভূমি ছাড়াইয়া লইবার দাওয়া করিতে সাধ্য রাখিবেক পশ্চাৎ নীচের লিখনানুসারে তাহার হিসাব নিষ্পত্তি পাইবেক। এতদ্ভিন্ন যদি খাতক করারমতে দেনা টাকার সংখ্যাপেক্ষা কম আমানৎ দাখিল করিয়া এমত জানায় যে মহাজন আপন ভোগের কালে ভূমির উপস্বত্বের দ্বারা কিম্বা প্রকারান্তরে যাহা পাইয়াছে তাহাবাদে তাহার আসল কি সুদের কিছু পাওনা হইবেক না তবে জজ সাহেব সেই কম সংখ্যায় দাখিলকরা টাকাই আমানৎ রাখিবেন ও উপরের উল্লিখিত হুকুমমতে মহাজনকে সে সমাচার লিখিবেন। তাহাতে যদি মহাজন সে সংখ্যাপেক্ষা অধিক টাকা আপন পাওনা না কহে কিম্বা বিচারমুখে সেই কম সংখ্যাহইতে অধিক টাকা মহাজনের পাওনা না ঠাহরে তবে জানিবেন যে তাহাতেই সে ভূমি উদ্ধারিয়া লইবার অধিকার সর্ব্বতোভাবে খাতকের আছে নচেৎ এ গতিকে মহাজনের বিনাসম্মতিতে অথবা

কর্জ্জা টাকা সমুদয় শোধপড়ন সাব্যস্তব্যতিরেকে সে ভূমিতে খাতক দখল পাইবেক না ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ২ ধা।

১৩৫। যদি মহাজন বয়বলওফার কটক্রমে কিম্বা সেমত অন্যসংজ্ঞক কটে বিক্রীত ভূমি ভোগ করিয়া থাকে ও তাহাতে উভয়তঃ মহাজন ও খাতকের আপোসে হিসাব নিষ্পত্তি করিবার আবশ্যক হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৫ পঞ্চদশ আইনে বন্ধকী কর্জের বিষয়ে মহাজনদিগের দখলে ভূমি থাকিবার সময়ের উৎপন্নের নিকাশী জমাখরচ যে দাঁড়ায় দিবার ধার্য্য আছে সেই দাঁড়ায় এমত কটে বিক্রীত ভূমির মোকদ্দমাতেও নিকাশ যোগাইতে হইবেক। এতদ্ভিন্ন বন্ধকী ভূমির উপস্বত্বে কিম্বা প্রকারান্তরে খাতকের দ্বারা সমেতসুদ আসল কর্জ্জা টাকা শোধ পড়িলে সে ভূমি উদ্ধার হইবার যে হুকুম ঐ আইনের ১০ দশম ধারায় আছে সে হুকুম এ আইনের লিখিত কটে বিক্রীত ভূমির প্রতি খাটে না ও খাটিবেক না ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৩ ধা।

১৩৬। জানিবেন যে এ আইনের লিখিত বয়বলওফার কটক্রমের কিম্বা সেমত অন্যসংজ্ঞক কটের কর্জ্জা টাকা শোধের কারণ কেহ বরাতী টীপ দিতে চাহিলে তাহা মহাজনের বিনাস্বীকারে বলবৎ হইবেক না ও স্বীকার করিলে তাহার প্রামাণ্যগ্রহ কটে বিক্রীত কোবালা ফিরিয়া দিলে অথবা তদভাবে আপন পাওনা টাকা শোধ পাইবার নিদর্শনে নির্দায়পত্র লিখিয়া দিলে তদ্দৃষ্টে হইতে পারিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৪ ধা।

১৩৭। বুঝিবেন যে এ আইনের লিখিত হুকুম অসঙ্গত সুদছাড়া অপর যে একরার উভয়তঃ মহাজন ও খাতকের আপোসে হইয়া থাকে ও হয় তাহাতে চলিবেক না। এবং তদর্থে তাহারদিগের উভয়তঃ বিরোধ জন্মিলে তাহার বিচার ও সমাধা দেওয়ানী এলাকার আদালতসকলে হইবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ১ আ। ৫ ধা।

১৩৮। ভূমি বন্ধকের যেং তমঃসুক অর্থাৎ খত বয়বলওফার কটক্রমে কিম্বা কটকোবালা মতে অথবা তাহার মত অন্য প্রকার কট নিদর্শনে লেখা গিয়া থাকে সেই সকল খত বাতিল অর্থাৎ ঝুটা হওনের বিষয়ে নির্দ্ধারিত অনেকং দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইন ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনানুসারে সরকারের রাজ্যেতে চলন হইয়াছে পরে উপরের লিখিত দাঁড়াভিন্ন এক্ষণে অধিকন্তু এ কথারো ধার্য্য করা গেল যে বন্ধকের এপ্রকার খত লিখিয়া দেওনের সময়ে কিম্বা ঐ ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে যে কোন সময়াবধি বন্ধকলওনিয়া মহাজন যদি ঐ বন্ধকী ভূমি আপনি দখল করিয়া থাকে তবে যদি সেই বন্ধকদেওনিয়া খাতক সুদছাড়া কেবল আসল কর্জ্জা টাকা সমুদয় ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে শোধ দেয় কিম্বা প্রকৃতার্থে ঐ কর্জ্জা টাকা পরিশোধ নিমিত্তে তাহার নিকটে লইয়া গিয়া থাকে তবে এমতে ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিরা পুনর্ব্বার আপন ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক আর যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ বন্ধকী ভূমি আপনি ভোগদখল না করিয়া থাকে তথাপি যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক বয়বলওফাইত্যাদি কটক্রমে লিখিত খতের মিয়াদের মধ্যে যে কোন সময় অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ হওনের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণেও যদি কর্জ্জার আসল টাকা সমুদয় মহাজনকে দেয় কিম্বা ওয়াজিবী সুদের টাকাসমেত ঐ কর্জ্জা টাকা দিবার নিমিত্তে প্রকৃতার্থে তাহার নিকটে লইয়া গিয়া থাকে তবে এমতেও ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিগণ পুনর্ব্বার আপনারা ঐ বন্ধকী ভূমিতে দখল পাইতে পারিবেক আর জানা কর্ত্তব্য যে নীচের ধারার লিখিত নিয়মানুসারে কার্য্য না করিলে বন্ধকী ভূমি কদাচ বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক না ও এই ধারাতে যেখানেং বয়বাৎ শব্দ লেখা গিয়াছে তাহার ভাবার্থ নীচের ধারার নির্ণীত লিখনমতে স্পষ্ট হইবেক পরে এমতে যে ব্যক্তি ভূমি বন্ধক দিয়া থাকে তাহার এ কথা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে হইবেক যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে কিম্বা তাহার তরফ মোখ্তারকার অথবা তাহার উত্তরাধিকারিদিগকে প্রকৃতার্থে ঐ কর্জ্জার আসল টাকা এবং আবশ্যক সময়ে সুদের টাকাও দিয়াছে কিম্বা দিবার নিমিত্তে ঐ টাকা তাহারদিগের নিকটে লইয়া গিয়াছিল অথবা ইহা প্রমাণ করিতে হইবেক যে ঐ ভূমি যে জিলা কিম্বা শহরের ব্যাপ্যাধিকারভুক্ত হয় সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতে ঐ ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে সেই কর্জ্জার টাকা দাখিল করিয়াছে আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৩৪ আইনের ১২ ধারার লিখিত যেং নিয়ম ভূমি বন্ধকের তমঃসুক বাতিল অর্থাৎ ঝুটা হওনের নির্ণীত মিয়াদের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এক্ষণে এই আইনের ৮ ধারার নির্ণীত মিয়াদের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৭ ধা।

১৩৯। যে গতিকে ১৮০৬ সালের ১৭ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয়হওয়া ভূমির উদ্ধারের মিয়াদ সমাপ্ত হইয়াছিল সেই গতিকে ভূম্যধিকারিরা ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের দ্বারা উপকারপ্রাপ্ত হইবেক না।—১৮৩২ সালের ২০ জানুআরির ৬৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪০। কটকের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত বিধান করিলেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক অথবা তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে যে বন্ধকী ভূমি আছে তাহা উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিয়া যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের পাওনা টাকা সুদসমেত বা সুদছাড়া ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারা এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে আদালতে আমানৎ করে তবে বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে ঐ সম্পত্তির দখল ফিরিয়া দিবার যে সংবাদ দিতে হয় তাহার এক বৎসর মিয়াদ করণের আবশ্যক নাই কিন্তু বন্ধকলওনিয়া মহাজন সদর মোকামহইতে যত দূর বাস করে তাহা হিসাব করিয়া যে মিয়াদ উপযুক্ত সেই মিয়াদ ধার্য্য করা উচিত।—১৮৩৫ সালের ৭ আগষ্টের ৯৭৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪১। বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয়হওয়া ভূমির উদ্ধারের এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনানুসারে টাকা পরিশোধের যে এত্তেলা খাতককে দেওয়া গেল সেই এত্তেলানামার বিশেষ লিখিতরূপে সেই এত্তেলা পাওনের পর এক বৎসরের মধ্যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক কর্জের টাকা পরিশোধ করিলে তাহার সেই ভূমি উদ্ধার করণের স্বত্ব বহাল থাকিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ১২ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৫ পৃষ্ঠা।

১৪২। বন্ধকী ভূমি উদ্ধারের যে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা আইনমতে গণ্য করিতে হইবেক এবং স্থান বিশেষের কোন দাঁড়াদস্তুরের দ্বারা তাহা অন্যথা হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৯ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৪৬ পৃষ্ঠা।

১৪৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক যে টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল তাহার আসল টাকা যদি ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারানুসারে আদালতে আমানৎ করে তবে যে ভূমি বন্ধক দিয়াছিল তাহার দখল সরাসরী হুকুমক্রমে ফিরিয়া পাইতে পারে এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে ঐ ভূমি যত কাল ছিল তত কাল তাহার জমা খরচের হিসাবের মুখে তাহার সুদ বাবৎ যাহা দেনা হয় তাহার নিষ্পত্তি তৎপরে হইতে পারিবেক।

যদি বন্ধকদেওনিয়া কহে যে কর্জের আসল টাকা ভূমির উপস্বত্বের দ্বারা শোধ হইয়াছে এবং যে বন্ধকলওনিয়ার দখলে ঐ ভূমি ছিল সে যদি কহে যে ইহা সত্য নহে তবে এই বিষয়ের সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। তাহা নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।

কিন্তু যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক সেই কথা পুনর্ব্বার কহে এবং কেবল আপনার ভূমির ভোগদখল ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে আসল টাকা আদালতে আমানৎ করে তবে সে ব্যক্তি মুতবাৎ ঐ আমানৎহওয়া টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে তৎপরে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নামে নালিশ করিতে পারে এবং যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক এমত প্রমাণ দিতে পারে যে সেই টাকা আমার দেনা ছিল না তবে তাহা খরচাসমেত ফিরিয়া পাইতে পারে।—১৮২১ সালের ২৫ মের ৩৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৪। কতক ভূমির বিক্রেতার বিক্রয়পত্রে কোন নিয়ম লিখিত ছিল না কিন্তু অন্য এক দলীলে লিখিত ছিল যে কর্জের টাকা দেওয়া গেলে ভূমির উদ্ধার হইতে পারে এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ বিক্রেতার সেই ভূমি উদ্ধারের স্বত্ব বজায় থাকিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ১০ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৭৪ পৃষ্ঠা।

১৪৫। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনানুসারে আদালত সরাসরীমতে ইহা ধার্য্য করিতে পারেন না যে বয়বলওফার কটক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে খাতক কত টাকা দিলে আপনার ভূমি উদ্ধার করিতে পারে। এইপ্রকার এক মোকদ্দমায় অধস্থ আদালত হুকুম করিয়াছিলেন যে আসল টাকা আমানৎ করিলে ভূমি উদ্ধার হইতে পারে কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত কহিলেন যে অধস্থ আদালতের সেইরূপে ঐ মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করা অনুচিত এবং তাঁহার হুকুম অন্যথা করিয়া বয়বাতের এক বৎসর মিয়াদ সমাপ্ত হইলেও সুদ আমানৎ করণের দ্বারা বন্ধকদেওনিয়া খাতককে আপনার সম্পত্তির উদ্ধারের স্বত্ব বজায় রাখিতে আর কতক দিবসের মিয়াদ তাহাকে দিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৯ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১১১ পৃষ্ঠা।

১৪৬। যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন কহে যে বয়বলওফার কটক্রমে কোন এক নীলাম আর অসিদ্ধ হইতে পারে না তবে জিলার আদালত ১৭৯৮ সালের ১ আইনানুসারে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের পক্ষে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। আনন্দ বন্ধকের টাকা আদালতে আমানৎ করিয়া তাহাকে ভূমি ফিরিয়া দিবার বিষয়ে জিলার আদালতে দরখাস্ত করিল। বলরাম

ওজর করিল যে বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে। তাহাতে জিলার জজ সাহেব সেই সম্পত্তি আনন্দকে ফিরিয়া দিবার সরাসরী হুকুম দিলেন কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ঐ হুকুম অন্যথা করিয়া হুকুম করিলেন যে বন্ধকী কর্জের টাকা শতকরা বারো টাকার হিসাবে মায়মুদ পরিশোধ হইলে বলরাম সেই সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবেক এবং বেদখল থাকন সময়ে যে সকল খাজানা আদায় হইয়াছিল তাহাও সে ব্যক্তি পাইবেক। কিন্তু ইতিমধ্যে আনন্দ ও বলরামের সরকারী খাজানা বাকী পড়াতে আনন্দের ঐ জমীদারী নীলাম হইল এবং কাশীনাথ তাহা খরীদ করিল তৎপরে কাশীনাথ নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করাতে বয়বলওফার কটক্রমে যে বিক্রয় হইয়াছিল তাহা অসিদ্ধ হইতে পারে ইহা সাব্যস্ত হইল এবং কাশীনাথের পক্ষে এই ডিক্রী হইল যে বন্ধকী কর্জের টাকা দিয়া ভূমি উদ্ধার করিলে সে ব্যক্তি সেই ভূমির দখল পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৫ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৩৯ পৃষ্ঠা।

১৪৭। কএক ব্যক্তি বয়বলওফার কটক্রমে কতক ভূমি বিক্রয় করিয়াছিল কিন্তু যে খতে ভূমির উদ্ধারের বিষয়ে নিয়ম ছিল তাহা তাহারা দেখাইতে পারিল না এবং কেবল যে বিক্রয়পত্রে চূড়ান্ত বিক্রয়ের কথা ছিল তাহা উপস্থিত হইল এবং বিক্রেতারদের মধ্যে দুই জন যদ্যপিও স্বীকার করিল যে ঐ বয়বলওফার কটের খত বাতিল হইয়াছে তথাপি দৃষ্ট হইল যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধির মতাচরণ হয় নাই এইপ্রযুক্ত ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতকেরা কর্জের টাকা পরিশোধ করিয়া ঐ ভূমির পুনর্ব্বার দখল পাইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ২৯ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২৫০ পৃষ্ঠা।

১৪৮। কএক জন আপেলাণ্ট বয়বলওফার কটক্রমে এই নিয়মে ভূমি বিক্রয় করিয়াছিল যে নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে তাহা উদ্ধার হইতে পারে এবং তাহারা ইহা বলিয়া সেই ভূমির উদ্ধারের দাওয়া করিল যে সেই মিয়াদের মধ্যে কর্জের টাকা দিতে উদ্যত ছিলাম। কিন্তু সেই মত টাকা দিবার কথা প্রতিপন্ন না হওয়াতে আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ২২ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৯০ পৃষ্ঠা।

১৪৯। এক জমীদারী বয়বলওফার কটক্রমে এই নিয়মেতে বিক্রয় হইল যে নিয়মিত সময় অতীত হইলে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক সেই নিয়মিত সময় শেষ হইয়াছে এবং সেই জমীদারীর দখলের বিষয়ে দাওয়া হইল। মোকদ্দমার সময়ে এই প্রমাণ হইল যে নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে কর্জের টাকা দিতে উদ্যত হইয়াছিল কিন্তু মহাজনেরা ছলছুতা করিয়া টাকা গ্রহণ করিল না ইহা প্রমাণ হওয়াতে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের পক্ষে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৬৮ পৃষ্ঠা।

১৫০। এক মহালের নানা ভূম্যধিকারী এক সমুদয় জমীদারী একছেয়া খত লিখিয়া বন্ধক দিয়াছিল তাহাতে যদি এক জন ভূম্যধিকারী আপনার বিশেষ অংশের জন্যে নালিশ করে তবে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না। সে ব্যক্তি সমস্ত জমীদারী উদ্ধার করণের নালিশ করিতে পারে এবং যদি অন্যান্য ভূম্যধিকারী তাহার সঙ্গে মিলিয়া নালিশ না করে তথাপি তাহার পক্ষে ডিক্রী হইলে সেই ব্যক্তি সেই সমুদয় জমীদারীর দখল পাইতে পারে। তৎপরে অন্য শরীকেরা মিয়মিত দরখাস্ত করিলে এবং সমুদয় খরচার আপনার সম্পূর্ণ ভাগ দিলে আপনং অংশ পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২২ সালের ১৮ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৫৯ পৃষ্ঠা।

১৫১। আনন্দ জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিল যে আমি বয়বলওফার কটক্রমে বলরামের নিকটে কতক ভূমি বিক্রয় করিয়াছি এবং আনন্দ ঐ টাকা পরিশোধ করাতে জজ সাহেব সরাসরী হুকুমক্রমে তাহাকে ঐ ভূমির দখল দেওয়াইলেন এবং তৎপরে আনন্দ পাঁচ বৎসর মিয়াদে সেই ভূমির পাট্টা কাশীনাথকে দিল। বলরাম কহিল যে এই বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারে না এবং সেই হুকুমের উপর আপীল করিয়া ভূমির দখল পুনর্ব্বার পাইল। ইতিমধ্যে এক ডিক্রী জারীক্রমে এবং সরকারী রাজস্বের নিমিত্ত ঐ ভূমি নীলাম হইল এবং নীলামের খরীদারেরা আনন্দ ও বলরামের নামে নম্বরী মোকদ্দমা করিল এবং ডিক্রী হইল যে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ হইতে পারে এবং নীলামী খরীদারেরদের পক্ষে সেই ভূমির ডিক্রী হইল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে আদালতের দ্বারা ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ হওনের যোগ্য এইমত ডিক্রী হইলে পর কাশীনাথকে যে পাট্টা দেওয়া গিয়াছিল তৎক্রমে সেই ব্যক্তি নালিশ করিয়া ভূমির কোন উপস্বত্ব পাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৫ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৩৯ পৃষ্ঠা।

১৫২। কতক ভূমি এই নিয়মেতে বিক্রয় হইল যে নয় বৎসরের মধ্যে খরীদের টাকা দাখিল হইলে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ হইবেক। ঐ সম্পত্তির কতক অংশ ইহার পূর্ব্বে বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল এবং তৎসময়ে ভূমির বিক্রেতারা এই একরার করিল যে ঐ বন্ধকহওয়া সম্পত্তি তিন মাসের মধ্যে উদ্ধার হইবেক এবং তাহা উদ্ধার না হইলে ঐ বয়বলওফার কটক্রমের বিক্রয় তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হইবেক। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই প্রকার বন্দোবস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতুক তাহা বিক্রেতারদের প্রতি অযথার্থ এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধির বিরুদ্ধ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ২০ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৭৮ পৃষ্ঠা।

১৫৩। কোন আসামীর নিকটে যে বসতবাটী ৪৯৮৲ টাকায় বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল সেই বাটী উদ্ধার করিবার নিমিত্তে প্রধান সদর আমীনের আদালতে নালিশ হইয়াছিল। ফরিয়াদীরা সেই বাটীর মূল্য ১০৫০৲ টাকা ধরিল কিন্তু সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত হইলে পর এমত প্রমাণ দেওয়া গেল যে সেই বাটীর যথার্থ মূল্য অর্থাৎ যে মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে তাহা ৫০০০৲ টাকারো অধিক। ইহা অবগত হইলে প্রধান সদর আমীন কহিলেন যে এমত ভারি মোকদ্দমা আমার এলাকার মধ্যে নহে এবং তাহা আপন আদালতের নথীহইতে উঠাইয়া দিলেন। তাহাতে জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিলেন যে এই মোকদ্দমায় বন্ধকদেওনিয়া খাতককে যে টাকা কর্জ দেওয়া গিয়াছিল সেই টাকা এবং বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে ৪৫০০৲ টাকার ইতর বিশেষ আছে অতএব আমি সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে বন্ধকী দ্রব্য উদ্ধার করিবার নিমিত্তে যে মোকদ্দমা হয় সেই মোকদ্দমার আরজী কর্জ দেওয়া টাকার অনুসারে কি বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যানুসারে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক যেহেতুক ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৩ প্রকরণে মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণের বিষয় যে বিধি আছে তাহার মধ্যে এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয় কিছু উল্লেখ নাই। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক বন্ধকী সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে যে নালিশ করে তাহার ইষ্টাম্পের মাসুলের সংখ্যা ঐ বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যানুসারে হিসাব করিতে হইবেক এবং যত টাকার ঐ সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তাহার সংখ্যানুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল নির্ণয় করিতে হইবেক না। এইমত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যেহেতুক তাহাতে হুকুম আছে যে দাসীর বস্তুর মূল্যানুসারে ইষ্টাম্পের মাসুল নির্ণয় করিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৭ আগষ্টের ৯৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫৪। বয়সলওফার কটক্রমে ভূমি বিক্রয়ের বন্ধকলওনিয়া মহাজন ও বন্ধকদেওনিয়া খাতকের মধ্যে কতক বৎসরের হিসাব করাতে সদর আদালত বার্ষিক খাজানা প্রথমে বার্ষিক সুদের হিসাবে লিখিতে স্বীকার করিলেন না কিন্তু হুকুম করিলেন যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের পক্ষে কেবল আসল টাকার তুল্য সুদ জমা হইবেক। এবং দৃষ্ট হইল যে ঐ আসল টাকা এবং তাহার তুল্য সুদঅপেক্ষা অধিক টাকা খাজানাহইতে পাওয়া গিয়াছিল অতএব বন্ধকদেওনিয়া খাতক আপনার ভূমির দখল ফিরিয়া পাইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৫৯ পৃষ্ঠা।

১৩ ধারা।

বয়বলওফাক্রমে ভূমি বিক্রয় হইলে যেপ্রকারে বন্ধকলওনিয়া মহাজন বিক্রয় সিদ্ধ করিয়া বন্ধকী ভূমির দখল পাইতে পারে তাহা।

১৫৫। বয়বলওফাইত্যাদি প্রকারে লিখিত ভূমি বন্ধকের যে খতের বিবরণ ঐ আইনের মধ্যে প্রায় অনেক স্থানে লেখা গিয়াছে তাহা যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের স্থানে থাকে আর ঐ খতের লিখিত মিয়াদ অতীত হইয়া গেলে পর যদি সেই মহাজন ঐ বন্ধকী ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয়সিদ্ধ করাইয়া আপনি ভোগদখল করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতকের স্থানে কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিদিগের স্থানে আপন দেওয়া কর্জের টাকা তলব করে তাহার পর আপনি কিম্বা আদালতের নিয়োজিত উকীলের দ্বারা ঐ বন্ধকী ভূমি যে জিলা কিম্বা শহরের আদালতের অধিকারভুক্ত হয় সেই জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে ঐ ভূমি বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ হওনের দরখাস্ত দেয় এমতে সে আদালতের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত দরখাস্ত পাইলে পর তাহার নকল করাইয়া ঐ ভূমি বন্ধকদেওনিয়া খাতকের কিম্বা তাহার উত্তরাধিকারিগণের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং তাহার নামে এই মজমুনে এক পরওয়ানা আদালতের মোহর আর আপন দস্তখৎসহিতে লিখিয়া পাঠান্ যে এই পরওয়ানার তারিখঅবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ ভূমি কিম্বা অন্য স্থাবর বস্তু বন্ধক বাবৎ কর্জ্জা টাকা সমুদয় উপরের ধারার নির্ণীতমতে সেই বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে যদি না দেয় তবে সে বন্ধকী ভূমি কি অন্য স্থাবর বস্তু বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়া ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজন তাহার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী হইবেক ও বন্ধকদেওনিয়ার তাহাতে কিছু স্বত্ব ও অধিকার থাকিবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৮ ধা।

১৫৬। ভূমির খরীদার এবং পূর্ব্বকার বন্ধকলওনিয়া মহাজনের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে ধার্য্য হইল যে খরীদারের দখলে যদ্যপিও ভূমি থাকে তথাপি বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থে যে এক বৎসর মিয়াদের এত্তেলা দিতে হয় তাহা এই স্থলে মহাজনের দিবার আবশ্যক নাই। যেহেতুক ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাতে এই হুকুম আছে যে ঐ এত্তেলানামা কেবল বন্ধকদেওনিয়া

খাতক অথবা তাহার আইনের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি জারী করিতে হইবেক এবং খরীদার বন্ধকদেওনিয়া খাতক নহে এবং তাহার আইনের স্থলাভিষিক্ত নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বাঙ্গ ৩৯০ পৃষ্ঠা।

১৫৭। বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে যত কাল ভূমি ছিল তত কালের হিসাব বন্ধকদেওনিয়া খাতককে না দিলে নয় এবং সেই হিসাব দেওনের পূর্ব্বে খাতকের ভূমি উদ্ধারের স্বত্ব লোপ হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১৩ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৫৮। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার এইমাত্র অভিপ্রায় যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক যাবৎ দেওয়ানী আদালতহইতে এমত সংবাদ না পায় যে বন্ধকলওনিয়া মহাজন করারের অনুসারে আপনার পাওনা টাকার সুদসুদ্ধ বা সুদছাড়া দাওয়া করিয়াছে এবং তুমি সংবাদ পাইবার তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে ঐ আইনের ৭ ধারার নিরূপিতমতে ঐ টাকা পরিশোধ না করিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক তাবৎ ঐ কটকোবালাতে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক না।

এই ধারানুসারে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের বিষয়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের এইমাত্র কর্ত্তব্য যে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে নিয়মিত সংবাদ দেন এবং ঐ বন্ধকদেওনিয়া খাতক যত টাকা দাখিল করে তাহা বন্ধকলওনিয়া মহাজন লইতে চাহিলে তাহাকে দেন এবং ঐ সংবাদ দেওনের প্রমাণ লন্ এবং যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ টাকা লইতে না চাহে তবে তাহা বন্ধকদেওনিয়া খাতককে ফিরিয়া দেন।

মফঃসল আপীল আদালত উক্ত ধারার এই অর্থ করিয়াছিলেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে উক্ত সংবাদ দিলে তাহার স্থানে যত টাকার দাওয়া হয় তত টাকা এক বৎসরের মধ্যে তাহার না দিলেই নহে এবং যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক সেই টাকা না দেয় তবে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নিকটে যে সকল ভূমি বন্ধক দিয়াছিল তাহার দখল তৎক্ষণাৎ সরাসরীরূপে ঐ মহাজনকে দেওয়াইতে হইবেক।

কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ ধারার কদাচ এমত অর্থ করিতে হইবেক না এবং বন্ধকদেওনিয়া খাতককে ভূমিহইতে বেদখল করিতে এবং সেই ভূমির দখল বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দেওয়াইতে ঐ ধারার দ্বারা জজ সাহেবকে কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই।

সদর দেওয়ানী আদালত আরো কহেন যে ঐ ধারাতে যে বিষয় লেখে সেই বিষয়ের সরাসরীমতে তদন্ত করিতে তাহাতে কোন হুকুম নাই এবং মফঃসল আপীল আদালত ঐ ধারার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা যদি গ্রাহ্য হয় তবে যে কোন ব্যক্তি অন্যের উপর দাওয়া করে সেই দাওয়ার বিষয়ে কোন তজবীজ বা প্রমাণ না হইলেও সেই অন্য ব্যক্তি কথিত একরার যথার্থ ও সিদ্ধ হওনের বিষয় স্বীকার না করিলেও তাহার অনেক টাকা দিতে হইবেক অথবা কএক বৎসরপর্য্যন্ত আপন ভূমিহইতে বেদখল থাকিতে হইবেক।

কিন্তু যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক দাবীর টাকা না দেয় তবে তাহা না দেওনের দায় তাহার শিরে পড়িবেক সেহেতুক যদ্যপি তৎপরে দুষ্ট হয় যে ঐ বিক্রয় যথার্থ ও মাতবর ছিল এবং দাবীর টাকার কোন অংশ তাহার স্থানে পাওনা ছিল তবে ঐ কটকোবালার বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এবং বন্ধকদেওনিয়া খাতকের নামে নালিশ হইলে সে ব্যক্তি আপন ভূমিহইতে বেদখল হইবেক।

উক্ত ধারার এইরূপ অর্থ করাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে যে মোকদ্দমার বিষয় সদর দেওয়ানী আদালতের নিকটে লেখা গিয়াছিল সেই মোকদ্দমাতে জজ সাহেব যে সরাসরী তজবীজ করিলেন তাহা অনাবশ্যক ছিল।

সেই মোকদ্দমার বিষয়ে মফঃসল আপীল আদালত লিখিয়াছিলেন যে বন্ধকলওনিয়া মহাজন ভূমির দখল পায় নাই সেইপ্রযুক্ত ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দাওয়ার অনুসারে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের স্থানে আসল টাকা ও সুদ তলব করিতে জিলা নদীয়ার জজ সাহেবের উচিত ছিল। মফঃসল আপীল আদালতের এই মতে সদর দেওয়ানী আদালত সম্পূর্ণ সম্মত আছেন। সদর আদালত আরো বোধ করেন যে মফঃসল আপীল আদালতের এমত ক্ষমতা ছিল যে জজ সাহেবের ঐ অসঙ্গত কর্ম্ম শুধরান্ এবং বন্ধকদেওনিয়া খাতককে এমত সংবাদ দিতে জজ সাহেবকে হুকুম করেন যে উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আসল টাকা ও সুদ পরিশোধ করে এবং সেই মিয়াদ ঐ সংবাদপত্রের মধ্যে লেখেন্।

উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের কোন বিপরীত অর্থ না হয় এই নিমিত্তে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে ব্যক্তি বয়লওফাক্রমে টাকা কর্জ্জ করিয়া আপন ভূমির দখল বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দিয়াছিল এবং বিক্রয় সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে আসল টাকা ফিরিয়া দিয়াছিল এমত ব্যক্তির বিষয়ে উক্ত বিধি খাটে না। সদর আদালত বোধ করেন যে এমতে যে ব্যক্তি আপন ভূমির দখল দিয়াছিল সেই ব্যক্তি ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ২ ধারানুসারে নালিশ না করিয়া সরাসরীমতে আপনার ভূমির দখল পুনরায় পাইতে পারে।—১৮১৩ সালের ২২ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৫৯। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে এই প্রদেশে জিলার জজ সাহেবেরদের মধ্যে এমত ব্যবহার আছে যে বন্ধকের এবং বয়বলওফার বিক্রয়ের মোকদ্দমাতে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধির অনুসারে তাঁহারা সরাসরীমতে যে রুবকার করেন তাহাতে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের নিমিত্তে আইনের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হইলে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দরখাস্তমাত্র পাইয়া ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে এমত ডিক্রী করেন। এবং ঐ জিলার জজ সাহেবেরা বয়বলওফাইত্যাদি প্রকার বন্ধকী ভূমির বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে এইমত আপনার জজী পদের সম্বন্ধে কহিয়া থাকেন এবং আরো সরাসরী বিচারের সময়ে যে নানা বিষয় উত্থাপিত হইয়া কেবল নম্বরী মোকদ্দমাক্রমে নিষ্পত্তি হইতে পারে এইমত বিষয়ে জজ সাহেবেরা সেইরূপ আপনারদের মত জানাইয়া থাকেন। সদর আদালত বোধ করেন যে এইরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অনুচিত যেহেতুক এদেশীয় যে বিচারকেরদের দ্বারা এই প্রকার মোকদ্দমা বারবার রুবকার হইয়া থাকে তাঁহারদের আদালতে বন্ধকী সম্পত্তির দখল পাইবার নিমিত্তে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে ঐ দেশীয় বিচারকেরা বোধ করেন যে জজ সাহেব বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে কহাতে বিক্রয় সিদ্ধ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে আমারদের আর তজবীজ করিয়া ডিক্রী করিবার সাধ্য নাই এবং জজ সাহেব যে সরাসরী রুবকার করিয়াছিলেন তাহামাত্র দেখিয়া বন্ধকী ভূমির দখল দেওয়ান্। অতএব সদর আদালত জজ সাহেবদিগকে হুকুম করিলেন যে এইপ্রকার মোকদ্দমা উদ্ভব কালে তোমারদের নিকটে উপস্থিত হইলে সরাসরী কার্য্য করণেতে যাহা২ হইল অর্থাৎ বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দরখাস্ত লওন এবং সংবাদ দেওন এবং উভয় পক্ষের লোক যে সকল দরখাস্ত দেয় তাহা লওন এবং সামান্যত ১৮১৩ সালের ২২ জুলাই তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের দ্বিতীয় দফায় অন্যান্য যে কার্য্য করিতে হুকুম আছে তাহা করণ এইমাত্র আপনার রুবকারীতে লেখেন এবং তাহাছাড়া আর কিছু না লেখেন।—১৮৩৪ সালের ১৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১৬০। বয়বলওফাইত্যাদি প্রকারে বন্ধকী ভূমির বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ করণের নিমিত্তে যদি বন্ধকলওনিয়া মহাজন মোকদ্দমা করে তবে যে আদালতে সেই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই আদালতের ক্ষমতা আছে যে ঐ বন্ধকী ব্যাপার গোড়াঅবধি বেআইনী ছিল কি না ইহা তজবীজ করিয়া নিষ্পত্তি করেন।

যদ্যপি এইমত প্রমাণ দেওয়া যায় যে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে বিধিমত সংবাদ দেওয়া যায় নাই তবে ফরিয়াদীকে ননসুট করিতে হইবেক এবং নিয়মিত সংবাদ খাতককে দেওনের বিষয়ে মহাজনের দরখাস্ত করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ২৩ মার্চের ১১৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬১। বন্ধকী খতের উপর সুপ্রিম কোর্ট ডিক্রী হওনানন্তর বন্ধকলওনিয়া মহাজন মফঃসলে স্থিত বন্ধকী সম্পত্তি নীলাম করিল এবং খরীদার তাহার দখল পাইবার জন্যে নালিশ করিল। কিন্তু ঐ কার্য্য মফঃসলের চলিত বন্ধকবিষয়ি আইনের বিরুদ্ধ এইপ্রযুক্ত সেই দাওয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৪ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৬২ পৃষ্ঠা।

১৬২। আইনের মধ্যে এইমত হুকুম নাই যে বন্ধকী খতের নকল সংবাদ দেওনের সময়ে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে দেওয়া যায় কেবল বন্ধকলওনিয়া মহাজন নিয়মিত সংবাদ দেওনের বিষয়ে জজ সাহেবের নিকটে যে দরখাস্ত করে তাহার এক নকল বন্ধকদেওনিয়াকে দিতে হইবেক।—১৮৩১ সালের ১১ মার্চের ৬৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬৩। ১৮৩১ সালের ১১ মার্চ তারিখের ৬৩০ নম্বরী আইনের অর্থের অর্থ সামান্যতঃ এই বোধ হইয়াছে যে বিক্রয় সিদ্ধ করণের দরখাস্ত হইলে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাতে যে নানা কার্য্য করণের হুকুম আছে সেই কার্য্যক্রমে বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তিকে আপনার বন্ধকী খত দেখাইতে জজ সাহেবের প্রতি নিষেধ আছে। কিন্তু কলিকাতাস্থ সদর আদালত পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সঙ্গে লিখনপঠন করিয়া এক্ষণে জ্ঞাত করিতেছেন যে উভয় আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেব এই বিধান করিয়াছেন যে বিক্রয় সিদ্ধ করিতে যে ব্যক্তি দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি ঐ বন্ধকী খতলওনিয়া বা দখীলকার ব্যক্তি বটে এই বিষয়ে জজ সাহেবের খাতিরজমা হইবার জন্যে সেই খত দেখাইবার হুকুম দিতে তাঁহার প্রতি নিষেধ নাই এবং ঐ আইনের বিষয়ে এই উপলব্ধি ৬৩০ নম্বরী আইনের অর্থের সঙ্গে অনৈক্য নহে। তাহাতে কেবল এই জ্ঞাত করা গিয়াছে যে আইনের দ্বারা বন্ধকী খতের এক নকল বন্ধকদেওনিয়া ব্যক্তির প্রতি জারী করণের আবশ্যক নাই। কিন্তু তাহাতে ইহা লেখা নাই যে দরখাস্তকারী আপনাকে যে ব্যক্তি কহে সে সেই ব্যক্তি বটে ইহা জজ সাহেবের বোধ হওনের জন্যে তিনি সেই খত তলব করিতে পারেন না।—১৮৪৮ সালের ৫ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১৬৪। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুসারে বিক্রয় সিদ্ধ হওনের এত্তেলা দেওনের পূর্ব্বে আসল বন্ধকী খত আদালতে দাখিল করিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪০ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৭ পৃষ্ঠা।

১৬৫। বয়বলওফার কটক্রমে যে বিক্রয় হয় তাহা সিদ্ধ করণার্থে এক নালিশ হইল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিলেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুসারে খাতককে এত্তেলা দেওয়া গিয়াছে কি না ইহার প্রমাণ দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৪৬ পৃষ্ঠা।

১৬৬। এক বিশেষ মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে বয়বলওফার কটক্রমের বিক্রীত ভূমি খালাস হইলেও বিশেষ বিষয়ে অর্থাৎ কোন ডিক্রী জারীর জন্যে ভূমি ক্রোক হওয়াতে এবং ডিক্রী জারী করণার্থ বন্ধকদেওনিয়া খাতকের তৃতীয় ব্যক্তির নিকটে তাহা বিক্রয় করাতে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুসারে কার্য্য করণের আবশ্যকতা রহিত হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ১৫ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৯ পৃষ্ঠা।

১৬৭। বন্ধকদেওনিয়া খাতক আপন বন্ধক দেওয়া সম্পত্তি উদ্ধার করণার্থে ইহা বলিয়া নালিশ করিল যে আমি কর্জের টাকা পরিশোধ করণের প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে বন্ধকলওনিয়া মহাজন যদি ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধির অনুসারে প্রথমে কার্য্য না করিয়া থাকে তবে সেই ডিক্রী-প্রযুক্ত বিক্রয় সিদ্ধ করিতে তাহার অধিকার নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ২৫ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১১৫ পৃষ্ঠা।

১৬৮। বয়বলওফার কটক্রমের এক বিক্রয়ের মোকদ্দমায় ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে বন্ধকদেওনিয়া খাতককে এত্তেলা দেওয়া গেলে পর বন্ধকলওনিয়া মহাজন ভূমি উদ্ধার করণের যে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বাড়াইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এইরূপ মিয়াদ বাড়ানেতে ঐ আইনক্রমে দ্বিতীয়বার এত্তেলা দিবার আবশ্যক নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ১৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৭ পৃষ্ঠা।

১৬৯। বন্ধকলওনিয়া মহাজন বন্ধকী খতক্রমে যে দাওয়া করে তাহা যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক স্বীকার না করে তবে ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজন বন্ধকী খতের মিয়াদ অতীত হইলে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার হুকুমমতে বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থে দরখাস্ত না করিলে বন্ধকী ভূমির দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে না।—১৮১২ সালের ২৫ জুনের ১০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭০। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাতে এমত বিশেষ হুকুম আছে যে বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থে বন্ধকলওনিয়া মহাজন যে দরখাস্ত দেয় তাহার এক নকল ঐ সংবাদের পরওয়ানার সঙ্গে২ বন্ধকদেওনিয়া খাতকের নিকটে পাঠান যায়। এবং সদর আদালত আরো বোধ করেন যে বন্ধকলওনিয়া মহাজন আপনার দরখাস্ত দাখিল করণের সময়ে ঐ পরওয়ানা পক্ষান্তর ব্যক্তির উপর যে পেয়াদার দ্বারা জারী করিতে হইবেক সেই পেয়াদার তলবানা দাখিল করিতে তাহার প্রতি হুকুম দেওয়া উচিত তাহা হইলে ঐ পরওয়ানা পাঠাইবার কিছু বিলম্ব হইবেক না।—১৮৩১ সালের ২৪ জুনের ১৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭১। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারানুসারে বয়বলওফাক্রমে বন্ধকহওয়া সম্পত্তির উদ্ধারের নিমিত্তে যে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ঐ ধারার মধ্যে বিশেষরূপে লিখিত সংবাদ দেওনের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক।—১৮১৭ সালের ২৩ জানুআরির ২৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭২। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে ঐ ৮ ধারাতে বন্ধকদেওনিয়া খাতক অথবা তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তিকে যে লিখিত সংবাদ দিবার হুকুম আছে তাহা ঐ আইনের বিশেষ হুকুমের অভিপ্রায়ানুসারে অগৌণে না দিয়া কখন২ এক মাস বা ততোধিক কালপর্য্যন্ত পড়িয়া থাকে তাহাতে বন্ধকলওনিয়া মহাজন বয়বাৎ অর্থাৎ বিক্রয় সিদ্ধ করিবার যে দরখাস্ত দেয় তাহা যত শীঘ্র বন্ধকদেওনিয়া খাতককে জানাইতে হয় তত শীঘ্র তাহাকে জানান যায় না অথচ বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণার্থে যে এক বৎসর মিয়াদ নিরূপিত আছে তাহা হুকুমমতে ঐ সংবাদের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাতে যে সম্বাদ বন্ধকদেওনিয়া খাতক কিম্বা তাহার প্রতিনিধি ব্যক্তিকে দিবার হুকুম আছে সেই সম্বাদের পরওয়ানা যে দিবসে পাঠাইবার হুকুম হয় সেই দিবসে যদি পাঠান না যায় তবে যে দিবসে প্রকৃতপ্রস্তাবে পাঠান যায় সেই দিবসেই তাহার তারিখ লিখিতে হইবেক এবং বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের যে এক বৎসর মিয়াদ নিরূপিত আছে তাহা ঐ তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক।—১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৭৩। তাহাতে জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে ইহার পরে এইপ্রকার সংবাদ দিতে হইলে উক্ত বিধির অনুসারে কার্য্য করেন এবং ঐ প্রকার সংবাদের পরওয়ানা করণের অনাবশ্যক কোন বিলম্ব না হওনার্থে মনোযোগ করেন যেহেতুক বন্ধকলওনিয়া মহাজনের প্রতি যথার্থ আচরণ করিবার নিমিত্তে এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৭ ও ৮ ধারার অভিপ্রায় সফল করণার্থে বিক্রয় সিদ্ধ করিবার জন্যে বন্ধকলওনিয়া মহাজন যে দরখাস্ত দেয় তাহা দাখিল হওনের পর যথাসাধ্য শীঘ্র তাহার সংবাদ বন্ধকদেওনিয়া খাতককে দেওয়া উচিত।—১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৭৪। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিক্রয় সিদ্ধ করণের এত্তেলার মিয়াদ রবিবার দিনে সমাপ্ত হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে তাহার পর দিবসে কর্জের টাকা আদালতে আমানৎ করণের প্রস্তাব হইলে

আদালতে তাহা গ্রাহ্য করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৫ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৫ পৃষ্ঠা।

১৭৫। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাতে বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয়হওনা ভূমি উদ্ধারের জন্যে যে এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদ লিখিত এত্তেলানামা জারী করণের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক এবং যে তারিখে জারী হয় সেই তারিখ ঐ এত্তেলানামার তারিখ হইবেক। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এত্তেলানামাতে যদি প্রকৃতপ্রস্তাব জারী হওনের তারিখ না থাকে কিন্তু কেবল জারী করণের হুকুমের তারিখ থাকে তবে সেই তারিখ অশুদ্ধ এবং বেজাইনীমতে লেখা হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক এবং ঐ দুই তারিখের মধ্যের দিবস সকল বন্ধকদেওনিয়া খাতককে বন্ধকী ভূমি উদ্ধার করণার্থে যে এক বৎসর মিয়াদ দেওয়া যায় তাহার মধ্যে ধরিতে হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ১৯ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৬৬ পৃষ্ঠা।

১৭৬। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নিকটে যে ভূমি বন্ধক দেওয়া গিয়াছে সেই ভূমি যদ্যপি লিখিত মিয়াদ অতীত হওনের সময়ে উদ্ধার না হইয়া থাকে তথাপি যদ্যপি বন্ধকদেওনিয়া খাতক কহে যে ঐ ভূমির দখল পাইতে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের অধিকার নাই তবে আদালতের হুকুমক্রমে ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজন সেই ভূমির দখল পাইতে পারে না। এবং এমত হইলে সরাসরী বিচারক্রমে বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়াইতে জজ সাহেবের ক্ষমতা নাহি কেবল নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দখল পাইতে পারে।—১৮১১ সালের ১৪ মার্চের ৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৭। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে আরো জানাইলেন যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের বন্ধকী ভূমির দখল না পাইবার কোন কারণ দর্শাইতে যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতককে হুকুম করা যায় এবং যদ্যপি সেই ব্যক্তি কহে যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের সেই সম্পত্তির দখল পাইবার কোন অধিকার নাই তবে সেই অধিকারের নিষয়ের কেবল ১৭৯৮ সালের ১ আইনের ৫ ধারার নিরূপিতমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে।—১৮১১ সালের ১৪ মার্চের ৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৮। বন্ধকলওনিয়া মহাজন বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থে যে দরখাস্ত আদালতে দেয় তদনুসারে কার্য্য করণেতে জজ সাহেব কেবল ঐ মহাজনের প্রতিনিধিস্বরূপ কার্য্য করিতেছেন এবং যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক এই ওজর করে যে খত জাল আছে তবে জজ সাহেব সেই ওজর গ্রাহ্য করিতে কি তাহা তদারক করিতে পারেন না। কিন্তু আপনার আমলারদের যদি কোন কুকর্ম্মের বিষয়ের নালিশ হয় তাহা জজ সাহেব বিচার করিতে পারেন।—১৮৩৮ সালের ২ নবেম্বরের ১১৭৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭৯। যদ্যপি বন্ধকদেওনিয়া খাতক ও বন্ধকলওনিয়া মহাজন জজ সাহেবের নিকটে ইহা জ্ঞাত করে যে আমরা পরস্পর এই বন্দোবস্ত করিয়াছি যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক বন্দোবস্ত উল্লঙ্ঘন করিলেও আদালতে আর কোন উদ্যোগবিনা আমারদের বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক তথাপি ঐ জিলার জজ সাহেব সেই বন্ধকী বিক্রয় সিদ্ধ করণের সরাসরী হুকুম দিতে পারেন না।—১৮৪১ সালের ২৮ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১২ পৃষ্ঠা।

১৮০। বন্ধকদেওনিয়া খাতক যে ব্যক্তির নিকটে বন্ধকী সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছে সেই ব্যক্তি যদি কর্জ্জের টাকা বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দিতে উদ্যত হয় তবে তাহাতে বিক্রয় সিদ্ধির নিবারণ হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৮ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩০ পৃষ্ঠা।

১৮১। বয়বলওফার কটক্রমে সম্পত্তি বিক্রয় হইলে সেই কার্য্যে যে ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নাই এইমত ব্যক্তি যদি ঐ বন্ধকী কর্জ্জের টাকা দিতে উদ্যত হয় তবে তাহার দ্বারা ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হওনের নিবারণ হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ২৮ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৫৪ পৃষ্ঠা।

১৮২। আখেরনামক এক জন মুসলমান বয়বলওফার কটক্রমে ২০৮১৲ টাকার খত অনুসারে এক গ্রাম ফিরিয়া পাইবার জন্যে বলরামের নামে নালিশ করিল সেই খতে লিখিত ছিল যে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহা উদ্ধার হইবেক। পরে দৃষ্ট হইল যে আখের বলরামকে কেবল ১৩০০৲ টাকা কর্জ দিয়াছিল কিন্তু সুদ লওনের অপমান না হওনের জন্যে পাঁচ বৎসরের সুদ আসল টাকার সঙ্গে সংযোগ করিল সেই সমুদয় টাকা আসল টাকা বলিয়া খতের মধ্যে লিখিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে কর্জ্জ উদ্ধারের মিয়াদ অতীত হইলে পর আখের ঐ গ্রামের দখল পাইতে পারে না। কিন্তু আদালত হুকুম করিলেন যে আইনে যে নিরিখের সুদ লইবার অনুমতি আছে তদপেক্ষা অধিক সুদ লইবার কিছু অভিপ্রায় এই বন্দোবস্তে দেখা যায় না এইপ্রযুক্ত আখের আসল টাকা সুদসমেত ফিরিয়া পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৮ সালের ১৬ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৫৫ পৃষ্ঠা।

১৮৩। বয়বলওফার এক খতক্রমে কতক ভূমির বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছিল এবং সেই ভূমির দখল পাইবার বিষয়ে নালিশ

উপস্থিত করা গেল। কিন্তু মোকদ্দমা হওনের সময়ে দুষ্ট হইল যে বন্ধকী খতের মধ্যে মাসে শতকরা এক টাকা করিয়া সুদ দিবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু বন্ধকলওনিয়া মহাজন অন্য এক স্বতন্ত্র খত লইল এবং তাহাতে এই অঙ্গীকার ছিল যে খাতক তাহাকে মাসে২ আর এক টাকা করিয়া সুদ দিবেক। তাহাতে ধার্য্য হইল যে এই প্রকার কার্য্য ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধির বিরুদ্ধ অতএব সেই দাওয়া অগ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ২৪ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১০৬ পৃষ্ঠা।

১৮৪। এক বয়বলওফার মোকদ্দমার দুষ্ট হইল যে বন্ধকলওনিয়া মহাজন আসল টাকাহইতে কিছু বাদ দেওনেতে যে-আইনী সুদ লইয়াছে অতএব সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৯ ধারার উপলক্ষে ঐ মহাজনের ভূমিবিষয়ি দাওয়া ডিসমিস হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৭ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৮১ পৃষ্ঠা।

১৮৫। কলিকাতার এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ বন্ধকী সম্পত্তি যদি বয়বলওফার কটক্রমে বন্ধক দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি কর্জের টাকা না দেওয়া যায় তবে বন্ধকলওনিয়া মহাজন উত্তম ও মাতবর কারণ না দেখাইতে পারিলে কেবল ঐ বন্ধকী সম্পত্তির দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে এবং তাহার এমত সাধ্য নাই যে আপনার যে মত উপকার বোধ হয় সেই মতে ইচ্ছাক্রমে হয় টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে অথবা ভূমির দখল পাইবার নিমিত্তে নালিশ করে।— ১৮৩৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের ৮৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮৬। বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয়কওয়া ভূমির বিষয়ে ধার্য্য হইল যে সেই কর্জ্জ যদি পরিশোধ না হয় তবে বন্ধকলওনিয়া মহাজন কেবল বন্ধকী সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ করিতে পারে এবং উত্তম ও মাতবর কারণ দর্শাইতে না পারিলে তাহার প্রতি এইরূপ অনুমতি নাই যে হ. কর্জের টাকার বিষয়ে নতুবা বন্ধকী সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ করে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১২ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৯২ পৃষ্ঠা।

১৮৭। যে সম্পত্তি ফরিয়াদীর নিকটে বন্ধক ছিল তাহা বন্ধকদেওনিয়া খাতকের এক খতপ্রাপ্ত মহাজনের আপনার পক্ষে হওয়া ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ নীলাম হইলেও ঐ ফরিয়াদী যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল তাহার বাবৎ নালিশ না করিয়া ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থে নালিশ করা তাহার উচিত যেহেতুক ঐ নীলামের দ্বারা সেই ভূমিবন্ধকলওনিয়া মহাজনের স্বত্বের কোন হানি হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২১ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪২ পৃষ্ঠা।

১৮৮। বন্ধকদেওনিয়া খাতক বন্ধকলওনিয়া মহাজনের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে আমি ঐ বন্ধকী সম্পত্তির দখল তোমাকে দেওয়াইব সেই নিয়ম প্রতিপালন করণের কোন প্রমাণ না দেওয়াতে বন্ধকলওনিয়া মহাজন আসল কর্জের টাকা ও সুদ পাইবার নালিশ করিল এবং তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল।— সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪৭ পৃষ্ঠা।

১৮৯। বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রীত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার নালিশেতে ফরিয়াদীর পক্ষে অধস্ত আদালতে ইহা বলিয়া ডিক্রী হইল যে আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে বন্ধকদেওনিয়া খাতক ত্রুটি করিয়াছে অতএব ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ বিক্রীত সম্পত্তির খাজানা পাইয়াছিল এবং ত্রুটি হওনের পর মধ্যে২ কিছু টাকা খাতকের স্থানে পাইয়াছিল এবং বন্ধকদেওনিয়া খাতক মহাজনের পাওনা অবশিষ্ট টাকা বলিয়া আদালতে কতক টাকা আমানৎ করিয়াছিল। তাহাতে খাস আপীল ইহা বলিয়া গ্রাহ্য হইল যে অধস্ত আদালত হিসাবের বিষয়ে কিছু তদারক করেন নাই এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের উপর এত্তেলা জারী না হওনের বিষয়ে যে এজহার হইয়াছিল তাহাও তজবীজ করেন নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৪৬ পৃষ্ঠা।

১৯০। যদি বন্ধকদেওনিয়া খাতক এই বন্দোবস্ত করে যে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ভূমি উদ্ধার করিতে না পারিলে ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ঐ খাতক না কর্জ্জা টাকা পরিশোধ করে না সম্পত্তির দখল দেয় তবে বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ কর্জের টাকা এবং সুদ নালিশ করিয়া পাইতে পারে এবং কেবল ভূমি পাইবার নালিশ তাহার করিতে হইবেক এমত নহে। কিন্তু এই মোকদ্দমায় সুদ ইহার পূর্ব্বে জব্দ হইয়াছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্টের মন্তব্য কথা। ৫ বালম ১০ পৃষ্ঠা।

১৯১। বন্ধকী ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করণের মোকদ্দমা হইলে খাতক যে কএক ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের আসামী ছিল তাহারা সেই নালিশের প্রতিবন্ধকতা করিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে যে ডিক্রীর দ্বারা তাহারদের খাতকের স্থাবর সম্পত্তির উপর আপনারদের ডিক্রী জারী করণের স্বত্বের হানি হইতে পারে এমত ডিক্রীর উপর তাহারা আপীল করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২০ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩২ পৃষ্ঠা।

১৯২। ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের মর্ম্ম ও অভিপ্রায় যেমন জমীদারীর বিষয়ে খাটে তেমনি অন্য সকল প্রকার স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে খাটে।—১৮২৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের ৩৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯৩। বন্ধকী ভূমির বিক্রয় সিদ্ধ করণের ডিক্রী হইলে সেই সম্পত্তি পাইবার জন্যে যে এক জন দাওয়াদার ঐ মোকদ্দমায় এক পক্ষ ছিল না তাহার দাওয়ার বিষয় তজবীজ করণের কোন প্রতিবন্ধকতা নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৯ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৭৬ পৃষ্ঠা।

১৯৪। বয়বলওফার কটক্রমে ভূমির বিক্রয় সিদ্ধ করণের এবং ভূমির দখল পাইবার বিষয়ে ডিক্রী হওনের পূর্ব্বে যদি সেই সম্পত্তি খতক্রমে এক ডিক্রী জারী স্থগিত করণার্থে কোন দেওয়ানী আদালতে জামিনস্বরূপ অর্পণ হইয়াছিল তবে সেই ভূমি আদালতের দ্বারা বিক্রয় হওনের কোন প্রতিবন্ধক হইবেক না।—১৮৪৩ সালের ১৫ আপ্রিলের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৮ পৃষ্ঠা।

১৯৫। বন্ধক বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থে বন্ধকদেওনিয়া খাতক ও বন্ধকলওনিয়া মহাজনের মধ্যে ডিক্রী হইলে তদ্দ্বারা সেই সম্পত্তির উপর যে অন্য ব্যক্তির পূর্ব্বকার দাওয়া সাব্যস্ত হইল সেই ব্যক্তির পক্ষে হওয়া ডিক্রী জারী করণের কোন প্রতিবন্ধক নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৯৬। যদ্যপি বন্ধকী বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ করা ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিরুদ্ধ হয় তথাপি বন্ধকদেওনিয়া খাতক যদি স্বেচ্ছাক্রমে আপনাকে সুপ্রিম কোর্টের এলাকার অধীন রাখিয়াছে এবং ডিক্রী স্বীকার করণের বণ্ড দিয়াছে তবে সেই বণ্ডঅনুসারে সুপ্রিম কোর্ট বন্ধকলওনিয়া মহাজনের পক্ষে যে ডিক্রী করেন তাহা সদর দেওয়ানী আদালত মঞ্জুর রাখিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১১১ পৃষ্ঠা।

১৯৭। মৃত বন্ধকদেওনিয়া খাতকের সম্পত্তি যে কথিত উত্তরাধিকারির দখলে আছে সেই উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে বয়বলওফার কটক্রমে ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করণের নালিশ হওয়াতে উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আদালতে যে ডিক্রী হয় তাহার দ্বারা প্রকৃত উত্তরাধিকারির উপস্থিত মোকদ্দমায় যে সম্পত্তির ডিক্রী হয় সেই সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক নাহি।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৫ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৬ পৃষ্ঠা।

১৯৮। এক জন মাজিস্ট্রেট সাহেব ইহা বলিয়া বন্ধকদেওনিয়া খাতককে বেদখল করিয়া বন্ধকী ভূমির খরীদারকে তাহার দখল দেওয়াইলেন যে ঐ বিক্রীত ভূমি উদ্ধার হইয়াছে অথচ বিরোধের সময়পর্য্যন্ত ঐ ভূমি কখনো খরীদারের দখলে ছিল না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এইমত কর্ম্ম করণেতে ঐ মাজিস্ট্রেট সাহেব আপনার ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন।—১৮১৫ সালের ১৭ জুনের ৩৯৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯৯। আনন্দ বলরামকে নির্দ্ধারিত টাকার জন্যে কতক গ্রাম এই নিয়মে বিক্রয় করিয়াছিল যে ঐ বিক্রীত ভূমির উদ্ধার হইতে পারে এবং তৎসময়কালে অন্য সম্পত্তি চূড়ান্তরূপে বলরামকে অর্পণ করিল। দৃষ্টতঃ এই শেষোক্ত সম্পত্তির জন্যে টাকা দেওয়া গিয়াছিল কিন্তু বাস্তবিক কিছু দেওয়া যায় নাই পরে বলরামের দরখাস্তক্রমে জিলার আদালত হুকুম করিলেন যে ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার অনুসারে সেই ভূমি উদ্ধার করণের এত্তেলা আনন্দকে দেওয়া যায়। তাহাতে আনন্দ ঐ বয়বলওফার খতে যে মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহার কিঞ্চিৎ পরিশোধ করিল এবং বলরামের সঙ্গে তাহার এই বন্দোবস্ত হইল যে ঐ বয়বলওফার কটে বিক্রীত সম্পত্তির এক ভাগ খালাস হইবেক এবং অপর ভাগ বিক্রয়ের অধীনে থাকিবেক ও সেই ভাগের অনুমান যে মূল্য তাহা মিয়াদের মধ্যে পরিশোধ হইলে বিক্রয় সিদ্ধ হইবেক না। তাহাতে আনন্দ তাহা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিল না কিন্তু নিয়মিত মিয়াদ অতীত হইলে পর কিঞ্চিৎ২ টাকা পরিশোধ করিল এবং বলরাম তাহা গ্রহণ করিল। তাহার পরে বলরাম বিক্রয়সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ভূমির দখল পাইবার নালিশ করিল তদনন্তর সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল হইল এবং এই তিন কারণে খরীদী টাকার অবশিষ্ট ফিরিয়া দিবার হুকুম তথায় হইল না। প্রথম এই যে ঐ আদালত বোধ করিলেন যে বিনামূল্যে যে ভূমি অর্পণ হইয়াছিল সেই অর্পণ ১৭৯৩ সালের ১৫ আইনের ৯ ধারার লিখিত সুদবিষয়ক আইন এড়াইবার এক ছল। দ্বিতীয় ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের উপর রীতিমত এত্তেলা জারী হইয়াছে ইহার প্রমাণ নাই। তৃতীয় বিক্রয় সিদ্ধ না হইবার যে প্রথম বন্দোবস্ত হইল তাহা তৎপরের বন্দোবস্তের দ্বারা বাতিল হইয়াছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৪৬ পৃষ্ঠা।

২০০। বয়বলওফার কটক্রমে যে এক ভূমি বিক্রয় হইয়াছিল তাহার দখল পাইবার বিষয়ে নালিশ হইল এবং তাহার উদ্ধারের মিয়াদ অতীত হওয়াতে জিলার আদালতে তদনুসারে ডিক্রী হইল। তৎপরে ঐ জমীদারী নীলাম হইল জিলার আদালতের ডিক্রীর দুই বৎসর পরে প্রবিন্সাল আদালতে তাহার উপর আপীল হইল এবং জিলার আদালত ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধির অনুসারে কার্য্য করিলেন না বলিয়া ডিক্রী রদ হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক উপযুক্ত সময়ের মধ্যে আপীল করে নাই এবং ভূমির নীলাম নিবারণ করে নাই অতএব ইহাতে তাহার

উদ্ধারের স্বত্বের প্রতিবন্ধক আছে এবং বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৬ সালের ১৯ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২০০ পৃষ্ঠা।

২০১। আনন্দ বলরামের সঙ্গে এই নিয়মেতে আপনার জমীদারী বিক্রয়ের বন্দোবস্ত লিখিয়া দিল যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খরীদের সকল টাকা দেওয়া যাইবেক এবং তৎপরে রীতিমত খরীদগী লিখিয়া দেওয়া যাইবেক। আনন্দ খরীদের টাকার এক ভাগ লয় এবং বলরাম নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হওনের পূর্ব্বে অবশিষ্ট টাকা দিতে উদ্যত হয় কিন্তু আনন্দ তাহার ঐ বন্দোবস্ত প্রতিপালন করিতে স্বীকার করিল না। পরে বলরাম নালিশ করিল এবং যদ্যপি ঐ বন্দোবস্তেতে এই মত কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না যে ঐ বন্দোবস্তক্রমে প্রকৃতার্থে ভূমি বিক্রয় হইয়াছে বোধ করা যাইতে পারে তথাপি ঐ বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রয় আনন্দের বিরুদ্ধে সিদ্ধ হইয়াছে ধার্য্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৪ সালের ১৩ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১২৩ পৃষ্ঠা।

২০২। বয়বলওফার কটক্রমে যে এক বিক্রয় হইয়াছিল তাহাতে বন্ধকদেওনিয়া খাতক আদালতে আসল কর্জ্জের টাকা ও সুদ আমানৎ করিল। বন্ধকলওনিয়া মহাজন কহিল যে আমার পাওনা টাকাহইতে কম আমানৎ হইয়াছে কিন্তু ঐ টাকা আদালতহইতে বাহির করিয়া কহিল যে অবশিষ্ট টাকার জন্যে নালিশ করিতে আমার স্বত্ব রহিল এবং যদি খাতক ঐ দাওয়ার সম্পূর্ণ টাকা দাখিল না করে তবে আদালত তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী করিবেন কিন্তু সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার বাবৎ মহাজনের নামে নালিশ করণের ঐ খাতকের যে স্বত্ব তাহা ইহার দ্বারা হানি হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৯ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১১১ পৃষ্ঠা।

২০৩। বলরাম আনন্দের স্থানে কতক টাকা কর্জ্জ করিয়া আপনার কতক স্থাবর সম্পত্তির দলীলদস্তাবেজ তাহার নিকটে আমানৎ করিয়া বয়বলওফার কটক্রমে এই খত লিখিয়া দিল যে নিরূপিত সময়ের মধ্যে আসল ও সুদ পরিশোধ হইলে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ হইবেক নতুবা ভূমির দখল আনন্দকে দেওয়া যাইবেক এবং তাহার নামে ঐ ভূমির রেজিষ্টরী হইবেক। প্রায় বারো বৎসর অতীত হইলে পর আনন্দ আসল কর্জ্জের টাকা ও সুদ পাইবার নিমিত্তে বলরামের নামে নালিশ করিল বলরাম কেবল এই উত্তর দিল যে আমি কিছু টাকা পাই নাই ও দলীল আমানৎ করি নাই কিন্তু অধস্থ আদালতে আনন্দের পক্ষে যে ডিক্রী হইল সদর আদালতে তাহার উপর আপীল হইলে ঐ ডিক্রী বহাল থাকিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৯ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১১৭ পৃষ্ঠা।

২০৪। আখের করীমের নিকটে বয়বলওফার কটক্রমে কতক গ্রাম বিক্রয় করিয়াছিল এবং তৎপরে ঐ গ্রাম বরকতুল্লার নিকটে বিক্রয় করে। পরে বরকতুল্লা অধস্থ আদালতে করীম ও আখেরের নামে নালিশ করে এবং ঐ আদালত এই ডিক্রী করিলেন যে করীমের বয়বলওফার বিক্রয়ক্রমে যে টাকা পাওনা আছে তাহা সে ব্যক্তি পাইবেক এবং বরকতুল্লার পক্ষে যে বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহা বিশেষরূপে প্রতিপালন করিতে হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইলে ঐ আদালতের মুফ্তীরা এই ফতওয়া দিলেন যে মুসলমানের শরাক্রমে যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নিকটে যে সম্পত্তি বন্ধক আছে তাহা ঐ ব্যক্তি ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে বন্ধকদেওনিয়া খাতক অন্য যে ব্যক্তির নিকটে ঐ গ্রাম বিক্রয় করে সেই ব্যক্তি তাহা প্রথম মহাজনের নিকটে পাইবার নালিশ করিতে পাবে না কিন্তু তাহার উচিত যে ঐ গ্রাম উদ্ধার হওনপর্য্যন্ত বিলম্ব করে নতুবা আপন নিকটে যে বিক্রয় হইয়াছিল তাহা অসিদ্ধ করণার্থে নালিশ করে। এই ফতওয়া দৃষ্টে এবং আইনের সাধারণ নিয়মক্রমে সদর আদালত বলরাম বন্দোবস্ত প্রতিপালন করাণের যে দাওয়া করিয়াছিল তাহা ডিসমিস করিলেন। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১৪ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২২৬ পৃষ্ঠা।

২০৫। এক ভূমির বিক্রয় হইল এবং তৎসময়ে এই স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক প্রথম মূল্যাপেক্ষা অধিক মূল্যের অন্য এক খরীদার উপস্থিত করিলে প্রথম খরীদার খাতকের প্রতি সেই সম্পত্তি ত্যাগ করিবেক। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই বন্দোবস্ত বয়বলওফার কটক্রমের বিক্রয়ের ন্যায় এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার বিধি সেই স্থলে খাটিবেক।—১৮৪৩ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৪ পৃষ্ঠা।

১৪ ধারা।

নাবালগ।—নাবালগী।

২০৬। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের ২৭ সপ্তবিংশতি ধারায় সরকারের মালগুজার ভূম্যধিকারী হিন্দু ও মুসলমানের অধিকারভূমিতে তাহারদিগের অধিকার ও এখ্তিয়ার হইবার বিষয়ে হুকুম লেখা যায় যে তাহারদিগের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থা ১৫ পঞ্চদশ বৎসর গতপর্য্যন্ত থাকিবেক সে হুকুম রদ করিয়া

তাহারদিগের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থার সংখ্যা ১৮ অষ্টাদশ বৎসর গতপর্য্যন্ত ধার্য্য করা গেল ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৬ আ। ২ ধা।

২০৭। জানিবেন যে সাধারণ ভূমির যে অধিকারিদিগের অধিকারভূমির সরবরাহের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২৩ ত্রয়োবিংশতি ধারায় হুকুম লেখা যায় তাহারদিগের প্রতিও উপরের লিখিত ধারাক্রমের হুকুম চলন হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ২৬ আ। ৩ ধা।

২০৮। এক জন খ্রীষ্টান যে উইলক্রমে তাহাকে সম্পত্তি দত্ত হইয়াছিল সেই উইলক্রমে ঐ সম্পত্তির সরবরাহী কার্য্যের দাওয়া করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ দরখাস্তকারী খ্রীষ্টান অতএব একুশ বৎসর হইলে সেই ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।—১৮৪২ সালের ১৪ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৭ পৃষ্ঠা।

২০৯। এক মোকদ্দমায় এই জিজ্ঞাসা উঠিল যে এক জন নাবালগ হিন্দুর বিধবা আপনার স্বামির পরিবারের বাটীতে থাকিবেক কি আপনার পিতার বাটীতে থাকিবেক। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে তাহার পিতার আশ্রয়ে থাকিবেক। এবং সদর আদালতের এক জন জজ শ্রীযুত ব্রাউন সাহেব আপনার এই মত জানাইলেন যে ১৭৯৩ সালের ২৬ আইনেতে হুকুম আছে যে হিন্দুরা আঠার বৎসরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইবেক এবং সেই আইন যে কেবল পুরুষেরদের বিষয়ে খাটে এমত কিছু তাহাতে লেখে নাই।—১৮৩৭ সালের ২৮ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৩ পৃষ্ঠা।

১৫ ধারা।

নাবালগেরদের অধ্যক্ষ নিযুক্তকরণ।—অধ্যক্ষেরদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

২১০। যদি সাধারণ অধিকারভূমির কোন অধিকারির মৃত্যু হয় ও তাহার উত্তরাধিকারী অল্পবয়স্ক কিম্বা বাতুল অথবা আজন্ম অজ্ঞান রহে এবং সেই মৃত ব্যক্তি মরণের পূর্ব্বে অধ্যক্ষপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও অধ্যক্ষ না করিয়া থাকে তবে যে জিলায় সেই অধিকারভূমি রহে সেই জিলার জজ সাহেব কিম্বা যদি সে অধিকার দুই কিম্বা ততোধিক জিলায় থাকে তবে যে জিলায় সেই অধিকারের ভূমি অতিরিক্ত ভাগে রহে সেই জিলার জজ সাহেব তাহার বেওরা হকীকৎ কালেক্টর সাহেবের দ্বারা পাইলে পর কিম্বা সেই মৃতের বংশের হিতার্থী যে কেহ থাকে সে সেই মৃতের উত্তরাধিকারির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তাহার অধিকারের কার্য্য চালাইবার যোগ্য কেহ তস্য নিকট কুটুম্বের মধ্যে নাই এমত কথা জানাইলে তাহার সেই কথার তথ্য লইয়া পশ্চাৎ তাহাতে নির্ভর করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বস্ত জনেককে তাহার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিবেন এবং এরূপ সকল বিষয়ের বেওরা হকীকৎ সর্ব্বদা লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ১ ধা।

২১১। যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের বাচনি জজ সাহেবেরা তাহারদিগের কৃতিত্ব ও সুপ্রতিষ্ঠা ও তাহারদিগের প্রতি বিশ্বাস বুঝিয়া করিবেন কিন্তু শাস্ত্রের কিম্বা শরার মতে যে কেহ কোন অল্পবয়স্কাদি অযোগ্য ভূম্যধিকারির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ কোন অযোগ্য ভূম্যধিকারির মরণানন্তর তস্য লভ্যপ্রাপক হইতে পারে সেই২ ব্যক্তিকে কদাচ সেই অযোগ্য অধিকারির অধ্যক্ষতার নিযুক্ত করিবেন না ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ২ ধা।

২১২। শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর চাহেন যে মৃত ভূম্যধিকারিগণের আত্মীয় লোকে তাহারদিগের অযোগ্য সন্তানের অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইয়া বিনাবেতন গ্রহণে সে ভারের সংক্রান্ত সকল কার্য্য চালায় কিন্তু যে কেহ অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হয় তাহাকে যদি কিছু বেতন দিবার আবশ্যক থাকে তবে জজ সাহেব বিষয় বুঝিয়া যত দেওয়া উচিত জানেন্ তাহাই দিবেন ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৩ ধা।

২১৩। যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারা জজ সাহেবদিগের মোহরে ও দস্তখতে সনদ পাইবেক এবং সনদ পাইবার পূর্ব্বে আপনারা সে ভারে নিযুক্ত থাকিবাপর্য্যন্ত হাজির রহিবার নিমিত্তে জামিন এবং নীচের লিখিত পাঠে একরার লিখিয়া দিবেক। লিখিতং শ্রীঅমুকস্য আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অমুক অধিকারের এত কিস্মতের অংশী শ্রীঅমুক অধিকারির অধ্যক্ষতাভার এই নিয়মে স্বীকার করিয়া লইলাম যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত ও মনোযোগী হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে আত্মবুদ্ধিক্রমে অধ্যক্ষগণের কর্ত্তব্যাচরণার্থে যে আইন শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে ও হয় তাহার অনু-

সারে আপন ভারের সংক্রান্ত সকল কার্য্য বিলক্ষণরূপে করিব। আর অধ্যক্ষ কর্ত্তার যত টাকা আমার ভারাবলম্বে মম হস্তে আইসে তাহাহইতে আমার এই ভারানুযায়ি নিরূপিত বেতনঅপেক্ষা অধিক কিছু গোপনে বা অগোপনে লইব না এবং আপন জ্ঞাতসারে কাহাকেও লইতে দিব না। অধিকন্তু অধ্যক্ষ কর্ত্তার যত টাকা আমার হস্তে আইসে তাহার হিসাব চাহিবার সাধ্যবান ব্যক্তিতে হিসাব তলব করিলে তাহা যথা সদ্যতক্রমে শুদ্ধ করিয়া বুঝাইয়া দিব। আর যদি সে টাকাহইতে কিছু আমি উড়াই কিম্বা খরচ করি অথবা ক্ষতি দর্শিবার কোন কর্ম্মে আসক্ত হই এমত প্রমাণ হয় তবে যত টাকা উড়াই কিম্বা খরচ করি অথবা ক্ষতি হয় তাহার ত্রিগুণ আমি কিম্বা আমার উত্তরাধিকারিগণে অথবা মদনুযায়ি জনে দিব কিম্বা দিবেক ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৪ ধা।

২১৪। যাহারা এ আইনের অনুসারে অধ্যক্ষতাভারে নিযুক্ত হইবেক তাহারা অধ্যক্ষ কর্ত্তার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেক এবং সে কর্ত্তা অল্পবয়স্ক হইলে তাহাকে গুণাভ্যাস ও সুনীতি শিক্ষা করাইবেক। আর ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ অষ্টম আইনের ২৩ ধারার তথা ২৪ ধারার অনুসারে সাধারণ অধিকারভূমির সরবরাহকারের নির্ণয় করিতে পারিবেক। এবং সেই সরবরাহকারের কর্ত্তব্য হইবেক যে সে অধিকারে যত টাকা লাভ হয় তাহার মোটহইতে সকল অংশির জনাজাতি যথার্থাংশক্রমে যাহা সেই অধ্যক্ষ কর্ত্তাকে অর্হে তাহা সেই অধ্যক্ষের স্থানে বুঝাইয়া দেয় ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৫ ধা।

২১৫। নাবালগের অধ্যক্ষ তাহার স্থলাভিষিক্ত অতএব যদি জমীদারী সরবরাহকারের দ্বারা সরসবাহ হয় তবে তাহার উৎপন্নেতে নাবালগের যে অংশ আছে তাহা ঐ অধ্যক্ষ লইতে পারে এবং নাবালগের সম্পত্তির ব্যয়ের বিষয়ে জিলার জজ সাহেব হাত দিতে পারেন না।—১৮৩১ সালের ১৯ আগষ্টের ৬৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৬। উপরের ধারানুসারে নিযুক্তহওয়া যে সরবরাহকারদিগের হস্তে যে যে অধিকারভূমি রাখা যায় সে সরবরাহকারো সেই২ অধিকার হইতে তাহার মালগুজারী করিবার দায়ী থাকিবেক। ও জানিবেন যে এ আইনের অনুক্রমে সেই২ অধিকারের মালগুজারীর বাকী কখন পড়িলে সে নিমিত্তে সেই২ অধিকার নীলামে বিক্রয় করিতে ক্ষমা দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৬ ধা।

২১৭। যদি এ আইনের মতে প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে কোন জিলার জজ সাহেবের কৃত কিছু কর্ম্মের দ্বারা কেহ আপনাকে উৎপাতগ্রস্ত মানে তবে তাহার সাধ্য আছে যে আপনার সেই নালিশী আরজী লিখিয়া সেই জজ সাহেবের স্থানে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে দেয়। সে জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত আরজী পাইলে তাহার নকল এবং সে মোকদ্দমার যে বিচার আপনি করেন তাহার রোয়দাদ একত্র করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে চালান করেন। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে তাহা সাব্যস্ত রাখা কি অসাব্যস্ত করা যাহা উচিত বুঝেন তাহাই করেন। আর এ ধারাক্রমে হুকুম আছে যে এমত সকল মোকদ্দমায় তাঁহারা যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্তের তরে পাইবেক। এবং এ ধারানুসারে যে রোয়দাদী কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক তাহার শুদ্ধ তরজমা ইঙ্গরেজী ভাষায় করিয়া সে কাগজপত্রের সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য হইবেক ইতি।—১৮০০ সা। ১ আ। ৭ ধা।

২১৮। জিলার জজ সাহেব ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে সংসারাধ্যক্ষেরদিগকে মনোনীত করিলে তদ্বিষয়ে সদর আদালত যে হুকুম করেন তাহা পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে* জজ সাহেবদিগকে জ্ঞাত করা যাইবেক। এবং যদি ঐ আইনের ৭ ধারানুসারে আপীল হয় তবে সদর আদালতের যে জজ সাহেব মুৎফরক্কা সিরিশ্তার কার্য্য করেন তিনি ঐ আদালতের এক বা ততোধিক জজ সাহেবের সাবেক হুকুমের প্রতি কিছু দৃষ্টি না করিয়া যেমন উচিত বুঝেন সেমত হুকুম দিতে পারেন। কিন্তু যদি তিনি অন্য জজ সাহেবেরদের প্রতি সেই বিষয় অর্পণ করিতে আবশ্যক বোধ করেন তবে অর্পণ করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১২ ফেব্রুআরির নির্দ্ধারণ।

২১৯। সদর দেওয়ানী আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা যে২ হুকুম করেন তাহার উপর আপীল মফঃসল আপীল আদালত গ্রাহ্য করণের ক্ষমতা রাখেন কি না। তা-

---

*পাঠ। সদর আদালতের সাহেবেরা তোমার অমুক তারিখের অমুক নম্বরী পত্র পাঠ করিয়া তোমাকে জানাইতে আদেশ করিয়াছেন যে তুমি যে বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়াছ তাহার বিষয়ে তাঁহারা কোন আপত্তি দেখেন না কিন্তু ১৮০০ সালের ১ আইনের ৭ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে হইবেক।

হাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে উক্ত আইনে যে সকল বিষয়ের হুকুম আছে তাহাতে মফঃসল আপীল আদালতের কোন এলাকা নাই কিন্তু জিলা ও শহরের জজ সাহেবের হুকুমেতে যাহারা নারাজ হয় তাহারদের সদর আদালতে আপীল করিতে হইবেক।—১৮৩১ সালের ২৪ জুনের ৫৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২০। নাবালগের অধ্যক্ষের বিষয়ে সদর আদালত জানাইতেছেন যে যদি ঐ নাবালগ বিধবার স্বামির দত্তক পুত্র হয় তবে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে জিলার আদালতের জজ সাহেবের কার্য্য করিতে হইবেক। ঐ আইনে হুকুম আছে যে যে সাধারণ জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় নাবালগ জমীদার যদি এইমত জমীদারীর এক জন অংশী হয় এবং যদ্যপি অন্যান্য সকল অংশিরা অযোগ্য না হয় তবে দেওয়ানী আদালত ঐ নাবালগ জমীদারের এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন এবং জিলার জজ সাহেব সেইরূপ এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলে সদর দেওয়ানী আদালত ১৮০০ সালের ১ আইনের ৭ ধারার লিখিতমতে তাহার বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবেন।—১৮২০ সালের ১ জানুআরির ৩১০ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

২২১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নাবালগের জমীদারী যদি সাধারণে থাকে তবে জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ নাবালগের মাতার দরখাস্ত পাইলে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন এবং সদর আদালতে ঐ ব্যক্তিকে মঞ্জুর করিবার নিমিত্তে তাহার এক রিপোর্ট করেন।—১৮৩১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ৬৬৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২২২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে সাধারণ জমীদারীর মালগুজারী একেবারে সরকারে দাখিল হয় কেবল এইমত জমীদারীর নাবালগ উত্তরাধিকারির বিষয়ে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধি খাটে ইহা জ্ঞান করিতে হইবেক না। অতএব যে তালুকের খাজানা সরকারে দাখিল না হইয়া জমীদার এবং অন্যেরদিগকে দেওয়া যায় এইমত তালুকের নাবালগ উত্তরাধিকারির এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে জিলার জজ সাহেবকে সদর আদালত অনুমতি দিয়াছেন।—১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের ৯১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৩। সদর আদালত জজ সাহেবকে হুকুম করিতেছেন যে ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে তিনি যে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন তাহার বিষয়ে সদর আদালতের সম্মতি পাইবার নিমিত্তে পশ্চাৎ লিখিত কোন এক নক্‌শামতে সম্বাদ দেন।—

১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করণের কৈফিয়তের নক্‌শা।

১	২	৩	৪	৫	৬
মৃত জমীদারের নাম এবং তাহার মরণের তারিখ।	নাবালগেরদের নাম ও তাহারদের বয়স্ এবং তাহারা মৃত ব্যক্তির যে কুটুম্ব হয় তাহা।	মহালের নাম এবং পরগনা ও জিলার নাম এবং ঐ মহালের যে অংশে নাবালগেরদের অধিকার তাহা।	অধ্যক্ষের নাম।	নাবালগেরদের সঙ্গে তাহার যে কুটুম্বতা অথবা দাস্য বা বন্ধুতাকপে ঐ পরিবারের সহিত তাহার যে সম্পর্ক থাকে তাহা।	সেই ব্যক্তি বিনাবেতনে কি বেতন লইয়া অধ্যক্ষতা করিবেক এবং যদি বেতন লইয়া করে তবে কত লইবেক এবং ঐ বেতন ঐ মহালের উৎপন্ন টাকার মত অংশ হয় তাহা।

—১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২২৪। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নাবালগের পিতার জীবদ্দশায় তাহার নামে যে নালিশ হইয়াছিল সে নালিশের জওয়াব দিতে ঐ নাবালগ আদালতের মোক্তরী এক জন উকীলকে ওকালৎনামা দিয়া নিযুক্ত করিতে পারে কি ঐ নাবালগের নাবালগী শেষ না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার যবেস্তবে থাকিতে হইবেক। ১৮০০ সালের ১ আইনের ১ ধারায় হুকুম আছে যে নাবালগের অতিনিকট কুটুম্বকে অধ্যক্ষতার ভার দিতে কোন আপত্তি দৃষ্ট হইলে জজ সাহেব অন্য কোন মান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ঐ নাবালগের অধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু যে বিষয়ে এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে তাহাতে দৃষ্ট হয় যে ঐ নাবালগের কোন কুটুম্ব নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে যুক্তিক্রমে উক্ত আইনের ১ প্রথম ধারার বিধি এইমত গতিকেও খাটিতে পারে। অতএব জজ সাহেবের উচিত যে অধ্যক্ষের কর্ম্ম

করিবার নিমিত্তে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করেন। তাহাতে জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল যে ১৮০০ সালের ১ আইনের বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেইরূপ কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন এবং এইরূপে নিযুক্তহওয়া ব্যক্তি আপন নাবালগের মোকদ্দমার জওয়াব দিবার নিমিত্তে উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবেক।—১৮২৫ সালের ৫ আগষ্টের ৩৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৫। ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ বা সরবরাহকারকে নাবালগের যে জমীদারী অর্পণ হইয়াছে সেই জমীদারীর সরবরাহ কার্য্য তাহারা আপনারদের বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত করিবেক।—১৮৩১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ৬৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৬। সাধারণ ভূমির অধিকারিরদের মধ্যে এক কি ততোধিক জন অপ্রাপ্তব্যবহার কি অঙ্গহীনইত্যাদি দোষপ্রযুক্ত আপনং কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে ঐং লোকেরদের অধ্যক্ষ তাহারদের পিতার উইলেতে নিযুক্ত হউক অথবা ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে জিলার জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হউক ঐ অধ্যক্ষেরা ঐং অকর্ম্মণ্য লোকেরদের সকল কর্ম্মের সরবরাহ করিবেক এবং তাহারা যাহারদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে সেই সকল লোক আপনারদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইলে যেং কর্ম্ম করিত ভূমির সরবরাহী কার্য্যে তাহারা ঐং কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেক ইতি। —১৮০৫ সা। ১৭ আ। ৫ ধা।

২২৭। জিলার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮০০ সালের ১ আইনক্রমে যে সকল অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় তাহারদের হিসাবকিতাব তজবীজ হওনের নিমিত্তে তাহা দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিতে জিলার জজ সাহেব হুকুম দিতে পারেন না এবং ঐ নাবালগের সম্পত্তির সরবরাহের বিষয়ে ঐ আদালতের সাহেবের হাত দিবার ক্ষমতা নাহি। কিন্তু যদ্যপি ঐ অধ্যক্ষের মন্দ আচার ব্যবহারের বিষয়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য এত্তেলা দেওয়া যায় এবং যদি জজ সাহেবের এমত মনঃপ্রত্যয় হয় যে সেই ব্যক্তি সেই কর্ম্মের অযোগ্য তবে জিলার জজ সাহেব সেই বিষয়ের তদন্ত করিতে পারেন এবং ঐ অধ্যক্ষকে তগীর করণের উপায় করিতে পারেন। যদ্যপি তদন্ত করিয়া দুষ্ট হয় যে ঐ অধ্যক্ষ কিছু সম্পত্তি কি টাকা তছরুফ করিয়াছে তবে তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে নম্বরী নালিশ না হইলে জজ সাহেব তাহাতে হাত দিতে পারেন না।—১৮৩২ সালের ২৮ ডিসেম্বরের ৭২০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৮। নাবালগ অথবা অযোগ্য ভূম্যধিকারির স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে যে কোন মোকদ্দমা উত্থিত হয় তাহাতে সরবরাহকার কোর্ট ওয়ার্ডসের স্থানে যে সকল হুকুম পায় তদনুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিবেক ও নালিশের জওয়াব দিবেক। কিন্তু ঐ প্রকার মোকদ্দমায় সামান্যতঃ সরকারের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি না থাকাপ্রযুক্ত ঐ সরবরাহকার সরকারের উকীলের সাহায্যের বিষয়ে দাওয়া করিতে পারে না।—১৮২১ সালের ২ ফেব্রুআরির ৩৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৯। যে নাবালগের জমীদারী কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন নয় তাহার নাবালগী থাকিতে তাহার অছি অথবা অধ্যক্ষ তাহার স্থলাভিষিক্ত থাকিবেন এবং ঐ ব্যক্তি নাবালগ না হইলে যেরূপে মোকদ্দমা এবং জওয়াবের বিধানের মতাচরণ করিত সেইরূপে তাহার অছি ও সরবরাহকার আচরণ করিবেক।—১৮২১ সালের ২ ফেব্রুআরির ৩৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩০। এক্ষণে এই ব্যবহার আছে যে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন নাবালগেরা যে মোকদ্দমায় লিপ্ত সেই মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণ সরকারী উকীলের কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য আছে সেই ব্যবহারের পরিবর্ত্তে কোর্ট ওয়ার্ডসের নাবালগেরদের সৎসারাধ্যক্ষদিগকে আপনং উকীল নিযুক্ত করণের অনুমতি দেওয়া বিহিত কি না এই বিষয়ে তোমার অধীন কালেক্টর সাহেবেরদের মত নিশ্চয় করিয়া তাহা এবং তদ্বিষয়ে তোমার মতের রিপোর্ট কর।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৮ সালের ৩ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

২৩১। শাস্ত্রানুসারে এবং ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নাবালগের ভ্রাতা অপেক্ষা তাহার মাতার সৎসারাধ্যক্ষতা কর্ম্ম পাইবার অধিক অধিকার আছে।—সদর আদালতের ১৮৪৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৯৫ পৃষ্ঠা।

২৩২। যদি নাবালগ ও তাহার সৎসারাধ্যক্ষ কোন মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকে এবং সেই পদের অন্য এক দাওয়াদার ঐ সৎসারাধ্যক্ষতার বিষয়ে আপত্তি করে তবে সেই মোকদ্দমার ডিক্রী করণের পূর্ব্বে ঐ বিরোধি সৎসারাধ্যক্ষতার বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হইবেক।—১৮৪৮ সালের ২২ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৩৩। যে নাবালগের দত্তক পুত্রত্ব হওনের বিষয়ে বিরোধ আছে এইমত কথিত দত্তক নাবালগের ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে কোন সৎসারাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতে পারে না কিন্তু ইহাতে ঐ নাবালগের হক স্থাপনের জন্যে তাহার কোন বিষয়ের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে নিষেধ নাই।—১৮৪৭ সালের ১৭ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৬ ধারা।

সংসারাধ্যক্ষেরদের করা ও তাহারদের নামে হওয়া মোকদ্দমা। নাবালগী সময়ে কর্জ।—বিবিধ বিধান।

২৩৪। ২২ দ্বাবিংশতি ধারায় লিখিত প্রকারের যে অপ্রাপ্তব্যবহার এবং অন্য অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের উপর যাহারা দাওয়া রাখে তাহারদিগের সে দাওয়া সেই সকল অধিকারী ও তাহারদিগের অধ্যক্ষদিগের নামে একত্র না হইলে শ্রাব্য হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩১ ধা। ১ প্র।

২৩৫। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কালেক্টর সাহেব কোর্ট ওয়ার্ডসের হুকুমানুসারে নাবালগের জমীদারী হস্তান্তর করিলে ঐ নাবালগ ও তাহার সংসারাধ্যক্ষ কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিলে সেই নালিশ আমি শুনিতে পারি কি না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত উত্তর করিলেন যে অন্যান্য ব্যক্তিরা যে বিষয়ে তাহারদের অনিষ্ট বোধ হয় সেই বিষয়ের প্রতিকার যেরূপে চেষ্টা করিতে পারে সেইরূপে নাবালগকে কোন অনিষ্ট বিষয়ের প্রতিকারের চেষ্টা করিতে কোন আইনে নিষেধ নাই অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ নাবালগ ও তাহার সংসারাধ্যক্ষ উক্ত প্রকারে নালিশ করিতে চাহিলে তাহা করিতে পারে। যে জিলার জজ সাহেবের নিকটে ঐ নালিশ করা যায় তাঁহার উচিত যে ১৮১৪ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের বিধানানুসারে ঐ নালিশের আবজী বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনার্থে তথায় অর্পণ করেন এবং যদ্যপি ঐ বোর্ডের সাহেবেরা আপনারদের দ্বারা তাহার সেইরূপ অন্যহইতে ব্যতিরেকে হক দেওয়াইতে উচিত বোধ না করেন তবে জজ সাহেবের উচিত যে ঐ ধারার ৪ প্রকরণানুসারে সেই মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন।—১৮২৫ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ৪১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩৬। যে সম্পত্তির বিষয়ে নাবালগের স্বত্বের বিরোধ আছে সেই সম্পত্তির কাগজপত্র ও হিসাব সংসারাধ্যক্ষকে দেওনার্থে সদর আদালত সরাসরীমতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।—১৮৩৭ সালের ১৩ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৪ পৃষ্ঠা।

২৩৭। ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে যে সংসারাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয় তাহার উপর যদি নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর দাওয়া করে তবে তাহার সবাসরীমতে ডিক্রী হইতে পারে না। ৭২০ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ।—১৮৪২ সালের ৯ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩০ পৃষ্ঠা।

২৩৮। ক্ষতির জন্যে আনন্দের নামে ডিক্রী হইল। আনন্দ কহিল যে আমি বলরাম ও কাশীনাথের সংসারাধ্যক্ষ কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ ক্ষতি আনন্দের নিজে দিতে হইবেক। এবং তাহার বিষয়ি দায়হইতে ঐ ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে না এবং বলরাম ও কাশীনাথের জমীদারী সেই ডিক্রী জারী করিবার জন্যে নীলাম হইতে পারে না।—১৮৩৯ সালের ২৯ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৬ পৃষ্ঠা।

২৩৯। এক জন ফরিয়াদী কএক জনের সংসারাধ্যক্ষ ও মোখ্তার থাকন সময়ে তাহার পক্ষে তাহারা দুই খত লিখিয়া দিল তৎপরে সেই দুই খতের আসল টাকা ও সুদের পরিবর্ত্তে আর এক খত দেওয়া গেল এবং সেই ফরিয়াদী তৃতীয় খত লিখিয়া লওন সময়ে তাহারদের সংসারাধ্যক্ষ ও মোখ্তার ছিল সেই ব্যক্তি সেই খতের টাকা পাইবার দাওয়া করিল। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত সেই দাওয়া গ্রাহ্য করিলেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ৯ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৭ পৃষ্ঠা।

২৪০। যে টাকা নাবালগের জমীদারীর নিমিত্তে কর্জ করা গিয়াছিল কথিত হইল তাহা পাইবার নালিশ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে নাবালগের জামিন হইয়াছিল তাহার নামে হইল এবং তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল। নাবালগ ঐ কর্জ অপজ্ঞব করিয়া কহিল যে এই মোকদ্দমা হওনের বিষয় আমি কিছু জ্ঞাত ছিলাম না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ ডিক্রীর দ্বারা ঐ কর্জের সত্যতা সাব্যস্ত হয় না এবং তৎপ্রযুক্ত ঐ নাবালগের সেই টাকা দিবার আবশ্যকতা হয় না। কিন্তু যদি হিসাব তজবীজ করণেতে দৃষ্ট হয় যে সেই জমীদারী রক্ষা করণার্থে সেই টাকা নিতান্ত কর্জ করা গিয়াছিল তবে সেই জামিন সেই টাকা ফিরিয়া পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ২৯ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৩৪ পৃষ্ঠা।

২৪১। যদি কোন ব্যক্তি এক জন নাবালগের তহসীলদার হয় এবং সরকারী রাজস্ব দেওনার্থে আপনার নামে টাকা কর্জ করে তবে সেই ব্যক্তি সেই পদহইতে অবসর হইলেও এবং নাবালগ সেই ভূমির দখল পাইলে পরও ঐ টাকা পরিশোধের বিষয়ে প্রথমতঃ নিজে দায়ী আছে। কিন্তু যদি হিসাব মোকাবিলা করাতে দৃষ্ট হয় যে ঐ টাকা নিতান্ত নাবালগের

জন্যে কর্জ করা গিয়াছিল তবে নাবালগের সেই টাকা অবশ্য দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৫ সালের ২২ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৫৪ পৃষ্ঠা।

২৪২। নাবালগের নাবালগী সময়ে অযথার্থরূপে খাজানা আদায় হইয়াছিল এবং ঐ নাবালগ ও তাহার সৎ-সারাধ্যক্ষের স্থানে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার নালিশ হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে মোকদ্দমা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে যদ্যপিও নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল তথাপি প্রথমতঃ ঐ সরবরাহকার সেই টাকার বিষয়ে দায়ী কিন্তু ঐ সরবরাহকার উচিত বোধ করিলে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্যে ঐ নাবালগের নামে নালিশ করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ২৬ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৮৩ পৃষ্ঠা।

২৪৩। আনন্দ বলরামনামক এক জন নাবালগের জমীদারীর সরবরাহকার ছিল এবং বলরাম পনের বৎসরবয়স্ক থাকন সময়ে তাহার ব্যয়ের জন্যে আনন্দ যে টাকা কর্জ করিয়াছিল কহিল তাহার বাবৎ তাহার স্থানে এক খত লিখিয়া লইল এবং ঐ কর্জ অত্যন্ত অসঙ্গত বোধ হওয়াতে এবং বলরাম তৎসময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই বলিয়া সেই খত মঞ্জুর হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ২৬ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১১৪ পৃষ্ঠা।

২৪৪। এক নাবালগের যে কতক সম্পত্তি আছে কথিত হইল তাহার সরবরাহকার সেই সম্পত্তির পূর্ব্বকার অধিকারী আনন্দ বলবলওফার কটক্রমে যে টাকা কর্জ করিয়াছিল তাহা পরিশোধ করণার্থে টাকা কর্জ করিল। পরে বলরাম আপনাকে আনন্দের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করণার্থে মোকদ্দমা করিল এবং ঐ বলরামের পক্ষে ঐ নাবালগের স্বত্বের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ সরবরাহকার কেবল সম্পত্তি রক্ষা করণার্থে টাকা কর্জ করিয়াছিল ইহা স্বতোধমতে প্রমাণ হইয়াছে অতএব সেই কর্জের টাকার বিষয়ে বলরাম দায়ী আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১১ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৪৭ পৃষ্ঠা।

২৪৫। এক জন সৎসারাধ্যক্ষ আপন অধীন নাবালগের জমীদারীর বাকী রাজস্বের নিমিত্তে নীলাম নিবারণার্থে টাকা কর্জ করিয়াছিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ কর্জের বাবৎ ঐ সৎসারাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রী জারীক্রমে ঐ জমীদারী ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে।—১৮৩৮ সালের ১০ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৫ পৃষ্ঠা।

২৪৬। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে জানাইতেছেন যে নাবালগের অধ্যক্ষ সদর আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হইলে নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ সদর আদালতের অনুমতি বিনা ঐ অধ্যক্ষকে তগীরকরা উচিত নহে। তাহাতে তগীর করণের যে কারণ জিলার জজ সাহেব দর্শাইয়াছেন তাহা সদর আদালতের বোধে উপযুক্ত নহে যেহেতুক ঐ অধ্যক্ষ যে জমীদারী রক্ষা করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা যদ্যপিও অন্যান্তর ব্যক্তিরদের দখলে আছে তথাপি তাহার উপর নাবালগের যে দাওয়া থাকে তাহার নিষ্পত্তি অদ্যাপি হয় নাই এবং তাহার দখল পুনরায় পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে নম্বরী নালিশ উপস্থিত ও নির্ব্বাহ করণার্থে সেই অধ্যক্ষকে বহালরাখা আবশ্যক হইতে পারে। অতএব সদর আদালত জজ সাহেবের হুকুম রদ করিয়া আজ্ঞা করিতেছেন যে ঐ অধ্যক্ষকে পুনর্ব্বার এ পদে নিযুক্ত করা যায়।—১৮৩২ সালের ৬ জানুআরির ৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৭। জিলার আদালতের কোন২ ওয়ার্ডসের জমীদারীর হিসাব রাখিবার নিমিত্তে জিলার জজ সাহেব আমলাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে সদর আদালত কহিলেন যে এমত আমলা নিযুক্ত করিতে চলিত আইনে কোন হুকুম নাই এবং সদর আদালত তাহা অনাবশ্যক বোধ করেন অতএব সেই বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা সদর আদালত রদ করিলেন।—১৮৩২ সালের ১৬ মার্চের ৬৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৮। বধির ও মূক ব্যক্তির যে অধ্যক্ষ ১৮০০ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত হইয়াছিল সে ব্যক্তি ঐ নাবালগের তরফে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনমতে আপীল করণের অনুমতি পাইবার জন্যে সদর আদালতে দরখাস্ত করিল। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণে যে প্রকার মান্য স্ত্রীর বিষয় লেখা আছে এমত স্ত্রীব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যক্তি মোক্তারের দ্বারা যোত্রহীনমতে আপীল করণের অনুমতি পাইবার দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে না।—১৮৩৯ সালের ৪ অক্টোবরের ১২৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪৯। সদর আদালত জানাইতেছেন যে অধ্যক্ষতার ভার ত্যাগ করণের পর অথবা নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হওনের তারিখের পর বারো বৎসর অতীত না হওয়াপর্য্যন্ত উক্ত ৪ ধারায় যে একরারনামার বিষয় লেখা আছে তাহা আদালতের সিরিশ্‌তায় থাকিবেক। কিন্তু নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যদি ঐ অধ্যক্ষকে ঐ একরার ফিরিয়া দিতে স্বীকার করে তবে তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইতে পারে।—১৮৩৫ সালের ১ মের ২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫০। ময়মনসিংহের জিলার জজ সাহেবের রুবকারীর দ্বারা বোধ হইতেছে যে মৃত মসম্মাৎ চাঁদ বিবির কন্যা মসম্মাৎ

নূরুন্নিসা খাতুনের মৌলবী তমীজুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ হওনের যে কল্প হইয়াছিল তাহা মফঃসল আপীল আদালতের এবং জিলার জজ সাহেবের পরস্পর মতের অনৈক্য হওয়াতে স্থগিত হইয়াছিল এবং জিলার জজ সাহেব এমত হুকুম করিলেন যে আমার অনুমতি না হইলে কাহারো সঙ্গে নূরুন্নিসার বিবাহ হইবেক না। তাহার পর মৌলবী বরকতুল্লা খাঁর পুত্র মৌলবী আবদুললী উক্ত জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া অথবা তাঁহাকে সম্বাদ না দিয়া এবং নূরুন্নিসার বৈমাত্র ভ্রাতা অথচ ঐ নূরুন্নিসার অধ্যক্ষ গোলাম আবদুল লইস চৌধুরীকে কিছু না জানাইয়া ঐ নূরুন্নিসাকে বিবাহ করিল। পরে ঐ নূরুন্নিসা আদালতে দরখাস্ত করিল যে আমি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছি এবং স্বেচ্ছাক্রমে মৌলবী আবদুললীকে বিবাহ করিয়াছি। অতএব সদর আদালত হুকুম করিলেন যে নূরুন্নিসা যে যৌবনপ্রাপ্ত এবং স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিয়াছে ইহা স্বীকার করিয়াছে এবং জজ সাহেব যে হুকুম দিলেন তাহা নূরুন্নিসা যৌবনপ্রাপ্ত হয় নাই বুঝিয়া দিয়াছেন অতএব আবদুললীর সঙ্গে তাহার যে বিবাহ হইয়াছে তাহা যদ্যপি জজ সাহেবের ও তাহার অধ্যক্ষের বিনাঅনুমতিতে এবং অজ্ঞাতসারে হইয়াছে তথাপি তাহা মুসলমানেরদের শরার অনুসারে মাতবর ও সিদ্ধ এবং এ বিবাহপ্রযুক্ত এবং জজ সাহেবের হুকুম না মানাপ্রযুক্ত আবদুললীকে দোষী এবং দণ্ডের যোগ্য জ্ঞান করিতে হইবেক না।—১৮৩১ সালের ২৭ মের ৬৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫১। এক জন মুসলমান উইল না করিয়া মরিল এবং সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ এলাকার সীমাসরহদ্দের বাহিরে তাহার যে সম্পত্তি ছিল তাহার সরবরাহী কর্ম্ম ঐ সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্টর সাহেবকে দিতে কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত স্বীকার করিলেন না।—১৮৪০ সালের ২২ জুনের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৭ পৃষ্ঠা।

২৫২। *সদর দেওয়ানী আদালত ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১৩ ধারার বিধি অনুসারে এক জন স্ত্রী শরীকের আধার* অংশের দখল দেওয়াইলেন অথচ ঐ স্ত্রী আসল মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ছিল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ২৮ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৩৭ পৃষ্ঠা।

২৫৩। এক উইলের অস্তি জীবৎ থাকিতে ঐ উইলক্রমে যাহারদিগকে সম্পত্তি দেওয়া গিয়াছিল তাহারদের পক্ষে কোন মিত্র অথবা কুটুম্ব নালিশ উপস্থিত করিলে তাহা বেদাড়া এবং ডিসমিস হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২৪ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১১৯ পৃষ্ঠা।

২৫৪। যে ফরিয়াদীর নালিশের বিরুদ্ধে মিয়াদবিষয়ক আইনের ওজর করা গেল সেই ফরিয়াদীর নাবালগী সময় বাদ দেওয়া গেল। [যে মোকদ্দমাতে ইমাম বক্শ খাঁ আপেলাণ্ট ও নবাব দিলাওর জং রিস্পাণ্ডেণ্ট তাহা দেখ। সদর আদালতের রিপোর্ট। ১ বালম ১৯২ পৃষ্ঠা।—এই পুস্তকের ১৯৮ পৃষ্ঠার ৫৭ নম্বরী বিধান দেখ।]—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ২ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৭ ধারা।

যাহারা উইল না করিয়া মরে তাহারদের ও বিশেষ মতে সেই প্রকার ব্রিটনীয় প্রজারদের সম্পত্তির জিম্মা।—ও দাওয়া না হওয়া সম্পত্তির জিম্মা।

২৫৫। যদি জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের কেহ সমাচার পান্ যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরিয়াছে ও তাহার ন্যস্ত কিছু অস্থাবর ধন আছে এবং সে ধনের দাওয়াও কেহ করে না তবে কর্ত্তব্য যে কিছু কালের জন্যে সে ধনাবরণার্থে যে বিহিত উপায় খাটে তাহাই করেন। এবং এদেশীয় ভাষায় ইশ্তিহারনামা এতাবতা ঘোষণাপত্র এই পাঠে যে কেহ সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকে কিম্বা যে কেহ সে ধনের অধ্যক্ষ সম্ভবে সে লোক সে ধন লইবার কিম্বা তাহার অধ্যক্ষতা করিবার কারণ উপস্থিত হয় লিখিয়া যথায় সে ধন মিলিয়া থাকে তথায় এবং তথাকার ব্যাপক জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে এবং সেই মৃত ব্যক্তির বসতির ঠিকানা মিলিলে সে স্থানেও লট্কাইয়া দেওয়ান্। আর যদি সেই ব্যক্তি বিলায়তী টোপীওয়ালা হয় তবে কলিকাতার গেজেট অর্থাৎ সরকারী আখবারের কাগজে সে পাঠ লেখাইয়া ঘোষণা দেওয়াইবেম। এবং সে ঘোষণা দেওয়া গেলে পর যদি কেহ উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতা কিম্বা অধ্যক্ষতা অর্শিবার প্রমাণ দেয় তবে তাহাতে সে ধনাবরণার্থে যে খরচ যথার্থ হইয়া থাকে তাহা দিলে সে ধন তাহাকে গতাইবেন। আর যদি সেই ঘোষণাপত্রের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে কেহ উপস্থিত না হয় তবে সে বিষয়ে যথোপযুক্ত হুকুম হইবার কারণ সে ধনের তালিকা ফিরিস্তি ও হকীকৎ লিখিয়া শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৭ ধা।

২৫৬। দানপত্র না লিখিয়া যে জন মরে তাহার সম্পত্তির অন্য দাওয়াদার না থাকিলে প্রমাণহওয়া ওয়ারিসকে তাহার হকল দেওনের পূর্ব্বে ঐ ওয়ারিসের স্থানে জামিনী দাওয়া করণের ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারায় হুকুম নাই।—১৮৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বরের সর্‌সরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৮ পৃষ্ঠা।

২৫৭। গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে সদর আদালতের সাহেবেরা আদেশ করিতেছেন যে উইল না করিয়া যে ব্যক্তি মরে তাহার সম্পত্তি যদি বারো মাস অতীত হইলে পর কেহ দাওয়া না করে তবে এমত প্রত্যেক গতিকে সম্পত্তির পৃথক্‌২ তালিকা না লিখিয়া উত্তরাধিকারী কি দাওয়াদারেরদের উপস্থিত হইবার ঘোষণাপত্র জারী হইবার পর বারো মাস অতীত হইলে তোমার জিম্মায় উক্ত প্রকার যত সম্পত্তি থাকে সে সকলের এক সাধারণ তালিকা তুমি উত্তর কালে প্রতিবৎসরের শেষে গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাও।—১৮৪৫ সালের ৩ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২৫৮। যাহারা উইল না লিখিয়া মরে অথচ যাহারদের উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হয় তাহারদের সম্পত্তির উপর মহাজনেরা দাওয়া করিলে সেই দাওয়ার নিষ্পত্তি করণের বিষয়ের সন্দেহ হইয়াছে ইহা ভঞ্জনার্থে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ৭ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট মতে বারো মাস অতীত না হইলে উক্ত প্রকার দাওয়া সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে মোকদ্দমা হইতে পাবে না যেহেতুক ঐ মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলানামা জারী হইতে পারে না।—১৮৪৫ সালের ১৪ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৫৯। এইমত সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জজ সাহেবের নিকটে প্রস্তাব করা গেলে ঐ মিয়াদ অতীত হওনের পর যদি সেই সম্পত্তি সরকারে জমা হইয়া থাকে তবে গবর্ণমেণ্টের হুকুম পাইবার নিমিত্তে সেই দাওয়ার রিপোর্ট তথায় করিতে হইবেক। যদি ঐ দাওয়া অগ্রাহ্য হয় তবে দাওয়াদারেরা গবর্ণমেণ্টের নামে নম্বরী নালিশ করিতে পারে।—১৮৪৫ সালের ১৪ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৬০। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ও উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ৫৪১ নম্বরী আইনের অর্থের যে ভাগে লিখিত আছে যে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারা মোতাবেক ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে দানপত্র না লিখিয়া যাহারা মরে তাহারদের সম্পত্তির দাওয়াদারের উপস্থিত হইবার জন্যে যে ১২ বারো মাস মিয়াদ নিরূপিত আছে তাহা ঐ সম্পত্তির স্বামির মরণের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক সেই ভাগ রদ হইল যেহেতুক এই অর্থ উক্ত আইনের বিধানের বিরুদ্ধ। ঐ বারো মাস মিয়াদ সম্পত্তির স্বামির মরণের তারিখঅবধি গণ্য না হইয়া উক্ত আইনানুসারে যে সকল ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিবার হুকুম আছে সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশ হওনের এত্তেলা যে দিবসে রীতিমতে দেওয়া যায় সেই দিবসঅবধি গণ্য হইবেক। —১৮৪৬ সালের ২৩ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৬১। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উইল না করিয়া যে ব্যক্তিরা মরিয়াছে তাহারদের যে কতক খত তমঃসুকপ্রভৃতি আদালতে দাখিল হইয়াছে তাহার বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারার বিধির অনুসারে সম্পত্তির স্বামির মরণের পর বারো মাসের মধ্যে তাহার যে সকল অস্থাবর সম্পত্তির উপর কেহ দাওয়া না করে তাহার এক তালিকা ফিরিস্তি শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের হুকুম পাইবার নিমিত্তে তথায় পাঠাইতে হইবেক। অতএব এই প্রকার যে সকল সম্পত্তি আদালতে আমানৎ থাকে তাহার বিষয়ে জজ সাহেব এইরূপ কার্য্য করিবেন।—১৮৩০ সালের ১৯ মার্চের ৫৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬২। রঙ্গপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যাহারা উইল না করিয়া মরে তাহারদের সম্পত্তির যে কোন হুণ্ডী কি অন্য কোন তমঃসুক থাকে তাহার মিয়াদ পূর্ণ হইলে জিলার জজ সাহেব টাকা আদায় করিতে পারেন এবং ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারাতে যে বারো মাস মিয়াদ লেখা আছে তাহা অতীত না হওনপর্য্যন্ত আপন আদালতে আমানৎ রাখিবেন। কিন্তু যে খত নিরূপিত মিয়াদের পর পাওয়া যাইবেক এবং সেই মিয়াদের মধ্যে তাহার টাকা আদায় না করিলে ক্ষতি হইতে পারে কেবল এমত খতের নির্ব্বিরোধে যে টাকা আদায় হইতে পারে তাহা জজ সাহেব আদায় করিবেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির যে দাওয়া দেনদার স্বীকার না করে কিম্বা যে দাওয়ার বিষয়ে বিরোধ হইতে পারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না।—১৮৪০ সালের ১৪ আগষ্টের ১২৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৩। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম করিতেছেন যে যে সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া না হয় এমত সম্পত্তি সরকারের অনুমতিক্রমে বিক্রয় হইলে তাহার উপর টাকাপ্রতি /০ আনা করিয়া কমিসান দেওয়া যাইবেক। নাজিরকে ঐ সম্পত্তি উপযুক্তরূপে রক্ষা করণের এবং নীলামে যথার্থ ও উপযুক্তমতে তাহা বিক্রয় করণের পুরস্কারস্বরূপ ঐ কমিসান দেওয়া যাইবেক। কিন্তু যদি নাজির সেই২ কার্য্য জজ সাহেবের খাতিরজমা-

মতে নির্ব্বাহ না করিয়া থাকে তবে সেই নাজির সেই কমিস্যন পাইবেক না।—১৮২০ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২৬৪। ১৮২০ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে এমত হুকুম হইয়াছিল যে যাহারা উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়া মরে তাহারদের যে সম্পত্তির উপর দাওয়া না হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের নাজিরেরা নীলাম করিলে ঐ সম্পত্তির মূল্যের কি টাকার উপর এক আনা করিয়া রসুম পাইবেক। ঐ সরক্যুলর অর্ডরের সম্পর্কে সদর আদালতের হুকুমক্রমে জজ সাহেবকে জানান যাইতেছে যে ফৌজদারী আদালতের যে নাজিরেরা নাওয়ারিস সম্পত্তি অথবা যে সম্পত্তির উপর দাওয়া না হয় তাহা নীলাম করণের হুকুম পায় তাহারাও সেইরূপ রসুম পাইবেক।—সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২৬৫। কিন্তু যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে তবে এমত ব্যক্তিরদের নাওয়ারিস সম্পত্তি লইয়া যাহা করিতে হয় তাহার বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারায় বিশেষ হুকুম আছে। সেই হুকুম এই যে ঐ সম্পত্তির উপর বারো মাসের মধ্যে যদি কোন দাওয়াদার উপস্থিত না হয় তবে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুম পাইবার নিমিত্তে সেই বিষয়ের বেওরা কৈফিয়ৎ এবং সেই সম্পত্তির এক তালিকা ফিরিস্তি শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইতে হইবেক অতএব সেই প্রকার কোন সম্পত্তি যদ্যপি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হাতে আইসে তবে তাঁহার উচিত যে তাহা অগৌণে ঐ জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং জজ সাহেব উক্ত আইনের উক্ত ধারার মতে তাহার বিষয়ে কার্য্য করিবেন।—১৮৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৬৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে এবং তাহারদের কোন উত্তরাধিকারী উপস্থিত না হয় কেবল এমত ব্যক্তিরদের সম্পত্তির বিষয়ে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারা খাটে। সদর আদালত আরো বোধ করেন যে পোলীসের দারোগারা যে জিনিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া থাকে তাহা চলিত ব্যবহারানুসারে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমক্রমে বিক্রয় করিলে ভাল হয় এবং এমত কার্য্যেতে অনর্থক জজ সাহেবের সময় হরণকরা উচিত নহে।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির ৯২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৭। সদর আদালত বোধ করিতেছেন যে অমুক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের যে ধাঁদা লাগিয়াছিল তাহার কারণ এই যে তিনি যে সম্পত্তির উপর দাওয়াদার নাই তাহা এবং নাওয়ারিস সম্পত্তি একি জ্ঞান করিলেন। যে ভূমির উপর কোন দাওয়াদার না থাকে সেই ভূমির বিষয়ে ১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৬ প্রকরণে* বিশেষরূপে লেখা আছে যে তাহা সরকারের সম্পত্তির ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং সেই প্রকার যত সম্পত্তি পোলীসের দারোগার হাতে আইসে তাহা ঐ দারোগা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেক। এই প্রকার সম্পত্তির বিক্রয় করণের ভার সুতরাং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ আছে এবং কমিস্যনর সাহেব ও গবর্ণমেণ্ট সেই বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব করিবেন কিন্তু দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব তাহাতে হাত দিতে পাবেন না।—১৮৩৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৬৮। বেওয়ারিস সম্পত্তি এবং যাহারা অধিকারপত্র না লিখিয়া মরে তাহারদের নাওয়ারিস সম্পত্তি ফৌজদারী আদালতের জিম্মায় আইলে তাহার অসঙ্গতরূপে ব্যবহার না হওনের উত্তম উপায় স্থির করণার্থ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা বিবেচনা করিয়াছেন এবং উত্তর কালে উক্ত প্রকার সকল গতিকে নীচের লিখিত পাঠানুসারে কার্য্য করিতে হুকুম দিতেছেন।—সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৪৩ সালের ২৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

---

* বেওয়ারিস সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু কি নৌকা কিম্বা কাষ্ঠ অথবা অন্য২ বস্তু সরকারের হইবেক ও পোলীসের দারোগাদিগের কর্ত্তব্য যে এমত যে২ বস্তু তাহারা পায় তাহা আপন২ থানার এলাকা অর্থাৎ অধিকার বুঝিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদালতে পাঠাইয়া দেয় ও যদি এমত২ বেওয়ারিস বস্তুর মধ্যে কোন বস্তু সহজে চালান করা না যাইবার মত ভারী হয় তবে ঐ দারোগার কর্ত্তব্য যে ঐ বস্তুর বিষয়ে কি করা যাইবেক এ বিষয়ে যাবৎ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম না হয় তাবৎ ঐ বস্তু গ্রামের জমীদারের কি তাহার সরবরাহকারের কি অন্য প্রধানের জিম্মা করিয়া রাখে ইতি।—১৮১৭ সা। ২০ আ। ১৬ ধা। ১৬ প্র।

১ নম্বরী পাঠ।

অমুক জিলার ফৌজদারী আদালত।

১৮১৭ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার ১৬ প্রকরণক্রমে বেওয়ারিস সম্পত্তির রেজিষ্টর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
থানার নাম।	বেওয়ারিস সম্পত্তির প্রকার।	থানাতে ঐ সম্পত্তি পঁহুছিবার তারিখ।	যদি নীলাম হইয়াছে তবে মফঃস্বলে তাহা নীলাম হওনার তারিখ।	সদর স্থানে সম্পত্তি পঁহুছিবার তারিখ।	সদর স্থানে তাহা নীলামের তারিখ।	সম্পত্তির নীলামেতে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা।	নাজিরের সহী।	ঐ নীলামের টাকা যে তারিখে খাজানাখানায় দাখিল হয় তাহা।	খাজাঞ্চীদের রসীদ ও সহী।	মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি অন্য কার্য্যকারকের সহী।	মন্তব্য কথা।
											কোন দাওয়াদার উপস্থিত হইলে যদি সম্পত্তি তাহাকে দেওয়া গিয়াছে তবে সেই বিষয় এই মন্তব্য কথার ঘরে লেখা যাইবেক।

জুমলা ০

মাসের মধ্যে পাওয়া যায় ০

২ নম্বরী পাঠ।

অমুক জিলার ফৌজদারী আদালত।

১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৭ ধারাক্রমে লাওয়ারিস সম্পত্তির রেজিষ্টর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
থানার নাম।	মৃত ব্যক্তির নাম।	সম্পত্তির প্রকার।	থানাতে পঁহুছিবার তারিখ।	সদর স্থানে পঁহুছিবার তারিখ।	দেওয়ানী আদালতে সম্পত্তি পাঠাইয়া দেওয়ার তারিখ।	নাজিরের সহী।	দেওয়ানী কার্য্যকারকের দেওয়া রসীদের তারিখ।	মন্তব্য কথা।

২৬৯। ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের সপ্তম ধারাতে এমত কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে বিলায়তী কোন গোরা লোক ওছীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্র লিখন দ্বারা আপন ধনাদির অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট না করিয়া কোন স্থানে মরিলে লেখানকার জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেব ঐ মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত ধন সম্পত্ত্যাদির সম্বন্ধে ঐ২ দাঁড়ার লিখনক্রমে যেমত২ আচরণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন কিন্তু ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রী তৃতীয় জর্জ ক্ষিতিপালকের ৩৯ সাল জলুসের নির্দ্ধারিত আইনের ৭১ বাবের ২১ ধারাতে এমত হুকুম

লেখা গিয়াছে যে হিন্দুস্থান রাজ্যেতে বাদশাহী প্রজা লোকের মধ্যে কোন ইঙ্গরেজ আপন ধনাদির ওছীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্র কাহার নামে লিখিয়া না রাখিয়া মরিলে যদি তাহার কোন কর্জা মহাজন কিম্বা কোন উত্তরাধিকারী তাহার ন্যস্ত ধনাদির দাওয়া না করে তবে বড় আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের আবশ্যক যে মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত বস্তু ও ধন সম্পত্তি একত্র করিয়া যে ব্যক্তি তাহার স্বত্বাধিকারী হয় তাহাকে দেন। অতএব এক্ষণে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের উচিত ও আবশ্যক যে তাঁহারদিগের ব্যাপ্য অধিকারের মধ্যে বাদশাহী প্রজাহইতে কোন গোরা লোক মরিলে যদি তাহার কাগজপত্রের মধ্যে তাহার লিখিত ওছীয়ৎনামা অর্থাৎ অধ্যক্ষপত্র না পাওয়া যায় তবে এ কথার সমাচার শীঘ্র বড় আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে দেন এবং বড় আদালতহইতে যাবৎ ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা আর কোন ব্যক্তি ঐ ধনাদি বস্তু একত্র করণের অনুমতি না পান এই কালের মধ্যে সে সকল বস্তু সম্পত্তি এক স্থানে করিয়া সাবধানে রাখেন পরে বড় আদালতহইতে হুকুম হইলে তদনুসারে ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেব কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তির প্রতি এই বিষয়ের ভার হয় তাহার জিম্মা করিয়া দেন ইতি।—১৮০৬ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।

২৭০। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে যে ব্যক্তিরা উইল না করিয়া মরে কেবল সেই ব্যক্তিবদের সম্পত্তির বিষয়ে ১৮০৬ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারানুসারে জজ সাহেবেরা কার্য্য করিবেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে উক্ত আইনের ঐ ধারানুসারে যে ব্রিটনীয় অর্থাৎ বাদশাহী প্রজারা উইল না করিয়া মরে কেবল এমত ব্যক্তিবদের সম্পত্তির বিষয়ে জজ সাহেব হস্তক্ষেপ করিবেন এমত নহে কিন্তু ১৮০৬ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারাতে এমত বিশেষ হুকুম আছে যে কোন জিলা বা শহরের আদালতের এলাকার মধ্যে কোন ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজা মরিলে জজ সাহেব ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি আপন জিম্মায় লইবেন এবং তৎপরে তাহার উইল দুষ্ট হইলে যে ব্যক্তি সেই উইলের প্রোবেট পায় তাহাকে ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিবেন।—১৮৩৫ সালের ১৩ নবেম্বরের ২৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭১। জিলার জজ সাহেব আরো জিজ্ঞাসা করিলেন যে মৃত ব্যক্তির কোন উইল যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি কোন উইল না থাকে এবং যদি কোন দাওয়াদার অথবা অভিভাবক বা তৎস্থানীয় কোন বিশ্বস্ত মিত্র সেই সম্পত্তি আপনার জিম্মায় লইতে এবং তাহার বিষয়ে দায়ী হইতে স্বীকৃত হয় তবে জজ সাহেব সেই সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে মৃত ব্যক্তির কোন উইল যদ্যপি না পাওয়া যায় অথবা না থাকে এবং যদ্যপিও কোন দাওয়াদার অথবা অভিভাবক কি তৎস্থানীয় কোন বিশ্বস্ত মিত্র সেই সম্পত্তি আপন জিম্মায় লইতে এবং তাহার বিষয়ে দায়ী হইতে স্বীকৃত হয় তথাপি সেই সম্পত্তি উক্ত [২৭০ নম্বরী] বিধির গতিকের মতে আপন জিম্মায় লইতে জজ সাহেবের প্রতি ঐ আইনে বিশেষ হুকুম আছে এবং জজ সাহেবের উচিত যে তদ্বিষয়ের সম্বাদ তৎক্ষণাৎ কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্টর সাহেবকে দেন এবং যাবৎ ঐ রেজিষ্টর সাহেব অথবা অন্য কোন ব্যক্তি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন অর্থাৎ ঐ সম্পত্তির সরবরাহ করণের অনুমতি সুপ্রিম কোর্টহইতে না পায় তাবৎ জজ সাহেব ঐ সম্পত্তি আপন দখলে রাখেন পরে সুপ্রিম কোর্ট যে ব্যক্তিকে ঐ সম্পত্তির সরবরাহ করিতে অনুমতি দেন তাহাকে ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিতে হইবেক। এমত গতিকে জিলার জজ সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঐ আইনে বিশেষরূপে লেখা আছে এবং জজ সাহেব সেই বিষয়ে আপনার বিবেচনামতে কার্য্য করিতে পারেন না আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমমতে তাঁহার কার্য্য না করিলে নহে।—১৮৩৫ সালের ১৩ নবেম্বরের ২৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭২। ১৮০৬ সালের ১৫ আইনের ৬ ধারার অর্থ ১৮৩৫ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখের ২৮৩ নম্বরী আইনের অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হইলেও তাহার অভিপ্রায়ের বিষয়ে সন্দেহ আছে দেখা যাইতেছে অতএব তদ্বিষয়ে আগরার সদর দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে সম্প্রতি যে লিখনপঠন হইয়াছে তাহার ফলিতার্থ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের শ্রীযুত দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে প্রকাশ করা বিহিত বোধ হইয়াছে।—১৮৪৫ সালের ৩ জুনের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৭৩। উভয় আদালতের ঐক্যবাক্যেতে বিধান হইয়াছে যে মৃত কোন ব্রিটনীয় প্রজার উইল যদি থাকে এবং জজ সাহেব নিয়মমতে আপন আদালতের মোহর ছাপাওনের দ্বারা তাঁহার সকল সম্পত্তি আপনার জিম্মায় লওনের পূর্ব্বে ঐ উইল যদি তাঁহার বিষয়ের মধ্যে পাওয়া যায় তবে ঐ উইলের নিযুক্ত ট্রষ্টি কি অছি সেই স্থানে বর্ত্তমান হউন কি না হউন উক্ত আইনের নিয়মের দ্বারা জজ সাহেবের সেই সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা স্পষ্টরূপে নিবারণ হইয়াছে। এবং জজ সাহেব ঐ সম্পত্তি আপন জিম্মায় লওনের পরে যদি উইল পাওয়া যায় ও দাখিল হয় তথাপি মৃত ব্যক্তির দ্বারা নিযুক্ত ট্রষ্টি কি অছি কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি আপন জিম্মায় লইয়া তাহার দায়ী হইতে সম্মত হন এইমত ব্যক্তি উইলকারি ব্যক্তির মরণের সময়ে ও স্থানে বর্ত্তমান হউন কি না হউন জজ সাহেবের আবশ্যক যে ঐ উইলের প্রোবেট অর্থাৎ প্রমাণপত্র যাবৎ সুপ্রিম কোর্টহইতে না পাওয়া যায় তাবৎ ঐ সম্পত্তি আপন জিম্মায় রাখেন।—১৮৪৫ সালের ৩ জুনের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৮ ধারা।

যে ব্যক্তি কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীন নহে এমত ব্যক্তি মরিলে তাহার সম্পত্তির দখল ও সরবরাহ করণ।

২৭৪। যদি জিলা ও শহরসকলের কোন দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমান অথবা অন্য জাতির কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা আপনার ন্যস্ত ধনাধিকারের উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া সে ধনাধিকারের ব্যাপার চালাইবার অর্থে কাহাকেও অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া মরে ও সেই কৃতোত্তরাধিকারী অযোগ্য ভূম্যধিকারিগণের বিষয়ী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১০ দশম আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের মতে কোর্ট ওয়ার্ডসের ব্যাপ্য না হয় তবে সেই অধ্যক্ষ দেওয়ানী আদালতের জজপ্রভৃতি সরকারের কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগেরে না জানাইয়া তৎপত্রানুসারে এবং শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে তথা এ দেশাচারক্রমেও সেই ধনাধিকারকে স্বহস্তে রাখিতে ও তাহার অধ্যক্ষতা করিতে পারিবেক। ইহাতে জজ সাহেবদিগের কাহার কর্ত্তব্য নহে যে কোন উত্তরাধিকারপত্র সিদ্ধাসিদ্ধের কারণ কিম্বা সে পত্রের সদসদ্বিবেচনার নিমিত্তে অথবা তৎসংঘটিত অপর কোন বিষয়হেতুক কাহার নামে কেহ নালিশ না করিলে সেমত কোন মোকদ্দমায় হস্ত নিঃক্ষেপ করেন। ও উচিত যে তদর্থে কেহ নালিশ করিলে তাহা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩ তৃতীয় আইনের ৮ অষ্টম ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতের সংক্রান্ত অন্যং মোকদ্দমার নালিশ শুনিবার মতে শুনেন এবং সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আইনসকলের অনুসারে করেন। ও তাহাতে যদি শাস্ত্র কিম্বা শরার সম্মতে এরূপের কৃত নির্দ্দিষ্ট কোন অধ্যক্ষকে এমত কোন ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা অর্পিবার প্রতি কিছু আপত্তি জন্মে তবে তদর্থে আদালতের পণ্ডিতের স্থানে যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা কিম্বা শরাজ্ঞানির স্থানে এতাবতা কাজীর নিকটে শরার সম্মত যে ফতওয়া হয় তাহা লইবেন ও তদ্দৃষ্টে সে অধ্যক্ষ পদচ্যুত হইলে সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতাকর্ম্ম অন্য কোন্ ব্যক্তি করিবেক তাহা জিজ্ঞাসিবেন এবং এমত মোকদ্দমায় অপর যে কোন হেতুতে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লইবার দায় রাখে তাহাতেই পণ্ডিত কিম্বা শরাজ্ঞানির স্থানে ব্যবস্থা কি ফতওয়া লইয়া তাহার মতভেদে যদি কোন আইন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭১ আইনের লিখিত ভৌলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দ্ধার্য্য ও জারী না হইয়া থাকে তবে সেই ব্যবস্থা কিম্বা ফতওয়াদৃষ্টে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ২ ধা।

২৭৫। যদি কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ব্যাপ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমানে অথবা অন্য জাতির কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও নিজোত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরে ও তাহার পুত্র কিম্বা অন্যোত্তরাধিকারী থাকে ও সে উত্তরাধিকারিকে শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে সেই মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকার সম্যক্ অর্শে তবে সেই উত্তরাধিকারী সে ধনাধিকারের কর্ম্ম চালাইবার যোগ্য যুবা হউক কি অযোগ্য শিশু হইয়াইবা কোর্ট ওয়ার্ডসের অব্যাপ্য হউক তথাচ তাহার পক্ষে তস্য সংসারের অধ্যক্ষ কিম্বা নিকটসম্পর্কীয় অভিভাবক যে কেহ কোন বিশেষ হুকুমের অনুসারে কিম্বা শাস্ত্র কি শরার মতে অথবা দেশাচারক্রমে অধ্যক্ষতাভার রাখে তাহার কর্ত্তব্য নহে যে সে উত্তরাধিকারী অবিরোধে ও বিনাজোরে সেই ধনাধিকার ভোগদখল করিতে পারিলে তাহা করিতে তথাকার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের অনুমতির অপেক্ষা করে। ইহাতে জজ সাহেবদিগের প্রতিও হুকুম আছে যে বিনানালিশে এমত কোন মোকদ্দমায় হস্ত নিঃক্ষেপ না করেন ও নালিশ পঁহুছিলে তাহার বিচার আইনদৃষ্টে করেন ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

২৭৬। কালেক্টর সাহেব মৃত জমীদারের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ের বিরোধ হইলে আদালতসম্পর্কীয় কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। যখন তিনি শুনেন যে কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারিত্বক্রমে মালগুজারীর কি লাখেরাজ ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছে তখন তাঁহার এইমাত্র কর্ত্তব্য যে উত্তরাধিকারিত্বের সত্যতা নির্ণয় করণার্থে যেং তদারক করা উচিত বোধ হয় তাহা করেন এবং যদি দৃষ্ট হয় যে সেইরূপ উত্তরাধিকারিত্ব নিতান্ত হইয়াছে তবে রেজিষ্টরের যেরূপ মতান্তর করা আবশ্যক তাহা করেন।—১৮৩৬ সালের ১৭ জুনের ১০০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭৭। ১৭৯৯ সালের ৫ আইনানুসারে যে ব্যক্তি নাবালগের সংসারাধ্যক্ষ ও সরবরাহকারী পদে নিযুক্ত হন তিনি সেই জমীদারীর উত্তমরূপে সরবরাহ করণের অযোগ্য হইলে সদর দেওয়ানী আদালত সরাসরীরূপে সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার সঙ্গেং কর্ম্ম করণার্থ অন্য এক জন সংসারাধ্যক্ষ ও সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে পারেন।—১৮৪০ সালের ২২ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৪ পৃষ্ঠা।

২৭৮। যদি কেহ উত্তরাধিকারপত্র লিখনের দ্বারা কাহাকেও নিজোত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট না করিয়া মরে ও তাহার উত্তরাধিকারী জনেকের অধিক থাকিয়া আপোসে সর্ব্বসম্মতিতে এক জনকে সেই মৃতের ন্যস্ত ধনাধিকারের অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহা ভোগদখল করিতে চাহে তবে তাহারা তাহা করিতে পারে। ও জজ সাহেবদিগের প্রতি যেরূপে বিনানালিশে জনেক উত্তরাধিকারির স্বত্বাধিকারের মোকদ্দমায় হস্ত নিক্ষেপ করিতে নিষেধ হইয়াছে সেইরূপে এমত মোকদ্দমাতেও হাত দিতে বারণ আছে।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

২৭৯। কিন্তু কোন ধনাধিকারের দাওয়াদার অনেক থাকিলে যদি তাহা জনেক কিম্বা জন কএকে দখল করে তবে এমতাপত্তিসূচক নালিশ বেদখল ব্যক্তি করিলে তৎকালে জজ সাহেব সেই দখীলকার আসামীর কিম্বা আসামীদিগের স্থানে সে মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইবেক তাহা তাহারা মানিবার কারণ জামিন লইবেন ও তাহাতে যদি নিরূপিত কালের মধ্যে জামিন না দেয় তবে সেই ফরিয়াদীর স্থানে তদনুসারে জামিন লইয়া সেই ধনাধিকারে দখল দেওয়াইবেন। ও তৎকালে এমত জানাইবেন যে তাহাকে এরূপে সে ধনাধিকারে দখল দেওয়াইবাতে তাহার অন্য স্বত্ববানদিগের স্বত্ব লোপ হইবেক না কেবল বিচারপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্বত্বলাভার্থে ও সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতাকর্ম্ম চলিবার কারণ এমত করা গেল ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

২৮০। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে যদি উইল থাকন বিষয়ে বিরোধ হয় তবে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৪ ধারাক্রমে জামিন তলব হইতে পারে।—১৮৪৫ সালের ৩ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৯ পৃষ্ঠা।

২৮১। বাফতুন্নেছা বাঙ্গলা ১২২৫ সালে মুমতাজুদ্দীনকে দত্তক পুত্র করিল এবং এক দানপত্রক্রমে আপনার সমস্ত সম্পত্তি তাহাকে অর্পণ করিল কিন্তু আপনার গোমাশ্‌তা হামদ মিয়ানের দ্বারা আপনার ঐ দত্তক পুত্রের সরবরাহকারস্বরূপে ঐ সম্পত্তি আপনার দখলে রাখিল এবং ঐ স্ত্রীর মরণানন্তর ঐ গোমাশ্‌তার হাতে ১২৩৬ সালপর্য্যন্ত ঐ জমীদারী রহিল। ঐ সালে ঐ গোমাশ্‌তা মরিল এবং বাফতুন্নেছার ভ্রাতা নজরুদ্দীন আপনার যে কন্যা বাফতুন্নেছার দ্বারা মুমতাজুদ্দীনের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল সেই কন্যার স্বত্বক্রমে ঐ জমীদারীর ইহা বলিয়া দখল করিল যে মুমতাজুদ্দীনের আপনার বিবাহসময়ে বাফতুন্নেছার সম্মতিক্রমে আপনার স্ত্রীকে ঐ সম্পত্তির দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিল। মুমতাজুদ্দীন তৎসময়ে নাবালগ ছিল এবং তাহার ভ্রাতার প্রার্থনাক্রমে গৌরগোপাল তাহার সংসারাধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং বাফতুন্নেছার আসল দানপত্রক্রমে সেই জমীদারীর দাওয়া করিল। তাহাতে সদর আদালত ইহা বোধ করিলেন যে গোমাশ্‌তার মরণানন্তর নজরুদ্দীন সেই জমীদারীর দখল পাইয়াছিল অতএব যদি বিপক্ষেবদের নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণেতে ঐ ব্যক্তির স্থানে যে জামিন তলব হইবেক সেই জামিন দিতে অপারক না হয় বা ত্রুটি না করে তবে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৪ ধারানুসারে সে ব্যক্তি বেদখল হইতে পারে না।—১৮৩১ সালের ৫ আগষ্টের ৬৫১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮২। কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে বিবাদ হইলে যদি তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সেই বিবাদ না হয় তবে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনানুসারে জামিন তলব হইতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ১৪ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৮৩। যদি কোন মৃত ব্যক্তির ন্যস্ত ধনাধিকারের দাওয়াদারদিগের কেহ উপরের ধারার লিখনানুসারে জামিন দিতে না পারে কিম্বা যদি কেহ সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষ নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে কি নির্দ্দিষ্ট হইয়াইবা সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতা করিতে না চাহে তবে এই সকল হেতুতে সে ধনাধিকার যে জিলায় থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের কিম্বা সে মৃত ব্যক্তির বাস যে জিলায় ছিল তথাকার জজ সাহেবের অথবা সে ধনাধিকার দুই কিম্বা ততোধিক জিলায় থাকিলে যে জিলায় অধিক ভাগ রহে সেই জিলার জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে প্রথম হেতুতে সে দাওয়াদারদিগের বিরোধভঞ্জন না হইবাপর্য্যন্ত জনেককে সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করেন। ও দ্বিতীয় হেতুতে যে ব্যক্তি শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে সে ধনাধিকারের উত্তরাধিকারী হয় সেই ব্যক্তি কি সে মতে অন্য যে লোক সে ধনাধিকারের অধ্যক্ষতার যোগ্য হয় সেই লোকেইবা উপস্থিত হইয়া উত্তরাধিকারিতার দাওয়া কিম্বা অধ্যক্ষতা করিবার দরখাস্ত করিলে জজ সাহেবের সেই দাওয়া ও দরখাস্ত সম্ভব জানিলে কিম্বা বিচারতঃ সঙ্গত বোধ করিলে সে দাওয়া ও দরখাস্ত বলবৎ হইবেক। এবং সেই উত্তরাধিকারি কিম্বা অধ্যক্ষকে জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্তহওয়া অধ্যক্ষ সে ধনাধিকার গতাইয়া আপন অধ্যক্ষতার কালের জমা খরচওগয়রহ নিকাশ প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝাইয়া দিবেক ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

২৮৪। ১৮৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট দেখ। ৫৮৩ পৃষ্ঠার ২৫৬ নম্বর।

২৮৫। ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৪ ও ৫ ধারার বিধি আইনমতে যাহারা উত্তরাধিকারী তাহারদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ি বিরোধ হইলে খাটে বিশেষ হেতুপ্রযুক্ত যাহারা দাওয়া করে তাহারদের বিরোধের বিষয়ে খাটে না।—১৮৪৭ সালের ২৫ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৮৬। এ আইনমতে কেহ অধ্যক্ষতাকর্ম্মে নিযুক্ত হইতে লাগিলে তাহার কর্ত্তব্য যে তৎকর্ম্মে বসিবার পূর্ব্বে সেই ন্যস্ত ধনাধিকারের লাভ ও মূল বিবেচিয়া তাহার রক্ষণাদি যথান্যায়ে প্রকৃতপ্রস্তাবে করিবার অর্থে জামিন দেয়। তাহাতে সে লোককে প্রবর্ত্তকারক জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহার শ্রম বুঝিয়া যাহা দেওয়ান উচিত জানেন তাহা সে ধনাধিকারের উৎপন্নের মধ্যে সরঞ্জামী খরচাবাদে অবশিষ্ট স্থিতের শতকরার উপর নিরূপিয়া মঞ্জুরের কারণ হকীকৎ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ ইতি।—১৭৯৯ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

২৮৭। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২৬ ধারায় হুকুম আছে যে এজমালী অবিভক্ত জমীদারীর মালিকেরদের মধ্যে বিরোধ হইলে জিলার জজ সাহেব সরকারী রাজস্ব রীতিমতে আদায় হওনের জন্যে সেই বিষয়েতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে যে অছি এবং সংসারাধ্যক্ষ ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের বিধির অনুসারে সম্পত্তির দখল পাইয়াছে তাহারদিগকে ঐ আইনের দ্বারা তগীর করা যাইতে পারে না।—১৮৩৫ সালের ৪ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ পৃষ্ঠা।

২৮৮। ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের দ্বারা দেওয়ানী আদালতের প্রতি এই নিষেধ আছে যে ঐ আইনে যে বিশেষ২ গতিক লেখা আছে তদ্ভিন্ন নয়রী দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত না হইলে মৃত ব্যক্তির জমীদারীর উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে দেওয়ানী আদালত হস্তক্ষেপ না করেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৯ সালের ১৬ জুলাইর নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বাঙ্গম ৩০৭ পৃষ্ঠা।

২৮৯। যে গতিকে কর্ত্তা ব্যক্তিরা ১৭৯৯ সালের ৫ আইনানুসারে সম্পত্তির দখলের বিষয়ে হুকুম পাইয়াছিল এবং কিছু কালের জন্যে ঐ সম্পত্তি আপনারদের জামিনেরদের হাতে অর্পণ করিয়াছিল সেই গতিকে এই বিধান হইল যে কর্ত্তা ব্যক্তিরদের ও তাহারদের জামিনেরদের মধ্যে গচ্ছিত বিষয়ের উচিত মত সরবরাহ করণের বিষয়ে বিরোধ হইলে দেওয়ানী আদালত সরাসরীমতে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।—১৮৪৭ সালের ১ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১২ ধারা।

হিন্দু ও মুসলমানেরদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি বিধান।—উত্তরাধিকারিরা।

২৯০। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২০১ সালের ২০ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২০১ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২০১ সালের ২০ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৫১ সালের ১৭ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২০৮ সালের ২ জীহিজ্জার পর কোন জমীদার কিম্বা হজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারির মৃত্যু হইলে তাহার ভূমি যাহাকে অর্পণ হইবেক সেই ব্যক্তি নির্ণয়ের ও সে ভূমি অংশ হইবার বিষয়ে ওছীয়ৎনামা কিম্বা অন্য নিদর্শনলিপি প্রস্তুত অথবা বাচনিক ধার্য্য অর্থাৎ জোবানী একরার স্থির না করিয়া মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী দুই কিম্বা অধিক জন এমত যদি থাকে যে শরা ও শাস্ত্রের মতে সে ভূমির বিভাগ তাহারদিগের অর্শে তবে তাহারদিগের প্রত্যেকেই মুসলমান হইলে শরার মতে ও হিন্দু হইলে শাস্ত্রানুসারে আপনং অংশ পাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১১ আ। ২ ধা।

২৯১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৪ সালের ১ জুলাইর পূর্ব্বে কিম্বা পরে উদ্দেশ দানপত্র অথবা অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধার্য্যক্রমে কোন ভূম্যধিকারী আপন অধিকারভূমি অন্যের স্বত্ব রহিত অর্থাৎ অসাধারণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারিদিগের কিম্বা উপরি লোকসকলের এক জনকে সমুদয় অথবা যে কএক জনকে দেওয়া উচিত জানে তাহাকে তাহা দিতে চাহিলে সেই দান ও উদ্দেশ দানপত্র অথবা অন্য নিদর্শন কিম্বা বাচনিক ধার্য্য শরা ও শাস্ত্রের মতের বহির্ভূতে এবং শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরের আইনসকলের অন্যথায় না হইয়া ঐ সকল মতানুসারে হইলে তাহা দিতে এই আইনের মতে নিষেধ না জানে ইতি।—১৭৯৩ সা। ১১ আ। ৬ ধা।

২৯২। যদি বিশেষ২ হেতুপ্রযুক্ত কোন উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে বিরোধ হয় তবে তাহার দ্বারা সরাসরীমতে উত্তরাধিকারিত্বের সাধারণ স্বত্বের হানি হইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ৫ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৯৩। জানিবেন যে জিলা মেদিনীপুরের এবং অন্য২ জিলার বনাল ভূমির উত্তরাধিকারিতা যে পদ্যানুসারে উত্তরাধিকারপত্র না লিখিয়া মৃত তদধিকারিগণের উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যের এক জনকে এ কালপর্য্যন্ত অর্শিয়াছে সে পদ্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১১ একাদশ আইনের অনুসারে নিবৃত্ত ও ফেরফার হইবেক না সে বনাল ভূমির চিহ্নিত পদ্য কেবল তথাতেই পূর্ব্বমতে সাব্যস্ত ও বলবৎ থাকিবেক। আদালতসকলের জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে বনাল ভূমির উত্তরাধিকারিতার দাওয়ার মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সেই পদ্য দৃষ্টেই করেন ইতি।—১৮০০ সা। ১০ আ। ২ ধা।

২৯৪। ধার্য্য হইল যে জিলা বীরভূমের ঘাটওয়ালী মহাল ঘাটওয়ালের মরণানন্তর তাহার উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে বিভাগ হইতে পারে না কিন্তু সেই সমুদয় জমীদারী তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ তৎপরে যে ব্যক্তি ঘাটওয়াল হইবেক তাহাকে অর্পণ হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২৯ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৬৯ পৃষ্ঠা।

২৯৫। মানভূমে শ্রীযুত গবরুনর জেনরল বাহাদুরের হাজারীবাগের এজেণ্ট সাহেবের এলাকার মধ্যে এক জমীদারীর বিষয়ি মোকদ্দমায় এই ধার্য্য হইল যে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব তাহার পাটরাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রতি অর্পণ না হইয়া বরং রাজার যে কোন এক স্ত্রীর গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মে তাহার প্রতি অর্পণ হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ৮ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১২৬ পৃষ্ঠা।

২৯৬। জমীদারী কিম্বা তালুক অথবা অন্য ভূমি কিম্বা বাটীআদি স্থাবর বস্তু কাহারো বিনাসম্পর্কে লাভ হইবার ও উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব বিষয়ে যে সকল মোকদ্দমা কোন জিলা কিম্বা শহরের আদালতে উপস্থিত হয় তাহা একের অধিক লোকের প্রাপ্তব্য হইলে ও তাহারদিগের হিন্দু কিম্বা মুসলমান যে জাতি হউক তদনুসারে শাস্ত্র কিম্বা শরার মতে অংশ অর্শিলে এমত মোকদ্দমায় সেই অংশিদিগের যে অংশ তাহারদিগের জাত্যনুসারে শাস্ত্র ও শরার মতে ন্যায্য প্রাপ্তব্য হয় তাহার সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না লিখিয়া ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৩ ধা।

২৯৭। স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৬ ধারার ৪ প্রকরণে যে বিধি আছে তাহা কেবল মুনসেফেরদের উপদেশের নিমিত্তে হইয়াছিল ইহা ঐ প্রকরণে স্পষ্টই লেখা আছে। এইমত গতিকে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারীহওনের পূর্ব্বে যে হুকুম ছিল সেই হুকুমই অবিকল রহিল।—১৮৩১ সালের ২০ জুলাইর ৭০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯৮। বিনাসম্পর্কে প্রাপ্তব্য কিম্বা উত্তরাধিকারিত্ব অর্থাৎ হকদারী কিম্বা ওয়ারিসী দাওয়া অথবা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যংশাদিবিষয়ক সমস্ত মোকদ্দমায় জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মুসলমানের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুর মোকদ্দমা শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করেন এবং মুসলমানের মোকদ্দমায় মুসলমান ফাজিলেরা ও হিন্দুর মোকদ্দমায় পণ্ডিতেরা ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবার কারণ আদালতে উপস্থিত হইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৫ ধা।

২৯৯। কিন্তু শরা ও শাস্ত্রের বিধানের কিছু জিজ্ঞাস্য হইলে তাহা কাজী ও পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন ও যে সময় এমত সওয়াল করণ আবশ্যক হয় সে সময় জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সওয়াল করণের ইচ্ছা হয় তাহার মর্ম্মযুক্তে ফর্দ্দ লেখাইয়া তাহার উপর আপন স্বাক্ষর করিয়া আদালতের কাজী ও পণ্ডিতকে তাহার জওয়াব লিখিবার কারণ দেন। কাজী ও পণ্ডিত তাহার যে জওয়াব লিখেন তাহা সেই সওয়ালের ফর্দ্দে লিখিলে পর সে কাগজের উপর অলিখিত স্থান থাকিলে তথায় অথবা তাহাতে অন্য কাগজ যোড়িয়া আপনারদিগের স্বাক্ষর করেন এবং সেই সওয়াল ও তাহার জওয়াব লিখিবার তারিখও সেই কাগজে লেখা যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ১৬ ধা।

৩০০। জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ১৫ পঞ্চদশ ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে হুকুম আছে যে ঐ দুই ধারার প্রস্তাবিত মোকদ্দমাসকল শরার ও শাস্ত্রের মতে নিষ্পত্তি করেন। বিশেষত ঐ দুই ধারার লিখনাধীন ঐ সকল আদালতের কাজী ও পণ্ডিতগণের প্রতি এমত হুকুম স্পষ্ট আছে বুঝা যায় যে তাঁহারা

যে সকল মোকদ্দমায় ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবার নিমিত্তে সাক্ষাৎ থাকিবেন ও তাহাতে তাঁহারা যে ফতওয়া ও ব্যবস্থা দিবেন তাহা জজ সাহেবেরা সঙ্গত জানিলে গ্রাহ্য করিয়া তদনুসারে ডিক্রী করিবেন। অথবা তাঁহারদিগের দেওয়া ফতওয়া ও ব্যবস্থাকে বাদি কিম্বা প্রতিবাদির দর্শান অন্য ফতওয়া ও ব্যবস্থাক্রমে অথবা কোন বলবৎ শরা ও শাস্ত্রদৃষ্টে অসঙ্গত বুঝিলে অন্য ফতওয়া কিম্বা ব্যবস্থা মফঃসল আপীল আদালতসকলের কাজী অথবা মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের স্থানে ঐ আদালতসকলের জজ সাহেবদিগের দ্বারা চাহিতে পারিবেন। কোন২ আদালতে এমতে ফতওয়া ও ব্যবস্থা চাহিবার পদ্য পড়িয়াছে এবং এইক্ষণেও সমস্ত জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতসকলের জজ সাহেবদিগকে ভার দেওয়া যাইতেছে যে যে সময়ে ঐ পদ্যানুসারে কার্য্য করিবার আবশ্যক হয় সে সময়ে তাহা করিবেন। এবং আদালতসকলের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণছাড়া অপর কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের স্থানে ফতওয়া ও ব্যবস্থা তলব করণ ঐ সাহেবদিগের অকর্ত্তব্য জানিবেন এইহেতুক যে অপর কাজীপ্রভৃতি ফতওয়া ও ব্যবস্থা সঙ্গতাসঙ্গতের দায় ঠেকেন না। কিন্তু মোকদ্দমার বিচার কালে বাদি কিম্বা প্রতিবাদিতে যে কোন ফতওয়া ও ব্যবস্থা দর্শায় তাহা ঐ সাহেবেরদের লইবার বাধা নাই বরং উচিত বুঝিলে তাহা সঙ্গতাসঙ্গতের বিবেচনার কারণ আপন২ আদালতের কাজী কিম্বা মুফ্তী ও পণ্ডিতকে দেখান্ অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতগণের নিকটে পাঠান্ ইতি। —১৭৯৮ সা। ২ আ। ৪ ধা।

৩০১। নানা দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার হওন সময়ে যে বিষয়ে জজ সাহেব আপন আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীরদের নিকটে কোন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই২ বিষয়ে তাঁহারা যে ব্যবস্থা ও ফতওয়া দিয়াছেন তাহা সদর দেওয়ানী আদালত দেখিতে চাহেন। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে জিলার আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে মোকদ্দমার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইয়াছে তাহাভিন্ন অন্য সকল মোকদ্দমায় ১৮০৩ সালঅবধি ১৮১২ সালপর্য্যন্ত সেইরূপ যে জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া গিয়াছিল আদালতের বোয়দাদহইতে সেই উত্তরের নকল করিতে এবং তাহা সদর আদালতে পাঠাইতে ঐ আদালত হুকুম করিতেছেন। এবং উত্তর কালে দেওয়ানী মোকদ্দমায় পণ্ডিত ও মৌলবীরা আপনারদের যে ব্যবস্থা ও ফতওয়া লেখেন তাহা প্রতিবৎসরে সদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক।—১৮১৩ সালের ১১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০২। হকদারী কিম্বা ওয়ারিসী অথবা পুণ্যক্রিয়ার সম্বন্ধীয় কিম্বা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যংশাদিঘটিত মোকদ্দমাসকলে জজ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মুসলমানের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুর মোকদ্দমা শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করেন। ইহাতে যে মোকদ্দমার ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ে এক ধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়া জাতির প্রভেদ থাকে সে মোকদ্দমার আসামীর জাতি ধর্ম্মানুসারে আর মুসলমান ও হিন্দু উভয় জাতির মোকদ্দমাছাড়া কোন বিলায়তী কিম্বা বর্ণান্তরের মোকদ্দমা হইলে তাহাতে ফরিয়াদীর জাতি ধর্ম্মক্রমে ফতওয়া ও ব্যবস্থা লন এমতে কাজীদিগের উচিত যে মুসলমানের মোকদ্দমার ফতওয়া দিবার কারণ ও পণ্ডিতদিগের কর্ত্তব্য যে হিন্দুর মোকদ্দমার ব্যবস্থা দিবার জন্যে আদালতে হাজির থাকেন ইতি।—১৭৯৫ সা। ৮ আ। ৩ ধা। ২ প্র। [এই বিধান বারাণস দেশের বিষয়ে খাটে।]

৩০৩। বারাণস দেশের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের যে ভাগে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমার করিয়াদী ও আসামী উভয়ে এক ধর্ম্মাক্রান্ত না হইয়া জাতিভেদ থাকে সে মোকদ্দমায় আসামীর জাতিধর্ম্মানুসারে আর মুসলমান ও হিন্দু উভয় জাতির মোকদ্দমাছাড়া কোন বিলায়তী কি বর্ণান্তরের মোকদ্দমা হইলে তাহাতে ফরিয়াদীর জাতিধর্ম্মক্রমে ফতওয়া কি ব্যবস্থা লন তাহা এক্ষণে রদ হইল এবং হকদারী কি ওয়ারিসী কিম্বা পুণ্যক্রিয়ার সম্বন্ধীয় কিম্বা কুলাচার ও ব্যবহারক্রমের বিবাহ ও নিকা কিম্বা জাত্যংশাদিঘটিত যে২ মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে২ উপস্থিত হয় সেই মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৫ ধারার হুকুম এবং তদনুরূপ ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১৬ ধারার ১ প্রকরণের হুকুম খাটিবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৮ ধা।

৩০৪। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমের অভিপ্রায় এই যে যে সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে কোন বিধিক্রমে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় সেই সময়ে যে ব্যক্তি ঐ প্রকারে ধর্ম্মের মতাবলম্বী নিতান্ত ছিল সেই প্রকার লোকভিন্ন অন্য কাহারু সহিত সম্বন্ধ রাখিবেক না যেহেতুক ঐ২ লোকদিগের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্তে ঐ২ হুকুম দেওয়া যায় এবং অন্য২ লোকের স্বত্বহানির নিমিত্তে নহে অতএব দেওয়ানী

কোন মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষেরা ভিন্ন২ মতাবলম্বী হইলে অর্থাৎ এক পক্ষে হিন্দু হইলে ও অন্য পক্ষে মুসলমান হইলে অথবা উভয় পক্ষের মধ্যে এক কি ততোধিক পক্ষীয় লোক না হিন্দু না মুসলমান হইলে ঐং ধর্ম্মসম্পর্কীয় সকল বিধিব্যতিরেকে ঐং লোকের যেং স্বত্ব হইত ঐং স্বত্বের হানি ঐং ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিধিতে হইবেক না এ প্রকার সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে হইবেক কিন্তু স্পষ্ট জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের হুকুমের তাৎপর্য্য এমত নহে যে তাহাতে ইঙ্গলণ্ডীয় কি অন্যং দেশীয় ব্যবস্থা চালান যায় অথবা উপরের উক্ত ন্যায় ও ধর্ম্ম ও উত্তম বিবেচনানুসারে যে কোন হুকুম না হইতে পারে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।—১৮৩১ সা। ৭ আ। ১ ধা।

৩০৫। সদর আদালত কোন এক জিলার জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ২৩ মার্চ তারিখের পত্রে তিনি যে মোকদ্দমার প্রস্তাব করিয়াছিলেন সেই মোকদ্দমাকরণিয়ার বংশ যে পরগনার মধ্যে বাস করে সেই পরগনার চলিত হিন্দুশাস্ত্র যদি ঐ বংশের ব্যবহারের বিরুদ্ধ না হয় তবে সেই শাস্ত্রানুসারে ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে হইবেক যদি বিরুদ্ধ হয় তবে ঐ বংশের ব্যবহারানুসারেই নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। নীচের লিখিত* মোকদ্দমা দৃষ্টি করিয়া তোমার বোধ হইবেক যে কোন বংশের মধ্যে বিরোধ হইলে সেই বংশের নিবাস স্থানে যে ব্যবহার চলন আছে সেই ব্যবহারমতে সেই বিরোধের নিষত নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এমত নহে।—১৮৩৬ সালের ২২ আপ্রিলের ১০০৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০৬। এক ব্যক্তি কোম্পানির কাগজ কিনিবার জন্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে কতক টাকা আমানৎ করিয়াছিল কিন্তু সে ব্যক্তি কোম্পানির প্রোমিসরি নোট পাইবার পূর্ব্বে মরিল। তাহাতে তাহার উত্তরাধিকারিরা সেই আমানতী টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্যে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিল। তাহাতে ঐ দাওয়া নামঞ্জুর হইল এবং ঐ প্রোমিসরি নোট বিক্রয় করিতে এবং তাহার টাকা উত্তরাধিকারিবদের মধ্যে বিলি করিতে হুকুম হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৩ পৃষ্ঠা।

৩০৭। রেস্পাণ্ডেণ্টের দখলে যে কতক ভূমি ছিল তাহা আপেলাণ্ট আপন পৈতৃক বিষয় বলিয়া দাওয়া করিল। পরে ঐ দাওয়াদারের পিতার স্বত্ব এবং দাওয়াদারের উত্তরাধিকারিত্ব সাব্যস্ত হইলে ঐ ভূমি এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি ওয়াসিলাতের ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২২ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৯০ পৃষ্ঠা।

৩০৮। সদর দেওয়ানী আদালতের মুফ্তীরদের মতক্রমে ধার্য্য হইল যে মৃত মুসলমানের উত্তরাধিকারী পিতার যে সম্পত্তি উত্তরাধিকারিত্বরূপে পাইয়াছে স্বীকার করে তাহার দ্বারা তাহার পিতার কর্জ্জ যেপর্য্যন্ত পরিশোধ হইতে পারে কেবল সেইপর্য্যন্ত তাহার পিতার কর্জ্জের পরিশোধ করণের বিষয়ে দায়ী।—১৮৪০ সালের ১৭ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৪ পৃষ্ঠা।

৩০৯। এক জন স্ত্রীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল এবং সেই স্ত্রী মরিলে তাহার কর্জ্জ পরিশোধ করণার্থে তাহার পুত্রের নামে সরাসরী নালিশ হইল তাহাতে বিষয় বুঝিয়া এই ধার্য্য হইল যে সেই কর্জ্জের বিষয়ে পুত্র দায়ী কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে ডিক্রীদারের নম্বরী মোকদ্দমা করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১৮ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৯ পৃষ্ঠা।

৩১০। অধস্থ আদালত এই নিষ্পত্তি করিলেন যে পুত্র আপন পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব পাইয়াছে কি না ইহার প্রমাণ না হওয়াতে ঐ পুত্র পিতার কর্জ্জের বিষয়ে দায়ী নয় কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত এইমত কোন ওজর না হওয়াতে ঐ ডিক্রী অন্যথা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৯ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৩১৪ পৃষ্ঠা।

৩১১। আনন্দ এক জিলাতে টাকা কর্জ্জ করে এবং যে জিলাতে কর্জ্জ করে তাহাতে কোন সম্পত্তি না রাখিয়া মরে এবং অন্য জিলানিবাসি তাহার উত্তরাধিকারিরা তাহার সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়। তাহাতে বিধান হইল যে যে জিলাতে কর্জ্জ হইয়াছিল অথবা যে জিলাতে উত্তরাধিকারিরা বাস করে তাহার কোন এক জিলাতে তাহারদের নামে নালিশ হইতে পারে।—১৮৪৭ সালের ১ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩১২। দত্তক পুত্রত্বপ্রযুক্ত যে এক দাওয়া দাওয়াদার এবং কথিত গৃহীতা পিতার আইনসম্পর্কীয় উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে হয় সেই দাওয়া পিতার সম্পত্তির বিভাগের দ্বারা নিষ্পত্তি হইল কিন্তু ঐ দত্তক পুত্রত্বের ক্রিয়া আদালতে আইনমতে প্রমাণ হইল না। তাহাতে বিধান হইল যে ঐ দাওয়াদারের মরণ হইলে তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ প্রাপ্ত সম্পত্তির বিষয়ে অন্য

* রাজচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী আপেলাণ্ট গোকুলচন্দ্র গুপ্ত রেস্পাণ্ডেণ্ট। গঙ্গা দত্ত বা আপেলাণ্ট জীনারায়ণ রায় এবং অন্য জন রেস্পাণ্ডেণ্ট।

ব্যক্তি যে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল সেই মোকদ্দমাতে গৃহীতা পিতার উত্তরাধিকারিরা ঐ গৃহীত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত জ্ঞান হইবেক এবং তাহার নিজ মাতা তাহার স্থলাভিষিক্ত জ্ঞান হইবেক না।—১৮৪৭ সালের ২১ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩১৩। মৃত ব্যক্তির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির দখল পাইবার জন্যে এক জন উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্বক্রমে নালিশ করিল এবং অধস্থ আদালত স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ের ডিক্রী করিয়া অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে ফরিয়াদীকে স্বতন্ত্র নালিশ করিতে কহিলেন। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে আলাহিদা নালিশ করণের যে হুকুম হইয়াছিল তাহা বেদাঁড়া অধস্থ আদালতের উচিত ছিল যে সমুদয় দাওয়ার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি করেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১০ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৫ পৃষ্ঠা।

৩১৪। সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে কোন এক জমীদারী বা তালুক বা ভূমি সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারির যে পৈতৃক স্বত্ব আছে কেবল তাহার বিষয়ে সেই ব্যক্তি প্রথমে দাওয়া করিয়া অন্য জমীদারীর কোন অংশে তাহার যে স্বত্ব থাকে তাহার বিষয়ে তৎপরে নালিশ করিতে তাহার ক্ষমতা আছে কি না এবং পৈতৃক স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে উত্তরাধিকারিরদের যে দাওয়া থাকে সেই তাবৎ দাওয়া একি মোকদ্দমায় তাহারদের উপস্থিত করিতে হইবেক কি তাহারা এক সময়ে স্থাবর বস্তুর বিষয়ে অন্য সময়ে অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে নালিশ করিতে পারে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে যে নালিশ হয় তাহাতে সেই নালিশের হেতুর সম্পর্কে যত দাওয়া থাকে সেই সমুদয় দাওয়া এক কালে উপস্থিত করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৫ আগষ্টের ১০৪০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৫। উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্বক্রমে যে ব্যক্তি সম্পত্তির দাওয়া করে তাহার একি মোকদ্দমায় সকল দেনদারের নামে নালিশ করিবার আবশ্যক নাই এবং যদি অন্য ব্যক্তি কোন বিশেষ কারণক্রমে দাওয়া করে এবং তাহার অধিকারিত্বের আপত্তি করে তবে নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা তাহার অধিকারিত্ব সাব্যস্ত করণের হুকুম করিতে হইবেক না।—১৮৪৮ সালের ২০ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩১৬। সদর আদালতের পণ্ডিত এই ব্যবস্থা দিলেন যে ডিক্রীহওনের পর যে পুত্র জন্মে আপনার মাতুলের পৈতৃক সম্পত্তিতে তাহার ভ্রাতারদের যেমন স্বত্ব তাহার তেমনি স্বত্ব আছে কিন্তু সদর আদালত এই ব্যবস্থা থাকিলেও হুকুম করিলেন যে ডিক্রী হওনের পর যে পুত্র জন্মিল সেই পুত্র আপন ভ্রাতা ও মামাতুয়া ভাইপ্রভৃতিকে সেই ডিক্রীর দ্বারা যে সম্পত্তির দখল দেওয়ান গিয়াছিল তাহার দখল সরাসরীরূপে পাইতে পারে না। কিন্তু তাহা পাইবার জন্যে নম্বরী মোকদ্দমা করিবার তাহার প্রতি নিষেধ নাই।—১৮৩৪ সালের ৩০ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ পৃষ্ঠা।

৩১৭। তিন বিশেষ ব্যক্তি (অর্থাৎ এক জন আইনানুসারে তাহার উত্তরাধিকারিত্বরূপে এবং অন্য দুই জন বিশেষ২ দাওয়াক্রমে)। এক জন মৃত ডিক্রীদারের স্থলাভিষিক্ত হওনের দরখাস্ত করিলে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে জিলার আদালতের উচিত ছিল যে যে ব্যক্তি আইনানুযায়ি উত্তরাধিকারী তাহাকে স্বীকার করেন এবং অন্যান্য দাওয়াদারেরদিগকে আপন২ দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থে নম্বরী মোকদ্দমা করিতে কহেন।—১৮৩১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১২ পৃষ্ঠা।

৩১৮। এক জন ফরিয়াদী মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে মরিল এবং তাহার আইনানুযায়ি উত্তরাধিকারিরদের তাহার স্থলাভিষিক্ত হওনের বিষয়ে এক জন এই আপত্তি করিল যে তাহারদের মাতার গোদা পা থাকন সময়ে তাহারা জন্মিল অতএব এইপ্রযুক্ত শাস্ত্রানুসারে তাহারদের বিশেষ অযোগ্যতা আছে। কিন্তু সদর আদালত সেই আপত্তি অন্যথা করিয়া ওজরদারকে নম্বরী মোকদ্দমা করিতে কহিলেন।—১৮৩৫ সালের ২৬ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৯ পৃষ্ঠা।

৩১৯। কেবল ১৮৪১ সালের ১৯ ও ২০ আইনানুসারে অথবা যে মৃত ব্যক্তিরা মোকদ্দমার বাদী প্রতিবাদী ছিল তাহারদের উত্তরাধিকারিরদিগকে যখন আদালতে হাজির হইবার হুকুম হয় কেবল তখন সেই২ গতিকে উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্বের বিষয়ে সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে।—১৮৪৫ সালের ২২ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৭ পৃষ্ঠা।

৩২০। ৯৮০ নম্বরী আইনের অর্থ উত্তরাধিকারিত্বের সাধারণ আইনানুসারে যে দাওয়া হয় তাহার বিষয়ে খাটে না। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ২৮ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৩ ধারা।

হিন্দু ও মুসলমান ছাড়া অন্যেরদের দ্বারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব ভোগ।—মুমূর্ষু দান।

৩২১। পোর্তুগিসের উত্তরাধিকারিত্বের আইনানুসারে স্বামির মরণোত্তর তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাহার বিধবাকে

দেওয়া যায় এবং অপর অর্দ্ধেক তাহার যে ব্যক্তি অতিনিকট কুটুম্ব হয় তাহার প্রতি অর্পে। এই আইনানুসারে এক মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বণ্টন করণের হুকুম হইয়াছিল কিন্তু তাহার স্ত্রীর মরণেতে ঐ স্ত্রীর অর্দ্ধেক হিস্যার নানা দাওয়া উপস্থিত হওয়াতে তৎপরে দৃষ্ট হইল যে ঐ মৃতা স্ত্রীর স্বামী ব্রিটনীয় প্রজা ছিল। ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আইনানুসারে মাতার অথবা স্ত্রীর কুটুম্বেরা স্বাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে না অতএব সেই ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী ছিল না এবং ডিক্রী হইল যে ঐ সম্পত্তি পুনর্বার গবর্ণমেণ্টে অর্পণ হয় এবং ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট আদৌ সেই সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির পিতাকে দান করিয়াছিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২২৭ পৃষ্ঠা।

৩২২। যদি এই মোকদ্দমা পোর্ত্তুগাল দেশের আইনানুসারে নিষ্পত্তি হইত তবে নিষ্পত্তিও সেইরূপ হইত যেহেতুক "মেণ্টাল" নামক পোর্ত্তুগাল দেশের যে এক বিশেষ আইন এই মোকদ্দমায় খাটিত তাহার অনুসারে রাজা যে সকল জায়গীর দান করেন এবং ঐ জায়গীরদার যে সকল দান করে তাহা ঐ আসল জায়গীরদারের বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তানের অভাবে পুনর্ব্বার রাজার প্রতি অর্পণ হয় যেহেতুক ক্রমাগত পুরুষছাড়া কুটুম্ব তাহা ভোগ করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্টের মন্তব্য কথা। ২৩০ পৃষ্ঠা।

৩২৩। এক জন আরমাণি উইল না করিয়া এবং পুত্রহীন এক বিধবা এবং এক সহোদর ভ্রাতা রাখিয়া মরিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত নানা আরমাণি শাস্ত্রবিজ্ঞ ব্যক্তিরদের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া এই স্থির করিলেন যে ঐ বিধবা আপনার স্বামির সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৮ সালের ২০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৩৮ পৃষ্ঠা।

৩২৪। দুই জন আরমাণির মধ্যে মোকদ্দমা হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত এই ডিক্রী করিলেন যে তাঁহারদের এবং তৎসময়ে মৃত অন্য ব্যক্তির এক ইষ্টেটের সমান অধিকারিত্ব ছিল। তৎপরে এক ব্যক্তি ঐ দানপত্রের অনুক্রমে দাওয়া করিয়া কহিল যে আরমাণিরদের শাস্ত্রানুসারে ঐ মৃত ব্যক্তি সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ মৃত ব্যক্তির ঐ ইষ্টেটের অংশের সংখ্যার বিষয়ে ঐ আদালতের ডিক্রী প্রচুর প্রমাণ জ্ঞান করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৩০ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৫৪ পৃষ্ঠা।

৩২৫। এক জন আরমাণি আপনার স্বত্বক্রমে এক ভূম্যধিকারের তিন ভাগের এক ভাগ দখল করিতেছিল এবং অপর তৃতীয় ভাগ আপনার পিতামহের ভ্রাতার উইলক্রমে দখল করিল এবং কথিত ছিল যে ঐ উইলক্রমে সেই ব্যক্তি ঐ তৃতীয়াংশ কেবল যাবজ্জীবন ভোগ করিবেক। ঐ আরমাণির কন্যা ঐ ভূম্যধিকারের এ তিন ভাগের দুই ভাগ আপনার পিতার উত্তরাধিকারিণী বলিয়া ভোগদখল করিল এবং ঐ আরমাণি স্ত্রী এক সোলেনামা লিখিয়া দিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে এ স্ত্রীর স্বলাভিষিক্ত ব্যক্তিরা যদ্যপি তাহার হকে দাওয়া করিল না কিন্তু উইলক্রমে দাওয়া করিল তথাপি তাহারা ঐ সোলেনামার দ্বারা বদ্ধ আছে যেহেতুক ঐ সোলেনামা হইলেও তাহারদের দখলে ঐ ভূম্যধিকারের তিন ভাগের এক সম্পূর্ণ ভাগ থাকিল এবং অপর তিন ভাগের এক ভাগ ঐ স্ত্রী যে হস্তান্তর করিতে পারিল ইহার বিষয়ে কিছু সন্দেহ ছিল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৩০ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৫৪ পৃষ্ঠা।

৩২৬। ধার্য্য হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের ব্যবহারক্রমে উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ের আরমাণিরদের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে সেই মোকদ্দমার যাবৎ কোন বিশেষ আইন না হয় তাবৎ আরমাণিরদের ধর্ম্মাধ্যক্ষেরা তাহারদের মধ্যে চলিত আইনের যেরূপ অর্থ করেন তদনুসারে নিষ্পত্তি হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২৮ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৭২ পৃষ্ঠা।

৩২৭। আরমাণিরদের আইনানুসারে যদি কোন ঔরস সন্তান না থাকে তবে পিতা আপনার স্বোপার্জ্জিত ধন উপপত্নীর সন্তানকে মৌখিক যে দান করেন তাহা সিদ্ধ। কিন্তু আইনানুযায়ি উত্তরাধিকারী থাকিলে পৈতৃক বিষয়ের এইরূপ দান সিদ্ধ হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৯ পৃষ্ঠা।

৩২৮। কিন্তু যদি এইমত প্রমাণ হয় যে ঐ উপপত্নীর পুত্র আপনার পিতার মরণানন্তর প্রোবেট লওনের দ্বারা এবং আপনার পিতামহ ভ্রাতার উইলক্রমে উপকার প্রাপ্ত হওনের দ্বারা এবং আপনার পিতামহ ভ্রাতার কন্যার সঙ্গে তাহার ঐ সম্পত্তির হিস্যার বিষয়ে সোলেনামা করণের দ্বারা উত্তরাধিকারিরদের স্বত্ব ফলতঃ স্বীকার করিয়াছে তবে ঐ মৌখিক দান অসিদ্ধ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৯ পৃষ্ঠা।

৩২৯। ফ্রান্স দেশের আইনানুসারে যে ব্যক্তি উইল না করিয়া মরে তাহার বিধবার যদি তাহার সঙ্গে সহবাস ছিল তবে ঐ স্ত্রী তাহার অস্থাবর সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাইবেক এবং তাহার অক্রমাগত কুটুম্বেরা অপর অর্দ্ধেক পাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১৫ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৩৩০। ফ্রান্স দেশজাত এক ব্যক্তি পাটনাতে মরিল এবং কতক টাকা আপনার দুই ভ্রাতাকে এই নিয়মে দান করিল যে ঐ ভ্রাতারা যাবৎ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দাওয়া না করে তাবৎ ঐ টাকার সুদ দরিদ্রেরদিগকে দেওয়া যাইবেক। তাঁহার বিধবাকে তিনি তাহাছাড়া অন্য সমস্ত সম্পত্তি দিলেন। অপর ঐ মৃত ব্যক্তির জন্মস্থানের প্রতিবাসি লোকেরা এই এজহার করিল যে ঐ উইল করণের পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ দুই ভ্রাতা উপস্থিত ছিল না। তাহাতে ধার্য্য হইল যে উইলকারি ব্যক্তির পূর্ব্বে তাহারদের মরণ হইয়াছিল এই অনুভব করিয়া তাহারদিগকে যে দান দেওয়া গিয়াছিল তাহা নিষ্ফল হইয়াছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১৫ ফেব্রুআরির নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৩৩১। মৃত বলাও সাহেবের অতিনিকট কুটুম্ব আমান্দ সাহেব কুর্টে সাহেবকে আপনার পক্ষে কোন উইলের বিষয়ের সম্বাদ লইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমান্দ সাহেবের দত্ত ঐ ক্ষমতাক্রমে তাঁহার ভ্রাতাকে যে বিশেষ দান করা গিয়াছিল তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া কুর্টে সাহেব তাহার বিষয়ে নালিশ করিল। আমান্দ সাহেব কুটুম্বতার প্রমাণ দিতে না পারিয়া অধস্থ আদালতে ননসুট হইল কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত যে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছিল তাহার নিয়ম দৃষ্টে এবং উপযুক্ত প্রমাণ পাইয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলেন এবং উইল না করিয়া মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ন্যায় ঐ সম্পত্তি শোধ করিয়া আমান্দ সাহেবকে উত্তরাধিকারির ন্যায় ঐ সম্পত্তির অংশ দেওয়াইলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ১৫ ফেব্রুআরির নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৩৩২। ফরিয়াদী হলণ্ডজাতীয় এক কন্যাকে কলিকাতায় বিবাহ করিল। সেই কন্যা বিবাহের সময়ে অপ্রাপ্তবয়স্কা চুচুঁড়ার হলণ্ডীয় "অবফান চেয়ুবের" কর্তৃত্বাধীনে ছিল কিন্তু কলিকাতায় বাস করিতেছিল। এবং ঐ ফরিয়াদী ঐ কন্যার পিতামহ তাহাকে যে টাকা অর্পণ করিয়া মরিল সেই টাকা তাহার সেই উইলের একসেকিটরের স্থানে পাইবার জন্যে এই নালিশ করিল। ঐ উইল হলণ্ডীয় ভাষায় লিখিত ছিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ মোকদ্দমা হলণ্ডীয়েরদের আইনানুসারে নিষ্পত্তি না হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় আইনানুসারে নিষ্পত্তি হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২ ডিসেম্বরের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৩৯ পৃষ্ঠা।

৩৩৩। যে ব্যক্তি উইল না করিয়া মরে তাহার আডমিনিষ্ট্রেটরিকস যদি তাহার স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে তবে ইঙ্গলণ্ডীয় আইনানুসারে তাহা সিদ্ধ নহে এবং তাহার পুত্র তাহার দখল ফিরিয়া পাইতে পারে। কিন্তু খরীদের টাকার যে অংশ আইনানুযায়ি উত্তরাধিকারির উপকারার্থে ব্যয় হওনের প্রমাণ হয় তাহা খরীদারকে ঐ পুত্রের ফিরিয়া দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ১০ জুলাইর নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৪৩ পৃষ্ঠা।

৩৩৪। এবট সাহেব বিটনীয় প্রজা কতক ভূমি খরীদ করিলেন তাঁহার পুত্র এক জন ব্রিটনীয় প্রজা উত্তরাধিকারিক্রমে তাহা প্রাপ্ত হইলেন তাঁহার মরণোত্তর তাহা ইঙ্গলণ্ডীয় আইনানুসারে তাঁহার উত্তরাধিকারিরদের হইবেক তাঁহার স্ত্রী কেবল আপনার অযোগ্যাংশ পাইবেন। তাঁহার মাতার কিম্বা তাঁহার স্ত্রীর কোন কুটুম্ব উত্তরাধিকারিস্বরূপ তাহা পাইবেন না এবং যদি তাহার উত্তরাধিকারী না থাকে তবে তাহা রাজার প্রতি অর্শিবেক তাহার স্ত্রী কেবল আপনার অযোগ্যাংশ পাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১১৭ পৃষ্ঠা।

৩৩৫। যদি কোন ব্যক্তির পিতামাতা ইউরোপীয় হন তবে সে ব্যক্তি যেখানে জন্মিয়া থাকে তাহাকে ইউরোপীয় জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮২৫ সালের ২৯ জুলাইর ৩৯৭ নয়রী আইনের অর্থ।

৩৩৬। এক উইলের অছি জীবৎ থাকিতে ঐ উইলক্রমে যাহারদিগকে সম্পত্তি দেওয়া গিয়াছিল তাহারদের পক্ষে কোন মিত্র অথবা কুটুম্ব নালিশ উপস্থিত করিলে তাহা বেদাঁড়া এবং ডিসমিস হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২৪ নবেম্বরের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১১৯ পৃষ্ঠা।

২১ ধারা।

উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের আইন।

৩৩৭। যেহেতুক ব্যক্তিরা স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া মরিলে এবং দান অথবা উত্তরাধিকারিত্বের দ্বারা স্বত্বের ভাক্ত দাওয়া হইয়া ঐ সম্পত্তি হস্তগতহওয়াতে অনেক অনিষ্ট হইয়াছে এবং যেহেতুক এমত গতিকে অস্থাবর সম্পত্তির কি২ প্রকার তাহা নিশ্চয় করিয়া জানান দুঃসাধ্যপ্রযুক্ত এবং ঐ প্রকার অস্থাবর সম্পত্তি এবং স্থাবর সম্পত্তির উপস্বত্ব অন্যায়রূপে লওনের সুযোগপ্রযুক্ত এবং জাবেতামতে মোকদ্দমা কেবল ক্লেশ দেওনের নিমিত্তে দেরী হইলে ঐ দেরীপ্রযুক্ত এবং উত্তরাধিকারিরা বেদখল হইলে তাহারদের হকের বিষয়ে নালিশ করিতে অক্ষম হওনপ্রযুক্ত ঐ সম্পত্তির বলে বা ছলে দখল করিবার অনেক প্রবৃত্তি জন্মে। এবং যেহেতুক উক্ত মানা কারণেতে সমস্ত বিবাদির কথা শুননের পর জজ সাহেবের সরাসরী মোকদ্দমার ফয়সলাতে যেমন যথার্থ

অধিকারের নির্ণয় হয় তেমনি উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে কেবল সম্পত্তির দখলহওয়াতে তাদৃশ যথার্থ অধিকারের নির্ণয় হইতে পারে না। অথচ ঐ সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় তদ্বিষয়ে জাবেতামতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে তাহার প্রতি নিষেধ নাহি। এবং যেহেতুক উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে অন্যায়রূপে সম্পত্তির দখলকরণের যে নানা প্রবৃত্তি থাকে যদ্যপি ঐ সরাসরী মোকদ্দমা হওয়াতে তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে তথাপি ঐরূপ মোকদ্দমার কাল দেরীপ্রযুক্ত ঐ সকল প্রবৃত্তির বিশেষতঃ অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে প্রতিকার হইতে পারে না। এবং যেহেতুক যে স্থলে সম্পত্তির অন্যায়রূপে অধিকার বা ক্ষতি কি রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটি বিষয়ে সংশয়হওনের সম্ভাবনা হয় এবং যে স্থলে এক জন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিযুক্তকারি কার্য্যকারক সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া উপকারক বোধ করেন সেই স্থলে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারিত্বসম্পর্কীয় সম্পত্তি লইয়া রাখিবার নিমিত্তে এক জন সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত করা বিহিত হইতে পারে। এবং যেহেতুক সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত করণ অথবা সরাসরী মোকদ্দমা করণের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্ত ক্ষেপকরণের উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট না হইলে এবং কেবল জাবেতামতে মোকদ্দমার দ্বারা সাধারণ উপায় হইলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা ইহার হৃদ্বোধজনক প্রমাণ যে ব্যক্তির দ্বারা বা যে ব্যক্তির পক্ষে দেওয়া যায় তাহারা উক্ত প্রকার কার্য্যের বিষয়ের দাওয়া না করিলে উক্ত দুই প্রকারের দ্বারা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে হস্তক্ষেপকরা অনিষ্ট হইবেক।—১৮৪১ সা। ১৯ আ।

৩৩৮। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যখন কোন ব্যক্তি স্থাবর বা অস্থাবর বস্তু রাখিয়া লোকান্তরগত হয় তখন যে কোন ব্যক্তি আপনাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঐ সম্পত্তির অথবা তাহার কোন অংশের স্বত্বের বিষয়ে দাওয়া করে সেই ব্যক্তি অন্য কেহ তাহা দখল করণের পর অথবা বলপূর্ব্বক তাহা দখল করণের সংশয় হইলে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলার মধ্যে আছে বা থাকে তাহার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে প্রতিকারের দরখাস্ত করিতে পারে ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১ ধা।

৩৩৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোক্তারকার অথবা কুটুম্ব কিম্বা আত্মীয় ঐরূপ প্রতিকারের নিমিত্তে দরখাস্ত করিতে পারে অথবা উক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বরূপে কোন নাবালগ অথবা অযোগ্য কিম্বা অনুপস্থিত ব্যক্তির স্বত্ব থাকিলে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের সাহেবেরদের তদ্বিষয়ে কর্তৃত্ব থাকিলে তাঁহারা সেইরূপ প্রতিকারের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ২ ধা।

৩৪০। ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের ২ ধারানুসারে কোন ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত পুরুষ হউক বা স্ত্রী হউক তাহার স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা করিতে হইবেক।—১৮৪৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৪১। ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের ২ ধারানুসারে কোন ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি পুরুষ হউক কি স্ত্রী হউক আপনি আদালতের দরবারে হাজির হইয়া ঐ আইনের ৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রতিজ্ঞা করিবেক।—১৮৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৪২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ দরখাস্ত যে জজ সাহেবের নিকটে করা যায় সম্পত্তির দখীলকার ব্যক্তি কিম্বা বলপূর্ব্বক দখল করণের নিমিত্তে উদ্যোগি ব্যক্তির ঐ সম্পত্তিতে কোন যথার্থ স্বত্ব আছে কি না এবং দরখাস্তকরণিয়ার অথবা যে ব্যক্তির পক্ষে দরখাস্ত হয় তাহার যথার্থ স্বত্ব আছে কি না এবং রীতিমতে মোকদ্দমা করণের সামান্য উপায়মাত্র থাকিলে ঐ ব্যক্তির অতিভারি ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা আছে কি না এবং ঐ দরখাস্ত নিষ্কপটরূপে করা গিয়াছে কি না এই সকল বিষয়ে তিনি প্রথমতঃ ফরিয়াদীর প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং আপনার বিবেচনাক্রমে সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের দ্বারা বিশ্বাসযোগ্য দৃঢ় প্রমাণ আছে কি না ইহা তত্ত্ব করিয়া দেখিবেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৩ ধা।

৩৪৩। ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের ৩ ধারার বিধির বিষয়ে বিধান হইল যে ঐ আইনে যে প্রতিজ্ঞা করণের হুকুম আছে তাহা দরখাস্তকারির স্বয়ং উপস্থিত হইয়া করিতে হইবেক এবং ঐ প্রকার প্রতিজ্ঞা কোন মোক্তারের দ্বারা করা যাইতে পারে না। ১৩১৯ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ।—১৮৪২ সালের ১৩ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৬ পৃষ্ঠা।

৩৪৪। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐরূপ বিশ্বাসযোগ্য প্রবল কারণ থাকনের বিষয়ে জজ সাহেবের হৃদ্বোধ হইলে তিনি আসামীকে তলব করিবেন এবং ঐ সম্পত্তি কাহারো দখলে নাই অথবা দখলের বিষয়ে বিবাদ আছে ইহার সম্বাদ ইশ্তিহারের দ্বারা দিবেন এবং উপযুক্ত মিয়াদ অতীত হইলে দখলের স্বত্বের বিষয়

সরাসরীরূপে নিশ্চয় করিবেন এবং তদনুসারে দখল দেওয়াইবেন পরন্তু পশ্চাৎ লিখিতমত ঐ বিষয়ের জাবেতামতে মোকদ্দমা হইতে পারে কিন্তু জজ সাহেবের ঐরূপ হৃদ্বোধ না হইলে ঐরূপ কার্য্য করিবেন না। এবং জজ সাহেব আসামীকে তলব করিবার নিমিত্তে যে তজবীজ আবশ্যক হয় তাহা সমাপ্ত করিলে বা না করিলে যদ্যপি তাঁহার নিকটে দরখাস্ত করা যায় তবে ঐ সম্পত্তির তালিকা লিখিবার নিমিত্তে এবং অগৌণে তাহাতে মোহর করণের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে ঐ সম্পত্তির সাবধানরূপে রাখণের নিমিত্তে এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিতে পারেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৪ ধা।

৩৪৫। আদালতের হুকুমক্রমে দখল দেওনের বিষয়ি সাধারণ বিধি ১৮৪১ সালের ১৯ আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে।—১৮৪৮ সালের ২৭ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৪৬। ১৮৪১ সালের ১৯ আইনানুসারে যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ দাওয়া হয় তবে সেই দাওয়া আদালতে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তির সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্বত্ব থাকে তাহাকে দখল দেওয়াইতে হইবেক।—১৮৪৮ সালের ৫ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৪৭। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত প্রকার দরখাস্ত এবং তজবীজের পর যদ্যপি এমত দৃষ্ট হয় যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি অপহরণ অথবা ক্ষতিহওনের সম্ভাবনা আছে এবং দখীলকার ব্যক্তির স্থানে জামিন লওনের বিলম্বেতে অথবা ঐ জামিন অপ্রচুর হওয়াতে বেদখলহওয়া ব্যক্তি তাহার প্রকৃত স্বামী হইলে তাহার অত্যন্ত বিঘ্নহওনের সম্ভাবনা তখন জজ সাহেব পশ্চাৎ লিখিত ক্ষমতাবিশিষ্ট এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং তাহার বা তাহারদের স্বং সনদের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদপর্য্যন্ত তাহারদের ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে অথবা সেই নিষ্পত্তিক্রমে ঐ বস্তুর দখল মঞ্জুর হইলে অথবা অন্যকে দখল দেওয়া গেলে তাহারদের ক্ষমতার শেষ হইবেক। কিন্তু ভূমির বিষয় হইলে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবকে অথবা তাঁহার আমলাকে সম্পত্তিরক্ষকের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন এবং কোন সম্পত্তির বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইলে তাহা রীতিমতে ঘোষণা করিতে হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৫ ধা।

৩৪৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব হয় সাধারণরূপে অথবা দখীলকার ব্যক্তির জামিন না দেওয়াপর্য্যন্ত অথবা ঐ সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত না হওয়াপর্য্যন্ত কিম্বা দখীলকার ব্যক্তির ঐ সম্পত্তির অপহরণ বা নষ্টকরণের নিবারণার্থে অন্য যে কোন উপায়ের আবশ্যক হয় তাহার নিমিত্তে ঐ সম্পত্তিরক্ষককে ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে লইতে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু দখীলকার ব্যক্তি জামিন দিলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ সম্পত্তি তাহার দখলে থাকিবার অনুমতি দিতে পারেন বা না পারেন এবং তাহার দখলে থাকিতে অনুমতি হইলেও সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করণের বিষয়ে অথবা দলীলদস্তাবেজ কি অন্য বস্তু নির্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহা সেই ব্যক্তি প্রতিপালন করিবেক ইতি।- ১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৬ ধা।

৩৪৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জজ সাহেব ঐ সম্পত্তিরক্ষকের হস্তে যে কর্ম্ম অর্পণ করেন তাহা বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে এবং পশ্চাৎ লিখিতমতে তাঁহার হৃদ্বোধ প্রকার হিসাবদেওনের বিষয়ে তাহার স্থানে জামিন লইবেন এবং যে মেহনতানা উচিত বোধ হয় তাহা ঐ সম্পত্তিহইতে লইতে হুকুম দিতে পারেন কিন্তু তাহা কোন গতিকে অস্থাবর সম্পত্তির অথবা স্থাবর সম্পত্তির বার্ষিক উপস্বত্বের শতকরা ৫৲ টাকার অধিক হইবেক না। এবং অবশিষ্ট যত টাকা ঐ সম্পত্তিরক্ষক আদায় করে তাহা আদালতে দাখিল করিবেক এবং সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তির সময়ে যাহারদের স্বত্ব নির্ণয় হয় তাহারদের নিমিত্তে ঐ টাকা লইয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট ক্রয় করা যাইবেক। কিন্তু যদ্যপি সম্পত্তিরক্ষকের স্থানে নিয়ত যত শীঘ্র হইতে পারে জামিন লইতে হইবেক এবং যদ্যপি সাধ্যমতে ঐ সম্পত্তিরক্ষক তৎপরে যে সকল কর্ম্মেতে নিযুক্ত হয় সেই সকলের বিষয়ে জামিন সাধারণমতে খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক তথাপি জামিন লওনের বিলম্ব হইলেও ঐ সম্পত্তিরক্ষককে সেই পদের ক্ষমতা অগৌণে অর্পণ করিতে জজ সাহেবের প্রতি নিষেধ নাই ইতি।- ১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৭ ধা।

৩৫০। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সমুদয় কিম্বা কোন অংশ সরকারের করদায়ী ভূমি হইলে দখীলকার ব্যক্তিকে তলবকরা এবং সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরা এবং ঐ পদে বিশেষ ব্যক্তিকে মনোনীতকরা উচিত কি না এই নানা বিষয়ে জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের স্থানে এক রিপোর্ট চাহিবেন এবং

এই ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের প্রতি ঐ রিপোর্ট দিতে হুকুম হইল। কিন্তু অত্যাবশ্যক হইলে জজ সাহেব প্রথমতঃ সেইরূপ রিপোর্ট না পাইয়া কার্য্য করিতে পারেন এবং সেই রিপোর্টানুযায়ি তাঁহার কার্য্য না করিলে নয় এমত নহে কিন্তু যদ্যপি তিনি ঐ রিপোর্ট না মানিয়া অন্য প্রকারে কর্ম্ম করেন তবে তিনি তাহার কারণ লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতে তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিবেন এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যদি ঐ কারণে সম্মত না হন তবে জজ সাহেবকে কালেক্টর সাহেবের রিপোর্টানুযায়ি কার্য্য করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৮ ধা।

৩৫১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণ বা তাহার জওয়াব দেওনের বিষয়ে ঐ সম্পত্তিরক্ষক জজ সাহেবের সমস্ত আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবেক এবং ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষকের নামে মোকদ্দমাসকল উপস্থিত করা যাইতে পারে এবং তাহার জওয়াব দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সম্পত্তিরক্ষকের নিযুক্ত হওনের সনদে দেনা ও খাজানা আদায় করণের বিশেষ ক্ষমতা দেওনের আবশ্যক হইবেক কিন্তু ঐ বিশেষ ক্ষমতা পাইলে সম্পত্তিরক্ষক ঐ ক্ষমতাপ্রযুক্ত যে সকল টাকা আদায় করে তাহার সম্পূর্ণ রসীদ দিতে পারিবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ৯ ধা।

৩৫২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পত্তিরক্ষকের জিম্মায় ঐ সম্পত্তি থাকনসময়ে জজ সাহেব ঐ বিষয়সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও বিভবের সরাসরী তজবীজ করিয়া যে ব্যক্তিরদের অধিকার আছে দেখা যায় তাহারদিগকে যেং খরচ আবশ্যক বোধ হয় তাহা দেওয়াইবেন এবং আপনার বিবেচনামতে তাহারদের স্থানে এইমত জামিন লইবেন যে সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে যদি ঐ ব্যক্তিরদের ঐ সম্পত্তিতে অধিকার নাই বোধ হয় তবে তাহারা ঐ টাকা সুদসমেত ফিরিয়া দিবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১০ ধা।

৩৫৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সম্পত্তিরক্ষক সংক্ষেপে মাসিক হিসাব দাখিল করিবেক এবং যদ্যপি তাহার রক্ষকতার কার্য্য অনেক কাল থাকে তবে তিনং মাসানন্তর সেইরূপ হিসাব দাখিল করিবেক পরে ঐ সম্পত্তির দখল ছাড়িয়া দিলে যাহাতে জজ সাহেবের ছদ্বোধ হয় এমত আপনার কার্য্যের সবিশেষ হিসাব দাখিল করিবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১১ ধা।

৩৫৪। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ বিষয়সম্পর্কীয় সকল ব্যক্তি উপরের লিখিত সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব দেখিতে পারিবেক এবং ঐ সম্পত্তিরক্ষক যে জমাখরচের হিসাব রাখে তাহার এক নকল রাখিবার নিমিত্তে ঐ বিষয়সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি স্বতন্ত্র কাহাকে নিযুক্ত করিতে পারে। এবং যদি দৃষ্ট হয় যে কোন সম্পত্তিরক্ষকের হিসাব বাকী পড়িয়াছে কিম্বা তাহাতে কিছু ভুল আছে বা তাহা সম্পূর্ণ না হয় অথবা জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে হিসাব দাখিল করিতে হুকুম করিলে যদি তাহা দাখিল না করে তবে এমত প্রত্যেক দোষের নিমিত্তে সে ব্যক্তি এক হাজার টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১২ ধা।

৩৫৫। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন জিলার জজ সাহেব যখন কোন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করেন্ যদি মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ে তাহাকে নিযুক্ত করেন্ তখন ঐ রাজধানীর অধীন অন্য কোন জিলার জজ সাহেব অন্য কোন সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কেবল কতক অংশের নিমিত্তে সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্ত হইয়া থাকে তবে তদ্দ্বারা সম্পত্তির অবশিষ্ট অথবা তাহার অন্য কোন অংশের বিষয়ে অন্য সম্পত্তিরক্ষককে ঐ রাজধানীর মধ্যে নিযুক্ত করণের প্রতিবন্ধক হইবেক না। কিন্তু যে সম্পত্তির বিষয়ে এই আইনক্রমে সরাসরী মোকদ্দমা কোন জজ সাহেবের নিকটে পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে সেই সম্পত্তির বিষয়ে অন্য কোন জজ সাহেব সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে অথবা সরাসরী মোকদ্দমা শুনিতে পারিবেন না। এবং আরো হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির নানা অংশের বিষয়ে যদি ভিন্নং জজ সাহেবেরা দুই বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিয়া থাকেন তবে সমস্ত সম্পত্তির উপর এক জন সম্পত্তিরক্ষক নিযুক্তকরণের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে হুকুম বিহিত বোধ করেন্ তাহা দিতে পারেন্ ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা।

৩৫৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তির সম্পত্তির উপর উত্তরাধিকারিত্বের শক্তিক্রমে দাওয়া হয় তাহার মরণের পর ছয় মাসের মধ্যে যদি উক্তমতে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত না করা যায় তবে এই আইনানুসারে কার্য্য হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৪ ধা।

৩৫৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে সরকারের সহিত যে কোন বন্দোবস্ত হইয়া থাকে তাহা এই আইনের শক্ত্যনুসারে উল্লঙ্ঘন হইবেক না। এবং মৃত ব্যক্তি আপনার উত্তরাধিকারির নাবালগীতে বা অন্য কোন গতিকে আপনার মরণের পর আপনার সম্পত্তির দখলের বিষয়ে আইনসিদ্ধ যে নিয়ম করিয়া যায় সেই নিয়মের বিরুদ্ধে এই আইন বলবৎ হইবেক না। কিন্তু এমত প্রত্যেক গতিকে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর যে জজ সাহেবের এলাকা থাকে তিনি সেইরূপ নিয়ম থাকনবিষয় নিশ্চয় অবগত হইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি। —১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৫ ধা।

৩৫৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন রাজধানীর কোর্ট ওয়ার্ডসের দখলের বিঘ্ন জন্মাইবার নিমিত্তে এই আইন প্রবল হইবেক না এবং যে ব্যক্তির পক্ষে এই আইনানুসারে দরখাস্ত করা যায় সেই ব্যক্তি যদি নাবালগ হয় অথবা অন্য প্রকারে অযোগ্য ব্যক্তি হয় এবং যদি তাহার সম্পত্তি কোর্ট ওয়ার্ডসের অধীনে থাকে তবে জজ সাহেব দখীলকার ব্যক্তিকে তলব করিতে এবং সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে নিশ্চয় করিলে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তিরক্ষকতা কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন কিন্তু তাঁহারদের স্থানে পূর্ব্বোক্তমতে জামিন লইবেন না। এবং যদ্যপি সরাসরী মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে এমত দৃষ্ট হয় যে ঐ নাবালগ অথবা অন্য অযোগ্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির নিতান্ত অধিকারী তবে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগকে ঐ সম্পত্তির দখল দেওয়া যাইবেক ইতি। ১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৬ ধা।

৩৫৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে দখীলকার ব্যক্তির তলবহওনের পূর্ব্বে বা পরে যে ব্যক্তির দরখাস্ত হেয় হইয়াছিল তাহার জাবেতামতে মোকদ্দমা করিতে অথবা এই আইনক্রমে যে ব্যক্তি বেদখল হয় তাহার ঐরূপ মোকদ্দমা করিতে এই আইনের লিখিত কোন কথার দ্বারা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।- ১৮৪১ সা।১৯ আ।১৭ ধা।

৩৬০। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে সরাসরী মোকদ্দমাতে জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে প্রকৃত দখল নির্ণয় করণব্যতিরেকে আর কোন ফল হইবেক না। কিন্তু দখলের বিষয়ে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক এবং তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না এবং তাহা পুনর্ব্বিচার করণের কোন হুকুম হইতে পারিবেক না ইতি। ১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৮ ধা।

৩৬১। যে বিষয়ে জিলার জজ সাহেবের হুকুম আইনসিদ্ধ হইলে চূড়ান্ত হইত এবং তাহার উপর আপীল হইতে পারিত না সেই বিষয়ে ঐ জজ সাহেবের বেআইনী হুকুম সদর দেওয়ানী আদালত অন্যথা করিলেন।--১৮৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৩ পৃষ্ঠা।

৩৬২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট কোন এক কিম্বা ততোধিক জিলার নিমিত্তে সাধারণ সম্পত্তিরক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। এবং এই আইনের পূর্ব্বের লিখিত নানা ধারাক্রমে যে সকল স্থলে জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারেন সেই২ স্থলে জজ সাহেবের এলাকা থাকিলে তিনি ঐ সাধারণ সম্পত্তিরক্ষককে বা রক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১৯ আ। ১৯ ধা।

৩৬৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের এলাকার প্রকৃত সরহদ্দের মধ্যে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি রাখিয়া যদি কোন ব্যক্তি মরে এবং ঐ আদালতের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কোন ব্যক্তির আইনমতে স্বত্ব আছে ইহা নির্ণয় করিতে২ ঐ সম্পত্তির অপহরণ এবং ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে ঐ আদালত আপন ইক্লিসিয়াষ্টিকেল রেজিষ্টর সাহেবকে অথবা এক বা ততোধিক সম্পত্তিরক্ষককে ঐ সম্পত্তি সংগ্রহ করিতে এবং তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং তাহা আমানৎ করিতে অথবা যেরূপে ও যে স্থানে ও যে জামিনক্রমে ও যে হুকুম ও নিয়মানুসারে ঐ আদালত উচিত বোধ করেন সেইরূপে ঐ টাকা অর্পণ করিতে ক্ষমতা ও হুকুম দিতে পারেন ইতি। —১৮৪১ সা। ১৯ আ। ২০ ধা।

৩৬৪। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ১৯ আইনক্রমে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৬৫। সম্পত্তিরক্ষকের একরারনামার পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য একরার পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের বিধির অনুসারে মৃত অমুক

ব্যক্তির সম্পত্তি কিছু কালপর্য্যন্ত আপনার দখলে রাখিতে অমুক জিলার জজ সাহেবের দ্বারা নিযুক্ত হওয়াতে আমি ইহার দ্বারা ধর্ম্মতঃ অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে আমাকে যে কার্য্য অর্পণ হইয়াছে তাহা আমি যত্নপূর্ব্বক এবং বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করিব এবং আমাকে যে সকল হুকুম দেওয়া যাইবেক তাহার অনুসারে সর্ব্বপ্রকারে কার্য্য করিব এবং সম্পত্তির মালিকেরদের লাভের নিমিত্তে আমার বিবেচনার সাধ্যপর্য্যন্ত কার্য্য করিব। আরো আমার হাতে যে সম্পত্তি অর্পিত হইয়াছে তাহার বিষয়ে কি তাহার সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের অথবা জওয়াব দেওনের বিষয়ে জজ সাহেবের সমুদয় হুকুম মানিব। আরো আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা যত টাকা অথবা খাজানা আদায় করি তাহার ফারখত দিব এবং মৃত ব্যক্তির যে বিষয় আদায় করি তাহার ঠিক ও যথার্থ হিসাব দিব এবং ঐ সম্পত্তির যাহা পাইয়াছি তাহার এক তালিকা যত শীঘ্র দিতে পারি দিব এবং মাসেং ও তিনং মাসের পরে মোট হিসাব জজ সাহেবের দপ্তরখানায় দাখিল করিয়া দিব এবং ঐ সম্পত্তির দখল ত্যাগ করণ সময়ে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে আমি যে সকল কার্য্য করিয়াছি তাহার হিসাব বেওরা করিয়া দাখিল করিব। আরো আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে সম্পত্তিরক্ষকের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যেং হুকুম করিবেন তাহার এবং জজ সাহেবের স্থানহইতে যে সকল হুকুম পাইব তাহার অনুসারে অবিকলরূপে কার্য্য করিব এবং আমার নিযুক্ত হওনের সনদে আমার যে মেহনতানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার অতিরিক্ত আমার যে কর্ম্ম অর্পণ হইল তাহার দ্বারা প্রকাশরূপে বা অপ্রকাশরূপে নিজে কিছু লাভ করিব না।

শ্রী অমুক।

—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৬৬। জামিনী পত্রের পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য জামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুক ব্যক্তির ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের বিধির অনুসারে সম্পত্তির দখল লইতে অমুক জিলার জজ সাহেবের দ্বারা অমুক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব আমি ইহার দ্বারা অঙ্গীকার ও একরার করিতেছি যে আমি তাহার জামিন হইলাম এবং উক্ত অমুক যে সনদের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন তাহার নিয়মমতে তিনি বিশ্বস্তরূপে আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ইহার দাণী আমি হইলাম। ঐ সনদের এক নকল আমাকে দেওয়া গিয়াছে। আরো আমি একরার করিতেছি যে আমি এবং আমার উত্তরাধিকারিরা ও আত্মস্বরূপ জনেরা নীচের লিখিত তফসীলের লেখা কোন সম্পত্তি বিক্রয় অথবা দান অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর কিম্বা অর্পণ করিব না এবং এই একরারনামার নিয়ম সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ না হওনপর্য্যন্ত আমি এই একরারের নিমিত্তে আমার ঐ সম্পত্তি বন্ধক রাখিলাম।

শ্রী অমুক।

[সম্পত্তির তফসীল এই স্থানে লিখিতে হইবেক।]

—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৬৭। সনদের পাঠ।

শ্রী অমুক প্রতি আগে।

যেহেতুক তুমি অমুক ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের বিধির অনুসারে মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তি কিছু কালের জন্যে দখলে লইবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইয়াছ তোমাকে যে কার্য্য অর্পণ হইয়াছে তাহা তুমি যত্নপূর্ব্বক এবং বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করিবা এবং তোমাকে যে সকল হুকুম দেওয়া যায় তদনুসারে ও সম্পত্তির মালিকেরদের লাভের নিমিত্তে তোমার বিবেচনার সাধ্যপর্য্যন্ত কার্য্য করিবা। এবং তোমাকে যে সম্পত্তি অর্পণ করা গিয়াছে তাহার বিষয়ে কি তাহার সম্পর্কে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বা জওয়াব দেওনের বিষয়ে জজ সাহেবের সমস্ত হুকুম মানিবা এবং অন্য প্রকার হুকুম না হওনপর্য্যন্ত মৃত অমুক ব্যক্তির যে টাকা বা খাজানা পাওনা তাহা লইবা কিন্তু ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে অথবা উক্ত অমুকের সম্পত্তির নিমিত্তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্ট কোন প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দিলে পাওনা টাকা আদায় করণের তোমার ঐ ক্ষমতা রহিত হইবেক। আরো উক্ত অমুকের সম্পত্তির বিষয়ে যে সকল পাওনা টাকা বা খাজানা তুমি আদায় কর তাহার ফারখত দিবা এবং উক্ত সম্পত্তির বাবতে তুমি যাহা পাও তাহার ঠিক ও যথার্থ হিসাব দিবা এবং যত সম্পত্তি তুমি পাইয়াছ তাহার এক তালিকা যত শীঘ্র হইতে পারে দাখিল করিবা এবং মাসেং ও তিনং মাসের পর তোমার মোট হিসাব জজ সাহেবের দপ্তরখানায় দাখিল করিয়া দিবা এবং ঐ সম্পত্তির দখল ত্যাগকরণ সময়ে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে তুমি যে সকল কার্য্য করিয়াছ তাহার হিসাব বেওরা করিয়া দাখিল করিবা। এবং সম্পত্তিরক্ষকেরদের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আইন করেন তদনুসারে এবং জজ সাহেবের স্থানহইতে যে সকল হুকুম পাও তদনুসারে অবিকলরূপে কার্য্য করিবা এবং অস্থাবর যে সকল সম্পত্তি তোমার হাতে অর্পণ হইল তাহার উপর এবং স্থাবর সম্পত্তির সালিয়ানা লাভের উপর তোমাকে মেহনতানা বলিয়া শতকরা যে ৫৲ টাকা এই সনদের দ্বারা দেওয়া গেল তাহাছাড়া তোমার হাতে অর্পিত কার্য্যের দ্বারা তুমি প্রকাশরূপে কি অপ্রকাশরূপে

নিজে কিছু লাভ করিবা না এবং উক্ত সম্পত্তির দখলের অধিকারের বিষয়ে এক্ষণে যে সরাসরী মোকদ্দমা উপস্থিত আছে তাহার নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত অথবা এই আদালতের অন্য হুকুম না হওনপর্য্যন্ত তুমি এই সনদের অনুসারে সম্পত্তিরক্ষকের ক্ষমতার অনুরূপ কার্য্য করিবা।

[সম্পত্তিরক্ষকের হাতে যে সম্পত্তি দেওয়া যায় তাহার তালিকা এই স্থানে লিখিতে হইবেক।]

—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সবকুলর অর্ডর।

২২ ধারা।

উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কর্জ আদায় করা সুগম করণার্থ বিধান এবং যাহারা মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্তেরদিগকে কর্জা টাকা দেয় তাহারদের রক্ষা করণার্থ বিধান।

৩৬৮। যেহেতুক মৃত হিন্দু ও মুসলমান ও ব্রিটনীয় প্রজা নামে বিখ্যাত না হওয়া অন্য ব্যক্তিরদের যে টাকা পাওনা ছিল তাহা ঐ২ মৃত ব্যক্তিরদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগকে যাহারা দেয় তাহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বেঝুঁকী রাখিবার নিমিত্তে এবং ঐ পাওনা টাকার দাওয়া এবং আদায় করিতে আইনমতে যাহার অধিকার আছে তাহার বিষয়ি সন্দেহসকল দূর করণের দ্বারা ঐ পাওনা টাকা আদায়ের সুগমকরা উচিত বোধ হইল।—১৮৪১ সা। ২০ আ। হেতুবাদ।

৩৬৯। ১৮৪১ সালের ২০ আইনানুসারে যে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহা উত্তরাধিকারিক্রমে পাওনা টাকা আদায়ের সুগম করণার্থ বিশেষরূপে দেওয়া যায় এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের দরখাস্তের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।—১৮৪৭ সালের ৫ জুলাইর সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৭০। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে যদ্যপি আদালতের বিচারকের এমত বোধ না হয় যে পাওনা টাকা লইবার অধিকারী কে এই বিষয়ে উপযুক্ত সন্দেহ হওয়াতে দেনদার আপনার দেনা বাকী রাখিতেছে এবং চাতুরীর বা বিঘ্ন জন্মাইবার অভিপ্রায়ে বাকী রাখে নাহি তবে কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশের স্বত্বের যে ব্যক্তি দাওয়া করে সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত প্রকারের প্রাপ্ত সর্টিফিকট কিম্বা প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিস্ট্রেসন্ যদি না দেখায় তবে মৃত ব্যক্তির দেনদারের দেনা তাহাকে দিতে কোন আদালতের বিচারক হুকুম করিতে পারেন্ না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১ ধা।

৩৭১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কোন অংশ যে জিলা বা প্রদেশের এলাকার মধ্যে থাকে তাহার জজ সাহেব এই আইনক্রমে সর্টিফিকট দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন। দরখাস্তকারির যে প্রকার অধিকার থাকে তাহা আপন দরখাস্তে লিখিবেক পরে জজ সাহেব ঐ দরখাস্ত হইয়াছে এমত এত্তেলা দিয়া দাওয়াদারেরদিগকে আহ্বান করিবেন এবং দরখাস্ত শুননির নিমিত্তে কোন এক দিন নিরূপণ করিবেন এবং নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপরে যত শীঘ্র সুগম হয় সর্টিফিকট পাইবার অধিকার যাহার আছে তাহা নিশ্চয় করিয়া তদনুসারে সর্টিফিকট দিবেন ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ২ ধা।

৩৭২। দিল্লীর জজ সাহেব নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৮৪১ সালের ২০ আইনের নিরূপিত সর্টিফিকটের দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক কি না এবং যদি লিখিতে হয় তবে কত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। উত্তর। ঐ আইনের ২ ধারানুসারে সর্টিফিকটের দরখাস্ত জিলা অথবা প্রদেশের আদালতের জজ সাহেবের নিকটে দিতে হুকুম আছে এইপ্রযুক্ত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B তফসীলের ৭ প্রকরণের নির্দ্ধারিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির ১৩১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৩। গবর্ণমেণ্ট আদালতের কার্য্যের নিমিত্তে যে ভাষা নিরূপণ করিয়াছেন অর্থাৎ দেশীয় ভাষা তাহাতে দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। তাহা হইলে ঐ দরখাস্তের আপত্তিকারকেরা আপেলান্টের দাওয়ার মর্ম্ম বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হইয়া তাহার জওয়াব দিতে পারিবেক যেহেতুক তাহারা প্রায়ই ঐ ভাষা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছে কিন্তু কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে ঐ দরখাস্তের সঙ্গে ইঙ্গরেজী ভাষার এক তরজমা দিতে পারে।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির ১৩১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৪। ১৮৪১ সালের ২০ আইনে অথবা অন্য কোন আইনে এইমত স্পষ্টতঃ অথবা ভাবের দ্বারা হুকুম নাই যে প্রতিনিধি হওনের সর্টিফিকট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক অতএব তাহা সাদা কাগজে দিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির ১৩১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মৃত ব্যক্তির সমস্ত দেনদারের স্থানে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির টাকা দাওয়া করণের অধিকার আছে ইহা জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে স্থির হইবেক এবং যাহাকে ঐ সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহাকে সমস্ত দেনদার আপনারদের দেনার টাকা দিলে তাহারদের উপর আর কিছু দাওয়া থাকিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৩ ধা।

৩৭৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব যাহাকে সর্টিফিকট দিবেন তাহার আদায়করা টাকার হিসাব দাখিল করণ বিষয়ে এবং সর্টিফিকটক্রমে আদায়হওয়া সমস্ত টাকা বা তাহার কতক অংশ যে ব্যক্তিরদের পাইবার অধিকার আছে তাহারদিগকে তাহা দেওনের বিষয়ে যেমত জামিন লওয়া উচিত বোধ করেন্ তাহার স্থানে সেইমত জামিন লইবেন। এবং সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকা পাইবার নিমিত্তে জাবেতামতে মোকদ্দমা করিতে ঐ টাকা পাইবার অধিকারিরদের যে ক্ষমতা আছে তাহা এই আইনের দ্বারা লোপ হইবেক না ইতি। –১৮৪১ সা। ২০ আ। ৪ ধা।

৩৭৭। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করণের দ্বারা ঐরূপ সর্টিফিকট দেওয়া স্থগিত হইতে পারে। ঐ সর্টিফিকট যাহাকে দেওয়া উচিত তাহা ঐ আদালতের সাহেবেরা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন অথবা সর্টিফিকট পাইবার অধিকারের বিষয়ে অনুসন্ধান করণের নিমিত্তে যাহা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে হুকুম দিতে পারেন। এবং জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেব সর্টিফিকট দিলে পর সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা দরখাস্ত পাইয়া ঐ জিলা বা প্রদেশের জজ সাহেবের দেওয়া সর্টিফিকট বাতিল করিয়া নূতন সর্টিফিকট দিতে পারেন এবং যাহাকে প্রথমে সর্টিফিকট দেওয়া গিয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা বাতিল হওনের সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে যে টাকা আদায় করিয়া থাকে সেই টাকার বিষয়ে ঐ নূতন সর্টিফিকটের দ্বারা পুনর্ব্বার দাওয়া হইতে পারিবেক না। কিন্তু তাহার মধ্যের নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা এই ক্ষমতা দেওয়া যাইবেক যে প্রথম সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপন সর্টিফিকটক্রমে যে টাকা আদায় করিয়াছিল তাহা তাহার স্থানে দাওয়া করিয়া লইতে পারে ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৫ ধা।

৩৭৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে রাজধানীর মধ্যে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার সকল স্থানে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ক্ষমতাপন্ন হইবেক এবং সেই সম্পত্তির বিষয়ে তাহার পরে যে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহা নীচের লিখিত গতিকভিন্ন নিষ্ফল ও প্রবল হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৬ ধা।

৩৭৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উক্তমতে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গবর্ণমেণ্টের প্রোমিসরি নোটের সুদ এবং ব্যাঙ্ক স্যার অর্থাৎ অংশ বা তাহার কোন ভাগের ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ সুদের টাকা আদায় করিতে এবং উক্ত প্রকার নোটইত্যাদি ক্রয়বিক্রয় করিতে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে আরো উক্ত সুদ অথবা ডিবিডেণ্ডের কোন ভাগ আদায় করিতে এবং উক্ত নোটইত্যাদির কোন ভাগ ক্রয়বিক্রয় করিতে তাহাকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে এইরূপ ক্ষমতা বিশেষরূপে না লেখা হইলে ঐ ব্যক্তির ক্ষমতা হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৭ ধা।

৩৮০। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে পরে দেওয়া সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত এমত স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের বিষয় না জানিয়া পরের দেওয়া সর্টিফিকটধারি ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের সর্টিফিকটের দ্বারা তাহার উপর কোন দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৮ ধা।

৩৮১। এবং মৃত হিন্দু ও মুসলমান এবং যাহারা ব্রিটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত নহে তাহারদের সম্পত্তির বিষয়ে ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওনিয়া আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন দেওয়া গেলে পর যদি ঐ সম্পত্তির বিষয়ে কোন সর্টিফিকট দেওয়া যায় তবে তাহা সিদ্ধ হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ৯ ধা।

৩৮২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে প্রোবেট কিম্বা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন না দেওয়া গেলে সর্টিফিকট সিদ্ধ হইত সেই স্থলে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রে-

সন দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে কেহ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে টাকা দেয় ঐ টাকার বিষয়ে পূর্ব্বের দেওয়া প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিস্ট্রেসনের দ্বারা তাহার উপর আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১০ ধা।

৩৮৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকটদায়ি আদালতের এলাকার মধ্যে যদি মৃত ব্যক্তির মরণ সময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল তবে সর্টিফিকট দেওয়া গেলে পর যদি সেই সম্পত্তির বিষয়ে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিস্ট্রেসন দেওয়া যায় তবে ঐ প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিস্ট্রেসনের শক্তিতে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় হইতে পারিবেক না এবং দেনদারেরা টাকা দিলে তাহারা বেঝুঁকী হইবেক না।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১১ ধা।

৩৮৪। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে স্থলে পূর্ব্বে সর্টিফিকট না দেওয়া গেলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিস্ট্রেসন সিদ্ধ হইত সেই স্থলে প্রোবেট অথবা লেটর্স অফ আডমিনিস্ট্রেসন দেওয়া গেলে সর্টিফিকট দেওয়া যাওনবিষয় অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি টাকা দেয় তাহার উপর পূর্ব্বের দেওয়া সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ টাকার বিষয়ে আর দাওয়া হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২০ আ। ১২ ধা।

৩৮৫। এবং যেহেতুক মৃত ব্যক্তিরদের অছি এবং আডমিনিস্ট্রেটরের যে কতক২ ক্ষমতা এই আইনক্রমে সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদিগকে অর্পণ হইয়াছে সেই২ ক্ষমতা ১৮৪১ সালের ১৯ আইনের মতে সংসারাধ্যক্ষ ব্যক্তিরদের প্রতি অর্পণ হইতে পারে অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে সর্টিফিকট অথবা প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিস্ট্রেসন নিতান্ত দেওয়া গেলে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির অথবা অছির কি আডমিনিস্ট্রেটরেরদের ঐ আইন জারী না হইলে যে ক্ষমতা হইত সেই ক্ষমতানুসারে উক্ত আইনের দ্বারা নিযুক্ত সংসারাধ্যক্ষেরা কার্য্য করিতে পারিবেন না। কিন্তু জজ সাহেব যে সংসারাধ্যক্ষকে পাওনা টাকা কিম্বা খাজানা আদায় করিতে ক্ষমতা দেন তাহাকে যে সকল লোক ঐ পাওনা টাকা অথবা খাজানা দেয় তাহারা বেঝুঁকী থাকিবেক এবং যে ব্যক্তি সর্টিফিকট পাইয়াছে তাহাকে কিম্বা অছিকে অথবা আডমিনিস্ট্রেটরকে সংসারাধ্যক্ষ আপনার আদায়করা টাকা দিবার বিষয়ে দায়ী হইবেক ইতি।— ১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৩ ধা।

৩৮৬। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিস্ট্রেসন দেওনিয়া যে আদালতের প্রকৃত এলাকার মধ্যে মৃত ব্যক্তির মরণসময়ে কিছু সম্পত্তি ছিল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঐ আদালতের দেওয়া প্রোবেটইত্যাদি ব্রিটনীয় প্রজার সম্পত্তির বিষয়ে দেওয়া প্রোবেটইত্যাদির তুল্য বলবৎ হইবেক কিন্তু কেবল পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্তে এবং কর্জ্জ পরিশোধকরণিয়া দেনদারেরদের বেঝুঁকী হইবার নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক। কিন্তু এই আইনে যেপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা বর্জ্জিত থাকিল ইতি। -১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৪ ধা।

৩৮৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে ব্যক্তি সামান্যতঃ ব্রিটনীয় প্রজারূপে বিখ্যাত এমত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর এই আইনের কোন বিধি খাটে এমত বোধ করিতে হইবেক না ইতি।— ১৮৪১ সা। ২০ আ। ১৫ ধা।

৩৮৮। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির সম্পর্কে কোন বিষয় উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত পাঠানুসারে ব্যবহার করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৮৯। উত্তরাধিকারিত্বের গতিকে পাওনা টাকা আদায় করণের নিমিত্তে যে ব্যক্তিকে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহার একরারনামার পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য একরারপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুকের যে টাকা পাওনা আছে তাহা আদায় করিতে অমুক জিলার জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে আমাকে সর্টিফিকট দিয়াছেন আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা যত টাকা আমি আদায় করি তত টাকার ফারখৎ দিব। আরো আমি অঙ্গীকার এবং একরার করিতেছি যে মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় করণের নিমিত্তে যাহারা সর্টিফিকট পায় তাহারদের কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আইন জারী করিয়াছেন বা করিবেন তদনুসারে আমি অবিকলরূপে কার্য্য করিব।

শ্রী অমুক।

—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯০। জামিনী পত্রের পাঠ।

লিখিতং শ্রী অমুকস্য জামিনী পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে যেহেতুক মৃত অমুক ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় করণের নিমিত্তে অমুক জিলার জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে অমুক ব্যক্তিকে সর্টিফিকট দিয়াছেন অতএব উক্ত অমুকের জামিন হইতে এবং ঐ সর্টিফিকটক্রমে তাহার দ্বারা আদায়হওয়া যে সকল টাকার ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে আইনমতে দাওয়া হইতে পারে তাহার বিষয়ে আমি দায়ী হইতে ইহার দ্বারা অঙ্গীকার ও একরার করিতেছি। আরো আমি একরার লিখিয়া দিতেছি যে আমি ও আমার উত্তরাধিকারিরা এবং আত্মস্বরূপ জনেরা ইহার সঙ্গে গাঁথা নীচের লিখিত তফসীলের সম্পত্তি বিক্রয় কি দান অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর কি অর্পণ করিব না এবং এই একরারনামার সমস্ত নিয়ম যেপর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত এই একরারনামার কার্য্যের নিমিত্তে ঐ সম্পত্তি আমি বন্ধক রাখিলাম।

[সম্পত্তির তফসীল এই স্থানে লিখিতে হইবেক।]

শ্রী অমুক।

—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯১। সর্টিফিকটের পাঠ।

শ্রী অমুক প্রতি আগে।

এই আদালতের অমুক তারিখের হুকুমানুসারে মৃত অমুক ব্যক্তির সম্পত্তির বিষয়ে ১৮৪১ সালের ২০ আইনের বিধির অনুসারে এই সর্টিফিকট তোমাকে দেওয়া যাইতেছে ইহার দ্বারা উক্ত অমুক ব্যক্তির পাওনা সমস্ত টাকা আদায় করিতে তোমাকে হুকুম ও ক্ষমতা দেওয়া গেল এবং তুমি যত টাকা আদায় কর তাহার ফারখৎ দিবা।

" আরো উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির মধ্যে গবর্ণমেণ্টের যে নোট থাকে তাহার সুদ অথবা কোন ব্যাঙ্কের স্যার কি তাহার কোন অংশ থাকিলে তাহার ডিবিডেণ্ড লইতে এবং ঐ নোটইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল আরো উক্ত মৃত ব্যক্তির পাওনা কোন সুদ অথবা ডিবিডেণ্ডের কোন অংশ লইতে এবং ঐ নোটইত্যাদির কোন অংশ ক্রয়বিক্রয় করিতে তোমাকে ক্ষমতা দেওয়া গেল।"*

আরো মৃত ব্যক্তির পাওনা টাকা আদায় করণের নিমিত্তে যাহারদিগকে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহারদের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আইন জারী করিয়াছেন বা করিবেন তদনুসারে অবিকলরূপে কার্য্য করিবা।

মোহরের স্থান। শ্রী অমুক জজ।

—১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯২। ১৮৪১ সালের ২০ আইনানুসারে সর্টিফিকট দেওন সময়ে যে একরারনামা লিখিতে হয় তাহা লিখিবার জন্যে সর্টিফিকটের দরখাস্তকারির স্বয়ং আদালতে হাজির হইবার আবশ্যক নাই।—১৮৪৮ সালের ১৭ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৯৩। যে উইলের প্রোবেট সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা দেওয়া গিয়াছে তাহা কেবল ঐ কোর্টের দ্বারা অন্যথা করা যাইতে পারে।—১৮৪৪ সালের ১৬ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৫ পৃষ্ঠা।

৩৯৪। মৃত ব্যক্তির মরণ সময়ে তাহার দখলে যে সম্পত্তি ছিল না সেইপ্রকার সম্পত্তি পাইবার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের দত্ত লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেশনপ্রযুক্ত জিলার আদালতের সরাসরী সাহায্যের ঐ মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত দাওয়া করিতে পারে না।—১৮৪৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬১ পৃষ্ঠা।

৩৯৫। উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্বের বিষয়ে কেবল ১৮৪১ সালের ১৯ ও ২০ আইনানুসারে অথবা মোকদ্দমাসম্পর্কীয় মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরদিগকে যখন আদালতে হাজির হইবার হুকুম হয় কেবল সেই২ গতিকে সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে।—১৮৪৫ সালের ২২ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৭ পৃষ্ঠা।

---

* এইমত ক্ষমতা যদি সর্টিফিকটধারি ব্যক্তিকে না দেওয়া যায় তবে " " এই চিহ্নের মধ্যের কথা সর্টিফিকটে লেখা যাইবেক না।

২৩ ধারা।

উন্মাদ ব্যক্তিরা।

৩৯৬। উন্মাদ ব্যক্তির সম্পত্তি কেবল অন্যায়ের বিষয় লইয়া হইতে পারে অতএব দেওয়ানী আদালতের তাহাতে হাত দেওনের কোন আইন নাহি।—১৮৪১ সালের ৫ নবেম্বরের ১৩১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪ ধারা।

দ্রব্যাদি বিষয়ের নালিশ ও হিসাব।

৩৯৭। হিসাবের মোকাবিলা হইয়া যে টাকা পাওনা দৃষ্ট হইল তাহার জন্যে ফরিয়াদী নালিশ করিল। আসামী কহিল যে ফরিয়াদী আমাকে সম্পূর্ণ ফারখৎ লিখিয়া দিয়াছে। পরে সাক্ষ্যের দ্বারা দৃষ্ট হইল যে ঐ ফারখৎ কোন বিশেষ নিয়ম-ক্রমে দেওয়া গিয়াছিল এবং ঐ নিয়ম প্রতিপালন হয় নাই অতএব ফরিয়াদীর যে টাকা পাওনা সাব্যস্ত হইল তাহা মায় সুদের ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

৩৯৮। দুই জন ইউরোপীয় দোকানদারের হিসাবের বিষয়ে বিবাদ হইল এবং আদালত তাহার কাগজপত্র তেজারতের কর্ম্মনিপুণ এক জন সাহেবের হাতে অর্পণ করিলেন এবং তাঁহার রিপোর্টক্রমে ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ২৬ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১১৭ পৃষ্ঠা।

৩৯৯। কতক বাকী টাকা পাইবার জন্যে আনন্দ ও বলরাম জিলার আদালতে কাশীনাথ ও দীনবন্ধুর নামে নালিশ করিল কিন্তু ঐ মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিসমিস হইল। পরে প্রবিন্সাল আদালতে আপীল হইলে কাশীনাথের ঐ বাকী টাকার যে হিস্যা ছিল তাহা স্বীকার করিয়া পরিশোধ করে। কিন্তু প্রবিন্সাল আদালত জিলার আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিয়া হুকুম করিলেন যে কাশীনাথের ঐ কর্জ্জ স্বীকার করাতে দীনবন্ধুর তদ্বিষয়ের দায়ী হওনের প্রমাণ হয় না। পরে আনন্দ ও বলরাম সদর দেওয়ানী আদালতে খাস আপীল করিল কিন্তু অধস্থ আদালতের সমস্ত ডিক্রী মঞ্জুর থাকিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ১১ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৩৮ পৃষ্ঠা।

৪০০। প্লেন্টাণ্ডেন্টের পূর্ব্ব পুরুষ আপেলান্টের পূর্ব্ব পুরুষের যে টাকা তছরুফ করিয়াছিল কথিত হইল এমত টাকার বিষয়ের দাওয়া হইয়া ডিসমিস হইল যেহেতুক ঐ কথিত তছরুফের কিছু প্রমাণ দেওয়া গেল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৮৩ পৃষ্ঠা।

৪০১। ফরিয়াদীর কতক ঔষধীয় দ্রব্য আসামীর গুদামেতে জবরদস্তী করিয়া আটক করা গিয়াছিল এবং সেখানে বর্দি-প্রযুক্ত তাহা নষ্ট হইল। তাহাতে ফরিয়াদী ক্ষতিপূরণার্থে দশ হাজার টাকার বাবৎ নালিশ করিল। কিন্তু ঐ দ্রব্য বেআ-ইনীমতে যে আটক করা গিয়াছিল অথবা তাহাতে মনোযোগ ছিল না ইহার প্রমাণ না হওয়াতে মোকদ্দমা সকল আদালতে ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১০ সালের ৫ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩০০ পৃষ্ঠা।

৪০২। জাহাজের মালিক এবট আপনার এজেন্ট ও মহাজনেরদের পক্ষে যে ব্যক্তি জাহাজ ভাড়া করিল অর্থাৎ বেনে-টের উপর এই মজমুনে এক হুণ্ডী দিলেন যে জাহাজ বন্দরে পঁহুছিলে পর ও খালাস হইলে সেই হুণ্ডীর টাকা দেওয়া যাই-বেক। কিন্তু জাহাজ নষ্ট হওয়াতে ঐ হুণ্ডী ব্যর্থ হইল কিন্তু যে এজেন্টের কুঠীর পক্ষে হুণ্ডী হইয়াছিল তাহারা ঐ হুণ্ডীর তুল্য সংখ্যক মালের বিমা করিয়াছিল। পরে ঐ জাহাজ যত কাল বেনেটের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল তত কালের জন্যে এবট তাহার নামে জাহাজের ভাড়ার বাবৎ নালিশ করিলেন। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এবটের মহাজনেরা বিমার জন্যে যে টাকা পাইয়াছিল তাহা বেনেট আপনার দেনা টাকাহইতে বাদ দিবার দাওয়া করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদা-লতের ১৮১২ সালের ২০ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৫ পৃষ্ঠা।

৪০৩। আনন্দ বলরামকে পাঁচ শত টাকার এক কেতা প্রোমিসরি নোট বিক্রয় না করিয়া ভ্রমপ্রযুক্ত দুই হাজার টাকার এক কেতা নোট দিল এবং তৎপরে ঐ দুইয়ের শত সংখ্যক টাকার বৈলক্ষণ্য ছিল তত টাকা পাইবার জন্যে নালিশ করিল। বলরাম ঐ নোট আপনার মোক্তার কাশীনাথের নিকটে বিক্রয় করিয়াছিল এবং কহিল যে এই ভ্রমের বিষয় আমি কিছু জানি না। তাহাতে প্রমাণ দেওয়া গেল যে কাশীনাথের সঙ্গে আনন্দের কিছু লেনাদেনা নাহি এবং বলরামের বিরুদ্ধে ডিক্রী

হইল এবং তাহাকে কহা গেল যে ঐ বৈলক্ষণ্য টাকার জন্যে তুমি কাশীনাথের নামে নালিশ করিতে পার।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৮ সালের ৩০ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৮১ পৃষ্ঠা।

৪০৪। যদি কোন অপরাধের (যথা জাহাজহইতে নৌকা লইয়া পলায়নের) বিষয়ে ফৌজদারীতে দণ্ড হয় তবে তৎপ্রযুক্ত ঐ নৌকার মালিকের দেওয়ানীতে নালিশ করণের প্রতিবন্ধক নাই এবং সেই কর্ম্মে যাহারা সাধারণে কিম্বা একে২ লিপ্ত ছিল তাহারা সকলি দায়ী।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১ পৃষ্ঠা।

৪০৫। বিলায়ত আপীলসম্পর্কীয় এক ব্যক্তি কলিকাতায় এক কুঠীর সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিল যে আমি যদি জয়ী হই তবে ঐ আপীল চালাওনেতে তোমারদের ক্লেশ ও খরচার জন্যে আমি নির্দ্দিষ্ট এত টাকা তোমারদিগকে দিব সেই নির্দ্দিষ্ট টাকা পাইবার জন্যে ফরিয়াদী নালিশ করিল। তাহাতে প্রমাণ হইল যে ঐ বন্দোবস্তের নিয়ম পূর্ণ হইয়াছে অতএব ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইল। আসামী এই ওজর করিল যে এক্ষণকার ফরিয়াদীর হাতে সেই বন্দোবস্তপত্র অর্পণ করিতে ঐ কুঠীর সাহেবেরদের ক্ষমতা ছিল না এবং তাহা বেআইনী কিন্তু সেই ওজর গ্রাহ্য হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৮ সালের ২৭ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২২২ পৃষ্ঠা।

৪০৬। আসামী এক জন গোমাশ্‌তার দ্বারা ফরিয়াদীর সঙ্গে লেনাদেনা আরম্ভ করিলে হিসাবের মোকাবিলাতে যে বাকী টাকা দুষ্ট হইল তাহার জন্যে নালিশ করিল। আসামী কহিল যে আমি এই টাকা ধারি না। সদর আদালত মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের জন্যে ফিরিয়া পাঠাইলেন এবং প্রধান সদর আমীনকে এই বিষয়ে চেতাইলেন যে তিনি এক জন আসামীকে সাক্ষী করিয়াছিলেন এবং ১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের হুকুমের বিরুদ্ধে বাদিপ্রতিবাদিরদের মোকদ্দমা যেরূপে চালাইতে হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৫৫ পৃষ্ঠা।

৪০৭। এক মোকদ্দমায় হিসাবের বাদ দেওনের দাওয়া হওয়াতে তাহার তজবীজ না হইয়া তাহা নূতন মোকদ্দমার হেতু বলিয়া অগ্রাহ্য করিলেন তাহাতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৫ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৫ ধারা।

মোক্তার।

৪০৮। এক জন মোক্তার আপনার মনিবের জন্যে সরবলওফার কটক্রমে যে ভূমি বিক্রয় করিয়াছিল তাহা ইহা বলিয়া মুসলমানের শরার অনুসারে বাতিল হইল যে ঐ মোক্তারকে যে ক্ষমতাপর্ণ হইয়াছিল তাহার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছে এবং সেই ভূমি অতিশয় কম মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে এবং ক্রেতা ও গোমাশ্‌তারদের মধ্যে ছল দুষ্ট হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৫৫ পৃষ্ঠা।

৪০৯। এক জন স্ত্রী শাদা কাগজে দস্তখৎ করিয়া তাহা এক ব্যক্তিকে দিবার জন্যে আপনার মোক্তারদিগের জিম্মায় রাখিল এবং সেই স্ত্রীর অজ্ঞাতসারে এবং তাহার বিনানুমতিতে সেই কাগজে এক বন্দোবস্ত লেখা গেল। সদর আদালত হুকুম করিলেন যে সেই বন্দোবস্ত অসিদ্ধ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ৩০ অক্টোবরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১১০ পৃষ্ঠা।

৪১০। আনন্দময়ী দাসী কহিল যে বলরাম আমার মোক্তারস্বরূপ আমার নিমিত্তে কতক টাকা লইয়া ভূমি খরীদ করিয়াছিল সেই ভূমির দখলের বিষয়ে ঐ স্ত্রী দাওয়া করিল এবং তাহার সেই সকল কথা প্রমাণ হওয়াতে তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ২ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৩২ পৃষ্ঠা।

৪১১। মোক্তারী ও দালালী ব্যবসায়ী দুই ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে হাওলাতে কতক দ্রব্য বিক্রয় করিল ঐ ক্রেতা ব্যক্তি দেউলিয়া হইল এবং তদ্বিষয়ে তাহারদিগকে দায়ী করা গেল। সেই ডিক্রীর মূল এই যে তাহারা ঐ বিক্রয়ের উপর যে প্রকার কমিস্যন লইয়াছিল তাহাতে অবশ্য বোধ হইল যে সেই বিক্রয়ের ঝুঁকী তাহারা আপনারদের উপর লইয়াছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৪৯ পৃষ্ঠা।

৪১২। বিষ্ণুপ্রিয়ার মৃত স্বামী নীলামে যে ভূমি খরীদ করিয়াছিল তাহার বাবৎ আনন্দ ইহা বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার উপর দাওয়া করিল যে সেই ভূমি ঐ ব্যক্তি আমার মোক্তারের ন্যায় খরীদ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা সাব্যস্ত হইল না বরং অনুভবের প্রমাণের দ্বারা দুষ্ট হইল যে বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বামী আপনার নিমিত্তে সেই ভূমি খরীদ করিয়াছিল অতএব ঐ দাওয়া ডিসমিস করণের হুকুম হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১২ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৩১ পৃষ্ঠা।

৪১৩। এক পাট্টার বিষয়ে এই প্রমাণ হইল যে জায়গীরদারের বিনানুমতিতে তাহার মোক্তার তাহা দিয়াছিল এই-প্রযুক্ত ঐ পাট্টা বাতিল হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১৩ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৩৮ পৃষ্ঠা।

৪১৪। আনন্দ বলরামের নামে কতক ভূমির বিষয়ে ইহা বলিয়া নালিশ করে যে আমি সেই ভূমি বলরামের মারফৎ এবং বলরামের নামে নীলামে খরীদ করিয়াছিলাম এবং বলরাম তৎপরে সেই ভূমির বিক্রয়পত্র আমাকে লিখিয়া দেয়। কিন্তু এক্ষণে ঐ বলরাম চাতুরীক্রমে সেই ভূমি আপন দখলে রাখিতেছে এবং আমার স্বত্ব অস্বীকার করিতেছে। কিন্তু ঐ কথিত বিক্রয়পত্র সাব্যস্ত হইল না এবং মোকদ্দমা ডিসমিস করণের ডিক্রী হইল। এবং তৎসময়েও ধার্য্য হইল যে ঐ বিক্রয়পত্র বিনা এই মোকদ্দমার পোষক আর কিছু নাই যেহেতুক ফরিয়াদী যদ্যপিও ঐ ভূমি নীলামে আসামীর নামে প্রকৃতার্থে খরীদ করিয়াছিল তথাপি সেই প্রকার বেনামী খরীদ আইনে নিষেধ ছিল এবং সেই প্রকার খরীদ কোন নালিশের মূল হইতে পারে না এবং খরীদারের পক্ষে আদালত কিছু করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৮৯ পৃষ্ঠা।

৪১৫। যে এক ব্যক্তিকে আপেলান্টেরা আপনারদের পক্ষে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা দেয় নাই এমত ব্যক্তি তাহারদের পক্ষে নালিশ করিলে যে ডিক্রী হয় তাহার দ্বারা ঐ আপেলান্টেরদের নালিশ করণের স্বত্বের নিবারণ হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ১২ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৪ পৃষ্ঠা।

২৬ ধারা।

বার্ষিক বৃত্তি।

৪১৬। নদীয়ার জমীদার আপনার জমীদারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিয়া আপনার জমীদারী সরকারী কর্ম্মকারকেরদের জিম্মায় থাকন সময়ে যে মুশাহেরা সরকারের স্থানে পাওয়া গেল তাহাহইতে এক বার্ষিক বৃত্তি কনিষ্ঠ পুত্রেরদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ জমীদারী যে ব্যক্তির দখলে আছে সেই ব্যক্তির সেই বৃত্তি দিতে হইবেক যেহেতুক ঐ ব্যক্তি বৃত্তিভোগিরদের অনুমতিবিনা সরকারী মুশাহেরা ত্যাগ করিয়া জমীদারীর সরবরাহ কার্য্যের ভার আপনি গ্রহণ করিলেন এবং তাহার রাজস্বের উপর যে বরাৎ দেওয়া গিয়াছিল তাহার বিষয়ে মুতবাৎ তিনি দায়ী হইলেন। এমত গতিকে সেই জমীদারীর কতক ভাগ নীলাম হইলে ঐ বৃত্তির সংখ্যা কম হওনের যোগ্য নহে। এ বৃত্তিভোগিরদের স্বত্ব দুইবার স্বীকার হইয়াছিল এবং তাহার উপর আপীল করণের এইমাত্র অভিপ্রায় ছিল যে টাকা দেওনের বিলম্ব হয় অতএব সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিলেন যে উত্তর কালে ঐ বার্ষিক বৃত্তি দেয় হইবামাত্র তাহা দেওয়ান যাইবেক এবং যদি আবশ্যক হয় তবে তন্নিমিত্তে ভূমিও বিক্রয় হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ৯ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৩৩ পৃষ্ঠা।

৪১৭। বলরামের জমীদারীহইতে আনন্দের এক বার্ষিক বৃত্তি পাওনা আছে। তাহাতে সেই বৃত্তির নিরিখের বিষয়ে বিরোধ হওয়াতে বলরাম এই বন্দোবস্ত করিল যে অন্যান্য যে বৃত্তিভোগিরা এমত অবস্থায় আছে তাহারদের পক্ষে যত টাকার আদালত ডিক্রী করেন তত টাকা তোমাকে দিব। তাহাতে ধার্য্য হইল যে এ বন্দোবস্ত যে তারিখে হয় সেই তারিখঅবধি বলরাম তাহার দ্বারা বদ্ধ আছে কিন্তু তাহার পূর্ব্ব বৎসরের বৃত্তির যে টাকা বাকী আছে তাহার বিষয়ে সেই বন্দোবস্ত খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ১৬ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৬২ পৃষ্ঠা।

৪১৮। যদি আদালত এমত বিশেষ হুকুম করেন যে মাসে২ কোন ব্যক্তিকে মুশাহেরা দেওয়া যাইবেক তবে তৎপ্রযুক্ত তাহার মরণের পর তাহার উত্তরাধিকারিরা তাহার বিষয়ে দাওয়া করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ২০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৩৪ পৃষ্ঠা।

৪১৯। এক জন জমীদার আপন জীবদ্দশায় আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে জমীদারীর অংশ না দিয়া এক বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তাহাতে ধার্য্য হইল যে সেই বৃত্তি তাহার উত্তরাধিকারিরা ভোগদখল করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৯ সালের ২৯ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৩১৮ পৃষ্ঠা।

৪২০। এক বার্ষিক বৃত্তিভোগি ব্যক্তির মহাজন এবং আসেনিকে তাহার বৃত্তির এক অংশ দিবার অঙ্গীকার হইলে সেই বৃত্তিভোগির মৃত্যুর পর তৎক্রমে কোন দাওয়া হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ১৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৫ পৃষ্ঠা।

২৭ ধারা।

কুঠী ও বখরাদারী।

৪২১। হিসাব মোকাবিলার বাকী ৭১৫৮৲ টাকার বাবৎ আপেলাণ্ট রেসপাণ্ডেণ্টের উপর দাওয়া করিল কিন্তু তাহা ইহা বলিয়া ডিসমিস হইল যে ঐ রেসপাণ্ডেণ্ট দুষ্টত এক জন কুঠীওয়ালার গোমাশ্তার ন্যায় কার্য্য করিল এবং সেই টাকার বিষয়ে সে আপনি দায়ী ছিল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ১৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৯৭ পৃষ্ঠা।

৪২২। এক কুঠীর কর্ত্তা বখরাদার এক হুণ্ডী হাওলাতে দিয়া তাহার সমুদয় টাকার ফারখৎ লিখিয়া দিল এবং যে কুঠীর উপর হুণ্ডী দেওয়া গেল তাহারা তাহার টাকা দিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে এই কর্ম্মেতে কিছু প্রবঞ্চনা দেখা যায় না অতএব তাহার ফারখৎ সিদ্ধ জ্ঞান হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১০৪ পৃষ্ঠা।

৪২৩। এক কুঠীর যে কর্জ্জ দেনা ছিল তাহার বাবৎ ঐ কুঠীর পূর্ব্বকার বখরাদার বলরাম এবং তাহার ভ্রাতা কাশীনাথের নামে আনন্দ দাওয়া করিল। তাহাতে বলরাম বখরাদারী নিবৃত্তি করণের এক দলীল আদালতে উপস্থিত করিল কিন্তু সেই কুঠী দেউলিয়া হওনের কেবল ছয় মাস পূর্ব্বে তাহা লেখা গেল অতএব তাহা ছলক্রমে হইয়াছে ধার্য্য হইল এবং বলরাম সেই দাওয়াহইতে মুক্ত হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২৯ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৯৩ পৃষ্ঠা।

৪২৪। এক কুঠীর প্রধান গোমাশ্তার আপন নামে এবং আপনার পুত্রের নামে এক স্বতন্ত্র কুঠী ছিল। সেই প্রধান গোমাশ্তার নিকটে কতক টাকা আমানৎ হইল। এবং যদ্যপি ঐ ব্যক্তি আপনাকে গোমাশ্তা মোখ্তারকার বলিয়া ঐ টাকার রসীদ দিল তথাপি সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে সেই ব্যক্তি যে কুঠীর গোমাশ্তা ছিল সেই কুঠীর বখরাদারের স্থানে ঐ টাকা আদায় হইতে পারে না। এই মোকদ্দমায় এই প্রমাণ হইল যে ঐ গোমাশ্তা মাসে শতকরা আট আনার হিসাবের সুদে আপনার নিমিত্তে ঐ টাকা লইয়া ব্যয় করিয়াছিল এবং ঐ টাকাগ্রহীতা যে কুঠীওয়ালারদের গোমাশ্তা ছিল সেই কুঠীওয়ালারদের নিকটে জমা হইয়াছিল এমত প্রমাণ দেওয়া গেল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২৪ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২০৪ পৃষ্ঠা।

৪২৫। এক তেজারতের বখরাদারী স্থাপন হইল কিন্তু কোন শরাকৎনামা ছিল না সেই বখরাদারীর লাভ পাইবার জন্যে নালিশ হইল। সেই বখরাদারীর প্রমাণ হওয়াতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইল। যদ্যপি হিন্দুরদের শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণেরদের মদিরার ব্যবসা করণের নিষেধ আছে তথাপি সেই প্রকার ব্যবসায়িবদের হিসাব মোকাবিলা হইলে তাহারা আপন২ অংশ পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ১৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৮৪ পৃষ্ঠা।

৪২৬। এক কুঠীর সংস্থানহইতে কতক টাকা কর্জ্জ দেওয়া গেল এবং খত সেই কুঠীর প্রধান গোমাশ্তার পক্ষে লেখা গেল। তাহাতে সেই কুঠীর প্রধান বখরাদার তাহার বিষয়ে দাওয়া করিল এবং তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৮ সালের ২৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৫৩ পৃষ্ঠা।

৪২৭। কুঠীর কর্ত্তা বখরাদার সকল শরীকের নামে এক খত লিখিয়া দিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ কুঠীর সকল বখরাদার সাধারণে তদ্বিষয়ে দায়ী আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১ পৃষ্ঠা।

৪২৮। কতক বণিকেরা হিসাবের বাকী টাকার বিষয়ে দাওয়া করিল এবং যদ্যপি সেই টাকার কোন নিদর্শনপত্র ছিল না তথাপি গোমাশ্তা ঐ কুঠীর খাতা বহীর সত্যতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিল এবং তাহা বিশ্বাস না করণের কোন হেতু দৃষ্ট না হওয়াতে ঐ বণিকেরদের খাতাবহীর অনুসারে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ২১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৫৪ পৃষ্ঠা।

৪২৯। খাতকের খাতাবহীতে তাহার কর্জ্জের এক অংশ পরিশোধ হইয়াছে লেখা ছিল এবং তাহার উত্তরাধিকারী ঐ খাতা বহী সাক্ষ্যস্বরূপ আদালতে দাখিল করিল কিন্তু তাহা প্রচুর প্রমাণের ন্যায় গ্রাহ্য হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৪২ পৃষ্ঠা।

৪৩০। ধার্য্য হইল যে বেণের খাতাবহীতে যাহা লেখা থাকে তাহার অন্য প্রমাণের দ্বারা পোষকতা না হইলে তাহা কর্জ্জের মাতবর প্রমাণ নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৭১ পৃষ্ঠা।

৪৩১। বণিকের কুঠীর খাতাবহীর হিসাবের প্রামাণ্যের বিষয়ে যদি সেই হিসাবলেখক শপথ করে অথবা যদি অন্য কোন মান্য কুঠীর খাতাবহীতে সেই বিষয় লেখা থাকনপ্রযুক্ত তাহার প্রামাণ্যের অনুভব হয় তবে ঐ কুঠীর খাতাবহী কর্জ্জের উত্তম প্রমাণ হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৪১৭ পৃষ্ঠা।

৪৩২। ধার্য্য হইল যে কোন কুঠীর বখরাদারেরদের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে কোন বিশেষ টাকার বিষয়ে নালিশ না করিয়া তাহারদের হিসাব সাধারণমতে মোকাবিলা করণের বিষয়ে নালিশ করিতে হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ১৭ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৭৭ পৃষ্ঠা।

৪৩৩। এক শরাকৎনামার আসল টাকা ও সুদ অর্থাৎ ৪১,০০০৲ টাকা পাইবার নালিশ হইল এবং কথিত হইল যে আসামী ২১,০০০৲ টাকা ফরিয়াদীকে দিয়াছিল কিন্তু ফরিয়াদী কহিল যে আমি সেই টাকা কখন পাই নাই। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ কার্য্য হওনের সময়অবধি এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়পর্য্যন্ত প্রায় দ্বাদশ বৎসর গত হইল অতএব এত কালের পর সেই টাকা যে আসামী নিতান্ত দিয়াছিল ইহার প্রমাণ দিতে তাহার প্রতি হুকুম হইতে পারে না এবং ঐ দাওয়া সম্পূর্ণরূপে ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ১৯ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৫১ পৃষ্ঠা।

৪৩৪। এক তেজারতের কুঠীর বখরাদারেরা যাহারদের সঙ্গে ব্যবসা করিত তাহারদের নিকটে আপনারদের গোমাশতার কার্য্য যদ্যপি কোন লিখিত দলীলের দ্বারা স্বীকার করে নাই তথাপি ঐ গোমাশ্‌তা আপনার মনিবের পক্ষে কার্য্য করিতেছিল ইহার দৃঢ় প্রমাণ হওয়াতে ঐ বখরাদারেরা আপনারদের ঐ গোমাশ্‌তার কর্ম্মের দ্বারা দায়ী আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১৭ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৮ ধারা।

হুণ্ডী।

৪৩৫। আপেলান্টকে এক হুণ্ডী হাওলাতে দেওয়া গিয়াছিল এবং রেসপাণ্ডেণ্ট সেই টাকার বিষয়ের দাওয়া করিল। যে ব্যক্তিরা হুণ্ডী দিয়া তাহারা হিসাব মোকাবিলা করিয়া টাকার ফারখৎ দিল এবং এই কার্য্যেতে কোন ফেরেবী অথবা অযথার্থতা দুষ্ট না হওয়াতে দাওয়ার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১০৪ পৃষ্ঠা।

৪৩৬। যে ব্যক্তির উপর এক হুণ্ডী দেওয়া গেল সেই ব্যক্তি তাহাতে সহী করিল কিন্তু টাকা দিল না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে সেই হুণ্ডীর বিক্রেতারা সেই টাকার বিষয়ে প্রথমে দায়ী এবং যে ব্যক্তি ঐ হুণ্ডী সহী অর্থাৎ স্বীকার করিল তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ১০ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৭৭ পৃষ্ঠা।

৪৩৭। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যে ব্যক্তির উপর হুণ্ডী দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি তাহার টাকা না দিলে ঐ হুণ্ডী বিক্রেতা তাহার টাকার বিষয়ে প্রথমে দায়ী এবং যদি সেই বিক্রেতা হুণ্ডীর খরীদারের অনুমতি না পাইয়া সেই খরীদারের জন্যে হুণ্ডীর টাকা অন্য কুঠীওয়ালার হাতে আমানৎ করে তবে তাহার দ্বারা সেই বিক্রেতা দায়হইতে মুক্ত হয় না। এবং ঐ হুণ্ডী বিক্রেতা সেই হুণ্ডী ফিরিয়া না পাওয়াতে অথবা ঐ হুণ্ডী বাতিল না করাতে অনুভব হয় যে ঐ খরীদারের অনুমতি দেওয়া যায় নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৩ সালের ২৪ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২৪৮ পৃষ্ঠা।

৪৩৮। কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের বাহিরে যে স্থানে কোন ইষ্টাম্পের ব্যবহার নাই সেই স্থানে যদি কোন হুণ্ডী সাদা কাগজে লেখা যায় তবে তাহা অসিদ্ধ নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ১৪ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৪৯ পৃষ্ঠা।

৪৩৯। ধার্য্য হইল যে জাল হুণ্ডীর বিক্রেতা যদি সেই হুণ্ডীর টাকা পাইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তিকে টাকা দিতে হইবেক হুণ্ডীতে লেখা আছে সেই ব্যক্তির যদি সন্ধান নাই এবং সেই হুণ্ডী নিতান্ত জাল ইহার প্রমাণ হয় তবে যে ব্যক্তির উপর হুণ্ডী দেওয়া গেল সেই ব্যক্তি নালিশ করিলে হুণ্ডী বিক্রেতা টাকা দিবার বিষয়ে দায়ী হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ১১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৯ পৃষ্ঠা।

২৯ ধারা।

"চামপার্টি।"—অর্থাৎ মোকদ্দমা ফুরাইয়া লওন।

৪৪০। আপেলান্ট এক জনের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিল যে আমার মোকদ্দমার যত টাকা খরচা লাগে তাহা যদি আগাম দেও তবে আমার পক্ষে ডিক্রী হইলে যে জমীদারীর দাওয়া করিতেছি তাহার অর্দ্ধেক তোমাকে দিব। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই মত বন্দোবস্ত আইনবিরুদ্ধ এবং আপীল গ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে তাহা বাতিল করিতে হুকুম দিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ১৯ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১২ পৃষ্ঠা।

৪৪১। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যদি কোন ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করে যে মোকদ্দমার খরচাতে যাহা আবশ্যক তাহা আমাকে দিলে যে সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া করিতেছি তাহার সিকী তোমাকে দিব তবে তাহা বেআইনী।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৩১ পৃষ্ঠা।

৪৪২। এক জন অন্যের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিল যে মোকদ্দমার খরচা তুমি আগাম দিলে যে সম্পত্তির দাওয়া করিতেছি তাহার ষোল আনার চৌদ্দ আনা তোমাকে দিব। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই বন্দোবস্ত বেআইনী।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ১৫ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৯৮ পৃষ্ঠা।

৪৪৩। যদি কোন ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করে যে মোকদ্দমার খরচার টাকা আগাম দিলে সম্পত্তির এক অংশ তোমাকে দিব তবে তাহা বেআইনী এবং যাহারা এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিল তাহারা ঐ সম্পত্তি পাইবার মোকদ্দমা করিলে ঐ মোকদ্দমা ননসুট হওনের যোগ্য হইবেক।—১৮৪২ সালের ২৫ আপ্রিলের সদরসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৯ পৃষ্ঠা।

৪৪৪। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে এক দাওয়া বিক্রয়ের দ্বারা হস্তান্তর হইল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ হস্তান্তরের দ্বারা ঐ দাওয়া নিষ্পত্তি করণের কোন প্রতিবন্ধক নাই। (ঐ দাওয়ার এইরূপ হস্তান্তর আপীলের মুখ্য হেতু এবং পরিশেষে অন্য সকল হেতু নিবৃত্ত হওয়াতে আপীলের আর কোন হেতু থাকিল না এই কার্য্য ইঙ্গরেজী আইনের চামপার্টি নামক যে নিষেধ আছে তাহাই)।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৪ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪১৩ পৃষ্ঠা।

৩০ ধারা।

চুক্তি ও বন্দোবস্ত।

৪৪৫। কোম্পানি সাহাদুরের তেজারতের কুঠীর এক জন অধ্যক্ষ সাহেব বেসপাণ্ডেন্টদের মধ্যের এক জন যে বন্দোবস্ত করিয়াছিল তৎক্রমে ৫৯২৪৲ টাকার দাওয়া করিলেন সেই দাওয়া ডিসমিস হইল যেহেতুক দৃষ্ট হইল যে সে ব্যক্তি আপনার বন্দোবস্ত উল্লঙ্ঘন করে নাই এবং আপেলান্ট তাহাকে সেই বন্দোবস্তের নিয়ম পূর্ণ করণের উপায়হীন করিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ২৯ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৮৮ পৃষ্ঠা।

৪৪৬। আনন্দ কহিল যে আমার সম্পত্তি কতক কাষ্ঠ কলিকাতায় বিক্রয় করণার্থে পাঠাইয়াছিলাম এবং বলরাম তাহা বেআইনীমতে ক্রোক করিল অতএব সেই কাষ্ঠের মূল্যের বিষয়ে বলরামের নামে নালিশ করিল। তাহাতে এই প্রমাণ হইল যে বলরাম কাশীনাথ ও দীননাথের সঙ্গে এক বন্দোবস্ত করিয়া ঐ কাষ্ঠ আনাইয়া দিয়াছিল। আনন্দ কেবল ঐ কাষ্ঠ কতক দূর পঁহুছাইয়া দিবার বিষয়ে জামিন হইয়াছিল এবং সেইপর্য্যন্ত সেই কাষ্ঠ পঁহুছাইয়া দেওনের পর তাহার ঐ কাষ্ঠে আইনানুসারে কোন সম্পর্ক বা স্বত্ব ছিল না অতএব আনন্দের দাওয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ৫ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৪৮ পৃষ্ঠা।

৪৪৭। আনন্দ বলরামের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিল যে মধ্যে২ তোমার স্থানে দাদনী পাইলে আমি নিয়মিত সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আড়াই শত মোন রেশম যোগাইয়া দিব এবং ঐ সমস্ত রেশম এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে দাখিল করা যাইবেক এবং দাখিল না হইলে যত শের বাকী থাকে তাহার শের প্রতি এক টাকা জরীমানা দিব। বলরাম কেবল একবার দাদন দিয়াছিল এবং আনন্দ আপনার বন্দোবস্ত পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিল। পরে বলরাম যত রেশম দেওয়া যায় নাই তাহার প্রতি শেরে এক টাকা জরীমানা এবং যে দাদন দেওয়া গিয়াছিল তাহার অবশিষ্ট রেশম পাইবার জন্যে আনন্দের নামে নালিশ করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ বন্দোবস্তের ভাবক্রমে বলরাম যত রেশমের দাদন দিয়াছিল কেবল তত রেশম না দেওনের জরীমানা উসুল করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৩ সালের ২৬ অক্টোবরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৮৯ পৃষ্ঠা।

৪৪৮। আনন্দ বলরামের সঙ্গে এক বন্দোবস্ত করিয়া স্বীকার করিল যে আমি যে টাকা তোমার কাছে দাদন পাইয়াছি তাহার মধ্যে ৭৭৪৬৲ টাকা আমার দেনা আছে এবং সেই টাকার বেশম আমি তোমাকে দিব না দিলে ঐ টাকা নগদ মায় সুদ ১৭৯৩ সালের ৩১ আইনের বিধির অনুসারে তোমাকে দিব। পরে বলরাম উক্ত আইনের ৩ ধারার ৭ প্রকরণেতে যে জরীমানা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার জন্যে নালিশ করিল। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ ব্যক্তির যে টাকা পাওনা ছিল তাহার উপর শতকরা কেবল ১২৲ টাকার হিসাবে সুদ পাইবেক যেহেতুক ঐ ৩ ধারার ৭ প্রকরণ এই মোকদ্দমাতে খাটে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৬ সালের ১৬ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৯২ পৃষ্ঠা।

৪৪৯। কএক জন চুক্তিকারক সরবরাহ করিবার বিষয়ে শোরার এজেন্ট সাহেবের স্থানে দাদন পাইয়াছিল এবং তাঁহার নিকটে জামিন দিয়াছিল। তৎপরে ঐ এজেন্ট সাহেবের দেওয়ান ঐ ব্যক্তিদের বন্দোবস্ত পূর্ণ করণের বিষয়ে জামিন হইলেন। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে অন্যান্য জামিনেরদের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া এজেন্ট সাহেব দেওয়ানের নামে নালিশ করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ২৮ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৩৮ পৃষ্ঠা।

৪৫০। আনন্দ ও বলরাম কাশীনাথের স্থানে এই নিয়মেতে কিছু সম্পত্তি খরীদ করিল যে এ কাশীনাথ বিনা অন্য কোন ব্যক্তির নিকটে তাহা বিক্রয় করিব না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে আনন্দ ও বলরাম যদি ঐ ভূমির এক পত্তনি তালুক দরপত্তনিসমেত এক উপরি ব্যক্তিকে দেন তবে তাহাতে তাহারদের বন্দোবস্ত উল্লঙ্ঘন হইল এবং পত্তনি অসিদ্ধ হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৫১ পৃষ্ঠা।

৪৫১। স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে ফরিয়াদী ও আসামীর মধ্যে বন্দোবস্ত হইল এবং তৎপরে নালিশ হইল। তাহাতে আসামী এই ওজর করিল যে আমারদের মধ্যে সওয়াল এই একবার ছিল এবং তাহা পূর্ণ না হইলে বন্দোবস্ত প্রতিপালন হইতে পারে না সেই একবার ফরিয়াদী লঙ্ঘন করিয়াছে। এবং এই নিয়ম ছিল যে নিয়মিত দিবসের মধ্যে ঐ একরার পূর্ণ হইবেক সেই মিয়াদও অতীত হইয়াছে। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই ওজর নামঞ্জুর করিলেন যেহেতুক ঐ আসামী মিয়াদ অতীত হইলে পর এ একরারের নিয়মের দ্বারা উপকারপ্রাপ্ত হইয়াছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৯ সালের ১৬ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৪৭ পৃষ্ঠা।

৪৫২। রেসপাণ্ডেণ্টেরদের পক্ষে এক ডিক্রী হইল কিন্তু তাহার উপর আপীল বিলাসতে হইল সেই ডিক্রী জারী করাওণার্থে আপেলাণ্টের পিতা চূড়ান্ত ডিক্রীর বিষয়ে জামিন হইল এবং তাহার বোধসরূপ রেসপাণ্ডেণ্টের স্থানে তাহাকে ১০,০০০ টাকা দিবার বন্দোবস্ত লিখিয়া লইয়া কথিত হইল যে এ টাকা আপেলাণ্টের পিতার মন্ডুমেতে তৃতীয় এক ব্যক্তির স্থানে কর্জ করা গিয়াছিল। রেসপাণ্ডেণ্টেরা আপনারদের খতের লিখিত মিয়াদের মধ্যে টাকা দিতে ত্রুটি করিল এবং আপেলাণ্টকে এই এত্তেলা দেওয়া গেল যে এই বিষয়ে তোমার নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইবেক তাহাতে ঐ ব্যক্তি টাকা দিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে আপেলাণ্ট এইরূপে যে টাকা দিল তাহা এবং ঐ এত্তেলার খরচা ফিরিয়া দিবার বিষয়ে রেসপাণ্ডেণ্টেরা দাবী আছে এবং ঐ খতের টাকা আপেলাণ্টের পিতা নিতান্ত উসুল করিয়াছিল কি না এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ৩ অক্টোবরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৬২ পৃষ্ঠা।

৪৫৩। আনন্দ কাশীনাথের স্থানে কতক টাকা লইয়া এই অঙ্গীকার করিল যে আমি যে২ ভূমি বলরামের নিকটে বন্ধক দিয়াছি তাহা উদ্ধার করিয়া তোমাকে অর্পণ করিব এবং যদি সেই ভূমি উদ্ধার করিতে না পারি তবে তাহার তুল্যমূল্যের অন্য ভূমি তোমাকে অর্পণ করিব। আনন্দ সেই ভূমি উদ্ধার করিতে পারিল না কাশীনাথ তুল্যমূল্যের অন্য ভূমির দাওয়া করিল অথবা এক অবশেষ আবন্ডী লিখিয়া যে টাকা সে আনন্দকে দিয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করিল। তাহাতে কাশীনাথ যত টাকা দিয়াছিল তাহার মায় সুদ তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল কিন্তু কোন ভূমির ডিক্রী হইল না যেহেতুক এই ধার্য্য হইল যে এ বন্দোবস্ত এইমত বিশেষ নহে যে তাহার উপর ভূমিবিষয়ক দাওয়া হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৩ সালের ২৪ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৪৮ পৃষ্ঠা।

৩১ ধারা।

হস্তান্তর।

৪৫৪। আনন্দের নিজ নামে এক এজমালী তালুক ছিল এবং সেই ব্যক্তি তাহার সরবরাহকার ছিল পরে সদর জমী-

দারের চাকরেরা রাজস্বের বাকীর জন্যে তাহাকে কয়েদ করিল এবং সে ব্যক্তি সেই বাকী টাকা পরিশোধ করণের কোন উপায় না দেখিয়া স্বেচ্ছাক্রমে কিন্তু অন্য শরীকেরদের বিশেষ অনুমতি বিনা ঐ জমীদারের মোখ্তার বলরামকে ঐ তালুক হস্তান্তর করিয়া দিল। ঐ শরীকেরা দশ বৎসরপর্য্যন্ত বলরামকে নির্বিরোধে ঐ তালুক দখল করিতে দিল। তদনন্তর ঐ শরীকেরা ঐ তালুক ফিরিয়া পাইবার জন্যে এই হেতুতে বলরামের নামে নালিশ করিল যে ঐ হস্তান্তর কেবল এক জন শরীকের দ্বারা হইয়াছিল এবং তাহা জবরদস্তী করিয়া লওয়া গিয়াছিল অতএব তাহা অসিদ্ধ। কিন্তু সদর আদালত আপনারদের পণ্ডিতের ব্যবস্থা লইয়া ধার্য্য করিলেন যে ঐ হস্তান্তরক্রমে বলরামের স্বত্ব মাতবর আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০১ সালের ২৯ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৪৫ পৃষ্ঠা।

৪৫৫। সাংঘাতিক পীড়ার সময়ে সম্পত্তি হস্তান্তর করণের যে এক পত্র লেখা গিয়াছিল তাহা বাতিল হইল যেহেতুক যে ব্যক্তি তাহা লিখিয়া দিল সে ব্যক্তি তৎসময়ে প্রকৃতমনাঃ ছিল কি না ইহার প্রমাণ দেওয়া গেল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৮৫ পৃষ্ঠা।

৪৫৬। দাওয়াদারের এক পুত্র বেঙ্গাপাণ্ডেটের নিকটে কতক ভূমি বিক্রয় করিল। দাওয়াদার এই হেতুতে ঐ ভূমি ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করিল যে সেই বিক্রয় করিতে তাহার ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আনুমানিক প্রমাণের দ্বারা তাহার বিপরীত বোধ হইল এবং দাওয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১৪ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১২৮ পৃষ্ঠা।

৪৫৭। আসামী কতক ভূমিতে ফরিয়াদীর মাতার স্বত্ব স্বীকার করিয়া এই প্রত্যুত্তর করিল যে ঐ স্ত্রী সেই সম্পত্তি এক দানপত্রের দ্বারা আমাকে অর্পণ করিয়াছে। কিন্তু ঐ দানপত্রের প্রমাণ দিতে না পারাতে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৫৭ পৃষ্ঠা।

৩২ ধারা।

কর্জ্জ।

৪৫৮। এক কর্জ্জ পরিশোধের জন্যে এক জমীদারী দেওয়া গেল। সেই জমীদারী পাইবার জন্যে নবাব নজফ খাঁয়ের উত্তরাধিকারিরা জেনরল মার্টিন সাহেবের ইষ্টেটের উপর দাওয়া করিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত হিসাব মোকাবিলা করিয়া দেখিলেন যে সেই কর্জ্জ পরিশোধ হইয়াছে এবং সেই দাওয়ার ডিক্রী করিলেন। এবং হিসাব মোকাবিলাতে যে টাকা দাওয়াদারেরদের দুষ্ট হইল তাহার অন্য নালিশ করিতে তাহারদিগকে অনুমতি দেওয়া গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২০ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৯৯ পৃষ্ঠা।

৪৫৯। কতক নিয়মক্রমে এক কর্জ্জের ফারখৎ দেওয়া গিয়াছিল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ নিয়ম যদি পূর্ণ না করা যায় তবে সে ফারখৎ মিথ্যা।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩৪৩ পৃষ্ঠা।

৪৬০। কর্জ্জের এক ভাগ সুপ্রিম কোর্টের হুকুমের দ্বারা আদায় হইয়াছিল তৎপরে ঐ মোকদ্দমা তথায় নিবৃত্ত হইল এমত স্থলে দাওয়াদার অবশিষ্ট টাকার জন্যে মফঃসল আদালতে নালিশ করিতে পারে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে নালিশের খরচা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া করিলে তাহা নামঞ্জুর হইবেক। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ১৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৬৬ পৃষ্ঠা।

৪৬১। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে এক জমীদারীর মালিকের ন্যায় রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেই ব্যক্তি যদি সেই জমীদারীর সরকারী রাজস্ব দেওনের জন্যে টাকা কর্জ করে তবে যথার্থ মালিক সেই জমীদারীর দখল পাইলে সেই কর্জ্জের বিষয়ে দায়ী হইবেক এবং ইহা হিন্দু শাস্ত্রের অনুযায়ী।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ৫ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৯৩ পৃষ্ঠা।

৪৬২। খাতক আপন জামিনের নিকটে সম্পত্তি বিক্রয় করিলে যদি তাহা জবরদস্তীতে হইয়াছে বলিয়া অন্যথা করা যায় তথাপি যে আসল টাকা জামিনের সম্ভ্রমক্রমে কর্জ্জ করা গিয়াছিল তাহা মায় সুদ ঐ জামিনকে দিতে আদালত খাতকের প্রতি হুকুম করিবেন। কিন্তু তৎসময়ে আদালত এই হুকুম দিলেন যে ঐ জামিন আসল মহাজনের নিকটে সেই টাকার বিষয়ে দায়ী আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২২ সালের ১১ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৫৬ পৃষ্ঠা।

৪৬৩। এক খতঅনুযায়ি কর্জ্জের বিষয়ি দাওয়া ডিসমিশ হইল যেহেতুক ফরিয়াদীরদের সাক্ষী মাতবর না হওয়াতে

সদর আদালত তাহারদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিলেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৯০ পৃষ্ঠা।

৪৬৪। এক কর্জের নালিশেতে খাতক এই ওজর করে যে আমি টাকা দিয়াছি এবং রসীদ দাখিল করিব কিন্তু সেই রসীদ লিখিত হওনের ছয় বৎসর পরে তাহাতে ইষ্টাম্প দেওয়া গিয়াছিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এইমত দলীল গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং এই কারণে ও অন্যান্য কারণেতে ঐ দাওয়া ডিসমিস করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ২৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১০৮ পৃষ্ঠা।

৩৩ ধারা।

জুয়াখেলা ও বাজীরাখা।

৪৬৫। যেহেতুক টাকার নিমিত্তে জুয়াখেলার কর্ম্ম ও বাজী রাখণের কর্ম্মেতে অপ্রবৃত্তি করা বিহিত আছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। জুয়াখেলাতে কিম্বা বাজী রাখাতে কথার দ্বারা বা লিখনের দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে যে সকল পণ রাখা যায় তাহা ব্যর্থ ও বাতিল হইবেক। এবং যে কোন টাকা অথবা মূল্যবান বস্তু বাজী রাখণেতে লাভ হইয়াছে কথিত হয় অথবা কোন জুয়াখেলা সমাপ্তির অপেক্ষায় কোন ব্যক্তির নিকটে গচ্ছিত হয় অথবা বাজী রাখা যায় সেই টাকা কিম্বা মূল্যবান বস্তু পাইবার নিমিত্তে কোন মোকদ্দমা আইনের কিম্বা এক্যুটিপক্ষের কোন আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারিবেক না ইতি।—১৮৪৮ সা। ২১ আ। ১ ধা।

৪৬৬। রাজকীয় চার্টরের দ্বারা স্থাপিত নানা আদালত কোন বিরোধি ক্রিয়া নিশ্চয় করিবার জন্যে কৃত্রিম বাজীর উপর মোকদ্দমার বিষয় তদারক করিবার হুকুম না করিয়া যেমন আদালতের "কামন লার" এলাকার সম্বন্ধে হয় তেমনি একুটি ও আডমিরালটী ও অন্যান্য এলাকার সম্বন্ধে সাক্ষিরদের নামে সফীনা জারী করিতে পারেন এবং মোকদ্দমায় সাক্ষিস্বরূপ আদালতের দরবারে তাহারদের মৌখিক সাক্ষ্য লইবার হুকুম দিতে পারেন। এবং এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে আদালতের ব্যবহারমতে সাক্ষ্য দিবার জন্যে কোন সাক্ষির উপযুক্তমতে তলব হইলে সেই ব্যক্তির যে প্রকারে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তলব হওয়া সাক্ষিরদের হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবেক এবং ত্রুটি করিলে কিম্বা আজ্ঞা না মানিলে অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সেই ব্যক্তি যে প্রকার দণ্ডের যোগ্য হইত সেই প্রকারে উক্তমতে তলব হওয়া সাক্ষী দণ্ডের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৪৮ সা। ২১ আ। ২ ধা।

৩৪ ধারা।

চাতুরী ও তছরুফ ও ঘুষ।

৪৬৭। এক পুত্র আপনার পিতার মরণানন্তর কতক বৎসরপর্য্যন্ত তাহার উইল প্রকাশ করে নাই এবং তাহার ভ্রাতা জিলা কি প্রিন্সিপাল আদালতে পৈতৃক জমীদারীর অংশের নিমিত্তে যে নালিশ করিল তাহাতেও সেই উইল দর্শায় নাই কিন্তু ঐ আদালতের ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইলে প্রথমবার ঐ উইল দর্শান গেল তাহাতে দৃষ্ট হইল যে ঐ উইলের দ্বারা আপেলান্টের আসল ওজর বিপরীত হয় এবং সদর আদালত ঐ উইল অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন যে সে উইল আপেলাণ্ট প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক গোপনে রাখিয়াছিল তাহার দ্বারা কিছু উপকার পাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ৫ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১১১ পৃষ্ঠা।

৪৬৮। বলরাম কতক ভূমি তাহার নামে খরীদ করিতে আনন্দকে হুকুম করিল কিন্তু আনন্দ বলরামের টাকা লইয়া ঐ ভূমি চাতুরীক্রমে আপনার নামে খরীদ করিল এবং অযথার্থ মতে আনন্দ তাহার দখল করিল। ঐ চাতুরীর প্রমাণ হওয়াতে ঐ ভূমির বলরামের পক্ষে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৩২ পৃষ্ঠা।

৪৬৯। এক অছিয়ৎনামাতে এক জন বিধবা জমীদারিণী আপনার স্বামির দুই জন অতিদূর কুটুম্বকে আপনার উত্তরাধিকারির ন্যায় স্বীকার করিল এবং এই নিয়মেতে ঐ জমীদারী তাহারদিগকে হস্তান্তর করিয়া দিল যে তাহারা তাহাকে যাবজ্জীবন প্রতিপালন করিবেক। তাহাতে সদর আদালত অনুমান করিলেন যে ঐ বিধবার আপনার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই জমীদারী হস্তান্তর করিবার মানস ছিল না এবং সেই বিষয়ে যে কথা অছিয়ৎনামাতে লেখা ছিল তাহা প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক লিখিত হইল অথবা সেই স্ত্রীর অনিচ্ছায় কোন অনুপযুক্ত উপায়ের দ্বারা তাহাতে তাহার সহী দেওয়া গেল অতএব ঐ অছিয়ৎনামা ছলপূর্ব্বক

হইয়াছে বলিয়া বাতিল হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৪৭ পৃষ্ঠা।

৪৭০। ভূমির কথিত খরীদের বিষয়ি একরারনামা যদ্যপি সাক্ষিদের সাক্ষ্যের দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছিল তথাপি তাহার ভাবের বিপরীত নানা বিষয়ের অনুভব হওয়াতে তাহা দুষ্টতঃ চাতুরীক্রমে হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ২৫ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৫৭ পৃষ্ঠা।

৪৭১। রামগড়নিবাসি ভূম্যধিকারী বেঙ্গপাণ্ডেন্টের স্থানে এক খত লওয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহা চক্রান্তে জিলার কালেক্টর সাহেবের দেওয়ানের সম্পর্কে হওয়াতে বিশেষ আইনের বিরুদ্ধ হইল আরো সেই খত অনুপযুক্তমতে প্রবৃত্তির দ্বারা পাওয়া গিয়াছিল অতএব ঐ খত বাতিল ও ব্যর্থ হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৬৫ পৃষ্ঠা।

৪৭২। ১৭৯৯ সালের ৭ আইন জারী হওনের পর যে প্রবঞ্চক মোখ্তার আপন নামে কালেক্টরী নীলামে ভূমি খরীদ করিতে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ ভূমির দখল পাইবার নালিশ হইলে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু কর্জের বিষয়ে নালিশ হইলে আদালত তাহাকে সেই টাকা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিতে পারেন। কিন্তু তৎপরে যদি প্রমাণ হয় যে ঐ মোখ্তার প্রকৃত খরীদারের নিকটে ঐ ভূমি অর্পণ করিয়াছে তবে আদালত সেই হস্তান্তর করণের বিষয়ে তাদৃশ তদারক না করিয়া ঐ কার্য্য সিদ্ধ করাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৯ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৯২ পৃষ্ঠা নোট।

৪৭৩। আনন্দ বলরামের কতক টাকা ধারে এবং তাহাকে আপনার জমীদারী বন্ধক দেয় এবং বন্ধকী খতের আট বৎসরের পূর্ব্বের তারিখ দেয় এবং আরো এই নিমিত্তে এক খত লিখিয়া দিল যে সেই কর্জ বৎসর২ কিস্তীর দ্বারা পরিশোধ হইবেক এবং এক "ওয়ারণ্ট অফ আটর্ণি" দিল। ইতিমধ্যে সরকারী বাকী খাজানার নিমিত্তে আনন্দের জমীদারী ক্রোক হইল এবং ঐ খতের কতক কিস্তীও বাকী পড়িল। তাহাতে বলরাম সুপ্রিম কোর্টে আপনার ঐ খত এবং ঐ ওয়ারণ্টক্রমে বিক্রয় সিদ্ধ করিবার দাওয়া করিল এবং ডিক্রী জারী করাইল। ডিক্রী জারীক্রমে ঐ ভূমি সরিফ সাহেব নীলাম করিলেন এবং কাশীনাথ তাহা খরীদ করিয়া খোশ খরীদে দুখিরামকে তাহা বিক্রয় করিল। সাত বৎসর পরে আনন্দের মৃত্যু হওয়াতে তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইহা বলিয়া সেই ভূমি ফিরিয়া পাইবার জন্যে বলরাম ও কাশীনাথ ও দুখিরামের নামে নালিশ করিল যে আনন্দ বলরামকে যে বন্ধক দিয়াছিল তাহা কৃত্রিম এবং কেবল অন্যান্য মহাজনেরা তাহার সম্পত্তি হস্তগত করিতে না পারে এই জন্যে তাহা দেওয়া গিয়াছিল। এবং বলরাম এই মজমুনে এক একরারনামা আনন্দকে লিখিয়া দিয়াছিল যে আমাকে দেওয়া বন্ধকপত্র ও খতক্রমে যদি জমীদারী বিক্রয় হয় তবে আমি আপনি তাহা খরীদ করিয়া আনন্দের পুত্রকে দিব। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই বন্দোবস্ত যদ্যপিও সাব্যস্ত করা যাইতে পারে তথাপি তাহার অভিপ্রায় অন্য ব্যক্তিদের স্বত্ব লোপ করা এবং তাহার দ্বারা বলরামের বিরুদ্ধে আনন্দ অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির কিছু উপকার হইতে পারে না এবং কাশীনাথ ও দুখিরাম এত্তেলা না পাইয়া টাকা দিয়া ঐ জমীদারী খরীদ করিয়াছিল অতএব তাহারদের বিরুদ্ধে ঐ বন্দোবস্ত আমলে আসিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৪ সালের ৫ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১১৮ পৃষ্ঠা।

৪৭৪। বেঙ্গপাণ্ডেন্টেরদের বিরুদ্ধে অন্য মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহারা তাহা এড়াইবার জন্যে প্রতারণাপূর্ব্বক আপেলাণ্টেরদের পক্ষে এক কৃত্রিম তালুক সৃষ্টি করিল এবং সেই তালুকের বিষয়ের মোকদ্দমা হওয়াতে তাহারদের সেই প্রতারণা স্বীকার করিতে হইল। তাহাতে তাহারদের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৯ সালের ১৯ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৩৪১ পৃষ্ঠা।

৪৭৫। এক ফরিয়াদী যে ভূমি বিক্রয় করিয়াছিল তাহা অন্যথা করিবার নিমিত্তে ইহা বলিয়া নালিশ হইল যে ঐ বিক্রয় নামমাত্র ও কৃত্রিম এবং কেবল আদালতের হুকুম এড়াইবার জন্যে হইয়াছিল। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে কোন ব্যক্তি আপনার অপকর্ম্মের দ্বারা উপকার পাইতে পারে না এবং ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৪ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৫৭ পৃষ্ঠা।

৪৭৬। যে ব্যক্তির স্বেচ্ছা অথবা জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের বিষয়ে ফৌজদারীতে দণ্ড হয় সেই ব্যক্তি তৎপরে ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ১২ ধারার নির্দ্দিষ্ট জরীমানার যোগ্য হইবেক না কিন্তু যে টাকা সেইরূপে লইয়াছিল তাহা ফিরিয়া দিবার জন্যে সুতরাং তাহার নামে দেওয়ানী নালিশ হইতে পারে।—১৮১৬ সালের ১২ জানুআরির ২৩১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৭৭। কোন ব্যক্তি যদি মন্দ অভিপ্রায়ে কোন সরকারী আমলাকে ঘুষ দেয় তবে ঐ কর্ম্ম অবশ্য অপরাধের মধ্যে গণ্য করিতে হইবেক।—১৮২৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের ৫২২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৭৮। আপেলান্টের পূর্ব্ব পুরুষের যে টাকা রেস্পাণ্ডেন্টের পূর্ব্ব পুরুষ তছরুফ করিয়াছিল কথিত হইল তাহার বিষয়ে দাওয়া হইল। কিন্তু ঐ কথিত তছরুফ প্রমাণ না হওয়াতে দাওয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৮৩ পৃষ্ঠা।

৪৭৯। টাকা ও সম্পত্তি তছরুফ করণের বিষয়ের এক মোকদ্দমায় প্রবিন্সাল আদালত হুকুম করিলেন যে তছরুফ হওয়া টাকা ফিরিয়া দিতে হইবেক এবং আসামীরদের যে এক জন এই বিষয় জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া রহিয়াছিল সেই ব্যক্তি তছরুফকরা টাকার তিন ভাগের এক ভাগ জরীমানা দিবেক। কিন্তু সেই নিষ্পত্তির উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হওয়াতে ঐ আদালত তাহা অন্যথা করিয়া কহিলেন যে আইনে এইমত কোন হুকুম নাই এবং তাহা দেওয়ানী আদালতের ব্যবহারের বিরুদ্ধ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ১৩ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৬৮ পৃষ্ঠা।

৩৫ ধারা।

খোশবিক্রয়।

৪৮০। আপেলান্টের স্থানে রেস্পাণ্ডেন্ট যে কতক ভূমি খরীদ করিয়াছিল কহিল তাহার বিষয়ের দাওয়া করিল আপেলান্ট তাহা অপহরণ করিয়া কহিল যে এ ভূমি অন্য ব্যক্তির সম্পত্তি এবং আমি কেবল তাহার মোক্তার। অতএব প্রমাণের অভাবে এবং প্রবঞ্চনার দৃঢ় অনুমান হওয়াতে দাওয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ২৫ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৫৭ পৃষ্ঠা।

৪৮১। কতক ভূমির ইহা বলিয়া দাওয়া হইল যে যে পরগনা করিয়াদীর নিকটে নীলামে বিক্রয় হইয়াছিল তাহার শামিল ঐ ভূমি আছে কিন্তু আসামী এই গুজর করিয়া তাহা ত্যাগ করিতে স্বীকার করে না যে আমি তাহা সাবেক জমীদারের কাছে খোশখরীদে লইয়াছিলাম। ঐ ভূমি যদ্যপি পৃথক্ হইয়া কালেক্টর সাহেব তাহার আলাহিদা মালগুজারী ধার্য্য করিয়াছিলেন তথাপি ইহা বলিয়া এ নীলাম অসিদ্ধ হইল যে আইনে সদর বোর্ড রেবিনিউর অনুমতি লইবার হুকুম আছে কিন্তু এস্থলে তাঁহারদের অনুমতি লওয়া যায় নাই অতএব সদর বোর্ড রেবিনিউ সেই ভূমি পুনরায় পরগনার শামিল করিয়া হুকুম করিলেন যে দাওয়াদারের নিকটে যে ভূমি নীলামে বিক্রয় হইয়াছিল তাহার সঙ্গে যোগ করেন। অতএব করিয়াদীর পক্ষে তাহার ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৩৯ পৃষ্ঠা।

৪৮২। আনন্দ কাশীনাথের স্থানে যে ভূমি খরীদ করিয়াছিল কহিয়া তাহার দখলের কারণ বলরাম ও কাশীনাথের নামে নালিশ করিল। বলরাম কহিল যে সেই ভূমি বিক্রয় করিতে আমার ক্ষমতা ছিল না এবং কাশীনাথ আমার নিকটে তাহার যে বিক্রয় করিয়াছিল তাহা যে নিয়মক্রমে হইয়াছিল সেই নিয়ম প্রতিপালন হয় নাই এবং বিক্রয় সিদ্ধ হইল না। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেওয়া গেল এবং দুষ্ট হইল যে বলরাম কেবল আপনার উপর সরকারী দাওয়া জারীক্রমে তাহার ভূমি নীলাম না হয় এ নিমিত্তে প্রস্তাবনা করিয়া এই গুজর করিয়াছে অতএব দাওয়াদারের পক্ষে ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ৩ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৬১ পৃষ্ঠা।

৪৮৩। বলরামের বিরুদ্ধে এবং কাশীনাথের উত্তরাধিকারিরদের বিরুদ্ধে কতক গ্রামের জন্যে আনন্দ নালিশ করিল এবং সেই দাওয়া এই জন্যে আনন্দের পক্ষে ডিক্রী হইল যে সেই ভূমির বিষয়ে বলরাম ও কাশীনাথের যে দাওয়া ছিল তাহা এক বেআইনী দলীলক্রমে হইল যেহেতুক তাহা ১৭৯৩ সালের ৩৮ আইনের ৩ ধারার বিরুদ্ধ। সেই ধারাতে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিবিনা ইউরোপীয়দিগকে ভূমি দখল করিতে নিষেধ ছিল। এবং আরো ঐ দলীল এইমত স্পষ্ট ছিল না যে তাহার দ্বারা ঐ গ্রামের বিষয়ের স্বত্ব নির্ণয় হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৯ সালের ১৮ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৮৫ পৃষ্ঠা।

৪৮৪। যে এক জন কতক ভূমির প্রকৃত ভূম্যধিকারী ছিল সেই ব্যক্তি সেই ভূমি বিক্রয় করিল এবং যদ্যপি ঐ ব্যক্তির নাম কখনো ভূম্যধিকারী বলিয়া কালেক্টর সাহেবের বহীতে রেজিষ্টরী হয় নাই এবং যদ্যপি বিক্রয়ের কিঞ্চিৎ কাল পরেও বিক্রেতার এক জন কুটুম্বের নামে তাহার রেজিষ্টরী থাকিল তথাপি সেই বিক্রয় সিদ্ধ ও মাতবর এমত ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ৭ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২৫৮ পৃষ্ঠা।

৪৮৫। যদি পিতা আপনার পুত্রের নামে ভূমি খরীদ করে এবং তাহা পুত্রের নামে রেজিষ্টরী হয় তথাপি যদি তাহা পিতার দখলে থাকে এবং প্রকৃতার্থে তাহার সম্পত্তি হয় তবে পুত্র তাহা হস্তান্তর করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ৫ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩৬৩ পৃষ্ঠা।

৪৮৬। কতক ভূমি সম্পত্তির বিক্রয়পত্র এবং খরীদের টাকার রসীদ দেখান গেল না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ বিক্রয় নিতান্ত হইয়াছিল ইহা হৃদ্বোধমতে সাব্যস্ত করিতে হইবেক। এই মোকদ্দমায় দাওয়াদার কথিত বিক্রেতার চাকর এবং অনুমান হইল যে তাহার মনিবের মোহর তাহার দখলে ছিল এবং ঐ দাওয়াদার বিক্রয়ের যে প্রমাণ উপস্থিত করিল তাহা অপ্রচুর বোধ হওয়াতে দাওয়া ডিসমিস হইল।- সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ২৭ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৬৮ পৃষ্ঠা।

৪৮৭। এক স্ত্রীর সম্পত্তির আডমিনিষ্ট্রেটর তাহা বিক্রয় করিল। তাহার পুত্র তদ্বিষয়ের নালিশ করাতে ধার্য্য হইল যে ইঙ্গলণ্ডীয় আইনানুসারে ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ এবং খরীদের আসল টাকা ফিরিয়া দেওয়া গেলে পুত্র ঐ স্ত্রীর সম্পত্তির দখল পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ১০ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৪৩ পৃষ্ঠা।

৪৮৮। যদি এক জন অছি কোন ইষ্টেটের বাটী অথবা অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করে তবে গবর্মাতস্তর খরীদারকে হাওলাতে বিক্রয় না করিয়া তাহার নগদ টাকায় বিক্রয় করা উচিত। এবং যদি উইলকরণিয়া ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরা ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্যে নালিশ করে তবে ঐ অছি অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সেই টাকার বিষয়ে দায়ী।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ৮ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৫২ পৃষ্ঠা।

৪৮৯। এক পুরুষ আপনার স্ত্রীর এক খণ্ড ভূমি বিক্রয় করিল এবং তৎপরে ঐ স্ত্রী সেই ভূমি অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিল। প্রথম বিক্রয় বহাল থাকিল যেহেতুক মুসলমানের শরাঅনুসারে স্ত্রীর অনুমতি বিনা তাহার ভূমির হস্তান্তর সিদ্ধ হইতে পারে না তথাপি এই স্থলে অনুভব হইল যে পুরুষ আপনার স্ত্রীর অনুমতি অবশ্য পাইয়া থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৭ সালের ২১ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ২৫৯ পৃষ্ঠা।

৪৯০। বলরাম আনন্দকে এক জমীদারী বিক্রয় করিতে বন্দোবস্ত করিল এবং খরীদের টাকার এক অংশ পাইল কিন্তু তৎপরে সেই ভূমি কাশীনাথের নিকটে চূড়ান্তরূপে বিক্রয় করিল এবং কাশীনাথের নাম কালেক্টরী বহীতে রেজিষ্টরী হইল। তাহার সাত বৎসর পরে আনন্দ মরিল এবং তাহার চারি বৎসর পরে তাহার পুত্র এ জমীদারী ফিরিয়া পাইবার জন্যে এবং সেই বন্দোবস্ত বিশেষরূপে পূর্ণ করিবার জন্যে নালিশ করিল। কিন্তু এই কার্য্যে কাশীনাথের কোন চাতুরী দুষ্ট হইল না এবং আনন্দ তাহাতে সম্মত ছিল এমত অনুভব হইল অতএব তাহার পুত্রের দাওয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ৪ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৫১ পৃষ্ঠা।

৩৬ ধারা।

জামিন।

৪৯১। সাধারণ অবিভক্ত হিন্দুর পরিবারেরদের এক জন এক জামিনীনামা লিখিয়া দিল এবং ধার্য্য হইল যে সেই জামিনীনামার দ্বারা পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা দায়ী আছে। তাহারা এই ওজর করিল যে আমরা পৃথক হইয়াছি কিন্তু তাহা সাব্যস্ত করিতে পারিল না এবং বোধ হইল যে তাহারা কেবল এ কর্জের টাকা না দিবার জন্যে চাতুরীক্রমে এই ওজর করিয়াছে। -সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৯ সালের ৮ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৩১৬ পৃষ্ঠা।

৪৯২। আনন্দ বলরামকে কতক টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল। যে জামিন বলরাম আনন্দকে দিতে উদ্যত হইয়াছিল অর্থাৎ যে জামিনের বোধে ঐ অঙ্গীকার করা গিয়াছিল সেই জামিন যদি কখন কার্য্যে আইল না তবে সেই অঙ্গীকার চূড়ান্ত হইলেও সদর দেওয়ানী আদালত তাহার টাকা দেওয়াইবার হুকুম করিবেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৫১ পৃষ্ঠা।

৪৯৩। যে ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের অধীন নিযুক্ত ইষ্টাম্পের এক জন দারোগার জামিন হইয়াছিল সেই দারোগার মরণের পূর্ব্বে যে তছরুফ দুষ্ট হইল না তাহার বিষয়ে সেই জামিন দায়ী নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ৩ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৬৫ পৃষ্ঠা।

৪৯৪। কথিত হইল যে এক জন এক আমলার জামিন হইয়াছিল এবং সেই জামিনের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল। ঐ জামিন তাহা স্বীকার করিল না এবং সেই অস্বীকারের বিষয়ে অধস্থ আদালতে কোন তজবীজ না হওয়াতে এবং ঐ জামিনীর বিষয়ে কোন হৃদ্বোধ প্রমাণ না হওয়াতে সদর আদালত ঐ ডিক্রী অন্যথা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২২ সালের ২৭ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৬৯ পৃষ্ঠা।

৪৯৫। যদি এক জন চাকরীর বিষয়ে বন্দোবস্ত করিলে অন্য ব্যক্তি তাহার হাজির জামিন ও মালজামিন হয় তবে সেই চাকরের কুক্রিয়াতে যে বিশেষ ক্ষতি হয় অর্থাৎ যদি সেই ব্যক্তি আপন মনিবের জিনিস লইয়া পলায়ন করে তবে সেই ক্ষতির বিষয়ে ঐ জামিন দায়ী আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১ পৃষ্ঠা।

৪৯৬। কালেক্টর সাহেবের খাজাঞ্চী বলরামকে অধিক জামিন দিবার হুকুম হইল এবং আনন্দ তাহার জামিন হইল। তৎপরে আনন্দ মরিল এবং কাশীনাথ ও অন্যেরা নানা সময়ে তাহার জামিন হইল। বলরাম টাকা তছরুফ করিয়া পলাইল এবং তাহার হিসাব দৃষ্টে যে টাকা দেনা হইল তাহা কাশীনাথের সম্পত্তিহইতে উসুল হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই গতিকে আনন্দের সম্পত্তি সেই দায়হইতে মুক্ত আছে এবং যদ্যপি জামিনীনামাতে লিখিত ছিল যে আনন্দের উত্তরাধিকারিরা দায়ী হইবেক তথাপি সাধারণতের অভাবে এবং তাহারদের অনবরত দায়ি থাকনের বিষয়ে কোন বিশেষ বন্দোবস্ত না হওয়াতে কাশীনাথ ঐ আনন্দের উত্তরাধিকারির উপর কোন দাওয়া করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ২২ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১২৫ পৃষ্ঠা।

৪৯৭। আনন্দ সরকারের সঙ্গে এই বন্দোবস্ত করিল যে কালেক্টর সাহেবের বলরামনামক খাজাঞ্চী আপনার কর্ম্ম বিশ্বস্তরূপে নির্ব্বাহ করিবেক এবং তাহার স্থানে যদি কোন টাকা পাওনা হয় তবে আমি তাহার নিশা করিব। আনন্দ আগাম সেই দায়হইতে মুক্ত হওনের দাওয়া করিল কিন্তু চারি জন জজ সাহেব ধার্য্য করিলেন যে ঐ জামিন মুক্ত হওনের দাওয়া করণ সময়ে যদি বলরামের অপরাধের প্রমাণ দিতে না পারে তবে তাহার দায়হইতে মুক্ত হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৫৪ পৃষ্ঠা।

৪৯৮। আনন্দ বলরামের জামিন হইয়া কাশীনাথের জমীদারীর এক হজুরী ইজারা এবং কাশীনাথের পাওনা মালিকানার বিষয়ে দায়ী হইল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে কাশীনাথের বিরুদ্ধে আনন্দের যে ডিক্রী আছে তাহা জারী করণার্থে বলরামের যে পাওনা আছে তাহা কালেকটর সাহেব আনন্দের দরখাস্তঅনুসারে আইনমতে ক্রোক করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২৯ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৬২ পৃষ্ঠা।

৪৯৯। জিলার আদালত কমীশুনা লবণের মূল্যের টাকা দিবার ঝুঁকীহইতে এক নিমকী গোমাশ্তার জামিনকে এই হেতুতে মুক্ত করিলেন যে জামিনীনামাতে কেবল "একটিং গোমাশ্তার বিষয়" লিখিত হইয়াছিল কিন্তু সেই গোমাশ্তা সে সময়ে একটিংরূপে কর্ম্ম করিতেছিল কি যে সময়ে সম্পূর্ণরূপে পদে নিযুক্ত হইয়াছিল সেই সময়ে তছরুফ হইয়াছিল কি না ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত সেই হুকুম অন্যথা করিয়া ধার্য্য করিলেন যে ঐ জামিনীনামার কথাক্রমে দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ গোমাশ্তার জিম্মায় নিমকের গোলা থাকনসময়ে যে কোন তছরুফ হয় তাহার বিষয়ে ঐ জামিন আপনাকে দায়ী করিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২৭ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৫০ পৃষ্ঠা।

৫০০। এক ব্যক্তি এক কালেক্টরী আমলার জামিন হইবার বিষয় প্রস্তাব করিয়াছিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যে জামিনের প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা গ্রহণ করণের বিষয়ে যদ্যপি কালেকটর সাহেব কোন বিশেষ হুকুম দিয়াছিলেন না তথাপি আমলা যে টাকা তছরুফ করিয়াছিল তাহার বিষয়ে ঐ জামিন দায়ী।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৫৩ পৃষ্ঠা।

৫০১। যে জামিন দেওয়া গিয়াছে তাহা অপ্রচুর হওয়াতে যদি পুনরায় জামিন তলব হয় তবে নূতন জামিনের দ্বারা প্রথম জামিনেরা আপনারদের দায়হইতে মুক্ত হয় না এবং যাবৎ তাহারদের জামিনীনামা প্রকৃতার্থে বাতিল না হয় তাবৎ তাহারদের দায় থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২৭ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৭৯ পৃষ্ঠা।

৫০২। ইষ্টাম্পের এক মুহুরীর ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়ের উৎপন্নের যে টাকা তছরুফ করিয়াছিল কথিত হইল তাহা পাইবার জন্যে নালিশ হইল। তাহাতে এক জন আসামী এই ওজর করিল যে ঐ মুহুরীর জন্যে আমার জামিনী প্রচুর বোধ না হওয়াতে আমার জামিন হওনের পর অন্যান্য জামিন লওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে প্রথম জামিনের জামিনীনামা কখন বাতিল হয় নাই অতএব ঐ প্রথম জামিন আপনার আসল দায়হইতে মুক্ত হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৬ সালের ২৯ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৯৫ পৃষ্ঠা।

৫০৩। যদি আনন্দ বলরামের জামিন হয় এবং তৎসময়ে আপনাকে কতক জমীদারীর জুম্মাধিকারী লেখে কিন্তু সেই জামিনীনামাতে ইহা বিশেষ না লেখা থাকে যে সেই বিশেষ জমীদারী বলরামের কর্জ্জের বিষয়ে জামিনস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তবে আনন্দের যত কাল জামিনীর দায় থাকে তত কাল সেই জমীদারী হস্তান্তর করিতে আইনে কোন নিষেধ নাই।—১৮৩৬ সালের ২৪ জুনের ১০১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কোন ব্যক্তি খতের টাকা দেওনের বিষয়ে জামিন হইলে এবং জামিনী স্বীকারস্বরূপ সেই খতে আপনার নাম লিখিলে খাতকের নামে যেরূপে নালিশ হইতে পারে সেইরূপে সেই ব্যক্তির নামে নালিশ হইতে পারে যেহেতুক সেই কর্জেতে উভয় ব্যক্তিই দায়ী অতএব সেই জামিনের নামে নালিশ গ্রাহ্য হওনের নিমিত্তে আসল কর্জের তুল্য মূল্যের স্বতন্ত্র ইষ্টাম্প কাগজে রীতিমতে জামিনী লিখিবার কোন প্রকার আবশ্যক নাই।—১৮২১ সালের ১ জুনের ৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫০৫। যদি এক জন ইজারাদার ও তাহার দুই বা ততোধিক জামিনের বিরুদ্ধে বাকী খাজানার বাবৎ ডিক্রী হয় তবে ঐ জামিনেরদের মধ্যের এক জন জামিন অর্দ্ধেক টাকা দিয়া আপনার দায়হইতে মুক্ত হইতে পারে না যেহেতুক ডিক্রীর টাকা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না হওনপর্য্যন্ত ঐ ডিক্রীর সমুদয় টাকার বিষয়ে ঐ ইজারদার ও তাহার প্রত্যেক জামিন একেং দায়ী আছে।—১৮৪১ সালের ৬ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ পৃষ্ঠা।

৫০৬। হিন্দুরদের শাস্ত্রানুসারে যদি কোন ব্যক্তি অন্যের জন্যে বিশেষ বন্দোবস্তক্রমে জামিন হয় এবং তাহার পরে মরে তবে যে বিশেষ বন্দোবস্তের বিষয়ে সে ব্যক্তি জামিন হইল সেই বন্দোবস্তঅনুসারে যে টাকা দেয় হয় তাহার বিষয়ে ঐ জামিনের সম্পত্তি দায়ী আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৩ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৫ পৃষ্ঠা।

৫০৭। ডিক্রীদার জামিন দিয়া সম্পত্তির দখল পাইলে পরে সেই ডিক্রীর অন্যথা হইল এবং জামিন জমি আপেলাণ্টকে ওয়াসিলাতের টাকা দিলে সেই মোকদ্দমার যাহারা বাদীপ্রতিবাদী ছিল না তাহারা ঐ ওয়াসিলাতের অংশ পাইবার জন্যে তাহার উপর দাওয়া করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৪১ পৃষ্ঠা।

৩৭ ধারা।

অগ্রে খরীদ করণের স্বত্ব।

৫০৮। যদি অগ্রে খরীদ করণের স্বত্বের এই নিয়মে ডিক্রী হয় যে খরীদের টাকা এক মাসের মধ্যে দিতে হইবেক তবে সেই নিরূপিত সময়ের মধ্যে সেই টাকা না দেওয়া গেলে সেই স্বত্ব লোপ হয়।—১৮৪০ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫১ পৃষ্ঠা।

৫০৯। যদি কোন ব্যক্তি কতক ভূমির অগ্রে খরীদ করণের স্বত্বের বিষয়ে দাওয়া করে এবং তাহার ডিক্রী হয় তবে সেই ভূমি সরকারের দ্বারা বাজেয়াপ্ত হইলে এবং অন্যং ব্যক্তিরদের সঙ্গে তাহার বিষয়ে বন্দোবস্ত হইলে সেই ব্যক্তি আপনার দাওয়া বরখাস্ত করিতে পারে না।—১৮৪১ সালের ৪ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৯ পৃষ্ঠা।

৫১০। সদর আদালত বোধ করেন যে যে ভূমির পূর্ব্বে খরীদ করণের হকের বিষয়ে নালিশ হয় তাহা যদি মালগুজারীর ভূমি ও সমুদয় এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ লেখা অংশ হয় ও তাহার জমার ধার্য্য হইয়া থাকে তবে ঐ মোকদ্দমার মূল্য ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের নিরূপিতমতে সদর জমার তিনগুণ ধরিতে হইবেক এবং যদি লাখেরাজ ভূমি হয় তবে মোকদ্দমার মূল্য সালিয়ানা খাজানার আঠারগুণ ধরা যাইবেক যদি তাহা মালগুজারীর ভূমি হয় কিন্তু সমুদয় এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ লেখা অংশ না হয় ও তাহার জমা ধার্য্য না হইয়া থাকে তবে ঐ ভূমি যে মূল্যেতে বিক্রয় হয় তদনুসারে মূল্য ধরা যাইবেক।—১৮৩৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের ১০৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫১১। পূর্ব্ব ক্রয় করণের স্বত্বক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাব বিক্রয় হওনের পূর্ব্বে দাওয়া হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ২২ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৫১২। এক জমীদারীর কতক অংশ এক জন হিন্দু অন্য হিন্দুর নিকটে বিক্রয় করিয়াছিল তাহাতে এক জন মুসলমান ফরিয়াদী তাহার সেই ভূমিতে সাধারণ দখল থাকনক্রমে তাহা পূর্ব্বে ক্রয় করণের স্বত্বক্রমে ঐ হিন্দুরদের বিরুদ্ধে দাওয়া করিল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত যথার্থতার সাধারণ বিধানক্রমে ধার্য্য করিলেন যে এই মোকদ্দমা ফরিয়াদীর শরাঅনুসারে বিচার না হইয়া আসামীরদের শাস্ত্রানুসারে বিচার ও নিষ্পত্তি হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৯ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৯৯ পৃষ্ঠা।

৫১৩। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যদি হিন্দুরদের মধ্যে স্থানীয় ব্যবহারক্রমে পূর্ব্ব ক্রয় করণের স্বত্ব স্বীকার হয় তবে সেই প্রকার দাওয়াতে মুসলমানেরদের শরার নিয়ম ও নিষেধ খাটিবেক যেহেতুক ঐ স্বত্ব মুসলমানেরদের শরামূলক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১২৯ পৃষ্ঠা।

৩৮ ধারা।

জারজত্ব।

৫১৪। জারজ সন্তানেরা আপনারদের মাতার স্বত্বাধিকারী হয় এবং তাহারদের মাতা যদি ব্রিটনীয় প্রজা কিম্বা ইউরোপীয় বিদেশী কিম্বা আমেরিকীয় হয় তবে তাহারদের সন্তান ব্রিটনীয় প্রজা কি বিদেশীয় ইউরোপীয় কি আমেরিকীয় প্রজা গণ্য হইবেক।—১৮৩৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের ৮০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫১৫। এদেশীয় স্ত্রীর গর্ভজাত এক ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার অবিবাহিতার পুত্র ব্যভিচারের নালিশে মফঃসল আদালতে বিচার হইতে পারে।—১৮৩৫ সালের ৯ অক্টোবরের ২৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৯ ধারা।

গোলামী।*

৫১৬। ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে আদালতের কোন ডিক্রী অথবা হুকুম জারী করণার্থ অথবা খাজানা বা মালগুজারীর কোন দাওয়ার টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে কোন সরকারী কর্ম্মকারক কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়া তাহাকে অথবা তাহাকে বলপূর্ব্বক খাটাওনের বা সেবা করাওনের অধিকার বিক্রয় করিতে বা করাইতে পারিবেন না ইতি।—১৮৪৩ সা। ৫ আ। ১ ধা।

৫১৭। এবং ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে কোন ব্যক্তি আমার গোলাম এবং সেই ব্যক্তি ও তাহার সেবা আমার সম্পত্তি বলিয়া যে কেহ অধিকার রাখে সেই অধিকার ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের মধ্যে কোন দেওয়ানী অথবা ফৌজদারী আদালতের কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা বলবৎ হইবেক না ইতি।—১৮৪৩ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৫১৮। আরো ইহাতে হুকুম ও নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন ব্যক্তি আপন পরিশ্রমের দ্বারা অথবা কোন শিল্প কর্ম্ম বা উপজীবিকা কিম্বা ব্যবসায়ের দ্বারা কি উত্তরাধিকারিত্ব কি অর্পণ কিম্বা দান অথবা মুমূর্ষু দানক্রমে কোন সম্পত্তি পাইয়া থাকে সেই ব্যক্তি গোলাম অথবা যাহার স্থানে সেই সম্পত্তি পাইয়াছিল সেই ব্যক্তি গোলাম ছিল ইহা বলিয়া সেই সম্পত্তিহইতে বেদখল হইবেক না অথবা তাহার দখল করিতে নিবারণ হইবেক না ইতি।—১৮৪৩ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

৫১৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে কোন কর্ম্ম গোলামভিন্ন ব্যক্তির প্রতি করিলে দণ্ডনীয় অপরাধ হইত সেই কর্ম্ম কোন ব্যক্তি গোলামী অবস্থায় আছে বলিয়া তাহার প্রতি করিলে সেইরূপ দণ্ডনীয় অপরাধ হইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

৫২০। এক মুসলমানের আপনার গোলামিনীর সঙ্গে বিবাহ হইলে তাইনে তাহার কিছু ফল নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০১ সালের ২০ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৪৮ পৃষ্ঠা।

৫২১। এক নর্ত্তকীকে তাহার কর্ত্রী বালককালে খরীদ করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিল পরে সেই নর্ত্তকী আপনার কর্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া গেল এবং যে মাসিক বেতন ঐ কর্ত্রীকে দিতে এক বন্দোবস্ত লিখিয়া দিয়াছিল সেই বেতন বন্দ করিল। ঐ বন্দোবস্ত প্রবল করিবার জন্যে অথবা সেই গোলামিনীকে ফিরিয়া পাইবার জন্যে কর্ত্রী নালিশ করিল। সেই দাওয়া ইহা বলিয়া অগ্রাহ্য হইল যে ঐ নর্ত্তকী আইনমত গোলামিনী ছিল না এবং কর্ত্রী তাহার শিক্ষা ও প্রতিপালনেতে যাহা ব্যয় করিয়াছিল তত্তুল্য টাকা ঐ নর্ত্তকীর স্থানে পায় নাই ইহার প্রমাণ দিতে পারিল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ২৮ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৪১ পৃষ্ঠা।

৫২২। যদি মুসলমানেরদের সৈন্য ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবল হইয়া কোন অবিশ্বাসি ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার পূর্ব্ব পুরুষকে ধৃত করিয়া থাকে তবে ঐ ব্যক্তি আইনমতে তাহার গোলাম হইতে পারে নতুবা হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ২৮ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৫৯ পৃষ্ঠা।

---

* ১৮৪৩ সালের ৫ আইনানুসারে কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে গোলামীর বিষয়ে কোন নালিশ হইতে পারে না তথাপি ঐ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে গোলামী মোকদ্দমার যে রিপোর্ট আছে তাহা এই স্থানে দেওয়া বিহিত বোধ হইল।

৫২৩। বলরাম ও কাশীনাথ ও দীননাথের সন্তানেরদিগকে আনন্দ আপনার পৌরুষিক গোলামের ন্যায় দাওয়া করিল। জিলা ও প্রবিন্সাল আদালত ইহা বলিয়া সেই দাওয়া স্বীকার করিলেন যে তাহারদের অনবরত সেবা করণেতে এবং অন্যান্য বিষয়েতে এবং বলরাম ও কাশীনাথ ও দীননাথের এক লিখিত একরারেতে তাহারদের গোলামী অবস্থার অনুভব হয়। কিন্তু খাস আপীল হওয়াতে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব ইহা বলিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলেন যে তাহারদের অনবরত সেবা করণের বিষয়ে যে প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে তাহা এবং ঐ কথিত একরারনামা আমি বিশ্বাস করি না। ঐ আদালতের অপর এক জন জজ সাহেব ইহা বলিয়া ঐ ডিক্রী অন্যথা করিলেন যে আসামীরা সেবা করিয়াছিল এবং ফরিয়াদীর ভূমির বাবৎ টাকা দিয়াছিল এইপ্রযুক্ত এমত অনুভব হইতে পারে না যে ঐ ব্যক্তিরা তাহার গোলাম ছিল এবং ভূমির ইস্তাফা করণেতে খাজানার বিষয়ের দাওয়া ও সেবার দাওয়া রহিত হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ৫ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৪৩ পৃষ্ঠা।

৫২৪। কথিত গোলামীর যে মোকদ্দমার বৃত্তান্তের দ্বারা আইনসিদ্ধ গোলামীর অনুভব হইল না সেই মোকদ্দমার খাস আপীল গ্রাহ্য হইল। এবং এক নজিরের ক্রমতাক্রমে আপেলান্টের স্থানে জামিন লওয়া গেল না। জিলার আদালতের যে ডিক্রী প্রবিন্সাল আদালত বহাল রাখিলেন তাহা সদর আদালত সম্পূর্ণরূপে সকল আসামীর বিষয়ে রহিত করিলেন অথচ সকল আসামী তদ্বিষয়ে আপীল করে নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ৫ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৪৩ পৃষ্ঠা।

৫২৫। আনন্দ বলরামকে ও তাহার তাবৎ পরিবারকে আপন পৌরুষিক গোলামের ন্যায় দাওয়া করিয়া কহিল যে কাশীনাথনামক তাহারদের পূর্ব্ব পুরুষ আমার বংশের এক জন গোলাম ছিল এবং ঐ কাশীনাথ ও তাহার সন্তান অর্থাৎ বলরাম ও অন্যান্য আসামী নিয়ত আমার সেবা করিয়াছে এবং আমি তাহারদিগকে ভরণ পোষণ ও বাস স্থান দিয়াছি এবং ক্ষুদ্র২ খণ্ড ভূমি দিয়াছি। কিন্তু আনন্দ ঐ বলরামের পৌরুষিক গোলামীর সাব্যস্ত করণের কোন দলীল দেখাইতে পারিল না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যদ্যপি এই বিষয়ের প্রমাণ দেওয়া গেল তথাপি আদালতে যে বৃত্তান্ত উপস্থিত হইল তৎক্রমে যথার্থমতে কাশীনাথের এক্ষণকার ও উত্তর কালের সন্তানেরদিগের গোলামী অবস্থা নিরূপণ হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ২৪ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৪৮ পৃষ্ঠা।

৫২৬। হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে যে গোলাম দাসত্ব বোধে ভরণ পোষণ পাইতেছে সেই ব্যক্তি ঐ ভরণ পোষণ ত্যাগ করিলে মুক্ত হইবার যোগ্য হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ৭ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৪৫ পৃষ্ঠা।

৪০ ধারা।

স্থান বিশেষের এবং বংশের ব্যবহার।

৫২৭। নির্ম্মিত লৌহধাতুর উপরে যে মালিকী কর আছে যদ্যপি ঐ প্রকার সম্পত্তি ভূমিহইতে পৃথক জ্ঞান করণের ব্যবহার থাকে তবে ঐ কর ভূম্যধিকারির নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ৩১ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩৩৭ পৃষ্ঠা।

৫২৮। ছোট নাগপুরের জমীদার এক জায়গীর বাজেয়াপ্ত করণের নালিশ করাতে সেই স্থানের ব্যবহারক্রমে তাঁহার পক্ষে তাহার ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৩ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৩৩ পৃষ্ঠা।

৫২৯। বংশের ব্যবহারক্রমে পাচেটের রাজা আপনার পূর্ব্ব পুরুষের দান রহিত করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৪০ পৃষ্ঠা।

৫৩০। ধার্য্য হইল যে ত্রিপুরার বর্ত্তমান রাজা রাজজমীদারীর ভূমি আপন জীবদ্দশার অধিক কালপর্য্যন্ত হস্তান্তর করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২৮ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৫৫ পৃষ্ঠা।

৫৩১। ত্রিহুতের রাজার জমীদারীর অর্দ্ধেকের উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে মোকদ্দমা হওয়াতে ঐ দাওয়া এই হেতুতে ডিসমিস হইল যে আসামীর পক্ষে পূর্ব্বকার রাজা যে দলীল লিখিয়া দিয়াছিলেন তৎক্রমে তাহার প্রতি ঐ ভূমির উত্তরাধিকারিত্ব অর্শিল। ঐ উত্তরাধিকারিত্ব ঐ বংশের বহুকালাবধি স্থাপিত ব্যবহারানুসারে হইয়াছে। ঐ বংশের মধ্যে অনেক পুরুষঅবধি ঐ জমীদারী ও তাহার স্বত্ব অবিভক্তরূপে এক জন উত্তরাধিকারির প্রতি অর্শিয়া আসিতেছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৭ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২২৮ পৃষ্ঠা।

৫৩২। এক মোকদ্দমায় বিশেষ বৎশের ব্যবহারক্রমে এক দাওয়া উপস্থিত করা গেল এবং সেই মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকন সময়ে দাওয়াদার মরিল এবং অন্য এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া কহিল যে ঐ সম্পত্তি পাইবার দাওয়াদারের পর অন্যাপেক্ষা আমার উত্তম স্বত্ব আছে এবং ঐ আপীল চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহাতে সদর আদালত ঐ দরখাস্ত হেয় করিয়া দরখাস্তকারিকে আলাহিদা মোকদ্দমায় নালিশ করিতে হুকুম করিলেন যে-হেতুক যে ব্যক্তি ঐ বিশেষ ব্যবহারক্রমে আদৌ দাওয়া করিয়াছিল সেই ব্যক্তির নালিশক্রমে ঐ দাওয়াদারের পক্ষে কোন ডিক্রী হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৯ সালের ১৬ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৫৫ পৃষ্ঠা।

৪১ ধারা।

অপবাদ ও তহ্‌মৎ।

৫৩৩। যদি আদালতসম্পর্কীয় কার্য্য হওন সময়ে কোন ব্যক্তি তহমৎ ও অপবাদের কথা কহে তবে তাহার বিষয়ে নালিশ হইতে পারে না। কিন্তু যে আদালতে তাহার উক্তি হইল সেই আদালত অবজ্ঞার ন্যায় তাহার দণ্ড করিতে পারেন। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২২ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৯ পৃষ্ঠা।

৫৩৪। কথিত তহমতের বিষয়ে ফরিয়াদী যদি সন্দিগ্ধ ও বিপরীত প্রমাণ দেয় তবে সদর আদালত তাহার ক্ষতিপূরণের টাকা দিবার হুকুম করিবেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১১৫ পৃষ্ঠা।

৫৩৫। তহমতের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে এক নালিশ হইল বিশেষতঃ ফরিয়াদী ত্রিহুতের ডাকের অধ্যক্ষের এবং তাঁহার উপর আসামীরা এক দরখাস্তে এই তহমৎ দিল যে ঐ সাহেব যে পুলিন্দাতে কতক কাগজপত্র ছিল তাহা গোপনে খুলিলেন। প্রধান সদর আমীন যে কারণেতে ঐ দাওয়া ডিসমিস করিলেন তাহা সদর দেওয়ানী আদালত অনুপযুক্ত বোধ করিয়া অন্যথা করিলেন এবং আসামীবদের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বলিয়া মায খরচা দশ হাজার টাকার ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ১৫ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৪৯ পৃষ্ঠা।

৫৩৬। যে স্ত্রী পর্দ্দানশী নহে কিন্তু সদাচারিণী এমত স্ত্রীর গ্লানি হইলে দেওয়ানী আদালত অপরাধির ক্ষতিপূরণের দণ্ড করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ১৩ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৯৩ পৃষ্ঠা।

৫৩৭। এক জন ফরিয়াদীর ডাকাইতী করণের বিষয়ে মিথ্যা অপবাদ হইল এবং সদর আদালত অপরাধি ব্যক্তির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের হুকুম দিলেন কিন্তু পোলীসের এক দারোগার ক্ষতিপূরণের দণ্ড করিবার উদ্যোগ হইল কিন্তু ঐ দারোগা ঐ ব্যক্তির এজহারক্রমে আইনমতে কার্য্য করিয়াছিল অতএব ঐ দারোগা মুক্ত হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ৫ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২০৪ পৃষ্ঠা।

৫৩৮। এক ব্যক্তি অচিন্তিত বিচারকের প্রতি এই অভিযোগ করিল যে তাঁহার সরকারী কার্য্য করণেতে তিনি ঘুষ লই-য়াছেন তাহাতে ঐ বিচারক তাঁহার নামে ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয়ে নালিশ করিলেন এবং আদালত ফরিয়াদীর পক্ষে ক্ষতিপূরণ বলিয়া হাজার টাকার ডিক্রী করিলেন এবং সদর আদালত ঐ অধস্থ আদালতের ডিক্রী মঞ্জুর করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৪ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৯৭ পৃষ্ঠা।

৫৩৯। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এক ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তিকে ডাকাইতীর বিষয়ে অভিযোগ করে এবং সেই অভিযোগক্রমে ঐ ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বিচারার্থ সোপর্দ্দ করেন কিন্তু সেশন জজ সাহেব তাহাকে নির্দ্দোষী করেন তবে যে ব্যক্তি অপবাদ দিয়াছিল তাহার নামে অপবাদের ক্ষতির বাবৎ নালিশ হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ২৭ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৫৪০। বাঙ্গলা দেশের সিরিশ্‌তার এক জন ধর্ম্মোপদেশককে এক জন খামখা আদালতে নালিশহওয়া এক দরখাস্তে অপবাদ দিয়াছিল এবং সেই ধর্ম্মোপদেশক অপবাদের ক্ষতির বিষয়ে নালিশ করিলেন এবং অধস্থ আদালত তাঁহার পক্ষে ১০০০৲ টাকার ক্ষতিপূরণার্থ ডিক্রী করিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত ঐ ডিক্রী বহাল রাখিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৫ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪২ ধারা।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় সদর আদালতের বিবিধ নিষ্পত্তি।

৫৪১। যে তিন ভ্রাতার সাধারণ শরিকী ছিল তাহাদের প্রতি বযবলওফার কটক্রমে কতক ভূমি সম্পত্তির বিক্রয় হইল এবং তাহারদের মধ্যের এক জন তাহার দখল পাইবার দাওয়া করিল। তাহাতে সদর আদালত এই নিষ্পত্তি করিলেন যে যে সম্পত্তি সাধারণরূপে খরীদ করিয়াছিল সেই সমুদয় ভূমির বিষয়ে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ৩০ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮৭ পৃষ্ঠা।

৫৪২। এক ব্যক্তি কোম্পানির কাগজ কিনিবার জন্যে কালেক্টর সাহেবের নিকটে কতক টাকা আমানৎ করিয়াছিল কিন্তু সে ব্যক্তি কোম্পানির প্রোমিসরি নোট পাইবার পূর্ব্বে মরিল। তাহাতে তাহার উত্তরাধিকারিরা সেই আমানতী টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্যে কালেক্টর সাহেবের নামে নালিশ করিল। তাহাতে ঐ দাওয়া নামঞ্জুর হইল এবং ঐ প্রোমিসরি নোট বিক্রয় করিতে এবং তাহার টাকা উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে বিলি করিতে হুকুম হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৩ পৃষ্ঠা।

৫৪৩। এক পাট্টাক্রমে যে কতক ভূমির দখল ছিল তাহার বিষয়ে নালিশ হওয়াতে পাট্টাদার কহিল যে এই পাট্টা মৌরূসী কিন্তু পাট্টাদেওনিয়া ব্যক্তি কহিল যে ঐ পাট্টা মিয়াদী। সেই পাট্টা আদালতে দাখিল করা গেল না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এমত গতিকে পাট্টাদেওনিয়া ব্যক্তি পাট্টাদারকে সরাসরীমতে বেদখল করিতে পারে না কিন্তু ঐ পাট্টা অসিদ্ধ করিবার জন্যে তাহার নালিশ করা উচিত ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৭ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৭ পৃষ্ঠা।

৫৪৪। এক ফরিয়াদী এক খণ্ড ভূমির বিষয়ে নালিশ করিল এবং ভূমির সেই সীমাসরহদ্দ আপনার আরজীতে লিখিল পরে দৃষ্ট হইল যে নালিশী আরজীতে যত ভূমি লেখা ছিল তাহাহইতে কিঞ্চিৎ অধিক ভূমি ঐ খণ্ডের মধ্যে আছে। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ইহার দ্বারা ফরিয়াদীর সেই সমুদয় খণ্ড ভূমি পাইবার কোন প্রতিবন্ধক হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৩ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৯ পৃষ্ঠা।

৫৪৫। এক সরাসরী ডিক্রী জারীক্রমে এক তালুক নীলাম হইয়াছিল সেই ডিক্রী তৎপরে অন্যথা হইল এবং জিলার আদালত নীলাম অন্যথা করিলেন এবং তালুকের মূল্যের বাবৎ ডিক্রীদারের নামে নালিশ করিতে খরীদারকে হুকুম দিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ নীলাম অন্যথা করণের হুকুম বহাল রাখিলেন কিন্তু হুকুম করিলেন যে নীলামের খরীদার যে মূল্য দিয়াছিল তাহা সে ব্যক্তি একেবারে ফিরিয়া পাইবেক এবং যে তারিখঅবধি টাকা দেওয়া গিয়াছিল তদবধি মায়সুদ ঐ টাকা ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ৫ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৭২ পৃষ্ঠা।

৫৪৬। স্থাবর সম্পত্তির এক নালিশ হইলে তৃতীয় এক ব্যক্তি প্রধান সদর আমীনের আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার মালিকী স্বত্বের বিষয়ে দাওয়া করিল পরে ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হওয়াতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তি জিলার আদালতে আপীল করিল। জিলার আদালত ঐ তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী করিলেন এবং সদর আদালত তাহা বহাল রাখিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৬ অক্টোবরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৫১ পৃষ্ঠা।

৫৪৭। স্থাবর সম্পত্তির এক দাওয়াতে ফরিয়াদী তাবৎ বৃত্তান্ত অপক্ষর করিল এবং সেই বিশেষ সম্পত্তির বিষয়ে এই মোকদ্দমার বাদিপ্রতিবাদিরদের পূর্ব্বপুরুষেরদের এক নালিশে সদর দেওয়ানী আদালত যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহার দোষ দিলেন। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এমত গতিকে ঐ সাবেক ডিক্রীর দ্বারা এক্ষণকার মোকদ্দমার বাদি প্রতিবাদিরা বদ্ধ আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৩০ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৫৭ পৃষ্ঠা।

৫৪৮। কালেক্টরী বহীতে জমীদারেরদের নামের রেজিষ্টরী বদল করণার্থ এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল তাহাতে দৃষ্ট হইল যে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা অন্যেরদের স্বত্ব লোপ করিবার জন্যে গণতা করিয়াছে। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত আসামীর কবুলক্রমে বাদি প্রতিবাদিরদের মধ্যে ডিক্রী করিলেন কিন্তু হুকুম করিলেন যে সকল খরচা এবং যে তৃতীয় ব্যক্তি দাওয়াদারের ন্যায় উপস্থিত হইল তাহার খরচা ফরিয়াদীর শিরে পড়িবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২৯ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৭৮ পৃষ্ঠা।

৫৪৯। এমত প্রমাণ হইল যে আসামীরদের মধ্যে এক জন এক জমীদার ফরিয়াদীর জমীদারীর কাছারীর উপরে দাঙ্গা

করিয়া চড়াও করিল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে ঐ ফরিয়াদীর নালিশক্রমে যে সম্পত্তি লুঠ হইয়াছিল তাহার মূল্যের এবং ক্ষতি পূরণের ওয়াজিবী কতক টাকার ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ৩০ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৩৬ পৃষ্ঠা।

৫৫০। ফরিয়াদী আসামীরদের নামে অর্থাৎ মাতা ও তাহার কন্যাবদের নামে কতক টাকা পাইবার জন্যে নালিশ করিল। ফরিয়াদী এক গ্রামের ইজারার বন্ধক লইয়া ঐ টাকা মাতাকে কর্জ্জ দিল সেই গ্রামে ঐ মাতার স্বত্ব তাহার কন্যারা স্বীকার করিল না এবং তাহারা ফরিয়াদীকে বেদখল করিয়া ঐ গ্রামের দখল পাইয়াছিল। জিলার জজ সাহেব হুকুম করিলেন যে ঐ কর্জ্জের বিষয়ে ঐ গ্রাম দায়ী। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে জিলার জজ সাহেবের ঐ হুকুম অনুচিত তাঁহার উচিত ছিল যে ফরীয়াদীর যে টাকা পাওনা ছিল তাহা তাহার পক্ষে ডিক্রী করেন এবং ঐ গ্রাম সেই কর্জ্জের বিষয়ে দায়ী কি না ইহা ডিক্রী জারীর সময়ে নিশ্চয় হইত।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ৫ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১২৫ পৃষ্ঠা।

৫৫১। যে কতক ভূমির বিষয় ফরিয়াদী কহিল যে আমি ইহার পূর্ব্বে আমার পুত্রবধূর নামে খরীদ করিয়াছিলাম সেই সম্পত্তিসম্পর্কীয় ডিক্রী জারীক্রমে এক নীলাম হইয়াছিল এবং সেই নীলাম অন্যথা করণার্থে ফরিয়াদী নালিশ করিল। কিন্তু ঐ পুত্রবধূ ঐ সম্পত্তির কথিত খরীদার এবং তাহাকে মোকদ্দমার এক পক্ষ করা গেল না। অতএব সদর দেওয়ানী আদালত ফরিয়াদীকে ননসুট করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৩ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৯৫ পৃষ্ঠা।

৫৫২। দুই জনের মধ্যে এক মোকদ্দমা হয় তাহারদের মধ্যে এক জনের পক্ষে ডিক্রী হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট এক পক্ষ ছিলেন না অতএব ঐ ডিক্রীসম্পর্কীয় ভূমির বিষয়ে সরকারের যে দাওয়া আছে ঐ ডিক্রীর দ্বারা তাহার কিছু ক্ষতি হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ১২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২১৭ পৃষ্ঠা।

৫৫৩। খাজানার বাকীর নালিশেতে আসামীরা এই হেতুতে দাওয়াহইতে মুক্ত হইল যে ফরিয়াদী বেআইনমতে ঐ ভূমি ক্রোক করিয়াছিল অথচ ঐ আসামীরা আপনারা সেই ওজর করে নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১১ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৫৫৪। আদালতে স্বত্ব সাব্যস্ত না হওনপর্য্যন্ত ঐ স্বত্বক্রমে যে দাওয়া হয় তদপেক্ষা দখলক্রমের দাওয়া প্রবল হইবেক। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১১ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৫৫৫। ত্রিহুত জিলাস্থিত কতক এজমালী অবিভক্ত সম্পত্তি এক জন অংশী অন্যান্য অংশিরদের অনুমতি না লইয়া বিক্রয় করিল কিন্তু সেই বিক্রয় বেআইনী ধার্য্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৬ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১০৫ পৃষ্ঠা।

৫৫৬। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এক গ্রামের অনেক জন প্রজার যদি পরস্পর এক গ্রামে বাস করণবিনা আর কোন সম্পর্ক না থাকে এবং তাহারা সাধারণ বাইরত না হয় তবে তাহারদের নামে বাকী খাজানার জন্যে নালিশ হইলে তাহা ননসুট হওনের যোগ্য হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৫ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১১২ পৃষ্ঠা।

৫৫৭। আসামীরদিগকে যে ভূমির পাট্টা দেওয়া গিয়াছিল তাহার খাজানার বিষয়ে জমীদারেরা নালিশ করিল কিন্তু দৃষ্ট হইল যে ঐ জমীদারেরা তাহার পূর্ব্বে অন্য ব্যক্তিকে যে পাট্টা দিয়াছিল তাহার শামিল সেই ভূমি ছিল অতএব তাহারদের দাওয়া ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ১ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৬১ পৃষ্ঠা।

৫৫৮। এক জমীদারীর পূর্ব্বকার মালিক কিছু ভূমি বর্জ্জিত না রাখিয়া সমুদয় বিক্রয় করিল। তৎপরে তাহার উত্তরাধিকারী পূর্ব্ব মালিকের বসত বাটীর বাহিরে উঠানের বিষয়ে ইহা বলিয়া নালিশ করিল যে যে ভূমি বিক্রয় হইয়াছিল তাহার শামিল এই ভূমি কখন ছিল না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে সেই ভূমির মালিকী স্বত্ব অবশ্য ক্রেতাকে অর্পণ হইয়াছিল কিন্তু ফরিয়াদী তাহার ওয়াজিবী খাজানা দিলে তাহার দখল পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১৩ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৯৮ পৃষ্ঠা।

৫৫৯। কটকের এক জন জমীদারের সঙ্গে তাহার জমীদারীর বিষয়ে পাঁচ সনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল তাহার দুই বৎসর থাকিতে কালেক্টর সাহেব ইহা বলিয়া তাহাকে বেদখল করিলেন যে সেই ব্যক্তি আপনার রাইয়তেরদের উপর দৌ-

রাজ্য করিয়াছে এবং ঐ বন্দোবস্ত উপরিস্থ রাজস্বের কর্ম্মকারক সাহেবেরদের দ্বারা কখন মঞ্জুর হয় নাই। তাহাতে জমীদার সেই ভূমি ও ওয়াসিলাত পাইবার জন্যে নালিশ করাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে বিষয় বুঝিয়া কালেক্টর সাহেবের ফরিয়াদীকে বেদখল করণের ক্ষমতা ছিল না অতএব তাহার বন্দোবস্তের অবশিষ্ট কালের জন্যে তাহার ওয়াসিলাতের ডিক্রী করিলেন কিন্তু তাহার বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হওনপ্রযুক্ত সেই ভূমির দখলের বিষয়ে কোন হুকুম দিলেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২০ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৭১ পৃষ্ঠা।

৫৬০। জমীদারের বন্দোবস্তের মিয়াদ অতীত হইলে পর তাহাকে জমীদারীর দখল দিতে এবং তাহার সঙ্গে নূতন বন্দোবস্ত করিতে জিলার জজ সাহেব কালেক্টর সাহেবের প্রতি হুকুম করিতে পারেন না কিন্তু জিলার জজ সাহেব এই হুকুম দিতে পারেন যে ঐ জমীদার রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের নির্দ্ধারিত রাজস্ব স্বীকার করিলে এবং অন্যান্য নিয়ম প্রতিপালন করিলে তাহার বন্দোবস্ত পাইবার বিষয়ে অন্যাপেক্ষা তাহার অধিক স্বত্ব আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২০ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ১৭১ পৃষ্ঠা।

৫৬১। যে২ জমীদারী প্রকাশরূপে এজমালী ও অবিভক্ত আছে আপোসে তাহার বাঁটওয়ারা হইলে তাহার ভিন্ন২ অংশিরা স্বতন্ত্ররূপে বাকী খাজানার নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৮ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৫৬২। নিয়মিত টাকার জন্যে সম্পত্তি বিক্রয় হইলে যদ্যপি তাহার এই অভিপ্রায় স্বীকার হয় যে বিক্রেতা আদালতে আপনার দাওয়া চালাইতে পাবে তথাপি তৎপ্রযুক্ত ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না এবং বিশেষ গতিকে যদি সেই ভূমি বিক্রেতার দখলে না থাকে তবেও বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১৩ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪৩ ধারা।

জলকর।

৫৬৩। যদি এক নদী স্বস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য পথে যায় তবে পুরাণ জলপথে কোন ব্যক্তির যে জলকরের স্বত্ব ছিল তাহা ঐ জলের নূতন পথে তাহারি থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ১১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২২১ পৃষ্ঠা।

৫৬৪। এক নদীর শাখাতে আনন্দের জলকরের স্বত্ব আছে সেই নদীর জল বলরামের নিকটবর্ত্তি ভূমির উপর বহিয়া এক ঝিল হইল এবং আনন্দ তাহার দখল করিল। পরে বলরাম তদ্বিষয়ের নালিশ করাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে নদীর স্রোতের সঙ্গে ঐ ঝিলের কোন সম্পর্ক নাই অতএব আনন্দের তাহাতে কোন স্বত্ব বা সম্পর্ক নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৮ সালের ৫ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২২৮ পৃষ্ঠা।

৫৬৫। কালেক্টরী নীলামেতে আনন্দ কতক ঝিলের জলকর ক্রয় করে এক ঝিল শুষ্ক হইয়া যায়। তাহাতে ধার্য্য হইল যে আনন্দের জলকরমাত্র ক্রয় করাতে সেই ভূমিতে তাহার কোন স্বত্ব নাই সেই ভূমি সেই ঝিলের মালিকের সম্পত্তি।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৩ সালের ১৩ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৫১ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়।

আপীল।

১ ধারা।

মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল।

১। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩৮ সালের ১ অক্টোবর তারিখঅবধি বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে এই ক্ষমতা দেওয়া গেল যে তাঁহারা যে স্থলে তাঁহারদের তাবে মুনসেফেরা জাবেতামত তাহারদের শুনিবার যোগ্য মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিয়া থাকেন অথবা সেইমত কোন মোকদ্দমা গ্রাহ্য করণের পর ঐ মোকদ্দমার কিম্বা রীতিমতে তাহারদিগকে অর্পিত মোকদ্দমার যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিবেচনা না করিয়া বিলম্ব কি বেদাঁড়া অথবা অন্য কোন ত্রুটি হওনপ্রযুক্ত তাহা ডিস্‌মিস করিয়া থাকেন মুনসেফের এইমত করা হুকুম অথবা ডিক্রীর উপর সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করেন্ ইতি।—১৮৩৮ সা। ২২ আ। ১ ধা।

২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন্ তাহা যদি অগ্রাহ্য করেন্ তবে তাঁহার অগ্রাহ্য করণের হুকুমের উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেব এক সরাসরী আপীল লইতে পারেন্ এবং কোন প্রকার ত্রুটিপ্রযুক্ত প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করণের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইলে যে সকল বিধান খাটে সেই সকল বিধান এই আইনক্রমে নিরূপিত সরাসরী আপীলের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।—১৮৪৪ সা। ৯ আ। ৪ ধা।

৩। যদি প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমা শুননির পর সেই বিষয়ে তাঁহার কোন এলাকা নাই বলিয়া তাহা ডিসমিস করণের হুকুম দেন্ তবে ১৮৪৪ সালের ৯ আইনের ৪ ধারানুসারে তাহার উপর সরাসরীমতে জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ৫ অক্টোবরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪। প্রধান সদর আমীন আপীলী মোকদ্দমার যে নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর সরাসরী আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ২১ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৫। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ও ৩ ধারার লিখিত হুকুমসকল এবং ঐ২ হুকুম শুধরিবাতে খাস আপীল ও সরাসরী আপীল গ্রহণ করিবার ও শুনিবার বিষয়ে যে২ হুকুম হইয়াছে ঐ২ হুকুম এবং ফয়সলা পুনর্দৃষ্টি করিবার বিষয়ি উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের উপর খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১১ ধা। ১ প্র।

৬। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত আইনের মধ্যের ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১ প্রকরণে এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইনের ২ ধারায় ও ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৭ ধারায় যে২ বিধি আছে তাহা এই আইনের ক্ষমতাক্রমে প্রস্তাবহওয়া সরাসরী আপীলের বিষয়ে চলন হইবেক ইতি।—১৮৩৮ সা। ২২ আ। ২ ধা।

৭। উপরের প্রকরণের বিবরণ করিয়া লেখা সমস্ত প্রকারেতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত জাবেতামতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইবার বিষয়ে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক

ও এমত সরাসরী আপীলের দরখাস্তের বিষয়ে নীচের প্রকরণের লিখিত কথা খাটিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

৮। উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমাতে কোন ব্যক্তি সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের মনস্থ রাখিলে তাহার কর্ত্তব্য যে উপরের লিখনানুসারে ঐ দরখাস্ত যে আদালতে শুনা যাওনের যোগ্য হয় সেই আদালতে আপনি নিজে কিম্বা আপনার মোকররকরা উকীলের মারফতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার (এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের) নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজেতে সে দরখাস্ত লিখিয়া ও সে মোকদ্দমাতে যে হুকুম কি নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার দস্তখতী নকলের সহিত দাখিল করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

৯। জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি ঐমত সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল করে তাহার স্থানে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার মতে নালিশের প্রথমকার রসুমের বদলে ইষ্টাম্প কাগজের যে রসুম এতাবতা মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহা লওয়া যাইবেক না ও দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তির আপন মোকররকরা উকীলের মেহনতানার টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক না ও যে ডিক্রীহইতে আপীল করিয়াছে সেই ডিক্রী জারীহওয়া মৌকুফ রাখিতে হইলে চলিত আইনের মতে যে জামিনী তাহার দাখিলকরা উচিত হয় তাহাভিন্ন কোন জামিনী দাখিল করিতে হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।

১০। যদি এমত সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল হয় তবে তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টকে তাহার সমাচার দেওনের ও আদালতে তাহার হাজির হওনের আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু যদি বিশেষ কোন মতেতে আদালতের সাহেবদিগের তাহা করা উচিত বোধ হয় তবে রেস্পাণ্ডেণ্টকে সমাচার দেওয়া ও তাহাকে আদালতে হাজির করাণ যাইবেক। ও এমত সরাসরী আপীলের বিষয়ে যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়াছে সে আদালতে ঐ মোকদ্দমা বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ও আইনমতে নামঞ্জুর কি ডিস্‌মিস্ হইযাছে কি না ইহা জানা যাওনের নিমিত্তে যে সওয়াল ও জওয়াব ও বিচারকরণের প্রয়োজন হয় তাহাব্যতিরিক্ত আর কিছু সওয়াল ও জওয়াব ও বিচারের দরকার হইবেক না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৮ প্র।

১১। যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে অথবা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের হজুরে উপরের প্রকরণের মতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দরপেশ হয় তবে যদি সরাসরী বিচারের সময়ে ঐ আদালতে এমত জানা যায যে ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ও আইনের অন্যমতে নামঞ্জুর হইযাছে কিম্বা মঞ্জুর হইয়া বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ও আইনের অন্যমতে মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের তহকীক তদন্ত না হইয়া তাহা ডিস্‌মিস্ হইয়াছে তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের যে সাহেব কি অন্য কার্য্যকারকের করা ডিক্রী কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে তাঁহার প্রতি প্রথম প্রকারেতে এমত হুকুম দেন্ যে পুনর্ব্বার মোকদ্দমার আরজী কি আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ও দ্বিতীয় প্রকারেতে এ বিষয়ের হুকুম দেন্ যে পুনরায ঐ মোকদ্দমা মিসিলের শামিল করিয়া আইনের মতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৯ প্র।

১২। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৯ প্রকরণের মধ্যে "আইনের অন্যমতে" এই যে কথা লেখা আছে তাহার অর্থ এই যে আইনের মধ্যে লিখিত না হওয়া হেতুপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস অথবা নামঞ্জুর করণ অথবা উভয় বিবাদিকে হাজির হইয়া আপনং মোকদ্দমার ডিসমিস না হওনপ্রভৃতির কারণ দর্শাইতে আইনের মধ্যে যে নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে কার্য্য না করণের পূর্ব্বে মোকদ্দমা ডিসমিস কি নামঞ্জুর করণ।—১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর ৮০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩। সদর দেওযানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের কি জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের হজুরে সরাসরী আপীলের কোন দরখাস্ত দাখিল হইলে যদি এমত জানা যায় যে ঐ দরখাস্ত বিরোধবিবাদের ও দুঃখদেওনের নিমিত্তে কি কেবল নিরর্থক করিয়াছে তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা বরং তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া মোকদ্দমার ভাব ও আপেলাণ্টের শক্তি বুঝিয়া যে জরীমানা উপযুক্ত হয় তাহা দেওনের হুকুম আপেলাণ্টের উপর দেন্ কিন্তু ঐ জরীমানার টাকা এমত মোকদ্দমা সরাসরীভিন্ন অন্য প্রকারে প্রথমতঃ কি আপীল মতে উপস্থিত

হইতে হইলে ইষ্টাম্প কাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের যত টাকা আপেলাণ্টের দিতে হইত কোন প্রকারে তাহা-হইতে অধিক না হয় ও জানা কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেব-দিগের কিম্বা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে আপেলাণ্টের উপর জরীমানা করণের অর্থে কি আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহাই চূড়ান্ত ও সিদ্ধ বোধ হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ১০ প্র।

১৪। যদ্যপি চলিত আইনানুসারে নম্বরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে সরাসরী আপীল নামঞ্জুর হওয়াতে ঐ নম্বরী আপীলের নিবারণ হইবেক না।—১৮৩২ সালের ১৯ অক্টোবরের ৭২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার ২ প্রকরণ এবং মান্দ্রাজের চলিত ১৮১৬ সালের ৬ আইনের ২৬ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইল এবং এই আই-নের পূর্ব্বোক্ত ধারার বিধির অনুসারে যে হুকুম হয় তাহার উপর কোন আপীল হইবেক না কেবল ত্রুটি নিতান্ত হইয়াছে কি না এই বিষয়ের সরাসরী আপীল হইতে পারে ইতি।—১৮৪১ সা। ২৯ আ। ৩ ধা।

১৬। ননসুটের হুকুমের উপর আপীল হইলে আপীল আদালতের উচিত যে সেই হুকুম উপযুক্ত কি না এই বিষয় নিশ্চয় করেন এবং দাওয়ার দোষগুণের বিষয় নিষ্পত্তি না করেন তাহা করাতে আসল আদালতের ক্ষমতা গ্রহণ করা হই-বেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৯ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮৫ পৃষ্ঠা।

১৭। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৭ ও ৮ ধারার বিধি দৃষ্টি করিয়া সদর আদালত বোধ করেন যে প্রথমোক্ত আইনের ৩ ধারাক্রমে যদি সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে আপেলাণ্ট ভ্রম-ক্রমে কিম্বা কারণান্তরে নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে পাস আপীলের দরখাস্ত করিলে তবু তাহার সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে এমত হইয়া থাকিলে আপেলাণ্ট আপনার দরখাস্তের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহাহইতে সরা-সরী আপীলের দরখাস্তের উপযুক্ত ইষ্টাম্পের মূল্য অর্থাৎ ২৲ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।—১৮৩১ সালের ২৫ নবেম্বরের ৬১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮। যদি ফরিয়াদীর দলীলদস্তাবেজ আইনমতে ইষ্টাম্প না হওয়াপ্রযুক্ত অসিদ্ধ হয় এবং সেই নিমিত্তে অধস্থ আ-দালত নম্বরী মোকদ্দমার দাওয়া নামঞ্জুর করেন তবে তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে না নম্বরী আপীল করিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১১ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৭ পৃষ্ঠা।

১৯। দুই ব্যক্তির মধ্যে যে ভূমি লইয়া মোকদ্দমা হয় সেই ভূমির শামিলে যদি আদালতের হুকুমক্রমে তৃতীয় এক ব্যক্তির ভূমি গণিত হয় তবে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির তদ্বিষয়ের আপত্তি চূড়ান্ত ডিক্রীর উপর নম্বরী আপীলে জানাইতে হইবেক এবং মোকদ্দমা রুবকার সময়ে করা হুকুমের উপর সরাসরী আপীলে দরখাস্ত করিতে হইবেক না।—১৮৪৮ সালের ২৪ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২০। যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় সেই বিষয়ি অন্য এক মোকদ্দমা অন্যত্র হইয়াছে এমত আপত্তি হইলে এবং সেই আপত্তি অগ্রাহ্য হইলে তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ২৪ জুলাইর মুৎফরক্কা মো কদ্দমার রিপোর্ট।

২১। উপস্থিত থাকা মোকদ্দমার বিবেচনা বিষয়ে ঐ মোকদ্দমার রুবকার করণ সময়ে যে হুকুম করা যায় তাহার উপর আপীল হইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ২০ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২২। দেওয়ানী মোকদ্দমা রুবকার সময়ে যে হুকুম করা যায় তাহার মধ্যে যে২ হুকুমের উপর আইনমতে সরাসরী আপীল হইতে পারে এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত ফিরিস্তি প্রকাশ করি-তেছেন। তাহার এক ফিরিস্তিতে মোকদ্দমা রুবকার হওন সময়ে যে২ হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য ফিরিস্তিতে যে আদালতে ঐ প্রকার আপীল হইবেক তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৩। মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে নীচের লিখিত হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে। প্রথম। ফরি-য়াদী মোকদ্দমার যে মূল্য ধরিয়াছে তাহাতে আসামী আপত্তি করিলে তাহার বিষয়ে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন অথবা মুনসেফের হুকুম।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার ১ প্রকরণ।

২৪। দ্বিতীয়। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ ধারা এবং ১০৪৬ নম্বরী আইনের অর্থের লিখিত

অনুমতিক্রমে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন বা মুনসেফ যে হুকুম করেন তাহা।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফার ২ প্রকরণ।

২৫। তৃতীয়। ৯৬৩ নম্বরী আইনের অর্থের লিখিত অনুমতিক্রমে ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে জামিনীর বিষয়ে প্রধান সদর আমীনের হুকুম।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফার ৩ প্রকরণ।

২৬। চতুর্থ। ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৪ ধারামতে জামিন ও জরীমানার বিষয়ে সদর আমীনেরদের কি মুনসেফের-দের হুকুম।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফার ৪ প্রকরণ।

২৭। পঞ্চম। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকন সময়ে বাদী কিম্বা প্রতিবাদী মরিলে তাহাবদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত-হওন বিষয়ে প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন বা মুনসেফ যে হুকুম করেন তাহা।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফার ৫ প্রকরণ।

২৮। মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে যে হুকুম হয় তাহার ভাব বুঝিয়া যে২ হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে তাহা উপরে লেখা গিয়াছে। যে২ আদালতে ঐ আপীল গ্রহণ হইতে পারে তাহা নীচে লেখা আছে কিন্তু তাহার প্রথম দফাতে এই সাধারণ নিয়ম আছে যে মোকদ্দমা রুবকার সময়ে তাহার তহকীকের বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারে না।—১৮৪৯ সালের ৩ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৯। প্রথম। মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে ঐ মোকদ্দমার তহকীকের বিষয়ে কি তাহার শেষ নিষ্পত্তির বিষয়ে যে হুকুম হয় যে কোন আদালত সে হুকুম করেন তাহার উপর আপীল নাই কিন্তু মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণের বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল হইতে পারে। অসম্পূর্ণ তহকীকের প্রতিকার ১৮৩১ সালের ৯ আইন ও ১৮৩৮ সালের ৭ আইনের বিধানেতে লিখিত আছে এবং বিশেষ২ গতিকে যে আদালতে আপীল হইতে পারে তাহা ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ২ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু যে প্রকার মোকদ্দমার উপর আপীল হয় তাহা তদ্দ্বারা বাড়ান যায় নাই।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফার ১ প্রকরণ।

৩০। দ্বিতীয়। মোকদ্দমা রুবকার হওনের সময়ে জিলার জজ সাহেব আপীলের উপযুক্ত যে২ হুকুম করেন তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফার ২ প্রকরণ।

৩১। তৃতীয়। প্রধান সদর আমীনের আদালতে ৫০০০৲ টাকার অধিক মূল্যের মোকদ্দমায় সেই প্রকার হুকুমের উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফার ৩ প্রকরণ।

৩২। চতুর্থ। ৫০০০৲ টাকার কম মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের আদালতের ঐ প্রকার হুকুমের উপর আ পীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইবেক ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রু-আরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফার ৪ প্রকরণ।

৩৩। পঞ্চম। মোকদ্দমা রুবকার সময়ে তাহার মূল্য নিরূপণের বিষয়ে সদর আমীন কি মুনসেফ যে২ হুকুম করেন তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফার ৫ প্রকরণ।

৩৪। ষষ্ঠ। মোকদ্দমা রুবকার হওন সময়ে সদর আমীন কিম্বা মুনসেফ আপীলের উপযুক্ত অন্য যে সকল হুকুম করেন তাহার উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইবেক তাহাতে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফার ৬ প্রকরণ।

৩৫। দেওয়ানীর জজ সাহেবদিগকে বিশেষমতে অবগত করা যাইতেছে যে উপরে যে সকল আপীল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা মাসিক ও বার্ষিক ২ নম্বরী কৈফিয়তের ৩ নম্বরী ঘরে যে২ মোকদ্দমা লিখিবার অভিপ্রায় আছে তাহাই।—১৮৪৯ সা-লের ২ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৬। আপীল করণের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হইলে পরও যদি পূর্ব্বে আপীল না করণের হুদোধমতে কারণ জজ সা-হেবকে দর্শান যায় তবে তিনি সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন।—১৮২৮ সালের ১৮ আপ্রিলের ৪৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণানুসারে যদি মোকদ্দমা ননসুট হয় এবং যদি ফরিয়াদী এমত প্রমাণ দিতে পারে যে আমি সম্পত্তির যে মূল্য ধরিয়াছিলাম তাহা কম ছিল না অতএব সদর আমীন বা প্রধান সদর আমীন যে হুকুম করিলেন তাহা অসঙ্গত তবে ঐ ননসুটহওয়া মোকদ্দমার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে।—১৮৩৪ সা-লের ২৪ অক্টোবরের ৮৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮। যে মোকদ্দমার এক প্রধান সদর আমীনের এলাকা ছিল না এমত মোকদ্দমার তিনি ডিক্রী করিলেন। তাহাতে সদর আদালতে দরখাস্ত হইলে এই বিধান হইল যে ঐ বেদাঁড়া ডিক্রী সুদ্ধ সরাসরী দরখাস্তক্রমে অন্যথা করা যাইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ২৪ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩১ পৃষ্ঠা।

৩৯। যে ব্যক্তি আপেলাণ্টের স্থানে কোন ক্ষমতা পায় নাই এমত ব্যক্তি আপেলাণ্টেরদের পক্ষে পূর্ব্বে কোন সময়ে নালিশ করিল এবং সেই সাবেক মোকদ্দমার ডিক্রী দৃষ্টে এক মোকদ্দমা ননসুট হইলে তাহার উপর আপীল হইল এবং সদর আদালত তাহা সরাসরীরূপে গ্রাহ্য করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ১২ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৪ পৃষ্ঠা।

৪০। জিলার আদালতে ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের বিধির অনুসারে আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে এক সরাসরী ডিক্রী হইয়াছিল। আপেলাণ্ট ইহা বলিয়া সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল গ্রাহ্য করিতে প্রবিন্সাল আদালতে দরখাস্ত করিল যে ঐ ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইনের এই মোকদ্দমার সঙ্গে কিছু সম্পর্ক নাই। তাহার দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে আপেলাণ্টের ওজর তজবীজ করণার্থে আপীল গ্রাহ্য করা উচিত ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১২ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৩৯ পৃষ্ঠা।

৪১। প্রবিন্সাল আদালতে আপীলের দরখাস্ত হইল কিন্তু সেই আদালতে আপীল করণের মিয়াদ অতীত হইয়া গিয়াছে বলিয়া নামঞ্জুর হইল কিন্তু আপেলাণ্ট বিলম্বের যে কারণ দর্শাইল তাহা আদালত কিঞ্চিৎ তজবীজ করিলেন না। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত সরাসরীমতে আপীল লইলেন এবং অধস্থ আদালতের প্রতি এই হুকুম করিলেন যে আপেলাণ্টের আপীল অগ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে তাহার ঐ কথার সত্যতার বিষয়ের তজবীজ করা উচিত।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৯ সালের ৭ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৯৮ পৃষ্ঠা।

৪২। কতক ভূমির মালিকী স্বত্ব রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা সরাসরী মোকদ্দমার রীতিমতে বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেই নিষ্পত্তির উপর ভুমক্রমে নম্বরী আপীল গ্রাহ্য হইল এবং প্রবিন্সাল আদালত তাহা অন্যথা করিলেন। পরে সদর দেওয়ানী আদালতে সরাসরী আপীল হইলে ঐ আদালত প্রবিন্সাল আদালতের হুকুমে হস্তক্ষেপকরা উচিত বোধ করিলেন না কিন্তু এই বিশেষ হুকুম করিলেন যে বিরোধের পূর্ব্বে যে ব্যক্তির দখলে ভূমি ছিল সেই ব্যক্তিকে ত্যক্ত করিতে হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২০ সালের ৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩ পৃষ্ঠা।

২ ধারা।

৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর এবং জিলার আদালতের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল।

৪৩। ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মুল্যের যে সকল মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারানুসারে যে সকল সরাসরী আপীল হয় তাহা একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৪৪। ঐ মত যদি জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা দাঁড়ানুসারে প্রথমতঃ কি আপীলমতে যে কোন মোকদ্দমা তাঁহারদিগের শুনিবার যোগ্য হয় তাহার দাওয়ার আরজী কি আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ কিম্বা ঐ আরজী কিম্বা দরখাস্ত ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টহইতে বিলম্ব কি দাঁড়া ও জাবেতার অন্য মত কি অন্য কসুর হওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের বিচারকরণবিনা তাহা ডিসমিস করেন্ তবে তাহাতে প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীল মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৪৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ও ৫ ধারার বিধির অনুসারে ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মুল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহার উপর সরাসরী আপীল কেবল সদর আদালতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ১১ মের ১১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৪৬। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারার নিয়মের কথা সাধারণরূপে লেখা আছে অতএব সেই ধারানুসারে যেমন ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যা মুল্যের মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইলে তাহার বিষয়ে খাটে তেমনি তত টাকার ন্যূন মুল্যের যে সকল মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে অর্পণ হয় তাহার বিষয়েও খাটে। অতএব এইমত গতিকে প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর যে আপীল হয় তাহা প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ

সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং তাহার পর খাস আপীলমতে সদর আদালতে অর্পণ হইবেক।—১৮৩৮ সালের ১১ মের ১১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩ ধারা।

অচিহ্নিত বিচারকেরদের হুকুমের উপর দেওয়ানীর জজ সাহেবের নিকটে নম্বরী আপীল।

৪৭। যে কোন ব্যক্তি মুনসেফের ফয়সলাতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় তাহাকে অনুমতি আছে যে এই আইনের ৪১ ধারামতে ফরিয়াদী ও আসামীকে কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের স্থানে ডিক্রীর নকল দেওয়া যাওনের তারিখের পর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের নিয়মে জজ সাহেবের হজুরে সে মোকদ্দমার আপীল করে কিন্তু জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি মুনসেফের হুকুমের উপর আপেলাণ্ট আপীলের দরখাস্ত নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে পর দাখিল করে ও মিয়াদের মধ্যে তাহা দাখিল করিতে না পারিবার বিশিষ্ট হেতু তাঁহার হজুরে জাহির করে তবে তাহার আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ১ প্র।

৪৮। মুনসেফদিগের ফয়সলাহইতে আপীলের যে সকল দরখাস্ত দিতে হয় কর্ত্তব্য যে তাহা সেই মুনসেফেরা যেং জিলা কি শহরের জজ সাহেবের তাবে অধিকারের হয় সেইং জজ সাহেবের হজুরে দেওয়া যায় ও মুনসেফদিগকে হুকুম আছে যে আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত না লয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ২ প্র।

৪৯। কর্ত্তব্য যে মুনসেফদিগের ফয়সলাহইতে আপীল করণের দরখাস্ত আপেলাণ্ট আপনি নিজে কিম্বা সিরিশতার কোন উকীলের মারফৎ দাখিল করে ও যদি আপীল মঞ্জুর হয় ও আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট নিজে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব না করে তবে যেং উকীল তাহারদিগের তরফহইতে মোকরর্ হয় তাহারা আপনারদিগের ওকালতীর রসুম আদালতে উপস্থিতহওয়া অন্যং মোকদ্দমাতে যে হারে মোকরর্ আছে সেই হারে পাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৩ প্র।

৫০। মুনসেফদিগের ফয়সলা কেবল বেসিরিশ্তায় কার্য্যকরণের কসুরে নামঞ্জুর হইবেক না তাহার মঞ্জুরী ও নামঞ্জুরী কেবল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দোষগুণ বিবেচনাক্রমে হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৪ প্র।

[উপরের লিখিত ১। ২। ৩। ৪ প্রকরণের বিধান ঐ আইনের ৭৩ ধারানুসারে সদর আমীনেরদের হুকুমের উপর আপীলের প্রতি খাটে।]

৫১। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন মুনসেফের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা উক্ত রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৭ ধারাতে দেওয়া ক্ষমতাক্রমে বিচারের নিমিত্তে সদর আমীন অথবা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন্ তখন সেই মোকদ্দমার প্রথমতঃ মুনসেফের দ্বারা গ্রহণ হইয়া বিচার হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল ও আপীলের বিষয়ে যেং বিধানানুসারে কার্য্য হইত সেইং বিধি এই গতিকেও চলন হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৫ ধা।

৫২। কিন্তু যখন এপ্রকার কোন মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় তখন সেই নিষ্পত্তির উপর আপীল জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং কেবল তিনিই তাহার বিচার করিবেন এবং ঐ আপীলের জিলা বা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহা চূড়ান্ত হইবেক এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৬ ধা।

[কিন্তু এইক্ষণে খাস আপীল সদর আদালতে হইতে পারে।]

৫৩। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন সদর আমীনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমা উক্ত রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের জজ সাহেব বিচারের নিমিত্তে প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন্ তখন ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ সদর আমীনকে অর্পণ হইলে এবং তাঁহার দ্বারা বিচার হইলে ইষ্টাম্পের মাসুলের ও আপীলের বিষয়ে যেং বিধি চলিত আছে ঐ মোকদ্দমার এইং গতিকেও সেইং বিধি চলন হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৭ ধা।

৫৪। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রধান সদর আমীনের দ্বারা হয় তাহার আপীল জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল চলিত আইনের লিখিত যে হুকুম এই বিষয়ে খাটে তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ২ প্র।

৫৫। জিলা ভাগলপুরে উপস্থিত এক মোকদ্দমা ঐ জিলাহইতে খারিজ হইয়া ১৮৩৮ সালের ২৭ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে জিলা পূরণিয়াতে দাখিল হইল এবং ঐ জিলার জজ সাহেব বিচারার্থ তাহা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করেন। তাহাতে পূরণিয়ার জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে ঐ সদর আমীনের ফয়সলার উপর আপীল পূরণিয়ার জিলা আদালতে হইবেক এবং ভাগলপুরের জিলাতে হইবেক না।—১৮৪২ সালের ১৩ মের ১৩৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৬। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলার ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালত ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরের পদসম্বন্ধীয় দস্তখৎ করা হুকুমের দ্বারা ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন কোন জিলা বা শহরের আদালতে যে কোন মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হয় অথবা আপীল হয় তাহার বিচার করণের ভার ঐ সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন অন্য কোন জিলা বা শহরের আদালতে অর্পণ করিতে আজ্ঞা দিতে পারেন ইতি।—১৮৩৭ সা। ৩ আ। ১ ধা।

৫৭। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ধারার দ্বারা যে ক্ষমতা দেওয়া গেল তদনুসারে যখন উক্ত কোন এক সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার বিচার এক আদালতহইতে উঠাইয়া অন্য আদালতে অর্পণ করেন তখন ঐরূপ অর্পণের কারণ আপনার রোয়দাদে লিখিয়া রাখিবেন ইতি।—১৮৩৭ সা। ৩ আ। ২ ধা।

৫৮। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন তাহাতে যে কোন ব্যক্তি নারাজ হয় ঐ নিষ্পত্তির উপর চলিত নিয়মানুসারে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিতে সেই ব্যক্তির অধিকার আছে। সেই আপীলের দরখাস্ত জিলার আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে তাঁহার সিরিশ্তাদার বা অন্য কোন প্রধান আমলা তাহা তৎক্ষণাৎ তহকীক করিবেন এবং যদ্যপি ঐ আপীলের আরজী নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকে এবং যদি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আদালতে দাখিল হইয়া থাকে তবে তাহা নথীতে গাঁথা হইল আদালতের রেজিষ্টরী বহীর মধ্যে নম্বর করিয়া লেখা যাইবেক। যদ্যপি ঐ দুই বিষয়ে চলিত নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে ঐ সিরিশ্তাদার কি ঐ প্রধান আমলার উচিত যে তাহা জজ সাহেবকে বিশেষরূপে জানান এবং জজ সাহেব তাহার বিষয়ে যেমত বিহিত বোধ করেন সেইমত হুকুম করিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫৯। সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপীলের বিষয়ে যে নিয়ম করা গিয়াছে সেই নিয়মের যদি কিছু ব্যতিক্রম আপীলের আরজীতে দৃষ্ট হয় তবে আমলাদের উচিত যে তাহা জজ সাহেবকে বিশেষরূপে জানান এবং জজ সাহেব তাহার বিষয়ে যেমত বিহিত বুঝেন সেইমত হুকুম দিবেন।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৬০। অতএব যদি সেই আপীলের আরজী সর্ব্ব প্রকারে দাঁড়ামত ও উপযুক্ত হয় তার সিরিশ্তাদার অথবা অন্য প্রধান আমলার কর্ত্তব্য যে তাহা আরজীর পৃষ্ঠে তৎক্ষণাৎ লিখিয়া তাহাতে আপনি দস্তখৎ করেন। তাহার পর মোকদ্দমার আসল রোয়দাদ অর্থাৎ মিসিল আপীলের আরজীর শামিলে রাখিতে হুকুম দেওয়া যাইবেক তাহার অভিপ্রায় এই যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত বিধির অনুসারে যখন জজ সাহেব আপীল শুনেন তখন যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহা যথার্থ কি না ইহা তাঁহার বোধ হওনের নিমিত্তে রোয়দাদের যে ভাগ দৃষ্টিকরা আবশ্যক বোধ হয় তাহা দৃষ্টি করিতে পারেন। যেহেতুক ঐ ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিতে ১৮৩৮ সালের ৭ আইনের দ্বারা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইল। সদর আদালত জানাইতেছেন যে সামান্যতঃ যে দিবসে আপীলের আরজী দাখিল হয় সেই দিবসে নিদানে তাহার পর কাছারীর দিবসে সিরিশ্তাদারের দ্বারা মোকদ্দমার কাগজপত্র তহকীক করণের এবং মোকদ্দমার রোয়দাদ অর্থাৎ মিসিল আপীলের আরজীর শামিল রাখিবার হুকুম দেওনের কিছু বাধা নাই।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৬১। জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে মোকদ্দমার আসল রোয়দাদের শামিলে থাকা ফয়সলনামা দৃষ্টি করিয়া যদি ঐ আপীলের দরখাস্ত ও নিরূপিত জামিনী এমত আপীলের দরখাস্ত শুনা যাওনের

অর্থে আইনেতে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে উপরের নির্দ্ধারিত মতে দাখিল হয় তবে সে দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

৬২। নয়রী আপীল মঞ্জুর করণের নিমিত্তে জজ সাহেবের কেবল এই বিষয় নিশ্চয় করিয়া জানিবার আবশ্যক আছে যে আপীলের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ অতীত হয় নাই এবং আপীলের দরখাস্ত নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে (১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখের ৬০ নম্বরী সরকুলর অর্ডর দেখ) কিন্তু আপীল নথীর শামিল করা গেলে এবং শুনানির নিমিত্তে উপস্থিত হইলে যদ্যপি রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর হুকুম জারী হওনের পর অথবা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধানানুসারে জজ সাহেবের এইমত দৃষ্ট হয় যে আপেলাণ্টকে প্রথম বিচারকারি আদালত উচিতমত এত্তেলা দিয়াছিলেন এবং ঐ আদালতের জজ সাহেব কার্য্যের নিয়মানুসারে এবং গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন এবং যদি আরো দৃষ্ট হয় যে আপেলাণ্ট ত্রুটির যে কারণ জানাইয়াছেন তাহা অনর্থক এবং অমূলক অথবা তিনি জানিয়া শুনিয়া অধস্থ আদালতে হাজির হইতে ত্রুটি করিয়াছিলেন তবে এই আদালতের স্পষ্ট বোধ হয় যে ঐ আপীল ডিসমিস করা উচিত। ইহাতে জজ সাহেব জ্ঞাত হইবেন যে কোন মোকদ্দমা যদি প্রথম বিচারকারি আদালতে আইনমতে ডিক্রী হইয়া থাকে তবে তাহা একতরফাতে ডিক্রী হইয়াছিল কেবল ইহাতে গোড়াগুড়ি বিচার করণের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাওনের অথবা আসল মোকদ্দমায় আপেলাণ্টের অজুহাৎ বিবেচনা করিবার উপযুক্ত কারণ নহে।—১৮৪১ সালের ১২ মার্চের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬৩। মুনসেফ কি সদর আমীনের করা ফয়সলার উপর আপীল হইলে জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক চলিত আইনের লিখিত কোন হুকুম তাহার বিপরীত হইলেও তাহাতে নিষেধ হইবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ১ প্র।

৬৪। বিধান হইল যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলের দরখাস্ত শুনিবার বিষয়ে যে ক্ষমতা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হইল সামান্য আইনানুসারে ঐ আদালত যে প্রকার আপীল শুনিতে পারেন কেবল তাহার বিষয়ে সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। অতএব মুন্সুর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে ডিক্রী করেন সেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল সদর আদালত শুনিতে পারেন না যেহেতুক ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারাতে হুকুম আছে যে সেই আপীলের মুখে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত।—১৮৩১ সালের ১৮ মের ৬৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।—[কিন্তু ১৮৪৩ সালের ৩ আইনমতে সদর আদালতে খাস আপীল হইতে পারে]।

৬৫। ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে যে কোন মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকটে কি জিলা কি শহরের রেজিষ্টর সাহেবের কি জজ সাহেবের হজুরে নিষ্পত্তি পায় ও জাবেতামতে সে মোকদ্দমা আপীলহওনের যোগ্য হয় ফরিয়াদী কি আসামী যদি তাহার আপীল করিবার মনস্থ রাখে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যে জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের অধিকারে সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইয়া থাকে সেই জজ সাহেবের হজুরে ডিক্রীর নকলব্যতিরেকে আপীলের এক দরখাস্ত দাখিল করে ও এমত আপীলের দরখাস্ত করণেতে দরখাস্তদেওনিয়ার আবশ্যক হইবেক না যে তাহার হেতুসকল বেওরা করিয়া লিখিয়া দেয় কিন্তু এই মজমুনে মোটে এজহার লিখিয়া দিলেই হইবেক যে আপেলাণ্ট ঐ নিষ্পত্তিতে নারাজ হইয়া আপীল করণের মনস্থ রাখে কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ আপীলের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার (এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের) নিরূপিত কাগজে ও ১৪ ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে লিখনের ও তাহার সঙ্গে আপীল খরচার বাবৎ নিরূপিত জামিনী দাখিল করণের আবশ্যক হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

৬৬। ত্রিহুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন এবং মুনসেফেরা যে ডিক্রী করেন তাহার উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীলের আরজী হইলে সেই আরজীর সঙ্গে২ আসল ডিক্রীর নকল দিবার আবশ্যক নাহি।—১৮৩৮ সালের ২০ জুলাইর ১১৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৭। আপেলাণ্টের ক্ষমতা আছে যে যে নিষ্পত্তির উপর আপীল করে তাহার প্রতি যে২ ওজর রাখে তাহা আপীলের অন্য হেতুর বিবরণ ও বেওরার সহিত আপীলের আসল দরখাস্তে লিখিয়া দেয় কিম্বা আলাহিদা আরজীতে লিখিয়া যে আদালতেতে আপীলের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হওনের বিষয় সেই আদালতে

দাখিল করে ও শেষ কল্লে কর্ত্তব্য যে এমত আরজী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৭ ধারার (এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের) মতে যে ইষ্টাম্পকাগজ আর২ সওয়াল ও জওয়াবের কাগজের নিমিত্তে নিরূপণ হইয়াছে সেই কাগজে লেখা যায় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৫ প্র।

৬৮। ১৮২৯ সালের ১০ আইন কিম্বা অন্য কোন আইনের দ্বারা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৫ প্রকরণ রদ হয় নাহি সেই প্রকরণে হুকুম আছে যে যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার বিশেষ ওজর যদি আপীলী দরখাস্তের মধ্যে না লেখা যায় তবে তাহা আলাহিদা এক আরজীর মধ্যে লেখা যাইতে পারে। ঐ আলাহিদা আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক তাহা ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৯ প্রকরণে লেখা আছে।—১৮৩০ সালের ২৮ মের ৫৫৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৬৯। সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপীল গ্রাহ্য করণের বিষয়ে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে হুকুম আছে যে আপীলের আরজীর সঙ্গে অজুহাৎ অর্থাৎ আপীল করণের কারণ না লেখা থাকিলেও তাহা নথীর শামিল করা যাইতে পারে এবং সেই নিয়ম নূতন আইন না হওন বিনা অন্যথা হইতে পারে না অতএব জজ সাহেবের উচিত নহে যে আপেলাণ্টকে আপনার আপীলের আরজীর সঙ্গে ডিক্রীর নকল এবং অজুহাৎ দাখিল করিতে হুকুম দেন।—১৮৩৪ সালের ১৪ ফেব্রুআরির ৮৬৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৭০। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে উক্ত প্রকার মোকদ্দমায় যদি আপেলাণ্ট আপনার নম্বরী আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর এক নকল দাখিল করিয়া থাকে তবে তাহার আপীল নামঞ্জুর হইলে সেই নকল তাহাকে ফিরিয়া দিতে হইবেক। এবং সদর আদালত আরো বিধান করিতেছেন যে ঐ মোকদ্দমার যদ্যপি খাস আপীল হইতে পারে তবে আপেলাণ্ট খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর সেই নকল দাখিল করিতে পারিবেক এবং আপীল আদালত তাহার আপীল নামঞ্জুর করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলা যে হুকুম করিলেন সেই হুকুমের এক নকল তাহার সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৭১। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের এবং উত্তরপশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪২ সালের ১ জুলাই তারিখের ২১১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের লিখিত বিধি নানা স্থানের আপীল আদালতে খাটান যায়। —১৮৪৭ সালের ১৩ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৭২। ফরিয়াদী কি আসামী আপীলের যে সকল দরখাস্ত মফঃসলের আদালতে অথবা সদর আদালতে দাখিল করে তাহার মধ্যে সমস্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম না লিখিয়া ওগরহ অথবা অন্যান্য ব্যক্তি এমত শব্দ লিখিয়া থাকে তাহাতে প্রত্যেক রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে নির্দ্দিষ্ট হুকুম জারী হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে শুনানির নিমিত্তে প্রস্তুত করিতে বারবার বিলম্ব হইতেছে। এই ব্যবহার ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার (দত্ত দেশের নিমিত্তে ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার ৩ প্রকরণের) বিধানের বিরুদ্ধ। অতএব আপীলের যে দরখাস্তে সমস্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম না লেখা যায় তাহা বেদাঁড়া জ্ঞান করিতে হইবেক এবং আইনানুসারে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এবং রীতিমতে আপীলের দরখাস্ত হইলে আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ হিসাব করণের বিষয়ে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য এই প্রকার বেদাঁড়া দরখাস্তের বিষয়ে হইবেক না।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭৩। অতএব উচিত পর অধস্থ আদালতে আপেলাণ্টের বিপক্ষ যাহারা ছিল তাহারদের কোন এক ব্যক্তির নাম লিখিতে যদি আপেলাণ্ট ত্রুটি করে এবং তাহা না লিখনের কোন কারণ না দর্শায় তবে আপীলের মিয়াদের মধ্যে তাহারদের নাম লিখিয়া দাখিল করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক কিন্তু তাহা যদি না করে তবে তাহার আপীল বেদাঁড়া বোধ হইবেক।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৭৪। আপীলের উক্ত প্রকার বেদাঁড়া দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠাইবার নিমিত্তে যে জজ সাহেবেরদের এবং প্রধান সদর আমীনেরদের হজুরে দাখিল হয় তাহারা ঐ দরখাস্তকারিরদিগকে পূর্ব্বোক্ত হুকুমের বিষয় জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৭৫। ১৮৪২ সালের ১ জুলাই তারিখের ২৫৮৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের তৃতীয় দফার উপলক্ষে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে আপীলের যে দরখাস্তে সমস্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম বিশেষ করিয়া লেখা নাহি এমত দরখাস্ত তোমার নিকটে দরপেশ হইলে ঐ আপীল এই সদর আদালতে পাঠাওনের সময়ে তুমি জানাইবা যে আপীলকরণিয়া ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোক্তারকে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের বিধান জানান গিয়াছে। সেই বিষয়ে তোমার সর্টিফিকট তোমার আদালত হইতে আপীলের দরখাস্ত পাঠান সময়ে তাহার কাগজপত্রের সঙ্গে দিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১৪ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৭৬। যে গতিকে প্রথম আদালতে উপস্থিত আসল মোকদ্দমার সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারো নাম রেসপাণ্ডেণ্টের মধ্যে আপেলাণ্ট জানিয়া শুনিয়া না লেখে অথবা কোন প্রকারে না জানায় এইমত গতিকে উক্ত বিধি খাটিবেক না। যথা যদি আনন্দ ব্রজের এবং কৃষ্ণের নামে নালিশ করে এবং ব্রজের বিরুদ্ধে তাহার পক্ষে ডিক্রী হয় এবং অধস্থ আদালতের ডিক্রীর যে ভাগের দ্বারা কৃষ্ণের উপর তাহার দাওয়া ডিসমিস হয় কেবল সেই ভাগের উপর আপীল করে এবং ব্রজকে রেসপাণ্ডেণ্টের মধ্যে গণ্য না করে তবে ব্রজের উপর এত্তেলা জারী করিতে আপীল আদালতের আবশ্যক নাই।—১৮৪৩ সালের ১৪ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৭৭। উক্ত হুকুমের বিষয়ে প্রধান সদর আমীনদিগকে বিশেষ মনোযোগ করিতে তোমাকে হুকুম দেওয়া গেল।—১৮৪৩ সালের ১৪ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৭৮। ছিলটের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণ করণেতে আসল টাকার উপর আদালতের খরচা চড়াইতে নিষেধ আছে।—১৮৩৮ সালের ১৪ ডিসেম্বরের ১১৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৯। হুকুম হইল যে ১০০০৲ এক হাজার টাকার অনধিক সংখ্যা বা মূল্যের দাওয়ার বিষয়ি প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা এবং সদর আমীন ও মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীলহওয়া মোকদ্দমার সওয়ালজওয়াবব্যতিরেকে যে২ জিলা বা শহরে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের হুকুম চলন হইয়াছে কি উত্তর কালে হইবেক সেই২ জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতের সমস্ত সওয়ালজওয়াব ৪৲ চারি টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক উপরের বিশেষ করিয়া লেখা দুই প্রকার মোকদ্দমার সমস্ত সওয়ালজওয়াব পূর্ব্বের মত কেবল ১৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৩ ধা।

৮০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে রেজিষ্টর সাহেব ও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল হয় তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার বর্জিত বিষয়ের মধ্যে লেখা নাহি অতএব সেইরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব ৪৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ১৮৩৩ সালের ৪ অক্টোবরের ৮৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮১। ইঙ্গরেজী ১৮১৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এই প্রকরণক্রমে রদ হইল এবং যে সকল মাফ উপরের প্রকরণে অর্থাৎ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৯ ধারার ২ প্রকরণে লেখা গিয়াছে তাহা এই আইন জারী হইবার নিরূপিত দিনের পরে প্রথমত উপস্থিতহওয়া কোন নালিশে কিম্বা আপীলে যত টাকার দাওয়া জিলা কিম্বা শহরের আদালতে হইয়া থাকে সেই সকল মোকদ্দমা জিলা কি শহরের জজ সাহেবদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি হউক কি তাঁহারদিগের দ্বারা সদর আমীন কি রেজিষ্টর সাহেবদিগের সমীপে সোপর্দ্দ করা যাউক তাহাতে খাটিবেক না ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

৪ ধারা।

নম্বরী আপীল উপস্থিত করণ।—বিবিধ বিধি।

৮২। এক ব্যক্তির প্রতিকূলে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার যথার্থতা ঐ ব্যক্তি স্বীকার করিল এবং ঐ স্বীকারের পর যে আপীল হইল তাহাতে ঐ ব্যক্তিকে সেই ডিক্রীর দোষ দিতে অনুমতি হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪৪ পৃষ্ঠা।

৮৩। ক্ষতিপূরণের নালিশ হইলে ফরিয়াদী আদৌ আপনার ক্ষতি যত টাকা ধরিয়াছিল তাহার বিষয়ে আসামীর আপীল করণের আবশ্যক নাই কিন্তু অধস্থ আদালত যত ক্ষতিপূরণের ডিক্রী করিয়াছিলেন তত টাকার বিষয়ে আপীল করিতে পারে।—১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৮ পৃষ্ঠা।

৮৪। যে টাকার বাবৎ নালিশ হইয়াছিল তাহার অর্দ্ধেকের ডিক্রী হইল কিন্তু আসামীর আপীল করাতে আপীল আদালত বোধ করিলেন যে সমুদয় টাকার ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী করা উচিত ছিল। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ফরিয়াদী যদি স্বয়ং সেই ডিক্রীর বিষয়ে ওজর না করিয়া থাকে তবে তাহার উপকারের নিমিত্তে অধস্থ আদালতের ডিক্রী সংশোধন হইতে পারে না।—১৮৩৪ সালের ১৪ ফেব্রুআরির ৮৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৫। দুই জন আপেলাণ্ট মিলিয়া এক আপীল করিল এবং তাহারদের এক জনের দরখাস্তক্রমে ঐ আপীল নম্বর

খারিজ হইল। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে তাহা জিলার জজ সাহেবের আদালতে সাবেক নম্বরে পুনর্ব্বার বহাল করা যায়।—১৮৪১ সালের ২০ আপ্রিলের সরামরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮ পৃষ্ঠা।

৮৬। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যদি দুই জনের প্রতিকূলে সাধারণে ডিক্রী হয় তবে তাহারদের মধ্যের এক জন অর্দ্ধ ডিক্রী অন্যথা করণার্থে আপীল করিতে পারে না এবং এক জনের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে সেই ডিক্রীর অর্দ্ধেকের উপর আপীল হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ১০ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৪১৪ পৃষ্ঠা।

৮৭। মোকদ্দমার আসল রোয়দাদ অগ্নির দ্বারা নষ্ট হইলে আপীল আদালতের যাহার কর্ত্তব্য তাহা।—ঐ মোকদ্দমার কাগজপত্র এইরূপে নষ্ট হওয়াতে প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল যে উভয় বিবাদির নিকটে যে২ প্রমাণ ছিল অথবা যে২ প্রমাণ তাহারা আনাইতে পারিল তাহা দাখিল করিতে তাহারদিগকে হুকুম দেন এবং যে সাক্ষিরদের জোবানবন্দী সদর আমীন লইয়াছিলেন সেই সাক্ষিরদের পুনর্ব্বার জোবানবন্দী লইতে তাহারদের ইচ্ছা ছিল কি না ইহা জানাইতে হুকুম দেন। ফলতঃ যাহা নষ্ট হইয়াছিল তাহা সাধ্যপর্য্যন্ত পূরণ করিতে তাঁহার উচিত ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১৯ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

৮৮। একতরফা নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে যখন ত্রুটির কারণ স্পষ্ট জানান গিয়াছে কি না গিয়াছে তখন আপীল আদালতের যাহা কর্ত্তব্য তাহা।—আদালতের বর্ত্তমান ব্যবহারমতে প্রধান সদর আমীনের উচিত ছিল যে মোকদ্দমা যে আদালতে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতে আসামীর ত্রুটি হইবার মাতবর কারণ জানাইতে তাহাকে হুকুম করেন এবং মাতবর কারণ না জানাইলে কেবল সেই হেতুতে আপীল নামঞ্জুর করেন। কিন্তু যদি তিনি বোধ করিলেন যে ঐ ত্রুটির এমত মাতবর কারণ দেওয়া গিয়াছে যে আসামীর মোকদ্দমার শুনানি হইতে পারে তবে তাঁহার উচিত যে ঐ মোকদ্দমা মুনসেফের নিকটে ফিরিসা পাঠান্ এবং তিনি তাহার জওয়াব লইলে পর তাহা পুনর্ব্বিচার করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩২৮ পৃষ্ঠা।

৮৯। মোকদ্দমার একপক্ষ ব্যক্তি আপীল করিলে অধস্ত আদালতের ডিক্রীর দোষগুণ উপরিস্থ আদালতের বিচারে আইসে এবং যে দোষের বিষয়ে রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনার উত্তরে নালিশ করে সেই দোষ ঐ উপরিস্থ আদালত সংশোধন করিতে পারেন এবং তন্নিমিত্তে ঐ রেস্পাণ্ডেণ্টের স্বতন্ত্র ও প্রকৃতপ্রস্তাব আপীল করণের আবশ্যক নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৩১ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১১০ পৃষ্ঠা।

৯০। এক ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের খাতক যে মোকদ্দমান আসামী ছিল এই মত এক মোকদ্দমায় খাতকের স্বত্ব সাব্যস্ত করণার্থে এবং আপনার দাওয়া পরিশোধ করণার্থে বিরোধি সম্পত্তি দায়ী আছে ইহা সাব্যস্ত করণের জন্যে ঐ মহাজন সেই মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করিলেন। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে অধস্ত আদালতের যে ডিক্রীর দ্বারা মহাজনের খাতকের সংস্থানের হানি হইতে পারে সেই ডিক্রীর উপর ঐ মহাজন আপীল করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ২৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২১৬ পৃষ্ঠা।

৯১। আনন্দ বলরামের নামে নালিশ করিয়া পরাজিত হইয়া আপীল করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে বলরামের ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনেরা যদি সেই ব্যক্তির দেউলিয়া না হওনেতে আপনারদের লাভ বোধ করে তবে তাহারা সেই আপীলের জওয়াব দিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৯ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩০৪ পৃষ্ঠা।

৯২। এক জন রেস্পাণ্ডেণ্টের মৃত্যু হইলে তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনেরদিগকে আপীলের জওয়াব দিবার অনুমতি হইল যেহেতুক বিরোধি সম্পত্তি তাহারদের খাতকের ইহা সাব্যস্ত করণেতে তাহারদের উপকার ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৮৬ পৃষ্ঠা।

৯৩। তিন জন রেস্পাণ্ডেণ্ট কতক ভূমির উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্বের বিষয়ে দাওয়া করিল ইতিমধ্যে চতুর্থ এক ব্যক্তি উপস্থিত হইল এবং ঐ তিন জনকে আপীলের জওয়াব দেওনের অনুমতি হইল। কিন্তু আপনং উত্তরাধিকারিত্বের স্বত্ব সাব্যস্ত করণার্থে তাহারদের প্রতি নম্বরী মোকদ্দমা করণের হুকুম হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৪ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১২৬ পৃষ্ঠা।

৯৪। জিলার আদালতে নানা ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হওয়াতে তাহার মধ্যে এক জনমাত্র সদর আদালতে আপীল করিল অন্যেরা আপীল করিল না। তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল যে এইমত আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণেতে সদর আদালতের উপযুক্ত বোধ হইলে যে সকল ব্যক্তির প্রতিকূলে জিলার আদালত ডিক্রী করিয়াছিলেন সেই প্রত্যেকের বিষয়ে ঐ সদর আদালত বিচার করিতে পারেন কি জিলার আদালতের ডিক্রীর যে ভাগে আপীলকরণিয়া ব্যক্তির স্বত্ব ও লাভ আছে

কেবল সেই ব্যক্তির সম্পর্কে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালত কহিলেন যে কেবল শেষোক্ত ব্যক্তির স্বত্ব ও লাভের বিষয়ে আপীল আদালত বিবেচনা করিতে পারেন আমারদের এমত বোধ হয় কিন্তু কলিকাতাস্থ সদর আদালতে কি ব্যবহার চলন আছে তাহা আমরা অবগত হইতে চাহি। এই বিষয়ে যে নিয়ম ধার্য্য হয় তাহা জজ সাহেব কি প্রধান সদর আমীনের বিচারিত মোকদ্দমার সকল আপীলের বিষয়ে খাটিবেক। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত কহিলেন যে যে ব্যক্তিরা আপীল করে কেবল সেই ব্যক্তিরদের অংশের বিষয়ে আপীল আদালতের বিচার করা উচিত কিন্তু যখন যথার্থ বিচার হওনের নিমিত্তে অত্যাবশ্যক বোধ হয় তখন ডিক্রীর দ্বারা যে সকল ব্যক্তির লাভালাভ হয় সেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপীল আদালতের ডিক্রী করা উচিত।—১৮৩৬ সালের ২ জানুআরির ৯৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯৫। অধস্থ আদালতে আসামী দাবীর সম্পত্তির মূল্যের বিষয়ে আপত্তি করিলে যদি সেই বিশেষ বিষয়ে সবাসরী অথবা নম্বরী আপীল না হয় তবে আপীল আদালত সেই আপত্তির বিচার করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৮৬ পৃষ্ঠা।

৫ ধারা।

বিলায়তের সনদ অপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরদের ডিক্রীর উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করণের মিয়াদ।

৯৬। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ রদ হইল এবং যে সকল স্থলে প্রধান সদর আমীনের করা বিচার কিম্বা হুকুমের উপর আইনমতে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আপীল যদ্যপি প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির কি হুকুমের তারিখের পর ৩০ দিন মিয়াদের মধ্যে না করা যায় তবে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না এবং ঐ ৩০ দিন মিয়াদ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের লিখিত বিধানানুসারে গণনা করা যাইবেক কিন্তু যদ্যপি এমত প্রমাণ হয় যে আপেলাণ্ট তাহার অনিবার্য্য বাধাপ্রযুক্ত মিয়াদের মধ্যে আপীল করিতে পারে নাহি তবে ঐ মিয়াদ অতীত হইলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৯ ধা।

৯৭। যদি আপেলাণ্ট অধস্থ আদালতের কার্য্যের উপর আপনার মোকদ্দমার নির্ভর করে তবে তাহার এই অধিকার আছে যে সেই আদালতের রোয়দাদদৃষ্টে তাহার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৮ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৯৮। সদর আমীন কি মুনসেফের করা ফয়সলার উপর আপীল করণের মিয়াদ পূর্ব্বের মত ৩০ ত্রিশ দিন নিরূপিত থাকিল এই প্রকরণের আপীল করণের মিয়াদ ও পূর্ব্বের লিখিত দুই প্রকরণের আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ১০ প্রকরণের লেখা হুকুমানুসারে হিসাব করা যাইবেক ইতি।- ১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৯৯। সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর যে মিয়াদের মধ্যে আপীল করিতে হয় তাহা হিসাব করিবার বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৭ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণ যে বিধান আছে তাহা মুনসেফেরদের ডিক্রীর বিষয়ে খাটে না যেহেতুক তাঁহারদের ডিক্রী ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই অতএব বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছেন যে মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল করণের যে ত্রিশ দিন মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা ঐ ডিক্রী উভয় পক্ষকে দিবার কি দিতে প্রস্তাব করিবার তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক।—১৮৪৫ সালের ১১ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১০০। জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি মুনসেফের হুকুমের উপর আপেলাণ্ট আপীলের দরখাস্ত নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে পর দাখিল করে ও মিয়াদের মধ্যে তাহা দাখিল করিতে না পারিবার বিশিষ্ট হেতু তাঁহার হজুরে জাহির করে তবে তাহার আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ১ প্র।

১০১। সদর আদালত জানাইতেছেন যে সাবেক নিযুক্তহওয়া মুনসেফেরদের বেদাঁড়া ডিক্রী নিবারণার্থ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৬ প্রকরণ নির্দ্দিষ্ট হয় কিন্তু ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে যাঁহারা মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া-

ছেন তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা মান্য ও গুণশালী এইপ্রযুক্ত তাঁহারদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে এবং তাঁহারদের বিষয়ে ঐ ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৬ প্রকরণ খাটে না। এবং ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার অনুসারে অন্যান্য আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি হইয়াছে সেই সাধারণ বিধি মুনসেফেরদের ডিক্রীর বিষয়েও খাটে। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে তাঁহারদের ডিক্রীতে কিছু বেদাঁড়া বা অসঙ্গত হইলেও নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পর তাঁহারদের ডিক্রীর উপর কোন আপীল লওয়া যাইতে পারে না কিন্তু যদ্যপি সেই মিয়াদের মধ্যে আপীল না করণের কোন মাতবর হেতু দর্শান যায় তবে আপীল লওয়া যাইতে পারে।—১৮৩৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ২৭৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১০২। সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীলের দরখাস্ত যদ্যপিও নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না হয় তথাপি আপেলান্ট যদি তাহা পূর্ব্বে দাখিল না করণের সদ্বোধমতে কারণ দর্শাইতে পারে তবে জিলার জজ সাহেব আপন বিবেচনামতে ঐ আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন।—১৮২৮ সালের ১৮ আপ্রিলের ১৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৩। যে মিয়াদের মধ্যে আপীল দাখিল করিতে হয় অথবা আদালতসম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিতে হয় সেই মিয়াদের গণনার বিষয়ে একিপ্রকার ব্যবহার চলন হয় এই নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা স্পষ্টরূপে জানাইতেছেন যে ঐ মিয়াদ যদি কএক দিন কি কএক সপ্তাহ লইয়া নিরূপণ হয় তবে যে দিনেতে হুকুম করা গিয়াছে সেই দিনছাড়া গত দিন কি সপ্তাহ হুকুমের মধ্যে লেখা থাকে তাহার সম্পূর্ণ সংখ্যা গণনা করিতে হইবেক এবং এক মাস কিম্বা এক বৎসর মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইলে ঐ মাস কি বৎসর ইঙ্গরেজী পাঁজীর অনুসারে গণনা করিতে হইবেক অর্থাৎ প্রতিমাসের নিত্য ত্রিশ দিন ধরিতে হইবেক না এবং বৎসরে ইঙ্গরেজী পাঁজীর অনুসারে বারো মাস ধরিতে হইবেক।—১৮৪৪ সালের ১ মার্চের সরকুলর অর্ডর।

১০৪। আলাহাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে মুৎফরকা বিষয়ে মুনসেফেরদের হুকুমের উপর আপীল করণের মিয়াদ আপীলহওয়া হুকুমের তারিখঅবধি গণ্য করিতে হইবেক। কিন্তু হুকুমের নকলের দরখাস্ত করিলে পর তাহা প্রস্তুত করিতে যত কাল লাগে তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না। মুনসেফের ঐ হুকুমের নকল সাদা কাগজে দিতে হইবেক।—মন্তব্য কথা। নকল পাইবার দরখাস্তের তারিখ এবং তাহা দিবার নিমিত্তে প্রস্তুত হওনের তারিখ ঐ হুকুমের নকলে মুনসেফেরদের সর্ব্বদাই টুকিয়া রাখিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ৮ আপ্রিলের ১৩২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৫। উচিত বুঝা গেল যে চলিত আইনের লিখনানুসারে মোকদ্দমার আপীল করণের বিষয়ে যে পৃথক্২ মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে সেই২ মিয়াদের প্রথম দিবসের গণনা যে দিবস ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের উকীলের স্থানে আদালতের কাছারীর মধ্যে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় কিম্বা আইনানুসারে তাহারদিগের দিবার নিমিত্তে অগ্রে রাখা যায় সেই দিবসহইতে হইবেক কিন্তু এমতে ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা হাজির না থাকিলে সে মিয়াদের প্রথম দিবসের গণনা যে দিবস তাহারদিগেরে দিবার নিমিত্তে ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করিয়া রাখা নিস্পাছিল সেই দিবসহইতে হইবেক পরে এ বিষয়ে জজ সাহেব কিম্বা রেজিষ্টর সাহেব অথবা কমিস্যানর লোক যাঁহার চলিত আইনের অনুসারে আপন২ কৃত ডিক্রীর উপর দস্তখৎ করিতে হয় তাঁহার উচিত যে ডিক্রীর নকল দিবার নিমিত্তে অমুক তারিখে এ নকল প্রস্তুত হইয়াছিল কিন্তু অমুক কারণে দেওয়া হয় নাহি ইহা ঐ ডিক্রীর নকলের উপর লিখিয়া রাখেন। ১৮০৫ সা। ২ আ। ৮ ধা।

১০৬। জানা কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত শুনা যাওনের অর্থে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদ ডিক্রীহওনের তারিখহইতে হিসাব করা যাইবেক কিন্তু যে তারিখে আপেলান্ট ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করে সেই তারিখঅবধি যে তারিখে আপেলান্টকে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় কি তাহাকে দিবার নিমিত্তে চলিত আইনমতে উপস্থিত করা যায় সেই তারিখপর্য্যন্ত যে কএক দিবস গত হয় তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না ও তাহাতে যে কএক দিন গত হয় তাহা আদালতের সাহেবের এই ধারার ১ প্রকরণের অনুসারে ডিক্রীর পৃষ্ঠে যেং কথা লেখা উচিত তাহা দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ১০ প্র।

১০৭। কোন জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে লিখিলেন যে নম্বরী যে আপীলের দরখাস্ত একেবারে সদর আদালতে দেওয়া যায় সেই আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ হিসাব করণেতে জিলার আদালতে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল করণঅবধি ঐ ডিক্রীর নকল আপেলান্টকে দেওন কিম্বা দিতে প্রস্তাব করণপর্য্যন্ত যত দিন গত হয় তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৭। ৮। ৯। ১০ প্রকরণের নিরূপিত মতের বিরুদ্ধে এই আদালতে এইপর্য্যন্ত ধরা যাইতেছে কিন্তু আমার বোধ হয় যে ঐ ধারার ১০ প্রকরণের নিতান্ত এই অভিপ্রায় ছিল যে সেই সকল দিন ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাই

বেক না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে জজ সাহেব এই বিষয়ে যাহা ঠাহরাইয়াছেন তাহা অতিযথার্থ এবং কি নমুনী কি সবাসরী কি খাস আপীল সকল আপীল করণের মিয়াদের হিসাব করণেতে সেই সকল দিবস ধরিতে হইবেক না।—১৮১৬ সালের ৩ মার্চের ৪১৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৮। যে ডিক্রী অথবা হুকুমের উপর আপীল হয় তাহা যে দিবসে হইল সেই দিবসছাড়া আপীল গ্রাহ্য করণের আইনের নিরূপিত মিয়াদের হিসাব করিতে হইবেক। আপীল করণের যে শেষ দিন নিরূপণ আছে তাহা যদি রবিবারে পড়ে তবে তাহা তৎপর দিবসে গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮৪৩ সালের ২৯ মের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৯ পৃষ্ঠা।

১০৯। জানান যাইতেছে যে আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মুসলমানের কি হিন্দুর কোন পরব অথবা নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামের দিন পড়িলে পূর্ব্বের লিখিত মিয়াদের ন্যূনতা হইবেক না কিন্তু কোন পরব কি বিশ্রাম-প্রযুক্ত আদালত বন্ধ হইলে যদি সেই দিন পূর্ব্বোক্ত মিয়াদের শেষ দিন হয় তবে পুনরায় আদালত আরম্ভ হইবামাত্র আপেলণ্ট দরখাস্ত করিলে তাহার কোন অপরাধ হইবেক না ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

১১০। কলিকাতাস্থ সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবের সম্মতিক্রমে আলাহাবাদের সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বিধান করিলেন যে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে পরন্তু আপীল গুজরান যায় নাই এমত মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি ১৮১৪ সালের ১৬ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণানুসারে তাহার পুনর্বিচারের নিমিত্তে দরখাস্ত করে এবং সেই দরখাস্ত মঞ্জুর না হয় তবে প্রথম ডিক্রীর উপর নমুনী আপীল করণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপণ আছে তাহা হিসাব করণেতে অধস্থ আদালতে তাহার পুনর্বিচারের দরখাস্ত যত কাল উপস্থিত ছিল তত কাল ঐ মিয়াদের মধ্যে না ধরিতে সেই ব্যক্তি আপন হক বলিয়া দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার আপীলের দরখাস্ত না দেওনের এই কারণ জানায় যে পুনর্বিচারের দরখাস্তপ্রযুক্ত তাহার মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে উপস্থিত ছিল তবে ঐ আপীল আদালতের উচিত যে সেই কারণের বিষয় বিবেচনা করিন, বিলম্বের অন্য কোন কারণ দর্শান গেলে যেরূপ হইত সেইরূপে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বুঝিয়া যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেমতে ঐ কারণ মঞ্জুর করেন্ কি না করেন্।—১৮৩৮ সালের ১ ফেব্রুআরির ১১১৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১১১। যদি অধস্থ আদালতে মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইয়া থাকে তবে কেবল তৎপ্রযুক্ত আসামীকে নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পর আপীল করণের অনুমতি দিতে হইবেক না। -১৮৪২ সালের ১৯ জুলাইর সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৫ পৃষ্ঠা।

১১২। বর্ত্তমান আইনানুসারে দেওয়ানী মোকদ্দমার আপীল করণের যে অল্প মিয়াদ নিরূপিত আছে তদ্দৃষ্টে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে কালেক্টর সাহেবের যখন এমত বোধ হয় যে দেওয়ানী আদালতের স্থানে প্রাপ্ত কোন হুকুম জারী করণের আইনঘটিত কোন বিঘ্ন বা আপত্তি আছে তখন সেই দেওয়ানী আদালতে উত্তর না দিয়া কমিস্যনর সাহেবের হুকুম পাইবার নিমিত্তে এক রিপোর্ট তখান করেন্ এবং উপরিস্থ আদালতে তিনি যে আপীল করিবার প্রস্তাব করেন তাহার দরখাস্তের এক মুসাবিদা সেই সময়ে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৩ সালের ৩ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১১৩। যদ্যপি কালেক্টর সাহেবের এইমত বোধ হয় যে কমিস্যনর সাহেবের হুকুম পাইবার পূর্ব্বে আপীলের মিয়াদ গত হইবেক তবে তিনি উপরিস্থ আদালতে আপীলের আবজ্ঞা দাখিল করিবেন এবং কমিস্যনর সাহেবের হুকুম পাইলে পর আপীল করণের হেতুর বেওরা কৈফিয়ৎ এ আদালতে দাখিল করিবেন।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪৩ সালের ৩ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬ পারা

রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে অথবা তাহা ছানী তজবীজের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইতে জিলার জজ সাহেবের ক্ষমতা।

১১৪। যখন কোন মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইবেক তখন প্রথমতঃ কোন হুকুমনামা রেস্পাণ্ডেণ্টের নিকটে পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না আর আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার উকীলের সমক্ষে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদ ও আপীলের দরখাস্ত পাঠ করিলে যদি জজ সাহেব যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়াছে

ঐ নিষ্পত্তির অন্যথা কি মতান্তর করিতে কোন হেতু না দেখেন তবে তাহা বহাল রাখিতে পারেন্ এবং তাহা বহাল রাখিবার হুকুম যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়া থাকে সেই আদালতের মারফৎ রেস্পাণ্ডেণ্টের নিকটে পাঠাইবেন যে ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে শীঘ্র যাহাং কর্ত্তব্য তাহা করিতে পারে ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৬ ধা। ৩ প্র।

১১৫। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণে যে "রোয়দাদের" কথা লেখা আছে তাহার অর্থের বিষয়ে সন্দেহ হওনাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ কথা কেবল ডিক্রীর কর্মকারী বুঝায় এমত নহে কিন্তু তাবৎ মিসিল বুঝায়। পরন্তু সেই প্রকরণের এমত অভিপ্রায় নহে যে জজ সাহেবের প্রত্যেক মোকদ্দমার প্রত্যেক কাগজ পাঠ করিতেই হইবেক কিন্তু আপীলহওনা ডিক্রী যথার্থ ইহা মনঃপ্রত্যয় হইবার জন্যে আসল মোকদ্দমার মিসিলের যেং কাগজ পাঠ করা আবশ্যক তাহামাত্র পাঠ করিবেন।—১৮৩৬ সালের ১৯ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১১৬। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন রাজ্যের কোন জিলা বা শহরের আদালতের জজ সাহেবের প্রতি সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হুকুম হইল ইতি। - ১৮৩৮ সা। ৭ আ।

১১৭। কোন অধীন আদালতের ফয়সলা কিম্বা হুকুমের উপর হওয়া আপীলী মোকদ্দমার বিচারে কিম্বা আপীলের কোন আরজী শুনানিতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব এমত বোধ করেন যে ঐ ফয়সলা কিম্বা হুকুম যথার্থ ও তাহা পরিবর্ত্ত করিবার যথেষ্ট হেতু দেখা না যায় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে তাহা নম্বরবিলি না করিয়া প্রতিবাদিকে তলব করণব্যতিরেকে আর বিষয়বিবেচনাতে সমুদয় রোয়দাদ পুনর্দৃষ্টি করিয়া কি না করিয়া তাহা বহাল রাখেন্ কিন্তু যদি এক জন জজ সাহেব এমত বুঝেন যে যে ফয়সলা কি হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে অযথার্থ কিম্বা কোন চলিত আইনের বিরুদ্ধ কিম্বা হিন্দুর শাস্ত্রের ও মুসলমানের শরার মতের কিম্বা অন্য যে কোন শাস্ত্র ঐ বিষয়ে খাটে তাহার বিরুদ্ধ কিম্বা তাহা উপযুক্ত বিচার করণব্যতিরেকে জারী হইয়াছে কিম্বা তাহা স্পষ্টরূপে মিথ্যা কল্পনামূলক হয় অথবা ঐ বিরোধি বিষয়ের সহিত সম্পর্ক না রাখে আর উপরের লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা পরিবর্ত্ত কি খণ্ডনিবার যোগ্য হয় তবে ঐ এক জন জজ সাহেবের উচিত যে আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদ কি ফয়সলা কিম্বা হুকুমেতে যে সকল বেদাড়া ও অবিধি কিম্বা অন্য কোন স্পষ্ট দোষ থাকে তাহা হুকুমনামাতে লিখিয়া যে আদালতহইতে হুকুম কি ফয়সলা জারী হইয়াছে ঐ আদালতের সাহেবের নিকটে পাঠান এবং তাহাতে ঐ সাহেবকে তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে এবং ঐ মোকদ্দমাতে ন্যায় ও আইন মতাচরণ করিতে হুকুম দেন ইতি। ১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।

১১৮। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের হুকুমমতে জজ সাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার নম্বর না মানিয়া যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র আপেলাণ্ট অথবা তাহার উকীলের সম্মুখে আপীলের দরখাস্ত এবং রোয়দাদের যেং ভাগ পাঠ করা আবশ্যক বোধ হয় তাহা পাঠ করেন। এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া যদি আপীলহওয়া ডিক্রী যথার্থ হইয়াছে বোধ করেন তবে তাহা বহাল রাখেন এবং রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ ডিক্রী জারী করণার্থে অগ্রেগে উদ্যোগ করিতে পারে এ নিমিত্তে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের হুকুমমতে যে আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছিল সেই আদালতে ঐ ডিক্রী বহাল হওনের হুকুমের সম্বাদ দিবেন।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১১৯। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন এক আদালতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইলে জজ সাহেব আপেলাণ্টকে এমত হুকুম দিলেন যে সেই ব্যক্তি তিন দিনের পর হাজির থাকে এবং যে দিবসে তাহার আপীলের বিচার হইবেক সেই দিবসে আপনি অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হয় এবং হাজির না হইলে তাহার মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক অথবা নথীহইতে উঠান যাইবেক। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে আপেলাণ্ট স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির না হইলে জজ সাহেবের আপীলী মোকদ্দমায় যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ১৮৩৮ সালের ৭ আইনে লেখা আছে অতএব তাহাতে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা কার্য্য করেন্।—১৮৩৯ সালের ২৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১২০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এমত সকল গতিকে আপেলাণ্টের আপীল ডিসমিস বা নামঞ্জুর হইয়াছে জজ সাহেব এইমাত্র কথা আপন হুকুমনামাতে লিখিবেন না। কিন্তু অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রহিল ইহা লিখিবেন। কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন্ যে জাবেতামত ডিক্রী প্রস্তুত করণের জজ সাহেবের আবশ্যক নাই অর্থাৎ যে আদালতে

মোকদ্দমার প্রথম বিচার হইয়াছিল সেই আদালতের করা সকল কার্য্যের বেওরা ডিক্রীতে লিখনের আবশ্যক নাই। জজ সাহেবের এইমাত্র আবশ্যক যে আপীলহওয়া ডিক্রী বহাল রাখণের এক সংক্ষেপ হুকুম লেখেন্ এবং সেই হুকুমের মধ্যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপেলাণ্ট যে সকল ওজর করিয়াছিল তাহার খোলাসামাত্র লেখেন্। সেই খোলাসা লিখনের অভিপ্রায় এই যে ঐ মোকদ্দমার যদি খাস আপীল হইতে পারে তবে যে আদালতে ঐ আপীল হয় সেই আদালত একেবারে দেখিতে পারিবেন যে আপেলাণ্ট জজ সাহেবের নিকটে যে২ ওজর করিয়াছিল তাহাছাড়া কোন নূতন্ ওজর করিতেছে কি নয়রী আপীলে যে ওজর জজ সাহেব নামঞ্জুর করিয়াছিলেন সেই ওজর পুনর্ব্বার করিতেছে। কিন্তু জজ সাহেবের ঐ হুকুম জাবেতামত ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাহার তুল্য বলবৎ হইবেক। অতএব যখন উভয় বিবাদী সেই হুকুমের নকল পাইবার নিমিত্তে দরখাস্ত করে তখন জজ সাহেবের আদালতের ডিক্রীর নকল যে পরিমাণ ও যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লইবার হুকুম আছে সেই পরিমাণ ও সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ঐ হুকুমের নকল লইতে হইবেক। —১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ৬ দফা।

১২১। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যেপর্য্যন্ত জজ সাহেব ডিক্রী এবং অন্যান্য কাগজ পাঠ করিয়া ঐ আপীল মঞ্জুর করিতে নিশ্চয় না করেন এবং যেপর্য্যন্ত রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করেন এবং ঐ আপীল নথীর শামিল করিতে হুকুম না দেন সেইপর্য্যন্ত ঐ আপীলের দরখাস্ত মুৎফরকা দরখাস্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ইহার পূর্ব্বে আপীলের বিষয়ে যে২ নিয়ম চলন ছিল ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের দ্বারা সেই২ নিয়মের এইমাত্র বৈলক্ষণ্য হইয়াছে যে ঐ ৩ প্রকরণের দ্বারা জজ সাহেব রেস্পাণ্ডেণ্টকে হাজির হইতে হুকুম না দিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন। অতএব পূর্ব্বে যেরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছিল তাহাতে এইমাত্র বিশেষ করিতে হইবেক যে আপীলের আবজীর জওয়াব দিবার নিমিত্তে রেস্পাণ্ডেণ্টের তলব হওনের পূর্ব্বে তাহার কোন খরচা লাগিতে পারে না এইপ্রযুক্ত জওয়াব দিবার নিমিত্তে রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করণের পূর্ব্বে আপেলাণ্টের স্থানে ঐ খরচার মালজামিনের দাওয়া করিতে হইবেক না। আপীল গ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে আপীলের আরজী ও ডিক্রী পাঠ করণের আবশ্যক নাই জজ সাহেবের এইমাত্র আবশ্যক যে আপীলের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হয় নাই এবং আপীলের আবজী নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে ইহা নিশ্চয় অবগত হন।—১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।

১২২। সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপীলের দরখাস্ত ও ডিক্রী জজ সাহেব যেপর্য্যন্ত পাঠ না করেন্ সেইপর্য্যন্ত আপেলাণ্টকে আপনার দাওয়া সাব্যস্ত করণের নিমিত্তে নূতন প্রমাণ দর্শাইতে অনুমতি করিবেন না।—১৮৩৩ সালের ৭ জুনের ৭৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৩। প্রথম আপীল যদ্যপি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে করা যায় তবে সেই আপীল করিতে আপেলাণ্টের অধিকার আছে এই বোধে জজ সাহেবের তাহা গ্রাহ্য করিতেই হইবেক অতএব আসল মোকদ্দমার বোয়াদদ পাঠ করণের পূর্ব্বে যদি জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখেন্ তবে তাহাতে আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না কিন্তু আপীলের দোষগুণ বিবেচনা করিয়া তাহা চূড়ান্তরূপে ডিসমিস হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের ৭৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৪। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিধির অনুসারে যে আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার বিষয়ে জজ সাহেব সদর আদালতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ আপীল আইনের হুকুমমতে বোয়াদাদ পাঠ করণের পর মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনাক্রমে জাবেতামত নিষ্পত্তিহওয়া আপীলের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেইরূপ মালিক কৈফিয়তে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ২ মের ৮৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৫। কোন ডিক্রীর উপর আপীল হইলে আপেলাণ্টের আপত্তি অথবা তাহার আপীলের অজুহাৎ দাখিল না হইলে আপীল আদালত ঐ ডিক্রীর দোষগুণ বিবেচনাক্রমে তাহা বহাল করিতে পারেন না।—১৮৪৩ সালের ১৩ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫০ পৃষ্ঠা।

৭ ধারা।

রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া যে আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার ইষ্টাম্প ও উকীলের রসুমের বিষয়ি বিধি।

১২৬। সদর আদালত ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার বিধির বিষয়ে নীচের লিখিত ব্যবহারের নিয়ম ধার্য্য করিয়াছেন।—১৮৩২ সালের ১৭ ফেব্রুআরির ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

১২৭। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যদি রেসপাণ্ডেণ্টকে হাজির না করাইয়া অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বহাল হয় তবে আপেলাণ্ট যে ইষ্টাম্প কাগজে আপীলের দরখাস্ত লিখিয়াছিল সেই ইষ্টাম্পের মূল্যের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না এবং আপেলাণ্ট উকীলের যে রসুম আমানৎ করিয়াছিল তাহা সমুদয় ঐ উকীল পাইবেন।—১৮৩২ সালের ১৭ ফেব্রুআরির ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১২৮। যদি রেসপাণ্ডেণ্টের হাজির হইতে তলব না হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি তথাপি আদালতের এক জন উকীলের দ্বারা আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দাখিল করে তবে সেই উকীলের রসুম ঐ রেসপাণ্ডেণ্ট আপনি দিবেক।—১৮৩২ সালের ১৭ ফেব্রুআরির ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

১২৯। যদি ডিক্রী পুনর্দৃষ্টি করিবার হুকুম অধস্থ আদালতে পাঠান যায় তবে ১৮১৭ সালের ১২ আইনের ৮ ধারায় নিরূপিত বিধির অনুসারে আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্তের যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং যদি আপেলাণ্ট ও রেসপাণ্ডেণ্টের উকীল হাজির ছিলেন তবে তাঁহারা নিরূপিত রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক পাইবেন না।—১৮৩২ সালের ১৭ ফেব্রুআরির ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

১৩০। কোন২ গতিকে আপীলী মোকদ্দমার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য আসল নালিশী আরজীর ইষ্টাম্পের মূল্যাপেক্ষা কম হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

১৩১। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণের নিয়মানুসারে যে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি হয় সেই মোকদ্দমাতে নিযুক্ত উকীলেরা আইনের নির্দ্দিষ্ট সমুদয় রসুম পাইবেন।—১৮৩৪ সালের ২ মের ৮৭৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১৩২। এমত মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের মাসুলের কোন ভাগ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।—১৮৩৪ সালের ২ মের ৮৭৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

১৩৩। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন২ মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব রেসপাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিয়া রেসপাণ্ডেণ্টের খরচা দিতে আপেলাণ্টকে হুকুম করিলেন এবং যে রসুম খাজানা-খানাতে আমানৎ হইয়াছিল তাহা রেসপাণ্ডেণ্টের উকীলকে দিতে হুকুম করিলেন। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতে-ছেন যে এরূপ হুকুমকরা বেআইনী। ১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্ট, তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে সদর আদালত বিশেষ বিধান করিয়াছিলেন যে আপীলের দরখাস্তের জওয়াব দিতে রেসপাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে তাহার কিছু খরচা লাগে না অতএব ঐ জওয়াব দিবার নিমিত্তে রেসপাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে সেই খরচার জামিন আপেলাণ্টের স্থানে তলব করণের আবশ্যক নাই। [খরচার জামিনীর আর আবশ্যক নাই। ১৮৪৫ সালের ৬ আইন দেখ।]—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

১৩৪। উক্ত আইনের সুতরাং এইমত অভিপ্রায় নহে যে সেই প্রকার মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত পাঠ করণের সময়ে রেসপাণ্ডেণ্টকে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হইতে নিষেধ আছে। যদ্যপি সেই রেসপাণ্ডেণ্ট আপনার ইচ্ছা-পূর্ব্বক হাজির হয় তবে উকীল নিযুক্ত করণেতে কি কারণান্তরে তাহার যে কোন খরচা লাগে তাহা তাহাকে নিজে দিতে হইবেক এবং আপেলাণ্টের শিরে তাহা পড়িবেক না। এবং ঐ খরচার বিষয়ে হুকুম করণের আবশ্যক নাই। কিন্তু আপেলা-ণ্টের আপীল করণেতে যে খরচা লাগিয়াছে অর্থাৎ যে খরচা আদৌ তাহার নিজে দিতে হইয়াছে সেই খরচার সংখ্যা জজ সাহেবের ডিক্রীর নিম্ন ভাগে এই কারণে লেখা উচিত যে জজ সাহেবের নিষ্পত্তি যদি খাস আপীলক্রমে মতান্তর হয় তবে সেই খরচা দেওয়াওনের বিষয়ে উদ্যোগ হইতে পারিবেক।—১৮৩৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

১৩৫। যদি রেসপাণ্ডেণ্টেরা অনাবশ্যকমতে ভিন্ন২ আপীলের ভিন্ন২ জওয়াব দাখিল করে তবে সে বিষয়ের খরচা তা-হারা আপনারাই দিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৮ ধারা।

মুনসেফ ও সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করণ।

১৩৬। উপরের লিখিত হুকুম শুধরিবাতে এমত হুকুম হইল যে জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের ক্ষমতা নাহি যে কোন আপীলের নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে যদ্যপি কোন সদর আমীন উপরের লিখিত হুকুমানুসারে বিশেষ ক্ষমতা পাইয়া থাকে তথাপি তাহাকে সোপর্দ্দ করেন কিন্তু যখন জিলা ও শহরের জজ সাহেবের এমত বোধ হইবেক যে তাঁহার নিকটে এত মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া আছে যে যেমত শীঘ্র তাহা নিষ্পত্তি করিতে

হয় সেই মত শীঘ্র নিষ্পত্তি করিতে না পারেন তখন তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে এই বিষয়ের বিশেষ রিপোর্ট করিবেন এবং মুনসেফদিগের কিম্বা সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার উপর যে২ আপীল হইয়াছে তাহাহইতে যে২ মোকদ্দমা জজ সাহেবের বিবেচনায় এই আইনের ১৭ ধারার লিখিত হুকুমানুসারে যে প্রধান সদর আমীন নিযুক্ত হইবেন তাঁহার নিকটে সোপর্দ্দ করা আবশ্যক বোধ হয় তাহার সংখ্যা লিখিয়া অনুমতি পাইবার দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এমত বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করেন আর উপরের ধারার লিখিত হুকুমসকল এমত আপীলী মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৬ ধা। ২ প্র।

[যে বিধির বিষয় উপরে লেখা যায় তাহা ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণ এবং ঐ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণ। তাহার মর্ম্ম এই২।]

১৩৭। [১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৭ ধারার ৪ প্রকরণেতে হুকুম আছে যে সদর আমীন সেইরূপ আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণসময়ে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৫ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করেন এবং যদ্যপি জিলার জজ সাহেব দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর করণের হেতু না দেখেন তবে ঐ সদর আমীনের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক। খাস আপীল কেবল সদর দেওয়ানী আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৫ ধারাতে হুকুম আছে যে সদর আমীনেরদের নিকটে সেইরূপে যে আপীল অর্পণ হয় তাহার এক স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী রাখিবেন এবং যে মোকদ্দমা প্রথমতঃ তাঁহারদের নিকটে বিচারের নিমিত্তে সোপর্দ্দ হয় সেই মোকদ্দমার সঙ্গে রাখিবেন না এবং আপীল নিষ্পত্তি করণের বিষয়ে জিলার জজ সাহেবেরদের প্রতি যে২ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ নিয়মানুসারে সদর আমীনেরা আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।]

১৩৮। [১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণে হুকুম আছে যে জিলার জজ সাহেব রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে যে আপীলী মোকদ্দমা অর্পণ করেন তাহা রেজিষ্টর সাহেব বিচার করিবেন এবং যদি তাঁহার নিষ্পত্তির উপর জজ সাহেব কোন দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল লইতে উচিত বোধ না করেন তবে রেজিষ্টর সাহেবের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক।]

১৩৯। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদের অন্যান্য কার্য্যের ক্ষতি না করিয়া যেপর্য্যন্ত সাধ্য হয় সেইপর্য্যন্ত সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির সকল আপীল দৃষ্টি করেন অথবা ঐ বিচারকেরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন, এই নিমিত্তে তাঁহারদের কোন২ ডিক্রীর আপীল আপনারদের নথীতে রাখেন। কিন্তু যখন মুনসেফ ও সদর আমীনেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীলের দরখাস্ত জমা হওয়াতে কিম্বা জিলা ও শহরের আদালতের কার্য্যের অনেক বাকী পড়াতে জিলার আদালতের জজ সাহেব সেই আপীল যে মত শীঘ্র দৃষ্টি করিতে হয় সেই মত শীঘ্র তাহা দৃষ্টি করিতে না পারেন তখন তাঁহার উচিত যে মধ্যে২ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ২ প্রকরণানুসারে এবং ১৮৩২ সালের ১৯ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট পাঠক্রমে আপন অধীন প্রধান সদর আমীনের নিকটে যেমত উচিত ও উপযুক্ত বোধ হয় সেইমতে ঐ প্রকার আপীলী মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা অর্পণ করিতে সদর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা করেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৪০। এরূপ দরখাস্ত সদর আদালতে দেওনের সময়ে জিলার জজ সাহেবের উচিত যে নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ সদর আদালতে পাঠান্। এবং যদ্যপি কোন সময়ে জিলার জজ সাহেব প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার মূল্য বা সংখ্যা বুঝিয়া তাহা আপনার অধীন আদালতের বিচারকেরদের নিকটে অর্পণ না করিয়া আপনার নথীতে রাখেন তবে সেই রূপ রাখণের হেতু ঐ কৈফিয়তে লিখেন।

জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা।

	সংখ্যা
প্রথমতঃ উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা।	
কালেক্টর সাহেব ও প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল।	
সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল।	
মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল।	
মুৎফরকা মোকদ্দমা।	
জুমলা	

অমুক প্রধান সদর আমীনের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা।

[যদি একহইতে অধিক প্রধান সদর আমীন থাকেন তবে প্রত্যেক জনের নথীতে যত মোকদ্দমা থাকে তাহা লিখিতে হইবেক।] সংখ্যা

১০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা। ... ...

১০০৲ টাকার কম মূল্যের প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা (এবং তাহা অধস্থ আদালতে অর্পণ না করণের হেতু।) .. ..

সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল। ... ...

মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল। ... ...

মুৎফরকা মোকদ্দমা। ... ...

জুমলা

—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ প্রত্যেক মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করণের পূর্ব্বে আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ এবং আপীলের দরখাস্ত জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরদের পাঠ করিবার অথবা অধস্থ আদালতের কার্য্যসকলে দৃষ্টি করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক প্রধান সদর আমীন যে ডিক্রী করেন তাহার উপর খাস আপীল হওনের আবশ্যক বোধ হইলে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার বিধির অনুসারে এবং খাস আপীল মঞ্জুর হওনের বিষয়ে অন্যান্য বিধির অনুসারে জজ সাহেবের নিকটে তাহার খাস আপীল হইতে পারে।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৪২। ১৮৩১ সালের ৫ আইন জারী হওনের পর সদর আমীন কোন আপীলী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না। এবং যদি সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতিক্রমে জিলার জজ সাহেব প্রধান সদর আমীনের প্রতি আপীলী মোকদ্দমা অর্পণ না করেন তবে প্রধান সদর আমীন কোন আপীলী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না।—১৮৩২ সালের ২৪ ফেব্রুআরির ৬৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৩। জিলার জজ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের অনুমতিক্রমে প্রধান সদর আমীনের নিকটে যে আপীল অর্পণ করেন তাহাছাড়া প্রধান সদর আমীন কোন আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন না।—১৮৩২ সালের ২৪ ফেব্রুআরির ৬৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৪। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা ও আপীলী মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের সমীপে পাঠান যাইবেক সদর আমীনের বিষয়ে যেং বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন আর যে বিষয়ে ঐ সকল বিধি স্পষ্টরূপে না খাটে ঐ বিষয়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের উপদেশের নিমিত্তে আইনসকলে যে সকল বিধি আছে তদনুসারে কর্ম্ম করিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৮ ধা। ৪ প্র।

১৪৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে প্রধান সদর আমীনেরা মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন তাঁহারা কোন মোকদ্দমা জ্ঞানী তজবীজের নিমিত্তে মুনসেফের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন। যদ্যপি ঐ প্রধান সদর আমীনের এইমত বোধ হয় যে মুনসেফ কোন মোকদ্দমা অসঙ্গতমতে ননসুট করিয়াছেন তবে তাঁহার উচিত যে তাহা জজ সাহেবকে ফিরিয়া দিয়া পরামর্শ দেন যে ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে এবং তাহার দোষগুণ বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার করিতে মুনসেফকে হুকুম দেওয়া যায়।—১৮৩৬ সালের ৮ জুলাইর ১০২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জজ সাহেব সদর আদালতের অনুমতিক্রমে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করিলে ঐ প্রধান সদর আমীনের এইমত ক্ষমতা নাহি যে ঐ মোকদ্দমা যে আদালতে আদৌ নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেই আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইয়া নথীর যে নম্বরে ছিল পুনর্ব্বার সেই নম্বরের শামিল করিয়া তাহা গোড়াপত্তি বিচার করিতে হুকুম দেন। সেই হুকুমের উপলক্ষে সদর দেওয়ানী আদালত এক্ষণে জিলার জজ সাহেবের এবং তাঁহার অধীন প্রধান সদর আমীনেরদের উপদেশের নিমিত্তে নীচের লিখিত বিধান করিতেছেন।—১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৪৭। উক্ত প্রকার আপীলের বিচার করণসময়ে যদি প্রধান সদর আমীনের এমত বোধ হয় যে অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিয়া সেই মোকদ্দমা পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিবার এবং গোড়াপ্তড়ি তাহার বিচার করিবার নিমিত্তে তাহা ঐ আদালতে ফিরিয়া পাঠান উচিত তবে তিনি আপনার সেইরূপ বিবেচনা করণের হেতু এক রুবকারীতে লিখিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রসমেত জজ সাহেবের হুকুম পাইবার নিমিত্তে তাঁহার নিকটে অর্পণ করেন এবং আপনার আদালতের ১ নম্বরী কৈফিয়তের মধ্যে তাহা লিখেন।—১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৪৮। জজ সাহেব সেই প্রকার দরখাস্ত পাইয়া আপনার আদালতের দ্বিতীয় নম্বরী কৈফিয়তের তৃতীয় নম্বরী ঘরের ১৬ নম্বরী শিরোভাগের নিম্নে লিখিবেন এবং প্রধান সদর আমীনের রুবকারীতে যে সকল হেতু লেখা থাকে তাহা বিবেচনা করিয়া সেই মোকদ্দমা তাঁহার নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়া যে আদালতে আদৌ তাহার বিচার হইয়াছিল সেই আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইতে অথবা নিজে তাহা নিষ্পত্তি করিতে হুকুম দিবেন।—১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৪৯। কিন্তু উক্ত বিধির এইমত অভিপ্রায় নহে যে প্রধান সদর আমীন আপনি সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণের জন্যে যে ছানী তজবীজ আবশ্যক বোধ হয় তাহা করিতে অধস্থ আদালতে হুকুম দিতে পারেন না।—১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৫০। যদি জজ সাহেব সেই মোকদ্দমা গোড়াপ্তড়ি বিচার করিবার নিমিত্তে অধস্থ আদালতে তাহা পাঠাইতে অনুমতি দেন তবে ১৮৩৮ সালের ২১ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের সঙ্গে যে বিধি পাঠান যায় তাহার মধ্যে "পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান মোকদ্দমার" সম্পর্কে ১ নম্বরী কৈফিয়তের চতুর্থ ঘরের লিখিত কথাতে যেরূপ নিয়ম ছিল সেইরূপে ঐ প্রকার মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের ১ নম্বরী কৈফিয়তের নবম ঘরে লিখিতে হইবেক এবং যে আদালতে সেই মোকদ্দমা প্রথমে বিচার হইয়াছিল সেই আদালতের ১ নম্বরী কৈফিয়তের চতুর্থ ঘরে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১৪ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১৫১। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে সদর আমীন ও মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর যে আপীল ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ২ প্রকরণানুসারে প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাহার কোন২ আপীল নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাঁহারা ঐ আইনের ৩ ধারাক্রমে জজ সাহেবের প্রতি অর্পিত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন। তাহাতে কলিকাতাস্থ ও আলাহাবাদের সদর আদালত হুকুম করিলেন যে উক্ত আইনের ২ ধারানুসারে বিচার হওনার্থে যে আপীল প্রধান সদর আমীনেরদের নিকটে অর্পণ হয় তাহার বিষয়ে ঐ ধারার ৩ প্রকরণ খাটিতে পারে না অতএব যদ্যপি কোন জিলায় প্রধান সদর আমীন এইরূপ ব্যবহার করিতেছেন তবে তাহা রহিত করিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ২১ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

১৫২। প্রধান সদর আমীন রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিলে অধস্থ আদালতের কোন নিষ্পত্তি আপীলক্রমে বহাল করিতে পারেন না।—১৮৩৩ সালের ৫ জুলাইর ৭৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫৩। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবাতে প্রধান সদর আমীনের প্রতি হুকুম আছে যে কোন দস্তাবেজ দাখিল করিবার কিম্বা উভয় পক্ষের কোন ব্যক্তির এজহারের পুষ্টির নিমিত্তে সাক্ষি তলব করিবার পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার লিখিত প্রকার ও দাঁড়ানুসারে যথার্থরূপে কার্য্য করেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২১ ধা।

১৫৪। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৭ আইনের ১৭ ধারার দ্বারা ১৮২১ সালের ২ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণ জিলা ও শহরের আদালতের মোকামছাড়া অন্য মোকামে নিযুক্তহওয়া প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের বিষয়ে খাটিবার হুকুম হইল। ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরে এমত হুকুম আছে যে সকল আপীল প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হওনের পূর্ব্বে জজ সাহেবের ঐ আপীলসম্পর্কীয় কাগজপত্র দৃষ্টি করণের আবশ্যক নাই। অতএব সদর আদালত বোধ করিতেছেন যে ফরিদপুরে নিযুক্ত প্রধান সদর আমীন যেরূপে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা লইতে পারেন সেইরূপে উক্ত প্রকরণের নিয়মমতে তাঁহাকে আপীল লইতে অনুমতি দিবার কোন আপত্তি নাই।—১৮৩৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৯ ধারা।

নম্বরী আপীলী মোকদ্দমার শুননি ও নিষ্পত্তি করণ।

১৫৫। প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কর্ম্ম করিবার বিষয়ে দাঁড়া ও হুকুমের মতে আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কার্য্য করিবার নিমিত্তে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক্ষণ-

কার চলিত আইনেতে লেখা আছে তাহা নীচের লিখিত কথার অনুসারে নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ১ প্র।

১৫৬। যদি ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে জিলা কি শহরের কোন আদালতে কিম্বা কোন প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে সরাসরী ভিন্ন আপীলের কোন মোকদ্দমাতে আপীলের কোন দরখাস্ত দাখিল হয় ও তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টের ক্ষমতা আছে যে আপেলাণ্টের দরখাস্তের ও আপীলের হেতুর জওযাব দাখিল করে বা না করে কিন্তু যদি কোন মোকদ্দমাতে কোন রেস্পাণ্ডেণ্ট জওয়াব দাখিল না করে ও যে সাহেবদিগের নিকটে আপীলের মোকদ্দমার বিচার হয় তাঁহার আপীলের দরখাস্তের জওয়াব কি মোকদ্দমার বেওরা স্পষ্ট বুঝা যাইবার নিমিত্তে তাহার লিখিত কোন কথার জওয়াব দাখিল হওন উচিত বুঝেন তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহা দাখিল করিবার অর্থে রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর হুকুম দেন্ ইতি।- ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ২ প্র।

১৫৭। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে আপীলের যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে আপেলাণ্টের আপীলের দরখাস্ত ও হেতুর আরজীভিন্ন ও রেস্পাণ্ডেণ্টের জওয়াবভিন্ন সওযাল ও জওযাবের আর কোন কাগজপত্র লওযা যাইবেক না কিন্তু যদি এই আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের মতে নালিশী আরজীর অন্য নকল দাখিল করণের আবশ্যক হয় কি এই আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের অনুসারে সওয়াল ও জওয়াবের কোন কাগজের অবশেষ কথা দাখিল করণের অর্থে আদালতহইতে অনুমতি হয় তবে তাহা দাখিল হইতে পারিবেক ইতি। ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৯ ধা। ৩ প্র।

১৫৮। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিতেছেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১২ ধারার বিধি কেবল নম্বরী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে আপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে না।—১৮৩৮ সালের ১৪ ডিসেম্বরের ১১৯১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৫৯। আপীলী মোকদ্দমার যে রোয়দাদ ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৮ ধারানুসারে সদর আদালতে পাঠাইতে হয় তাহাতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারাতে যে কৈফিয়ৎ লিখিতে জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইয়াছিল ঐ কৈফিয়ৎ না লিখিয়া রোয়দাদ বারবার পাঠান গিয়াছে। সদর দেওয়ানী আদালত ইহা অবগত হইয়া জানাইতেছেন যে ঐ কৈফিয়ৎ না পাঠাওনেতে অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে যেহেতুক আপেলাণ্ট কখন২ কহে যে আমি যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা জজ সাহেব লন নাহি অথবা যে সাক্ষিদের ইসমনবিসী দিয়াছিলাম জজ সাহেব তাহাদিগের নামে সফীনা দেন নাই। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে সদর আদালতে যে সকল আপীলী মোকদ্দমা তোমার পাঠাইতে হয় তাহার সঙ্গে নিযত ঐ কৈফিয়ৎ পাঠাইবা।—১৮৩৬ সালের ৫ আগস্টের সরকুলর অর্ডর।

১৬০। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধি যেমত প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার উপর খাটে তেমনি আপীলী মোকদ্দমার উপরেও খাটে অতএব সকল মোকদ্দমার যে মুল বিষয় লইয়া বিবাদ আছে তাহা এবং উভয় বিবাদী যে২ হেতুতে আপনারদের সওয়ালজওয়াবের পোষকতা করে তাহা অতিমনোযোগপূর্ব্বক লিখিয়া রাখিবা।—১৮৪০ সালের ২ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৬১। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে জজ সাহেবেরা ও প্রধান সদর আমীনেরা যখন আসল মোকদ্দমা এবং আপীলী মোকদ্দমার বিচার করেন এবং সদর আমীন যখন আসল মোকদ্দমার বিচার করেন তখন তাঁহারা অতি মনোযোগপূর্ব্বক ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করেন। সেই ধারা অবিকলরূপে প্রতিপালন করিতে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণে পুনরায় হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ ধারাতে হুকুম আছে যে সওয়াল জওযাব সাঙ্গ হইলে পর এবং কোন দস্তাবেজ দাখিল হওন কি সাক্ষির তলব হওনের পূর্ব্বে মোকদ্দমার প্রথম শুননি হওন সময়ে আদালতের বিচারক মোকদ্দমার যথার্থ অভিপ্রায় এবং যে২ হেতুর উপর মোকদ্দমার নির্ভর আছে এবং যে বিষয় বা যে২ বিষয় বাদিপ্রতিবাদির সাবুদ করণের আবশ্যক হয় তাহা নিশ্চয় করিয়া রোয়দাদে লেখেন।—১৮৪৮ সালের ১৩ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৬২। সদর আদালতের সাহেবেরা লেখেন যে এই২ বিধান যদ্যপিও অতিস্পষ্ট এবং নিশ্চিত লেখা আছে তথাপি তাহা অনেক২ কার্য্যকারক সম্পূর্ণরূপে হেয় করেন অথবা এই মত বিপরীত অর্থ করেন যে ঐ২ বিধি যে অভিপ্রায়ের নিমিত্তে করা গিয়াছিল তাহা বিফল হয়। সেই অভিপ্রায় এই যে সওয়ালজওযাবের মুল বিষয় নিশ্চয় করিয়া বাদিপ্রতিবাদিদিগকে হুকুম দেওয়া যায় যে যে দস্তাবেজ কিম্বা সাক্ষ্য তাহারা প্রস্তাব করিতে পারে তাহার দ্বারা সেই বিষয় সাব্যস্ত করে। সদর আদালতের সম্মুখে যে২ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহার কতক২ মোকদ্দমায় নালিশের অভিপ্রায় এবং যে২ হেতুর উপর

তাহার নির্ভর আছে এবং বাদিপ্রতিবাদির যেং বিষয় সাব্যস্ত করণের আবশ্যক তাহা যেরূপে নিশ্চয় করিয়া লিখিতে হুকুম আছে সেইরূপে লেখা যায় নাই। অন্যান্য মোকদ্দমায় বিচারকেরা আইনের আজ্ঞার অতিরিক্ত এবং আপনারদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া বাদিপ্রতিবাদিরদিগকে বিশেষ দস্তাবেজ দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন অথবা প্রকারান্তরে যে প্রকার সাক্ষ্যের দ্বারা তাহারদের স্বং এজহারের পোষকতা করা উচিত সেই প্রকার সাক্ষ্য তাহারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।—১৮৪৮ সালের ১৩ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৬৩। যদ্যপি আইনের হুকুম প্রচুরমতে স্পষ্ট ও নিশ্চিত লেখা আছে এবং যদ্যপিও ১৮৪৭ সালের ১১ ফেব্রুআরি তারিখের ৪ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফাতে সেই বিষয়ে মনোযোগ করিতে তাঁহারদের প্রতি বিশেষ হুকুম হইয়াছিল তথাপি সদর আদালত মোকদ্দমার বিচারের সময়ে দেখিয়াছেন যে ঐ হুকুম বাবম্বার অবহেলা হইয়াছিল এবং কোন এক গতিকে জিলার জজ সাহেবেরা ঐ হুকুমের বিষয়ে ত্রুটি হওনের কোন রিপোর্ট সদর আদালতে করেন নাই।—১৮৪৮ সালের ১৩ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৬৪। এক্ষণে সদর আদালত জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনদিগকে উক্ত আইনের বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম করিতেছেন এবং তাহারদিগকে জানাইতেছেন যে যে কোন কার্য্যকারক উত্তর কালে এই২ অতিআবশ্যক বিষয়ে সামান্যতঃ অমনোযোগী হন সদর আদালত তাঁহাকে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মের অতিভারি ত্রুটির দোষী জ্ঞান করিবেন। —১৮৪৮ সালের ১৩ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৬৫। জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে হইলে যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা বুঝেন যে সে মোকদ্দমার বিচার জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে যথার্থক্রমে হয় নাই তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরদের শক্তি আছে যে সে কালে সেই হেতুতে কিম্বা অন্য হেতুতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দৃষ্টে বিশিষ্ট প্রকারে আপনারা অন্যং সাক্ষির সাক্ষ্য শ্রবণের দ্বারা নিষ্পত্তি করেন কিম্বা পুনর্ব্বার সে মোকদ্দমা বিচার কারণ সেই জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ্দ করেন। ইহাতে যদি সে মোকদ্দমা জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে সোপর্দ্দ হয় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সে মোকদ্দমার যথার্থ বিচারার্থে অন্যান্যং সাক্ষির সাক্ষ্য শুনিবার বিষয়ে ও উভয় বিবাদির ও সাক্ষিদিগের অক্লেশ অর্থাৎ আসানের জন্যে যাহা উচিত জানেন তাহা জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবকে লিখিবেন কিন্তু যে সময়ে আপীল আদালতের সাহেবেরা এমত কার্য্য করেন সে সময়ে সেই হেতু রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন। আর যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই সকল সাক্ষির সাক্ষ্য আপনারদিগের এলাকার আদালতে শুনেন তবে দরবারের সময়ে আপনারা সেই সাক্ষিদিগেরে দিব্য করাইয়া সাক্ষ্য শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের দস্তখৎ করাইয়া লন কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবকে অনুমতি করেন যে ঐ মতে সাক্ষিদিগেরে দিব্য করাইয়া সাক্ষ্য শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের দস্তখৎ করাইয়া লইয়া আপনিও তাহাতে সহী করেন এই দুই রূপে যাহা যথার্থ বিচার ও বেওরা অবগতার্থে ও সাক্ষিদিগের সম্বন্ধে ভাল জানেন তাহাই করিবেন ইহাতে যদি সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য রেজিষ্টর সাহেবকে শুনিতে হয় তবে রেজিষ্টর সাহেব সেই সকল সাক্ষির জোবানবন্দী উভয়ের সাক্ষাৎ কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের মোকাবিলায় করাইবেন। তাহাতে উভয় ও উভয়ের উকীলদিগের সাধ্য আছে যে সে কালে সাক্ষিদিগের স্থানে যাহা জিজ্ঞাসা অর্থাৎ সওয়ালকরণ আবশ্যক হয় তাহা করে ও উভয় বিবাদির সেই সকল সওয়াল ও সাক্ষিরা তাহার যে জওয়াব দেয় সে সকল সওয়াল ও জওয়াব লেখা গিয়া তাহাতে জনাজাৎ সাক্ষির দস্তখৎ করান যায় এবং রেজিষ্টর সাহেবের সহীও তাহার উপর হয় কিন্তু উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে সেই সকল সাক্ষির জোবানবন্দী হইবেক সংবাদ পাইয়া জোবানবন্দী হইবার সময়ে সে কি তাহারা তথায় হাজির না থাকে তবে রেজিষ্টর সাহেব উভয় বিবাদী কিম্বা উভয়ের উকীলদিগের গরহাজিরীতেও সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী উপরের লিখনানুসারে করাইবেন এবং সে জোবানবন্দী মাতবর জানা যাইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ১৮ ধা।

১৬৬। [জিলার জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীন যেরূপে আসল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন সেইরূপে সাধ্যপর্য্যন্ত আপীলী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন এবং আসল মোকদ্দমায় তাঁহারদের যে ক্ষমতা আছে এবং যে নিয়ম ও নিষেধ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই ক্ষমতানুসারে এবং সেই নিয়ম ও নিষেধে দৃষ্টি রাখিয়া আপীলী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। এবং আসল মোকদ্দমায় যেরূপ হুকুম আছে সেইমতে তাঁহারা আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রী প্রস্তুত করিবেন এবং তাহার নকল করিয়া বাদিপ্রতিবাদিকে দিবেন বা দিবার প্রস্তাব করিবেন।]

১৬৭। যে সময়ে যে মোকদ্দমা মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিত হয় সে সময়ে জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব সেই আদালতের উপস্থিত যাবদীয় মোকদ্দমার নালিশী আরজী ও উত্তর প্রত্যুত্তরাদির কাগজে ও নিদর্শনী কাগজপত্রে যেমতে পত্রাঙ্ক অর্থাৎ নম্বর ও চিহ্ন ও তারিখ স্বাক্ষরে লিখেন সেইমতে মফঃসল আপীল আদালতের রেজিষ্টর সাহেব আপীলের দরখাস্তী আরজী ও উত্তর প্রত্যুত্তরাদির জোবানবন্দীইত্যাদি নিদর্শনী কাগজপত্রে নম্বর ও চিহ্ন ও তারিখ স্বাক্ষরে লিখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২৯ ধা।

১৬৮। উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শিতে এবং মোকদ্দমাসকলের আপীল অনর্থক হইতে না পারিবার জন্যে কর্ত্তব্য যে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রী সাব্যস্ত রাখিলে ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতসকলের কোন ডিক্রী মঞ্জুর করিলে সে ডিক্রী যে সংখ্যায় হইয়া থাকে তাহার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ধরিয়া সমেতসুদ ডিক্রীর টাকা রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেওয়ান এবং অনর্থক আপীল হইবার বোধে সে মোকদ্দমার মর্ম্ম ও আপেলাণ্টের গতিক দৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ বিহিত জানেন তাহা করেন ইতি।—১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

১৬৯। যদি ঐ ডিক্রীর উপর আপীল হয় এবং তাহা বহাল থাকে তবে আপীল আদালতের উচিত যে ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে ঐ ডিক্রীর তারিখঅবধি ঐ সমুদয় টাকা পরিশোধ করণের তারিখপর্য্যন্ত যে আসল টাকা ও সুদ ও খরচার আসল ডিক্রীতে হুকুম হইয়াছিল সেই জুমলা টাকার উপর সুদ দিবার ডিক্রী করেন।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৭০। বর্ত্তমান আইনানুসারে ১৭৯৩ সালের ৩ আইনের ১২ ধারার বিধিসম্পর্কীয় মোকদ্দমায় যে ব্যক্তির জরীমানা হয় সেই ব্যক্তি জরীমানার টাকা না দিলে কয়েদ হইবার যোগ্য হইবেক। কিন্তু যদি ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারানুসারে অনর্থক আপীল করণের নিমিত্তে জরীমানা হয় এবং যদি অপরাধি ব্যক্তি সেই টাকা তৎক্ষণাৎ না দেয় তবে আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যেং হুকুম আছে সেইং হুকুমানুসারে তাহা উসুল হইবেক।—১৮৩৭ সালের ৭ জুলাইর ১০৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭১। যদি সেই দাওয়া অধস্থ আদালতে ডিসমিস হইয়া পরে আপীল আদালতের দ্বারা ডিক্রী হয় তবে অধস্থ আদালতের ডিক্রী হওনের তারিখপর্য্যন্ত আসল টাকার উপর সুদের হিসাব করিতে হইবেক এবং ঐ আসল টাকা ও সুদ ও খরচা এই জুমলা টাকার উপর দেনা পরিশোধের তারিখপর্য্যন্ত সুদ দিবার হুকুম করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ৪ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৭২। এক জন রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে এক জিলার আদালতে ডিক্রী হইল এবং তাহার উপর দুই আপীল হইল প্রত্যেক আপীলেতে ডিক্রী বহাল হইল এবং সেই দুই আপীলের সময়ে রেসপাণ্ডেণ্ট সুদের বিষয়ে দাওয়া করিল এবং সেই দাওয়া গ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১৮ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৫৪ পৃষ্ঠা।

১৭৩। রেস্পাণ্ডেণ্ট অধস্থ আদালতে যে নালিশ করিয়াছিল সেই নালিশ যদ্যপি আপীল আদালত ব্যামোহদায়ক জ্ঞান করেন তথাপি ঐ আপীল আদালত সেই বিষয়ে ঐ রেস্পাণ্ডেণ্টের জরীমানা করিতে পারেন না।—১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১৭৪। আপীল আদালত অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলে তাহার কারণ বিশেষ করিয়া লিখিতে হয়।—১৮৪৭ সালের ১৪ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৪০ পৃষ্ঠা।

১০ ধারা।

ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিসমিস করণ।

১৭৫। যদি কোন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্তী আরজী মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল হইলে তাহার পর ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে আপেলাণ্ট সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব না করে তবে তাহা না করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু তথায় না দর্শাইতে পারিলে সে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক বরং মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা উচিত জানিলে রেস্পাণ্ডেণ্ট অর্থাৎ আসামীকে আদালতের খরচা দেওয়াইতে হুকুম করিবেন

কিন্তু ঐ সাহেবেরা এমতে যে মোকদ্দমা শুনেন্ কিম্বা ডিসমিস করেন্ অর্থাৎ না শুনেন্ তাহার বেওরা রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২১ ধা।

১৭৬। ইহাতে হুকুম হইল যে কোন আদালতে কোন সময়ে যদি ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট ছয় সপ্তাহ্পর্য্যন্ত মোকদ্দমা বা আপীল চালাইতে ত্রুটি করে তবে সেই মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হইবেক এবং মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস করণের পূর্ব্বে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টকে কিছু এত্তেলা দিবার আবশ্যক হইবেক না। যদি বিশেষ দরখাস্তক্রমে অধিক মিয়াদ দেওয়ার বিষয়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট কিম্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মোখ্তারকার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না পাইয়া থাকে তবে আদালতের অথবা আসামীর কি অন্য কাহারো কোন কর্ম্ম করণব্যতিরেকে এবং কারণ না দর্শাইয়া ঐ মোকদ্দমা বা আপীল কায়েং ডিসমিস হইবেক। এবং আদালত যদি কোন গতিকে অধিক মিয়াদ দেন্ তবে অধিক মিয়াদ দেওনের কারণ বিশেষ করিয়া রোয়দাদের বহীতে লেখাইবেন কিন্তু অধিক মিয়াদের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে তাহার কারণ বিশেষরূপে লিখনের আবশ্যক হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২৯ আ। ১ ধা।

১৭৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন মোকদ্দমা বা আপীল উক্ত ধারানুসারে ডিসমিস হইলে আসামী অথবা রেস্পাণ্ডেণ্ট মোকদ্দমায় বা আপীলে যে সকল খরচপত্র করিয়া থাকে তাহা আদালত তাহাকে দেওয়াইয়া দিবেন কিন্তু যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের প্রতি সময়ের খেলাফপ্রযুক্ত অথবা আপীলের মিয়াদপ্রযুক্ত প্রতিবন্ধক না থাকে অথবা ডিসমিসহওয়া মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিতকরণ এবং তাহা ডিসমিসহওন প্রযুক্তভিন্ন অন্য কোন প্রতিবন্ধক না থাকে তবে মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিসহওযাতে নূতন মোকদ্দমা বা আপীল উপস্থিত করণের কিছু প্রতিবন্ধক হইবেক না এবং ঐ মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হওয়াতে মোকদ্দমার মিয়াদের আইনক্রমে সময়ের খেলাফ নিবারণ হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ২৯ আ। ২ ধা।

১৭৮। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধির বিষয়ে তোমাকে জানাইতে আদেশ পাইয়াছি যে ঐ আইন জারী হওনের তারিখে তোমার নথীতে যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী ছিল তাহাতে বাদী কিম্বা আপেলাণ্ট ঐ তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত চালাইতে ত্রুটি করিলে ঐ মোকদ্দমাতে ঐ আইন খাটিবেক এবং ঐ আইন কলিকাতা গেজেটের যে নম্বরে প্রকাশ হয় তাহা অথবা ঐ আইনের ছাপাহওয়া নকল যে তারিখে তোমার কাছারীতে পঁহুছে সেই তারিখঅবধি ঐ ছয় সপ্তাহ গণ্য করিতে হইবেক। ঐ আইন জারীহওনের পরে যত মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে সুতরাং ঐ আইন খাটিবেক। আরো তোমার প্রতি হুকুম হইতেছে যে তুমি উপরের লিখিত হুকুম এদেশীয় বিচারকদিগকে অবিলম্বে জানাইবা।—১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

১৭৯। যখন আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া যায় তখন যে তারিখে দরখাস্ত আদালতে গুজরাণ যায় সেই তারিখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া সুতরাং গণ্য হইবেক। কিন্তু যে আদালতে মোকদ্দমা হইয়াছিল তথায় যখন আপীলের দরখাস্ত গুজরাণ যায় তখন ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারানুসারে যে তারিখে সদর আদালতে ঐ আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যায় অর্থাৎ যে তারিখে দরখাস্ত ঐ আদালতে পঁহুছে সেই তারিখঅবধি আপীল উপস্থিতহওয়া গণ্য করিতে হইবেক। ইহার উভয় গতিকে আপীল উপস্থিত হওনের তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে মোকদ্দমা চালাইতে আপেলাণ্টের প্রতি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারায় হুকুম আছে অতএব জিজ্ঞাসা হইতেছে যে "মোকদ্দমা চালাইতে" ইহার অর্থ কি। তাহাতে বিধান হইল যে আপেলাণ্টকে যে ছয় সপ্তাহের মিয়াদ দেওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে যদি জরৎ অথবা উকীলের দ্বারা আপীলের হেতু না গুজরায় তবে তাহার কসুর হইয়াছে বোধ করিতে হইবেক এবং তাহার আপীল ডিসমিস হওনের যোগ্য হইবেক। সুদ্ধ উকীল নিযুক্ত করণেতে তাহার আপীল ডিসমিস হওনের প্রতিবন্ধক হইবেক না।—১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের ১৩১৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮০। কানপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৩১ সালের ৭ জানুআরি তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের ২৫ নম্বরী সরকুলর অর্ডরের বিধির অনুসারে যে মিয়াদ অতীত হইলে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনক্রমে মোকদ্দমা ডিসমিস হয় সেই মিয়াদের হিসাব করণেতে আদালতে নিরূপিত বন্দের সময় বাদ দেওয়া যাইবেক না।—১৮৪২ সালের ২৩ ডিসেম্বরের ১৩৬৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮১। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের যে ভাগে লেখে যে ১ ধারানুসারে কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইলেও যদি কালের এবং আপীল করণের মিয়াদের খেলাফ হওয়াপ্রযুক্ত আপীল করণের প্রতিবন্ধক না থাকে তবে আপেলাণ্ট নূতন আপীল করিতে পারেন। এই ভাগের উপলক্ষে ফরক্কাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে এই বিধান হইল যে ঐ আইনের কথা সাধারণ এবং সকল আপীলের বিষয়ে খাটে অতএব যদি জিলার জজ সাহেবের আদালতে কোন আপেলাণ্ট

১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে কসুর করে এবং ঐ আইনের বিধির অনুসারে যদি তাহার মোকদ্দমা নথীহইতে উঠান যায় তবে তাহার আপীল মিথ্যা হইল।—১৮৪২ সালের ২৭ মের ১৩৩৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮২। যদি মোকদ্দমা অন্যান্য প্রকারে চলিতে থাকে তবে সেই মোকদ্দমার চলন সময়ে কোন এক হুকুম প্রতিপালনের শৈথিল্য হইলে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে ত্রুটি নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১০ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৩। ধার্য্য হইল যে মোকদ্দমা রুবকার হওন সময়ে যদি ফরিয়াদী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে এক জন আসামীকে উত্তর দিবার ত্রুটি করে কিন্তু অন্যান্য আসামীদের বিষয়ে ত্রুটি কি কসুর না করে তবে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে নির্দ্দিষ্ট যে ত্রুটির দ্বারা নালিশ ডিসমিস হয় সেই ত্রুটি এই স্থলে জ্ঞান করিতে হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ৭ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২২৬ পৃষ্ঠা।

১৮৪। ফরিয়াদী যদি অন্যান্য প্রকারে আপনার মোকদ্দমা চালাইতেছে তবে কোন বিশেষ কার্য্য করিতে ত্রুটি হইলে তাহাতে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনমতে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবার যোগ্য হয় না।—১৮৪৭ সালের ১১ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৫। কোন মোকদ্দমা দোষগুণপ্রযুক্ত এবং ১৮৪১ সালের ২৯ আইনক্রমে ত্রুটিপ্রযুক্ত এই উভয় কারণে এক সময়ে ডিসমিস হইতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ৩১ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮৬। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে আপীল নম্বরখারিজ হইলে তাহা যে আদালতের ডিক্রীর উপর হয় সেই আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে কেবল সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ আপীল পুনর্ব্বার উপস্থিত করা যাইতে পারে।—১৮৪৩ সালের ১৭ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৮ পৃষ্ঠা।

১৮৭। দুই আপেলান্টের এক জন মরিল এবং তাহার উত্তরাধিকারী প্রথমতঃ আদালতে উপস্থিত হইল কিন্তু তৎপরে মোকদ্দমা চালাইতে ত্রুটি করিল এবং জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে আপীল নম্বরখারিজ করিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে যে আপেলান্ট ত্রুটি করিল না সেই আপেলান্টের পক্ষে ঐ আপীলের দোষগুণানুসারে তাহার বিচার করিতে জজ সাহেবের উচিত ছিল।—১৮৪৩ সালের ৩ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫০ পৃষ্ঠা।

১৮৮। যে উকীল কোন মোকদ্দমায় নিযুক্ত আছেন তিনি ছুটী লইয়া অবর্ত্তমান হইলে তৎপ্রযুক্ত ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারানুসারে ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস হওনের নিবারণ নাই।—১৮৪২ সালের ২ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৬ পৃষ্ঠা।

১৮৯। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ২ ধারায় এই কথা লেখা আছে "যে কোন গতিকে মোকদ্দমা বা আপীল ডিসমিস হয়" অতএব মুরাদাবাদের জজ সাহেব এই বিধির এই সাধারণ কথার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন যে আপীলহওয়া মোকদ্দমায় জওয়াব দিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে যদি সেই ব্যক্তি জওয়াব দেয় এবং উকীলকে নিযুক্ত করে এবং ঐ আপীল উক্ত আইনানুসারে ডিসমিস হয় তবে ঐ রেস্পাণ্ডেণ্টকে আদালতের খরচা দেওয়াইতে ডিক্রী করিতে হইবেক কি না। তাহাতে বিধান হইল যে প্রতিবাদি ব্যক্তির তলব না হইয়া আদালতে যে উপস্থিত হইবেক এমত গতিক জজ সাহেবের উল্লেখ হওয়া ধারার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না বোধ হইতেছে। যেহেতুক ঐ প্রতিবাদি ব্যক্তিকে "রেস্পাণ্ড" করিতে অর্থাৎ জওয়াব দিতে তলব না হইলে তাহাকে প্রকৃতমতে "রেস্পাণ্ডেণ্ট" বলা যায় না। পুনশ্চ জজ সাহেবকে ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ দেখিতে হুকুম হইল। ঐ আইনের অর্থেতে "রেস্পাণ্ডেণ্ট" শব্দ কেবল "প্রতিবাদি ব্যক্তি" বুঝায় এমত লেখে।—১৮৪২ সালের ৪ মার্চের ১৩২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯০। সুপ্রিম কোর্টের রিসিবর সাহেব কোন মোকদ্দমায় এক পক্ষ হইলে যদি ঐ রিসিবর সাহেবের বদলী হয় তবে তাঁহার পদে নিযুক্ত সাহেবের নামে নূতন এত্তেলা দিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪৫ সালের ১৮ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬৬ পৃষ্ঠা।

১৯১। ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারায় হুকুম আছে যে বিশেষ দরখাস্তক্রমে অধিক মিয়াদ দেওয়ার বিষয়ে যদি ফরিয়াদী অথবা আপেলান্ট কিম্বা তাহার মৃত্যু হইলে তাহার মোক্তারকার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি না পাইয়া থাকে তবে আদালতের অথবা আসামীর কি অন্য কাহারো কোন কর্ম্ম করণ ব্যতিরেকে এবং কারণ দর্শান বিনা ঐ মোকদ্দমা বা আপীল তাবৎ ডিসমিস হইবেক।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৯২। কলিকাতা ও উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের উক্ত কথার শক্তির বিষয়ে বিবেচনা করণের আবশ্যক হওয়াতে অধিকাংশ সাহেবের এই মত হইয়াছে যে যে ছয় সপ্তাহের মধ্যে কোন নিয়মিত কার্য্য করি-

তেই হইবেক সেই মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে মৃত ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির আবশ্যক যে ঐ মিয়াদ বাড়াইবার নিমিত্তে আদালতে দরখাস্ত করে ইহার বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং ঐ আইনের তাবদ্দৃষ্টে এইমত অর্থ কোন প্রকারে হইতে পারে না যে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টের মরণের সম্বাদ মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে উত্তরাধিকারিদিগকে সদর আদালতের অবশ্য দিতে হইবেক তথাপি পূর্ব্বোক্ত ছয় সপ্তাহ মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে সদর আদালতের সাধারণ ক্ষমতানুসারে ঐ আদালতের ইচ্ছাক্রমে সেইরূপ কর্ম্ম করিতে ঐ আইনে প্রকৃত কোন নিষেধ নাই।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৯৩। উভয় আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেব আরো কহেন যে "ত্রুটিপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস" করা যদি ত্রুটিকারি ব্যক্তির প্রনাহগারী করিবার নিমিত্তে হুকুম হইয়াছে বোধ হয় তবে যেং গতিকে সেই ত্রুটি এড়ান সর্ব্বতোভাবে অসাধ্য সেইং গতিকে ঐ প্রনাহগারী করা অযথার্থ অর্থাৎ যে তারিখে ত্রুটি হইবার প্রায় বাকী নাই যদি এমত সময়ে ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্টের মৃত্যু হয় এবং যে স্থানে মৃত্যু হইল তথাহইতে উত্তরাধিকারী অথবা স্থলাভিষিক্ত যদি এমত দূরে থাকে যে আইনের হুকুম প্রতিপালন করা নিতান্ত অসাধ্য এই স্থলে সেই প্রনাহগারী করা অযথার্থ। এইমত স্থলে মোকদ্দমা ডিসমিস করিলে আপীল করণের হক বারম্বার লোপ হইবেক এবং আইনের দ্বারা স্পষ্টতঃ অযথার্থ কর্ম্ম হইবেক। কিন্তু এইমত নীতি আছে যে আইনের দ্বারা কোন অসাধ্য বিষয়ের হুকুম হয় না। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে যথার্থ ও ন্যায্য ও ধর্ম্মতঃ কার্য্য করিতে আইনানুসারে তাঁহারদের যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতানুসারে অসাধ্য কর্ম্ম না করণের প্রনাহগারী করিলে যে অযথার্থ হয় তাহা নিবারণ করা তাঁহারা অত্যাবশ্যক বোধ করেন এবং মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যদি মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক হয় তবে মিয়াদের মধ্যে তাহার আদালতে হাজির হইবার অসাধ্য যাহাতে নিবারণ হইতে পারে এইমত এক কর্ম্মনির্ব্বাহের নিয়ম করা উচিত বোধ করেন।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৯৪। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা আদালতের কর্ম্মকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে পশ্চাৎ লিখিত কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিয়ম ধার্য্য করিতেছেন। এবং সকলকে জানাইতেছেন যে সেই নিয়ম উত্তর কালাবধি সদর আদালতে চলিবেক। —১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৯৫। প্রথম। যখন কোন জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন কিম্বা মুনসেফকে এইমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে ঐ জিলা বা শহরের জজ বা প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন কিম্বা মুনসেফের আদালতে উপস্থিতথাকা কোন আসল অথবা আপীলী মোকদ্দমার ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট মরিয়াছে তখন ঐ আদালতের জজ অথবা বিচারক যথার্থ এবং উচিত বোধ করিলে তাহার সম্বাদ এক ঘোষণাপত্রে লিখিয়া তাহা আপন কাছারীতে এবং ঐ জিলার অন্য সকল দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইতে পারেন। উপস্থিতথাকা যে সকল মোকদ্দমায় ঐ মৃত ফরিয়াদী অথবা আপেলাণ্ট লিপ্ত ছিল তাহার বিবরণ ঐ ঘোষণাপত্রে থাকিবেক এবং তাহার উত্তরাধিকারী অথবা স্থলাভিষিক্তেরদিগকে ইহা জানান যাইবেক যে নিয়মিত দিবসের পূর্ব্বে উপস্থিত মোকদ্দমা অথবা আপীলের নির্ব্বাহার্থে তাহারা স্বয়ং কিম্বা তাহারদের উকীল যদি হাজির না হয় তবে তাহারদের মোকদ্দমা বা আপীল ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারার বিধির অনুসারে ত্রুটিপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক এবং ঐ নিয়মিত দিবস ঐ ঘোষণাপত্রে নিরূপণ হইবেক এবং লেখা যাইবেক এবং তাহা ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখঅবধি ছয় সপ্তাহের অধিক হইবেক না।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৯৬। দ্বিতীয়। উক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিয়ম সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকা আপীলের বিষয়েও খাটিবেক কেবল এই বিশেষ হইবেক যে পূর্ব্বোক্ত নিরূপিত ঘোষণাপত্র এইমত গতিকে সদর আদালতের কাছারীতে লট্‌কান যাইবেক এবং যে জিলা অথবা জিলাসকলহইতে উপস্থিতথাকা আপীল পাওয়া গিয়াছিল সেইং জিলার নানা দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের কাছারীতে তাহা লট্‌কান যাইবেক এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা সেই বিষয়ের প্রিসেপ্ট পাইলে নিরূপিত স্থানে উক্ত ঘোষণাপত্র রীতিমতে লট্‌কাইতে হুকুম দিবেন এবং সদর আদালতের হুদ্বোধের নিমিত্তে ঐ হুকুমের রীতিমতে প্রতিপালনের বিষয়ে যথাসাধ্য শীঘ্র সম্বাদ দিবেন।—১৮৪৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৯৭। যেহেতুক আপীলের বিষয়ি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধি অত্যন্ত ক্লেশজনক ও কঠিন এবং তাহার কাঠিন্যের লাঘবকরা উপযুক্ত বোধ হইল অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা কি মান্দ্রাজ রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতে এই আইন জারী হওনের পরে কোন আপীল ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে ডিসমিস হইলে ঐ আপীল সদর আদালতে ডিসমিস হইয়া থাকিলে ডিসমিস হওনের পর তিন মাসের মধ্যে এবং অন্য কোন আদালতে ডিসমিস হইয়া থাকিলে ডিসমিস হওনের পর এক মাসের মধ্যে যদি আপেলাণ্ট ঐ আপীল পুনরায় গ্রাহ্য হওনের দরখাস্ত মুৎফরক্কা দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া এই বিষয়ে আদালতের খাতিরজমা করায় যে ঐ আপীলী মোকদ্দমা উকীলের ত্রুটিপ্রযুক্ত

কিম্বা অনিবার্য্য কোন ঘটনাপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছে তবে যে আদালত ঐ আপীলী মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়াছিলেন সেই আদালত তাহা পুনরায় গ্রাহ্য করিতে পারেন্ ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৬ আ। ১ ধা।

১১৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর তিন মাসের মধ্যে যদি আপেলাণ্ট আপন আপীল পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হইবার নিমিত্তে মুৎফরক্কা দরখাস্তের নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করে এবং ঐ মোকদ্দমা উকীলের ত্রুটিপ্রযুক্ত কি অনিবার্য্য কোন ঘটনাপ্রযুক্ত ডিসমিস হইয়াছিল এই বিষয়ে আদালতের খাতিরজমা করায় তবে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে যে কোন আপীল ডিসমিস হইয়াছিল তাহা উক্ত কোন আদালতে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হইতে পারে ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৬ আ। ২ ধা।

১১৯। পরন্তু ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন আপীল পুনরায় গ্রাহ্য হইয়াছে তাহা যদি পুনর্ব্বার ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধিমতে ডিসমিস হয় তবে তাহা আর গ্রাহ্য হইতে পারে না ইতি। —১৮৪৫ সা। ১৬ আ। ৩ ধা।

২০০। ১৮৪৫ সালের ১৬ আইনমতে যে২ কারণে ত্রুটির দোষ খণ্ডন হইতে পারে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে ত্রুটিপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিসের হুকুমের উপর আপীল করণের কারণ হইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ১৯ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২০১। ১৮৪৫ সালের ১৬ আইনানুসারে আপীল পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিতে যদি প্রধান সদর আমীন স্বীকার না করেন তবে তাঁহার হুকুমের উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইবেক।—১৮৪৬ সালের ২০ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮১ পৃষ্ঠা।

২০২। জিলার জজ সাহেবের পূর্ব্ব পদস্থ জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে অনুচিতমতে এক আপীল ডিসমিস করিয়াছিলেন সেই আপীল ১৮৪৫ সালের ১৬ আইনানুসারে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিতে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ জিলার জজ সাহেবকে হুকুম করিলেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮২ পৃষ্ঠা।

১১ ধারা।

আপীল আদালতের নিষ্পত্তি।

২০৩। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে কোন আপীল আদালত যদি অধস্থ কোন আদালতের ডিক্রীতে হস্তক্ষেপ করেন তবে যে ব্যক্তিরা আপীল না করিয়াছে এবং কোন প্রকারে আপীল আদালতে উপস্থিত নাই তাহারা আপন২ পক্ষে যাহা কহিতে চাহে তাহা কহিতে তাহারদিগকে অনুমতি না দিলে তাহারদের অনিষ্টজনক কোন ডিক্রী আপীল আদালতে হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ২২ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮০ পৃষ্ঠা।

২০৪। অধস্থ আদালতের বিচারকের যেরূপে ডিক্রী করিতে হয় তাহার বিষয়ে আপীল আদালত তাঁহাকে হুকুম করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ২৬ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২০৩ পৃষ্ঠা।

২০৫। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে উভয় বিবাদির দেওয়া সম্বাদের দ্বারা অথবা ডিক্রী জারী করণক্রমে কিম্বা ডিক্রী জারী করণের পর কোন মুৎফরক্কা কার্য্যক্রমে যদি আমার এমত জ্ঞাতসার হয় যে অধস্থ আদালতের বিচারকের ডিক্রীতে কোন বেদাঁড়া কি বেআইনী কর্ম্ম হইয়াছে তবে তাঁহারদের ঐ ডিক্রী আমি অন্যথা করিতে পারি কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে বেদাঁড়া কিম্বা বেআইনী কর্ম্ম হওনপ্রযুক্ত তুমি অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী সরাসরীমতে অন্যথা করিতে পার না কিন্তু তোমার উচিত যে সেই বিষয়ে যাহারদের লাভালাভ আছে তাহারদিগকে সেই বিষয়ে আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হইলেও আপীল করণের হুকুম দেও।—১৮৩৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের ১০৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৬। সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে তোমাকে এই আদেশ করিতেছি যে আপীলহওয়া যে সমস্ত মোকদ্দমার ডিক্রী করিবা সেই সকল ডিক্রীর মধ্যে ঐ মোকদ্দমা যে তারিখে তোমার অধস্থ আদালতে তজবীজ ও বিচারের নিমিত্তে অর্পণ

হইয়াছিল তাহা লিখিবা। এবং অচিহ্নিত বিচারকদিগকে এমত হুকুম করিবা যে সেইরূপ মোকদ্দমায় তাঁহারদের আসল ডিক্রীতে সেইরূপ সংবাদ লেখেন।—১৮৪০ সালের ১৪ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২০৭। অধস্থ আদালতের ডিক্রী যখন বিশেষরূপে আপীল আদালতে বহাল হয় তখন ঐ আপীল আদালতের ডিক্রীর শেষে যদি কোন অসঙ্গত কথা লেখা যায় তবে তাহা বাড়তীর ন্যায় বোধ হইবেক এবং তাহাতে বাদির বা প্রতিবাদির কিছু লাভ নোকসান হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ৩০ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৬২ পৃষ্ঠা।

২০৮। যে সম্পত্তি ফরিয়াদীর নিকটে বন্ধক ছিল তাহা বন্ধকদেওনিয়া খাতকের এক খতপ্রাপ্ত মহাজনের আপনার পক্ষে হওয়া ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ নীলাম হইলেও ঐ ফরিয়াদী যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিল তাহার বাবৎ নালিশ না করিয়া ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করণার্থে নালিশ করা তাহার উচিত যেহেতুক ঐ নীলামের দ্বারা সেই ভূমি বন্ধকলওনিয়া মহাজনের স্বত্বের কোন হানি হয় না। সদর আদালত আরো ধার্য্য করিলেন যে যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতের ডিক্রীর যে ভাগের বিষয়ে আপীলের সময়ে কোন ওজর হয় নাই সেই ভাগ আপীল আদালত বিশেষ২ গতিকে অন্যথা করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২১ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪২ পৃষ্ঠা।

২০৯। আপীল আদালত আইনের নিরূপিত সুদের নিরিখহইতে অল্প সুদের হুকুম দিতে পারেন না অর্থাৎ অধস্থ আদালত যত টাকার ডিক্রী করিলেন তাহার উপর শতকরা ১২৲ টাকা সুদের হুকুম করিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের ৯৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১০। সেই মতে যদ্যপি আপীল শুননির সময়ে মোকদ্দমা উপস্থিত করণেতে অথবা যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমতঃ উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতের কার্য্যে যদি কিছু বেদাঁড়া দেখা যায় তবে ঐ মোকদ্দমার দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচারের বিষয়ের হুকুম দিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২১১। যদি জিলার জজ সাহেব রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী অন্যথা করেন তবে তাহা বেআইনী।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪৬ পৃষ্ঠা।

২১২। যদি রেস্পাণ্ডেণ্টের রীতিমত তলব না হয় তবে তাহার প্রতিকূলে আদালত কোন চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন না।—১৮৩৫ সালের ১ মের ৯৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২ ধারা।

অনর্থক আপীল।

২১৩। উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শিতে এবং মোকদ্দমাসকলের অনর্থক আপীল হইতে না পারিবার জন্যে কর্ত্তব্য যে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রী সাব্যস্ত রাখিলে ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মফঃসল আপীল আদালতসকলের কোন ডিক্রী মঞ্জুর করিলে সে ডিক্রী যে সংখ্যায় হইয়া থাকে তাহার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ধরিয়া সমেতসুদ ডিক্রীর টাকা রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেওয়ান্ এবং অনর্থক আপীল হইবার বোধে সে মোকদ্দমার মর্ম্ম ও আপেলাণ্টের গতিকদৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ বিহিত জানেন তাহা করেন ইতি।—১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

২১৪। কলিকাতার সদর আদালত উত্তরপশ্চিম দেশের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া ধার্য্য করিলেন যে মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার বিধিক্রমে আপেলাণ্টের জরীমানা করিতে পারেন না। ঐ আইনের বিধি সেই প্রকার আপীলের বিষয়ে খাটে না।—১৮৩৮ সালের ১৬ মার্চের ১১৩৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১৫। মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় যে হুকুম হয় তাহার পুনর্ব্বিচারার্থে কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে জিলার জজ সাহেব তাহার জরীমানা করিতে পারেন না।—১৮৪৩ সালের ১৩ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৬ পৃষ্ঠা।

১৩ ধারা।

আপীলী মোকদ্দমায় খরচার জামিন।

২১৬। যেহেতুক এক্ষণে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যের সদর আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার খরচার জামিন লওয়া আইনানুসারে আবশ্যক নাই এবং যেহেতুক মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে খরচার জামিন লওয়ার এক্ষণে আইনানুসারে হুকুম নাই এবং যেহেতুক এই বিষয়ে সকল আদালতের ডিক্রীর উপর যে আপীল হয় তাহার একি রীতি করা উচিত বোধ হইয়াছে। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে উক্ত দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের কোন আপীল আদালতে খরচার জামিন লইতে আবশ্যক হইবেক না কিন্তু প্রত্যেক আপীল আদালতের এই ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ আদালতের বিবেচনায় যেমত উচিত বোধ হয় সেই মতে রেস্পাণ্ডেণ্টকে জওয়াব দিতে হুকুম দেওনের পূর্ব্বে আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করেন কি না করেন। ইহার বিপরীত কোন আইন থাকিলেও তাহা প্রতিবন্ধক হইবেক না ইতি।—১৮৪৫ সা। ৩ আ।

২১৭। খরচার নিশার কারণ আপেলাণ্টেরদের যে মাসজামিনী দিতে হয় তাহার বিষয়ে সদর আদালত যে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহার এক নকল জিলার জজ সাহেবের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে পাঠান যাইতেছে এবং আপীলী মোকদ্দমায় উত্তর কালে জামিনেরদের যে জামিনী পত্র লিখিয়া দিতে হইবেক তাহার পাঠের এক নকল এইক্ষণে জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইতেছে। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে আপীলী মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপেলাণ্টের খরচার জামিন হন তাহার এওবাবনামার মজমুন এই যে আপীলের ডিক্রী হওন সময়ে আপেলাণ্টের স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুন না কেন আপীলেতে যে সকল খরচা লাগে তাহার নিশা করণের বিষয়ে আমি দায়ী আছি। অতএব যখন আপেলাণ্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট অথবা জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নূতন জামিন তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয়।—১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

২১৮। ১৮৪৫ সালের ৩ আইনের অনুমতিক্রমে যদি কোন আপীল আদালত আপেলাণ্টের স্থানে খরচার জামিন তলব করেন তবে ঐ আদালত তাহার কারণ লিখিবেন।—১৮৪৫ সালের ১৭ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭২ পৃষ্ঠা।

১৪ ধারা।

জিলার আদালতের হুকুমের উপর এবং ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর সদর আদালতে নম্বরী আপীল।

২১৯। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আইনের দ্বারা যে২ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না সেই২ বিষয়ে যাহাতে বাদিপ্রতিবাদির ঐ আদালতে দরখাস্ত করণের প্রবোধ জন্মে এইমত কোন কথা জজ সাহেবেরা আপনারদের নিকটে দাখিলহওয়া কোন দরখাস্তের উপর অথবা তাঁহারদের কর্ত্তকারীতে লিখিবেন না যেহেতুক ঐ ব্যবহার সম্পষ্টতঃ অনুচিত কেননা তাহার দ্বারা অকারণে আদালতের সময় হরণ হয় এবং দরখাস্তকরণিয়াদিগেরো অনেক অনাবশ্যক ক্লেশ ও খরচ হয়।—১৮৪২ সালের ১ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

২২০। জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেব প্রথমতঃ যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ৩ প্র।

২২১। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২ ধারানুসারে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে অর্পণ করা ক্ষমতাক্রমে যে২ জিলা বা শহরে ঐ শ্রীযুত ঐ আইনের হুকুম চলন করিতে হুকুম দিয়াছেন কি উত্তর কালে দিবেন ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারায় প্রবিন্সাল আদালতের সাহেবদিগের করা ফয়সলার উপর আপীল করণের যে মিয়াদ অর্থাৎ যে তিন মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে ঐ২ জিলা বা শহরের জজ সাহেবের করা ফয়সলার উপর আপীল কি খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করিবার অর্থে সেই মিয়াদ নিরূপিত থাকিল ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

২২২। উক্ত আইনের অর্থের অনুসারে মোকদ্দমার আপীল হইলে সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে ঐ আপীলের আরজী জিলার জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের নিকটে দিতে হইবেক এবং কোন কারণে ঐ তিন মাসহইতে কিছু অধিক কাল দেওয়া যাইবেক না। যদি সেই মিয়াদের মধ্যে ঐ আপীলের আরজী দাখিল না হয় তবে জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীন এমত লিখিতে পারিবেন না যে তাহা রীতিমতে দাখিল হইয়াছে।—১৮৩৮ সালের ২৪ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২২৩। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণে যে টাকা বা মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যার বা মূল্যের যে সমস্ত মোকদ্দমা এই আইনের ১ ধারার ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমীনেরে অর্পণ হয় ঐ প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল যে২ বিধানানুসারে ঐ সদর দেওয়ানী আদালতে হইত সেই২ বিধানানুসারে সর্ব্ব প্রকারে এই আপীলেরও কার্য্য হইবেক এবং ঐ নিষ্পত্তির পুনর্বিবেচনা করণের দরখাস্ত করিতে হইলে তাহা প্রধান সদর আমীন এককালে সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির পুনর্বিবেচনার্থে দরখাস্ত হইলে যে বিধানানুসারে কার্য্য হইত সেই বিধানানুসারে ইহারো কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৪ ধা।

২২৪। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনেরা আপীলের দরখাস্তের যে সর্টিফিকট সদর আদালতে পাঠান্ এবং সদর আদালতের হুকুমনামার যে রিটর্ণ করেন তাহা কোন নিয়মিত পাঠানুসারে করেন না তাহাতে অনেক অনৈক্য দুষ্ট হইতেছে। এইরূপ অনৈক্যেতে ক্লেশ হইতেছে অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে জিলার জজ সাহেবেরা যে পাঠানুসারে সর্টিফিকট ও রিটর্ণ লিখিয়া থাকেন সেই পাঠানুসারে প্রধান সদর আমীনেরাও তাহা লিখিবেন কেবল ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহা না লিখিয়া উর্দ্দু ভাষাতে লিখিবেন।—১৮৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২২৫। ময়মনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমা হইলে যদি প্রধান সদর আমীন তাহাহইতে অল্প টাকার ডিক্রী করেন তবে প্রধান সদর আমীনের ঐ ডিক্রীর উপর আপীল সদর আদালতে হইবেক।—১৮৪০ সালের ৭ আগষ্টের ১২৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২৬। যদি প্রধান সদর আমীন ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের কোন আসল মোকদ্দমা আপনার শুনানির যোগ্য নহে বলিয়া নালিশী আরজীর পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিয়া তাহা নামঞ্জুর করেন তবে সেই হুকুমের উপর আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হইবেক সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক না।—১৮৪৭ সালের ২৭ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২২৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকার মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রীর উপর আপীলের বিষয়ে ঐ ধারাতে যে২ বিধান আছে সেই২ বিধান ঐ প্রকার মোকদ্দমার বিচারকালীন ঐ বিচারকের করা সকল হুকুমের বিষয়েও খাটিবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ৬ আ। ২ ধা।

২২৮। নম্বরী কোন মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর যদি সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হয় এবং যদি জিলার জজ সাহেব কিম্বা প্রধান সদর আমীনকে ঐ আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে তাঁহার উচিত যে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করেন এবং ঐ দরখাস্ত ও তাহার সঙ্গে যে কোন কাগজপত্র দাখিল হইয়াছিল তাহা যথাসাধ্য শীঘ্র সদর আদালতে পাঠান্ এবং তাহার সঙ্গে এক সর্টিফিকট ও রুবকারী পাঠান্। ঐ রুবকারীর মধ্যে উভয় বিবাদির নাম এবং ডিক্রীর খোলাসা ও তাহার তারিখ ও আপীলের আরজী দাখিলকরণের তারিখ এবং ঐ আরজী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছে ইহা যে২ নিদর্শনে বোধ হইয়াছিল তাহা লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২২৯। এবং তাহার সমকালীন আপেলাণ্টকে এমত লিখিত এত্তেলানামা দিতে হইবেক যে তোমার আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান গিয়াছে অতএব ঐ দরখাস্ত ঐ আদালতের নথীর শামিল হওনের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে যদি ঐ আপীল চালাইতে ত্রুটি কর এবং সেই ত্রুটির কোন মাতবর কারণ সদর আদালতে জানাইতে না পার তবে তোমার ঐ আপীল ডিসমিস হইবেক এবং ঐ এত্তেলানামা রীতিমত জারী হইয়াছে এই বিষয়ের এক সর্টিফিকট আদালতে পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৩০। প্রত্যেক আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে এক স্বতন্ত্র রুবকারী ও সর্টিফিকট পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৩১। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে অধস্থ আদালতে যে আপীলের দরখাস্ত করা যায় তাহা ১৮৩৩ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারে উপরিস্থ আদালতে পাঠাইতে হইলে তাহার সঙ্গে দুইখান সর্টিফিকট দিতে হইবেক সেই দুই সর্টিফিকটের পাঠ আদালতের জজ সাহেবেরদের নিকটে পাঠান গিয়াছে এবং তাঁহারদিগকে হুকুম দেওয়া গিয়াছে যে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফাতে যে সকল বৃত্তান্ত লেখা আছে তাহা প্রথম সর্টিফিকটের সঙ্গে পাঠান রুবকারীতে লিখিতে বিশেষ মোনযোগী হন্।—১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৩২। সদর দেওয়ানী আদালত আরো হুকুম করিতেছেন যে ঐ কাগজপত্র পাঠাওনেতে কোন ভুল বা ব্যতিক্রম না হয় এ নিমিত্তে জজ সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতহইতে ঐ সর্টিফিকটের নকল আনাইবেন এবং এই পত্রের সঙ্গে পাঠান সর্টিফিকটের নকলের পৃষ্ঠে যেরূপ লেখা আছে ঐ২ সর্টিফিকটের পৃষ্ঠেও আবশ্যকমতে সেইরূপ লিখিবেন। তাহার মধ্যে যে সকল লিপি পাঠান যায় সেই২ লিপি অর্থাৎ প্রত্যেক দরখাস্ত রুবকারী এত্তেলাপ্রভৃতি এক ফর্দ্দ কাগজের অধিকে লেখা গেলেও প্রত্যেক লিপির আলাহিদা২ নম্বর দিতে হইবেক। কোন২ জিলার জজ সাহেবেরা রুবকারী আলাহিদা২ ফর্দ্দ কাগজে এবং উভয় পৃষ্ঠাতেই লিখিয়া পাঠান্ ইহাতে ঐ রুবকারী নথীর শামিল গাঁথিতে অত্যন্ত ক্লেশ হয়। তাহাতে সদর আদালত জজ সাহেবকে হুকুম করিলেন যে তোমার আদালতে যদ্যপি এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে তবে তাহা রহিত করিবা এবং উত্তর কালে সাধ্যপর্য্যন্ত রুবকারীর নকল কাগজের কেবল এক পৃষ্ঠাতে লিখিয়া প্রত্যেক ফর্দ্দের অপর ফর্দ্দের সঙ্গে সেই কিম্বা লাসার দ্বারা যুড়িয়া ঐ যোড়ের স্থানে তুমি আপনার নাম ও পদ লিখিবা।—১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৩৩। ১ নম্বরী *সর্টিফিকট।*

অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত।

অমুক আপেলাণ্ট।

অমুক রেসপাণ্ডেণ্ট।

১। আমি এই পত্রের দ্বারা জানাইতেছি যে এই জিলার অমুক জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর উক্ত মোকদ্দমার আপীলের এক দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে এবং তাহার সঙ্গে অমুক ডিক্রী পাঠান গিয়াছে।

ডিক্রী অমুক তারিখে হয়।

আপীলের দরখাস্ত অমুক তারিখে দেওয়া যায়।

২। আমি আরো জানাইতেছি যে ঐ আপীলের দরখাস্ত আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দেওয়া গিয়াছিল এমত বোধ করি এবং আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীল চালাইবার জন্যে আপেলাণ্টকে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা হাজির হইতে রীতিমত এত্তেলা অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

৩। ঐ ডিক্রী জারী হইয়াছে (বা না হইয়াছে)।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রী অমুক

দেওয়ানী আদালত। জজ।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

—১৮৩৪ সালের ২৪ অকটোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৩৪। ২ নম্বরী সর্টিফিকট।

অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত।

অমুক আপেলাণ্ট।

অমুক রেসপাণ্ডেণ্ট।

সদর দেওয়ানী আদালতের শ্রীযুত বেজিষ্টর সাহেব বরাবরেষু।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের উপরের লিখিত মোকদ্দমায় যে সর্টিফিকট সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়াছিলাম তাহার বিষয়ে যে আসল এত্তেলানামা পাঠান গিয়াছিল তাহা এই পত্রের সঙ্গে পাঠাইয়া জানাইতেছি যে তাহা আপেলাণ্টের উপর রীতিমত জারী হইয়াছে।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রী অমুক

দেওয়ানী আদালত। জজ।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

—১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৩৫। নিষ্কর ভূম্যাদি স্থাবর যে বস্তুর সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০৲ এক শত টাকার অধিক হয় এবং করসম্পর্কীয় যে জমীদারী ও হুজুরী তালুকাদির সাম্বৎসরিক উৎপন্ন সিক্কা ১০০০৲ হাজার টাকার অতিরিক্ত হয় এবং মফঃসলী যে সকল তালুকের রাজস্ব সম্বৎসরে সিক্কা ১০০০৲ টাকার অধিক হয় এবং উপরের অপ্রস্তাবিত যে সকল স্থাবর বস্তুর উৎপন্ন সম্বৎসরে সিক্কা এক হাজার টাকার অধিক হয় এবং অস্থাবর যে বস্তুর মূল্য সিক্কা ১০০০৲ এক হাজার টাকার অধিক হয় এমত বিষয়ের সকল মোকদ্দমার যে মোকদ্দমা কোন মফঃসল আপীল আদালতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ মে তারিখের পরে নিষ্পত্তি পাইয়া ডিক্রী হয় সে ডিক্রীক্রমে যে কেহ আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত অনুমান করে তাহার সাধ্য আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে এক আরজী দিয়া করে ও সে আরজী সকর কিম্বা নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমা হইলে তাহার সাম্বৎসরিক উৎপন্ন ও নগদ টাকা হইলে তাহার সংখ্যার উপর ও অন্য বস্তু হইলে তাহার মূল্য এবং যাহার স্বত্বে অর্থাৎ হকে ডিক্রী হয় তাহার নাম এবং যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে সেই এলাকার আপীল আদালতের নাম এবং ডিক্রীর হুকুম হইবার সময়ে এবং যে বস্তুর উপর ডিক্রী হয় ও সে ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না এবং সে মোকদ্দমার আপীলের হেতু বেওরা করিয়া কিম্বা মোটে সেই আরজীতে লেখা যায় এবং মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রীর মঞ্জুরী নকল কিম্বা যে লোক আরজী দেয় তাহার অথবা তাহার উকীলের একরারনামা এই নিদর্শনে যে সেই লোক সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির তারিখহইতে ১০ দিনের পরে সে ডিক্রীর নকল পাইবার দরখাস্ত মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে করিয়াছিল কিন্তু পায় নাই সেই আরজীর সঙ্গে দেয়। এবং ডিক্রীর তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে এমত আরজী সে মোকদ্দমা যে মফঃসল আপীল আদালতে ডিক্রী হইয়া থাকে তথায় অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল হয় ইহাতে যে লোক আরজী দেয় তাহার আরজী ঐ নিয়মিত কাল গতেও সদর দেওয়ানী আদালতে দাখিল করিবার সাধ্য এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগেরো লইবার শক্তি আছে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে সে আপীলের আরজী দিতে বিলম্বের বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিষ্ট হেতু জানাইতে পারে। কিন্তু নিয়মিত কাল গতে যে সময়ে আপীলের এমত আরজী সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দাখিল হয় সে সময়ে তাঁহারা সে আরজী লন্ কি না লন্ তাহার বেওরা হেতু বহীতে লেখাইবেন আর নিয়মিত কাল গতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় তাহার আরজী এমতে লইলে তাহা শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে ৯ নবম ধারার লিখনক্রমে সাবধান হইবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১০ ধা।

২৩৬। যে কালে উপরের লিখনানুসারে মাতবর মালজামিনসমেত একরারনামা মফঃসল আপীল আদালতে দাখিল হয় সে কালে আদি জজ অর্থাৎ সে আদালতের প্রধান সাহেব অব্যাজে আপীলের দরখাস্তী আরজীর পৃষ্ঠে তাহা দাখিল হইবার তারিখ আপন কলমে লিখিয়া আপন নাম দস্তখতে সহী করিবেন এবং রোয়দাদের মধ্যে যে স্থানে ডিক্রী লেখা থাকে তাহার পার্শ্বে সমান স্থানে আপীল হইল এই শব্দ লিখিবেন পশ্চাৎ সে আরজী সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন এবং যে লোক আপীলের দরখাস্ত করে তাহাকে ঐ বিষয়ের সংবাদ সেই মফঃসল আপীল আদালতের এই মজমুনের এক লিখনের দ্বারা দিবেন যে তাহার মোকদ্দমার রোয়দাদের নকল ১৫ পনের দিনের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পঁহুছিবেক তাহাতে যে লোক আপীলের দরখাস্ত করে সে লোক যদি সদর দেওয়ানী আদালতের মিসিলে তাহার মোকদ্দমা দাখিল হইলে পর ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে তথায় সে মোকদ্দমার লওয়াল ও জওয়াব না করে তবে তাহা করণের বিলম্বের বিষয়ে শুনিবার যোগ্য কিছু বিশিষ্ট হেতু না জানাইতে পারিলে তাহার মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে ডিসমিস্ হইবেক ইতি। —১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১০ ধা।

২৩৭। সর্ব্বসাধারণ লোককে জ্ঞাত করিবার নিমিত্তে তোমাকে জানাইতেছি যে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এই স্থির করিয়াছেন যে কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল সদর আদালতে হইলে ঐ আপীল যে উকীল অধস্থ আদালতে দাখিল করেন্ তিনি আপেলান্টের নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মকারক হওয়াতে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারা এবং ১৭৯৭ সালের ১২ আইনের ৩ ধারায় যে এত্তেলা দিবার হুকুম আছে সেই এত্তেলা তাঁহার অবশ্য লইতে জ্ঞ এবং তিনি তাহার বিষয়ে রসীদ দিলে আপেলান্টের উপর জারী হইয়াছে এমত বোধ করা যাইবেক।—১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৩৮। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ বা ভ্রম না হয় এ নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উক্ত

প্রকার আপীলের দরখাস্ত কোন উকীলের কোন অধস্থ আদালতে দাখিল করিতে হইলে তিনি আপনার ওকালৎনামাতে এই বিষয়ে এমত কথা লেখাইয়া লইবেন যে ঐ নিয়মিত এত্তেলা লইতে তাঁহাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া গেল। কিন্তু যদ্যপিও ওকালৎনামায় ঐরূপ কথা লেখা না থাকে তথাপি আপনার মওক্কেলের উপর ঐ এত্তেলা জারী করণের নিমিত্তে তাহা লইতে উকীলের যে কর্ত্তব্যতা আছে তাহাহইতে তিনি মুক্ত নহেন।—১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

[আপীলের দরখাস্তে সকল রেসপাণ্ডেণ্টের নাম লিখিবার বিষয়ে সদর আদালতের হুকুম ৬৩৩ পৃষ্ঠায় ৭২ অবধি ৭৭ নম্বরপর্য্যন্ত বিধানে আছে।]

২৩৯। আপীলী মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদের নথী পাঠাইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারা এবং ঐ সনের ৬ আইনের ১১ ধারা শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে জিলা কিম্বা শহরের কি প্রবিন্সাল কোর্টের জজ সাহেবেরা উপস্থিত বিষয়মতে কেবল আসল সওয়াল জওয়াবের কাগজ ও জোবানবন্দী ও দস্তাবেজ যাহা দাখিল করিয়া থাকে তাহা ফিরিস্তি সমেত পাঠাইবেন আর প্রথমতঃ সাক্ষির হাজির করিবার দরখাস্ত ও পরওয়ানা ও নাজিরের কৈফিয়ৎ ও অন্যং নানা প্রকার কাগজপত্র ও রোয়দাদ যাহা আপীলের বিচারের নিমিত্তে আবশ্যক নহে তাহা পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে আদালতে আপীল করা গিয়া থাকে সেই আদালতের সাহেবেরা সর্ব্বদা এমত নানা প্রকার কাগজ দৃষ্টি করিতে উচিত বোধ হইলে তাহা তলব করিতে কিম্বা তাহার নকল দাখিল করিবার নিমিত্তে উভয় পক্ষকে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ৮ ধা।

২৪০। সদর আদালতের হুকুমক্রমে আদেশ করিতেছি যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৮ ধারার দ্বারা মতান্তর করা ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার বিধির অনুসারে জিলার আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে হইলে প্রত্যেক গতিকে ঐ আপীলের দরখাস্ত এবং নিরূপিত সর্টিফিকটের সঙ্গে পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে নানা ঘরবিশিষ্ট কৈফিয়ৎ পাঠাও এবং ঐ পাঠের মধ্যে যে নানা বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অতিস্পষ্ট ও সম্পূর্ণরূপে লেখ।—১৮৪৬ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৪১। আপীলের দরখাস্তের মধ্যে এই২ বিষয় লিখিতে হইবেক। যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা যে আদালতে হইল এবং যে তারিখে করা গেল এবং দাওয়ার যে অংশের বিষয়ে আপীল উপস্থিত হয় তাহা এবং ১৮৪৩ সালের ১৪ জুলাই তারিখের ২১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের নিরূপিত সকল রেসপাণ্ডেণ্টের নাম এবং যত টাকা অথবা যত মূল্যের সম্পত্তির ডিক্রী হইয়াছিল তাহা এবং ঐ ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না এই সকল বৃত্তান্ত ১ নম্বরী পাঠের মধ্যে লিখিতে হইবেক। ২ নম্বরী পাঠে যে সম্বাদ লিখিতে হইবেক তাহা তোমার কাছারীতে পাওয়া যাইবেক।—১৮৪৬ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৪২। আপীলের দরখাস্তে যে নানা বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক তাহা যদি কোন দরখাস্তে লেখা না থাকে তবে ঐ ত্রুটির এত্তেলা দরখাস্তকারিকে অথবা তাহার উকীলকে দিতে হইবেক এবং এ এত্তেলানামা জারী হইয়াছে ইহার স্বীকারপত্র ঐ কাগজের সঙ্গে২ পাঠাইতে হইবেক এবং ১ নম্বরী পাঠের মন্তব্য কথার ঘরে তাহা টুকিয়া রাখিতে হইবেক এবং যে২ বিষয়ের ত্রুটি হইল তাহা বিশেষ করিয়া সেই ঘরে লিখিতে হইবেক। কিন্তু মন্তব্য কথার ঘরে যে কেবল এই প্রকার সম্বাদ লিখিতে হইবেক এমত মানস নহে যেহেতুক যে বিষয় পূর্ব্বে অনুভব হইতে পারে না এমত নানা বিষয় উৎপন্ন হইবেক তাহার বিষয়ে মন্তব্য কথা লিখিতে হইবেক তাহার উপযুক্ত স্থান ১ নম্বরী কৈফিয়তের শেষ শিরোভাগ।—১৮৪১ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৪৩। এই সকল উপদেশ তোমার জিলার প্রধান সদর আমীনকে জানাইতে হইবেক।—১৮৪৬ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৪৪। তোমার এবং সদর আমীনের কাছারীর ব্যবহারের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ও উর্দ্দু ভাষায় ছাপাহওয়া পাঠ এই সরক্যুলর অর্ডরের সঙ্গে পাঠান যাইতেছে। প্রত্যেক মোকদ্দমার সঙ্গে উভয় ভাষায় লিখিত কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হইবেক।

১ নম্বরী পাঠ।

সকল আপেলান্টের নাম	বিচারকের নাম ও পদবী	সকল রেস্পাণ্ডেন্টের নাম ও বাসস্থান। (১৮৪২ সালের ২১ জুলাই তারিখের ২১১ নম্বরী এবং ১৮৪৩ সালের ১৪ জুলাই তারিখের ১১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর।)

নিষ্পত্তির তারিখ	যে সম্পত্তি লইয়া বিবাদ হইয়াছে ও আইনমতে তাহার মূল্য কিম্বা যে টাকার দাওয়া হয় তাহার সংখ্যা	যে সম্পত্তির কিম্বা যে টাকার ডিক্রী হইল ও ডিক্রীহওয়া কি ডিসমিসহওয়া দাওয়ার যে অংশের বিষয়ের আপীল হয় তাহা	ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না	মন্তব্য কথা

১ নম্বরী পাঠ।

ডিক্রীর মর্ম্ম	আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের তারিখ	নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইয়াছে কি না	১৮৪১ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ১৭৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে আপেলান্টকে কি তাঁহার উকীলকে এত্তেলা দেওনের সর্টিফিকট এবং তাহার তারিখ	মন্তব্য কথা

—১৮৪৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

২৪৫। ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর নম্বরী আপীলের সমস্ত দরখাস্ত একেবারে সদর আদালতে অথবা প্রধান সদর আমীনের নিকটে করিতে হইবেক। প্রধান সদর আমীনের নিকটে দাখিল হইলে যদ্যপি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপীল দাখিল হইয়া থাকে * তবে ঐ প্রধান সদর আমীন যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র ঐ আপীলের দরখাস্ত এবং তাহার সঙ্গে যে কোন কাগজপত্র নথীতে গাঁথা গিয়া থাকে তাহা এবং আপনার পদসম্পর্কীয় মোহর ও দস্তখতে এক সর্টিফিকট এবং উভয় বিবাদির নামের ফর্দ্দ এবং ডিক্রীর চুম্বক ও নিষ্পত্তির তারিখ ও আপীলের দরখাস্ত যে তারিখে দাখিল হইয়াছিল তাহা এক রবকারীতে লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। প্রধান সদর আমীন সদর দেওয়ানী আদালতহইতে হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত আসল কাগজপত্রের নকল করাইবেন না ও তাহা পাঠাইবেন না পরে হুকুম পাইলে তাহা পাঠাইবেন এবং তাহা জলের দ্বারা নষ্ট না হয় এ নিমিত্তে নীচের লিখিত † ঐ আদালতের যে হুকুম আছে তদনুসারে সাবধান করিবেন এবং রোয়দাদের যে নকল করিতে হুকুম আছে তাহা নির্ব্বিঘ্নে রাখণের নিমিত্তে জজ সাহেবের রিকার্ড দফ্তরে দাখিল করিবেন ইতি।—১৮৪০ সালের ৬ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২৪৬। জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রস্তাবিত কথার অনুসারে জিলা কি শহরের আদালতে কি প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে প্রথমতঃ নিষ্পত্তিহওয়া সমুদয় মোকদ্দমাতে সমস্ত ফরিয়াদী ও আসামীকে অনুমতি আছে যে ডিক্রীর নকল বিনা আপীলের দরখাস্ত দাখিল করে কিন্তু জাবেতামতে যে কোন

* ১৮৩৮ সালের ২৪ আগষ্টের ১৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর।

† ১৮২৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরের ৬৭ নম্বরী এবং ১৮২৪ সালের ২১ মের ৭০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর।

মোকদ্দমা প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওনের যোগ্য হয় তাহাতে যদি করিয়াদী কি আসামী আইনানুসারে তাহারদিগেরে যে ক্ষমতা দেওয়া দিয়াছে তদনুসারে এমত মনস্থ রাখে যে আপন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত যে আদালতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে সে আদালতে না দিয়া সেই আপীলের মোকদ্দমা যে আদালতের বিচারযোগ্য হয় সেই আদালতে দাখিল করে তবে তাহার উচিত হইবেক যে আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে আদালতের মোহর ও দস্তখতে ডিক্রীর নকল দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৭ প্র।

২৪৭। সদর আদালত ইহার পূর্ব্বে বিধান করিয়াছেন যে প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার জিলার জজ সাহেব ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীন যে ডিক্রী করেন্ তাহার উপর আপীল হইলে যদি সেই আপীলের দরখাস্ত জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনকে দেওয়া যায় তবে সেই দরখাস্তের সঙ্গে আপীলহওয়া ডিক্রীর নকল দিবার আবশ্যক নাই অতএব ১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে যে ১ নম্বরী সর্টিফিকটের বিষয়ে হুকুম আছে তাহা মতান্তর করিতে হইবেক। অতএব তোমার প্রতি হুকুম হইল যে ঐ প্রকার পাঠানুসারে কৈফিয়ৎ লিখিতে হইলে ঐ সর্টিফিকটের ১ দফাহইতে নীচের লিখিত তিন কথা উঠাইয়া ফেলিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ২৪ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

[ঐ তিন কথা সেই সর্টিফিকটহইতে উঠাইয়া ফেলান গিয়াছে।]

২৪৮। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে আদালতের ডিক্রীর নকল পাইবার নিমিত্তে বাদী কি প্রতিবাদী যে ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল করে তাহা অধস্থ আদালতের আমলারা কএক মাসপর্য্যন্ত রাখিয়া ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করে না তাহাতে আপীল করণের মিয়াদ অনাবশ্যকমতে বাড়ে অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে তুমি অতিসাবধান হইয়া দেখিবা যে তোমার আদালতের আমলারা ঐ ডিক্রীর নকল প্রস্তুত করণেতে অনাবশ্যকমতে কিছু বিলম্ব না করে এবং যে বৃত্তান্ত লিখিতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৯ প্রকরণে হুকুম আছে সেই সকল বৃত্তান্ত ডিক্রীর নকলের পৃষ্ঠে লিখিতে তোমার আদালতের সিরিশ্তাদারকে হুকুম দিবা এবং ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল করণের পর এক মাসের মধ্যে যদি ডিক্রীর নকল না দেওয়া যায় তবে ঐ বিলম্বের কারণ স্পষ্ট করিয়া লিখিতে তাহাকে হুকুম দিবা।—১৮৩২ সালের ১৮ মের সরক্যুলর অর্ডর।

২৪৯। এমত হইতে পারে যে সদর আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র তথায় পাঠাওনের সময়ে হারাণ যাইতে পারে। অতএব তাহার উপায়ের নিমিত্তে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে সেইরূপে যত আসল কাগজপত্র পাঠান যায় তাহার এক নকল রাখিতে হইবেক কিন্তু কি প্রকার কাগজ পাঠাইতে হইবেক তাহার বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৮ ধারাতে দৃষ্টি করিতে হইবেক। এবং ১৮৩২ সালের ১৮ মে তারিখের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম আছে যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার বিধির অনুসারে অধস্থ আদালতে দাখিলহওয়া আপীলের আরজীর সঙ্গে যে আসল কাগজপত্র দাখিল হয় বিশেষ হুকুম না হইলে তাহার নকল করিতে কিম্বা তাহা উপরিস্থ আদালতে পাঠাইতে হইবেক না।—১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের ৭৪২ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

২৫০। সদর দেওয়ানী আদালতে দেওয়া ক্ষমতা যথার্থরূপে জারী করিতে ঐ আদালতের সাহেবদিগকে পরাক্রম দিবার নিমিত্তে সকল অধীন আদালতের প্রতি দৃঢ়রূপে হুকুম হইল যে চলিত আইনের যে২ দাঁড়ানুসারে উভয় পক্ষের বিবাদের মূলীভূত বিষয়সকল লেখা আবশ্যক এবং যে হেতুর উপর তাঁহারদিগের ডিক্রী কি হুকুম জারী হইয়া থাকে তাহা লেখা আবশ্যক তদনুসারে কর্ম্ম করেন ইতি। ১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৭ প্র।

২৫১। আপীলী মোকদ্দমার যে রোয়দাদ ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৮ ধারানুসারে সদর আদালতে পাঠাইতে হয় তাহাতে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারাতে যে কৈফিয়ৎ লিখিতে জজ সাহেবের প্রতি হুকুম হইয়াছিল ঐ কৈফিয়ৎ না লিখিয়া রোয়দাদ বারবার পাঠান গিয়াছে। সদর দেওয়ানী আদালত ইহা অবগত হইয়া জানাইতেছেন যে ঐ কৈফিয়ৎ না পাঠাওনেতে অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে যেহেতুক আপেলান্ট কখন২ কহে যে আমি যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে চাহিয়াছিলাম তাহা জজ সাহেব লন্ নাহি অথবা যে সাক্ষিরদের ইসমনবিসী দিয়াছিলাম জজ সাহেব তাহারদিগের নামে সমনী দেন্ নাই। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে সদর আদালতে যে সকল আপীলী মোকদ্দমা তোমার পাঠাইতে হয় তাহার সঙ্গে নিয়ত ঐ কৈফিয়ৎ পাঠাইবা।—১৮৩১ সালের ৫ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২৫২। এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যেপর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমাসম্বন্ধীয় চূড়ান্ত হুকুম না হইবেক সেপর্য্যন্ত যদি অধীন আদালতের ঐ মোকদ্দমাসম্বন্ধীয় কোন ডিক্রী কি হুকুম স্থগিত রাখিতে উচিত বুঝেন্ তবে তাহা স্থগিত রাখিতে হুকুম করেন্ ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

২৫৩। হুকুম হইল যে অধস্থ আদালত যে সকল আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠান্ তাহার সঙ্গে ইহাও লিখিয়া জানাইতে হইবেক যে যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহা জারী হইয়াছে কি না।—১৭৯৬ সালের ২৭ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

২৫৪। এক খাস আপীলক্রমে সদর দেওয়ানী আদালত প্রধান সদর আমীন ও জিলার জজ সাহেবের নিষ্পত্তি অসম্পূর্ণ বলিয়া অন্যথা করিলেন। এবং জজ সাহেব তৎপরে প্রধান সদর আমীনের প্রতি সেই মোকদ্দমার বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহা আপনি নিষ্পত্তি করিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে তাহার নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে তাহা আসল মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীলের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাহা সুতরাং গ্রাহ্য করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ৬ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৪ পৃষ্ঠা।

২৫৫। এক মোকদ্দমায় বিশেষ বৎশের ব্যবহারক্রমে এক দাওয়া উপস্থিত করা গেল এবং সেই মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত থাকন সময়ে দাওয়াদার মরিল এবং অন্য এক ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া কহিল যে ঐ সম্পত্তি পাইবার দাওয়াদারের পর অন্যাপেক্ষা আমার উত্তম স্বত্ব আছে এবং ঐ আপীল চালাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহাতে সদর আদালত ঐ দরখাস্ত হেয় করিয়া দরখাস্তকারিকে আলাহিদা মোকদ্দমায় নালিশ করিতে হুকুম করিলেন যেহেতুক যে ব্যক্তি ঐ বিশেষ ব্যবহারক্রমে আদৌ দাওয়া করিয়াছিল সেই ব্যক্তির নালিশক্রমে ঐ দাওয়াদারের পক্ষে কোন ডিক্রী হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৯ সালের ১৬ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৫৫ পৃষ্ঠা।

২৫৬। যখন কএক জন আসামী থাকে এবং ডিক্রী সকলের বিরুদ্ধে হয় এবং প্রত্যেক জনের যত টাকা দেনা হয় তাহা বিশেষ করিয়া না লেখা থাকে তখন যে ব্যক্তি প্রথমে আপীল করে সেই ব্যক্তির উচিত যে ডিক্রীর সম্পূর্ণ মূল্য ধরিয়া আপনার দরখাস্ত দাখিল করে। যদি সেই ব্যক্তি আপনার কথিত অংশ ধরিয়া আপীল করে তবে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যদি প্রত্যেক জন আসামীর অংশ ডিক্রীর মধ্যে স্পষ্ট লেখা থাকে অথবা যদি মোকদ্দমার কারকারীর দ্বারা তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে তবে প্রত্যেক জন কেবল আপনং অংশের বিষয়ে স্বতন্ত্র আপীল করিতে পারে। এক বিশেষ মোকদ্দমায় যে নানা আসামীর স্বতন্ত্র পাট্টা ছিল তাহারদের বিশেষং দায় ডিক্রীর মধ্যে লিখিত হইল না এবং তৎপ্রযুক্ত জিলার জজ সাহেবের প্রতি এই হুকুম হইল যে ঐ আসামীরদের প্রত্যেকের আপীল করণের যে স্বত্ব আছে তাহা ব্যর্থ না হইবার জন্যে তিনি ঐ ডিক্রী সংশোধন করিয়া প্রত্যেক জন আসামীর যে দেনা হয় তাহা ডিক্রীর মধ্যে লেখেন।—১৮৩৩ সালের ২০ ডিসেম্বরের ৮৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৭। সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া আপীলে এক ওজর হইল কিন্তু সেই মোকদ্দমায় তাহার পূর্ব্বে বিচার হওনের সময়ে সেই ওজরের বৃত্তান্তের বিষয়ে কিছু উল্লেখ হয় নাই এবং সেই ওজর সত্য হইলেও তাহার পূর্ব্বে উত্থাপন না করণের কোন কারণ দর্শান গেল না এইপ্রযুক্ত তাহা স্পষ্টতঃ মিথ্যা বোধ হইয়া হেয় হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৩ সালের ১৪ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৬৩ পৃষ্ঠা।

১৫ ধারা।

আপীল করণের সময়ে বিলায়তের সনদঅপ্রাপ্ত অর্থাৎ অচিহ্নিত বিচারকেরদের হুকুম জারী করণ কি স্থগিত রাখণ।

২৫৮। মুনসেফের নিষ্পাত্তিকরা কোন মোকদ্দমার আপীল মঞ্জুর হইলে পর আপেলাণ্ট যদি আদালত হইতে যে ফয়সলা হইবেক তাহা আমলে আনিবার নিমিত্তে জজ সাহেব যে মিয়াদ নিরূপণ করেন তাহার মধ্যে মাতবর জামিনী দাখিল করে তবে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে মুনসেফের ডিক্রী জারীকরা মৌকুফ রাখেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৬ ধা। ৫ প্র।

২৫৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নগদ টাকা অথবা অন্য অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ের ডিক্রী হইলে এবং সেই ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপেলাণ্ট আপীল আদালতে করা নিষ্পত্তি আমলে আনিবার নিমিত্তে উত্তম ও মাতবর জামিনী দাখিল করে তবে প্রথম ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে হইবেক।—১৮১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ২৮৪ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২৬০। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৪ ও ৬ প্রকরণের কথার এই অর্থ দৃষ্ট হইতেছে যে মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল যদি গ্রাহ্য হয় এবং যদি আপীল হওয়া ডিক্রী জারী স্থগিত করণার্থে নিরূপিত

জামিন দেওয়া যায় তবে আপীলের বিচার হওন সময়ে ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত থাকিবেক।—১৮১৭ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ২৮৪ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

[উপরের লিখিত ২৬০ নম্বরী বিধান ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭১ ধারার দ্বারা সদর আমীনেরদের প্রতি খাটান গেল।]

২৬১। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ৩ প্রকরণানুসারে যে জিলার জজ সাহেবের নিকটে সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় সেই ডিক্রী জারী করণ বা স্থগিত করণের ভার ঐ জজ সাহেবের প্রতিই আছে এবং যে রেজিষ্টর* অথবা প্রধান সদর আমীনের নিকটে জজ সাহেব সেই আপীল অর্পণ করেন তাহার প্রতি সেই ভার নাই।—১৮৩১ সালের ৮ জুলাইর ৬৪৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

[৫০০৲ টাকার অনূর্দ্ধ যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া তাহার উপর নম্বরী আপীল জিলার জজ সাহেবের নিকটে হয় সেই মোকদ্দমার বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত আপীলসম্পর্কীয় বিধি খাটে।]

১৬ ধারা।

ভূমিবিষয়ক মোকদ্দমায় জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হইলে ঐ জিলার আদালতের হুকুম জারী করণ কি স্থগিত রাখণ।

২৬২। কোন ব্যক্তি ভূমি কিম্বা বাটী অথবা যে আর কোন স্থাবর বস্তু তাহার ভোগদখলের বহির্ভূত হইয়াছে তাহার স্বত্বের দাওয়াতে নালিশ করিয়া মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বিচার হইলে পর সেই বস্তুতে আপন স্বত্ব সাব্যস্ত হওনে এতাবতা সেই ভূমিইত্যাদি আপনি পাওনের বিষয়ে ডিক্রী পায় তাহাতে সে মোকদ্দমার প্রথম বিচার জিলা কি শহরের আদালতে অথবা প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতেই বা হইয়া থাকে ফল এমতে যে ব্যক্তি ডিক্রী পায় সে যদি দ্বিতীয় ডিক্রী জারী হওনের নিমিত্তে দাওয়ার বস্তু যদি মালগুজারীর ভূমি হয় তবে তাহার এক বৎসরের উৎপন্নের ও নিষ্কর ভূমি হইলে তাহার দশ বৎসরের উৎপন্নের ও বাটী কিম্বা আর কোন স্থাবর বস্তু হইলে তাহার আন্দাজী অর্থাৎ আনুমানিক মূল্যের তুল্য সংখ্যায় মাতবর অর্থাৎ প্রত্যয়যোগ্য জামিনী দাখিল করে তবে সে মোকদ্দমার আপীল উপস্থিত হইলেও প্রথম ডিক্রীর লিখনমতে সে ব্যক্তি ঐ বস্তুতে দখল পাইয়া ভোগ করিতে পারিবেক ইতি। ১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ২ প্র।

২৬৩। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত যে কোন মোকদ্দমার আপীল যে আদালতে উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেবের চিত্তে ঐ বিরোধের বস্তু আপীলের অবস্থাতে কোন বিশেষহেতুক আপেলাণ্টের ভোগদখলে থাকা রহিত বোধ হয় তবে সে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আপেলাণ্টের স্থানে উপরের লিখিত মতে এক কেতা জামিনী লইয়া ঐ বস্তু তাহার ভোগদখলে রাখেন ইতি। ১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।

২৬৪। সদর আদালত বোধ করেন যে কালবিশেষে এমত হইতে পারে যে ডিক্রী জারীক্রমে জিলা বা শহরের আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়াইলে পর সেই ভূমির দখল আপেলাণ্টকে দিতে সদর আদালতের সাহেবের উচিত হইবেক অর্থাৎ যে স্থলে আপেলাণ্ট নম্বরী আপীল করিয়া এবং জিলা বা শহরের আদালতে রীতিমত জামিন দিবার প্রস্তাব করিয়া এমত দরখাস্ত দেয় যে উপরিস্থ আদালতের হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রী জারী স্থগিত থাকে। যদ্যপি এমত গতিকে জিলা বা শহরের আদালত আপনার ডিক্রী জারী করেন এবং যদি উপরিস্থ আদালতের এমত বোধ হয় যে ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত করণের বিশেষ হেতু আছে এবং রেস্পাণ্ডেণ্টকে ঐ জিলার বা শহরের আদালত যে ভূমির দখল দেওয়াইয়াছিলেন সেই ভূমি তাহার হাতছাড়া করিয়া আপেলাণ্টকে দখল দেওয়াইবাতে কোন ক্লেশ হইবেক না তবে সেইরূপে আপেলাণ্টকে তাহার দখল দেওয়াইতে হয়। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে আরো অনেক প্রকার গতিকে এই আদালতের সেইরূপ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করা উচিত হইতে পারে কিন্তু সেই সকল বিষয় ভাঙ্গিয়া লেখা দুঃসাধ্য।—১৮১১ সালের ১২ সেপ্টেম্বরের ৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৫। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ৯০ নম্বরী আইনের অর্থে যে গতিকে অধস্থ আদালত রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়াইয়াছিলেন সেই গতিকে আপীল আদালতের সেই ভূমির দখল পুনর্ব্বার আপেলাণ্টকে দেওয়াইবার ক্ষমতার বিষয় লেখে তাহাতে মুতরাং এমত বোধ হইতে পারে যে তদ্বিষয়ে অধস্থ আদালতে আপীলকর্ত্তা মোকদ্দমার রেস্পাণ্ডেণ্টকে ভূমির দখল দেওয়াইবার যে হুকুম দিয়াছিলেন আপন বিবেচনামতে আপীল আদালতের হুকুম পাইবার অপেক্ষায় উপযুক্ত কালপর্য্যন্ত সেই হুকুম জারী করণের বিলম্ব করিতে পারেন। এবং যে প্রকরণের বিষয় এইক্ষণে বিবেচনা হইতেছে তাহার

* রেজিষ্টরের পদ রহিত হইলেও এই বিধান প্রধান সদর আমীনেরদের প্রতি খাটে।

দ্বারা যে গতিকে এমত কার্য্য করা উচিত বোধ হয় সেই গতিকে সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক সেইরূপ কার্য্য করণের নিষেধ নাই।—১৮৩৭ সালের ২৫ মার্চের ১০৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৬। ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ২২ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২৮ আইনের ২২ ধারার লিখিত অপরাধের জন্যে কোন জমীদারী সরকারে জব্দ হওনের বিষয়ে জিলার আদালতের জজ সাহেব ডিক্রী করিলে যদি সেই ডিক্রীর উপর প্রিন্সিপাল আদালতে আপীল হয় এবং ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার অনুসারে জামিন দেওয়া যায় তবে তাহা জারী স্থগিত হইতে পারে।—১৮১৫ সালের ৮ মার্চের ১৯৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৭। আইনানুসারে যে২ মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই২ মোকদ্দমায় আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত না হইলে শেষ ডিক্রী মানিবার অর্থে ডিক্রীদার জামিন না দিলে তাহাকে সেই ভূমির দখল দেওয়াইতে হইবেক না। কিন্তু সেইরূপ জামিন দিবার প্রস্তাব করিলে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে সেই ব্যক্তি ভূমির দখল পাইতে পারে।—১৮৩০ সালের ১ জানুআরির ৫৩৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৬৮। জিলার জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে আইনানুসারে যে মোকদ্দমার দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় যদি ডিক্রীদার আপীল করণের মিয়াদের মধ্যে ভূমির দখল পাইতে চাহে তবে শেষ ডিক্রীর হুকুম মানিবার নিমিত্তে তাহার স্থানে আদালতের মালজামিনী অবশ্য তলব করিতে হইবেক কি না যেহেতুক এই আদালতের মধ্যে সেইরূপ মালজামিনী তলব হইতেছে না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ৫৩৬ নম্বরী আইনের অর্থে [এই অধ্যায়ের ২৬৭ নম্বরী বিধানে] এই বিষয়ের প্রচুর হুকুম লেখা আছে এবং আইনের ঐ অর্থ ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৬ ধারার ৩ প্রকরণে কিম্বা তাহার পরে হওয়া কোন আইনের দ্বারা রদ হয় নাই এমত তাঁহারদের বোধ আছে অতএব তদনুসারে নিয়ত কার্য্য করিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ২৫ মার্চের ১০৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬৯। উত্তর কালে আদালতের ডিক্রী জারী স্থগিত করণের মালজামিনী পত্র পশ্চাৎ A এবং B চিহ্নিত পাঠানুসারে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৭০। আপীল হইলে আপীলহওয়া ডিক্রী জারী করণ বা স্থগিত রাখণের বিষয়ে যে ব্যক্তি জামিন হয় তাহার একরারের মজমুন এই যে আপীলের ডিক্রী হওনের সময়ে আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুক না কেন আপীলের যে ডিক্রী হয় তাহার টাকার নিশা করণের বিষয়ে আমি এবং আমার জামিনী পত্রের লিখিত জায়দাদ দায়ী আছে অতএব যখন আপেলাণ্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট অথবা জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নূতন জামিনী তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয়।—১৮৩২ সালের ১৩ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

২৭১। মালগুজারীর ভূমি আপীলের কালে আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্টের ভোগদখলে থাকিলে সে ভূমির ভোগবান তাহার মোকররী জমার টাকা দিতে গয়ঙ্গচ্ছ ও বিলম্ব করে আর সেইহেতুক সে ভূমির নীলামের হুকুম হয় তবে এমতে তাহার তরফদানী অর্থাৎ প্রতিবাদি ব্যক্তি যদি নীলামের পূর্ব্বে সরকারের মালগুজারীর প্রকৃত বাকী টাকা দেয় ও নির্ণীত জামিনী দাখিল করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে সে ভূমিতে দখল দেওয়ান যাইবেক আর সেই তরফদানী যত টাকা দিবেক সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীর হিসাব রফা যেমতে হয় সেই মতে সে টাকা শতকরা মাসে এক টাকার হিসাবে সুদসমেত হিসাব করা যাইবেক ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৪ প্র।

২৭২। সদর দেওয়ানী আদালতে এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলে আপীলহওয়া মোকদ্দমা মুলতবী অর্থাৎ বিনানিষ্পত্তিতে যবস্থবে রহিলে তথায় তাহার আপেলাণ্ট আদৌ যে মালজামিন ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারাক্রমে দিয়া থাকে তাহাতে রেস্পাণ্ডেণ্টের দরখাস্তমতে তাহার ক্ষতির নিশা না মিলিবার অনুমান সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিলম্ববোধে ঐ সকল আদালতের সাহেবেরা করিলে ক্ষমতা রাখেন যে সে মোকদ্দমা আপীলে সমাধ না পড়িবাপর্য্যন্ত তাহার আদি ডিক্রী জারী না হইবাতে রেস্পাণ্ডেণ্টের যত ক্ষতি দর্শিতে পারে তাহার নিশা মিলিবার অনুসারে অন্য মালজামিন আপেলাণ্টের স্থানে চাহেন। তাহাতে আপেলাণ্ট বিহিত নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে অন্য মালজামিন না দিলে তৎকালে ঐ সাহেবদিগের শক্তি আছে যে নোকসান জামিন না দিলে যেরূপে ডিক্রী জারী হয় সেইরূপে সে মোকদ্দমার ডিক্রীও জারী করান কিন্তু এমত করিতে লাগিলে উচিত যে রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে তাঁহাকে সবিরোধ বস্তুতে দখল দেওয়াইবার পূর্ব্বে আইনমতে মাতবর মালজামিন লন ইতি।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৩ ধা।

১৭ ধারা।

আপীল করণের সময়ে বিবাদি ভূমিবিষয়ক নিয়ম।

২৭৩। কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর কোন মোকদ্দমা ফরিয়াদীর নামে অর্থাৎ প্রাপকে ডিক্রী হইলে যদি আসামী তাহাতে সম্মত না হইয়া তথাহইতে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার আপীল করিয়া আইনমতে মালজামিন দিয়া সবিরোধ বস্তুতে ভোগদখল রাখিয়া সে মোকদ্দমা সেই আপীল আদালতে উপস্থিত থাকিতে কিম্বা তথায় নিষ্পত্তি পাইয়া তথাহইতে পুনরায় সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইয়া সে খানে মুলতবী অর্থাৎ বিনানিষ্পত্তিতে যবস্তুবে রহিতে সে বস্তু স্বেচ্ছায় বিক্রয় কিম্বা দান করে অথবা বন্ধক দেয় তবে সে ডিক্রী আপীলে মঞ্জুর হইলে সেই বিক্রয়াদি অসিদ্ধ হইবেক। —১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

২৭৪। কিন্তু এ গতিকে সকর ভূমি যাহার থাকে সেই তাহার মালগুজারীর দায় চেকে ও তাহাতে সরকারের মালওয়াজিবী আদায় না হইবাতে সে সকর ভূমি ও তৎসংক্রান্ত নিষ্কর ভূম্যাদি স্থাবর বস্তু সরকারের মালওয়াজিবী তহসীলের সচরাচর দাঁড়াক্রমে তাহার ভোগবানের হস্তছাড়া হইয়া সরকারের পক্ষে নীলাম হইতে পারে ইহাতে যাহার নামে আপীলে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তাহার ভোগেও সে বস্তু আসিতে পারে না যদ্যপি সে ব্যক্তি নীলামের কালে আপনি সে বস্তু খরীদ না করে। ও খরীদ করিলে তাহার স্বত্ব নির্দ্দিষ্ট কোনরূপে হইবেক ইহার সন্দেহ ভঞ্জনার্থে লেখা যাইতেছে যে কোন দেওয়ানী আদালতে কাহার নামে ডিক্রীহওয়া ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা আপীল হইয়া তাহার নিষ্পত্তি আপীলে না হইবাপর্য্যন্ত সে বস্তু আপেলাণ্টের ভোগদখলে রহিলে তৎকালে কিম্বা তাহার চূড়ান্ত ডিক্রী জারী হইবার পূর্ব্বে যদি সে বস্তু সরকারের মালওয়াজিবী আদায়ের নিমিত্তে নীলাম হয় ও তাহা রেস্পাণ্ডেণ্ট খরীদ করে ও তদনন্তর আপীলের বিচারে রেস্পাণ্ডেণ্টের নামেই চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তবে সেই খরীদার রেস্পাণ্ডেণ্ট যে মূল্যে সে বস্তু খরীদ করিয়া থাকে তাহার উপর খরীদগী খরচা চড়াইয়া অপর যাবদীয় বিষয়ের পাওনাসুদ্ধা আদি ডিক্রী হইবার দিনহইতে নীলামের দিবসপর্য্যন্ত বৎসরে শতকরা ১২৲ বারো টাকার হারে সুদ ধরিয়া মোটে যত টাকার ডিক্রী তাহার নামে চূড়ান্ত হয় তাহা সমস্ত সেই বস্তুর উপস্বত্বক্রমে আপেলাণ্টের স্থানে পাইবেক। - ১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

২৭৫। যদিস্যাৎ রেস্পাণ্ডেণ্ট সে বস্তু নীলামে খরীদ না করে তথাচ তাহা যত টাকায় বিকায় তত টাকা অপর সমস্ত বিষয়ের পাওনাসমেত আদি ডিক্রীর তারিখহইতে নীলামের তারিখপর্য্যন্ত ঐ হারে সুদ ধরিয়া মোটে যে টাকার ডিক্রী তাহার নামে চূড়ান্ত পায় তাহা সমস্ত আপেলাণ্টের স্থানে লাভ করিবেক। বিশেষতঃ যদি নীলামে সে বস্তু আপেলাণ্ট নিজে গোপনে কিম্বা অগোপনে অথবা তাহার পক্ষের কেহ খরীদ করে ও পশ্চাৎ চূড়ান্ত ডিক্রীর অনুসারে রেস্পাণ্ডেণ্ট সে বস্তুতে আপন স্বত্ব সিদ্ধ করিয়া তাহা আপেলাণ্টের খরীদকরা প্রতিপন্ন করে তবে আপেলাণ্টের খরীদ বৃথা হইয়া সে বস্তুতে রেস্পাণ্ডেণ্ট দখল পাইবেক অধিকন্তু খরচাওগয়রহ যাহা চূড়ান্ত ডিক্রীর অনুসারে পাইবার তাহাও সে বস্তুর উপস্বত্বক্রমে আপেলাণ্টের স্থানে লাভ করিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৪ ধা।

২৭৬। এক মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে পর সেই মোকদ্দমাসম্পর্কীয় এক ব্যক্তির নালিশক্রমে কৃত্রিম খরীদের ওজরের তদারক হইলে তাহা ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের ৪ ধারানুসারে নালিশের নূতন কারণ জ্ঞান হইবেক এবং যে আদালতে ডিক্রী হইল সেই আদালতের আসল অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের ন্যায় জ্ঞান হইতে পারে না।—১৮৪০ সালের ১৩ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩২ পৃষ্ঠা।

২৭৭। কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে হওয়া মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল হইলে সে ডিক্রী জারী না হইবার কারণ আসামী আইনমতে মালজামিন না দিবাতে যদি ফরিয়াদী সে ডিক্রীর অনুসারে ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুতে দখল পায় তবে জানিবেন যে সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী আপীলে না হইবাপর্য্যন্ত উপরের দুই ধারার লিখিত বিধি তাহাতে এবং যে কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে স্থাবর বস্তু কাহার দখলে রহিয়া সে মোকদ্দমার আপীল মফঃসল আপীল আদালতে ও তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে ও সেখানহইতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ১৬ ষোড়শ আইনের অনুসারে আক্‌ট পার্লিমেণ্ট সংজ্ঞা বিলায়তের

কানুনমতে অখণ্ডপ্রতাপ ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের সন্নিধানে হইলে তাহার শেষ নিষ্পত্তি আপীলে না হইবাবধি তাহাতেও খাটিবেক ইতি।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৫ ধা।

২৭৮। সময় বিশেষে এমত হইতেও পারে যে আপেলাণ্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট আপীল হওয়া মোকদ্দমার পূর্ব্ব ডিক্রী জারী না হইবার অথবা জারী হইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার এবং এ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার অনুসারে অবধারিত মালজামিন দিতে পারে না এপ্রযুক্ত লেখা যাইতেছে যে এমত কালে যাবৎ বাদি ও প্রতিবাদির কেহ অবধারিত মালজামিন না দেয় কিম্বা সে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রী আপীলে না হয় তাবৎ কোন আদালতের ডিক্রীক্রমে ভূমি নীলামে বিক্রয় হইবার সম্পর্কীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ আইনের লিখিত সেমত ভূমি ক্রোক হইবার বিধির যত খাটিতে পারে তদনুসারে সেই ডিক্রীর নিদর্শনী ভূম্যাদি স্থাবর বস্তু তাহার ব্যাপক কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ক্রোক হইবেক ও যাহার নামে চূড়ান্ত ডিক্রী হয় তাহার স্থানে সে ক্রোকী খরচা মিলিবেক। কিন্তু কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সেই পূর্ব্ব ডিক্রী হওয়া জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের ক্রোকী পরওয়ানা না পাইয়া সে বস্তু ক্রোক করেন। ও ইহাতে তথাকার জজ সাহেবের উচিত যে তন্নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নামে যে পরওয়ানা পাঠান্ তাহাতে ক্রোক হইবার বস্তুর নিদর্শন রাখেন এবং ক্রোক খালাসীর জন্যে অন্য পরওয়ানা না পাইবাপর্য্যন্ত সে বস্তু ক্রোক রাখিবার হুকুম লিখেন। পরে যে সময়ে উভয় বিবাদির কেহ মালজামিন দেয় কিম্বা চূড়ান্ত ডিক্রী পায় সেই সময়ে সে ক্রোক খালাসী পরওয়ানা দিবেন ইতি।—১৭৯৮ সা। ৫ আ। ৬ ধা।

২৭৯। জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেব লোক যে সকল মোকদ্দমাতে মালআমওয়াল ও বস্তু সম্পত্তি ক্রোক করিলে পর যদি সে ক্রোক কোর্ট আপীল ও সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনপর্য্যন্ত বহাল থাকে আর এইমত যে সকল মোকদ্দমাতে আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্ট জামিন না দিতে পারিলে যদি সদরের ও কোর্ট আপীলের সাহেব লোক তাহারদিগের ঐ বস্তুসম্পত্তি ক্রোকের হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন তবে এমতে ঐ সাহেব লোকেরাও এই আইনের ৫ ও ৬ ধারার লিখিত কথা ও হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৭ ধা। [৩ অধ্যায়ের ১০ ধারা দেখ।]

১৮ ধারা।

নগদ টাকা কিম্বা অন্য কোন অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি মোকদ্দমার উপর সদর আদালতে আপীল উপস্থিত থাকনসময়ে জিলার আদালতের ডিক্রী জারী করণ কি স্থগিত রাখণ।

২৮০। উপরের ধারার লিখিত দাঁড়াসকল নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমাসকলের ডিক্রী জারী হওনের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে না একারণ এমত মোকদ্দমার ডিক্রী তাহার আপীল হইলে জারী হওন ও না হওনের বিষয়ে চলিত আইনের ও নীচের লিখিত দাঁড়া খাটিবেক ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১২ ধা। ১ প্র।

২৮১। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৬ ধারার ৫ প্রকরণেতে "ক্ষমতা দেওয়া গেল" এই কথার দ্বারা ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১২ ধারার সাধারণ বিধি যে মতান্তর হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না ঐ ধারাতে হুকুম আছে যে টাকার ডিক্রীর উপর আপীল হইলে জামিন দেওয়া গেলে সেই ডিক্রী জারী স্থগিত হইবেক এবং সেই ধারা অদ্যাপি চলন আছে।—১৮১৭ সালের ৯ আপ্রিলের ২৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮২। নগদ টাকা ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার ডিক্রী জারী না হওনের মতে আপেলাণ্টের তরফহইতে অথবা ডিক্রী জারী হওনের মতে রেস্পাণ্ডেণ্টের তরফহইতে মোকদ্দমার আপীলের অবস্থাতে যে জামিনী তলব হয় সে জামিনীতে ডিক্রীর লিখিত আসল অথবা মূল্যাদির টাকা এবং ইঙ্গরেজী ১৭৯৬ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৩ তৃতীয় ধারার ও ১৮০৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৩৫ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওন কালপর্য্যন্ত তাহার উপর যে সুদ অতিশয় হয় তাহাসমেত আদায় হওনের উপযুক্ত টাকার পরিমাণ লেখা কর্ত্তব্য ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১২ ধা। ২ প্র।

২৮৩। জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালত কিম্বা কোর্ট আপীল আদালতের কোন মোকদ্দমাতে কোন ফরিয়াদী কি আসামীর স্থানে হাজিরজামিন ও মালজামিন তলব করা গেলে পর সে যদি প্রত্যয়জন্যে প্রয়োজ-

নোপযুক্ত নগদ টাকা কিম্বা প্রোমিসরি নোট অথবা নগদ টাকার সরকারী তমঃসুক ও খত কিম্বা নগদ টাকার আর কোন দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র আমানৎ অর্থাৎ গচ্ছিত রাখণের মতে দাখিল করে তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার জামিনীর বদলেতে তাহা মঞ্জুর ও কবুল অর্থাৎ গ্রাহ্য ও স্বীকার করিয়া ও আমানৎ রাখা টাকা ও নোটইত্যাদির কাগজ আদালতের খাজাঞ্চীকে আপন নিকটে অতিসাবধানে রাখিতে হুকুম দেন আর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর কিম্বা তাহা আমানৎ থাকনের প্রয়োজন না থাকিলে পর তাহা ফিরিয়া দেন কিম্বা যে প্রকার উচিত বুঝেন তদনুরূপ কর্ম্ম করিবেন ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ৮ ধা।

২৮৪। আপীলের সময়ে জামিনীর বদলে আপেলান্টেরদিগকে আপনং ভূমি অর্পণ করিতে বা বন্ধক দিতে কোনং আদালতে অনুমতি আছে কোনং আদালতে নিষেধ আছে। তাহাতে সদর আদালত এই অনিশ্চিত ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করিয়া জানাইতেছেন যে হাজিরজামিন ও মালজামিনের পরিবর্ত্তে নগদ টাকা অথবা প্রোমিসরি নোট অথবা নগদ টাকার সরকারী তমঃসুক ও খত কিম্বা নগদ টাকার আর কোন দস্তাবেজ আমানৎ করণের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৮ ধারাতে হুকুম আছে কিন্তু তাহাতে ভূমি অর্পণ করণের বিষয়ে কিছু লেখা নাই। তাহাতে সদর আদালত জানাইতেছেন যে আপেলান্টকে আপনার ভূমি এইরূপ অর্পণ করিতে অনুমতি দিলে রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে অন্যায় হয় যেহেতুক তাহার যত জামিনী পাওয়া সম্ভব তাহাতে তত পাওয়া হয় না কেননা যদ্যপি আপেলান্ট পরাজিত হয় তবে তাহার ভূমি বিক্রয়ের দ্বারা রেস্পাণ্ডেণ্ট সর্ব্বদা আপনার ডিক্রী প্রথমে জারী করিতে পারে। আপেলান্ট উক্ত প্রকারে আপনার ভূমি জামিনীর বদলে অর্পণ করিলে সেই ভূমিতে রেস্পাণ্ডেণ্টের কিছু অধিক এখ্তিয়ার হয় না অথচ অন্য ব্যক্তি আপনার ভূমি জামিনীস্বরূপ দিলে রেস্পাণ্ডেণ্টের যে উপকার হইত তাহা হয় না অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে জামিনীর বদলে আপেলান্টকে আপনার ভূমি বন্ধক দিতে বা অর্পণ করিতে অনুমতি দেওয়া অনুচিত এবং এমতও হইতে পারে যে তাহা আইনসিদ্ধ নহে।—১৮৩৬ সালের ৮ জুলাইর ১০২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮৫। নগদ টাকা কিম্বা অন্য অস্থাবর বস্তুর বিষয়ের ডিক্রীর উপর যদি আপীল হয় তবে সেই ডিক্রী জারী বা স্থগিত করণের বিষয়ে নানা আদালত আপনারদের বিবেচনামতে কার্য্য করিতে পারেন না যেহেতুক আপীলের মুখে যে ডিক্রী হয় তাহা মানিবার অর্থে ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১২ ধারানুসারে যদি আপেলান্ট উপযুক্ত ও মাতবর জামিন দেয় তবে আপীল উপস্থিত থাকনের সময়ে সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না।—১৮১২ সালের ১০ জুলাইর ১০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯ ধারা।

আপীল হওন সময়ে যে সম্পত্তি জামিনস্বরূপ দেওয়া গিয়াছে তাহার বিষয়ি এবং তাহার রেজিষ্টরী করণ বিষয়ি বিধান।

২৮৬। আপীলের ডিক্রী জারী হইবার নিমিত্তে আপেলান্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্টের তরফহইতে যে আদালতে জামিনী দাখিল হয় সেই আদালতের জজ সাহেবের উচিত ও অত্যাবশ্যক যে সে জামিনী প্রামাণ্য ও প্রত্যয়যোগ্য বটে কি না ইহা সুন্দররূপে যাচিয়া বুঝিয়া নিশ্চয় করেন এবং আদালতের নাজির ও আর যে আমলার প্রতি জামিনদারদিগের বস্তুসম্পত্ত্যাদি যাহা২ আছে ইহার নিশ্চয় জানিবার ভার আছে সর্ব্ব প্রকারেতে তাহারদিগকে হুকুম দেন যে যথাসাধ্য ঐ বস্তুসম্পত্তির প্রকৃতপ্রস্তাব ও কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত তদাদিতদস্তের গতিক ও প্রকার লিখিয়া একসহিতে দাখিল করে আর সেই কৈফিয়ৎ ও বিবরণেতে ইচ্ছাক্রমে কিছু মিথ্যা লেখা গেলে তাহার জওয়াব তাহারদিগের দিতে হইবেক ইহাও তাহারদিগকে জানান্ ইতি।—১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১৩ ধা।

২৮৭। আপীলহওয়া মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিতে হওনমতে রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে ও আপীলের কালে ডিক্রী জারীকরা মৌকুফ রাখিতে হওনমতে আপেলান্টের স্থানে যে জামিনী তলব হয় তাহার বিষয়ে চলিত'আইনেতে যে সকল কথা লেখা আছে তাহর অতিরিক্ত নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ১ প্র।

২৮৮। যে সকল ব্যক্তিরা উপরের প্রকরণের উক্তমতে কোন আপেলান্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্টের মালজামিন হইবেক তাহারদিগকে নিষেধ আছে যে যে২ মতলবে তাহারদিগের জামিনী লওয়া যায় যাবৎ তাহা সমুদয় হাসিল না হয় তাবৎ মালামালের তালিকার কর্দ্দের লিখিত আপনং ভোগদখলে থাকা কোন ভূমি কি অন্য যে

স্থাবর বস্তু দৃষ্টে তাহারদিগের জামিনী মঞ্জুর হয় তাহা বিক্রয় কি দান করণ কি বন্ধকদেওন দ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর না করে ও না করায় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

২৮৯। জানা কর্ত্তব্য যে জামিনীর দ্বারা ঐ জামিনদারের যাহা দেনা ঠাহরে তাহা তাহার স্থানে সুন্দররূপে আদায় হইলে ঐ বস্তু যে কোন প্রকারে হস্তান্তর কি বন্ধক হইয়া থাকে তাহা সিদ্ধ হইবেক না উপরের করা নিষেধেতে এমত বোধ না হয় কিন্তু এই প্রকরণানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে যদি ঐ জামিনদার জামিনী লিখিয়া দেওনের তারিখঅবধি ও ডিক্রীর সমুদয় হুকুমমতে কার্য্যকরণপর্য্যন্ত ইহার মধ্যে যদি ঐ বস্তু বিক্রয় করে কি বন্ধক দেয় কিম্বা অন্য প্রকারে পরহস্ত করে তবে এরূপে হস্তান্তর করিলেও আদালতসম্বন্ধীয় পাওনা বলবৎ এতাবতা অগ্রে আদায় হওনের যোগ্য বোধ হইয়া জামিনীতে ঐ জামিনদারের যাহা দেনা হয় তাহা সে সুন্দররূপে আদায় না করিলে ঐ বস্তু সমুদয় কি তাহার হিস্যাহইতে লওনের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৩ ধা। ৩ প্র।

২৯০। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যদি কোন নীলের কুঠী ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা যদি বিক্রয় করিতে কি হস্তান্তর করিতে উদ্যোগ হয় তবে সেই খরীদারকে অথবা যে ব্যক্তিকে বিক্রয় ভিন্ন প্রকারান্তরে দেওনের কল্প হয় তাহাকে জজ সাহেবের ইহা জানান উচিত যে সেই নীলের কুঠীর উপর দেওয়ানী আদালতের অধিকার আছে। এবং সেই মোকদ্দমার রেস্পাণ্ডেণ্টের হকে ডিক্রী না হওয়াপর্য্যন্ত সেই নীলকুঠীর উপর আদালতের অধিকার থাকিবেক কিন্তু যদি আপেলাণ্টের হকে ডিক্রী হয় তবে রেস্পাণ্ডেণ্ট যেপর্য্যন্ত তাহা খালাস না করে সেইপর্য্যন্ত তাহার উপর আদালতের অধিকার থাকিবেক।—১৮৩১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের ৬৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯১। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আদালতের ডিক্রী জারী বা স্থগিত করণের বিষয়ে কোন ব্যক্তিরা জামিন হইলে যে জায়দাদের তালিকাদৃষ্টে তাহারদের জামিনী মঞ্জুর হইয়াছিল জামিনীর অভিপ্রায় সিদ্ধ না হওয়াপর্য্যন্ত সেই তালিকার ফর্দ্দের লেখা ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বা দান কি প্রকারান্তরে হস্তান্তর করিতে নিষেধ হইল। সদর আদালত বোধ করেন যে কোন ব্যক্তিরা ঐ ভূমি সেইরূপ বন্ধক হওনের বিষয় কিছু সন্ধান না পাইয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে। ফলত এক্ষণে যেরূপ সেই জামিনের বিষয়ে কার্য্য হইয়া থাকে তাহাতে যে ব্যক্তি কোন ভূমি খরীদ করিতে চাহে সেই ব্যক্তি জানিতে পারে না যে ঐ ভূমি জামিনীস্বরূপ আদালতে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে কি না।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৯২। অতএব কোন স্থাবর সম্পত্তি আদালতে বন্ধক হইয়াছে কি না ইহা সকলে জানিতে পারিবার নিমিত্তে এবং চাতুরীক্রমে ঐ ভূমি হস্তান্তর নিবারণের নিমিত্তে সদর আদালত নীচের লিখিত বিধান করিতেছেন।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৯৩। প্রথম। যখন কোন ব্যক্তি আপনার ভূমি বা অন্য স্থাবর সম্পত্তি জামিনীস্বরূপ আদালতে বন্ধক দিয়াছে তখন নাজিরের উচিত যে সেই জামিনের মাতবরীর বিষয় নিশ্চয় জ্ঞাত হইয়া পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ এবং তাহাতে ঐ সম্পত্তির দলীলদস্তাবেজের খোলাসা লেখে। নাজির আরো লিখিবেক যে আমি এই সকল দলীলদস্তাবেজ তদারক করিয়াছি এবং এই জামিনী মাতবর জ্ঞান করি।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার ১ প্রকরণ।

২৯৪। দ্বিতীয়। যে সকল সম্পত্তি জামিনীস্বরূপ বন্ধক দেওয়া যায় পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে নাজির তাহার এক রেজিষ্টর রাখিবেক এবং কোন বিশেষ সম্পত্তি আদালতে জামিনীস্বরূপ বন্ধক হইয়াছে কি না ইহা যাহারা জানিতে চাহে তাহারদিগকে সর্ব্বদা ঐ রেজিষ্টর দেখিতে দিবেক।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার ২ প্রকরণ।

পাঠ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জামিনের নাম।	বন্ধকদেওয়া সম্পত্তির বেওরা।	মোকদ্দমার নম্বর এবং যে ব্যক্তিরদের নিমিত্তে জামিন দেওয়া গিয়াছে তাহারদের নাম।	জামিনের অভিপ্রায় ও সংখ্যা ও তাহা তলব করণের হুকুমের তারিখ।	জামিনী পত্রের তারিখ।	যে তারিখে জামিনের বিষয়ে নিষ্পত্তি হইল তাহা।	—

২৯৫। যদি সদর ভূমি আদালতে জামিনীস্বরূপ বন্ধক দেওয়া যায় তবে তাহার বিষয়ের সম্বাদ কালেক্টর সাহেবকে দিয়া এইমত হুকুম করিতে হইবেক যে ঐ ভূমি যদি সরকারী মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলাম হয় তবে তিনি ফাজিল টাকা আমানৎ করিয়া রাখিবেন এবং আদালতে তাহার সম্বাদ দিয়া যেপর্য্যন্ত আদালতহইতে সম্বাদ না পান যে জামিন আপনার দায়হইতে মুক্ত হইয়াছে সেইপর্য্যন্ত তাহা আমানৎ রাখেন।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৯৬। আপীলী মোকদ্দমাতে জামিনীর পরিবর্ত্তে আপেলাণ্ট আপনার ভূমি অর্পণ করিতে কি জামিনীস্বরূপ গচ্ছিত রাখিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৭ জুনের নির্দ্ধারণ।

[জিলা ও শহরের আদালতের ডিক্রীর উপর সদর আদাল ত আপীল থাকনের সময়ে ঐ ডিক্রী জারী কি স্থগিত করণের বিষয়ে যে সকল বিধি আছে তাহা ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৪ ধারার দ্বারা ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া আপীল হয় তাহার বিষয়ে খাটিবেক।]

২০ ধারা।

যে মোকদ্দমা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াপ্তড়ি বিচার হওনের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায় তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতসকলের যাহা কর্ত্তব্য তাহার নিয়ম।

২৯৭। কোন মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবার নিমিত্তে কোন আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠান গেলে যদি কোন বিশেষ বিষয় বা বিষয়সকলের তজবীজ করণের কোন বিশেষ হুকুম না দেওয়া যায় তবে সমস্ত মোকদ্দমার গোড়াঅবধি নূতন বিচার করিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ১০ ফেব্রুআরির ১০৭৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯৮। সদর দেওয়ানী আদালতের এই ক্ষমতা আছে যে জিলার আদালতে কোন মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হওনার্থে ফিরিয়া পাঠাওনের সময়ে কেবল এক বা ততোধিক বিশেষ বিষয়ের তদারক করিতে হুকুম দেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৩০ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১০৭ পৃষ্ঠা।

২৯৯। এক মোকদ্দমায় জিলার আদালতের কার্য্য আইনমতে নির্ব্বাহ না হওয়াতে তাহার ডিক্রী সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অন্যথা করা গেল এবং হুকুম হইল যে ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের সময়ে কোন নূতন ইষ্টাম্পের রসুম লাগিবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৫৬ সালের ১০ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৭৩ পৃষ্ঠা।

৩০০। এক মোকদ্দমায় আসামীরা যে এক ওজর উপস্থিত করিল তাহা যদি প্রকৃত হইত তবে ঐ মোকদ্দমার বিচারকারি আদালতের তাহার বিচার করণের ক্ষমতা হইত না কিন্তু এ আদালত সেই ওজরের বিষয়ে কিছু তদারক করিলেন না। এইপ্রযুক্ত সদর দেওয়ানী আদালত সেই মোকদ্দমা অসম্পূর্ণ কহিয়া সেই ওজর সম্পর্কে তাহা পুনর্ব্বিচার হওনার্থে ফিরিয়া পাঠাইলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২১ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৪ পৃষ্ঠা।

৩০১। ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৮ ধারার বিধি ১৮৩১ সালের ৫ আইনানুসারে নিযুক্ত জিলার জজ সাহেবের বিষয়ে খাটে অতএব তাঁহারা মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হওনার্থে তাহা এদেশীয় বিচারকেরদের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন।—১৮৩৪ সালের ২৭ মার্চের ৮৭০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০২। যদি কোন মোকদ্দমা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াপ্তড়ি বিচার করণের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায় এবং মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে যে উকীলেরা মোকবর ছিলেন তাঁহারা যদি হাজির থাকেন তবে উপরিস্থ আদালতের কারকারী পাইলে পর জজ সাহেবের উচিত যে অগৌণে ঐ উকীলেরদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে তোমরা আপন মওক্কেলের স্থানে কোন হুকুম পাইয়াছ কি না এবং মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত আছ কি না। যদ্যপি তাঁহারা কহেন যে আমরা প্রস্তুত আছি তবে উভয় বিবাদিকে আর কোন সম্বাদ দিবার আবশ্যক নাই।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩০৩। যদি ফরিয়াদীর উকীল হাজির না থাকেন অথবা হাজির থাকিয়া যদি কহেন যে আমি আপন মওক্কেলের স্থানে কোন হুকুম পাই নাই অতএব মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত নহি তবে ঐ উকীল আপন মওক্কেলের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার বিলম্ব করিবেন না। বরং তাঁহার কর্ত্তব্য যে বিষয় বুঝিয়া নীচের লিখিত A এবং B চিহ্নিত পাঠানুসারে এক এত্তেলানামা ফরিয়াদীর উপর রীতিমতে জারী করিয়া তাহাকে আইনমতে কার্য্য

করিতে হুকুম দেন। এবং যদি ফরিয়াদী সেইরূপ এত্তেলা পাইয়া তাহার পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপনি অথবা উকীলের দ্বারা মোকদ্দমার তদবীর করিতে ত্রুটি করে তবে জজ সাহেব ১৮১২ সালের ৫ নবেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফার অনুসারে কার্য্য করিবেন এবং ফরিয়াদীকে মোকদ্দমার তদবীর না করণের হেতু দর্শাইবার হুকুম দিবেন এবং সেই ব্যক্তি তাহা না দর্শাইতে পারিলে তাহার মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস করিবেন।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

[১৮১২ সালের ৫ নবেম্বর তারিখের ঐ সরক্যুলর অর্ডর ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে]

৩০৪। A

যেহেতুক যে মোকদ্দমায় তুমি অমুক ফরিয়াদী এবং অমুক ব্যক্তি আসামী তাহা অমুক তারিখে এই আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া অমুক উপরিস্থ আদালত তাহা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইয়া এই আদালতের নথীতে তাহার যে আসল নম্বর ছিল সেই নম্বরে দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন। এবং অনুসন্ধান করাতে এইমত দৃষ্ট হইতেছে যে তোমার তরফে মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে কোন উকীল আদালতে হাজির নাই অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে যদ্যপি এই এত্তেলানামা জারী হইবার তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে তোমার মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে তুমি স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা কোন তদবীর না কর তবে ঐ মিয়াদে মোকদ্দমা নির্ব্বাহ না করণের যাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয় এইমত কারণ না দর্শাইলে তোমার ঐ মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক। —১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৫। B

যেহেতুক যে মোকদ্দমায় তুমি অমুক ফরিয়াদী এবং অমুক ব্যক্তি আসামী তাহা অমুক তারিখে এই আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া অমুক উপরিস্থ আদালত ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইয়া এই আদালতের নথীতে তাহার যে আসল নম্বর ছিল সেই নম্বরে দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন। এবং অনুসন্ধান করাতে এইমত দৃষ্ট হইতেছে যে মোকদ্দমার আদৌ বিচারের সময়ে তুমি যে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলা সেই উকীল এক্ষণে হাজির আছেন কিন্তু তোমার স্থানে কোন হুকুম পান নাই এবং মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত নহেন অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে যদ্যপি এই এত্তেলা জারী হইবার তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে তোমার মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে তুমি স্বয়ং অথবা কোন উকীলের দ্বারা কোন তদবীর না কর তবে ঐ মিয়াদে মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের যাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয় এইমত কারণ না দর্শাইলে তোমার ঐ মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৬। যদি নাজির এমত রিপোর্ট করে যে ঐ ফরিয়াদীর উপর এত্তেলানামা জারি হইতে পারিল না তবে জজ সাহেব নাজিরের ঐ রিপোর্ট পাইলেই জিলার কাছারীতে এবং ফরিয়াদীর বাসস্থানের বহির্দ্বারে অথবা যে গ্রামে সে ব্যক্তি বসতি করে তাহার সর্ব্ব লোকের দৃষ্টিগোচর স্থানে উপরের লিখিত A এবং B চিহ্নিত পাঠানুসারে অর্থাৎ যে গতিকে যে পাঠ অর্শে সেই পাঠানুসারে এক ইশ্তিহারনামা লট্কাইয়া ফরিয়াদীকে আইনমতে কার্য্য করিতে হুকুম দিবেন। পরে যদি ঐ ইশ্তিহারের তারিখঅবধি ঐ ইশ্তিহারের নিরূপিতমতে ফরিয়াদী ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা আপনার মোকদ্দমা চালাইতে ত্রুটি করে তবে জজ সাহেব উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের নিয়মমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩০৭। মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে আসামী যে উকীলকে নিযুক্ত করিয়াছিল তিনি যদি হাজির না থাকেন অথবা হাজির থাকিয়া কহেন যে আমি আপনার মওক্কেলের স্থানে কোন হুকুম পাই নাই অথবা মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত নহি তবে ঐ উকীল আপন মওক্কেলের স্থানে সেই বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করিবার অপেক্ষায় জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার বিলম্বু করিবেন না কিন্তু তাঁহার উচিত যে মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া পশ্চাৎ লিখিত C এবং D চিহ্নিত পাঠক্রমে রীতিমতে এক এত্তেলানামা আসামীর উপর জারী করেন এবং তৎপরে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ এবং ৩ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করেন।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩০৮। C

যেহেতুক যে মোকদ্দমায় তুমি অমুক ফরিয়াদী এবং অমুক ব্যক্তি আসামী তাহা অমুক তারিখে এই আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া অমুক উপরিস্থ আদালত তাহা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইয়া এই আদা-

মতের নথীতে তাহার যে আসল নম্বর ছিল সেই নম্বরে দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন এবং অনুসন্ধান করাতে এইমত দৃষ্ট হইল যে তোমার তরফে মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে কোন উকীল আদালতে হাজির নাই অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি যদি এই মোকদ্দমার জওয়াব দিবার বিষয়ে অমুক তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা তদবীর না কর তবে এই আদালতে ঐ মোকদ্দমা একতরফা বিচার হইবেক এবং তুমি হাজির হইয়া ও জওয়াব ও সাক্ষ্য দিলে যেরূপ ডিক্রী হইত সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।

৩০৯। D

যেহেতুক যে মোকদ্দমায় তুমি অমুক ফরিয়াদী এবং অমুক ব্যক্তি আসামী তাহা অমুক তারিখে এই আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া অমুক উপরিস্থ আদালত তাহা ছানী তজবীজ অথবা গোড়াপ্তড়ি বিচার করিবার নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠাইয়া এই আদালতের নথীতে তাহার যে আসল নম্বর ছিল সেই নম্বরে দাখিল করিতে হুকুম দিয়াছেন এবং অনুসন্ধান করাতে এই মত দৃষ্ট হইতেছে যে মোকদ্দমার পূর্ব্বকার বিচারের সময়ে তুমি যে উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলা সেই উকীল এক্ষণে হাজির আছেন কিন্তু তোমার স্থানে কোন হুকুম পান নাই এবং মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত নহেন অতএব তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি যদি এই মোকদ্দমার জওয়াব দিবার বিষয়ে অমুক তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে স্বয়ং অথবা উকীলের দ্বারা তদবীর না কর তবে এই আদালতে ঐ মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইবেক এবং তুমি হাজির হইয়া ও জওয়াব ও সাক্ষ্য দিলে যেরূপ ডিক্রী হইত সেইরূপ ডিক্রী করিবেন।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।

৩১০। আপীল হওয়াতে যে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যায় সেই মোকদ্দমায় আদালতের উচিত যে ১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্ট তারিখের ১৯ নম্বরী সরকুলর অর্ডরে যে২ এত্তেলা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা নিজে পাঠান্ এবং যদি আপেলাণ্টকে সেই এত্তেলা পাঠাওনের সাহায্য করিতে আদালত বিশেষরূপে হুকুম না দিয়া থাকেন তবে রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর এত্তেলা জারী না হওয়াপ্রযুক্ত ১৮৪১ সালের ২৯ আইনানুসারে কসুরের দণ্ড আপেলাণ্টের উপর পড়িতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ৯ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩১১। উক্ত বিধানের এইমত অভিপ্রায় নহে যে সেই মোকদ্দমার ছানী তজবীজ কিম্বা গোড়াপ্তড়ি বিচারের নিমিত্তে ফিরিয়া আইলে ঐ মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে যে উকীলেরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারদের মওক্কেলের ইচ্ছা হইলে সেই উকীলেরা সেই মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করণের ভারহইতে মুক্ত হন যেহেতুক ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩৪ ধারায় এমত বিশেষ হুকুম আছে যে আদালতের সমস্ত উকীলদিগের উচিত যে তাঁহারা যে২ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে নিযুক্ত হন সেই২ মোকদ্দমার বিচারকালীন এবং তাহার নিষ্পত্তি ও ডিক্রী জারী হইবাপর্য্যন্ত তাহাতে যখন যে কিছু আরজী ও দরখাস্ত গুজরাইবার কি অন্য তদবীর করিবার আবশ্যক হয় তাহা করেন: এবং যে উকীলেরা মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে নিযুক্ত ছিলেন ঐ মোকদ্দমার ছানী তজবীজ অথবা গোড়াপ্তড়ি বিচার হওনের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান গেলে আইনমত তাঁহারা কিছু অধিক রসুম পাইবেন না। যেহেতুক মোকদ্দমার প্রথম বিচারের সময়ে তাঁহারা যে রসুম পাইয়াছিলেন তাহা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত তাঁহারদের মেহনতের সম্পূর্ণ রসুমের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং সেই নিমিত্তে তাঁহারদিগকে অধিক রসুম দিবার হুকুম করিতে আদালতের সাহেবেরদের প্রতি নিষেধ আছে।—১৮৩৮ সালের ৩১ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৩১২। এক মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহা অধস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠান গেল এবং সদর দেওয়ানী আদালত মোকদ্দমা উপস্থিত সময়ের সমস্ত রসুম ফিরিয়া দিতে এবং উকীলকে কেবল অর্দ্ধেক রসুম দিতে হুকুম করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৪২ পৃষ্ঠা।

৩১৩। যে মোকদ্দমা গোড়াপ্তড়ি বিচারের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায় সেই মোকদ্দমার খরচার বিষয়ে যদি আপীল আদালত কোন হুকুম না করিয়া থাকেন্ তবে যে আদালতে তাহা পাঠান যায় সেই আদালত প্রথম বিচারের খরচা এবং আপীলী খরচা এবং সেই মোকদ্দমার গোড়াপ্তড়ি বিচারের যে খরচা হইতে পারে এই সকল দেওয়াইতে পারেন কি না এই বিষয় জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর আদালত জানাইলেন যে এই বিষয়ে যে সন্দেহ থাকে তাহা ভঞ্জনার্থে এবং এই বিষয়ে একি প্রকার ব্যবহার হয় এ জন্যে সদর আদালত আপন আদালতের এবং অন্য আদালতের নিমিত্তে এই সাধারণ বিধান করিয়াছেন যে যখন মোকদ্দমা গোড়াপ্তড়ি বিচার হইবার নিমিত্তে অধস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠান যায় তখন মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার হুকুমে আপীল আদালতের জজ সাহেব এমত লিখিবেন যে যে আদালতে মোকদ্দমা এরূপে পাঠান যায় সেই আদালতে মোকদ্দমার যে খরচা লাগিয়াছিল তাহা দেওনের বিষয়ে এবং মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হওনঅবধি ক্রমে২ যে নানা আদালতে ভ্রমণ করিয়া থাকে সেই২ আদালতে উভয় বিবাদির যে খরচা হইয়াছে তাহার বিষয়ে যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমত হুকুম দিবেন। কিন্তু যদি কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত আপীল আদালতে ফয়সলা হওনের তারিখপর্য্যন্ত যে সকল খরচা

লাগিয়াছে তাহা উভয় বিবাদির এক জনের শিরে রাখা অথবা উভয়কেই আপন২ খরচা দিবার হুকুম করা যথার্থ বোধ করেন তবে আপীল আদালত খরচার বিষয়ে সেইরূপ হুকুম করিতে পারেন।—১৮৩৬ সালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩১৪। সদর দেওয়ানী আদালত যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হওনার্থে প্রধান সদর আমীনের নিকটে ফিরিয়া পাঠান তাহার বিচার করিয়া ঐ প্রধান সদর আমীন সকল আদালতের খরচা যেরূপে যথার্থ বোধ হয় সেইরূপে বাদি কিম্বা প্রতিবাদির দিতে হুকুম করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার হুকুমের উপর সুতরাং আপীল হইতে পারে।—১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্টের ১০৩৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৫। সদর আদালত আরো হুকুম করিতেছেন যে মোকদ্দমা এইরূপে ফিরিয়া পাঠান গেলে অধস্থ আদালতের উচিত যে তাহার বিষয়ে সর্ব্বদা অতিশীঘ্র মনোযোগ করেন এবং ছানী তজবীজ অথবা মোকদ্দমা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্তে আপীল আদালত যে হুকুম দেন তদনুসারে অবিলম্বে কার্য্য করেন। সদর আদালত জানাইতেছেন যে এই প্রকার কোন২ মোকদ্দমা অদ্যাপি আদালতের নথীতে আছে এবং যে তারিখে ঐ মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠান গিয়াছিল তদ্দৃষ্টে ঐ২ মোকদ্দমা ইহার অনেক কাল পূর্ব্বে নিষ্পত্তিকরা উচিত ছিল। অতএব তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে বৎসরের শেষে এই প্রকার যে সকল মোকদ্দমা মুলতবী থাকে তাহার নিষ্পত্তি না হওনের সম্পূর্ণ কারণ লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক এবং যে২ তারিখে ঐ২ মোকদ্দমা পঁহুছিল এবং তৎপরে ঐ মোকদ্দমা প্রস্তুত করিতে যে২ উদ্যোগ হইয়াছে তাহাও লিখিতে হইবেক এবং সেই প্রকার যে সকল মোকদ্দমা জজ সাহেবের আদালত অথবা অধস্থ আদালতে মুলতবী থাকে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থে যে২ কার্য্য শেষ রিপোর্ট লিখনের তারিখের পর হইয়াছে তাহাও মাসিক কৈফিয়তের মধ্যে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩১৬। মোকদ্দমার ছানী তজবীজ অথবা গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্তে যে বৎসরেতে ফিরিয়া পাঠান যায় সেই বৎসরের তারিখ তাহাতে না দিয়া মোকদ্দমা প্রথম যে বৎসরে উপস্থিত করা গিয়াছিল তাহার তারিখ তাহাতে লিখিতে হইবেক। এবং সেই মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাওনের হুকুমের তারিখ এবং যে তারিখেতে অধস্থ আদালতে পঁহুছিল এবং তৎপরে তাহা রুবকার করণার্থে যে২ কার্য্য হইয়াছে এই সকল বিষয়ের এক সংক্ষেপ কৈফিয়ৎ মন্তব্য কথার ঘরের মধ্যে লিখিতে হইবেক। এবং যে মাস অথবা বৎসরের কৈফিয়ৎ হয় সেই মাস অথবা বৎসরের শেষে সেই প্রকার যে মোকদ্দমা এক বৎসরের অধিক কাল মুলতবী আছে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করণের বিলম্বের কারণ সেই ঘরের মধ্যেও লিখিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২১ ধারা।

জিলার জজ সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার।

৩১৭। কোন জিলা ও শহরের আদালতে কিম্বা কোন প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে জাবেতামতে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া তাহার নিষ্পত্তির উপর উপরকার আদালতে আপীল না হইয়া থাকে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কোন পক্ষ যদি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে ও ডিক্রী হওনের সময়ে যে কোন নূতন দস্তাবেজ কি দলীলের সন্ধান জানিত না তাহার সন্ধান পাওনহেতুক কিম্বা তাহা দরপেশ করিতে পারিয়াছিল না সেপ্রযুক্ত কি অন্য বিশিষ্ট ও উপযুক্ত কারণ ও হেতুপ্রযুক্ত যে সাহেব কি সাহেবদিগের নিকটে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে তাঁহারদিগের হজুরে তাহার পুনর্ব্বিচার করাইবার মনস্থ রাখে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যে আদালতে ঐ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দেয় ও এমতে ঐ দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার (এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের) নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিয়া যে তারিখে দরখাস্তকরণিয়াকে কি তাহার উকীলকে ডিক্রীর নকল দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা দিবার নিমিত্তে উপস্থিত করা গিয়া থাকে সেই তারিখহইতে তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক ও এই আইনের ৮ ধারার ১১ প্রকরণের লিখনমতে ঐ মিয়াদের হিসাব করা যাইবেক।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

৩১৮। ফরিয়াদী বাতুলতার ওজর করিল এবং সেই ওজর তদারক না হওয়াতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল এবং সেই মোকদ্দমা পুনর্ব্বার তজবীজ হওনার্থে ফিরিয়া পাঠান গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২২ সালের ২৪ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৬২ পৃষ্ঠা।

৩১৯। বৃত্তি মহাব্রাহ্মণীর বিষয়ে এক দাওয়া হইল এবং তাহা ডিসমিস হইল। তাহাতে ইহা বলিয়া মোকদ্দমার

পুনর্ব্বিচারের অনুমতি হইল যে যে পণ্ডিতের ব্যবস্থাক্রমে খাস আপীলের নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেই পণ্ডিত ঘুষ লইয়া সেইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে দৃষ্ট হইল যে তিনি শাস্ত্রের বিষয়ে যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহা যথার্থ এবং তদ্দৃষ্টে ডিক্রী বহাল হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ৩০ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৭০ পৃষ্ঠা।

৩২০। এক মোকদ্দমায় অতিস্পষ্টতঃ ভুল হওয়াপ্রযুক্ত বিপক্ষ ব্যক্তিকে কারণ দর্শাইবার জন্যে তলব না করিয়া মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার একতরফারূপে গ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩০৭ পৃষ্ঠা।

৩২১। যদি সদর দেওয়ানী আদালত অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য না করেন তবে তাহা ঐ আদালতের আপনার ডিক্রী পুনর্ব্বিচার করণের প্রতিবন্ধক হয় না।—১৮৪৭ সালের ৯ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩২২। এক ডিক্রীর দ্বারা নীলামের খরীদারকে কতক ভূমির দখল দেওয়ান গেল কিন্তু ঐ ভূমি নীলামের কাগজপত্রের মধ্যে এবং নালিশী আরজীতে যেরূপে বর্ণনা হইল সেইরূপে ডিক্রীর মধ্যে বর্ণনা ছিল না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এইপ্রযুক্ত ১৮১৪ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে খাস আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না। কিন্তু ইহাতে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের পরামর্শ দেওয়া যাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৬ সালের ৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৩২৩। সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর নম্বরী অথবা খাস আপীলে জিলার জজ সাহেব যে হুকুম করেন তাহার পুনর্ব্বিচার করিতে সদর দেওয়ানী আদালত তাঁহাকে হুকুম করিতে পারেন না।—১৮৪১ সালের ১৩ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ পৃষ্ঠা।

৩২৪। সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জিলার জজ সাহেব যে ডিক্রী করেন সেই ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যদি তাঁহার নিকটে করা যায় এবং তিনি তাহা মঞ্জুর না করেন তবে সদর দেওয়ানী আদালত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।—১৮৪২ সালের ৫ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২১ পৃষ্ঠা।

৩২৫। কোন আদালত যদি আপনার ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন তবে তাহার উপর আপীল হইতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ২২ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩২৬। জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যদি ঐ জজ সাহেব নামঞ্জুর করেন তবে সেই হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে সরাসরী আপীল হইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ১৩ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২২ পৃষ্ঠা।

৩২৭। এক সরাসরী হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হওয়াতে সেই হুকুমের দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া তাহা এই২ কারণে নামঞ্জুর হইল। প্রথম যে হুকুমের বিষয়ের নালিশ হইল তাহার নকল পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের সঙ্গে গাঁথা যায় নাই এবং দ্বিতীয় দরখাস্ত অতিবিলম্বে করণের কোন কারণ দর্শান যায় নাই।—১৮৪২ সালের ১৮ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৮ পৃষ্ঠা।

৩২৮। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের কথা জাবেতামত মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে তাহা সরাসরী মোকদ্দমার বিষয়েও খাটিতে পারে।—১৮১৫ সালের ২৭ জুলাইর ২১৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২৯। বেহারের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণ মুৎফরকা মোকদ্দমার বিষয়েও খাটে।—১৮৩৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের ১২৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩০। বিধান হইল যে জিলার জজ সাহেব মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া কসুরপ্রযুক্ত তাহা ডিসমিস করিলে তাঁহার সেই হুকুমের ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে পুনর্ব্বিচার হইতে পারে।—১৮৪০ সালের ৪ ফেব্রুআরির ১২৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩১। ঐ মিয়াদ গত হওনের পরে পুনর্ব্বিচারের কোন দরখাস্ত দাখিল হইলেও যদি দরখাস্তকরণিয়া নিরূপিত কালের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিতে না পারিবার বিশিষ্ট হেতু প্রমাণ করে তবে আদালতের সাহেবেরা সে দরখাস্ত লইতে ক্ষমতা রাখেন তথাপি ঐ সাহেবদিগকে অতি তাকীদ হুকুম আছে যে নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পরে এমত দরখাস্ত লইবার বিষয়ে তাঁহারদিগের ক্ষমতা হইলেও তাহার মতে কার্য্য করিতে অতি সাবধান হন এবং ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি মিয়াদ গত হইলে পর এমত দরখাস্ত লন্ তবে তাহার হেতু

বেওরা করিয়া আপনারদিগের রুবকারীর বহীতে লিখেন ও যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবার কোন বিশিষ্ট ও উপযুক্ত হেতু ও কারণ নাহি তবে তাঁহারা সে দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন ও এ বিষয়ে ঐ সাহেবেরা যে হুকুম দেন তাহাই সিদ্ধ ও চূড়ান্ত বোধ হইবেক ও তাহা না হইয়া যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে পূর্ব্বের নিষ্পত্তিতে হওয়া কোন ভারি গলৎ কি অন্য চুকভুল সারিবার নিমিত্তে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করা আবশ্যক কি ন্যায়মতে কোন কারণে তাহা করা কর্ত্তব্য তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের সম্বাদ আপনারদিগের অভিপ্রায়ের সমস্ত কথার সহিত লিখিয়া আপনারদিগের আদালতে দাখিল হওয়া দরখাস্তের ও মোকদ্দমাতে হওয়া ডিক্রীর নকল সহিত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

৩৩২। উপরের প্রকরণানুসারে কোন মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান গেলে যদি ঐ আদালতে সাহেবেরা স্পষ্ট করিয়া লেখা হেতুর ও মোকদ্দমার সমস্ত বেওরা ও ভাব দৃষ্টে এমত বুঝেন যে ন্যায়মত তাহার পুনর্ব্বিচার করা কর্ত্তব্য তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিবার মর্ম্মে হুকুম দেন ও ঐ মত তাঁহারদিগের নিষ্পত্তি করা যে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রী ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুরে না হইয়া থাকে কিম্বা আপীল হওনমতেও মোকদ্দমার মোতালক কাগজপত্র ঐ বাদশাহের হজুরে পাঠান না গিয়া থাকে সে মোকদ্দমাতে যদি তাঁহারদিগের হজুরে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন ও যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমাতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করণের হেতু আপনারদিগের রুবকারীর বহীতে লিখেন ও এমত কোন মোকদ্দমার নূতন কোন দলীল প্রমাণ লওয়া কি না লওয়া যাওনের বিষয়ে ন্যায়মতে যাহা উচিত বুঝেন তাহার হুকুম করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৩ প্র।

৩৩৩। যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি এবং সেই নিষ্পত্তির হেতু নিষ্পত্তি করণের সময়ে জজের স্বকীয় ভাষায় লেখা ও দস্তখৎ করা উচিত বোধ হইল অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে প্রত্যেক রাজধানীর অধীন দেশে যে২ বিষয় নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহা এবং সেই২ বিষয়ের নিষ্পত্তি এবং সেই২ নিষ্পত্তির হেতু ডিক্রীর যে২ ভাগে লেখা যায় সেই২ ভাগ এবং জাবেতামত মোকদ্দমার ডিক্রী সংশোধনের যে হুকুম ও ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের যে হুকুম সদর আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা অথবা জিলার অধীন জজ কিম্বা আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেবেরা করেন তাহা প্রথমে ইঙ্গরেজী ভাষাতে লেখা যাইবেক এবং সেই নিষ্পত্তি ও হুকুম করণের সময়ে ঐ জজ সাহেবের অথবা জজ সাহেবেরদের দ্বারা তাহাতে দস্তখৎ হইবেক এবং ঐ ডিক্রী অথবা হুকুমসম্বন্ধীয় মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে সেই আদালতের সামান্যতঃ চলন ভাষাতে তাহার তরজমা করা যাইবেক এবং সেই তরজমা ডিক্রীর অন্তর্গত করা যাইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ১২ আ। ১ ধা।

৩৩৪। জানা কর্ত্তব্য যে যদি জিলা ও শহরের কোন আদালতের সাহেব কি কোন প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের সাহেবেরা কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা প্রথমতঃ তাঁহারদিগের নিকটে দেওয়া পুনর্ব্বিচারের কোন দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদিগের তাবে কোন আদালতহইতে ঐ বিষয়ে অনুমতি চাহিয়া পাঠানমতে তাহা নামঞ্জুর করণের বিষয়ে হুকুম দেন তবে তাহাতে ঐ দরখাস্তদেওনিয়াকে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য হইলে জাবেতামতে যে আদালতে সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত শুনা যাওনের যোগ্য হয় সে আদালতে আপীলের দরখাস্ত এমত আপীল শুনা যাওনের বিষয়ে চলিত স্যাইনের লিখিত হুকুমের দৃষ্টে দাখিল করিতে নিষেধ আছে এমত বোধ না হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

৩৩৫। সদর আদালত সম্প্রতি অবগত হইয়াছেন যে জিলার এক জন জজ সাহেব আপনার হুকুমের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে সেই হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত পাইয়া ভ্রমক্রমে বোধ করিলেন যে সদর আদালতের অনুমতি না লইয়া তিনি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারানুসারে সেই হুকুমের পুনর্ব্বিচার করিতে পারেন। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে যদ্যপি এইমত ব্যবহার কোন আদালতে হইতেছে উত্তর কালে সেইরূপ করিতে হইবেক না।—১৮৩৪ সালের ৫ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

৩৩৬। যদি জিলার জজ সাহেবের এমত মনঃপ্রত্যয় না হয় যে যথার্থ বিচার হওনের নিমিত্তে তাঁহার হুকুমের পুনর্ব্বিচার করা আবশ্যক তবে তিনি আদালতে তাহার বিষয়ে দরখাস্ত করিবেন না এবং যে কারণে তিনি সেইরূপ বোধ করিয়াছেন তাহাও আপনার পত্রের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যথা যদি হুকুমের পুনর্ব্বিচারের এই কারণ হয় যে ডিক্রী হওনের সময়ে যে বিষয় অথবা সাক্ষী ফরিয়াদী অথবা আসামীর জ্ঞাতসার ছিল না অথবা সেই সময়ে উপস্থিত করিতে পারিল না এমত বিষয় বা সাক্ষী তৎপরে দৃষ্ট হইল তবে সেই নূতন বিষয় কিরূপে দৃষ্ট হইল তাহা এবং উপযুক্ত সময়েতে ঐ সাক্ষী উপস্থিত করিতে না পারিবার কারণ এবং তাহার প্রমাণ এবং ঐ নূতন বিষয় বা সাক্ষির দ্বারা পূর্ব্ব ডিক্রী কিপর্য্যন্ত মতান্তর করণের যোগ্য এই সকল বৃত্তান্ত সদর আদালতে লিখিয়া জানাইতে হইবেক। যে২ কারণে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে সেই সকল কারণ উপরে নির্দ্দিষ্ট হইল এমত বোধ করিতে হইবেক না কিন্তু পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তে সম্মত হওনের আবশ্যক কি না ইহার বিচার করণার্থে সদর আদালতে যে প্রকার বৃত্তান্ত জানাইতে হয় তাহা উপরে লেখা গেল।—১৮৩৫ সালের ২৭ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৩৭। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের জজ সাহেবেরা যখন কোন সাবেক ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের অনুমতির দরখাস্ত করেন তখন ১৮৩৫ সালের ২৭ নবেম্বর তারিখের ১৬০ নম্বরী সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফাঅনুসারে তাঁহারদের যে রিপোর্ট করিতে হয় সেই রিপোর্টের এক পার্শ্বে এই২ বিষয় লিখিবেন অর্থাৎ যে ডিক্রী অথবা হুকুম পুনর্ব্বিচারের বিষয়ে প্রার্থনা হয় তাহার নকল যে তারিখে দরখাস্তকারিরদিগকে দেওয়া গিয়াছিল বা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল এবং যে তারিখে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হইয়াছিল এবং সেই দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছিল। বারম্বার এমত দৃষ্ট হইয়াছে যে যে সকল কাগজপত্র পাঠান যায় তাহাতে শেষোক্ত বিষয়ের সম্বাদ না থাকাতে জজ সাহেবকে ইহা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক হইয়াছে যে ১৮২৫ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের বিধি প্রতিপালন হইয়াছে কি না। এক্ষণে যে হুকুম দেওয়া গেল তাহাতে আর এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক থাকিবেক না অথচ ঐ সকল বৃত্তান্ত লিখিতে জজ সাহেবেরদের প্রায় ক্লেশ হইবেক না যদ্যপি হয় তাহাও যৎকিঞ্চিৎ।—১৮৪৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

যথা ১। ডিক্রী কি হুকুমের তারিখ।
২। ঐ ডিক্রী কি হুকুম যে তারিখে দেওয়া গেল কি দিবার প্রস্তাব হইল তাহা।
৩। ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে তারিখে দাখিল হয় তাহা।
৪। ঐ দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়াছে তাহা।

৩৩৮। ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্ত নামঞ্জুরীর হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত বিবাদিরা মুৎফরকা দরখাস্তের নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে অর্থাৎ ২ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে ইত বলিয়া লিখিয়া থাকে যে হুকুমের তারিখের পর তিন মাস অতীত না হইতে২ তাহারা দরখাস্ত দিয়াছে। কিন্তু সেই দরখাস্ত বাস্তব সেই বিষয়ের দ্বিতীয় দরখাস্ত এইপ্রযুক্ত পুনর্ব্বিচারের প্রথম দরখাস্তের ইষ্টাম্প মূল্যের বিষয়ে যে নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে দ্বিতীয় দরখাস্তের মূল্য নির্ণয় হইবেক। অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে এইমত যে প্রত্যেক দরখাস্ত আপীলহওয়া ডিক্রী দিবার অথবা দিতে প্রস্তাব করিবার পর তিন মাসের মধ্যে দেওয়া যায় তাহা ২৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইতে পারে কিন্তু তিন মাসের পর যদি সেই দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে ১৮১৫ সালের ১ আইনের ১ ধারার ১ প্রকরণের হুকুমমতে ডিক্রীর উপর নয়রী আপীল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করণিয়া ব্যক্তির প্রতিকূলে যত মূল্য বা সংখ্যার টাকার ডিক্রী হইয়াছে সেই সংখ্যানুসারে হিসাব করিয়া ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বরের ৮৪২ নম্বরী অ ইনের অর্থ।

৩৩৯। উপরের লিখিত হুকুমের স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে তদনুসারে যে সকল মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় তাহা সাধ্যানুসারে যে জজ সাহেব কি সাহেবেরা ঐ সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ তাঁহার কি তাঁহারদিগের দ্বারা ঐ সকল মোকদ্দমা উচ্চতর আদালতে আপীল হওনের যোগ্য হইলে সামান্য নিয়মমত তাহার আপীল হওনের অধীনতায় গ্রাহ্য হয় ও নিষ্পত্তি পায়।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৩ ধা।

৩৪০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে জিলা বা শহরের জজ সাহেব যদি ছয় মাসের অতিরিক্ত মিয়াদের ছুটী পাইয়া থাকেন্ এবং যদি ছয় মাসের অতিরিক্ত কাল তাঁহার অবর্ত্তমান হওনের সম্ভাবনা হয় তবে তাঁহার পদে যে সাহেব নিযুক্ত হন তাঁহার ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার নিয়মানুসারে সাধ্য আছে যে ঐ ছয় মাস মিয়াদ অতীত হওনের অপেক্ষা না করিয়া সাবেক জজ সাহেবের হুকুমের পুনর্ব্বিচার করণের বিষয়ে যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহা লইয়া রীতিমত কার্য্য করেন। অতএব জিলার জজ সাহেবদিগকে উত্তর কালে এই বিধানানুসারে কার্য্য করিতে হুকুম হইল।—১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৪১। যখন উক্ত নিয়মানুসারে পুনর্ব্বিচার করণের অনুমতির দরখাস্ত সদর আদালতে করা যায় তখন যে জজ সাহেব মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন সেই সাহেব ছয় মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন না ইহা কি২ কারণে বোধ হইল তাহা জানাইতে হইবেক সেই সংবাদ পাইলে সদর আদালত বিবেচনা করিতে পারিবেন যে ঐ রূপ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিবার অনুমতি দেওয়া উচিত কি না।—১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৪২। যদি জিলার জজ সাহেব প্রবিন্সাল আদালতের ডিক্রী দৃষ্টি করিয়া ফরিয়াদীর মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন এবং প্রবিন্সাল আদালতের ঐ ডিক্রী তৎপরে সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অন্যথা করা যায় তবে জিলার জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের অনুমতির জন্যে দরখাস্ত করিতে পারেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত তাহার অনুমতি দিবেন। যদি কোন জিলার জজ সাহেবের ডিক্রী দৃষ্টি করিয়া কোন সদর আমীন ফরিয়াদীর দাওয়া ডিসমিস করিয়া থাকেন এবং জিলার জজ সাহেবের ঐ ডিক্রী তৎপরে প্রবিন্সাল আদালতের দ্বারা অন্যথা করা যায় তবে মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা বিনা তাহা ডিসমিস হইয়াছে বলিয়া ফরিয়াদী যেরূপে আপীল করিতে পারে সেইরূপে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার অনুসারে সবাসরী আপীলের বিষয়ে দরখাস্ত করিতে পারিত। অথবা যদি ঐ ফরিয়াদী নমুরী আপীল করিত তবে আইনের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পর নমুরী আপীল গ্রাহ্য করণার্থ ঐ বিষয় অতিপ্রচুর কারণ হইত।—১৮৩০ সালের ৭ মের ৫৫১ নমুরী আইনের অর্থ।

৩৪৩। ত্রিহুতের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদস্থ সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে কোন জিলার জজ সাহেবের অবর্ত্তমানে যদি অতিরিক্ত জজ সাহেব তাঁহার এওজে কার্য্য করণ সময়ে ডিক্রী করেন এবং ঐ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করিতে হয় তবে ঐ অতিরিক্ত জজ সাহেব যদ্যপি সেই জিলার মধ্যে নিযুক্ত থাকেন্ তবে সেই ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার তিনিই করিবেন জজ সাহেব করিবেন না।—১৮৩৭ সালের ২৯ ডিসেম্বরের ১১২৩ নমুরী আইনের অর্থ।

৩৪৪। এই দুই বিষয়ে সন্দেহ হইল। প্রথম। প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হওয়াতে ঐ জজ সাহেব যে ফয়সলা করেন্ তাহার উপর খাস আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে হইলে এবং ঐ সদর আদালতের দ্বারা তাহা নামঞ্জুর হইলে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে কোন্ হুকুমের পুনর্ব্বিচার করিতে হইবেক কি সদর দেওয়ানী আদালতের শেষ হুকুমের কি জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর উপর কোন আপীল মঞ্জুর না হওয়াতে ঐ জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ১৫ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে আপনার ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করিবার অনুমতির দরখাস্ত করিতে পারেন। দ্বিতীয়। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে তাহারা জিলার জজ সাহেবের আসল ডিক্রী বহাল রাখিলে যদি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হয় তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে কোন্ হুকুমের পুনর্ব্বিচার করিতে হইবেক কি সদর দেওয়ানী আদালতের শেষ হুকুমের কি জিলার জজ সাহেবের ডিক্রীর। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে সদর আদালত জজ সাহেবের ডিক্রী বহাল রাখিলে সেই বহাল হুকুম ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার কেবল সদর আদালত করিতে পারেন।—১৮৩৬ সালের ১১ নবেম্বরের ১০৫৭ নমুরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৩৪৫। কোন মোকদ্দমা ত্রুটিপ্রযুক্ত কোন অধস্থ আদালতে নমুর খারিজ হইলে যদি তাহার ডিক্রীর উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হয় তবে তৎপ্রযুক্ত ঐ অধস্থ আদালতের আপনার নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের অনুমতির দরখাস্ত করিতে নিবারণ নাই।—১৮৪১ সালের ২০ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ পৃষ্ঠা।

২২ ধারা।

জিলা আদালতের দ্বারা পুনর্ব্বিচার।—ইষ্টাম্প।

৩৪৬। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণে যে কথাক্রমে এমত হুকুম আছে যে ঐ প্রকরণের উক্ত মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার [এক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ প্রকরণের] নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ঐ কথা এই আইন জারী হওনের পরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিপত্র দেওয়া যাওনের কি দিবার নিমিত্তে উপস্থিতকরণের তারিখহইতে উপরের উক্ত প্রকরণের হুকুমমত তিন মাস মিয়াদের মধ্যে পুনর্ব্বিচারের যে২ দরখাস্ত উপস্থিত করা যায় কেবল সেই২ দরখাস্তের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ মিয়াদ গত হওনের পরে

পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে যে দরখাস্ত করা যায় ঐ দরখাস্তকরণিয়া পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন না হইলে ঐ নিষ্পত্তির উপর জাবেতামতে আপীলের দরখাস্তের ন্যায় ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত তাহা করণিয়ার পরাজয়ে যে বস্তুর বিষয়ে নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা কি মূল্যানুসারে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার [এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের] নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ও ঐ দরখাস্তকরণিয়া পাপর হইলে ১৮১৪ সালের ২৮ আইনে পাপর আপেলাণ্টের বিষয়ে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা গিয়াছে সেই সকল হুকুম তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিবেক ইতি। -১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৩৪৭। উভয় সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা বিধান করিলেন যে কোন মোকদ্দমা দোষগুণের বিবেচনা না হইয়া যদি বেদাঁড়ার নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান যায় এবং কোন এক পক্ষ তিন মাস অতীত হইলে পর সেই হুকুমের পুনর্ব্বিচারের ইচ্ছুক হয় তবে তিন মাস মিয়াদ অতীত হইলে পর যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত করণের হুকুম ১৮২৫ সালের ২ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণে আছে সেই মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে আদালতে দরখাস্ত দিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ২৪ ফেব্রুআরির ১৩৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৪৮। এই আইন জারী হওনের পরে পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে যে দরখাস্ত করা যায় তাহা প্রার্থিত পুনর্ব্বিচারের উপযুক্ত হেতু না থাকনপ্রযুক্ত ঐ দরখাস্ত লওয়া যাইবার আদালতে অগ্রাহ্য হইলে ঐ দরখাস্তকরণিয়া ঐ দরখাস্ত যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকে তাহার মূল্য ফিরিয়া পাইবেক না কিন্তু ঐ দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার [এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের] নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গেলে ঐ দরখাস্ত যে আদালতে অগ্রাহ্য হয় সেই আদালতের সাহেবেরা তাহার সকল বিষয় উপযুক্তরূপে বিবেচনা করণানন্তর যদি বুঝেন যে ঐ কাগজের মূল্যের সমুদয় টাকা ঐ দরখাস্তকরণিয়ার লাগিতে হইলে তাহার অতিক্লেশ হয় তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে খাস আপীলের দরখাস্তের বিষয়ের মত বিবেচনাপূর্ব্বক ঐ কাগজের মূল্যের টাকার তিন পোওয়ার অধিক না হয় এমত যে অংশ উচিত বোধ হয় তাহা সরকারের ত্রেজুরীহইতে ফিরিয়া দিতে হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৩৪৯। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার [১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৭ ধারার] নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত অগ্রাহ্য দরখাস্ত যে আদালতেতে অগ্রাহ্য হয় সেই আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনায় যদি ঐ দরখাস্ত এমত অকারণ ও ক্লেশদায়ক বোধ হয় যাহাতে তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকে তাহার মূল্য অমনি যাওনের অতিরিক্ত জরীমানা ও তাহা দেওনিয়ার হওয়া উচিত হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের এ ক্ষমতা আছে এবং তাঁহারদিগকে হুকুমও দেওয়া যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ১০ প্রকরণে ক্লেশদায়ক সরাসরী আপীলের দরখাস্তের বিষয়ে যেমনং করিবার অর্থে হুকুম লেখা গিয়াছে সেই মত ঐ দরখাস্ত ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার [১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ ধারার] নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইতে হইলে যে মূল্য দিতে হইত ঐ মূল্যের অধিক না হয় এমত জরীমানা দিবার হুকুম ঐ দরখাস্তের লিখিত বিষয়ের ভাবক্রমে ও তাহা দেওনিয়ার অবস্থানুসারে তাহার প্রতি দেন্।—১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৩৫০। পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে দরখাস্ত গ্রাহ্য হইলে যে আদালতে ঐ পুনর্বিচার হয় সেই আদালতের সাহেব কি সাহেবেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সময়ে ঐ দরখাস্তকরণিয়ার দাখিলকরা ইষ্টাম্প কাগজের মূল্যের বিষয়ে যেমত ন্যায্য ও উপযুক্ত বোধ হয় সেইমত ঐ মূল্য মোকদ্দমার খরচার ন্যায় পক্ষান্তরের দিতে হইবার কি তাহার তিন পোওয়ার অধিক না হয় এমত কোন অংশ সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবার হুকুম দিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ২ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

৩৫১। তিন মাসের পর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল করণের বিষয়ে যে অতিরিক্ত খরচা লাগিবেক তাহা কেবল ঐ বিলম্বের এবং তাহাতে যে ক্লেশ সম্ভাবনা তাহার দণ্ডস্বরূপ হুকুম হইয়াছে এবং যে আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ দরখাস্ত কোন হেতুতে নামঞ্জুর করিতে পারেন। যেহেতুক যে বাদী বা প্রতিবাদী পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করে সেই ব্যক্তি যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ দরখাস্ত দাখিল না করণের যাহাতে আদালতের খাতিরজমা হয় এমত যথার্থ ও মাতবর কারণ না দর্শাইতে পারে তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করণের আবশ্যক নাই।—১৮২৮ সালের ১৫ ডিসেম্বরের ৪৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫২। কলিকাতাস্থ সদর আদালতের সম্মতিক্রমে বিধান হইল যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে পুনর্ব্বিচারের যে দরখাস্ত হয় তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া কাগজপত্র দলীলদস্তাবেজের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং ঐ কাগজপত্র আসল নালিশ অথবা নম্বরী কি খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৫ প্রকরণের বিধিমতে তাহাতে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক।—১৮৩৬ সালের ২১ অক্টোবরের ১০৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩ ধারা।

প্রধান সদর আমীনের দ্বারা ডিক্রীর পুনর্বিচার।

৩৫৩। উপরের লিখিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিকরা প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা ও আপীলের উপর খাটিবেক ইতি। ১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ১ প্র।

৩৫৪। যদি প্রধান সদর আমীনের বিবেচনাতে এমত বোধ হয় যে পুনর্দৃষ্টি করিবার দরখাস্ত মঞ্জুর করা কর্ত্তব্য তবে জিলা কি শহরের জজ সাহেবের নিকটে তাহার রিপোর্ট করিবেন ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ প্রকার দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে করণ বিষয়ে চলিত আইনে যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে অনুমতি দেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৯ ধা। ২ প্র।

৩৫৫। জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনেরদের উপদেশের নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা জানাইতেছেন যে প্রধান সদর আমীনেরা আপীলী মোকদ্দমার যে হুকুম দেন তাহার খাস আপীল কেবল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে বটে কিন্তু এইপ্রযুক্ত জিলার জজ সাহেবেরা ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারার ২ প্রকরণক্রমে যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তদনুসারে উক্ত প্রকার হুকুম পুনর্ব্বিচার করণের অনুমতির নিমিত্তে যে দরখাস্ত করা যায় তাহা তাঁহারদের গ্রাহ্য ও নিষ্পত্তি করণের বাধা নাই।—১৮৪৫ সালের ৪ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৫৬। বিধান হইল যে প্রধান সদর আমীন আপনার ফয়সলার পুনর্দৃষ্টি করা উচিত বোধ করিলে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারার ২ প্রকরণানুসারে জিলার জজ সাহেবের নিকটে ঐ বিষয় অর্পণ হইলে যদি তিনি পুনর্দৃষ্টির বিষয়ে সম্মত না হন তবে ঐ জিলার জজ সাহেবের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক এবং সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলক্রমে তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে না।—১৮৪১ সালের ১৪ মের ১২৯৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫৭। জিলার জজ সাহেব যদি প্রধান সদর আমীনকে আপনার ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের অনুমতি না দিবার হুকুম করেন তবে তাঁহার সেই হুকুম চূড়ান্ত।—১৮৪১ সালের ২৩ জুনের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১২ পৃষ্ঠা।

৩৫৮। প্রধান সদর আমীন যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত একেবারে তাঁহার নিকটে করিতে হইবেক এবং তিনি তদ্বিষয়ে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারার বিধির অনুসারে কার্য্য করিবেন। এবং যদি ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় সেইরূপ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হয় তবে সেই দরখাস্ত প্রধান সদর আমীন একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন।—১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৩৫৯। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণে যে টাকা বা মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যার বা মূল্যের যে সমস্ত মোকদ্দমা এই আইনের ১ ধারার ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমীনেরে অর্পণ হয় ঐ প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল যেং বিধানানুসারে ঐ সদর দেওয়ানী আদালতে হইত সেই বিধানানুসারে সর্ব্ব প্রকারে এই আপীলেরও কার্য্য হইবেক এবং ঐ নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিবেচনা করণের দরখাস্ত করিতে হইলে তাহা প্রধান সদর আমীন এককালে সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির পুনর্বিবেচনার্থে দরখাস্ত হইলে যে বিধানানুসারে কার্য্য হইত সেই বিধানানুসারে ইহারো কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৪ ধা।

৩৬০। উক্ত বিধান [এই অধ্যায়ের ৩৪০ এবং ৩৪১ নম্বরী বিধি] প্রধান সদর আমীনের আদালতের বিষয়ে খাটে। —১৮৩৯ সালের ৭ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৪ ধারা।

সালিসের ফয়সলার উপর আপীল।

৩৬১। জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে মধ্যস্থের বিচারক্রমে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমা অর্থাৎ সালিসে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া থাকে তাহার আপীলের দরখাস্তী জারজী মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নিকটে উপস্থিত হইলে ঐ সাহেবেরা স্বমধ্যস্থেরা সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে বেশ্বৎখুবী কিম্বা পক্ষপাত করিয়াছে এমত প্রমাণ ২ দুই জন মাতবর সাক্ষির সুকুতিব দ্বারা না জানিলে সে মোকদ্দমা ডিসমিস করিয়া আদালতের খরচা দিতে সেই ফরিয়াদীর উপর হুকুম করিবেন ইতি। ১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২৮ ধা।

৩৬২। সালিসেব ফয়সলাঅনুসারে যে ডিক্রী হয় তাহার উপর আপীল হইলে সেই আপীল গ্রাহ্য না হওনের পূর্ব্বে ১৭৯৩ সালেব ৫ আইনেব ২৮ ধাবার বিধির অনুসারে ডিসমিস হইবেক না।— ১৮০৯ সালেব ১৮ সেপ্টেম্বরের ৪৮ নম্বরী আইনেব অর্থ।

৩৬৩। ১৭৯৩ সালেব ৫ আইনেব ২৮ ধাবানুসারে সালিসেবদের নিষ্পত্তিক্রমে যে ডিক্রী হয় সেই সালিসেবদেব বেশ্বৎ অথবা পক্ষপাতেব প্রমাণেব তলব না করিয়া সেই ডিক্রীর উপব আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে।— সদর দেওয়ানী আদালতেব ১৮০৯ সালের ১৯ মেব নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ২৮৮ পৃষ্ঠা।

৩৬৪। সালিসেরদেব ফয়সলাক্রমে জিলাব আদালত এক ডিক্রী করিলেন এবং কথিত হইল যে ঐ সালিসেরা পক্ষপাত করিযাছিলেন এবং বেশ্বৎ লইযাছিলেন এবং সেই ডিক্রীর উপব প্রবিন্সাল আদালতে এক আপীল হইল। যদি সেই পক্ষপাতেব বিষযে নালিশ প্রমাণ না হয এবং ঐ আপীল ডিসমিস হয তবে প্রবিন্সাল আদালত মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা না করিলেও ১৭৯৩ সালের ১১ আইনেব ৩ ধাবাব সাধাবণ বিধিক্রমে জিলার আদালতের ডিক্রীব তাবিখঅবধি সুদ দেওযান যাইতে পারে।—সদব দেওযানী আদালতেব ১৮১০ সালেব ১৭ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার বিপোর্ট। ১ বালম ৩১২ পৃষ্ঠা।

৩৬৫। উভয পক্ষের নির্দ্দিষ্ট করা সালিসেবদেব ফয়সলা জাবী করণার্থে জিলাব জজ সাহেব যে হুকুম করেন তাহার উপব আপীল হইতে পারে না। সালিসেবদের পক্ষপাত করণ এবং বেশ্বৎ লওনেব বিষযে নম্বরী মোকদ্দমায় প্রমাণ না হইলে ঐ ফয়সলা অন্যথা করা যাইতে পারে না।- সদব দেওযানী আদালতেব ১৮১০ সালেব ৮ জানুআরিব নম্বরী মোকদ্দমার বিপোর্ট। ৩ বালম ৪ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়।

ডিক্রী জারী।

১ ধারা।

ডিক্রী জারীর বিষয়ে সাধারণ বিধি।

১। প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিত হওয়া যে কোন মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে যে নিষ্পত্তি হয় জিলা ও শহরের কি প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে নিষ্পত্তি নীচের লিখিত হুকুম ও কথার মত ব্যতিরিক্ত জারী করিবেন না ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র।

২। ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে হওয়া কোন নিষ্পত্তি যে ব্যক্তি জারী করণের বাসনা রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে যে আদালতে ঐ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই আদালতে ও সদর আমীনহইতে হইয়া থাকিলে সে সদর আমীন যে জিলা কি শহরের অধিকারের হয় সে জিলা কি শহরের আদালতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার (১৮২৯ সালের ১০ আইনের) নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে ঐ নিষ্পত্তি জারী হওনের প্রার্থনায় এক আরজী লিখিয়া আপনি নিজে হাজির হইয়া কিম্বা উকীলের মারফতে দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৫ প্র।

৩। ঐ দরখাস্তেতে মোকদ্দমার নম্বর ও ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও ডিক্রীর মজমুনের খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক ও সেই ডিক্রী হওনের তারিখ ও সেই নিষ্পত্তির উপর আপীলের কোন দরখাস্ত দরপেশ ও মঞ্জুর হইয়াছে কি না ও ডিক্রী হওনের পরে উভয় বিবাদির মধ্যে বিবাদের রফা হইয়াছে কি না ও হইয়া থাকিলে কি প্রকারে হইয়াছে তাহাও ডিক্রীর অনুসারে আদালতের খরচাতে কি অন্য প্রকারেতে দরখাস্তদেওনিয়ার যত টাকা পাওনা হয় তাহার সংখ্যার নিরূপণ ও যাহারদিগের নামে ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাহার কি তাহারদিগের নাম লিখিতে হইবেক ইতি।— ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৬ প্র।

৪। ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত নানা দেওয়ানী আদালতে দেওনের সময়ে ঐ দরখাস্তে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট যে নানা বিশেষ কথা ডিক্রীদারেরদের লিখিতে হয় তাহা তাহারা প্রায়ই লেখে না এবং তাহাতে অনেক বিলম্ব ও ক্লেশ হয় অতএব সর্ব্ব সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনার্থে সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত ব্যবহারের বিধি প্রকাশ করিবা হুকুম করিতেছেন যে জজ সাহেবেরা আপনং জিলার অধস্থ প্রত্যেক আদালতে ঐ বিধির এক২ নকল পাঠান্ এবং ঐ২ আদালতের বিচারকেরদিগকে যথাসাধ্য সর্ব্বত্র তাহা প্রকাশ করিতে হুকুম করেন।—১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫। ইহা স্পষ্ট জ্ঞাত করিতে হইবেক যে সদর দেওয়ানী আদালতের কিম্বা জিলার আদালতের অথবা অধস্থ আদালতের ডিক্রী জারী করণের দরখাস্তের বিষয়ে ঐ বিধি তুল্যরূপে খাটিবেক *।—১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬। যেহেতুক ডিক্রীদারেরা আপনং ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে নানা আদালতে যে দরখাস্ত দেন সেই দরখাস্তের মধ্যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৬ প্রকরণে নানা বিবরণ লিখনের হুকুম আছে কিন্তু ঐ বিধি সর্ব্বদাই পালন হয় না এবং ঐ বিধি চলনকরা অত্যাবশ্যক অতএব সাধারণ লোকেরদের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা

* ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৪ প্র। এবং [illegible]। ৫ আ। ২২ ধা। এবং ১৮৩২ সা। ৭ আ। ৭ ধা। দেখ।

নীচের লিখিত বিধি প্রকাশ করিতেছেন এবং ঐ বিধির অন্যমতে উত্তর কালে কোন দরখাস্ত দাখিল হইলে ঐ দরখাস্তের উপর কোন হুকুম লিখিত না হইয়া তাহা সিরিশ্‌তায় দাখিল হইবেক।—১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৭। কোন ডিক্রীদার যোত্রহীন হউক কি না হউক আপনার ডিক্রী জারী করণের ইচ্ছা করিলে যে আদালতে ডিক্রী করা গিয়াছে সে আদালতের বিষয়ে যে ইষ্টাম্পের মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মূল্যের কাগজে দরখাস্ত লিখিবেক অর্থাৎ মুনসেফের আদালতে হইলে শাদা কাগজে এবং সদর আমীনের কি প্রধান সদর আমীনের অথবা জিলার আদালতে হইলে ॥০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে এবং সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে ২৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ১ বিধি।

৮। ডিক্রী জারী করণের দরখাস্তের শিরোভাগে নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক কৈফিয়ৎ থাকিবেক ও তাহাতে নীচের লিখিত বিশেষ কথা লেখা যাইবেক।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭*	৮
মোকদ্দমার নম্বর।	উভয় পক্ষের নাম।	ডিক্রীর তারিখ।	ডিক্রীর মর্ম্ম অর্থাৎ যে বস্তুর ডিক্রী হইয়াছে।	ফলসলার উপর আপীল হইয়াছে কি গ্রাহ্য হইয়াছে।	ডিক্রীর পরে বিবাদের বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত হইয়াছে কি না এবং যদি হইয়াছে তবে তাহা কি প্রকার।	ডিক্রীর অনুসারে দরখাস্তকারি ব্যক্তির ঠিক যত টাকা পাওনা আছে।	যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত হইয়াছে।
১	সীতারাম কবি যাদী কি আপেলাণ্ট রামজীপ্রভৃতি আসামী কি রেসপাণ্ডেণ্ট।	১৮৪১। ১ জানুআরি।	ওয়াসিলাৎ মুক মৌজে রামনগর প্রভৃতির [illegible] অথবা [illegible]	আপীল হয় নাই।	কিছু বন্দোবস্ত হয় নাই।	৩২০০৲ টাকা।	রামজী প্রসাদি লালপ্রভৃতি।

—১৮৪২ সালের [illegible] আপ্রিলের [illegible]

৯। [illegible] দরখাস্ত করে তখন যে আদালতে ঐ দরখাস্ত দাখিল হয় অর্থাৎ যে [illegible] আদালতে ডিক্রী জারীর নিমিত্তে সোপর্দ্দ হয় সেই আদালতের দরখাস্তের [illegible] এবং গ্রেফ্তারী পরওয়ানা যে স্থানে জারী হইবেক তাহাও [illegible] ঐ সম্পত্তির এবং তাহা যে স্থানে আছে তাহার এক [illegible] যে কোন ঘর কি বাগান অথবা ভূমির বিষয়ে লেখা থাকে [illegible] লিখিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের [illegible] আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ বিধি।

[illegible] মোকদ্দমার রোয়দাদী কাগজপত্রের শামিলে যে আসল [illegible] করিলা করণের পরে যে আইন এক্ষণে চলন আছে [illegible] চলন হইতে [illegible] ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৭ প্র।

[illegible] ডিক্রী জারীতে [illegible] দফা অর্থাৎ আসল টাকা কি সুদ অথবা মোকদ্দমার [illegible] কি [illegible] যে [illegible] হয় তাহা [illegible] শেষে বেওরা করিয়া লেখা যাইবেক এবং যে তারিখ [illegible] যে তারিখপর্য্যন্ত [illegible] তাহাও বিশেষরূপে লিখিতে হইবেক ফলতঃ মোকদ্দমার শীঘ্র নিষ্পত্তি হয় এই অভিপ্রায়ে যে সকল বেওরার দ্বারা [illegible] বুঝা যাইতে পারে এবং তাহার বিষয়ে জন্য ব্যক্তি আপত্তি করিলে বিরোধি [illegible] নিষ্পত্তি হইতে পারে [illegible] লিখিতে হইবেক।

১১। হুকুম হইল যে কোন ব্যক্তি ফোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্পর্কীয় বাঙ্গলা দেশের জিলা অথবা শহরের কোন জজ সাহেবের সমক্ষে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত গুজরাইলে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে চলিত আইনানুসারে ডিক্রী জারী করণের ক্ষমতা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করেন ইতি।—১৮৩৬ সা। ৫ আ।

১২। জজ সাহেব এইরূপে সেই ডিক্রী চলন ও জারী করিবেন যে যদি সে মোকদ্দমা জমীদারী কিম্বা হুজুরী তালুক অথবা মফঃসলী তালুক কিম্বা অন্যপ্রকার ভূম্যাদি স্থাবর বস্তুর হয় তবে যাহার ন্যায্যের উপর ডিক্রী হইয়া থাকে তাহাকে তাহাতে দখল দেওয়ান্ ও সে মোকদ্দমা নগদ কিম্বা জিনিসের ন্যায় অস্থাবর বস্তুর হইলে সেই টাকা অথবা জিনিস যাহার ন্যায্য প্রাপ্তব্য তাহাকে দেওয়ান্ কিম্বা সেই জিনিসের মূল্য অথবা নগদ টাকা পরিশোধের কারণ সেই আন্দাজে যাহার দেনা ঠাহরিয়া ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার ভোগদখলী সকল ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য বস্তুর মধ্যের কিছু বরং আবশ্যক জন্য উপরের লিখিত তাহার ভূম্যাদি সকল বস্তু নীলামে বিক্রয় করেন্ কিম্বা তাহাকে কয়েদ রাখেন্ বরং যদি জজ সাহেব আবশ্যক জানেন্ তবে তাঁহার সাধ্য আছে যে তাহার সকল বস্তুও নীলাম করেন্ এবং তাহাকেও কয়েদ রাখেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

১৩। আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানী আদালত একি সময়ে খাতককে গ্রেপ্তার করণের এবং তাহার সম্পত্তি ক্রোক করণের পরওয়ানা দিতে পারেন।—১৮৪৭ সালের ৫ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৪। ডিক্রী জারী করণেতে ঐ ডিক্রীর অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থে সুদ বা ওয়াসিলাতের বিষয়ে অথবা বিবাদিবদের মধ্যে বিরোধি অন্য কোন বিষয়ে যে হুকুম করা যায় তাহা নূতন মোকদ্দমার হেতু জ্ঞান করিতে হইবেক না এবং সেই হুকুমের বিষয়ে নয়ুরী মোকদ্দমা হইবেক না।—১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ৯ দফা।

১৫। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে ওয়াসিলাৎ কিম্বা সুদ অথবা উভয় বিবাদির বিরোধি অন্য কোন বিষয়ে ডিক্রী জারী করণ সময়ে যে কোন হুকুম দেওয়া যায় তাহা ডিক্রীকরণিয়া আদালত যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিয়াছেন ঐ বিষয় সম্পর্কে সেই আদালতের অভিপ্রায় সিদ্ধ করণার্থ আবশ্যক হুকুম এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং তাহা নূতন মোকদ্দমার কারণ জ্ঞান করিতে হইবেক না।—১৮৩৮ সালের ৯ ফেব্রুআরির ১১২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৬। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন ব্যক্তি নীলামে কোন প্রকার জিনিস অথবা অস্থাবর সম্পত্তি খরীদ করিলে এবং অনুমতিক্রমে তাহা উঠাইয়া লইয়া গেলে যদি সেই ব্যক্তি ঐ জিনিসের মূল্য দিতে কিম্বা জিনিস ফিরিয়া দিতে স্বীকার না করে তবে কি কর্ত্তব্য। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে অস্থাবর সম্পত্তি যে ব্যক্তি খরীদ করে সেই ব্যক্তি তাহার মূল্য না দিয়া কদাচ তাহা উঠাইয়া লইয়া যাইতে পারে না। এবং যদি নাজির অথবা নীলামের অধ্যক্ষ অন্য কোন ব্যক্তি জিনিসের মূল্য না পাইয়া খরীদারকে তাহা দেন এবং সেই খরীদার যদি তৎপরে টাকা না দেয় তবে সেই টাকার বিষয়ে নাজির অথবা নীলামের অন্য অধ্যক্ষ দায়ী হইয়া নিজহইতে দিবেক এবং তৎপরে আইনমতে খরীদারের স্থানে ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে নাজিরপ্রভৃতি মোকদ্দমা করিতে পারিবেক।—১৮৩৩ সালের ৩ মের ৭৮৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৭। আসামীর প্রতিকূলে যে ডিক্রী হয় যদি তাহা জারী করণার্থে যে ব্যক্তি এমত প্রার্থনা করে যে আমার ভূমির উপস্বত্বহইতে টাকা আদায় করিয়া ক্রমেং পরিশোধ করিয়া লহ এবং যদি মহাজন সেই বন্দোবস্তেতে স্বীকৃত হয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে তাহা অবশ্যই মঞ্জুর করেন এবং সেই ভূমি ক্রোক করিতে ও তাহার খাজানা আদায় করিয়া আদালতে দাখিল করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দেন।—১৮৩৩ সালের ১ ফেব্রুআরির ৭৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮। যে খাতকের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার মহাজনের অনুমতিবিনা দেওয়ানী আদালত সেই খাতকের সম্পত্তির নীলাম স্থগিত করিতে এবং সেই সম্পত্তির ক্রোকের দ্বারা কর্জ্জ পরিশোধ করিবার হুকুম দিতে পারেন না।—১৮৪২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৯ পৃষ্ঠা।

১৯। জানা কর্ত্তব্য যে যদি ডিক্রী জারী করাইবার বিষয়ে কোন দরখাস্ত দাখিল হয় তাহাতে যদি মোকদ্দমা একতরফী তজবীজ হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে কিম্বা ডিক্রী হওনের তারিখহইতে ঐ দরখাস্ত গুজরিবার তারিখপর্য্যন্ত এক বৎসরহইতে অধিক কাল গত হইয়া থাকে কিম্বা পক্ষান্তরের উত্তরাধিকারিদিগের নামে কিম্বা যে কএক জনের প্রতি ডিক্রীর হুকুম সমান সম্বন্ধ রাখে তাহার মধ্যে কেবল এক ব্যক্তির প্রতি ডিক্রী জারী করিতে হইবার মনস্থ হয় কিম্বা যদি এমত বোধ হয় যে ডিক্রী হওনের পরে উভয় বিবাদির বিবাদ যে বিষয় লইয়া

বিরোধ তাহা পক্ষান্তর স্বেচ্ছাক্রমে দরখাস্তকরণিয়াকে দেওনেতে কি ডিক্রীর লিখিত সমুদয় টাকা কি তাহার মধ্যে যাহা হয় তাহা কিস্তিবন্দীরূপে কি অন্য প্রকারে আদায় করণেতে রফা হইয়াছে তবে এমতে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে হঠাৎ ডিক্রীর হুকুমমতে কার্য্য করণের বদলে যাহার উপর ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাহার নামে এক এত্তেলানামা এই মজমুনে পাঠান্ যে আদালতের সাহেবের হজুরহইতে নিরূপণহওয়া মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া ডিক্রী জারীহওয়া নিবারণ হইবার কোন বিশিষ্ট হেতু থাকিলে তাহা জাহির করে। ও ঐ এত্তেলানামা পাঠাইলে পরে যদি ঐ ব্যক্তি আপনি নিজে কি তাহার উকীল হাজির না হয় কি ডিক্রী জারী না হইবার নিমিত্তে আদালতের সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হয় এমত কোন মাতবর হেতু জাহির না করে তবে আদালতের সাহেবেরা এক্ষণকার চলিত আইনের মতে ডিক্রী জারী হওনের বিষয়ে হুকুম দিবেন আর যদি সেই ব্যক্তি আপনি নিজে কি তাহার উকীল আদালতে হাজির হইয়া ডিক্রী জারী হওয়ার বিষয়ে কোন ওজর দরপেশ করে তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সমুদয় ভাব বৃত্তান্ত বিবেচনা ও প্রণিধান করিয়া যাহা বিহিত বুঝেন্ তাহার হুকুম দেন্।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৮ প্র।

২০। ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণেতে এ হুকুম লেখা গিয়াছে যে বিষয়বিশেষে কোন ডিক্রীর মতাচরণ করিবার নিমিত্তে যে আদালতের সাহেবকে হুকুম লিখিয়া পাঠান যায় সেই আদালতের সাহেব তৎক্ষণে ঐ ডিক্রীর মতাচরণ না করিয়া যাহার পরাজয়ে ঐ ডিক্রী করা গিয়া থাকে তাহার নিকটে এই অর্থে এক এত্তেলানামা পাঠাইবেন যে নিরূপিত অমুক মিয়াদের মধ্যে আপনার উপর ঐ ডিক্রীর মতাচরণ না করা যাওনের যে কারণ থাকে তাহা জানায় ঐ হুকুমের অর্থ আরো স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে এই ধারাতে ইহা জানান যাইতেছে যে উপরের উক্ত হুকুমের অভিপ্রায় এই যে যে২ বিষয়েতে ঐ হুকুম সম্বন্ধ রাখে সেই২ বিষয়েতে তাহাই চূড়ান্ত হয় এবং ঐ বিষয়েতে ঐ আদালতের সাহেবের কোন বিবেচনা করণের ক্ষমতা না থাকে কিন্তু কোন জনের পক্ষে অন্যায় না হইবার নিমিত্তে এক্ষণে তদতিরিক্ত হুকুম করা যাইতেছে যে যে লোকের পরাজয়ে ঐ ডিক্রী হইয়া থাকে সেই লোক কিম্বা সেই লোক মরিলে তাহার স্থলাভিষিক্ত যে জন ঐ ডিক্রীর টাকাআদির দায়ী হয় সেই জন ডিক্রীর টাকা উসুল করণ যোগ্য বস্তু স্থানান্তর কি হস্তান্তর করিতে উদ্যত আছে যদি এমত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেওয়া যায় তবে আদালতের সাহেবদিগের এ ক্ষমতা আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণের লিখনানুসারে ঐ ডিক্রীর মতাচরণের নিমিত্তে যত টাকার আবশ্যক হয় তত টাকার জামিন ঐ জনের স্থানে লন্ এবং জামিন না দেওয়া গেলে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারাতে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমার বিষয়েতে ঐ প্রকারের নিমিত্তে যেমন২ হুকুম লেখা আছে সেই২ মতে বস্তু ক্রোক করিবার হুকুম দেন্। —১৮২৫ সা। ৭ আ। ৭ ধা।

২১। ফতেপুরের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণ এবং ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে যখন আসামীকে ডিক্রী জারী না হওনের কারণ জানাইতে হুকুমনামা না পাঠান গিয়া এত্তেলানামা পাঠান গিয়া থাকে এবং সেই আসামীর সন্ধান না পাওয়া যায় তখন আদালতহইতে ইশ্তিহার দিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ আসামীর উপর যদি এত্তেলানামা জারী না হইতে পারে তবে ইশ্তিহার দিতেই হইবেক। কিন্তু যদি ঐ ইশ্তিহারের মর্ম্ম এত্তেলানামার মধ্যে লেখা যায় এবং যদি নাজিরের নিকটে এই মজমুনে এক পরওনানা ঐ এত্তেলানামার সঙ্গে পাঠান যায় যে তাহা আসামীর উপর জারী করিতে না পারিলে তাহা আসামীর বাটীতে লট্কাও তবে কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ১৬ আগষ্টের ১২৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২। আসামীর বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে পর ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণ ও ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৭ ধারায় যে এত্তেলানামা দিবার হুকুম আছে তাহা না দেওয়া গেলে ঐ ডিক্রী জারীক্রমে আসামীর উত্তরাধিকারিকে গ্রেপ্তার কি কয়েদ করা যাইতে পারে না।—১৮৪৯ সালের ৬ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৩। জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত কথার দ্বারা এমত বোধ না হয় যে আদালতের সাহেবেরা ফেব্রুআরি মাসের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমাতে রসুমের কি খরচার বাবৎ যে টাকা সরকারের পাওনা হয় তাহা কি ফরিয়াদী আসামীর স্থানে রসুমের যে টাকা উকীলদিগকে দেওয়াইতে হইবেক তাহা উসুল করণের বিষয়ে হুকুম দিতে পারিবেন না বরং আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমাতে এবং যে সকল মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষকে মুফলিসী অর্থাৎ যোত্রহীনমতে

সওয়াল ও জওয়াব করিতে অনুমতি হয় সে সকল মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদির মধ্যে কাহারু দরখাস্ত দাখিল হওনবিনা রসুমের কি অন্য খরচার বাবৎ যে টাকা সরকারের কি উকীলদিগের পাওনা হয় তাহা উসুলের বিষয়ে ডিক্রীর লিখিত যে সকল হুকুম সম্মর্ক রাখে তাহা জারী করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ১ প্র।

২৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে এক ডিক্রী জারী করণের বিষয়ি নানা কাগজপত্র যে মোকদ্দমার ডিক্রী হয় সেই মোকদ্দমার সকল রোয়দাদের সঙ্গে একি নথীতে রাখিতে হইবেক এবং অধস্থ সকল আদালতের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে হুকুম দিতে হইবেক।—১৮২৪ সালের ২৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৫। সদর আদালত আরো বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত এবং এ দরখাস্তের বিষয়ে যে কার্য্য হয় তাহার রেজিষ্টর এই রাজধানীর অধীন সমস্ত দেওয়ানী আদালতের মধ্যে একি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবেক এবং প্রত্যেক আদালতে যে রেজিষ্টর রাখিতে হইবেক তাহা নীচের লিখিত পাঠানুসারে লেখা যাইবেক। এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেব ও রেজিষ্টর সাহেব ও সদর আমীন ও মুনসেফেরা যে সকল ডিক্রী করেন তাহা পৃথক্ বহীতে লিখিতে হইবেক। —১৮২৪ সালের ২৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

অমুক জিলার জজ সাহেবের কর্ত্তা ডিক্রী জারী করণার্থ দরখাস্তের রেজিষ্টরের পাঠ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
দরখাস্তের নম্বর ও তারিখ।	ডিক্রীর নম্বর ও তারিখ।	আসামী ও ফরিয়াদীর নাম।	যে বস্তু ও যাহার নামে ডিক্রী হইল তাহা।	ডিক্রী জারী করণার্থে যে হুকুম ও যে তারিখে হইল তাহা।	ঐ হুকুমের যে রিটর্ণ হয় ও যে তারিখে পাওয়া যায় তাহ।	জোকহওয়া মল্পত্তির বিষয়ে দাওয়াদারের দরখাস্ত এবং তাহা যে তারিখে দাখিল হয় তাহা।	সম্পত্তি বিক্রয় কিম্বা খালাস হওনের হুকুম ও তাহার তারিখ।	ডিক্রী জারী করণেতে যে টাকা উসুল হয় এবং যে সম্পত্তি দাখিল হয় এবং উভয় প্রকার সম্পত্তির বিষয়ে প্রাপ্ত রসীদের তারিখ।	যে ব্যক্তিরা ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ হইয়াছে এবং তাহারদিগকে কয়েদ করণের হুকুমনামার তারিখ।	তাহারদের খালাস করণের হুকুমের তারিখ।	বিবিধ হুকুম ও মন্তব্য কথা।

মন্তব্য কথা। প্রত্যেক আদালতের নিমিত্তে উক্ত পাঠানুসারে নম্বরওয়ারী রেজিষ্টরের এক রেজিষ্টরী বহী রাখিতে হইবেক এবং জজ সাহেব ও রেজিষ্টর সাহেব ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদের দ্বারা যে সকল ডিক্রী করা যায় তাহার আলাহিদা২ রেজিষ্টরী রাখিতে হইবেক।

২৬। তথাচ সদর দেওয়ানী আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবকে এবং তাঁহার অধীন অধস্থ আদালতকে জানাইতেছেন যে নীচের লিখিত এ সাধারণ পাঠ কেবল সকল আদালতের কর্ম্ম একি মত রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্তে নিরূপণ করা গিয়াছে এবং ১৮১৪ সালের ২৬ আইনক্রমে দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী জারী করিবর যে দরখাস্ত হয় তাহা অগৌণে জারী হওনের যে অত্যাবশ্যক কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্তে ঐ রেজিষ্টরের পাঠ নিরূপণ হইয়াছে যদি জজ সাহেবেরা কর্ম্মের অনুশীলনক্রমে বোধ করেন যে ঐ রেজিষ্টরের মধ্যে কোন নূতন ঘর বা বিভাগ করিলে সেই কার্য্য আরো উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবেক তবে সেই প্রকার ঘর বা বিভাগ করিতে তাঁহারদের প্রতি নিষেধ নাহি।—১৮২৪ সালের ২৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৭। যদি ডিক্রীর নিয়ম বিশেষরূপে লেখা থাকে তবে সেই ডিক্রী জারী করণেতে সেই নিয়মক্রমে তাহা জারীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক এবং যে দলীলদস্তাবেজ ঐ ডিক্রীর মূল তাহার নিয়মানুসারে ডিক্রী জারীর নিয়ম হইবেক না।—১৮৪৭ সালের ২৬ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৮। ডিক্রীর মধ্যে ভূমির যে সীমানা নির্দিষ্ট আছে তদনুসারে ভূমির পরিমাণ নির্ণয় হইয়া তাহার দখল ডিক্রীদারকে দিতে হইবেক এবং তৎপরে জরিপের দ্বারা ঠিক যে ভূমি দৃষ্ট হয় তদনুসারে দখল দেওয়ান যাইবেক না।—১৮৪৮ সালের ১৯ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৯। দেশীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে হওয়া ডিক্রী যেরূপে জারী হয় সেইরূপে ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার বিরুদ্ধে করা ডিক্রী জারী করিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ৩ মের ৭৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি নীলাম হইতে পারে কি না পারে।

৩০। বাকীদারের যে ভূমিতে খাজানা বাকী পড়িয়াছিল তাহাছাড়া ঐ বাকীদারের অন্য২ ভূমি সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে নীলাম হইতে পারে না। কিন্তু যে ভূমির খাজানা বাকী পড়িয়াছে সেই ভূমিতে তাহার যে স্বত্ব থাকে তাহা এবং তাহার দ্রব্যাদি নীলাম হইতে পারে।—১৮০৩ সালের ১১ জানুআরির ৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১। সদর দেওয়ানী আদালত জানাইতেছেন যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারার ৫ প্রকরণানুসারে বাকী খাজানার নিমিত্তে যে ফয়সলা হয় তাহার টাকা যদি ঐ আইনানুসারে বাকীদার রাইয়তকে অথবা তাহার মালজামিনকে কয়েদ করণের দ্বারা অথবা ঐ ১৫ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে তাহার ভূমি ক্রোক করণের দ্বারা সেই বাঙ্গলা বা ফসলী কি ফিলাযন্তী সনের মধ্যে আদায় না হয় তবে যে বৎসরের খাজানার ফয়সলা হইয়াছে সেই বাঙ্গলা বা ফসলী কি ফিলাযন্তী বৎসরের শেষ হইলে পর ঐ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্তক্রমে যে খাজানার বিষয়ে ফয়সলা হইয়াছে তাহার বাবৎ জামীনের তালুক বা অন্য হস্তান্তর করণের যোগ্য ভূমি বিক্রয় করণের দ্বারা আদায় হইতে পারে। কিন্তু জজ সাহেবের উচিত নহে যে খাজানা বাকীর এজহার মাত্র পাইলে তাহার বিষয়ে তজবীজ না করিয়া ভূমি নীলাম করণের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করেন।—১৮১৩ সালের ৮ জুলাইর ১২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২। সরাসরী ডিক্রী জারী করণার্থে স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইতে পারে না।—১৮২৯ সালের ১৩ মার্চের ৪৯৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩। কলিকাতানিবাসি ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে কলিকাতার সীমাসমহদ্দের বাহিরে তাহার যে সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা ঐ ডিক্রী জারী করণার্থে বিক্রয় হইতে পারে। (১৮৪০ সালের ২৩ আইন দেখ।)—১৮৩২ সালের ৫ অক্টোবরের ৭২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৪। সদর আদালত ব্যবস্থা বিধান করিয়াছেন যে যে বন্ধকলওনিয়া মহাজনের নিকটে যে ভূমি বন্ধক হইয়াছে সে মহাজনছাড়া অন্য ব্যক্তির পক্ষে হওয়া ডিক্রী জারী করণার্থে সেই ভূমি নীলাম হইতে পারে কিন্তু বন্ধকলওনিয়া মহাজনের যে স্বত্ব ও লাভ তাহাতে থাকে তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ২৪ জানুআরির ৮৫৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সিপাহীর প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে তাহা আদায়ের নিমিত্তে তাহার মাহিয়ানা বন্ধ হইতে পারে না ডিক্রীদার অন্যান্য গতিকে যেরূপ করিতে পারে সেইরূপে সিপাহীকে কয়েদ করণের অথবা তাহার সম্পত্তি ক্রোক করণের দ্বারা আপনার টাকা উসুল করিতে পারে।—১৮৩৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বরের ১১৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬। ওয়কফ সম্পত্তি ডিক্রী জারী করণার্থে হস্তান্তর অথবা নীলাম হইতে পারে না। (এই মোকদ্দমায় ঐ সম্পত্তি এক মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে নিযুক্ত ছিল।)—১৮৩৮ সালের ১৭ আগষ্টের ১১৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭। ডিক্রী জারী করণার্থে কোন সম্পত্তিতে কোন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ লাভ নীলাম করণের হুকুম হইল কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত সেই হুকুম অন্যথা করিয়া স্থির করিলেন যে যে স্বত্ব ও লাভ বর্ত্তমান আছে কেবল তাহাই বিক্রয় করা যাইতে পারে।—১৮৪৪ সালের ৮ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৯ পৃষ্ঠা।

৩৮। যদ্যপি ডিক্রীদার আপন ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে দরখাস্ত করিয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে হওয়া ডিক্রীর টাকা আদায়ের যোগ্য কোন সম্পত্তি না পাওয়া যায় তবে তাহার খাতক অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে আপন পক্ষে যে ডিক্রী পাইয়াছে তাহার উপর ঐ ডিক্রীদার যথার্থ দাওয়া করিতে পারে এবং যে ব্যক্তির প্রতিকূলে খাতকের পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি তাহা জারী না করণের কোন বিশিষ্ট কারণ না দর্শাইলে ডিক্রীদার তাহা জারী করিতে পারে।—১৮১৮ সালের ৯ জুলাইর ২৯৩ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৩৯। কানপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কৃষ্ণের প্রতিকূলে বংশীর প্রমাণ না হওয়া যে দাওয়া থাকে তাহা বংশীর প্রতিকূলে রামনামক অন্য ব্যক্তি আপন ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে অধিকার করিতে পারে এবং তাহা নীলাম হইতে পারে। এবং যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সেই ব্যক্তি কৃষ্ণের স্থানে তাহার দাওয়া করিতে পারে এবং কৃষ্ণ সেই টাকা না দিলে তাহা পাইবার নিমিত্তে তাহার নামে নালিশ করিতে পারে।—১৮৪০ সালের ৩ জানুআরির ১২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০। আরো বিধান হইল যে প্রমাণহওয়া যে দাওবার ডিক্রী হইয়াছে তাহার বিষয়েও পূর্ব্বোক্ত বিধান খাটিবেক এবং যে ব্যক্তি নীলামে সেই দাওয়া খরীদ করে আসল ডিক্রীদার যেরূপে সেই ডিক্রী জারী করিতে পারিত সেই ব্যক্তিও সেইরূপ করিতে পারে।—১৮৪০ সালের ৩ জানুআরির ১২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪১। কোন দেবালয়ের অধিকারি ব্রাহ্মণের পালাব লাভ তাহার নিজ কর্জসম্পর্কীয় ডিক্রী জারী করণার্থে ক্রোক হইতে পারে না।—১৮৪১ সালের ১৯ মের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১০ পৃষ্ঠা।

৪২। হীরভূমের সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে গ্রাম্য চৌকীদারেবদের ভরণপোষণের নিমিত্তে যে ভূমি বৃত্তি আছে তাহার ফসল ঐ ভূমির মালিকের প্রতিকূলে হওয়া ডিক্রী জারী করণার্থে বিক্রয় হইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ১২ জুলাইর ১২১২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৩। ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১৪ ধারায় লাঙ্গলইত্যাদি কৃষিকর্ম্মের দ্রব্যজাত বিক্রয় করণের যে নিষেধ আছে তাহার অভিপ্রায় এই যে কেবল বকেয়া খাজানা উসুল করণের নিমিত্তে সেই বস্তু নীলাম হইতে পাবে না। ডিক্রী জারী করণার্থে সেই প্রকার বস্তু নীলাম করিতে নিষেধ নাই অতএব ডিক্রী জারী করণার্থে মুনসেফ সেই প্রকার বস্তু নীলাম করিতে পারেন্। —১৮৩৫ সালের ৩১ জুলাইর ২৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারী করণার্থে যোতদাবের স্বত্ব ও লাভ নীলাম হইতে পারে।—১৮৩৪ সালের ১১ জুলাইর ৮৯০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫। মুসলমানের যে ভূমিতে কবর আছে তাহা ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ২১ নবেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪০ পৃষ্ঠা।

৪৬। কলিকাতায় স্থাপিত যোত্রহীন আদালতের আসৈনি সাহেবের দখলে যে সম্পত্তি আছে তাহা জিলার আদালত আপনার ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম করিতে পারেন না।—১৮৩৬ সালের ৪ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১০ পৃষ্ঠা।

৪৭। দরখাস্তকারি কএক জন হিন্দুরানের পক্ষে এই ডিক্রী হইয়াছিল যে তাহারদের পরিবারেরদের দ্বারা কতক ধর্ম্ম ক্রিয়া করণের বিষয়ে তাহারা দাওয়া করিতে পারে এবং সেই২ ক্রিয়া যদি তাহারা না করে তবে ক্ষতিপূরণার্থ তাহারদের টাকা দিতে হইবেক। এই বিষয়ে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ ডিক্রী কেবল ক্ষতিপূরণের টাকার বিষয়ে এবং মোকদ্দমার খরচার বিষয়ে প্রবল হইতে পারে এবং তৎপরে যতবার ঐ পরিবারেরা সেই২ ক্রিয়া করিতে স্বীকার না করে ততবার তাহারদের নামে তদ্বিষয়ে নালিশ হইতে পারে। -১৮৪২ সালের ৫ জানুআরির সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২১ পৃষ্ঠা।

৪৮। যদি আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে এক জন কালেক্টর অন্য কালেক্টরের কালেক্টরী এলাকার মধ্যস্থিত সম্পত্তি নীলাম করেন তবে তাহা বেদাঁড়া।—১৮৪১ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৬ পৃষ্ঠা।

৪৯। ধার্য্য হইল যে সরকারের দত্ত পেন্সান আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে ক্রোক হইতে পারে না যে ব্যক্তিকে সরকার ঐ পেন্সান দিয়াছেন কেবল সেই ব্যক্তিকে ঐ পেন্সানের টাকা দেওয়া যাইতে পারে।—১৮৩৯ সালের ৬ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৯ পৃষ্ঠা।

৫০। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পেন্সান ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোক হইতে পারে না।—১৮৩৩ সালের ৩ মের ৭৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫১। ডিক্রী জারী করণার্থে দেওয়ানী আদালত সেনাপতি সাহেবেরদের মাহিয়ানা ক্রোক করিতে পারেন্ না।—১৮৩৪ সালের ২৪ অক্টোবরের ৯০২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫২। যেহেতুক সৈন্যসম্পর্কীয় ও জাহাজসম্পর্কীয় যোদ্ধারদের মুশাহেরা ও বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত অন্যান্য আলুফা আদালতের পরওয়ানাক্রমে ক্রোক করণ নিবারণার্থে আইন সংগ্রহ করা এবং তাহার কর্ম্ম বিস্তারিত করা উচিত বোধ হইয়াছে অতএব নীচের লিখিতমতে হুকুম হইল। বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮১৪ সালের ১২ আইন ও ১৮৪৫ সালের ৩১ আইন রদ হইল ইতি।—১৮৪৯ সা। ৬ আ। ১ ধা।

৫৩। কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যসম্পর্কীয় কি জাহাজসম্পর্কীয় সিরিশ্‌তার অকর্ম্মণ্য কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক কিম্বা সৈন্যের বা জাহাজের এলাকাদার ব্যক্তিকে যে কমীহওয়া মাহিয়ানা কিম্বা যে কোন নামেতে খ্যাত মুশাহেরা এবং কোন ব্যক্তিকে পূর্ব্বকালীন কার্য্যের নিমিত্তে ও বর্ত্তমান ক্ষীণতা অথবা বৃদ্ধাবস্থার জন্যে যে কোন মাসিক কি বার্ষিক মুশাহেরা কিম্বা আলুফা শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলের কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে কোন রাজধানীর অথবা কোন স্থানের শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেবের অথবা হুজুর কৌন্সেলে শ্রীযুত গবর্‌নর্‌ সাহেবের কিম্বা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্‌নর্‌ সাহেবের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা এবং চেল্‌সি নগর কিম্বা গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের বৃত্তিভোগী যে ব্যক্তি ঐং আলযে বাস করে না তাহারদের যে মুশাহেরা ঐ চেল্‌সি নগরের অথবা গ্রেনিচ নগরের হাসপিটালের কমিস্যনর সাহেবেরদের হুকুমক্রমে দেওয়া যায় তাহা এবং ঐ প্রকার কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবতে যে সকল টাকা পাওনা থাকে বা উত্তর কালে পাওনা হয় তাহা সেইং মুশাহেরাদার কি আলুফাদারের উপর কোন দাওয়াপ্রযুক্ত কোন মহাজনের নালিশক্রমে ঐং দেশের মধ্যে কোন আদালতের দ্বারা বা কোন আদালতের হুকুম কি ডিক্রী জারীর অনুসারে ক্রোক বা আটক করা যাইবেক না ইতি।—১৮৪৯ সা। ৬ আ। ২ ধা।

৫৪। এমত কোন মুশাহেরাদার কি আলুফাদারের কোন মুশাহেরার বাবৎ যে টাকা নিয়মপত্রাদি লিখনের সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে পাওনা ছিল না সেই টাকার উপর যে কোন নিয়মপত্র কি একরারনামা বা বরাৎ কিম্বা বিক্রয়পত্র কি জামিনীনামা লিখিয়া দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইবেক। এবং যে মুশাহেরা উত্তর কালে পাওনা হইবেক তাহার উপর যে কোন বরাৎ কি নিয়মপত্র দেওয়া যায় তাহা বাতিল হইবেক ইতি।—১৮৪৯ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

৫৫। রাজদত্ত চার্টরের দ্বারা স্থাপিত কোন আদালতহইতে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে যে কোন পরওয়ানা বাহির হইয়াছে তাহার বিষয়ে অথবা উক্ত প্রকার কোন মুশাহেরাদার চেল্‌সি কি গ্রেনিচ নগর সম্পর্কীয় মুশাহেরার বাবৎ অথবা মান্দ্রাজ রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে কোন নিয়মপত্র কি একরারনামা বা বরাৎ কিম্বা বিক্রয়পত্র অথবা জামিনীনামা এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে করিয়াছে কিম্বা বোম্বাই রাজধানীতে দত্ত মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে দানপত্রপ্রভৃতি ১৮৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে করা গিয়াছে অথবা বাঙ্গলা রাজধানীতে দত্ত কোন মুশাহেরা কি আলুফার বাবৎ যে দানপত্রপ্রভৃতি ১৮১৪ সালের ২৭ মে তারিখের পূর্ব্বে করা গিযাছে তাহার বিষয়ে এই আইন খাটিবেক না ইতি।—১৮৪৯ সা। ৬ আ। ৪ ধা।

৫৬। জিলা ও শহরের জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রী জারীক্রমে সরকারী চাকরেরদের মাহিয়ানা ক্রোক হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে সরকারী চাকরেরদের মাহিয়ানার যে টাকা পাওনা থাকে তাহা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায ক্রোক হইতে পারে অতএব জিলা ও শহরের আদালতের জজ সাহেবেরা সেই প্রকার টাকা ক্রোক করিতে পারেন এবং যে কর্ম্মকারক ঐ মাহিয়ানা বাঁটেন তাঁহাকে ঐ মাহিয়ানা ক্রোক করিতে হুকুম দিতে পারেন এবং ঐ মাহিয়ানা বাঁটনিয়া কর্ম্মকারকের প্রতি সেইরূপ করিতে হুকুম আছে। যে মাহিয়ানার টাকা পাওনা আছে তাহাতে যদি ঐ ডিক্রীর টাকা অকুলান হয তবে ঐ আসামীকে সুতরাং কয়েদ করা যাইতে পারে।—১৮৩৩ সালের ৯ আগষ্টের ৮২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৭। সিরিশ্‌তার প্রধান কর্ম্মকারকেরদের প্রতি ডিক্রী জারী করণার্থে তাঁহারদের অধীন ব্যক্তিরদের মাহিয়ানাহইতে বাদ দেওনের বিষয়ে দরখাস্ত হইলে তাঁহারদের যেং কার্য্য করা কর্ত্তব্য ক্লেশ নিবারণার্থে তাহা ধার্য্য ও নিরূপণ করা উচিত বোধ হওযাতে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওযানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা আপনং অধীন কর্ম্মকারকদিগকে নীচের লিখিত বিধির বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম দিতেছেন।—১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৫৮। আসামীর নিতান্ত পাওনা টাকা যে দফতরখানায থাকে তাহাভিন্ন অন্য টাকার বিষয়ে উক্ত প্রকার গতিকে সিরিশ্‌তার প্রধান কর্ম্মকারকেরদের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবেক না এবং তাঁহারা কোন হুকুম দিবেন না। কিন্তু যদি উভয় বিবাদী উপস্থিত হইয়া আপোসে সে দাওয়া মিটায এবং যদি আসামীর মাহিয়ানার উপর বরাৎ লইতে ফরিয়াদী স্বীকৃত হয় তবে যে জজ অথবা কর্ম্মকারক সাহেব ঐ দরখাস্ত পাঠান্‌ তাঁহার এইমাত্র কর্ত্তব্য যে আসামী যে সিরিশ্‌তায় থাকে সেই সিরিশ্‌তার প্রধান কর্ম্মকারককে ঐ বন্দোবস্তের বৃত্তান্ত জানান্‌। পরে ঐ মোকদ্দমা আপন নথীহইতে উঠাইবেন এবং ঐ বন্দোবস্তের শেষ করণের ভার বাদিপ্রতিবাদির প্রতি থাকিবেক।—১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩ ধারা।

ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে বিবিধ নিষ্পত্তি।

৫৯। দেওয়ানী আদালতে কোন ব্যক্তির পক্ষে ভূমির ডিক্রী হইলে সেই ভূমি বাজেয়াফ্ত হইলে ও তাহার উপর কর ধার্য্য হইলেও সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে।—১৮৪৭ সালের ৫ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৬০। ধার্য্য হইল যে কোন আসামীর স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ের নালিশ উপস্থিত হওনপ্রযুক্ত ঐ আসামীর বিরুদ্ধে টাকার বিষয়ের হওয়া ডিক্রী জারী করণার্থে সেই স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার যে স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহা বিক্রয় করণের কোন প্রতিবন্ধক নাই।—১৮৪১ সালের ১৪ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ পৃষ্ঠা।

৬১। বলরাম আপনার তালুকের মধ্যে যে এক মৌজা অন্যায়রূপে ভুক্তন করিয়াছিল তাহার দখল পাইবার এক ডিক্রী আনন্দ পাইয়াছিল সেই ডিক্রীর উপর বলরাম আপীল করিল কিন্তু বাকী রাজস্বের নিমিত্তে তাহার তালুক নীলাম হওয়াতে বলরাম আপন আপীলী মোকদ্দমা চালাইতে কসুর করিলে ঐ আপীল ডিসমিস হইল। পরে বলরাম ঐ নীলাম অন্যথার হুকুম পাইলে নির্দ্ধার্য্য হইল যে আনন্দ নূতন মোকদ্দমা না করিয়া আপন ডিক্রী জারীক্রমে ঐ মৌজার দখল পাইতে পারে।—১৮৩৬ সালের ৮ জানুআরির ২৯৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬২। এক ব্যক্তির আমানতী টাকা জব্দ হইয়াছিল কিন্তু তৎপরে গবর্ণমেণ্ট সেই ব্যক্তিকে তাহা ফিরিয়া দিতে হুকুম করিলেন। ইতিমধ্যে দেওয়ানী আদালত ডিক্রী জারী করণার্থে সেই টাকা ক্রোক করিতে হুকুম করিলেন এবং তৎপরে যে ব্যক্তিকে সেই টাকা ফিরিয়া দিবা। হুকুম হইল সেই ব্যক্তির জমীদারীর বাকী রাজস্বের জন্যে কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা হস্তগত করিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে দেওয়ানী আদালতের ক্রোক এইরূপ উপেক্ষা করিতে কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতা ছিল না।—১৮৪৩ সালের ১১ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫১ পৃষ্ঠা।

৬৩। বাকীদারের স্থানে যে টাকা পাওনা আছে তাহা যদি সে ব্যক্তি দিতে উদ্যত হয় তবে তাহার তালুক অথবা অন্য যে ভূমি হস্তান্তর হইতে পারে তাহা নীলাম হইতে পারে না।—১৮১৩ সালের ১৫ জুলাইর ১৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬৪। যদি এমত ডিক্রী হয় যে এক জন খাতক অন্য২ খাতকের সঙ্গে সাধারণে দায়ী আছে তবে সেই খাতক সেই কর্জ্জেতে আপনার যে অংশ বোধ করে তাহা আমানৎ করিয়া দায়হইতে মুক্ত হওনের দাওয়া করিতে পারে না।—১৮৪১ সালের ২৩ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৫ পৃষ্ঠা।

৬৫। যে নানা দেনদারের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে তাহারদের দায় অংশাংশ করিবার ডিক্রীদারের দরখাস্ত যদি নামঞ্জুর হয় তবে তাহার দ্বারা ঐ ডিক্রী তাহারদের সকলের প্রতিকূলে সাধারণে এবং একে২ জারী করণের কোন বাধা নাই। —১৮৪৮ সালের ১৮ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৬৬। যদি কোন হিন্দু বিধবার নিজের বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তবে তাহার মরণোত্তর যাহাকে সে স্ত্রী আপনার স্বামির অনুমতিক্রমে দত্তক পুত্র করিয়াছিল সেই পুত্রের দখলে থাকা তাহার স্বামির সম্পত্তির উপর সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না। সেই সম্পত্তি সেই বিষয়ে দায়ী কি না তাহা সেই ডিক্রীদার নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা বিচার করাইতে পারে।—১৮৫১ সালের ২৬ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১০ পৃষ্ঠা।

৬৭। যে কোন ব্যক্তির কোন ডিক্রীর সঙ্গে সম্পর্ক নাই সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী হইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ১৫ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৫ পৃষ্ঠা।

৬৮। যদি কোন দাওয়ার এক অংশের বিষয়ের ডিক্রী হয় তবে তৎপরে অবশিষ্ট অংশ নিঃসন্দেহ স্বত্বক্রমে পাট্টাদারের হইলে ও তাহার দখল ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ান যাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ২৯ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২১ পৃষ্ঠা।

৬৯। কর্জ্জের নালিশেতে এক জন ফরিয়াদী ননসুট হইল এবং সকল খরচা তাহার দিতে হইল। তৎপরে পুনরায় নালিশ করিয়া তাহার পক্ষে ডিক্রী হয় ইতিমধ্যে আসামী ঐ ননসুটের ডিক্রী অন্য ব্যক্তিকে বিক্রয় করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এই মোকদ্দমা সম্পষ্টতঃ ফেরেবী করিয়া হইয়াছে অতএব প্রথম ডিক্রীর উপর যে খরচা দেয় ছিল তাহা দ্বিতীয় ডিক্রীক্রমে পাওনা টাকাহইতে বাদ দেওয়া যাইবেক।—১৮৪৬ সালের ২৭ অক্টোবরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৬ পৃষ্ঠা।

৭০। ধার্য্য হইল যে আনন্দের পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা যদি সেই ব্যক্তি পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিয়া বলরামকে দেয় তবে আনন্দ আপনি অথবা সেই বিশেষ কারণেতে নিযুক্ত মোখ্তারের দ্বারা জোবানীতে অথবা দরখাস্তক্রমে সেই ডিক্রী বলরামকে হস্তান্তর করণবিষয়ে আদালতে জ্ঞাত না করিলে দেওয়ানী আদালত সেই হস্তান্তর স্বীকার করিতে পারেন না। এই২ কার্য্য হইলে পর ডিক্রী জারীর হুকুমে প্রথম ডিক্রীদারের নামের পরিবর্ত্তে বলরামের নাম লেখা যাইবেক।—১৮৪২ সালের ১৭ জুনের ১৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭১। ডিক্রী জারীর বিষয় আপোসে নিষ্পত্তি হইয়াছিল কিন্তু তৎপরে দুষ্ট হইল যে খাতক ঐ নিষ্পত্তির নিয়ম প্রতিপালন করে নাই এইপ্রযুক্ত ঐ ডিক্রী জারীর কার্য্য পুনর্ব্বার আরম্ভ হইল।—১৮৪৭ সালের ৮ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৭২। এক মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে এবং ডিক্রী জারী আরম্ভ হইলে পর বাদি প্রতিবাদিরদের মধ্যে আপোসে নিষ্পত্তি হইল তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এক পক্ষ ব্যক্তি যদ্যপি ঐ নিষ্পত্তির নিয়মের বিষয়ে প্রতারণা করিয়াছে কথিত হইল তথাপি সেই নিষ্পত্তির বিশেষ বিষয় দৃষ্টে ঐ নিষ্পত্তির দ্বারা ডিক্রী অন্যথা হইয়াছে এবং ডিক্রী পুনর্ব্বার জারী হইতে পারে না।—মন্তব্য। এই গতিকে বন্দোবস্তের দ্বারা ডিক্রীর অন্যথা হইল কিন্তু রামসহায় সিংহ এবং অন্যেরদের পূর্ব্ব লিখিত মোকদ্দমায় খাতকের বন্দোবস্তের নিয়ম প্রতিপালন করণ কি না করণ বিধায় ডিক্রী জারীর পুনঃস্থাপন হইল এই নিমিত্তে আদালতের বিবিধ হুকুম হইল।—১৮৪৭ সালের ৯ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৭৩। পশ্চিম বর্দ্ধমানের জজ সাহেব সদর আদালতের নিকটে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নীচের লিখিত বিষয়ে আমার কি কর্ত্তব্য। দীনবাম শাহার দরখাস্তপ্রযুক্ত আমি তদারক করিয়া অবগত হইলাম যে ১৮৪০ সালের ৬ জুন তারিখে সে সোণামুখীর মুনসেফের কাছারীতে গণেশ গরাইনের নামে ১২৬৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিল এবং ঐ গরাইনের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইতে পারিত তাহা জারী না হওনের নিমিত্তে সে ব্যক্তি গোপাল গরাইননামক তাহার এক কুটুম্বকে তাহার নামে বড়যোড়ার মুনসেফের কাছারীতে ঐ মাসের ৫ তারিখে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করায় এবং ঐ মাসের ৮ তারিখে ঐ গণেশ গরাইন এক ফেরেবী "একওয়াল দাবী" দাখিল করে তাহাতে সে ঐ মিথ্যা দাওয়া স্বীকার করে এবং দাওয়া পরিশোধের নিমিত্তে আপনার সমস্ত জায়দাদ বন্ধকস্বরূপ দিল এবং তাহার অনুসারে সেই দিবসে তাহার পক্ষে এক ডিক্রী হয়। তাহাতে জজ সাহেবকে কহা গেল যে উক্ত বিবরণদৃষ্টে ক্ষতিগ্রস্ত ডিক্রীদারের উক্ত ফেরেবী কার্য্যের দ্বারা যত নোকসান হইয়াছে তাহার বিষয়ে ঐ ফেরেবী ব্যক্তির নামে নয়রী মোকদ্দমা করে এবং মোকদ্দমার বিচার হওনের সময়ে উক্ত সমস্ত জায়দাদ ক্রোক হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা ডিক্রীদারের হক রক্ষা হইতে পারে।—১৮৪১ সালের ৪ জুনের ১২২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৪। যে ব্যক্তি সাবেক মোকদ্দমায় এক পক্ষ ছিল না এমত ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী যদি গণ্ডাপূর্ব্বক পাওয়া গিয়াছিল প্রমাণ হয় তবে ঐ আদালত আপনার ঐ ডিক্রী অন্যথা করিতে পারেন। ১২২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৯১ পৃষ্ঠা।

৭৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন ডিক্রীদারের পক্ষে যে সম্পত্তির ডিক্রী হয় তাহার দখল সরকারী কার্য্যকারকের দ্বারা তাহাকে দেওয়াইতে হইবেক তাহাতে যে খরচা লাগে তাহা পক্ষান্তর ব্যক্তির দিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ১৬ নবেম্বরের ১১৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৬। অনেক ডিক্রীদার একি সম্পত্তি ক্রোক করিলে যে ব্যক্তি সেই সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া করে সেই ব্যক্তি সকলের নামে এক আবজীতে নালিশ করিতে পারে।—১৮৪২ সালের ৩১ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৩ পৃষ্ঠা।

৭৭। সম্পত্তির বিষয়ের ডিক্রী হইলে ছয় ব্যক্তিরদের মধ্যে প্রত্যেক জন যে২ অংশ পাইবেক তাহার নিষ্পত্তি করণার্থে সেই সম্পত্তির সম্পর্কে নূতন মোকদ্দমা হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ১৬ মের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২০৭ পৃষ্ঠা।

৭৮। টাকার বিষয়ের ডিক্রীর তারিখের চারি বৎসর পরে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার পৌত্রের নামে ডিক্রীদার ডিক্রী জারী করণার্থে নালিশ করিল। সেই মোকদ্দমায় হিন্দুরদের শাস্ত্রের এক বিষয় উত্থিত হইল এবং তাহা সরাসরী মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি হইতে পারিল না এইপ্রযুক্ত ডিক্রীদার যাহার স্থানে ডিক্রী হওয়া টাকার দাওয়া করিল সেই ব্যক্তি সেই টাকার বিষয়ে দায়ী কি না ইহা নির্ণয় করণার্থে ডিক্রীদারকে নয়রী মোকদ্দমা করিতে হুকুম হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৯ সালের ২০ আগষ্টের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৩০৮ পৃষ্ঠা।

৭৯। অংশি খাতকের বিরুদ্ধে সাধারণমতে মহাজনের পক্ষে ডিক্রী হইলে সেই অংশি খাতকেরা যদি পরস্পর

মোকদ্দমা উপস্থিত করে তবে তাহার দ্বারা মহাজনের ডিক্রী জারী করণের কোন প্রতিবন্ধক হয় না।—১৮৪২ সালের ১৮ জানুয়ারির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৩ পৃষ্ঠা।

৮০। যে ব্যক্তি ইজারদারকে পাট্টা দিয়াছিল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে ডিক্রীদার ঐ ডিক্রীর শক্তিক্রমে ঐ ইজারদারকে আপনার বন্দোবস্তের মিয়াদ থাকিতে বেদখল করিতে পারে না। [৫৪০ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ।]—১৮৪১ সালের ২৬ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮ পৃষ্ঠা।

৮১। বলরামের জমীদারীর উপর আনন্দ দাওয়া করিল। প্রবিন্সাল আদালতে আনন্দের পক্ষে ডিক্রী হইল এবং সেই ডিক্রী কাশীনাথের জামিনের উপর জারী হইল। ঐ কাশীনাথ বলরামের আপীলের ফলের প্রতীক্ষায় সেই জমীদারী ও তাহার লাভ ধার্য্য করিতে অঙ্গীকার করিল। সদর দেওয়ানী আদালত ঐ ডিক্রী অন্যথা করিলেন এবং বলরাম আপনার ডিক্রী জারী করণেতে আনন্দ ও কাশীনাথের স্থানে ওয়াসিলাৎ আদায় করণের হুকুম প্রাপ্ত হইল। তৎপরে বলরামের পক্ষে যে চারি বৎসরের ওয়াসিলাতের ডিক্রী হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিক দুই বৎসরের যে ওয়াসিলাৎ পাইয়াছিল কাশীনাথ স্বীকার করিয়াছিল তাহার জন্যে আনন্দ তাহার নামে নালিশ করিল। তাহাতে বলরাম উপস্থিত হইয়া সেই টাকা আপনার জন্যে দাওয়া করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে বলরাম কাশীনাথের বিরুদ্ধে ডিক্রী পাইতে পারে এবং কাশীনাথ আনন্দকে যে আগাম টাকা দিয়াছিল তাহা ডিক্রীতে ওয়াসিলাৎ টাকাহইতে বাদ দিতে পারে কিন্তু বলরাম এই মোকদ্দমাতে মুদ্ধ উপস্থিত হওনপ্রযুক্ত বেশী লাভের ডিক্রী পাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ৩১ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২১৮ পৃষ্ঠা।

৮২। যদি আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কোন ব্যক্তি পত্তনিদারের স্বত্ব ও লাভ খরীদ করে তবে সেই পত্তনি তালুকের অন্তর্গত যে ভূমি জমীদার পত্তনি দিবার তারিখের পূর্ব্বে নিষ্কররূপে অন্য ব্যক্তিকে দান করিয়াছিলেন এবং পত্তনিদারের দখলে কখন আইসে নাই সেই ভূমির বিষয়ে ঐ খরীদার কোন যথার্থ দাওয়া করিতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৮১ পৃষ্ঠা।

৮৩। বলরাম ও কাশীনাথ ও দীননাথ যে সময়ে আনন্দের পিতার কর্ম্মকারক ছিল সেই সময়ে তেজারতের দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তির এক অংশ পাইবার জন্যে আনন্দ তাহারদের নামে নালিশ করিল এবং তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল। তাহার পরে ঐ ফরিয়াদী ঐ ডিক্রী জারী করিতে উদ্যত হইলে দীননাথ এই ওজর করিয়া দায়হইতে মুক্ত হওনের চেষ্টা করিল যে আমি অথবা আমার পিতা কখন আনন্দের পিতার কর্ম্মকারক ছিলাম না। কিন্তু এই ওজর মোকদ্দমা হওনের সময়ে উপস্থিত না হওয়াতে অগ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৬ সালের ১৯ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৯৪ পৃষ্ঠা।

৮৪। যে ভূমি লইয়া মোকদ্দমা হয় তাহার সীমা নালিশী আরজীতে এবং ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট না হওয়াপ্রযুক্ত সদর দেওয়ানী আদালত জিলার ডিক্রী জারী স্থগিত রাখিলেন।—১৮৪৮ সালের ২৮ মার্চের মাসারী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৪ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের দ্বারা বাটী কি ফলের বাগান কি বাগান অথবা ক্ষুদ্র২ নিষ্কর ভূমিখণ্ডের নীলাম।

৮৫। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ২০ আইনের এবং ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের কি চলিত অন্য যে কোন আইনের যে২ কথাক্রমে এ হুকুম আছে যে আদালতের ডিক্রীর মতাচরণার্থে ভূমি নীলাম করিতে হইলে তাহা সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর কিম্বা সরকারের রাজস্বের সিরিশ্তা সম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা করা যায় ঐ২ হুকুম এই প্রকরণের দ্বারা নীচের লিখনক্রমে সুস্পষ্ট করা ও শুধরা যাইতেছে ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৮৬। উপরের উক্ত আইনের লিখিত হুকুম বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র২ ভূমিখণ্ড নীলামের সহিত সম্পর্ক রাখে ইহা বোধ করা যাইবেক না ও আদালতের কোন ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণ করণের নিমিত্তে ভূম্যাদি নীলাম করণের আবশ্যক হইলে ঐ ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণ করণের ক্ষমতাপন্ন আদালতের সাহেবের কি কোন কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা ঐ নীলাম পূর্ব্বমত বোর্ড রেবিনিউস্

সাহেবদিগের কি জিলার কালেক্টর সাহেবের কি রাজস্বের সিরিশ্‌তাসম্পর্কীয় অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবের জ্ঞাতসার করণব্যতিরেকে করা যাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৮৭। আইনানুসারে ভূম্যাদি বিক্রয়করণ দ্বারা আদালতের কোন ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণ করিবার ক্ষমতাপন্ন জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণার্থে যেমন নীলামের যোগ্য কোন অস্থাবর বস্তু নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন্ সেই মত তদর্থে নীলামের যোগ্য কোন বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর কোন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড নীলাম করিতে হুকুম দেন্ ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৮৮। সদর আদালত ১৮২৫ সালের ৭ আইনের হেতুবাদ বিবেচনা করিয়া এবং ঐ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণ সেই আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণ ও ৩ ধারার ১ প্রকরণের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া বোধ করিতেছেন যে বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নীলাম করিতে হইবেক। কিন্তু নিষ্কর বৃহৎ ভূমিখণ্ড এবং মালগুজারীর সকল ভূমি যত ক্ষুদ্র হউক তাহা ফলের বাগান বা বাগিচা না হইলে রাজস্বের কর্ম্মকারকের দ্বারা নীলাম করিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ২০ ফেব্রুআরির ৯৩১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮৯। জিলা ও শহরের আদালতের যে জজ ও রেজিষ্টর সাহেবেরা আদালতের ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির মতাচরণ করণের নিমিত্তে সামান্যতঃ ঐং আদালতের নাজিরদিগকে কিম্বা ঐ জজ কি রেজিষ্টর সাহেব আপনং মোকামে সদর আমীনদিগকে এবং আপনং সরহদ্দের মধ্যে অন্যং স্থানে তথাকার মুনসেফদিগকে অস্থাবর বস্তু নীলাম করিবার ভার দেন্ ঐ সাহেবদিগকে এই প্রকরণের দ্বারা ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে আবশ্যক বোধ হইলে এই আইনের হুকুমানুসারে যেং বাটী ঘর কি বাগান কি ফলের বাগান কি নিষ্কর ক্ষুদ্র কোন ভূমিখণ্ড নীলাম করা কর্ত্তব্য তাহা নীলাম করিবার ভার ঐং কর্ম্মকারিদিগকে দেন্ ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

৯০। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারাতে হুকুম আছে যে ভূমি ক্রোক ও নীলাম করণের কার্য্যে নাজির নিযুক্ত হইতে পারে কিন্তু সদর আদালত বোধ করেন যে ঐ নীলামের উৎপন্নের উপর নাজিরেরা কিছু কমিস্যন পাইতে পারে না।—১৮২৯ সালের ২৯ মের ৫০৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৯১। আদালতের কোন ডিক্রীর কিম্বা অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণার্থে অস্থাবর কি উপরের উক্তমত স্থাবর বস্তু ক্রোক করা গিয়া নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলাম হইবার কথা এবং তাহার সময় ও স্থানের নিরূপণ ও যে বস্তু নীলাম হইবেক তাহার বেওরা এবং যে টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ নীলাম করা যাইবেক তাহার সংখ্যা ঐ নীলামের ঘোষণা দিবার হুকুম হওনের তারিখের পর ও ঐ নীলাম হওনের নিমিত্তে নিরূপিত দিনের পূর্ব্বে ৩০ ত্রিশ দিনের কম না থাকে ঐ নীলামের নিরূপিত দিনের এত দিন পূর্ব্বে সেই দেশের চলিত ভাষাতে ঘোষণা দেওনদ্বারা প্রচার করা যাইবেক। যে স্থানেতে ঐ বস্তু ক্রোক থাকে সেই স্থানে দস্তুরমতে ঢোল পিটাইয়া ঐ ঘোষণা দেওয়া যাইবেক এবং যে গ্রামে কি নগরে ঐ বস্তু ক্রোক হয় তাহার মধ্যগত সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এবং ঐ স্থানের মুনসেফের কাছারীতে এবং তথাকার জিলার কালেক্টর সাহেবের এবং জিলার যে জজ কি রেজিষ্টর সাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন তাঁহারো কাছারীতে তদর্থে ইশ্‌তিহারনামা লটকান যাইবেক ও ঐ নীলাম সদর আমীনের দ্বারা হইতে হইলে তাঁহারো কাছারীতে ঐ ইশতিহারনামা লটকান যাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৯২। বাঙ্গলা দেশের সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে জিলার আদালত এবং সকল অধীন আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম হওনের নিমিত্তে ক্রোক ও ইশ্‌তিহার হইলে পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইবেক।—১৮৪৩ সালের ২১ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

৯৩। প্রত্যেক আদালতের আবশ্যকতামতে নানা জজ সাহেবেরা আপনং বিবেচনাক্রমে উক্ত ইশ্‌তিহারনামা যত খানের আবশ্যক হয় তত কলিকাতার পাথরিয়া ছাপাখানার কর্ত্তা সাহেবের নিকটহইতে আনাইবেন।—১৮৪৩ সালের ২১ আগষ্টের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

নীলামের ইশ্‌তিহার।

জারীর মহকুমা জিলা

বাবত ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা।
বনাম।

নীলাম এবিষয় হকীয়ৎ ও তৎসংক্রান্ত।

নীচের লিখিত মতালক জায়দাদ যাহা ডিক্রীর টাকা উসুলনিমিত্তক লিখিত তারিখ সন ১৮ সকলে অবগত হইবা যে

নীচের লিখিত জায়দাদের তালিকার ফর্দ্দ আপন ডিক্রীর টাকা উসুলের নিমিত্তে উপরোক্ত বিষয় যাহা নীলাম হওনের জন্যে সন ১৮ ইঙ্গরেজীতে দাখিল করে এবং ঐ দরখাস্ত-অনুসারে সকলের জ্ঞাতার্থে ইশ্‌তাহার এই মজমুনে জারী হইতেছে যে

তারিখ মাহা সন ১৮ ইঙ্গরেজী জিলা

পরগনার মোকামে নীচের লিখিত জায়দাদে শ্রী

যে কিছু হক থাকে প্রাতে দশ ঘণ্টার সময় নীলাম শুরু হইবেক যাহাকে উক্ত হকীয়ৎ খরীদকরা প্রয়োজন হয় মোকাম মজকুরে উক্ত সমলে স্বয়ৎ কিয়া মোক্তারকার দ্বারা হাজির হইয়া খরিদ করে।

নীলামের শরাএত্ত।

১ দফা। উক্ত জায়দাদসংক্রান্ত মুদ্দালেহের যাহা হক আছে তদ্ব্যতিরেকে অন্য কাহার হকীয়ৎ ও তৎসংক্রান্ত বিষয় নীলাম হইবেক না।

২ দফা। যখন নীলাম সাঙ্গ হইবেক তখন নীলাম খরীদারকে নীলামী টাকার উপর শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে বায়নার টাকা নীলাম হইবামাত্র আর বাকী টাকা স্থাবর বস্তুর ১৫ দিবস মিয়াদে এবং অস্থাবর বস্তুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক তবে নীলামের খরিদার নীলামী বস্তুর উপর দখল পাইবেক।

৩ দফা। যদ্যপি নীলাম খরীদার বায়নার টাকা দাখিল করিয়া স্থাবর বস্তু নীলাম হইবার সময়হইতে ১৫ দিবসের মধ্যে আর অস্থাবর বস্তুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পূরের বাকী টাকা দাখিল না করে তবে জায়দাদ মজকুর পুনরায় নীলাম হইবেক আর যে কিছু নোকসান পুনরায় নীলামে হইবেক প্রথম খরীদারহইতে আদায় হইয়া পূরবাহা ও বায়নার টাকাসমেত মুদ্দালেহের নামে লেখা হইবেক এবং ডিক্রীদারকে ডিক্রীর আন্দাজ টাকা দেওয়ান যাইবেক।

৪ দফা। যদ্যপি নীলাম খরীদার নীলাম পূর্ণ হওনমাত্র বায়নার টাকা দাখিল না করে তবে জায়দাদ মজকুর তৎক্ষণাৎ নীলাম হইবেক আর নীলামী টাকা ছানী নীলাম খরিদারহইতে এবং যে আন্দাজ টাকা নীলাম ছানীতে নোকসান হইবেক প্রথম খরীদারহইতে উসুল আর মুদ্দালেহের নামে লেখা হইয়া ডিক্রীদারকে ডিক্রীর আন্দাজ টাকা দেওয়ান যাইবেক।

৫ দফা। এবং এই দুই প্রকারেই যে কিছু লাভ দ্বিতীয় নীলামে হইবেক মুদ্দালেহের নামে লেখা হইয়া ডিক্রীদারকে ডিক্রীর আন্দাজ টাকা দেওয়ান যাইবেক ইতি।

অপ্রকাশ না থাকে যে অদ্যাবধি
জায়দাদ মজকুরের বিষয়েও জবদবি

তরফহইতে দাখিল

ইতি তারিখ মাহা সন ১৮ ইং

জায়দাদের তফসীল।

—১৮৪৩ সালের ২১ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডর।

২৪। সদর আদালতের সাহেবেরা সম্প্রতি বারম্বার অবগত হইয়াছেন যে মফঃসলের অনেক দেওয়ানী আদালতে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে ডিক্রী বা আদালতের অন্যান্য হুকুম জারী করণার্থে নীলাম হইলে ঐ নীলামের ইশ্‌তিহারে যেং বেওরা লিখনের বিষয়ে ও সেই ইশ্‌তিহার যেরূপে করিতে এবং ঘোষণা করিতে হয় এই বিষয়ে ঐ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণে যে সকল বিধি আছে তদনুসারে ঐ মফঃসল আদালতের বিচারকেরা কার্য্য করেন না অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা উক্ত বিধানের বিষয়ে সকল আদালতসম্পর্কীয় বিচারকদিগকে বিশেষ মনোযোগ করিতে হুকুম দিতেছেন এবং আদেশ করিতেছেন যে অধস্থ আদালতেরা কোন সময়ে ঐ হুকুম লঙ্ঘন করিলে জজ সাহেবেরা নিয়ত শাসন করিবেন।—১৮৪২ সালের ১৫ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৯৫। ধার্য্য হইল যে কালেক্টর সাহেব আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি নীলাম করিতে উদ্যত হইলে যদি ইশ্তিহারহওয়া ভূমির উপর নীলামের এত্তেলা ঘোষণা না হয় তবে সেই নীলাম অসিদ্ধ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৫ অক্টোবরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪৮ পৃষ্ঠা।

৯৬। ডিক্রী জারীক্রমে নীলামের এত্তেলাদেওনিয়া পেয়াদার রসুম দাখিল করণের ত্রুটি হইলে তাহার দ্বারা ঐ নীলাম অসিদ্ধ হয় না।—১৮৪৩ সালের ১৭ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৬ পৃষ্ঠা।

৯৭। ঐ প্রকার হইলে ঐ নীলামের হুকুম যে জজ কি রেজিষ্টর সাহেব কি আদালতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব দেন তিনি ঐ বিষয়ের সকল অবস্থা বিবেচনা করণের পরে বিষয়বিশেষে যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেই মত ঐ ক্রোক ও নীলামের দস্তুরমত হুকুম পরে২ কিম্বা একেবারে দিতে পারিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

৯৮। বিধান হইল যে ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পত্তির নীলামের ইশ্তিহার হইলেও যদি ১৮০৬ সালের ২ আইনক্রমে ঐ ভূমির ক্রোকের হুকুমনামা বাহির না হয় তবে সেই সম্পত্তির খোশখরীদ সরাসরীমতে অন্যথা হইতে পারে না।—১৮৪১ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৯৯। ডিক্রী জারীক্রমে আমীনেরা যে সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহার মূল্য খরীদারের দাখিল করণের কোন বিশেষ মিয়াদ আইনে নির্দ্দিষ্ট নাই। অতএব বাঙ্গলাপ্রভৃতি ও উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে আমীনেরদের দ্বারা যে নীলাম হয় তাহার ইশ্তিহারনামাতে নীচের লিখিত কথা লেখা যাইবেক।—১৮৫১ সালের ১১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১০০। নীলামে সম্পত্তি খরীদ করণের সময়ে খরীদার যে মূল্যেতে তাহা ক্রয় করে তাহার উপর শতকরা ১০৲ টাকা করিয়া বায়নাস্বরূপ আমানৎ করিবেক এবং যদি তাহা না করে তবে ঐ সম্পত্তি তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক।—১৮৪২ সালের ১১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০১। স্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইলে খরীদার তাহার মূল্যের সমুদয় টাকা নীলামের দিবসের পর ১৫ দিনের মধ্যে দাখিল করিবেক তাহা দিতে ত্রুটি করিলে তাহার বায়নার টাকা জব্দ হইবেক। এবং ঐ সম্পত্তি প্রথম খরীদারের ঝুঁকীতে পুনরায় নীলাম হইবেক ঐ দ্বিতীয় নীলামেতে যদি তাহার ডাকঅপেক্ষা অধিক ডাক হয় তবে প্রথম খরীদার সেই অধিক টাকা পাইবেক না যদি কম হয় তবে তাহার নিশা করিবেক।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০২। অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যের সমুদয় টাকা নীলামের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং ঐ সম্পত্তি খরীদারকে দেওনের পূর্ব্বে দিতে হইবেক যদি খরীদার তাহা না দেয় তবে উপরের লিখিত বিধানমতে তাহার দণ্ড হইবেক।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০৩। নীলাম যদি সিদ্ধ না করা যায় তবে বায়নার যে টাকা জব্দ হইয়াছিল তাহাহইতে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকার উপর আমীনের রসুম বাদ দিয়া বাকী টাকা ডিক্রীদারের নিমিত্তে সম্পত্তির মালিকের নামে জমা হইবেক।—১৮৪২ সালের ১২ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

[১৮৪৩ সালের ২১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর দেখ। এই অধ্যায়ের ৯২ নম্বর।]

১০৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারীক্রমে কোন জিনিস ক্রোক হইলে সেই জিনিস কোন ব্যক্তি আপন জিম্মায় রাখিতে ইচ্ছা না করিলে তাহাকে সেইরূপ রাখিতে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাক্রমে সেই জিনিস আপন জিম্মায় লইতে কয়ার করে তবে সেই করারঅনুসারে বিশ্বস্তরূপে কার্য্য করিতে সেই ব্যক্তি দায়ী হয় এবং যদি সেই জিনিসের কিছু ক্ষতি হয় তবে তাহার নামে ক্ষতির দাওয়াতে দেওয়ানী আদালতে নম্বরী নালিশ হইতে পারে কিন্তু তাহার নামে কোন সরাসরী নালিশ হইতে পারে না।—১৮৩৫ সালের ১৭ জুলাইর ৯৫৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১০৫। সামান্যতঃ যে ব্যক্তির দরখাস্তে কোন বস্তু ক্রোক হয় ঐ বস্তুর ক্রোক থাকন সময়ে নির্বিঘ্নে রাখণের বিষয়ে সেই ব্যক্তি দায়ী জ্ঞান হইবেক।—১৮৩৫ সালের ১৭ জুলাইর ৯৫৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১০৬। ডিক্রীদারের ডিক্রী জারী করণার্থ যে জিনিস নীলাম হয় তাহা ঐ ডিক্রীদার আপনি খরীদ করিলে খরীদের সমুদয় টাকা দাখিল না করিয়া তাহার পক্ষে যত টাকার ডিক্রী হইয়াছে তত টাকার রসীদ আদালতে দাখিল করিতে জজ সাহেব তাহাকে অনুমতি দিতে পারেন কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এইমত গতিকে অন্যান্য যে ব্যক্তিরদের সেই জিনিসের উপর সমান দাওয়া থাকে তাহারদের স্বত্বের যদি কিছু ব্যাঘাত না হয় তবে ডিক্রীদারের যত দাওয়া ছিল তাহার নিমিত্তে ঐ বিক্রয়হওয়া জিনিসের তত্তুল্য খরীদের টাকার রসীদ আদালতে দিতে অনুমতি দে-

ওয়া যাইতে পারে। এবং ঐ জিনিসের দখল দেওনের বিষয়ে অন্যান্য খরীদারেরদের সম্পর্কে যে২ বিধি খাটিত সেই২ বিধি এইমত গতিকেও খাটিবেক। কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে বিক্রয়হওয়া জিনিস যদি মালগুজারীর জমি হয় তবে ঐ জমির উপর সরকারের যে দাওয়া থাকে তাহার নিষ্পত্তি অগ্রে করিতে হইবেক।—১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

১০৭। ডিক্রীদার যদি দেনদারের সম্পত্তি খরীদ করিতে মানস করে এবং বিচারকর্ত্তা তাহাকে খরীদী টাকার পরিবর্ত্তে আপনার রসীদ দাখিল করিতে অনুমতি দেন তবে ঐ ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি ডিক্রী পাইয়া থাকে সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিয়া বিষয়ের বৈলক্ষণ্য দর্শাইলে বিচারকর্ত্তা আপনার ঐ অনুমতি অন্যথা করিতে পারেন।—১৮৪৮ সালের ১০ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১০৮। ১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরি তারিখের ৩০ নম্বরী ছাপাহওয়া সরক্যুলর অর্ডরের বিষয়ে মেদিনীপুরের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে যদি ডিক্রীদার আপন খাতকের কোন সম্পত্তি কালেক্টরী নীলামে আপন ডিক্রীর সংখ্যার অপেক্ষা অধিক টাকাতে খরীদ করে তবে ঐ ডিক্রীদারের ঐ খরীদের সমুদয় টাকার উপর শতকরা ১৫৲ টাকার হিসাবে আমানৎ করিতে হইবেক অথবা আপনার পাওনা টাকা বাদ দিয়া বাকী সমস্ত টাকা দাখিল করিতে হইবেক যেহেতুক আপনার ডিক্রীর টাকা বাদে বাকী টাকা যদি ডিক্রীদার দাখিল না করে তবে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক এবং খরীদার আপনি যত টাকা ডাকিয়াছিল তাহার উপর যে টাকা বাযনা দিয়াছিল তাহা হারিবেক।—১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর ১৩৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১০৯। ডিক্রীদারের ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি নীলাম হয় সেই সম্পত্তির প্রথম খরীদার যত টাকা দিয়াছিল তাহাহইতে অধিক টাকা দিয়া যদি ডিক্রীদার সেই সম্পত্তি লইতে প্রস্তাব করে তবে ঐ নীলাম অন্যান্য বিষয়ে আপত্তি রহিত হইলেও সদর আদালত তাহার ঐ প্রস্তাব হেয় করিলেন।—১৮৩৮ সালের ১০ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৬ পৃষ্ঠা।

১১০। যে মহাজনের পক্ষে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার জন্যে তাহার উকীল এই প্রার্থনা করিলেন যে আমার খাতকের কতক সম্পত্তির বিষয়ে যদি নির্দ্দিষ্ট টাকার অধিক ডাক না হয় তবে তাহা আমার নিকটে তত টাকায় নীলাম হয়। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ মওক্কেল যদ্যপি তৎপরে কহিল যে আমি ঐ উকীলকে এইমত ক্ষমতা দিই নাই তথাপি ঐ উকীলের ঐ দরখাস্তক্রমে মওক্কেল বদ্ধ আছে।—১৮৪১ সালের ২২ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৬ পৃষ্ঠা।

১১১। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রী জারী করণেতে যদি কোন আস্ত বাড়ী খরীদ করিবার নিমিত্তে কোন খরীদার উপস্থিত না হয় এবং যদি কেহ২ কহে যে তাহার সরঞ্জাম আলাহিদা বিক্রয় হইলে আমরা খরীদ করিতে প্রস্তুত আছি তবে সেই বাটী ভাঙ্গিয়া তাহার সরঞ্জাম পৃথক্২ করিয়া নীলাম হইতে পারে কি না।—১৮৩৯ সালের ২ আগষ্টের ১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

১১২। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এইমত কার্য্য করিতে আইনে কোন হুকুম নাহি যেহেতুক আইনের বিধানের এই অভিপ্রায় বোধ হয় যে সম্পত্তি নীলাম করণের পূর্ব্বে তাহার কোন প্রকারে ক্ষতি করিতে হইবেক না। কিন্তু নীলামের খরীদার নীলাম সিদ্ধ হওনের পর আপন মুল্কীতে সেই বাটীর কোন ভাগ স্থানান্তর করিতে পারে। পরন্তু নীলামক্রমে তাহার কিং স্বত্ব হইয়াছে যদ্যপি তদ্বিষয়ে অন্যান্য দাওয়াদার বিরোধ করে তবে তাহারদের দাওয়ার বিষয়ে সেই ব্যক্তি জওয়াব দিবেক।—১৮৩৯ সালের ২ আগষ্টের ১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১১৩। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে উক্ত বিধানের মতাচরণ করাতে কিছু অনিষ্ট হইতে পারে না যে হেতুক ১৮৩৯ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারে ডিক্রীদার আপনি সেই সম্পত্তি খরীদ করিতে পারে এবং আপনার যত টাকার দাওয়া আছে তত টাকার রসীদ আদালতে দাখিল করিতে পারে।—১৮৩৯ সালের ২ আগষ্টের ১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১১৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বৃক্ষ সেইরূপে নীলাম হইলে সেই বিধি তাহার বিষয়েও খাটিবেক এবং ঐ বৃক্ষ নীলাম হওনের পূর্ব্বে কাটা যাইতে পারিবে না।—১৮৩৯ সালের ২ আগষ্টের ১২২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

১১৫। যে সাগর ও নর্ম্মদা দেশের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের দেওয়ানী আইন এপর্য্যন্ত চলন হয় নাই সেই দেশের দেওয়ানী আদালতের এক ডিক্রী জারী করণার্থ জিলা মীর্জাপুরের জজ সাহেব আপন এলাকার মধ্যস্থিত এক বাটী ক্রোক ও বিক্রয় করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে আলাহাবাদের সদর আদালতে সেই হুকুমের উপর আপীল হওয়াতে এই জিজ্ঞাসা হইল যে এইমত ডিক্রী জারীর বিষয়ে জজ সাহেব হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না। অতএব আলাহাবাদের সদর আদালত সেই বিষয়ে কলিকাতাস্থ সদর আদালতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন।—১৮৩৮ সালের ১৬ ফেব্রুআরির ১১৩৩ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

১১৬। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ১৮০৯ সালের ২৭ জুনে আডবোকেট জেনরল সাহেবের নিকটে জিজ্ঞাসা করা গিয়াছিল যে সদর দেওয়ানী আদালত কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী করিলে এবং সেই ব্যক্তি ইঙ্গলণ্ড দেশে চলিয়া গেলে তাহার স্থানে ঐ ডিক্রীর টাকা উসুল করণের কোন উপায় আছে কি না যদি থাকে তবে সে উপায় কি। তাহাতে আডবোকেট জেনরল সাহেব কহিলেন যে ভিন্ন রাজার দেশে যে ডিক্রী হয় তাহা ধরিয়া সামান্যত ইঙ্গলণ্ড দেশে নালিশ হইতে পারে এবং ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের দেশান্তরে বসতি স্থানের এবং ভারতবর্ষের আদালতের ডিক্রী ভিন্ন রাজার অধিকারের ডিক্রীর ন্যায় ইঙ্গলণ্ড দেশের আদালতে গণ্য আছে। কিন্তু যদি এইরূপ ডিক্রী বস্তুতঃ অসঙ্গত হয় তবে তাহা ধরিয়া নালিশ হইতে পাবে না যেহেতুক যে ডিক্রী ন্যায্য ও আইনের মূল নিয়মের অনুযায়ি কেবল এমত ডিক্রী ইঙ্গলণ্ড দেশে জারী হইতে পাবে এবং ঐ ডিক্রীর যেপর্য্যন্ত অন্যায্যের প্রমাণ না হয় সেইপর্য্যন্ত তাহা ন্যায্য গণ্য হইবেক। অতএব উপরের উক্ত মোকদ্দমায় আপেলাণ্টেরদের উচিত যে সাধারণ নিয়মানুসারে তাহারা সেই মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্রের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর এক নকল লইয়া তাহাতে ঐ আদালতের মোহর ও জজ সাহেবের দস্তখৎ করাইয়া মোখ্তারনামাসমেত ইঙ্গলণ্ড দেশে কোন উকীলের নিকটে পাঠায় এবং সদর দেওয়ানী আদালতের ঐ ডিক্রী ধরিয়া রেসপাণ্ডেণ্টের নামে সেইখানে নালিশ করে।—১৮৩৮ সালের ১৬ ফেব্রুআরির ১১৩৩ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১১৭। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে যে মোকদ্দমার বিষয়ে উপরের জিজ্ঞাসা হইল সেই মোকদ্দমাতে এই বিধানানুসারে কার্য্যকরা উচিত। অতএব তাঁহারা এই পরামর্শ দিতেছেন যে মীর্জাপুরের জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমাতে যে হুকুম করিলেন তাহা বেআইনী বলিয়া অন্যথা করা যায় এবং ডিক্রীদারকে কহা যায় যে সাগর ও নর্ম্মদা দেশের দেওয়ানী আদালতে তাহার পক্ষে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা ধরিয়া পক্ষান্তর ব্যক্তির নামে মীর্জাপুরের আদালতে নালিশ করে।—১৮৩৮ সালের ১৬ ফেব্রুআরির ১১৩৩ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

১১৮। বিদেশের আদালতের ডিক্রী যখন ডিক্রীদার কোম্পানি বাহাদুরের দেশের মধ্যস্থিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া জারী করিতে চাহে তখন যাহার কর্ত্তব্য তাহা।—১৮৪২ সালের ৬ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪১ পৃষ্ঠা।

১১৯। সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮১৫ সালের ৭ আইনানুসারে ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হওয়া সম্পত্তির যে বিক্রয়পত্র খরীদারকে দেওয়া যায় তাহা নীচের লিখিত পাঠানুসারে প্রস্তুত হইয়া ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক ঐ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য খরীদের টাকার সংখ্যানুসারে নির্ণয় করা যাইবেক এবং খরীদার ঐ নিমিত্তে ঐ কাগজ দিবেন। "আমি ইহার দ্বারা জানাইতেছি যে যে মোকদ্দমায় অমুক ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট অমুক আসামী কি রেসপাণ্ডেণ্ট সেই মোকদ্দমায় অমুক আদালতের অমুক তারিখের ডিক্রী জারীক্রমে ১৮১৫ সালের ৭ আইনের বিধানমতে অমুক তারিখে যে নীলাম হয় তাহাতে অমুক ব্যক্তি অমুক দ্রব্যেতে অমুকের যে স্বত্ব ও সম্পর্ক ও লাভ আছে তাহা খরীদ করিয়াছেন এবং তাঁহার ঐ খরীদ নীলামের পূর্ব্বোক্ত দিবসাবধি অর্থাৎ অমুক তারিখঅবধি (এই স্থানেতে তারিখ পুনর্ব্বার লিখিতে হইবেক) "সিদ্ধ হইয়াছে।" অমুক মুনসেফ (অথবা অন্য কর্ম্মকারক)।—১৮৪৮ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৫ ধারা।

দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির নীলাম।

১২০। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৩ সালের ১ আইনের ১০ এবং ১১ ধারা এবং ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের ৩৭ এবং ৩৮ ধারা ও ১৮০৫ সালের ৯ আইনের ২৭ এবং ২৮ ধারার যেং ভাগে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থ নীলামহওয়া ভূমির সরকারী জমা বিলি করণের বিষয় লেখে তাহা এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ২০ আইন এবং ১৭৯৬ সালের ১২ আইন এবং ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ১৫ অবধি ২৬ ধারাপর্য্যন্ত (ঐ দুই ধারা সমেত) এবং ঐ আইনের ২৭ এবং ২৮ ধারার যে ভাগে ডিক্রী জারীর বিষয় লেখে তাহা এবং ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ২ এবং ৩ প্রকরণ রদ হইল ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ১ ধা।

১২১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল আইন অথবা আইনের ভাগ উপরের উক্ত রদহওয়া কোন আইন বা আইনের ভাগের দ্বারা বিস্তারিত হইল তাহাও রদ হইল ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ২ ধা।

১২২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশছাড়া বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী অথবা ঐং আদালতের অন্য হুকুম জারী করণার্থ ভূমি বা

ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভ ক্রোক এবং বিক্রয় করিতে হইলে তাহা ঐং আদালতের দ্বারা অথবা ঐং আদালতের হুকুমক্রমে করা যাইবেক। এবং যে প্রকার স্থাবর সম্পত্তি দেওয়ানী আদালত ডিক্রী জারী করণার্থে এক্ষণে রেবিনিউর কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া আপনারাই বিক্রয় করিতে পারেন সেইং স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক ও নীলামের বিষয়ি চলিত বিধিসকল এই আইনের হুকুমানুসারে করা ক্রোক ও নীলামের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

১২৩। এবং উক্ত বিধানসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তরপশ্চিম প্রদেশছাড়া ঐং দেশের মধ্যে যখন কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীদার ঐ ডিক্রী জারী করণার্থে কোন খেরাজী মহাল অথবা ঐ মহালের কোন অংশ নীলাম করিতে ঐ আদালতে দরখাস্ত করে তখন ঐ ডিক্রীদার দরখাস্ত করণের সময়ে কালেক্টর সাহেবের কাছারীর রেজিষ্টরের দস্তখৎকরা এক চুম্বক দাখিল করিবেক ও তাহাতে ঐ মহালের জমা বিশেষরূপে লেখা থাকিবেক এবং ঐ চুম্বক নীলামের ইশ্তিহারের মধ্যে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ৪ ধা।

১২৪। এবং উক্ত বিধিসকলের অতিরিক্ত ইহাতে হুকুম হইল যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশছাড়া উক্ত দেশের মধ্যে এমত কোন নীলামে যে ব্যক্তি সম্পত্তি খরীদ করে তাহার প্রতি হুকুম হইবেক যে সেই ব্যক্তি আপনার ডাকের টাকার শতকরা ১৫৲ টাকার হিসাবে নগদ অথবা বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট কি পোষ্ট বিল কিম্বা রীতিমত দস্তখৎহওয়া কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ তৎক্ষণাৎ দাখিল করে। এবং সেইরূপে বায়নার টাকা দাখিল না করিলে সেই ভূমি বা তৎসম্পর্কীয় লাভ তৎক্ষণাৎ নীলামে ধরা গিয়া পুনরায় বিক্রয় হইবেক। এবং যদি খরীদার বায়নার টাকা আমানৎ করণের পর নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে খরীদের টাকা দিতে ত্রুটি অথবা অস্বীকার করে তবে সেই বায়নার টাকা জব্দ হইবেক এবং খরীদের টাকায় যাহা করা যায় তাহা ঐ বায়নার টাকা লইয়া করা যাইবেক এবং সেই ভূমি অথবা তৎসম্পর্কীয় লাভ কিম্বা অবশিষ্ট দেনা পরিশোধ করণার্থে সেই ভূমির যে অংশ আবশ্যক বোধ হয় তাহা পুনরায় নীলামে ধরা যাইবেক কিন্তু তাহার পূর্ব্বে রীতিমতে পুনর্ব্বার এত্তেলা দিতে হইবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

১২৫। ১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৫ ধারানুসারে খরীদী টাকা দিবার ত্রুটি হইলে যে বায়নার টাকা জব্দ হয় তাহা কর্জদারের বিরুদ্ধে যেং মহাজন ডিক্রী পাইয়াছে সেই সকলের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবেক না কিন্তু যে বিশেষ দাওয়ার বিষয়ে নীলামের ইশ্তিহার হইয়াছে সেই দাওয়ার টাকা পরিশোধার্থ দেওয়া যাইবেক।—১৮৪৮ সালের ১ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১২৬। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ডিক্রী জারী করণার্থে আদালতের আমলার দ্বারা জিনিস নীলাম হইলে যদি খরীদার খরীদের টাকা দিতে এবং জিনিস আপন দখলে লইতে স্বীকার না করে তবে জজ সাহেবের কি কর্ত্তব্য এবং যদি প্রথম নীলামঅপেক্ষা দ্বিতীয় নীলামে অল্প মূল্যে সেই জিনিস বিক্রয় হয় তবে প্রথম নীলামের অপেক্ষা যত টাকা কম হয় তাহা কিরূপে জজ সাহেবের উসুল করিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং হুকুমানুসারে ঐ টাকা উসুল করিতে হইবেক।—১৮৩০ সালের ২৮ মের ৫৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৭। ডিক্রী জারীক্রমে যে নীলাম হয় তাহাতে প্রথম খরীদার খরীদের টাকা দিতে ত্রুটি করিলে আসল খাতক আপন দায়হইতে মুক্ত হয় না।—১৮৫৬ সালের ২ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৬ পৃষ্ঠা।

১২৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী অথবা অন্য কোন হুকুম জারী করণার্থে ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভ ক্রোক এবং বিক্রয় করিতে হইলে ঐং আদালতের আজ্ঞানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা অথবা,তাঁহার হুকুমক্রমে তাঁহার অধীন কোন কর্ম্মকারকের দ্বারা তাহা নীলাম হইবেক কেবল যে ভূমি দেওয়ানী আদালত এক্ষণে আইনানুসারে আপনারা ক্রোক ও বিক্রয় করিতে পারেন তাহা বর্জ্জিত থাকিল ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

১২৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে ঐ প্রকার ভূমি বিক্রয় করণের আজ্ঞাপত্রের মধ্যে মোকদ্দমার নম্বর এবং যে আদালতের দ্বারা ডিক্রী হইল তাহার নাম এবং যে টাকা উসুল করিতে হইবেক তাহার সংখ্যা এবং উভয় বিবাদির নাম বিশেষ করিয়া লেখা থাকিবেক এবং যাহারদের ভূমি বা ভূমি-

সম্পর্কীয় লাভ বিক্রয় করিতে কল্প আছে তাহারা যদি একেং দায়ী থাকে তবে প্রত্যেকের নাম এবং প্রত্যেক জন যত টাকার নিমিত্তে দায়ী তাহার সংখ্যা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক এবং ডিক্রী জারীর দরখাস্তকারি ব্যক্তি প্রত্যেক জনের যে ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় লাভ থাকনের বিষয় তফসীলের মধ্যে লেখে সেই ভূমি বা ভূমি-সম্পর্কীয় লাভ আজ্ঞাপত্রে লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

১৩০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে ভূমি বা ভূমিসম্পর্কীয় লাভ বিক্রয় করিতে কল্প হইলে নীলাম করণের নিরূপিত দিবসের অন্যূন ত্রিশ দিন পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেব তাহার এক ইশ্তিহার দেশের চলিত ভাষায় প্রকাশ করিবেন অর্থাৎ নীলামের দিবস এবং যে দিবসে ইশতিহার জারী হয় তাহাছাড়া ত্রিশ দিন। এবং যে ব্যক্তির ভূমি অথবা যে ব্যক্তির কতক ভূমির স্বত্ব ও লাভ বিক্রয় করিতে হইবেক তাহার নাম এবং যে জমীদারী লইয়া ঐ ভূমিসম্পত্তি হয় অথবা যে জমীদারীর মধ্যে ঐ ভূমিসম্পত্তি থাকে তাহার জমা এবং যে ভূমি বিক্রয় হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবং নীলামের সময় ও স্থান এবং যে টাকা উসুল করণার্থে নীলাম করণের হুকুম হইয়াছে তাহার সংখ্যা ঐ ইশতিহারের মধ্যে লিখিতে হইবেক। এবং যে গ্রাম বা নগরের মধ্যে উক্ত ভূমি থাকে অথবা উক্ত ভূমির সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকে সেই গ্রাম অথবা নগরে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে এবং তৎস্থানীয় মুনসেফেরদের কাছারীতে এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে এবং জিলা ও শহরের জজ সাহেবের কাছারীতে এবং যে আদালতহইতে নীলামের আজ্ঞা হয় সেই আদালতের কাছারীতে লট্কান যাইবেক ইতি।— ১৮৪৬ সা। ৪ আ। ৮ ধা।

১৩১। ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি নীলাম হইলে সেই নীলামের এত্তেলা ঐ সম্পত্তির প্রধান নগর ও গ্রামে ঘোষণা করিতে ও লট্কাইতে হইবেক। –সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ৩ অক্টোবরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১৮৪ পৃষ্ঠা।

১৩২। আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কালেক্টর সাহেবেরা খেরাজী ভূমি নীলাম করিলে ঢোল পিটাওনের দ্বারা ঘোষণা করণের আবশ্যক নাই।—১৮৩৯ সালের ১৪ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৩ পৃষ্ঠা।

১৩৩। ধার্য্য হইল যে কালেক্টর সাহেব যদি আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম করিয়া থাকেন তবে ইশতিহার হওয়া ভূমির উপর নীলামের এত্তেলা ঘোষণা না হইলে সেই নীলাম অসিদ্ধ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৫ অক্টোবরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪৮ পৃষ্ঠা।

১৩৪। সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কালেক্টর সাহেব যে নীলাম করেন তাহা দেওয়ানী আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হইলে পর যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব তাহা অসিদ্ধ করেন তবে তাঁহার সেই হুকুম মিথ্যা এবং নীলামের উৎপন্নের টাকা কালেক্টর সাহেবের স্থানে লইতে জিলার আদালতের প্রতি হুকুম হইল।—১৮৪৩ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪১ পৃষ্ঠা।

১৩৫। ডিক্রী জারীক্রমে কালেক্টর সাহেব সম্পত্তি নীলাম করিতে উদ্যত হইলেন এবং ঐ নীলাম স্থগিত করিবার হুকুম দেওয়ানী আদালতহইতে পাঠান যায় কিন্তু নীলাম হওনের পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে সেই হুকুম পঁহুছিল না। তাহাতে বিধান হইল যে ঐ নীলাম অন্যথা হইতে পারে না।—১৮৪৭ সালের ১৭ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৩৬। খাতকের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণার্থে সম্পত্তি নীলামের ইশতিহার হইলে সেই সম্পত্তির উপর যাহার দাওয়া করে তাহারা ডিক্রীর টাকা আমানৎ করিয়া সেই সম্পত্তি খালাস করিতে পারে না।—১৮৪৯ সালের ৩ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৩৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে শেষোক্ত প্রদেশে আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে অথবা আদালতের অন্য হুকুমক্রমে ভূমি অথবা ভূমিসম্পর্কীয় কোন লাভের নীলাম হইলে এই আইনের ৫ ধারার বিধান খাটিবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ৯ ধা।

১৩৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে আদালতের ডিক্রী অথবা আদালতের অন্য কোন হুকুম জারী করণার্থে ভূমি অথবা ভূমির কোন লাভ নীলাম হইলে তাহা খোশখরীদের মত জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ১০ ধা।

১৩৯। ভূমি সম্পত্তি বাকী রাজস্বের জন্যে নীলাম না হইবার অর্থে কতক টাকা কর্জ করা গিয়াছিল এবং সেই কর্জের টাকা ফিরিয়া দিবার ডিক্রী হইল। তাহাতে জিলার জজ সাহেব এই হুকুম করিলেন যে ঐ ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে সরকারের দ্বারা নীলাম হইলে যে ফল হয় তাহারো সেই ফল হইবেক। এবং সাবেক ভূম্যধিকারির দত্ত সকল পাট্টা ব্যতিরেক

হইবেক। কিন্তু জিলার জজ সাহেবের ঐ হুকুম সদর আদালত অন্যথা করিলেন।—১৮৪১ সালের ৩০ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৩ পৃষ্ঠা।

১৪০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে দেওঁয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে অথবা ঐ আদালতের অন্য হুকুমক্রমে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করণার্থে যেং বিধি উভয় সদর দেওয়ানী আদালতের উচিত বোধ হয় এবং এই আইনের লিখিত কোন কথার বিরুদ্ধ না হয় এমত বিধি ঐ সদর আদালত সময়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন। এবং ঐং বিধি ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতি হইলে পর যাবৎ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সম্মতিক্রমে উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা অন্যথা না হয় অথবা ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে অন্যথা না হয় তাবৎ এই আইনের অন্তর্গত হইলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ প্রবল হইবেক ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ১১ ধা।

১৪১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে দেওয়ানী আদালত আপনার করা ডিক্রী বা অন্য হুকুম জারী করণার্থে যেং ভূমি বা ভূমির লাভ নীলাম করণের বিষয়ে রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত করিয়াছিলেন সেই দরখাস্তের বিষয়ে এই আইন জারী না হইলে যেরূপ কর্ম্ম হইত সেইরূপ কর্ম্ম হইবেক ইতি। ১৮৪৬ সা। ৪ আ। ১২ ধা।

১৪২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন বিধি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে অথবা কলিকাতার কোর্ট রিক্বেষ্টের অর্থাৎ ছোট আদালতের অথবা মলাকার মোহনাতে বসতির কোন আদালতের হুকুমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।—১৮৪৬ সা। ৪ আ। ১৩ ধা।

১৪৩। ১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৩ ধারায় হুকুম আছে যে "যে প্রকার স্থাবর সম্পত্তি দেওয়ানী আদালত ডিক্রী জারী করণার্থ এক্ষণে রেবিনিউর কার্য্যকারকেরদের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া আপনারাই বিক্রয় করিতে পারেন সেই২ স্থাবর সম্পত্তির ক্রোক ও নীলামের বিষয়ে চলিত বিধিসকল এই আইনের হুকুমানুসারে করা ক্রোক ও নীলামের বিষয়ে খাটিবেক।" ঐ বিধি ১৮২৫ সালের ৭ আইনে পাওয়া যাইবেক তাহা অবিকল প্রতিপালন করিতে হইবেক এবং সম্পত্তি বিক্রয় করণার্থে অগ্রীম যে সকল হুকুম দিতে ঐ আইনের মধ্যে হুকুম আছে তাহা যে রীতিমতে হইয়াছে এই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবেক। পশ্চাৎ লিখিত বিধিসকল ১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ১১ ধারার দত্ত ক্ষমতানুসারে প্রস্তুত হইয়াছে অতএব নীলাম নির্ব্বাহ করণের যেং বিবরণ উক্ত আইনে অথবা ১৮২৫ সালের ৭ আইনে লেখা নাই কেবল সেই২ বিবরণ এই বিধির মধ্যে আছে।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৪৪। ১৮৪৬ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার দত্ত ক্ষমতানুসারে ভূমি সম্পত্তি নীলাম করিতে হইলে যে ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম করণের প্রস্তাব হইয়াছে সেই ডিক্রী জারী করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমলার দ্বারা অথবা তাঁহার হুকুমানুসারে সেই নীলাম নির্ব্বাহ হইবেক এবং ঐ আমলা অগ্রীম হুকুমসকল দিবেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ বিধি।

১৪৫। যে আমলার হুকুমক্রমে নীলাম হয় সামান্যতঃ সেই আমলার কাছারীতে নীলাম হইবার উপযুক্ত হইবেক। কিন্তু যখন মুনসেফের হুকুমক্রমে মফঃসলে নীলাম করিতে হইবেক এবং ঐ মুনসেফ জিলার সদর মোকামে নীলাম করিতে উচিত বোধ করেন তখন তিনি তন্নিমিত্তে নিরূপিত হুকুম দিবেন এবং সরকারীর দ্বারা তাহার বিষয় জজ সাহেবকে জানাইবেন এবং তাহার সঙ্গে লাটবন্দীর এক নকল পাঠাইবেন ঐ লাটবন্দীতে প্রস্তাবিত নীলামের সমুদয় বৃত্তান্ত থাকিবেক। এই মত গতিকে জজ সাহেব হয় আপন নাজিরকে নীলামের অধ্যক্ষতা করিতে হুকুম দিবেন অথবা তিনি নিজে তাহা করিবেন। উভয় গতিকে নীলামে যাহা হইয়াছে তাহা মুনসেফকে জানাইতে হইবেক।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ বিধি।

১৪৬। মুনসেফের ডিক্রী জারী করণার্থে যে সম্পত্তি নীলাম করণের প্রস্তাব হয় সেই সম্পত্তি যদি ঐ মুনসেফের এলাকার মধ্যে না থাকে কিন্তু সেই জিলার অন্য মুনসেফের এলাকার মধ্যে থাকে তবে ডিক্রীকরণিয়া মুনসেফ সরকারী লিখিয়া নীলামের কাগজপত্র যে মুনসেফের এলাকার মধ্যে সম্পত্তি থাকে তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন এবং ডিক্রীক্রমে দেয় টাকা আদায় করিতে তাঁহাকে আদেশ করিবেন। তৎপরে শেষোক্ত মুনসেফ আপনার করা ডিক্রী হইলে যেরূপ করিতেন সেইরূপে সম্পত্তি নীলাম করিবেন। এবং নীলামে যাহা২ হইয়াছে তাহা নীলামের হুকুমদেওনিয়া মুনসেফকে জানাইতে হইবেক।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৩ বিধি।

১৪৭। সকল প্রস্তাবিত নীলামে যে প্রকার লাটবন্দী ব্যবহার করিতে হইবেক তাহার পাঠ A চিহ্নিত হইয়া পশ্চাৎ লেখা গেল।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৪ বিধি।

১৪৮। ১৮৪৬ সালের ৪ আইনক্রমে নীলাম প্রত্যেক ইঙ্গরেজী মাসের প্রথম সোমবার হইবেক। ঘোষণার পাঠ B চিহ্নিত হইয়া পশ্চাৎ লেখা গেল এবং প্রস্তাবিত নীলামের সেই ঘোষণা প্রকাশ করণেতে এই বিষয়ে অতিসাবধান করিতে হইবেক যে ঐ ঘোষণার তারিখ এবং নীলামের দিবস ছাড়া সম্পূর্ণ ৩০ দিবসের মিয়াদ দেওয়া যায়। তাহাতে যখন প্রস্তাবিত নীলামের এত্তেলা দিতে হয় তখন আগামি মাসের প্রথম সোমবার যদি এ ৩০ দিবসের মধ্যে পড়ে তবে তৎপূর্ব্ব মাসের প্রথম সোমবারে নীলাম হইবেক। যদ্যপি কোন সময়ে ঐ মাসের প্রথম সোমবার নিরূপিত বিশ্রামের দিন হয় তবে তৎপরে যে প্রথম দিবসে আদালতে কর্ম্ম হয় সেই দিবসে নীলাম আরম্ভ হইবেক।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৫ বিধি।

১৪৯। যে নীলাম কোন বিশেষ তারিখে হইবার ইশতিহার দেওয়া গিয়াছে সেই নীলাম যদি নিরূপিত দিবসে অক্লেশে সমাপ্ত হইতে না পারে তবে নীলামকরণিয়া আমলা সেই বিষয় রোয়দাদে লিখিবেন। এইমত গতিকে যাবৎ সকল সম্পত্তি বিক্রয় না হয় তাবৎ নীলাম দিনং চলিবেক।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৬ বিধি।

১৫০। যদি নীলামকরণিয়া আমলা পীড়াপ্রযুক্ত অথবা অন্য অনিবার্য্য কারণপ্রযুক্ত নিরূপিত দিবসে নীলাম নির্ব্বাহ করিতে না পারেন তবে তিনি উপরের উক্তমতে কার্য্য করিবেন। এইমত গতিকে যে বিচারকের হুকুমক্রমে নীলাম হয় তিনি আপনার অধীন কোন আমলাকে নীলাম চালাইতে হুকুম দিবেন অথবা তিনি যাবৎ স্বয়ং নীলাম নির্ব্বাহ করিতে না পারেন তাবৎ দিনদিন নীলাম স্থগিত করিতে পারেন্। -১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৭ বিধি।

১৫১। যদি কেবল দিনদিন নীলাম স্থগিত না করিয়া উত্তর কালে কোন তারিখপর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত করিতে আবশ্যক হয় তবে স্থগিতহওয়া নীলাম করণার্থে যে দিবস নিরূপণ হয় তাহার উপযুক্ত সম্বাদ যে আদালতে নীলাম হইবেক সেই আদালতে এবং জজ সাহেবের কাছারীতে দিতে হইবেক।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৮ বিধি।

১৫২। যে সম্পত্তি নীলাম করিতে প্রস্তাব হয় তাহার বিবরণের বিষয়ে অথবা সম্পত্তি খেরাজী ভূমি হইলে তাহার উপর ধার্য্যহওয়া জমার বিষয়ে যদি কোন ভুল লাটবন্দী অথবা ইশতিহারের মধ্যে দৃষ্ট হয় এবং যদি তৎপ্রযুক্ত নীলাম স্থগিত করিতে আবশ্যক হয় তবে ঐ ভুল সংশোধন হইলে গোড়াঅবধি নীলামের পুনর্ব্বার হুকুম দিতে হইবেক। -১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৯ বিধি।

১৫৩। যে সম্পত্তি নীলামে ধরা যায় তাহা নীলামকরণিয়ার জিজ্ঞাসাব্যতিরেকে সকল ব্যক্তি ডাকিতে পারিবেক। ডাকনের নিমিত্তে উপযুক্ত সময় দিতে হইবেক পরে ডাকের* শেষ হইলে নীলামকরণিয়া আমলা যে ব্যক্তি অধিক ডাকিয়াছে তাহাকে নীলামের আইনের ৫ ধারার নিরূপিত টাকা আমানৎ করিতে হুকুম দিবেন। খরীদার ঐ টাকা আমানৎ করিলে নীলামের তারিখঅবধি অবশিষ্ট টাকা দাখিল † করণার্থ খরীদারকে ১৫ ‡ দিন মিয়াদ দেওয়া যাইবেক এবং নীলামের দিবস ঐ ১৫ দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। খরীদের সমুদয় টাকা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইলে পর নীলামকরণিয়া আমলা খরীদারকে সমুদয় টাকার এক রসীদ দিবেন এবং অগৌণে ঐ টাকা যে জিলার জজ সাহেবের তাবে তিনি থাকেন সেই জিলার খাজানাখানায় পাঠাইবেন। -১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ১০ বিধি।

১৫৪। যে ব্যক্তির ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইল সেই ব্যক্তি নীলামে ডাকিল কিন্তু জিলার জজ সাহেব কহিলেন যে বায়না না দিলে আমি তাহার ডাক স্বীকার করিতে পারি না তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত জজ সাহেবের সেই হুকুম অন্যথা করিলেন। -১৮৩৯ সালের ৬ মার্চের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৮ পৃষ্ঠা।

১৫৫। এক দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কালেক্টর সাহেব যে সম্পত্তি নীলাম করিতে উদ্যত ছিলেন সেই সম্পত্তির জন্যে এক ব্যক্তি ঐ দেওয়ানী আদালতে গিয়া ডাক করিল এবং সেই ডাকের সম্বাদ কালেক্টর সাহেবকে দেওয়া গেল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে তদপেক্ষা কম মূল্যে কালেক্টর সাহেব যদি ঐ সম্পত্তির প্রকৃতপ্রস্তাব

---

* লাটের উপর স্পষ্টতঃ ঘা পড়নের পূর্ব্বে ডাকনিয়াবদের মধ্যে কে অধিক ডাকিয়াছে এই বিষয়ে যদি বিরোধ জন্মে তবে পূর্ব্বকার ডাকসকল মিথ্যা হইবেক এবং নীলাম পুনর্ব্বার আরম্ভ হইবেক।

† যদি অবশিষ্ট টাকা নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে না দেওয়া যায় তবে ঐ আইনের ৫ ধারায় পুননীলামের যে এত্তেলা দিবার হুকুম আছে তাহা নীলামকরণিয়া আমলার কাছারীতে এক ইশ্তিহারস্বরূপ দেওয়া যাইবেক তাহাতে এই ঘোষণা হইবেক যে আগামি মাসে নিয়মিত নীলামের প্রথম দিবসে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক।

‡ যদি পঞ্চদশ দিবসে রবিবার পড়ে অথবা বিশ্রামের দিন হয় তবে খরীদার তৎপরে আদালতের প্রথম বৈঠকের দিবসে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খরীদের টাকা দিলে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে টাকা দাখিল করিয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক।

নীলাম করিয়াছেন তবে সেই নীলাম ঐ ডাকের দ্বারা অন্যথা হইতে পারে না।—১৮৪৩ সালের ৩০ অক্টোবরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৩ পৃষ্ঠা।

১৫৬। ওজর করিবার নিমিত্তে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে অর্থাৎ নীলামের দিবসঅবধি এক মাস সেই মিয়াদের মধ্যে যদি নীলামের বিষয়ে কোন ওজর হয় তবে যে বিচারকের হুকুমে নীলাম হইয়াছিল তিনি যথাসাধ্য শীঘ্র তাহার নিষ্পত্তি করিবেন। কিন্তু যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে কোন ওজর না হয় অথবা উক্তমতে যে ওজর হয় তাহা যদি অগ্রাহ্য হয় তবে যে বিচারক নীলামের হুকুম দিয়াছিলেন তিনি ঐ নীলাম সিদ্ধ হইয়াছে এইমত প্রকাশ করিবেন এবং পশ্চাৎ লিখিত C চিহ্নিত পাঠানুসারে খরীদারকে তৎক্ষণাৎ এক বিক্রয়পত্র দিবেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১১ বিধি।

১৫৭। খরীদের টাকা দেওনের পূর্ব্বে ১৮২৮ সালের ৬ জুন তারিখের ১ নম্বরী* এবং ১৮৩৬ সালের ২ জানুআরি তারিখের ১৬ নম্বরী এবং ১৮৪৪ সালের ২৬ জানুআরি তারিখের ৪২ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবেক। ঐ টাকা দেওনের সময় আগত হইলে সম্পত্তি নীলাম করণেতে যে খরচা লাগিয়াছে তাহা প্রথম নীলামের উপসত্ত্বহইতে যে ব্যক্তি নীলাম করাইয়াছিলেন তাহাকে দিতে হইবেক। তৎপরে পশ্চাৎ লিখিত বিধানে নীলামের উপস্বত্বহইতে পুনশ্চ যে টাকা বাদ দেওনের হুকুম আছে তাহা বাদ দেওয়া গেলে অবশিষ্ট টাকা এই বিষয়ে চলিত যে বিধান খাটে সেই বিধানানুসারে দেওয়া যাইবেক।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১২ বিধি।

১৫৮। যাঁহারা নীলাম করণের হুকুম দিয়াছেন তাহারাছাড়া যখন নীলাম অন্য ব্যক্তির দ্বারা নির্ব্বাহ হয় অর্থাৎ ২ এবং ৩ বিধানের গতিকে তখন নীলামকরণিয়া আমলার কর্ম্ম কেবল হুকুম প্রতিপালন এবং প্রস্তাবিত নীলামের বিষয়ে সে কোন ওজর হয় তাহা তিনি বিবেচনা করিবেন না এবং যে বিচারক নীলাম করণের হুকুম দিয়াছিলেন তাঁহার বিশেষ হুকুম বিনা নীলাম স্থগিত করিবেন না। ১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১৩ বিধি।

১৫৯। যে আদালতের ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি নীলাম করণের প্রস্তাব হয় সেই আদালত যে জিলার অন্তর্গত সেই জিলাছাড়া যদি প্রস্তাবিত নীলামের সম্পত্তি অন্য জিলায় থাকে তবে পূর্ব্বোক্ত বিধান সেই স্থলে খাটিবেক না। এইপ্রকার সকল গতিকে ১৮৪০ সালের ৮ মে তারিখের ৮৩ নম্বরী এবং ১৮৪১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ১৬৭ নম্বরী বিধান বলবৎ থাকিবেক। কিন্তু সেই গতিকে এক মুনসেফের আদেশক্রমে অন্য মুনসেফ সম্পত্তি নীলাম করেন এবং ঐ উভয় মুনসেফ একি জজ সাহেবের অধীন এবং সুতরাং একি আপীল আদালতের তাবে এইমত গতিকে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের হুকুম খাটাইবার কোন উপযুক্ত কারণ দৃষ্ট হয় না।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১৪ বিধি।

১৬০। কোন নীলাম দুই প্রহরের পূর্ব্বে অথবা সূর্য্যাস্তের পর আরম্ভ হইবেক না।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১৫ বিধি।

১৬১। যখন প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফের দ্বারা অথবা তাঁহারদের হুকুমক্রমে নীলাম হয় তখন নীলামে যাহার হইয়াছিল তাহার সম্বাদ দিবসের অবসানে পশ্চাৎ লিখিত D চিহ্নিত পাঠানুসারে জিলার জজ সাহেবকে জানাইতে হইবেক। ১৫ দিবস শেষ হইলে জজ সাহেবের নিকটে এইমাত্র রিপোর্ট করিতে হইবেক যে খরীদের সম্পূর্ণ টাকা দাখিল হইয়াছে কি না। এই রিপোর্ট নিয়মমতে এবং নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে জজ সাহেবের নিকটে দেওয়া যায় এই বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইবেন।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১৬ বিধি।

১৬২। পশ্চাৎ লিখিত E এবং F চিহ্নিত পাঠানুসারে দুই রেজিষ্টর প্রত্যেক আদালতে রাখা যাইবেক। একে যে সম্পত্তি নীলাম হইবেক তাহা লেখা যাইবেক অন্যেতে বিক্রয়হওয়া সম্পত্তি লেখা যাইবেক। যে নীলাম হইয়াছে কিন্তু খরীদের সম্পূর্ণ টাকা দাখিল না হওনাতে সম্পন্ন হয় নাই তাহা শেষোক্ত রেজিষ্টরীতে লেখা যাইবেক না। পরন্তু সম্পূর্ণ খরীদের টাকা দাখিল হইলে নীলাম পশ্চাৎ স্থির হইলে বা না হইলে তাহা রেজিষ্টরী বহীতে তৎক্ষণাৎ লেখা যাইবেক।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১৭ বিধি।

১৬৩। পূর্ব্বোক্ত বিধানে যে রেজিষ্টরীর হুকুম আছে তাহা দুই অতিশক্ত জেলদকরা কেতাবে রাখা যাইবেক। বহীর প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নম্বর হইবেক এবং প্রত্যেক বহীতে যত পৃষ্ঠা আছে তাহার সংখ্যার নিদর্শন জজ সাহেব বহীর শেষে লিখিয়া দস্তখৎ করিবেন। ঐ বহী যে আদালতের সম্পর্ক থাকে সেই আদালতের তৎসময়ের বিচারক ঐ২ রেজিষ্টরী বহীতে লেখা সকল বিষয়ে দস্তখৎ করিবেন এবং সুযোগ হইলে জজ সাহেবেরা ঐ২ রেজিষ্টরী বহীর তদারক করিয়া দেখিবেন যে তাহা মনোযোগপূর্ব্বক এবং রীতিমত রাখা গিয়াছে কি না।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১৮ বিধি।

১৬৪। ১১ বিধানানুসারে খরীদারকে যে বিক্রয়পত্র দেওয়া যায় তাহা সম্পত্তির খরীদের টাকার হিসাবঅনুসারে

* ১৮৪৩ সালের ১১ আগষ্ট তারিখের ২৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা মতান্তর হইল।

ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক এবং ১৮১৯ সালের ১০ আইনের A চিহ্নিত তফসীলের ১৯ নম্বরী বর্জিত বিষয়ের নোটে যে বিধান আছে তাহার অনুযায়ি খরীদার ইষ্টাম্পের মূল্য দিবেক এবং ঐ বিক্রয়পত্র সকল আদালতে এই বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রমাণ জ্ঞান হইবেক যে তাহার মধ্যের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছে। —১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ১৯ বিধি।

১৬৫। খরীদারকে বিক্রয়পত্র দেওনের সমকালে যে বিচারকের হুকুমানুসারে নীলাম হইয়াছিল তিনি জিলার চলিত ভাষায় এক ঘোষণাপত্র লিখিয়া আপনার কাছারীতে লটকাইবেন। তাহাতে বিক্রয়পত্রের কথানুসারে এই বিজ্ঞাপন হইবেক যে যে ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে তাহার সেই সম্পত্তিতে যে স্বত্ব ও লাভ ছিল তাহা খরীদারের হইয়াছে। এবং বিক্রয়হওয়া সম্পত্তির কোন অংশ যে পোলীসের দারোগার এলাকার মধ্যে থাকে তাঁহার কাছারীতে সেইরূপ এক ঘোষণাপত্র পাঠান যাইবেক এবং যে জমীদারের জমীদারীর মধ্যে বিক্রয়হওয়া সম্পত্তি থাকে তাঁহার কাছারীতে এইরূপ অন্য অর্থাৎ তৃতীয় ঘোষণাপত্র পাঠান যাইবেক। এবং খরীদারকে সম্পত্তির দখল দেওনের নিমিত্তে আর কোন কার্য্যের আবশ্যক হইবেক না এবং ক্রীত সম্পত্তির পরিমাণের বিষয়ে অথবা যে ব্যক্তির স্থলে খরীদার নিযুক্ত হইয়াছে সেই ব্যক্তির তৎপূর্ব্বে সেই সম্পত্তিতে যে স্বত্ব ও লাভ ছিল তাহার বিষয়ে যদি কোন বিবাদ হয় তবে তাহা ১৭৯৩ সালের ৪ আইনানুসারে নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবেক এবং অন্য কোন প্রকারে হইবেক না। যেহেতুক ইহা অতিস্পষ্টরূপ জানিতে হইবেক যে ১৮৪৬ সালের ৪ আইনানুসারে করা নীলামের দ্বারা যে স্বত্ব বা অধিকার পূর্ব্বকার অধিকারির ছিল কেবল তাহাই খরীদারকে অর্পণ হইল। অতএব সেই প্রকার স্বত্ব বা অধিকারের বিষয়ে কোন বিবাদ হইলে তাহা কেবল নম্বরী মোকদ্দমার দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ২০ বিধি।

১৮৪৬ সালের ৪ আইনানুসারে আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে অদ্য ১৮৫১ সালের ২৬ ফেব্রুআরি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৬৮ সালের ১৪ ফাল্গুনে যে সম্পত্তির নীলামের ইশ্তিহার হইয়াছে তাহার রেজিষ্টর।

১৮৫১ সালের ৩ ফেব্রুআরি তারিখে এই জিলার জজ বা প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির সরকারীতে লিখিত হুকুমঅনুসারে এবং ৩৫৭ নম্বরী যে মোকদ্দমায় গঙ্গাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ফরিয়াদী ও মানুল্লা সেখ আসামী সেই মোকদ্দমায় সেই তারিখে যে এত্তেলা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে সেই মোকদ্দমায় দেয় টাকা আদায় করণার্থে পশ্চাৎ লিখিত সম্পত্তি ১৮৫১ সালের ২৭ মার্চ শনিবার মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৬৮ সালের ১৫ চৈত্র বিক্রয় হইবেক।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
লাটের নম্বর।	মহালের নাম।	পরগনার নাম।	জিলার নাম।	কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে রেজিষ্টরীকরণ কর্ত্তৃকারির নাম।	সদর মহালের জমা।	জমীদারের নাম।	জমীদারের প্রাপ্য জমা।	খাতকের নাম।	যত টাকা আদায় করিতে হইবেক।	মন্তব্য কথা।
										এই ১১ ঘরে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক যে যে টাকা আদায় করিতে হইবেক সেই টাকার দায়ি ব্যক্তির বা ব্যক্তিরদের যে স্বত্ব এবং লাভ আছে কেবল তাহাই নীলাম হইবেক। এবং মফঃসলী তালুকের জমাপ্রভৃতি যেরূপে জানা গেল সেই বিষয়ের কোন সম্বাদ লিখিতে হইবেক।

B

১৮৪৬ সালের ৪ আইনানুসারে জিলা চব্বিশ পরগনার জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির এত্তেলা।

৩৫৭ নম্বরী যে মোকদ্দমায় গঙ্গাগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ফরিয়াদী এবং মানুল্লা সেখ আসামী সেই মোকদ্দমায় ১৮৫১ সালের ৩ ফেব্রুআরি তারিখে এই জিলার জজ বা প্রধান সদর আমীনপ্রভৃতির কবকাবীতে লিখিত হুকুম অনুসারে পশ্চাৎ লিখিত টাকা আদায় করণার্থে পশ্চাৎ লিখিত সম্পত্তি ১৮৫১ সালের ২৭ মার্চ বুধবার বেলা দুই প্রহরের সময়ে মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৬২ সালের ১৫ চৈত্র অমুক স্থানের কাছারীতে বিক্রয় হইবেক ইতি।—১৮৫১ সাল তাং ২৬ ফেব্রুআরি মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৬৮ সাল ১৪ ফাল্গুণ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
লাটের নম্বর।	মহালের নাম।	পরগনার নাম।	জিলার নাম।	যদি সরকারী মহাল হয় তবে বেচ্ছুটবী-হওলা জমাবিলাতীর নাম।	নমুনা মহালের সদর ভুমু।	যদি মফঃসলী তালুক হয় তবে কাহার তালুকের মধ্যে।	জমীদারের প্রাপ্য জমা	এ টাকার দাবি যা-হাদের নাম যা নাম-সকল।	যত টাকা আদায় করিতে হইবেক।	মন্তব্য কথা।
										এই ১১ ঘরে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবেক যে যে টাকা আদায় করিতে হইবেক সেই টাকার দাবি ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের যে স্বত্ব এবং লাভ আছে কেবল তাহাই নীলাম হইবেক। এবং মফঃসলী তালুকের জমাপ্রভৃতি যেরূপে জানা গেল সেই বিষয়ের কোন সম্বাদ লিখিতে হইবেক।

C

আমি জানাইতেছি যে ১৮৪৬ সালের ৪ আইনানুসারে মহাল বাধানগরের কিসমতে মনুল্লার পুত্র এবং উত্তরাধিকারি বহমতের যে স্বত্ব ও লাভ আছে তাহা বামগতি বিশ্বাস নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ ১৮৫১ সালের ২৭ মার্চ তারিখে ও তদবধি আমলে আসিয়াছে ইতি। ১৮৫১ সাল ১৯ আপ্রিল মোতাবেক বাঙ্গলা ১২৬৮ সাল ৩ চৈত্র।

নীলামকরণিয়া আমলার পদের উপলক্ষে দস্তখৎ।

D

অমুকের হুকুমানুসারে অদ্যকার যে নীলামে টাকা আমানৎ করা গিয়াছে তাহার রিপোর্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬
নীলামহওয়া সম্পত্তির বিবরণ।	যে ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি নীলাম হইয়াছে।	খরীদারের নাম।	যত টাকার নিমিত্তে সম্পত্তি নীলাম হইল।	খরীদের টাকার যে অংশ আমানৎ হইল তাহার সংখ্যা	মন্তব্য কথা।

E

১৮৪৬ সালের ৪ আইনানুসারে ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হওনার্থে ইশ্‌তিহারহওয়া সম্পত্তির রেজিষ্টর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
লাটের নম্বর।	সম্পত্তির দেওয়া।	ইশ্‌তিহারের তারিখ।	নীলাম করণার্থ নির্দ্দিষ্ট তারিখ।	যে ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি নীলাম করিতে প্রস্তাব হইয়াছে তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা।	ডিক্রীক্রমে দেয় টাকা।	নীলামের পূর্ব্বে ওজর হইয়াছিল কি না।	যে সময়ে ও যে প্রকারে ওজরের নিষ্পত্তি হইল।	নীলাম যে সময়ে হইল।	নীলামের রেজিষ্টরের পৃষ্ঠা ও নম্বর।	মন্তব্য কথা।
										এই ফৈসলা সাধারণমতে দৃষ্টি হওনার্থে মুদ্রাঙ্কণ করণের অভিপ্রায়ে এই ১ এবং ১০ ঘর দেওয়া গিয়াছে। কেবল যে স্থলে সম্পত্তি বিক্রয় হইয়াছে এবং F ডিক্রিত রেজিষ্টরীতে লেখা গিয়াছে সেই স্থলে এই দুই ঘরের ব্যবহার হইবেক।

F

১৮৪৬ সালের ৪ আইনানুসারে ডিক্রী জারীক্রমে যে নীলাম হয় তাহার রেজিষ্টর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
সম্পত্তির দেওয়া।	নীলামের তারিখ।	যে ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি নীলাম হইল তৎসম্পর্কীয় ব্যক্তিরা।	খরীদারের নাম বা নামসকল।	খরীদের টাকার সংখ্যা।	নীলামের পর ওজর হইল না বা যে ওজর হইল ও কাহার দ্বারা হইল ও তাহার তারিখ।	ওজর যে সময়ে ও যে প্রকারে নিষ্পত্তি হয়।	অমুক তারিখে খরীদারকে বিক্রয়পত্র দেওয়া গেল।	প্রস্তাবিত নীলামের রেজিষ্টরের সঙ্খ্যা।	মন্তব্য কথা।
									অমুক বিধিতে যেমত স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে সেইমতে যে নীলাম খরীদের সম্পূর্ণ টাকা দেওনের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে কেবল সেই নীলাম এই রেজিষ্টরীর মধ্যে লিখিতে হইবেক। এবং যদি আপত্তির সরাসরী নিষ্পত্তি-করণার্থ আদালতের ডিক্রীক্রমে নীলামের কার্য্যক্রম অথবা জারীতামতে উপস্থিত যে-চারক্রমে আদালতের ডিক্রীক্রমে নীলামের অন্যথা হয় তবে এই মন্তব্য কথার ঘরে কেবল তাহার সংক্ষেপ লিখিতে হইবেক।					

১৬৬। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ডিক্রী অথবা আদালতের অন্য হুকুম জারী করণার্থে যখন ভূমি নীলাম করিতে হয় এবং আইনমত সেই নীলাম করণার্থে যখন বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের নিকটে দরখাস্ত করিতে হয় তখন জজ সাহেবের উচিত যে সেই ভূমি ক্রোক করিতে এক জন চাপরাসী বা আদালতের অন্য কোন আমলাকে তথায় পাঠান্ এবং যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম না হয় অথবা নিষেধ না হয় সেইপর্য্যন্ত তাহা ক্রোক করিয়া রাখেন।—১৮১৬ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৬৭। সদর আদালত আরো বিধান করিতেছেন যে ঐ ভূমির দখীলকার ব্যক্তিকে বেদখল করিতে পূর্ব্বোক্ত আইনের মধ্যে যে ক্ষমতা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা হুকুম না দেওনপর্য্যন্ত যে ব্যক্তির দখলে ঐ ভূমি থাকে সেই ভূমির সরবরাহ কর্ম্ম ঐ ব্যক্তির হাতছাড়া করণের আবশ্যক নাই। কিন্তু রীতিমত ইশ্তিহার দেওয়া গেলে পর ঐ ভূমি ক্রোক করণের হুকুমনামা জিলা বা শহরের আদালতের মোহরে ঐ ক্রোকহওয়া সম্পত্তির কোন স্থানে লট্কাইতে হইবেক এবং ঐ হুকুমনামা জারী করিতে যে ব্যক্তিকে পাঠান যায় তাহার উচিত যে ঐ ভূমি নীলাম হওনের পর ক্রোক খালাস না হওয়াপর্য্যন্ত অথবা নীলাম নিষেধ না হওনপর্য্যন্ত সেই ভূমির উপর থাকে।—১৮১৬ সালের ১৭ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১৬৮। ডিক্রী জারী করণার্থ ভূমি কিম্বা অন্য কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে যখন দেওয়ানী আদালত হুকুম দেন তখন ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে সেই ভূমিতে কোন চাপরাসী বা অন্য আমলাকে বসাইবেন বা না বসাইবেন। এবং যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে সেই ভূমি ক্রোক হয় সেই ব্যক্তি অথবা তাহার উকীলের ইচ্ছা বুঝিয়া দেওয়ানী আদালত সেই ভূমিতে এইরূপ কার্য্য করিবেন কিন্তু জজ সাহেবের উচিত যে চাপরাসী না বসাওনেতে যে অশুভ ফল হইতে পারে তাহা ঐ ব্যক্তিকে বুঝান্। এবং ঐ সম্পত্তির মূল্য এবং মোকদ্দমার অন্যান্য বিশেষ বিষয় বিবেচনা করিয়া জজ সাহেবেরা ঐ চাপরাসীর বিষয়ে হুকুম করিবেন।—১৮৩৪ সালের ৫ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৬৯। আদালতের ডিক্রীর কি নিষ্পত্তির টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেব কি রাজস্বের সিরিশ্তাসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যকারক সাহেব ভূমি নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলামের সহিত উপরের ধারার শেষ প্রকরণের [১৮১৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।] লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক এবং ঐ প্রকার নীলামের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল হুকুম চলন আছে তাহা সুপরবশের নিমিত্তে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা যাইতেছে ইতি। [ঐ সকল হুকুম রদ হইয়াছে।] ১৮১৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

১৭০। যাবৎ এমত২ ভূমি ও স্থাবর বস্তু অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে দোষ করণপ্রযুক্ত জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুমক্রমে যে ভূমি ক্রোক থাকে তাবৎ তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর লিখিত টাকা কিম্বা দণ্ডওগয়রহের টাকা উসুলের নিমিত্তে বিক্রয় হইবেক না ইতি। -১৮১৮ সা। ৩ আ। ১০ ধা। ২ প্র।

১৭১। ১৮১৮ সালের ৩ আইনের বিধান কেবল রাজবিদ্রোহি কয়েদীবদের বিষয়ে খাটে।—১৮৪৮ সালের ২২ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৭২। উপরের প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে যে তদবীর ও উপায় আদালত ও ইনসাফের মতানুযায়ি হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরুনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে জানান যাইবেক ইতি। -১৮১৮ সা। ৩ আ। ১০ ধা। ৩ প্র।

১৭৩। সদর আদালত জানাইতেছেন যে কোন ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে সেই ব্যক্তির অধিকারবহির্ভূত সম্পত্তির উপর সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে না। অতএব কৃষ্ণের নামে রাম যে নালিশ করিল সেই নালিশে গোপাল যদি বাদী বা প্রতিবাদী না হয় তবে কৃষ্ণের প্রতিকূলে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করণের নিমিত্তে গোপাল আপন ভূমিহইতে বেদখল হইতে পারে না।—১৮৩২ সালের ২১ ডিসেম্বরের ৭৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৬ ধারা।

ভিন্ন এলাকার সম্পত্তির নীলাম ও তদ্বিষয়ে আপত্তির বিচার।

১৭৪। ১০০০ নম্বরী আইনের অর্থের দ্বারা এমত হুকুম হইয়াছিল যে যে আদালতের দ্বারা অন্য এলাকার সম্পত্তি নীলাম করণের হুকুম হয় ঐ হুকুমের বিষয়ে যে ওজর হয় তাহা সেই আদালতের জজ সাহেব নিষ্পত্তি করিবেন এক্ষণে ঐ আ-

ইনের অর্থ দৃষ্টে জজ সাহেবকে জ্ঞাপন করিতে হুকুম হইয়াছে যে উত্তর কালে এই বিষয়ের কার্য্য নির্ব্বাহার্থে সদর আদালত নীচের লিখিত বিধান করিয়াছেন।—১৮৪০ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৭৫। অন্য এলাকার মধ্যস্থিত সম্পত্তি বিক্রয়ের কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে হইবেক ইহা নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া গেলে যে জিলার মধ্যে ঐ বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে ঐ দরখাস্ত অর্পণ করিতে হইবেক। এবং নীলামের হুকুমকরণিয়া আদালতের এলাকার মধ্যে ঐ সম্পত্তি থাকিলে জজ সাহেব ঐ হুকুমসম্পর্কীয় যে সকল কার্য্য করিতেন এবং উপস্থিত যে সকল বিষয়ের তজবীজ করিতেন যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে ভূমি থাকে তিনি সেইরূপে তাহার বিষয়ের সমস্ত কার্য্য ও তজবীজ করিবেন।—১৮৪০ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৭৬। বাজষ্বের কার্য্যকারক সাহেবেরদের হুকুম হইলে কিম্বা তাঁহারদের হুকুমব্যতিরেকেই বা হউক সমস্ত নীলামের উপর এই বিধি খাটিবেক।—১৮৪০ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৭৭। কলিকাতার ও পশ্চিম দেশের সদর আদালতের সাহেবেরা ধার্য্য করিয়াছেন যে ১৮৪০ সালের ৮ মের সরক্যুলর অর্ডর স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে খাটে।—১৮৪২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৮ পৃষ্ঠা।

১৭৮। ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তির নীলামের ইশ্‌তিহার হয় তাহার বিষয়ে কোন দাওয়া হইলে ঐ সম্পত্তি যে জিলাতে থাকে সেই জিলার উপযুক্ত বিচারকর্ত্তা তদারক করিবেন।—১৮৪২ সালের ১ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৪ পৃষ্ঠা।

১৭৯। যে এলাকার মধ্যে ডিক্রী হয় তাহাছাড়া অন্য এলাকার মধ্যস্থিত কোন সম্পত্তির ডিক্রী জারী করণার্থ নীলামের বিষয়ে ইশ্‌তিহার হইলে সেই সম্পত্তির উপর দাওয়া যে কার্য্যকারকের নিষ্পত্তিকরা কর্ত্তব্য তাহার বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৮ মে তারিখের ৮৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর হয় সেই অর্ডরের বিধি যেমন জিলার আদালতে অর্শে তেমন অধীন আদালতের বিষয়ে অর্শিবার কোন বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট ছিল না অতএব কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর আদালতের সাহেবেরা একিপ্রকার রীতি চালাওনের নিমিত্তে এবং লোকেরদের সুগমের নিমিত্তে ঐ হুকুম অধস্থ আদালতে চলিত করিতে উচিত বোধ করিয়াছেন এবং ঐরূপ চলন হওনের বিষয়ে এই পত্রের দ্বারা সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে।—১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৮০। উক্ত সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে কার্য্য করিতে হইলে এ অধস্থ আদালত ১২৩৫ নম্বরী আইনের অর্থের মর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবেন এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন যে জিলা অথবা শহরের আদালতের জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে সম্পত্তি থাকে তাঁহার নিকটে আপনারদের মোহর ও দস্তখৎকরা রুবকারীসমেত আপনার দরখাস্ত পাঠাইবেন এবং মুনসেফেরা ঐ দরখাস্ত আপন২ জিলার জজ সাহেবের দ্বারা ও দস্তখৎক্রমে পাঠাইবেন।—১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

[১৮৪৬ সালের ৪ আইনের বিষয়ে সদর আদালত যে বিধান করিয়াছেন তাহা দেখ। ৬৯৭ পৃষ্ঠা অবধি ৭০২ পৃষ্ঠাপর্য্যন্ত ১৪৩—১৬৫ নম্বর দেখ।]

৭ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে যে ভূমি নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার হয় তাহার উপর দাওয়া এবং তাহার নীলামের বিষয়ে ওজর।

১৮১। এই ধারানুসারে যে ভূম্যাদি নীলাম হইবার ইশ্‌তিহার দেওয়া গিয়া থাকে সেই ভূম্যাদির কোন দাওয়া উপস্থিত হইলে কিম্বা ঐ ইশ্‌তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে ঐ নীলাম হওনের কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে ঐ দাওয়া কিম্বা প্রতিবন্ধকতার তজবীজ যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটহইতে ঐ নীলামের হুকুম হইয়া থাকে সেই সাহেবের নিকটে হইবেক কিম্বা তাহার তজবীজ করিয়া রিপোর্ট করিবার নিমিত্তে কোন সদর আমীন কি তথাকার মুনসেফের প্রতি ভার দেওয়া যাইবেক এবং ন্যায়ের প্রতিবন্ধকতার নিমিত্তে ঐ দাওয়াদির আরজী দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ও অনাবশ্যক বিলম্ব করা গিয়াছে ইহা বোধ না হইলে যদি আবশ্যক বোধ হয় তবে যাবৎ ঐ দাওয়া কি প্রতিবন্ধকতার বিবেচনা না হয় তাবৎ ঐ নীলাম করিতে বিলম্ব করা যাইবেক কিন্তু আবশ্যক যে ঐ আরজী যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্ তাঁহার নিকটে ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার দেওয়া যাওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে

হত শীঘ্র সর্ব্বদা দেওয়া যাইবেক ও আরজীদেওনিয়ার প্রবঞ্চনা করণের অভিপ্রায় বোধ হইলে নীলাম স্থগিত বিলম্ব করা যাইবেক না এবং ঐ দাওয়াদার নীলামের পরে জাবেতামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করণের দ্বারা আপন দাওয়া বুঝিয়া পাইবার উপায় করিতে পারে ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৬ প্র।

১৮২। সদর দেওয়ানী আদালত অবগত হইয়াছেন যে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে আদালতসম্পর্কীয় কোন২ কর্ম্মকারক ডিক্রী জারী করণার্থে যে সম্পত্তির ইশ্তিহার হয় তাহার বিষয়ি দাওয়া ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট ঘোষণার মিয়াদের পর গ্রাহ্য করিয়া থাকেন অতএব সদর আদালত জানাইতেছেন যে এই ব্যবহার বেআইনী এবং অনুপযুক্ত। —১৮৪৭ সালের ১১ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৮৩। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণে হুকুম আছে যে ডিক্রী জারী করণার্থে যে ভূম্যাদি নীলাম হইবার ইশ্তিহার দেওয়া যায় সেই ভূম্যাদির কোন দাওয়া উপস্থিত হইলে কিম্বা "ইশ্তিহারনামার লিখিত মিয়াদের মধ্যে" কোন আপত্তি উপস্থিত হইলে যদি এমত দুষ্ট না হয় যে ন্যায়ের প্রতিবন্ধকতার নিমিত্তে ঐ দাওয়াদির আরজী দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনাবশ্যক বিলম্ব হইয়াছে তবে তাহার তজবীজ হইবেক। তাহাতে সদর আদালতের সাহেবেরা কহেন যে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে যে দাওয়া অথবা আপত্তি হয় তাহার তজবীজ হওন সময়ে যদি ঐ নীলাম স্থগিত হয় তবে উক্ত দাওয়া কি আপত্তির নিষ্পত্তি হইলে যাহারদের ঐ বিষয় খরীদ করিবার মানস আছে তাহারদের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে অন্য এক ইশ্তিহার দেওয়া সপষ্টতঃ উচিত হয় এবং তাহার অন্যূন পনের দিনের মিয়াদ দিতে হয় এবং যে সময়ে ও যে স্থানে নীলাম হইবেক তাহা এবং যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবং যত টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে নীলামের হুকুম হয় তাহার সংখ্যা ঐ ইশ্তিহারনামাতে নির্দ্দিষ্ট হইবেক। কিন্তু ঐ দ্বিতীয় ইশ্তিহারনামার মিয়াদের মধ্যে ফলতঃ আইনে যে একমাত্র ইশ্তিহারনামার হুকুম আছে অর্থাৎ প্রথম ইশ্তিহারনামা তাহার তারিখঅবধি ত্রিশ দিন গত হওনের পর কোন সময়ে কোন নূতন দাওয়া অথবা নীলামের বিষয়ে কোন নূতন আপত্তি গ্রাহ্য করিতে আদালতের ক্ষমতা নাই। যদি ঐ প্রস্তাবিত নীলামের প্রথম ইশ্তিহারের মিয়াদের পর কোন দাওয়া অথবা আপত্তি উপস্থিত হয় তবে তাহা "ন্যায়ের প্রতিবন্ধকতার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক ও অনাবশ্যক বিলম্ব হইয়াছে" ইহামাত্র বোধ করা যাইতে পারে এবং সেই গতিকে কেবল ইহা উচিত যে ঐ নীলাম একেবারে সম্পন্ন হয় এবং আইনে যেরূপ লেখা আছে সেইরূপে "দাওয়াদার আপনার দাওয়া নীলামের পর জাবেতামতে দেওয়ানী মোকদ্দমার দ্বারা সাব্যস্ত করুক।"—১৮৪৭ সালের ১১ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৮৪। যে স্থানে এই ব্যবহার চলন আছে সেই স্থানে কল্পিত এবং অমূলক দাওয়ার তজবীজ করণার্থ নীলাম দফায়২ স্থগিত হইবার সম্ভাবনা আছে এবং ডিক্রীদারের যে যথার্থ পাওনা আদালতে নিশ্চয় হইয়াছে তাহা আদায় করণার্থে তাহার সকল উদ্যোগ মিথ্যা হইবেক।—১৮৪৭ সালের ১১ জুলাইর সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৮৫। আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে এক লাট নীলাম হইয়াছিল তাহা দরখাস্তকারী খরীদ করিল এবং জিলার জজ সাহেব তাহাকে এক বিক্রয়পত্র দিলেন। নীলাম হওনের কতক মাস পরে সাবেক ভূম্যধিকারী নূতন জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিল এবং তিনি ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিলেন। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে জজ সাহেবের এইরূপ করণের কোন ক্ষমতা নাই এবং তাঁহার হুকুম অন্যথা করিলেন।—১৮৪১ সালের ১০ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ পৃষ্ঠা।

১৮৬। এক ডিক্রী জারীক্রমে দরখাস্তকারী কতক সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছিল পরে জজ সাহেবের নিকটে তাহার বিষয়ে দাওয়া হওয়াতে তিনি সেই ক্রোক খালাস করিলেন জজ সাহেবের ঐ হুকুমের উপর দরখাস্তকারী সদর আদালতে আপীল করিল। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে ঐ খালাসের বিষয়ি যে আপত্তি হইয়াছে তাহা জিলার আদালতে করা যায় নাই অতএব দরখাস্ত হেয় হইল।—১৮৪২ সালের ১০ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২২ পৃষ্ঠা।

১৮৭। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৬ প্রকরণক্রমে ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন আপন ডিক্রী জারী করণার্থে যে২ হুকুম দেন তাহার উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ১১ মের ১১৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৮৮। যে ভূম্যাদি নীলাম করণের প্রয়োজন হয় তাহার উপর কালেক্টর সাহেবের নিকটে কোন দাওয়া কিম্বা আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তিপত্রের লিখিত টাকার দায়ি জনের কি জনেরদের ঐ ভূম্যাদিতে অধিকার নাহি সুতরাং তাহা ঐ টাকা উসুলের নিমিত্তে নীলামের যোগ্য নহে এইরূপ প্রতিবন্ধকতার দরখাস্ত উপস্থিত হইলে যে আদালতের সাহেব ঐ ভূম্যাদি নীলাম করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবের নিকটে হুকুম পাঠাইয়া থাকেন সেই আদালতের সাহেবের নিকটে ঐ কালেক্টর সাহেব ঐ দাওয়ার কি প্রতিবন্ধকতার এবং ঐ বিষয়ে যাহা২ আপন সিরিশ্তায় লেখা থাকে তাহার বেওরা লিখিয়া পাঠাইবেন এবং তাহার প্রত্যুত্তরে

যেং হুকুম পাওয়া যায় তদনুসারে ঐ নীলামের কার্য্য করিবেন অথবা না করিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

১৮৯। যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত হয় সেই ব্যক্তিভিন্ন অন্যের নামে যদি কালেক্টর সাহেবের বহীতে জমীদারীর রেজিষ্টরী হইয়া থাকে তবে কেবল সেইপ্রযুক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারী নীলাম করিতে অস্বীকার করিতে পারেন্ না। কিন্তু যদ্যপি ঐ জমীদারীর উপর কোন দাওয়া হয় অথবা তাহা নীলামের বিষয়ে কেমি ওজর করা যায় তবে কালেক্টর সাহেব ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ ও ৫ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিবেন।—১৮৩১ সালের ২২ জুলাইর ৬৪৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

১৯০। আনন্দের বিরুদ্ধে ডিক্রী হওয়াতে তাহা জাবীক্রমে কালেক্টর সাহেব কতক সম্পত্তি নীলাম করিলেন তাহাতে যে কএক ব্যক্তির দখলে সেই ভূমি ছিল তাহারা তদ্বিষয়ের দাওয়া করিল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে কালেক্টর সাহেবের ইশ্তিহারে ঐ ভূমি আনন্দের সম্পত্তি বলিয়া লেখা থাকাপ্রযুক্ত ঐ দাওয়াদারেরা সেই ভূমিহইতে সরাসরীমতে বেদখল হইতে পারে না।—১৮০৫ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের ১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯১। কোন জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জানাইলেন যে ভূমি সম্পত্তি নীলাম করণের বিষয়ে আমি যে হুকুম দিয়াছিলাম তাহার মতাচরণ করিতে এই জিলার কালেক্টর সাহেব স্বীকার না করাতে অনেক ক্লেশ জন্মিয়াছে অতএব জিজ্ঞাসা করিতেছি যে জিলার আদালতের হুকুমক্রমে যে ভূমি নীলাম করণের ইশ্তিহার হয় তাহার উপর দাওয়া করা গেলে সেই দাওয়া কালেক্টর সাহেবের দ্বারা কি নীলামের হুকুমকরণিয়া আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে আদালতহইতে ঐ নীলামের হুকুম হয় কেবল সেই আদালতের দ্বারা এই প্রকার দাওয়ার বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে এবং যদি সেই প্রকার দাওয়া কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে তাঁহার উচিত যে সেই দাওয়ার বিচার হওনার্থে তাহা দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ এবং আদালতের পুনর্ব্বার হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত আপনার কার্য্য যবেস্তরে রাখেন।—১৮৩৩ সালের ৫ জুলাইর ৭২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯২। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৪ ধারার ৪ প্রকরণের অভিপ্রেত গতিকে কালেক্টর সাহেব নীলাম করণে বিলম্ব করিতে পারেন্ কি না এই বিষয়ে ঐ আইনের ঐ প্রকরণের অর্থ করণবিষয়ে সদর আদালতে সম্প্রতি এক জিজ্ঞাসা হইয়াছে অতএব তদ্বিষয়ে সদর আদালত বিধান করিলেন যে নীলামের হুকুমকারি আদালতের বিশেষ নিষেধ না হইলে ঐ প্রকরণের দ্বারা নীলাম বিলম্ব করণের ক্ষমতা কালেক্টর সাহেবকে অর্পণ হয় নাহি। এবং যদি ঐরূপ নিষেধ না পাওয়া যায় তবে নির্দ্ধারিত দিবসে অবশ্য নীলাম করিতে হইবেক।—১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৯৩। উপরের প্রকরণানুসারে আদালতের কোন ডিক্রী কি অন্য নিষ্পত্তির মতাচরণ যে আদালতহইতে হয় সেই আদালতের সাহেবের নিকটে ঐ ভূম্যাদির বিষয়ে হওয়া কোন দাওয়ার কি প্রতিবন্ধকতার দরখাস্ত কালেক্টর সাহেবের নিকটহইতে পাঠান গেলে কিম্বা আদালতের হুকুমমতাচরণার্থে যে ভূম্যাদি নীলাম করণের প্রয়োজন হয় তাহার বিষয়ে যে জজ কি অন্য কর্ম্মকারি সাহেব তাহা নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন্ সেই সাহেবের নিকটে কোন দাওয়াদার দাওয়া দরপেশ করিলে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণে ঐ দাওয়া সত্য হওয়া না হওয়ার ও তাহার কোন হেতু থাকা না থাকার সরাসরী বিবেচনা করিবেন এবং আবশ্যক বোধ হইলে ঐ বিবেচনা করা পূর্ণ না হওনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম করিতে বিলম্ব করিবার হুকুম কালেক্টর সাহেবকে দিবেন কিন্তু কালেক্টর সাহেবের ঐ নীলামের ইশ্তিহার দেওনের পর উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে ঐ দাওয়া কি প্রতিবন্ধকতার দরখাস্ত উপস্থিত না করা গেলে এবং নীলামের ব্যাঘাত করণের অভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহা উপস্থিত করিতে বিলম্ব করা গিয়াছে এমত বোধ হইলে ঐ নীলাম করিতে বিলম্ব করা আবশ্যক বোধ হইবেক না ও এমতং হইলে আদালতের সাহেব ঐ নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারিবেন এবং দাওয়াদার আপন দাওয়া বুঝিয়া পাইবার নিমিত্তে জাবেতামতে আদালতে নালিশ করিতে চাহিলে করিতে পারিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৪ ধা। ৫ প্র।

১৯৪। আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে সম্পত্তি বিক্রয় কিম্বা হস্তান্তর করণের হুকুম হইলে নানা ব্যক্তিরা যে নানা ওজর করে কোন২ আদালত সেই সকল ওজর এক রোয়দাদের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া থাকেন ইহাতে ক্লেশ হওনপ্রযুক্ত সদর আদালত তাহা নিবারণ করিয়া হুকুম দিতেছেন যে উক্ত প্রকার ওজরের প্রত্যেক দরখাস্ত পৃথক্২ মিসিলে রাখিতে হইবেক এবং সেই দরখাস্ত সিদ্ধ অথবা অসিদ্ধ করণার্থে যে দলীলদস্তাবেজ অথবা জোবানবন্দী দেওয়া যায় তাহা এবং ডিক্রীদারের জওয়াব অতিমনোযোগপূর্ব্বক ঐ দরখাস্তের শামিল রাখিতে হইবেক এবং সেই সম্পত্তির বিষয় অন্যান্য দাওয়ার মিসিলের

সঙ্গে মিশাল করিতে হইবেক না এবং প্রত্যেক মিসিলের পৃষ্ঠে নীচের* নিরূপণমতে লিখিতে হইবেক। সেইরূপে ঐ ওজরের বিষয়েতে যে২ হুকুম করা যায় সেই২ হুকুমের উপর আপীল হইলে যে বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে আপীলের সম্পর্ক রাখে অন্য হুকুম না হইলে কেবল সেই বিশেষ বিষয়ের রোয়দাদ আপীল আদালতে পাঠাইতে হইবেক এবং ঐ রোয়দাদের সঙ্গে ঐ ডিক্রীর নকল এবং ডিক্রী জারী করণার্থে ডিক্রীদারের দরখাস্ত ও সম্পত্তির ক্রোকের বিষয়ে ও নিয়মিত এত্তেলামামা জারী করণের বিষয়ে নাজিরের রিপোর্ট পাঠাইতে হইবেক। কিন্তু ডিক্রী জারী করণের সম্পর্কে সমস্ত কাগজপত্র একি নথীতে সেই মোকদ্দমার রোয়দাদের সঙ্গে রাখিতে হইবেক এবং ঐ ডিক্রী জারী করণেতে যে সকল ওজর হইয়াছিল তাহার সংখ্যার এক ফিরিস্তি তাহার সঙ্গে দিতে হইবেক এবং পৃষ্ঠায় যাহা লিখিবার হুকুম উপরে দেওয়া গিয়াছে তাহা ঐ ফিরিস্তির উপর লিখিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯৫। হুকুমের বাধকতা করণ বিষয়ের কাগজপত্র সেইরূপে পৃথক্ রাখিতে হইবেক এবং বাধকতা হওনের রিপোর্ট প্রত্যেক মিসিলের আরম্ভে রাখিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯৬। ১৮২৮ সালের ৬ জুনের সরক্যুলর অর্ডরে এমত হুকুম আছে যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে যাবৎ ওজর করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত না হয় এবং খরীদারকে সেই সম্পত্তির দখল না দেওয়া যায় তাবৎ ঐ ভূমির উৎপন্ন টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক। সদর আদালত ঐ সরক্যুলর অর্ডর বিবেচনা করিয়া এবং মফঃসল আপীল আদালতের কর্তৃত্ব রহিত হওয়াতে জিলা বা শহরের জজ সাহেবের হুকুমে যাহারা নারাজ হয় তাহারদের অনেক দূর গমন করিতে হয় সেই বিষয়েও বিবেচনা করিয়া বিধান করিলেন যে ডিক্রী জারী করণার্থে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে জজ সাহেব অথবা আদালতসম্পর্কীয় অন্য কর্ম্মকারক হুকুম দিলে যদি ইশ্তিহারের মিয়াদের মধ্যে ইশ্তিহারহওয়া সম্পত্তির উপর দাওয়া হয় অথবা তাহার বিক্রয়ের বিষয়ে ওজর হয় তবে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৫ প্রকরণে আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে তাহা অতীত না হইলে ঐ হুকুম জারী হইবেক না এবং ঐ মিয়াদ নীলাম করণের শেষ হুকুমের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক এবং বাদি বা প্রতিবাদির নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজ আদালতে দাখিল করণের তারিখঅবধি ঐ হুকুমের নকল সেই ব্যক্তিকে দিবার বা দিতে প্রস্তাব করিবার তারিখপর্য্যন্ত যে সময় গত হয় তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না।—১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৯৭। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাই তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ "ইশ্তিহারের মিয়াদের মধ্যে সম্পত্তির নীলামের বিষয়ে যে ওজর হয়" এই কথার অর্থের মধ্যে যে আসামীরদের প্রতিকূলে হুকুম হইয়াছে সেই আসামীরা আপন২ সম্পত্তির নীলাম হওনের বিষয়ে যে ওজর করে সেই ওজর গণ্য করিতে হইবেক কি ঐ সম্পত্তির দাওয়াদার বা অন্য ব্যক্তিরা ঐ নীলামের বিষয়ে যে ওজর করে কেবল তাহা গণ্য হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি নীলাম করিবার ইশ্তিহার হয় তাহাতে অন্যান্য ব্যক্তি এবং আসামী যে ওজর করে এমত সকল প্রকার ওজরদারের ওজরের সঙ্গে ঐ সরক্যুলর অর্ডরের কথার সম্পর্ক আছে।—১৮৩৩ সালের ৬ ডিসেম্বরের ৮৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৯৮। যদবধি সদর আদালত এমত হুকুম করিলেন যে নীলামের ইশ্তিহারহওয়া ভূমির উপর দাওয়া নামঞ্জুর করণের হুকুমের তারিখঅবধি তিন মাস গত না হইলে ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি সম্পত্তি নীলাম করিতে হইবেক না তদবধি এমত ব্যবহার হইতেছে যে নীলাম করণের যে দিবস নিরূপণ হয় তাহার পূর্ব্ব দিবসে তাহার উপর দাওয়ার দরখাস্ত দাখিল হয় ঐ দরখাস্ত সেই ভূমির উপর কোন দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থ দাখিল হয় না কিন্তু তাহার এইমাত্র অভিপ্রায় যে ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় এবং তৎপরে নীলামের আর তিন মাস বিলম্ব হয়। সেই তিন মাস অতীত হইতে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার উপর নূতন দাওয়ার দরখাস্ত করে তাহাতে ডিক্রী জারী করণের অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে। অতএব সদর আদালতে বিশেষ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে নীলামের নিরূপিত দিবসের পূর্ব্ব দিবসে যে দরখাস্ত বিনা দলীলদস্তাবেজে অথবা বিনা কোন প্রমাণে দাখিল করা যায় তাহা পাইলে নীলাম তিন মাসপর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে হইবেক কি না এই বিষয়ে আমি সদর আদালতের জজ সাহেবেরদের বিশেষ হুকুম প্রার্থনা করি সেই হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত আইনানুসারে কার্য্য করিতে আমার মানস আছে। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে আমারদের গত বৎসরের ১৯ জুলাই তারিখের [উপরের ১৯৬ নম্বরী] সরক্যুলর অর্ডরের যথার্থ অর্থ তুমি বোধ কর নাই সেই সরক্যুলর অর্ডরের এমত অভিপ্রায় ছিল না যে নীলামবিষয়ক ওজরের প্রত্যেক দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলে নীলাম স্থগিত করিতে হইবেক কিন্তু তাহার এইমাত্র অভিপ্রায় ছিল যে ঐ হুকুমে যে ব্যক্তিরা নারাজ হয় তাহারা তিন মাসের মধ্যে আপীল করিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ আপীল করণের যে তিন মাস মিয়াদ

---

* ৩৫১ নম্বরী যে মোকদ্দমাতে শিবচরণ ফরিয়াদী কি আপেলান্ট কাশীনাথ আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্ট সে মোকদ্দমার ২১ নম্বরী ডিক্রী জারীর বিষয়ে ১ নম্বরী ওজরদার রাম সিংহ।

নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অতীত না হওনের পূর্ব্বে নীলামের হুকুম জারী না হয়।—১৮৩৪ সালের ২৭ মার্চের ৮৭৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৯। উপরের লিখিত সরক্যুলর অর্ডরের প্রথম ভাগে যে হুকুম আছে তাহা জারী করণ বিষয়ে যে এক অসঙ্গত ব্যবহার সামান্যতঃ চলিতেছে দুষ্ট হইল তাহার বিষয় সদর আদালতের সাহেবেরা এই সুযোগে লিখিতেছেন। ওজরদার যে ওজর করে তাহার নিষ্পত্তি করণ সময়ে নীলামের দিন একেবারে নিরূপণ করিতে হয় কিন্তু আপীল করিবার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ সর্ব্বদাই তাহার মধ্যে ধরিতে হইবেক এবং এইক্ষণে যে ব্যবহার নানা আদালতে চলিতেছে অর্থাৎ উক্ত মিয়াদ অতীত না হওয়াপর্য্যন্ত মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার স্থগিত করা এবং মিয়াদ অতীত হইলে পর ভূমির নীলামের জন্যে রীতিমত হুকুম দেওয়া সেই ব্যবহারের দ্বারা শেষে ডিক্রী জারীর অনাবশ্যকমতে বিলম্ব হইতেছে অতএব সেই ব্যবহার ত্যাগ করা উচিত।—১৮৪৩ সালের ১১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২০০। সদর আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ডিক্রী জারী করণেতে নীলামের উৎপন্ন টাকা আমানৎ রাখিবার বিষয়ে তুমি যাহা ঠাহরিয়াছ তাহা যথার্থ বটে এবং ঐ টাকার বিষয়ে আদালতের যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা সদর আদালত এইক্ষণে সংক্ষেপরূপে জানাইতেছেন।—১৮৩৬ সালের ২৯ জুলাইর ১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

২০১। নীলামের পূর্ব্বে জজ সাহেবের নিকটে ঐ সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া বা ওজর হইলে এবং জজ সাহেব তাহা নামঞ্জুর করিলে তাঁহার হুকুমের তারিখঅবধি তিন মাসপর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত রাখিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ২৯ জুলাইর ১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২০২। যদি ঐ ওজর নীলামের পর জিলার জজ সাহেবের নিকটে করা যায় এবং তিনি তাহা নামঞ্জুর করিয়া নীলাম বহাল রাখেন তবে ঐ ওজর যে তারিখে জজ সাহেব নামঞ্জুর করিয়া নীলাম বহাল রাখিতে হুকুম দিলেন সেই তারিখঅবধি ঐ টাকা তিন মাসপর্য্যন্ত আদালতে আমানৎ রাখিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ২৯ জুলাইর ১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২০৩। কিন্তু যদি নীলামের পূর্ব্বে কোন দাওয়া না করা যায় তবে ঐ নীলাম ত্রিশ দিবসের মধ্যে হইতে পারে এবং যদি নীলামের পর ত্রিশ দিবসের মধ্যে কোন ওজর না করা যায় তবে ঐ সময় অতীত হইলে নীলামের উৎপন্ন টাকা ডিক্রীদারকে দেওয়া যাইতে পারে।—১৮৩৬ সালের ২৯ জুলাইর ১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

২০৪। উপযুক্ত এত্তেলা দেওনপূর্ব্বক ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে পর ঐ ডিক্রীর মতাচরণ পূর্ব্বে হইয়াছিল বলিয়া নীলামের বিষয়ে কোন আপত্তি শুনা যাইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ২০ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২০৫। যে সম্পত্তি ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হয় তাহার বিষয়ের দাওয়া যদি নীলামের পূর্ব্বে না হইয়া থাকে তবে তাহা নীলামের পর এক মাসের মধ্যে হইয়াছিল বলিয়া সরাসরীমতে গ্রাহ্য হইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ১২ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২০৬। সম্পত্তির নীলামের উপস্বত্বের অংশ পাইবার জন্যে নীলামের দিবসে যে দাওয়া হয় তাহা ১৮৪৪ সালের ২৬ জানুআরির ৪২ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরক্রমে নামঞ্জুর হইল।—১৮৪৭ সালের ১০ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২০৭। ডিক্রী জারীক্রমে যে নীলাম হয় তাহার উৎপন্নের বিষয়ে প্রথম ডিক্রীদারেরদের স্বত্ব খরীদ করাপ্রযুক্ত যে বিপরীত দাওয়া হয় তাহা সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ৩ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২০৮। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যখন নানা ওজরদারের দাওয়া ও ওজরক্রমে ডিক্রীহওয়া টাকা উসুলের বিলম্ব হয় তখন তাহার সুদ কাহার শিরে পড়িবেক। এমত গতিকে ডিক্রীদারের সমস্ত টাকা উসুল হওনের বিলম্বের অপরাধ যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী হইয়াছে তাহা প্রায় কহা যাইতে পারে না অথচ তাহার স্বজনগণ ও অধীন ব্যক্তিরদের সঙ্গে তাহার কারসাজী করাতে এইরূপ বিলম্ব বারম্বার হইতেছে যেহেতুক ভূমি নীলামের ইশ্তিহার হইলেই সেই প্রকার কোন এক ব্যক্তি দাওয়াদার উপস্থিত হয় তথাপি ঐ ব্যক্তির প্রতি সুদ দিতে হুকুম করিলে অযথার্থ হয়। পক্ষান্তরে ডিক্রীর তাবৎ টাকা পরিশোধ না হওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রীদারের সুদ পাইবার অধিকার আছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে জিলার জজ সাহেবের বিবেচনায় যে দাওয়াদারের ওজর স্পষ্টতঃ ফেরেবী করিয়া অথবা কেবল ব্যামোহ দিবার নিমিত্তে হইয়াছে কিম্বা অমূলক বোধ হয় সেই দাওয়াদারকে সেই টাকার সুদ দিবার হুকুম দিতে পারেন। সেই হুকুমের উপর মুতরাৎ সদর আদালতে আপীল হইতে পারে।—১৮৩৬ সালের ৩ জুনের ১০১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০৯। কোন দাওয়াদারের ওজর যদি স্পষ্টতঃ ফেরেবী এবং জেদপূর্ব্বক অথবা ব্যামোহদায়ক কি অমূলক হয় তবে ১০১০ নম্বরী আইনের অর্থানুসারে তাহার প্রতি যে ক্রমিক সুদ দিবার হুকুম হয় তাহা ডিক্রীর সমুদয় টাকার উপর হিসাব

করা যাইবেক না কিন্তু ডিক্রীর যে ভাগের উপর ওজর অর্শে কেবল তাহার সুদ দিতে হইবেক।—১৮৪৬ সালের ৩ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৭ পৃষ্ঠা।

২১০। ১০১০ নম্বরী আইনের অর্থানুসারে দাওয়াদারের শিরে যে সুদ পড়ে তাহা ডিক্রীদার তাহার স্থানে উসুল করিয়া লইবেক।—১৮৪৭ সালের ১০ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২১১। ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের খাতকের সম্পত্তি নীলামে যে টাকা উৎপন্ন হইয়া আদালতে আমানৎ হয় সেই টাকা যদি আসামীর মিথ্যা আপত্তিপ্রযুক্ত মহাজনের পাইবার বিলম্ব হয় তবে ঐ মহাজন সেই টাকার উপর সুদ পাইতে পারে।—১৮৪২ সালের ২৭ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪২ পৃষ্ঠা।

২১২। আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি নীলাম হয় সেই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তৎপ্রযুক্ত খরীদারকে সেই সম্পত্তির দখল দেওনের বিলম্ব করা অনুচিত।—১৮৪১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৭ পৃষ্ঠা।

২১৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৭৯৩ সালের ৪৪ আইনের ৪ ধারা ১৮১২ সালের ১৮ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে বটে কিন্তু ডিক্রী জারী করণের সময়ে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের সাধ্য আছে যে নানা দাওয়াদারের ওজরের সরাসরী তজবীজ করিয়া যে পাট্টা চাতুরীক্রমে হইয়াছে এমত মনঃপ্রত্যয় হয় সেই পাট্টা বাতিল করেন। যে ব্যক্তি তাঁহার ঐ নিষ্পত্তিতে নারাজ হয় সে ব্যক্তি সরাসরীমতে সদর আদালতে আপীল করিতে পারে অথবা তাহার যে স্বত্ব আছে কহে তাহা পুনর্ব্বার পাইবার নিমিত্তে নম্বরী মোকদ্দমা করিতে পারে।—১৮৩৬ সালের ২ ডিসেম্বরের ১০৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে যে ভূমির নীলাম হয় তাহার উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করণার্থে আদালতের উপদেশের নিমিত্তে সাধারণ মূল নিয়ম।

২১৪। এই আইনানুসারে ভূম্যাদি নীলাম করিতে হইলে ঐ নীলামের সময়ে ডাকনিয়া লোকদিগকে সর্ব্বদা স্পষ্টরূপে ইহা জানাইতে হইবেক যে আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তিপত্রের লিখিত যে টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে ঐ নীলামের হুকুম হয় সেই টাকার দায়ি জনের ঐ ভূম্যাদিতে যে স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহারা ঐ ভূমিতে অতিরিক্ত আর কিছুই পাইবেক না ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৭ প্র।

২১৫। যে সম্পত্তির উপর পূর্ব্বের বন্ধকপ্রযুক্ত দাওয়া থাকে তাহা আদালতের ডিক্রীক্রমে বিক্রয় হইলে সেই নীলাম নির্ব্বাহ করণের যে ব্যবহার হইতেছে তাহা অসঙ্গত এই বোধ হওয়াতে নীচের লিখিত বিধান তোমার এবং তোমার অধীন সমস্ত আদালতের বিজ্ঞাপন ও কার্য্য সাধনের নিমিত্তে পাঠাইতে আদেশ পাইয়াছি।—১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২১৬। সম্প্রতি এই সদর আদালত এইমত বিধান করিয়াছেন যে উক্ত প্রকার সম্পত্তির উপর পূর্ব্বে বন্ধক হইয়াছে বলিয়া বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি যে দাওয়া করে সেই দাওয়ার বিষয়ে আদালত বারম্বার যে সরাসরী বিচার করিয়া থাকেন তাহা বেআইনী এবং অনাবশ্যক যেহেতুক পূর্ব্বের কোন বন্ধকের দাওয়া থাকিতে আসামীর ঐ সম্পত্তিতে যে স্বত্ব ও সম্পর্ক আছে কেবল তাহাই বিক্রয় হয় এবং আইনে এমত হুকুম আছে যে ঐ নীলামে যাঁহারা ডাকেন তাঁহারদিগকে অতিস্পষ্টরূপে জ্ঞাপন করিতে হয় যে ঐ বিক্রয়হওয়া ভূমি বা অন্য সম্পত্তিতে আসামীর যে স্বত্ব ও সম্পর্ক আছে কেবল তাঁহারদিগকে তাহাই অর্পণ করা যায়।—১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২১৭। সদর আদালতের সাহেবেরা এমত বিবেচনা করেন যে নীলাম সম্পন্ন না হইতে২ যদি পূর্ব্বকার দাওয়া উপস্থিত করা যায় তবে যে কার্য্যকারক নীলাম নির্ব্বাহ করেন তাঁহার উচিত যে ঐ প্রকার দাওয়া থাকনের বিষয় নীলামে ডাকনিয়া ব্যক্তিরদিগকে জ্ঞাপন করেন এবং নীলামের রুবকারীতে তাহা লিখিয়া রাখেন।—১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২১৮। ডিক্রী জারী করণার্থ সম্পত্তি বিক্রয়ের বিষয়ে যে২ ওজর হয় তাহার নিষ্পত্তি করণে দেওয়ানী আদালতের রীতি

নির্ণয় ও স্থির করণের নিমিত্তে কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত নীচের লিখিত বিধি করিয়াছেন এবং তাহা সকল আদালতের উপদেশের নিমিত্তে এই সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা নির্দ্ধার্য্য হইতেছে।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

২১৯। এমত গতিকে স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় করণের সামান্যতঃ যে২ ওজর করা যায় তাহা তিন প্রকার।

প্রথম। নীলাম হওনের নিমিত্তে যে সম্পত্তির ইশ্‌তিহার হইয়াছে তাহা ওজরদারের নিকটে বন্ধক আছে।

দ্বিতীয়। যে টাকার নিমিত্তে ঐ সম্পত্তির নীলাম হওনের ইশ্‌তিহার হইয়াছে সেই টাকার দাবি জনের ঐ সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ লাভ নাহি কেননা ঐ সম্পত্তির অন্য২ শরীক আছে এবং তাহারদের মধ্যে ওজরদার এক জন এবং ঐ সম্পত্তির বিভাগ হয় নাহি।

তৃতীয়। যে ব্যক্তি সেই টাকার দাবী তাহার ঐ ক্রোক ও নীলামের জন্যে ইশ্‌তিহারহওয়া সম্পত্তিতে কোন লাভ নাই এবং কোন লাভ কখন ছিল না অথবা ঐ ব্যক্তির কি তাহার পূর্ব্বপুরুষের ঐ সম্পত্তিতে যে লাভ ছিল তাহা তাহারা ইহার পূর্ব্বে সত্তদাপত্র কি দানপত্রের দ্বারা কিম্বা সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করণের অন্য কোন প্রকারে ওজরদারকে দিয়াছিল কিম্বা ওজরদার যে ব্যক্তির স্থানে স্বত্ব পাইয়াছে তাহাকে দিয়াছিল।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ বিধি।

২২০। প্রথম প্রকার ওজরের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখের ১০৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরে বিধান হইয়াছে যে বন্ধকলওনিয়ার দাওয়ার বিষয়েতে কোন সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক না যেহেতুক নীলামের পূর্ব্বে সম্পত্তির সঙ্গে বন্ধকদেওনিয়া ব্যক্তির যে সম্পর্ক ছিল নীলামের পর নীলামের খরীদারের ঠিক সেই সম্পর্ক আছে এবং বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তির যে অধিকার এবং লাভ আছে নীলামের দ্বারা তাহার কোন প্রকারে ব্যাঘাত হয় নাই। সেই সময়ে আরো বিধান হইল যে সময় থাকিলে নীলামের কর্ত্তা এমত দাওয়া থাকনের সম্বাদ নীলামে ডাকনিয়া ব্যক্তিরদিগকে জানাইবেন। এই বিধানের মূল নিয়ম এই যে ঐ সম্পত্তিতে আসামীর কোন২ অধিকার ও লাভ আছে ইহা ওজরদার অস্বীকার করে না অতএব ঐ বিষয়ে যে কোন তহকীক হইত তাহাতে ঐ নীলামের একেবারে নিষেধ হইত না কিন্তু ওজরদারের কিপর্য্যন্ত স্বত্ব আছে এবং সম্পত্তির উপর তাহার স্বত্বাধিকার যথার্থ কি না এইমাত্র নির্ণয় হইত এবং সরাসরী তহকীকের দ্বারা এমত বিষয় উচিতমতে নিশ্চয় হইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ বিধি।

২২১। দ্বিতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার ক্রোকহওয়া এবং নীলামের ইশ্‌তিহারহওয়া সম্পত্তির অংশের উপর দাওয়া রাখে এবং এমত দরখাস্ত করে যে ঐ অংশ নীলাম না হয় এবং যে টাকার নিমিত্তে সম্পত্তি নীলাম হওনের জন্যে ইশ্‌তিহার হয় সেই টাকার দায়ি ব্যক্তির অংশমাত্র নীলাম হয়। এই প্রকার ওজর উক্ত মূল নিয়মানুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবেক। অতএব আদালত এই প্রকার ওজর শুনিবেন না এবং যে ব্যক্তি টাকার দায়ী কেবল তাহার অংশ নীলাম হওনের নিমিত্তে এবং ওজরদারের অংশ বা অংশসকল নীলাম না হইবার নিমিত্তে ঐ টাকার দাবি ব্যক্তির এবং ওজরদার ব্যক্তিরদের নীলামের ইশ্‌তিহারহওয়া সম্পত্তিতে যে২ বিশেষ অংশ আছে তাহা মুৎফরক্কা সিরিশ্‌তায় নিশ্চয় করিবেন না যেহেতুক যে ব্যক্তি টাকার দায়ী কেবল তাহার স্বত্ব ও লাভ বিক্রয় হয় অতএব ঐ সম্পত্তিতে অন্য২ শরীকেরদের যে অধিকার ও লাভ থাকে তাহার কিছু ব্যাঘাত হইবেক না। এইমত গতিকেও নীলামের সময়ে নীলামের কর্ত্তা ঐ সম্পত্তিতে ওজরদার বা ওজরদারসকল যে দাওয়া উপস্থিত করিয়াছে তাহা সকলকে জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ বিধি।

২২২। তৃতীয় প্রকার ওজর এই যে ওজরদার নীলামে ধরিয়া দেওয়া সম্পত্তি বেকরার কটে খরীদ করিয়াছে বা অন্য প্রকারে তাহার সম্পূর্ণরূপে স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে অতএব ঐ সম্পত্তি দেনদারের নহে। এই প্রকার ওজরের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছেন যে ঐ প্রকার দাওয়ার সরাসরী তহকীক করিতে হইবেক কেননা ঐ কল্পিত নীলাম হইবেক কি না তাহা ঐ তহকীকের দ্বারা নিশ্চয় হইবেক। কিন্তু এই প্রকার সকল তহকীকের মূল নিয়ম এই যে মুৎফরক্কা সিরিশ্‌তায় সম্পত্তি কাহার দখলে আছে কেবল তাহাই তজবীজ করিয়া নিশ্চয় করিতে হইবেক। এবং যদ্যপি এমত মাতবর প্রমাণ হয় যে সম্পত্তি ক্রোক হওনের পূর্ব্বে অথবা নীলামের জন্যে ইশ্‌তিহার দেওনের পূর্ব্বে তাহা ওজরদার কি দাওয়াদারের দখলে ছিল তবে তাহার কথিত স্বত্ব যথার্থ কি না এই বিষয়ের তজবীজ না করিয়া নীলাম স্থগিত করণের উপযুক্ত কারণ আছে বোধ করিতে হইবেক এবং যে ব্যক্তি ইহাতে নারাজ হন্ তিনি নম্বরী মোকদ্দমা করিতে পারিবেন।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ বিধি।

২২৩। এবং ইহা বিশেষরূপে স্মরণে রাখিতে হইবেক যে এই প্রকার নীলাম হইলে যে ব্যক্তির বিষয় বিক্রয় হয় নীলামের সময়ে তাহার ঐ সম্পত্তিতে যে স্বত্ব ও লাভ ছিল তাহাবিনা খরীদারকে আর কিছু বিক্রয় হয় নাই এবং আদালত আপনার ডিক্রী জারী করণেতে বিক্রীত দ্রব্যের সম্পর্কে আসামী যে স্থানে ছিল কেবল সেই স্থানে খরীদারকে স্থাপন করিবেন।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ বিধি।

২২৪। উক্ত বিধি স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে সমানরূপে খাটিবেক।—১৮৪২ সালের ১০ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ বিধি।

২২৫। সদর আদালতের সাহেবেরদের দৃষ্ট হইতেছে যে ১৮৪২ সালের ১০ জুন তারিখের ২০৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফার প্রকৃত অর্থের বিষয়ে অনেক ভ্রম হইয়াছে অতএব উত্তর কালে তোমার কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে তাঁহারা নীচের লিখিত মন্তব্য কথা ও উপদেশ তোমাকে জানাইতে আদেশ করিয়াছেন।—১৮৪৭ সালের ২১ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২২৬। উক্ত বিধির অভিপ্রায় এই ছিল যে আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোকহওয়া সম্পত্তির উপর যে২ দাওয়া হয় তাহার নিষ্পত্তি করণার্থে আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যকারকেরদের কার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্তে এক সাধারণ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই নিয়ম এই যে মুৎফরক্কা সিরিশ্তায় যে বিবরমাত্র বিবেচনা ও নির্দ্ধার্য্য করিতে হয় তাহা সম্পত্তির দখল। কিন্তু ঐ সরক্যুলর অর্ডরের এইমত অভিপ্রায় ছিল না যে ডিক্রী হওনের পর যে খাতক মরে যদি তাহার সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারির দখলে ছিল তবে ডিক্রী জারী স্থগিত হইবেক। তাহার এইমাত্র অভিপ্রায় ছিল যে যেপর্য্যন্ত সরাসরীমতে নিশ্চয় হইতে পারে সেই-পর্য্যন্ত খাতকের স্বত্বের বিরুদ্ধ পাট্টাক্রমে সেই সম্পত্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে অন্য ব্যক্তির দখলে থাকন যেহেতুক এইমত স্বত্ব থাকিতে প্রাপ্ত ডিক্রী জারী হইতে পাবে না। এবং ঐ সরক্যুলর অর্ডরের এই অভিপ্রায় ছিল না যে ওজরবারের দাওয়া প্রকৃত-প্রস্তাব দখলের উপর নির্ভর আছে কিম্বা কোন কৃত্রিম এবং চাতুরী ঘটিত কার্য্যের এজহারমাত্রের উপর নির্ভর আছে এই বিষয় উপস্থিত হওয়া সাক্ষ্যের দ্বারা নিশ্চয় করিতে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে তাহা রহিত হয়।—১৮৪৭ সালের ২১ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২২৭। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে সেই প্রকার দাওয়ার নিষ্পত্তি করণেতে আদালতের কর্ম্মকারকেরা উক্ত বিধির নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পূর্ব্বমত কার্য্য করেন কিন্তু ঐ নিয়ম খাটাওনের বিষয়ে দেওয়ানী আদালত প্রত্যেক বিশেষ মোকদ্দমার দোষগুণ দৃষ্টে আপনারদের বিবেচনামতে কার্য্য করিবেন।—১৮৪৭ সালের ২১ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২২৮। আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে যদি খরীদার আসামীর স্বত্ব ও অধিকার খরীদ করে এবং তৎপরে দৃষ্ট হয় যে ঐ আসামীর তাহাতে কোন স্বত্ব ও অধিকার ছিল না তবে ঐ খরীদার নীলাম অসিদ্ধ করিতে এবং নীলামের টাকা ফিরিয়া পাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ৮ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৬২ পৃষ্ঠা।

২২৯। ডিক্রী জারীক্রমে নীলামের হুকুম হইলে যদি ওজরদার কহে যে সেই সম্পত্তি আমার দখলে আছে তবে ঐ ওজরের নীলাম হওনের পূর্ব্বে তদারক করিতে হইবেক।—১৮৪৬ সালের ১৭ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭৫ পৃষ্ঠা।

৯ ধারা।

যে২ স্থলে ডিক্রী জারীক্রমে ভূমির নীলাম অন্যথা হইতে পারে কি না। নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করণ।

২৩০। ঐ প্রকার হইলে ঐ নীলামের হুকুম যে জজ কি রেজিষ্টর সাহেব কি আদালতের অন্য কার্য্যকারক সাহেব দেন তিনি ঐ বিষয়ের সকল অবস্থা বিবেচনা করণের পরে বিষয় বিশেষে যেমন উপযুক্ত বোধ হয় সেই-মত ঐ ক্রোক ও নীলামের দস্তবমত হুকুম পরে২ কিম্বা একেবারে দিতে পারিবেন কিন্তু উপরের প্রকরণের বিশেষ করিয়া লিখনমত পূর্ব্বে ইশ্তিহার দেওনব্যতিরেকে কোন নীলাম কোন প্রকারে হইবেক না এবং যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন সরাসরী বিচারেতে সেই সাহেবের প্রত্যয়জনক ঐ নীলামের বিষয়ে আইন বিরুদ্ধ কার্য্য হওনের প্রমাণ পাওয়া গেলে তাহাতে ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক কিন্তু আবশ্যক যে জিলা ও শহরের আদালতে মুৎফরক্কা দরখাস্তের নিমিত্তে যে ইষ্টাম্প কাগজের আব-শ্যক হয় সেই ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত এবং আইনবিরুদ্ধে যে কার্য্য হইয়া থাকে তাহার বেওরাযুক্তে এক আরজী যে জজ কি রেজিষ্টর কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবের দ্বারা ঐ নীলামের হুকুম হইয়া থাকে নীলামের পরে এক মাসের মধ্যে ঐ সাহেবের নিকটে উপস্থিত করা যায় ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৩ প্র।

২৩১। কোন নীলাম উপরের প্রকরণানুসারে কিম্বা আর কোন কারণপ্রযুক্ত অসিদ্ধ হইলে যদি তাহাতে খরীদারের কোন চাতুরী ও প্রবঞ্চনা প্রকাশ না হয় তবে ঐ খরীদার ঐ খরীদকরা বস্তু ফিরিয়া দিলে বিষয়বিশেষে যেমত হুকুম হয় সেইমত সুদসুদ্ধা কি তাহাব্যতিরেকে আপন খরীদের টাকা ফিরিয়া পাইবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৪ প্র।

২৩২। এই ধারানুসারে জিলা কি শহরের জজ কি রেজিষ্টর সাহেবের করা সরাসরী নিষ্পত্তির উপর আপীল হইবার বিষয়ে চলিত হুকুমানুসারে প্রবিন্সাল কোর্টে [এক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালতে] সরাসরী আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

২৩৩। আদালতের ডিক্রীর কি অন্য নিষ্পত্তিপত্রের লিখিত টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে মালগুজারী তহসীলের কার্য্যকারক সাহেবদিগের করা ভূমি নীলাম দেওয়ানী আদালতে জাবেতামতে মোকদ্দমা করণ কিম্বা ঐ নীলামের ইশ্‌তিহার দেওয়া এবং অন্য কার্য্য করা আইনানুসারে না হওয়ার প্রমাণ হওনব্যতিরেকে সরাসরীতে অসিদ্ধ হইতে পারিবার বিষয়ে সন্দেহ জন্মিল অতএব এই প্রকরণক্রমে ইহা জানান যাইতেছে যে জিলা কি শহরের আদালতের যে জজ সাহেব কি আদালতের কার্য্য করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে সাহেব ঐ নীলামের হুকুম দিয়া থাকেন সেই সাহেব সরাসরী বিচারেতে যদি আইনের অন্যমত করা ও সুতরাং আইনের বিরুদ্ধ হওয়া প্রত্যয়যোগ্য প্রমাণ হয় তবে জিলা ও শহরের আদালতে দিবার মুৎফরক্কা দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় সেইমত কাগজে ঐ আইন বিরুদ্ধ হওয়ার বেওরা বিশেষ করিয়া লিখিত আরজী যে আদালতহইতে ঐ নীলামের হুকুম হইয়া থাকে নীলামের পরে এক মাসের মধ্যে সেই আদালতে উপস্থিত করা গেলে ঐ নীলাম অসিদ্ধ ও নিরর্থক করিতে এবং আইনানুসারে ঐ নীলাম পুনর্ব্বার করিবার হুকুম দিতে পারেন ও এমতং হইলে যে আদালতের হুকুমেতে নীলাম অসিদ্ধ হয় সেই আদালতের সাহেবের এ ক্ষমতাও আছে যে এই আইনের ৩ ধারার ৪ প্রকরণে এমতং প্রকারের নিমিত্তে যেমনং হুকুম আছে সেইমত ঐ অসিদ্ধ হওয়া খরীদের টাকা সুদসুদ্ধা কি তাহাব্যতিরেকে ফিরিয়া দিবার হুকুম দেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ১ প্র।

২৩৪। এই ধারানুসারে যে সরাসরী নিষ্পত্তি করা যায় তাহার উপর সরাসরী আপীল হইবার বিষয়ে যেং হুকুম চলন আছে তদনুসারে প্রবিন্সাল কোর্টে [এক্ষণে সদর দেওয়ানী আদালতে] সরাসরী আপীল হইতে পারিবেক ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৫ ধা। ২ প্র।

২৩৫। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ভূমি বিক্রয় করাতে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা অতি অল্প হইয়াছে বলিয়া সেই ভূমি পুনর্ব্বার নীলাম করা বেআইনী। জজ সাহেব যথাসাধ্য সাবধান হইবেন যে ঐ সম্পত্তির যে মূল্য বাজারে হইতে পারে তাহার কম মূল্যে তাহা বিক্রয় না হয় কিন্তু যখন নীলাম সমাপ্ত হইয়াছে এবং ডাকনিয়া ব্যক্তিকে এমত কহা গিয়াছে যে তুমি যে টাকা ডাকিয়াছ সেই টাকায় তুমি এই বস্তুর খরীদার হইলা তখন সেই বস্তুতে খরীদারের স্বত্ব হয় এবং তাহা পুনর্ব্বার নীলাম হইতে পারে না।—১৮৩৩ সালের ১৮ অক্টোবরের ৮২৯ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৩৬। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ডিক্রীদার ও খাতকের মধ্যে রফানামা হইলে এবং তাহার এত্তেলা দিন থাকিতে ডিক্রী জারীকরণিয়া আদালতে না দিলে ঐ ডিক্রী জারীক্রমে খাতকের যে সম্পত্তি নীলাম হইয়াছিল তাহা ঐ রফানামার দ্বারা অসিদ্ধ হইতে পারে না।—১৮৪১ সালের ২৫ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ পৃষ্ঠা।

২৩৭। ডিক্রী জারীর বিষয়ি মোকদ্দমাতে যদি ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমাতে ডিক্রী হইয়াছে এবং অন্য মোকদ্দমাতে তাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে এবং তাহার উপর যে দাওয়া আছে তাহার টাকা পরিশোধার্থ তাহার পক্ষে হওয়া ডিক্রীর টাকা আদালতের হুকুমমতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তবে সেই ডিক্রীদার আপনার প্রাপ্ত ডিক্রীর বিষয়ে সোলেনামা করিতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৩৮। ডিক্রী জারীক্রমে খাতকের সম্পত্তির নীলাম হইয়া গেলে পর যদি দেওয়ানী আদালতে এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে ডিক্রীমতে খাতকের দেয় টাকা পরিশোধ হইয়াছে কি তাহার বিষয়ে রফা হইয়াছে তবে তৎপ্রযুক্ত ঐ নীলামের সরাসরীমতে অন্যথা হইতে পারে না।—১৮৪৩ সালের ২৪ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৮ পৃষ্ঠা।

২৩৯। যদি আদালতে এই এজহার দেওয়া যায় যে যে কর্জ্জের টাকার বিষয়ে নীলামের হুকুম হইয়াছিল সেই কর্জ্জের রফা হইয়াছে এবং ঐ আদালত সেই সম্পত্তির নীলাম স্থগিত করিতে হুকুম দেন তবে ঐ রফানামার সম্বাদ নীলাম স্থগিত করণের উপযুক্ত সময়ের মধ্যে না পঁহুছিলে যে নীলাম হইয়া গিয়াছে তাহা সেই হুকুমের দ্বারা অন্যথা হইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ২৭ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪২ পৃষ্ঠা।

২৪০। আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি নীলাম হইয়াছিল কিন্তু দৃষ্ট হইল যে যে থানার এলাকার মধ্যে সম্পত্তি ছিল তাহাছাড়া অন্য থানার মধ্যে সম্পত্তির ইশ্‌তিহার লট্‌কান গেল এইপ্রযুক্ত সেই নীলামের অন্যথা হইল।—১৮৪১ সালের ৭ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৬ পৃষ্ঠা।

২৪১। যদি ডিক্রী জারী করণার্থে কোন ভূমি নীলাম হয় এবং সেই নীলাম অসিদ্ধ হয় এবং নীলামের আমানতী যে

টাকা সরকারে পূর্ব্বে জব্দ হইয়াছিল তাহা যদি দেওয়ানী আদালত ফিরিয়া দিতে হুকুম করেন তবে সেই হুকুম কালেক্টর সাহেবের অবশ্য প্রতিপালন করিতে হইবেক। যদি সেই হুকুমে কালেক্টর সাহেব অসম্মত হন তবে তিনি আপীল করিতে পারেন।—১৮৩৭ সালের ২০ অক্টোবরের ১১১০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪২। ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির নীলামের ইশ্তিহার হইলে যদি সেই সম্পত্তির দাওয়া সরাসরীমতে নামঞ্জুর হয় তবে দাওয়াদার নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তৎপ্রযুক্ত ডিক্রীসম্পর্কীয় খাতকের সেই সম্পত্তিতে যে স্বত্ব ও অধিকার থাকে তাহা অবিলম্বে নীলাম করণের কোন প্রতিবন্ধক নাই।—১৮৪১ সালের ১৪ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৪ পৃষ্ঠা।

২৪৩। ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারানুসারে আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা যদি বেদাঁড়া-মতে ভূমি নীলাম করেন তবে সেই নীলাম অসিদ্ধ করণার্থে যে সরাসরী মোকদ্দমা হয় তাহা যে আদালতের দ্বারা নীলামের হুকুম হইয়াছিল প্রথমতঃ সেই আদালতে উপস্থিত করিতে হইবেক এবং তাহার তথায় নিষ্পত্তি হইবেক ও সেই নিষ্পত্তির উপর নিয়মমতে আপীল হইতে পারে। যদি সেই নীলাম জজ সাহেবের হুকুমে হইয়া থাকে তবে জজ সাহেব সেই সরাসরী নালিশ প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনের নিকটে তজবীজ ও রিপোর্ট হওনার্থে অর্পণ করিতে পারেন অবশেষে আপনি তাহার বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৩৪ সালের ১৫ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুমের ৬ দফা।

২৪৪। ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম হইয়াছিল এবং সাবেক মালিক ঐ নীলাম অন্যথা করণার্থে সরাসরীমতে দর-খাস্ত করিল কিন্তু প্রাথমিক আদালতে এবং আপীল আদালতে ঐ দরখাস্ত ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারাক্রমে নামঞ্জুর হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে সেই নীলাম অন্যথা করণার্থে ঐ সাবেক মালিকের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ঐ ধারার কথার দ্বারা অথবা ১১২৯ নম্বরী আইনের অর্থের* বিধানের দ্বারা কোন প্রতিবন্ধক নাই।—সদর দেও-য়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১২ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৫ পৃষ্ঠা।

১০ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে নীলামহওয়া ভূমির উৎপন্ন টাকা বণ্টন করণ।

২৪৫। ভূমির নীলামবিষয়ক যে২ বিধি চলন আছে তাহা সদর আদালত পুনর্বিবেচনা করিয়া নীলামহওয়া সম্পত্তিতে যাহারদের স্বত্ব থাকনের বিষয় নীলামের পরে দুষ্ট হয় তাহারদের স্বত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্তে হুকুম করিতেছেন যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনানুসারে স্থাবর সম্পত্তি নীলাম হইলে ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার নিমিত্তে ওজর করণের যে মিয়াদ ঐ আই-নের ৩ ধারার ৩ প্রকরণে ও ৫ ধারার ১ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদ যাবৎ অতীত না হয় এবং সেই ভূমির দখল যাবৎ খরীদারকে না দেওয়া যায় তাবৎ ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক।—১৮২৮ সালের ৬ জুনের সর-ক্যুলর অর্ডর।

২৪৬। বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা জানাইতেছেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৮ সালের ৬ জুন তারিখের ১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের যে ভাগে নির্দ্দিষ্ট আছে যে "ভূমির দখল যাবৎ খরীদারকে না দেওয়া যায়" তাবৎ নীলামের উৎপন্ন টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক সেই ভাগ উভয় সদর দেওয়ানী আদালতের মতক্রমে আইনের হুকুমের অতিরিক্ত এবং ব্যবহারেতে অনুপযুক্ত এবং ক্লেশদায়ক বোধ হইয়াছে অতএব তাহা রদ হইল।—১৮৪৩ সালের ১১ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৪৭। খরীদারকে সম্পত্তির দখল দেওয়াইবার প্রস্তাব হইলে পর যদি উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সম্পত্তির দখল লইতে স্বীকার না করে তবে নীলামের উৎপন্ন টাকা ডিক্রীদারকে দিতে হইবেক এবং সেই সম্পত্তির দখল না লওয়াতে খরীদারের যে অনিষ্ট হইবেক তাহা তাহাকে বুঝাইতে হইবেক।—১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বরের ৫৩২ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৪৮। সদর দেওয়ানী আদালত সম্প্রতি জ্ঞাত হইয়াছেন যে ১৮২৮ সালের ৬ জুন তারিখে উক্ত বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত যে সরক্যুলর অর্ডর করিয়াছিলেন তাহা কোন এক জন জজ সাহেব না মানিয়া স্থাবর সম্পত্তি নীলামের উৎপন্ন টাকা দিলেন তাহাতে সদর আদালত ঐ অর্ডরের বিধির বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিতে জজ সাহেবকে হুকুম দিয়া জানাইলেন

---

* ডিক্রী জারী করণ সময়ে যে মুৎফরকা হুকুমেতে আদালতের প্রথম অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় তাহা চূড়ান্ত এবং তাহা নূতন মোকদ্দমার কারণ জ্ঞান করিতে হইবেক না।—১৮৩৮ সালের ৯ ফেব্রুআরির ১১২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

যে কোন জজ সাহেব যদি আইন এবং সদর আদালতের বিশেষ হুকুম না মানিয়া আপনার খাজানাখানাহইতে কোন টাকা দেন তবে তিনি তাহার দায়ী হইবেন।—১৮৩৬ সালের ২ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

[১০২৭ নম্বরী আইনের অর্থের ১। ৩। ৪ দফা দেখ। এই অধ্যায়ের ২০০। ২০২। ২০৩ নম্বরী বিধান।]

২৪৯। উত্তর কালে এরূপ বেদাঁড়া কর্ম্ম না হয় এনিমিত্তে সদর আদালত এক কবকারীর পাঠ জজ সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইয়া হুকুম করিতেছেন যে ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইলে প্রত্যেক মোকদ্দমার তারগতিক বুঝিয়া নীচের লিখিত পাঠানুসারে এক কবকারী লিখিতে হইবেক।

যে পাঠানুসারে কবকারী লিখিতে হইবেক তাহা।

এজবদাবের নানা ওজর উক্ত নানা কারণপ্রযুক্ত এই আদালতের বিবেচনায় অকারণ অথবা প্রবঞ্চনামূলক বোধ হয় অতএব হুকুম হইল যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৫ ধারানুসারে নীলাম বহাল হয় এবং এই কবকারীর এক নকল কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যায়। আরো হুকুম হইল যে নাজির ঐ খরীদকরা সম্পত্তির দখল খরীদারকে দেওয়াইয়া দেয় এবং খাজাঞ্চীর নিকটে এই মজমুনে এক পরওয়ানা পাঠান যায় যে তিনি ১৮২৮ সালের ৬ জুনের সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে ঐ নীলামের উৎপন্ন টাকা এই কবকারীর তারিখঅবধি তিন মাস আমানৎ রাখেন। তিন মাসের পর নাজির রিপোর্ট করিবেক যে খরীদার ঐ সম্পত্তির দখল পাইয়াছে কি না এবং তৎপরে টাকা দেওনের বিষয়ে আদালতহইতে চূড়ান্ত হুকুম হইবেক।—১৮৩৬ সালের ২ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৫০। দেওয়ানী আদালতের হুকুমানুসারে নীলাম হইলে তাহার উপস্বত্ব লইয়া কার্য্য করণের বিষয়ে এক্ষণে যে ব্যবহার চলিতেছে তাহা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিলেন যে ১৮২৫ সালের ৭ আইনে লেখা আছে যে আদালতের ডিক্রীর যে টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে নীলামের হুকুম হয় সেই টাকার দাবি জনের ঐ ভূম্যাদিতে যে স্বত্ব ও লাভ থাকে তাহার অতিরিক্ত ঐ নীলামের দ্বারা আর কিছু অর্পণ হইল না অতএব সরকারের সম্পর্কে ঐ নীলাম খোশখরীদের ন্যায় জ্ঞান করিতে হয় এবং যে মহালে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের স্বত্ব ও লাভ নীলাম হয় সেই মহালের সরকারের যে বাকী রাজস্ব পাওনা থাকে নীলামের মূল্যহইতে তাহা বাদ দেওয়া অনাবশ্যক এবং অনুচিত। যে ব্যক্তির বিষয়ে এই নীলামের হুকুম জারী হয় তাহার যখন সাধারণ অবিভক্ত মহালের নিয়মিত কোন অংশ থাকে তখন ঐরূপ ব্যবহার করা স্পষ্টতঃ অনুচিত এবং অযথার্থ। এবং সকল গতিকে এইরূপ কার্য্যকরা অনুচিত বোধ হয় যেহেতুক তাহাতে দুই স্বতন্ত্র কার্য্যের গোলমাল হয় এবং ভূমির উপর যে জমা নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে ঐ ভূমি সরকারেতে নিবদ্ধ আছে এই মূল বিধানের ব্যাঘাত হয়।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৫১। অতএব বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উক্ত ব্যবহার নিবৃত্ত হয় এবং কালেক্টর সাহেবকে এইমত হুকুম দেওয়া যায় যে আদালতের ডিক্রীক্রমে বা অন্য সেইরূপ দাওয়াক্রমে যে সকল গতিকে ভূমি নীলাম হয় সেই২ গতিকে তিনি অতিমনোযোগপূর্ব্বক সকল লোককে ইহা জ্ঞাত করেন যে ভূমি নীলামের এক নিয়ম এই যে ভূমির সাবেক মালিকের উপর যে সকল দায় ছিল তাহা খরীদারের উপর অর্শিবেক (১৭৯৩ সালের ৪৫ আইনের ১৫ ধারা দেখ) এবং ঐ মহালের উপর সরকারের যে দাওয়া থাকে তাহা ঐ নীলামের দ্বারা কিছু লোপ হইল না।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১১ ধারা।

ডিক্রী জারী করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদ।

[ডিক্রী জারী করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মিয়াদের মূল বিধান এই।]

২৫২। জিলা কিম্বা শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগেরে নিষেধ আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বের কোন মোকদ্দমা না শুনেন এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিও না করেন। এবং ১২ দ্বাদশ বৎসরের পূর্ব্বের যে মোকদ্দমা হয় তাহার ফরিয়াদী যদি ঐ মিয়াদের মধ্যে সে বিষয়ের দাওয়া সেই আসামীর উপর করিয়া থাকে কিম্বা সে আসামী সে দাওয়া যথার্থক্রমে দিতে চাহিয়া থাকে কিম্বা দিবার একরার করিয়া থাকে কিম্বা যে আদালতে সে মোকদ্দমার নালিশ হইতে পারে তথায় নালিশ করিয়া থাকে অথবা যে কারণ সে মোকদ্দমা যবেস্থবে থাকে কিম্বা সে ফরিয়াদীর বাল্যাবস্থাকারণ পূর্ব্বে নালিশ না করিতে পারিয়া থাকে কিম্বা অন্য কোন হেতুতে আপন দাওয়া বুঝিয়া না লইতে পারিয়া থাকে ইত্যাদি কোন বিশিষ্ট হেতু না

দর্শাইতে পারে তবে সে মোকদ্দমাও আদালতে না শুনেন এবং তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিও না করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৪ ধা।

২৫৩। ঢাকার প্রবিন্সাল আদালতের সাহেবেরদের জিজ্ঞাসা করাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে বারো বৎসর এবং তদোধিক কালপর্য্যন্ত ডিক্রী জারী না হইলে যদি ডিক্রীদার ডিক্রী জারী না করণের মনঃপ্রত্যয়ের কারণ দর্শায় এবং পক্ষান্তর ব্যক্তি কোন মাতবর ওজর করিতে না পারে তবে নূতন মোকদ্দমা না করিয়া কেবল দরখাস্তক্রমে সেই ডিক্রী জারী হইতে পারে।—১৮০২ সালের ৮ আপ্রিলের ৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৪। ডিক্রী হওনের সময়ে যদি তাহা জারী না হয় তথাপি ডিক্রীর তারিখের পর বারো বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিলে তাহা জারী হইতে পারে কিন্তু জারী করণের পূর্ব্বে পক্ষান্তর ব্যক্তিকে এই হুকুম দিতে হইবেক যে তাহা জারী না হওনের কারণ থাকিলে তাহা দর্শায়। কিন্তু যদি ডিক্রীদার বারো বৎসরের মধ্যে তাহা জারী করণের দরখাস্ত না করে তবে বিলম্বের উপযুক্ত ও মাতবর কারণ না দর্শাইলে তাহার সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে হইবেক না।—১৮১৩ সালের ২৮ অকটোবরের ১৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৫। ডিক্রীর তারিখের তের বৎসর পরে তাহা জারী করার অনুমতি হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৮ সালের ১৬ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৮০ পৃষ্ঠা।

২৫৬। ফরিয়াদীর পূর্ব্বপুরুষের পক্ষে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহার টাকার নিষয়ের দাওয়া হইল। কিন্তু সময় অতীত হওনপ্রযুক্ত এবং অন্যান্য বিষয় দৃষ্টে অনুভব হইল যে সেই ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইয়া থাকিবেক এই-প্রযুক্ত সেই দাওয়া ডিসমিস হইল। এই মোকদ্দমায় কোন রসুম লওয়া গেল না এবং সবাসবী মোকদ্দমায় যেরূপ হইয়া থাকে সেইরূপে কেবল সিকী খরচা দেওনের হুকুম হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ৫ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৩১৭ পৃষ্ঠা।

২৫৭। দরখাস্তকারিরা ডিক্রীর তারিখের ষোল বৎসর পরে তাহা জারী করণের সবাসবী দরখাস্ত করিল এবং জিলার আদালত তাহা নামঞ্জুর করিলেন পরে তাহার উপর আপীল হইলে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ হুকুম বহাল রাখিলেন।—১৮৩৯ সালের ৯ আপ্রিলের সবাসবী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৯ পৃষ্ঠা।

২৫৮। মুনসেফের ডিক্রী জারী করণের মোকদ্দমা হইলে ঐ মোকদ্দমার কারণ ডিক্রীর তারিখের এক বৎসরের পর আরম্ভ হইয়াছে এমত বোধ করিতে হইবেক এবং ডিক্রীর তারিখের চৌদ্দ বৎসর পরে যদি তাহা জারী করণের সেইরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় এবং সেই বিলম্বের কোন মাতবর কারণ না দর্শান যায় তবে তাহা অগ্রাহ্য হইবেক।—১৮২৯ সালের ১৭ ফেব্রুআরির ৪৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫৯। বারাণসের অতিরিক্ত জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে সরকারের পক্ষে যে ডিক্রী হইয়া থাকে সেই ডিক্রী হওনের বারো বৎসরের পর সরকার তাহা জারী করণের দরখাস্ত করিবার অধিকার রাখেন কি না। তাহাতে বিধান হইল যে ১৮০৫ সালের ২ আইনের ২ ধারাতে যে কথা লেখা আছে অর্থাৎ সরকারের তরফহইতে কোন মোকদ্দমার হেতু আরম্ভ-অবধি ৬০ বৎসরের মধ্যে যদি নালিশ হয় তবে আদালত তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই কথা সরকারের তরফহইতে উপ-স্থিতহওয়া সকল দাওয়া দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের দ্বারা "শুনানি ও বিচার এবং নিষ্পত্তি হওনের" বিষয়ে সম্পর্ক রাখে কিন্তু যে দাওয়ার "নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে" তাহার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। অতএব ১৩৬ নম্বরী আইনের অর্থেতে যে বিধি আছে অর্থাৎ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত করিতে বিলম্বের কোন যথার্থ ও মাতবর কারণ দর্শান গেলে ঐ ডিক্রী বারো বৎসরের পরেও জারী হইতে পারে সেই বিধির অনুসারে কি সরকারের পক্ষে কি সাধারণ ব্যক্তির পক্ষের ডিক্রী জারীর বিষয়ে সর্ব্বত্র কার্য্য করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২২ জুলাইর ১৩৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২ ধারা।

ডিক্রী জারী করণেতে কালেক্টর সাহেবের ও অন্য২ আদালতের সাহায্য।

২৬০। চলিত আইনানুসারে জিলা এবং শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে আপনারদিগের কি আপনারদিগের রেজিষ্টর সাহেব লোকের করা সকল ডিক্রীর নকল ও সকর কি নিষ্করূপে দখলকরা ভূমির স্বত্বাধিকারের কি দখলের বিষয়ে উপরকার আদালতহইতে তাঁহারদিগের নিকটে পাঠান ডিক্রীসকলের নকল আপন২ অধিকারের কালেক্টর সাহেবদিগের এবং বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকের নিকটে ঐ২ সাহেবদিগের সিরিশ্তার রেজিষ্টরী বহীতে তাহার যাহা লিখিতব্য তাহা লিখনেরও কর্ত্তব্য মতান্তর

করণের নিমিত্তে পাঠান্ এক্ষণে তদতিরিক্ত দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগকে এই ধারাক্রমে এ ক্ষমতা অর্পণ করা যাইতেছে যে যদি তাঁহারদিগের ইহা বোধ হয় যে ঐ সকল ডিক্রীর মতাচরণে তাহার লিখিত বস্তুতে যাহারদিগকে দখল দেওয়াইতে হয় তাহারদিগকে দখল দেওয়ানদ্বারা হউক কি ওয়াসিলাতের হিসাব দুরস্ত করণদ্বারা কি আর কোন কার্য্য করণ দ্বারাই বা হউক তথাকার কালেক্টর সাহেবের সহায়তা পাইলে ঐ২ ডিক্রীর মতাচরণ অবিলম্বে ও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে তবে ঐ সহায়তা করিবার নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবদিগকে লিখিয়া পাঠাইবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ৭ আ। ৬ ধা।

২৬১। সদর আদালত বোধ করেন্ যে ভূমির স্বত্বাধিকারের অথবা দখলের বিষয়ের ডিক্রী হইলে দেওয়ানী আদালতের উচিত যে সেই ডিক্রী জারী করণেতে ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৬ ধারার বিধির অনুসারে যথাসাধ্য রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের সাহায্য লইয়া কর্ম্ম করেন্ যেহেতুক তাহা হইলে ঐ প্রকার ডিক্রী অতিশীঘ্র ও যথার্থরূপে জারী হইবার সম্ভাবনা আছে।—১৮৩৭ সালের ৬ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৬২। ডিক্রী জারীর বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের প্রতি যে সকল হুকুম করা যায় তাহার এক ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের এলাকার মধ্যে কালেক্টর সাহেব থাকেন সেই কমিস্যনর সাহেবের নিকটে তাঁহার দিতে হইবেক। সেই কৈফিয়ৎ সদর আদালতে দাখিল করিবার আবশ্যক নাই কিন্তু যদি কোন গতিকে উপযুক্ত কারণ বিনা বিলম্ব হয় তবে সদর আদালতে তাহা জানাইতে হইবেক।—১৮৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৬৩। ১৮৩৪ সালের ২১ জুলাই তারিখের জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর পত্রের ৬ দফাতে এমত হুকুম হইল যে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের নিকটে দেওয়ানী আদালতহইতে যে সকল হুকুম পাঠান যায় তাহার মধ্যে যে২ হুকুমের মতাচরণ কালেক্টর সাহেব না করেন্ তাহার এক ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ নীচের লিখিত পাঠানুসারে* কালেক্টর সাহেব যে কমিস্যনর সাহেবের অধীন থাকেন্ তাঁহার নিকটে জজ সাহেব পাঠাইবেন এবং যদি তৎপরে ঐ হুকুমের মতাচরণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেব পুনর্ব্বার অধিক বিলম্ব করেন্ এবং ঐ বিলম্বের মাতবর কারণ না দর্শাইতে পারেন্ তবে জজ সাহেবের উচিত যে তাহার এক রিপোর্ট সদর আদালতে পাঠান।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

---

* অমুক স্থানের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অমুক স্থানের কালেক্টর সাহেবকে ডিক্রী জারী করিতে যে২ হুকুম করিয়াছেন তাহার মধ্যে যে২ ডিক্রী অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে সম্পূর্ণরূপে জারী না হইয়াছিল তাহার ত্রৈমাসিক রিপোর্ট।

উভয় পক্ষের নাম।	যে তারিখে হুকুম হয়।	ডিক্রীর হুকুমের মর্ম্ম।	কালেক্টর সাহেব যে কারণে তাহা জারী করেন্ নাই তাহা।	ঐ কারণের বিষয়ে জজ সাহেবের মত।
অমুক ফরিয়াদী। অমুক আসামী।	১৮৩৩ সাল ১০ জানুআরি।	রামপুর পরগনার মৌজা রামনগরে ১০০/ বিঘা ভূমির দখল ফরিয়াদীকে দেওয়ান্।		
অমুক ফরিয়াদী। অমুক আসামী।	১৮৩৪ সাল ১০ জানুআরি।	আলমপুর পরগনার মৌজা আলমপুরে আসামীর ১১১/ বিঘা দশ বিঘা ভূমি নীলামকরণ।		

২৬৪। সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ১২৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা মতান্তর করিয়া হুকুম করিতেছেন যে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠান হুকুমসকলের যে ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ নানা এলাকার কমিস্যনর সাহেবের নিকটে পাঠান গিয়া থাকে সেই কৈফিয়তের মধ্যে যে২ হুকুমের মতাচরণ করণের বিলম্বের দোষ কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্শে এবং তিনি কৈফিয়তে ঐ হুকুমের মতাচরণ না করিবার কারণ না দর্শান্ কেবল সেই২ হুকুমের বিষয় লেখা থাকিবেক।—১৮৪৪ সালের ৮ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৬৫। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের প্রতি আরো হুকুম হইল যে তাঁহারা ডিক্রী জারীর সাহায্য করিতে অন্যান্য আদালতের প্রতি হুকুম দিলে পর যদি তাঁহারা সেইরূপ সাহায্য করিতে বিলম্ব করেন তবে জজ সাহেব তাহার এক রিপোর্ট করিবেন। এবং যদি প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন কি মুনসেফেরা আপনং আদালতের কি অন্য আদালতের ডিক্রী জারী করণেতে বিলম্ব করেন এবং জিলা বা শহরের জজ সাহেবেরা সেই কর্ম্ম শীঘ্র করিতে উপদেশ দিলে যদি তাঁহারা সেই হুকুম না মানেন্ তবে জিলা ও শহরের জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে করেন্।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৬৬। রেবিনিউর সম্পর্কীয় কর্ম্মকারকেরদের দ্বারা ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে গাজীপুরের জজ সাহেবের নিকটে আলাহাবাদের সদর আদালত যে পত্র লিখিলেন তাহার দ্বিতীয় দফার চুম্বক বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের নানা দেওয়ানীর কর্ম্মকারকেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে কলিকাতার সদর আদালত পাঠাইতেছেন। তাঁহারা উত্তর কালে নীচের লিখিত সরক্যুলর অর্ডরঅনুসারে কার্য্য করিবেন।* এই হুকুম পাঠাওনের সম্বাদ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে দেওয়া গিয়াছে এবং তাঁহারদের অধীন কর্ম্মকারকদিগকে সেইরূপ হুকুম দিতে তাঁহারদের প্রতি আদেশ হইয়াছে। —১৮৪৩ সালের ১৬ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ ও ২ দফা।

২৬৭। ১৮৪৩ সালের ২৮ মার্চ তারিখের ৬০৪ নম্বরী যে পত্র আলাহাবাদের সদর আদালতের একটিং রেজিষ্টর সাহেব গাজীপুরের জজ সাহেবের নিকটে লিখিলেন তাহার দ্বিতীয় দফার চুম্বক।—কালেক্টর সাহেব যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে যে বিলম্বের বিষয়ে তুমি নিবেদন করিয়াছ তাহার কারণ এই যে ডিক্রীদার আমীনের রসুম দিতে কসুর করিয়াছিল অথবা অন্য কোন আবশ্যক কর্ম্ম করিতে ত্রুটি করিয়াছিল। এইমত হইলে তুমি আপনার পত্রের ২ দফায় যে নিয়মের পরামর্শ দিয়াছ তদনুসারে কার্য্য করিতে এই আদালতের বোধে কোন আপত্তি নাই অর্থাৎ যদি সেই মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত থাকে এবং ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে যে সকল কর্ম্মের প্রথমে আবশ্যক থাকে তাহার বিষয়ে হুকুম পাইলে যদি ডিক্রীদার উদ্যোগ না করে তবে কালেক্টর সাহেব ঐ মোকদ্দমা আপনার নথীহইতে উঠাইতে এবং সেইরূপ উঠাওনের সম্বাদ জজ সাহেবকে দিতে পারেন্। পরে জজ সাহেব সেইরূপ সম্বাদ পাইয়া আপন নথীহইতে ডিক্রী জারীর ঐ মোকদ্দমা উঠাইতে পারেন এবং তৎপরে ডিক্রীদার চাহিলে সেই মোকদ্দমা পুনর্ব্বার উপস্থিত করিতে পারে।—১৮৪৩ সালের ১৬ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

২৬৮। যদি সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির রকমওয়ারী কিম্বা মহালবিশেষে স্বতন্ত্রং সীমা নিরূপণহওয়া কোন হিস্যার উপর কাহারু হক্ অর্থাৎ স্বত্ব সাব্যস্ত হওনের ডিক্রী কোন আদালতহইতে হয় ও কালেক্টর সাহেবের নামে এই মজমুনে এক হুকুমনামা হয় যে ঐ জমীদারী কিম্বা তালুক অংশাংশ করেন ও সেই জমীদারীওগয়রহ্ সরকারের খাসতহসীলে অথবা ইজারাতে না থাকিলে অমুক অমুককে আদালতহইতে হওয়া ডিক্রীর মতে তাহারদিগের হিস্যাতে দখল দেওয়ান্ তবে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত হুকুম দেওনের সময়ে এ বিষয়েরো হুকুম দেন যে ডিক্রীর লিখিত জমীদারী কি ভূমির হিস্যা বাঁটওয়ারা ও খারিজ করিবাতে ও তাহাতে দখল দেওয়াইবাতে ও সরকারের জমার ধার্য্য করাতে যে খরচপত্র হয় তাহা সমস্ত যে ব্যক্তি কিম্বা যাহারা ঐ হক্ অর্থাৎ স্বত্ব কবুল না রাখিয়া থাকে তাহারদিগের শিরে দেনা হইবেক কিন্তু যদি ঐ দাঁড়ার অন্য মতাচরণ করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু জানা যায় তবে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে ঐ খরচার টাকা ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কিম্বা তাহারদিগের এক পক্ষের উপর মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে ন্যায় ও বিচার্য্যমতে যে সংখ্যায় হয় তাহা দেওনের হুকুম দেন্ ও আদালতের সাহেবদিগের ইহাও উচিত যে এই ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে যে সকল হুকুম দেন্ সে সমস্ত হুকুমের নকল কালেক্টর সাহেবকে

---

* সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বরের ১২৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১৮৩৫ সালের ১১ ডিসেম্বরের ১৬৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর এই সরক্যুলর অর্ডরের বিধান ১০ নম্বরী শিরোভাগের নীচে ১৮৩৮ সালের ২১ ডিসেম্বরের ২৮ নম্বরী (বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ৭ ডিসেম্বরের) সরক্যুলর অর্ডরে ভুক্ত হইয়াছে।

জ্ঞাত ও অবগত করণার্থে এই মজমুনে এক হুকুমনামার সহিত যে ডিক্রী মতে ঐ জমীদারী কিম্বা তালুক অংশাংশ করিয়া অমুক অমুককে তাহারদিগের হিস্যাতে দখল দেওয়ান্ ঐ কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।—১৮১৪ সা। ১৯ আ। ৫ ধা।

২৬৯। জিলার ফৌজদারী আদালতে যদি এমত প্রমাণ হয় ঐ আসীন হলফ অর্থাৎ দিব্যের অন্যথা কিছু নগদ কিম্বা জিনিস অথবা অপর বস্তু কোন অংশী কিম্বা তাহার পক্ষের কোন লোকের স্থানে সপষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে আপনি লইয়াছে অথবা অন্যকে লইতে দিয়াছে তবে আপনি যাহা লইয়া থাকে কি অন্যেরে লইতে দিয়া থাকে তাহার সংখ্যা কিম্বা মূল্যের তিনগুণ জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড সরকারে দাখিল করাণ যাইবেক ও সে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ও এই প্রকরণের অনুসারে যে দাওয়া হয় তাহা ফৌজদারীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও কালেক্টর সাহেব সরকারী উকীলের মারফৎ এমত দাওয়ার ফরিয়াদী হইবেন কিন্তু এই প্রকরণানুসারে এ হুকুমও আছে যে ঐ আসীনের নামে দেওয়ানী আদালতেও নালিশ হইতে পারে ও দেওয়ানী আদালতে ঐ দাওয়া প্রমাণ হইলে সেই নগদ টাকা কিম্বা জিনিস যাহার স্থানে লইয়া থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান যাইবেক এবং তাহার স্থানহইতে আদালতের খরচাও ফরিয়াদীকে দেওয়ান যাইবেক এবং সে যাবৎ ডিক্রীর টাকা না দেয় কিম্বা ঐ ডিক্রীর টাকা তাহার জিনিস বিক্রয়দ্বারা আদায় না হয় তাবৎ কয়েদ থাকিবেক ইতি। —১৮১৪ সা। ১৯ আ। ১৩ ধা। ২ প্র।

২৭০। যে ভূম্যধিকারির এক অংশ সরকারের এবং অন্য অংশ ভিন্ন২ ব্যক্তিরদের সেই ভূম্যধিকারির বাঁটওয়ারা রাজস্বের কর্ম্মকারকের দ্বারা নির্ব্বাহ হইবেক।—১৮৪৪ সালের ১১ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৭ পৃষ্ঠ।

১৩ ধারা।

ডিক্রীদারের কসুর।

২৭১। যখন কোন ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী হইয়াছে অথবা ডিক্রীদারের পক্ষে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করণার্থে যথোচিত তদবীর না করাতে ঐ ডিক্রী নথীহইতে উঠান গিয়া রিকার্ড দপ্তরে রাখা যায় তখন ডিক্রী জারীবিষয়ক দরখাস্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৭২। যে মোকদ্দমার ডিক্রীদার ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে মনোযোগ করে নাই অথবা ডিক্রী জারী করণার্থে বিক্রয়ের যোগ্য সম্পত্তি দেখাইয়া দিতে পারে নাই সেই প্রকার মোকদ্দমা নথীতে রাখা অনাবশ্যক এবং তাহাতে অনেক বিঘ্ন হয়। যখন কোন ডিক্রীদার আপন ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত কিছু তদবীর না করে অথবা সেই ব্যক্তি যে সম্পত্তি দেখাইয়া দিয়াছিল তাহা নীলাম হইয়া যে ব্যক্তির প্রাপ্য তাহাকে তাহার উৎপন্ন টাকা দেওয়া গিয়াছে অথবা যখন অন্যান্য দাওয়াদারেরা ঐ সম্পত্তির বিষয়ে আপনারদের স্বত্ব সাব্যস্ত করাতে ঐ সম্পত্তির ক্রোক খালাস হইয়াছে তখন ঐ ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা নথীহইতে উঠাইয়া দিতে হইবেক। তৎপরে যদি ডিক্রীদার পুনর্ব্বার দরখাস্ত করে তবে সেই মোকদ্দমা ডিক্রী জারীর নূতন অথবা পুনঃস্থাপিতহওয়া মোকদ্দমার ন্যায় নথীর শামিল করা যাইবেক এবং যে তারিখে তাহা আদালতে পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হয় তাহাই তাহার তারিখ হইবেক এবং প্রথম দরখাস্ত করণের তারিখ তাহাতে থাকিবেক না। এবং নথীতে থাকনের কাল পুনর্ব্বার নথীর শামিল করণের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৭৩। সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের ১২৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের যে ৩ দফা বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বর তারিখের এবং পশ্চিম দেশের ১৮৩৮ সালের ২১ ডিসেম্বর তারিখের ২৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের শেষ ভাগে পুনর্ব্বার অর্পণ হইয়াছিল ঐ দফার অভিপ্রায়ের বিষয়ে কিছু ভ্রম হইতেছে। তাহাতে হুকুম আছে যে ডিক্রীদার আপন ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত করিলে পর যদি ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী জারী করিতে তদবীর না করে তবে ঐ মিয়াদ অতীত হইলে ঐ দরখাস্ত নথীহইতে উঠান যাইবেক। দৃষ্ট হইয়াছে যে কোন২ বিচারক ঐ সরক্যুলর অর্ডরের এই অভিপ্রায় বোধ করিয়াছেন যে যে বিশেষ মিয়াদ আদালতের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ও এত্তেলা দেওয়া গিয়াছিল সেই মিয়াদের মধ্যে ডিক্রীদার সম্পত্তির ছফসীল দাখিল করিতে বা আবশ্যক অন্য কোন হুকুম পালন করিতে ত্রুটি করিলেও "ছয় সপ্তাহ মিয়াদ" অতীত না হওয়াপ্রযুক্ত ঐ বিচারক সেই মোকদ্দমা নথীহইতে উঠাইতে পারেন না।—১৮৪৩ সালের ১৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৭৪। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা ইহার দ্বারা সম্বাদ দিতেছেন যে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের অভিপ্রায় এই যে চূড়ান্ত মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট করা যায় এবং ডিক্রীদার যদি মোকদ্দমার তদবীর করিতে শৈথিল্য করে অথবা অন্য কোন প্রকার ত্রুটি করে তবে ঐ মিয়াদ অতীত হইলে পর ঐ মোকদ্দমা নথীর শামিল থাকিতে পারিবেক না। কিন্তু কোন বিশেষ ও প্রকাশিত মিয়াদের মধ্যে যদি ডিক্রীদার আদালতের কোন হুকুম মানিতে ত্রুটি করে তবে ঐ মোকদ্দমা তৎক্ষণাৎ নথীহইতে উঠাইয়া দেওনের নিষেধ করিতে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের অভিপ্রায় নহে।—১৮৪৩ সালের ১৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৭৫। এই দুই বিষয়ের বিশেষ এই যে ডিক্রীদার যখন ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত আপনার ডিক্রী জারী করিতে সম্পূর্ণরূপে ত্রুটি করে তখন ঐ মোকদ্দমা ত্রুটিপ্রযুক্ত জজ সাহেবের ডিসমিস না করিলে নয় এবং নথীহইতে না উঠাইলে নয়। কিন্তু যখন কোন কার্য্যের নিমিত্তে আদালত কোন বিশেষ মিয়াদ নিরূপণ করেন এবং ডিক্রীদার আদালতের ঐ হুকুমেতে অমনোযোগী হয় তখন ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে ঐ মোকদ্দমা আপনার নথীহইতে উঠাইয়া দিতে পারেন কিম্বা সম্পত্তির তফসীল দাখিল করিতে কি ঐ সম্পত্তির ঠিকানা দেখাইতে অথবা আবশ্যক অন্য কোন হুকুম প্রতিপালন করিতে ডিক্রীদারকে পুনরায় মিয়াদ দিতে পারেন।—১৮৪৩ সালের ১৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৭৬। এই সময়ে সদর আদালতের এইমাত্র ইচ্ছা আছে যে যে সরক্যুলর অর্ডরের অর্থের বিষয়ে ভ্রম হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বুঝান যায়। তাঁহারদের এইমত অভিপ্রায় নহে যে মোকদ্দমা জারী করণ কালে প্রত্যেক হুকুম পালনের নিমিত্তে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট করণের এবং ঐ মিয়াদের বিষয়ে ত্রুটি হইলে ঐ মোকদ্দমা আর কিছু জিজ্ঞাসা বা অনুসন্ধান না করিয়া নথীহইতে উঠাইয়া দেওনের রীতি অবিকল ব্যবহার হয়।—১৮৪৩ সালের ১৪ অক্টোবরের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৪ ধারা।

নীলামের উৎপন্ন টাকা পাইতে ডিক্রীদারেরদের বিশেষং অধিকার।

২৭৭। অধীনস্থ আদালতের ডিক্রী জারী করণের নিমিত্তে যে নীলাম হয় তাহার উৎপন্নের অংশ পাইবার নিমিত্তে ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা পরস্পর যে দাওয়া উপস্থিত করে তাহা যে আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবেক ইহার রীতি নির্ণয় করণের নিমিত্তে সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে নীচের লিখিত সে বিধান আদালতের ব্যবহারের দ্বারা স্থাপন হইয়াছে তাহা জজ এবং এদেশীয় বিচারকেরদের বিজ্ঞাপন ও কার্য্য সাধনের নিমিত্তে তোমাকে জ্ঞাপন করিতেছি।—১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৭৮। আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে সম্পত্তির নীলাম হইলে তাহার উৎপন্নের অংশ পাইবার যত দাওয়া হয় তাহা যে আদালতের হুকুমের দ্বারা নীলাম হয় সেই আদালতের ডিক্রী হউক কি অন্য আদালতের ডিক্রী হউক সেই আদালতে প্রথমত উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইবেক। এবং সেই আদালত ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে যে ব্যক্তিকে অন্যের অগ্রে পাইবার যোগ্য বোধ করেন তাহার পক্ষে হুকুম দিবেন এবং যে ব্যক্তি ঐ হুকুমেতে সন্তুষ্ট না হয় সে জজ সাহেবের নিকটে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের শুনিবার যোগ্য হইলে তথায় আপীলের দ্বারা প্রতিকার পাইবার চেষ্টা করিবেক কিন্তু উপরিস্থ আদালতে এই বিষয় রীতিমতে আপীলের দ্বারা উপস্থিত না হইলে ঐ আদালত এই প্রকার বিষয়ের নিষ্পত্তি করণার্থে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পাবেন না।—১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৭৯। ডিক্রী জারীর উৎপন্ন যে২ টাকা আদালতে আমানৎ হয় তাহা প্রত্যেক দাওয়া পরিশোধ করণার্থে অকুলান হইলে সেই২ টাকা আদালতের নানা ডিক্রীর দাওয়া পরিশোধ করণেতে যেরূপে বিলি হইতেছে তাহার বিষয়ে নানা আদালতে বিবিধ মত ও বিবিধ ব্যবহার হইতেছে তাহাতে এলাহাবাদের সদর আদালত কলিকাতাস্থ সদর আদালতের সাহেবেরদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিয়া লিখিলেন যে কলিকাতার সদর আদালতের আজ্ঞাক্রমে যে ব্যবহার হইতেছে তাহা আমরা ইহা বোধ করি অর্থাৎ যে ডিক্রীতে আগেকার তারিখ থাকে তাহা আগে পরিশোধ হইবেক না কিন্তু যে সকল ডিক্রীক্রমে ক্রোকের হুকুম হইয়াছে সেই সকল ডিক্রী যদি আমানৎহওয়া টাকা বিলি করণের পূর্ব্বের তারিখে হইয়া থাকে তবে প্রত্যেক ডিক্রীদার অংশাংশিমতে টাকা পাইতে পারে। কিন্তু যদি কোন বিশেষ দাওয়ার নিমিত্তে ঐ সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তবে সেই দাওয়া প্রথমে পরিশোধ হইবেক। তাহাতে কলিকাতাস্থ সদর আদালত লিখিলেন যে আদালতের মধ্যে সামান্যত এইরূপ ব্যবহার চলিতেছে।—১৮৩৫ সালের ২২ ফেব্রুআরির ৯৩৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮০। কলিকাতাস্থ ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিয়াছেন যে যে সকল ডিক্রীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করণের হুকুম হইয়াছে যদি টাকা বিলি করণের পূর্ব্বের তারিখ সেই ডিক্রীতে থাকে তবে তাহার ডিক্রীদার জনাজাত

অংশাংশিমতে ডিক্রীর টাকা পাইবেক কিন্তু যদ্যপি ডিক্রীর সম্পত্তি অগ্রে প্রকৃতপ্রস্তাবে বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল তবে সেই বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তির দাওয়া অন্যান্য দাওয়াদারেরদের অগ্রে পরিশোধ করিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ২১ অক্টোবরের ১০৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৮১। সদর দেওয়ানী আদালতের ৯৩৫ ও ১০৫৬ নম্বরী আইনের অর্থের বিধির অনুসারে নানা ডিক্রীদারের মধ্যে সম্পত্তির যে বিভাগ হয় তাহার বিষয়ে নানা প্রকার ব্যবহার হইতেছে দেখিয়া সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে ঐ আইনের অর্থের মধ্যে "ক্রোকের হুকুম" এই কথার প্রকৃত অভিপ্রায় বোধ না হওয়াতে এই প্রকার বৈলক্ষণ্য হইতেছে। অতএব এই বিষয়ে উভয় সদর দেওয়ানী আদালতের সম্প্রতি যে লিখনপঠন হইয়াছে তাহার ফল সকল লোকের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে প্রকাশ করিতেছি।—১৮৪৪ সালের ২৬ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৮২। বিধান হইয়াছে যে ঐ আইনের অর্থের মধ্যে "ক্রোকের হুকুম" ইহার অর্থ আদালতসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারক ডিক্রীদারের আপন ডিক্রী জারী করণের দরখাস্তক্রমে সম্পত্তি ক্রোকের নিমিত্তে যে হুকুম দেন্ এবং পূর্ব্বকার হুকুম জারী করণার্থে সম্পত্তি নীলাম করিয়া যে টাকা পাওয়া যায় তাহা বিলি হওনের পূর্ব্বে যে সকল ডিক্রীদার ঐ প্রকার হুকুম জারী করাইয়া থাকে তাহারা ঐ টাকার মধ্যে আপন২ দাওয়ামতে অংশ পাইতে পারে।—১৮৪৪ সালের ২৬ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৮৩। কিন্তু ১৮২৮ সালের ৬ জুন তারিখের ১ নম্বরী সদর দেওয়ানী আদালতের সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম আছে যে নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ ওজর জানাইবার যে মিয়াদ ১৮২৫ সালের ৭ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণ এবং ৫ ধারার ১ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা যাবৎ অতীত না হয় তাবৎ সম্পত্তির নীলামক্রমে প্রাপ্ত টাকা বন্টন হইবেক না। এবং ঐ বন্টনের অন্যান্যও ব্যাঘাত আছে কিন্তু তাহা অগ্রে জানা যাইতে পারে না এবং তাহা নিবারণও হইতে পারে না। অতএব চলিত নিয়মানুসারে ডুবি২ দাওয়াদার উপস্থিত হইতে যে আশ্বাস পায় তৎপ্রযুক্ত হায়রাণ যে বিঘ্ন জন্মে তাহা নিবারণার্থে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে নীলাম হওনের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে যে সকল ডিক্রীদারের দাওয়া মঞ্জুর হয় তাহারদের মধ্যে ঐ টাকা বন্টন করণের হুকুম নীলাম হওনের ত্রিশ দিন পরে নিষ্পত্তি দেওয়া যাইবেক (সেই হুকুম তৎক্ষণাৎ জারী হইতে পারে কি না সেই বিষয় কিছু বিবেচনা করা যাইবেক না) এবং যে টাকা আমানৎ হইয়াছিল তাহা নীলাম সিদ্ধ হওনানন্তর ঐ হুকুমক্রমে বন্টন হইবেক। "বন্টনের হুকুম" প্রকাশ হওনের পর ঐ নীলামের টাকার অংশ পাইবার নিমিত্তে কোন নূতন দাওয়া হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না।—১৮৪৪ সালের ২৬ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

২৮৪। দেওয়ানীর জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম হইল যে এই উপদেশের অভিপ্রায় তাঁহারদের অধীন কার্য্যকারকদিগকে সম্পূর্ণরূপে বুঝান্ এবং তাঁহারা এই নিয়মের মতে অবিকলরূপে কার্য্য করেন।—১৮৪৪ সালের ২৬ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২৮৫। ১৮৪৪ সালের ২৬ জানুআরি তারিখের সরক্যুলর অর্ডরক্রমে ডিক্রীদার যদি সম্পত্তি ক্রোকের জন্যে দরখাস্ত না করে তবে নীলামের উৎপন্ন টাকার কোন অংশ পাইতে পারিবেক না। ঐ নীলামের টাকা বন্টন করণের পূর্ব্বে আদালতের বিচারকেরা ডিক্রী জারীর খরচার বিষয়ে আপনারদের বিবেচনামতে হুকুম করিতে পারেন।—১৮৪৭ সালের ১৮ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৮৬। ৯৩৫ নম্বরী এবং ১০৫৬ নম্বরী আইনের অর্থের এবং ১৮৪৪ সালের ২৬ জানুআরি তারিখের ৪২ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের লিখিত বিধি মতান্তর হইল এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে দাওয়াদার যদি সম্পত্তির নীলামের পূর্ব্বে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির না করে তবে আপনার অংশমতে নীলামের উৎপন্নের অংশ পাইতে পারে না। পুনশ্চ তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে ঐ নীলামের উৎপন্ন বন্টন হইবার পূর্ব্বে যে ডিক্রীদার সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছিল সেই ব্যক্তির নিতান্ত যাহা খরচ হইয়াছে তাহা ঐ উৎপন্নহইতে দেওয়া যায়। কিন্তু ইতর বিশেষ না করিয়া সকল ডিক্রী যে জারী করিতে হইবেক এবং তাহার ডিক্রীদারকে অংশাংশমতে নীলামের উৎপন্ন লইতে অনুমতি দিতে হইবেক এমত নহে বরং নীলামের উৎপন্নের অংশ পাইবার যে২ দাওয়া হয় তাহা ফেরেবী ডিক্রী কি নহে এই বিষয় আদালতের সাহেবেরা বিবেচনা করিতে পারেন এবং প্রকৃত মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী হইয়াছে দুষ্ট হয় সেই ডিক্রীর টাকা প্রথমে দিতে পারেন। এই হুকুমের মূল নিয়ম এই যে মোকদ্দমাতে লিপ্ত ব্যক্তিরদের মধ্যে ঐ ডিক্রী পরস্পর সিদ্ধ আছে কিন্তু তদ্দ্বারা অন্য লোকেরদের স্বত্বের কিছু ক্ষতি হইবেক না।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২৮৭। সম্পত্তির বন্ধকক্রমে যে কর্জ্জ ছিল তাহা পাইবার নালিশ হইলে তৃতীয় এক ব্যক্তি উত্থিত হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির অনুসারে অনেক টাকার দাওয়া করিল। তাহাতে প্রবিন্সাল আদালত ফরিয়াদীরদিগকে আপীলারদের দাওয়ার কতক অংশ দিতে হুকুম করিলেন এবং ঐ আদালতে আরো হুকুম হইল যে তাহা দেওয়া গেলে পর সদর দেওয়ানী

আদালতের ডিক্রীদার আপনার প্রাপ্য টাকা পাইবেক তৎপরে ফরিয়াদীরা আপনারদের দাওয়ার অবশিষ্ট টাকা পাইবেক। ঐ তৃতীয় ব্যক্তি তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল এবং ঐ আদালত হুকুম করিলেন যে ফরিয়াদীরা আপনারদের দাওয়ার কোন অংশ পাইবার পূর্ব্বে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির আপনার ডিক্রীক্রমে যে টাকা পাওনা আছে তাহা সমুদয় পাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ২৭ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১৫ পৃষ্ঠা।

২৮৮। যে ডিক্রীদার আপনার ডিক্রী জারী করণের হুকুম পূর্ব্বে বাহির করে নাই সেই ব্যক্তি অন্য যে২ ডিক্রীদারেরা ক্রোকী পরওয়ানা বাহির করিয়াছিল তাহারদের সঙ্গে খাতকের সম্পত্তির নীলামের উৎপন্ন টাকার অংশী হইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ২৭ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৩ পৃষ্ঠা।

২৮৯। যদি সাধারণ ডিক্রী হয় এবং প্রত্যেক ফরিয়াদীকে যে২ টাকা দেয় হয় তাহা বিশেষ করিয়া ডিক্রীতে না লেখা গিয়া থাকে তবে ডিক্রীদারেরদের মধ্যে যে এক জন সমুদয় টাকা পাইয়াছে তাহাকে অন্য২ ডিক্রীদারের অংশ দিতে সরাসরী হুকুম হইতে পারে না।—১৮৪১ সালের ২২ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ পৃষ্ঠা।

২৯০। ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনের উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে এক জন ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়াছিল এবং সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ ব্যক্তির স্থানে অন্য উত্তরাধিকারী ঐ কর্জ্জের আপন অংশ সরাসরী মোকদ্দমাক্রমে পাইতে পারে না তাহার নম্বরী মোকদ্দমা করিতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১১ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৯ পৃষ্ঠা।

২৯১। ভূমির বাকী খাজানার ডিক্রী জারী করণার্থে যদি সেই ভূমি নীলাম হয় তবে ঐ নীলামের উৎপন্নের উপর সেই ডিক্রীদারের দাওয়া অগ্রগণ্য হইবেক।—১৮৪৬ সালের ১ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮৪ পৃষ্ঠা।

১৫ ধারা।

মুনসেফ ও সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনেরদের দ্বারা ডিক্রী জারী করণ।

২৯২। যে সকল ডিক্রী প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক তাহা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে সকল সামান্য হুকুম আছে তদনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা জারী হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত বিষয় সকলে [অর্থাৎ ৫০০০৲ টাকার ন্যূন মূল্যের মোকদ্দমায়] প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা।

[যে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত এদেশীয় আদালতে দাখিল হয় তাহার বিষয়ে ১৮৪২ সালের ২২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের বিধি খাটে। এই অধ্যায়ের ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯ বিধান দেখ।]

২৯৩। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ সাহেব ও প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন যে২ আদালতে তাহার প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেই২ আদালতের করা ডিক্রী জারীর বিষয়ে যে সাধারণ বিধি আছে তদনুসারে সেই আদালতের দ্বারা ঐ আপীল আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক। এবং যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ঐ২ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর সর্টিফিকট করা নকলসমেত দিতে হইবেক। এই২ গতিকে মুনসেফ অথবা সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক ইতি। —১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৫ ধা।

২৯৪। ১৮৪৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারাতে হুকুম হইয়াছে যে "সদর আমীন অথবা মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনেরা যে ডিক্রী করেন যে২ আদালতে প্রথম ডিক্রী হইয়াছিল সেই২ আদালতের দ্বারা ঐ আপীল আদালতের ডিক্রী জারী হইবেক" এবং "যে আদালতে ঐ মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে ঐ২ ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত দিতে হইবেক।" অতএব কলিকাতা ও আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত হুকুম করিতেছেন যে উপরের উক্ত প্রকার ডিক্রী জারী করণের যে সকল মোকদ্দমা এক্ষণে জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের আদালতে উপস্থিত থাকে তাহা নির্ব্বাহ ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমতঃ হইয়াছিল সেই আদালতে অগৌণে অর্পণ হয়।—১৮৪৩ সালের ২৬ মের সরক্যুলর অর্ডর।

২৯৫। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১১ ধারা রদ হইল ও ঐ সালের ৫ আইনের ২২ ধারায়

প্রধান সদর আমীনদিগকে আপনারদিগের করা ডিক্রী জারী করিবার যে হুকুম দেওয়া গিয়াছে ঐ হুকুম ঐ আইনানুসারে নিযুক্ত মুনসেফ ও সদর আমীনের উপরও খাটিবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে দেওয়ানী বিষয়ি কোন হুকুমনামা জারী করণের অর্থে ঐ কার্য্যকারকেরা উক্ত হুকুমক্রমে আপনং ক্ষমতায় কোন আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারিবেন না ঐ প্রকার কয়েদ করণের হুকুম দেওনের আবশ্যক হইলে যে কার্য্যকারকের দ্বারা আসামী গ্রেফ্তার হইয়া থাকে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে কয়েদ রাখনের নিমিত্তে যে খোরাকী আমানৎ হইয়া থাকে তাহাসমেত জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জিলা বা শহরের জজ সাহেব তাহাকে কয়েদ না করিবার কোন হেতু দেখা যাওনব্যতিরেকে আপন আমলার দ্বারা তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিবার হুকুম দিবেন ঐং গতিকে মুনসেফ বা সদর আমীনের করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা বা শহরের জজ সাহেব যে হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৭ ধা।

২৯৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে তাঁহারদের নিকটে যে দরখাস্ত দেওয়া যায় তাহা এবং তাঁহারদের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার ওকালৎনামা শাদা কাগজে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের ৭৯৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৯৭। মুনসেফেরা আপনং ডিক্রী জারীক্রমে মালগুজারীর ভূমিভাড়া অন্যং সকল প্রকার সম্পত্তির দখল দেওয়াইতে পারেন। এবং যে ডিক্রী মুনসেফ আপনি না করিয়া থাকেন সেই ডিক্রী জারীক্রমে জজ সাহেবের অনুমতিপূর্ব্বক ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৫১ ধারানুসারে মালগুজারীর ভূমির দখল দেওয়াইতে পারেন। [১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারা এবং (৬৮৫ পৃষ্ঠায়) ৯৬২ নম্বরী আইনের অর্থ দেখ।]— ১৮৩২ সালের ৬ জুলাইর ৭০১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯৮। আলাহাবাদের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ডিক্রী জারী করণার্থে সম্পত্তি নীলাম বা হস্তান্তর করণবিষয়ে যাহারা ওজর করে তাহারা সেই বিষয়ের দরখাস্ত মুনসেফের আদালতে শাদা কাগজে করিতে পারে।—১৮৪০ সালের ২১ জুনের ১২৭৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ডিক্রী জারী করণার্থে যে লাখেরাজ ভূমি ক্রোক হয় তাহা কাহার দখলে আছে এবিষয়ের অন্যান্য বিচারকেরা যেরূপ বিচার করিতে পারেন সেইরূপ মুনসেফেরদের করিবার ক্ষমতা আছে।—১৮৩৩ সালের ১৪ জুনের ৭৯৮ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৩০০। বীরভূমের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে উভয় সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে মুনসেফেরদের ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোকহওয়া লাখেরাজ ভূমির উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার নিষ্পত্তি করিতে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৫ ধারানুসারে মুনসেফেরদের প্রতি নিষেধ নাই।—১৮৩৬ সালের ১৪ অক্টোবরের ১০৫৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০১। বিধান হইল যে বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্তে নম্বরী মোকদ্দমা হইলে মুনসেফেরা যে ডিক্রী করেন তাহা জারী করণার্থে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে মুনসেফেরদের যে ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩৯ সালের ১ আইনের দ্বারা রহিত হয় নাই।—১৮৩৯ সালের ৩১ মের ১২১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০২। মুনসেফেরা কোন আসামীর সম্পত্তি বিক্রয় করণার্থে আপনারদের সিবিশতার কোন আমলাকে পাঠাইতে পারেন কিন্তু উপরিস্থ কার্য্যকারক সাহেব যদি মুনসেফকেই সেই কর্ম্ম করিতে হুকুম দেন তবে আমলাকে পাঠাইতে পারেন না।—১৮৩৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের ১০৫০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০৩। মুনসেফেরা আপনং আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি নীলাম করিলে তাহার কমিস্যন পাইতে পারেন না কেবল অন্যান্য আদালতের ডিক্রীক্রমে যাহা নীলাম করেন তাহার কমিস্যন পাইতে পারেন।—১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির ৮৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০৪। সদর আদালত বিধান করিয়াছেন যে কালেক্টর সাহেবের নাজির মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে যে অস্থাবর সম্পত্তি এবং বাটী ক্রোক করিলেন তাহা বিক্রয় করিতে জজ সাহেবের অনুমতিভিন্ন কালেক্টর সাহেব মুনসেফের উপর পরওয়ানা পাঠাইতে পারেন না।—১৮৩৪ সালের ২৮ নবেম্বরের ৯১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০৫। মুনসেফেরদের ডিক্রী অন্যান্য আদালতের ডিক্রীর মত জারী হইবেক অর্থাৎ সেই ডিক্রীর উপর আপীল হইলে যদি আপীল আদালত তাহা স্থগিত করিতে হুকুম না দেন্ তবে ঐ ডিক্রী জারী করিতে হইবেক কেবল আপেলান্টের আপীল করাতে ডিক্রী জারী স্থগিত হইতে পারে না।—১৮৩৫ সালের ৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৬। উক্ত [৩০৫ নম্বরী] সরক্যুলর অর্ডরের বিধি প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে তাঁহারদের আদালতের সকল মোকদ্দমার ডিক্রী আপীল আদালত জারী স্থগিত করণের হুকুম না দিলে ডিক্রী জারী স্থগিত

হইবেক না। এবং যদ্যপি যথার্থমতে ঐ হুকুম প্রতিপালন হয় তবে আপীলের দরখাস্ত শুনিতে কিছু বিলম্ব হইলে আপেলাণ্ট অন্যায়মতে আপনার উপকারের নিমিত্তে কিছু করিতে পারে না। [এই অধ্যায়ের ১১ নম্বরী বিধান দেখ।]—১৮৩৯ সালের ২৩ আগস্টের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩০৭। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারাতে হুকুম আছে যে "যে সকল ডিক্রী প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক তাহা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্ত যে সকল সামান্য হুকুম আছে তদনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা জারী হইবেক" সেই ধারা দৃষ্টে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যে প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফেরদিগকে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে আপন২ ডিক্রী জারী করণের ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তাঁহারা জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ ধারার লিখিত বিশেষ বিধিতে দৃষ্টি রাখিয়া আপন২ আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে দরখাস্ত লইতে এবং তাহার বিষয়ে হুকুম করিতে পারেন।—১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৩০৮। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে সদর আমীন ও মুনসেফেরা আপন২ ডিক্রী জারী করিতে পারেন অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে সাধ্যপর্য্যন্ত সেই কর্ম্মের সমুদয় ভার তাঁহারদের হাতে রাখা অতিকর্ত্তব্য। এইপ্রযুক্ত সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে বিশেষ কারণপ্রযুক্ত জিলা ও শহরের জজ সাহেব যদি সেই ডিক্রী আপনি জারী করিতে উচিত না বুঝেন তবে ঐ সদর আমীন ও মুনসেফেরদের ডিক্রী জারী করণেতে হস্তক্ষেপ করিবেন না কেবল তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল লইয়া বিচার করিবেন। যেহেতুক এমত মোকদ্দমায় অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত। কিন্তু যদ্যপি জজ সাহেব আদৌ সেই ডিক্রী জারী করণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন তবে যে ব্যক্তি তাঁহার হুকুমে নারাজ হয় সেই ব্যক্তির সদর আদালতে আপীল করিতে হইবেক এবং তাহা হইলে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র২ বিষয়ে সদর আদালতের মিথ্যা সময় হরণ হয়।—১৮৩৩ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০৯। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারাতে প্রধান সদর আমীনেরদের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে হুকুম আছে তাহা ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে সকল সদর আমীন ও মুনসেফের বিষয়ে খাটে। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারাতে বিশেষ হুকুম আছে যে প্রধান সদর আমীনের আদালতে যে সকল ডিক্রী হয় তাহা ঐ আদালতের দ্বারা নিয়ত ও অবর্জনীয়রূপে জারী হইবেক। অতএব সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের বিধির অনুসারে যে মুনসেফেরা নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদের ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত জিলা ও শহরের জজ সাহেব আপনার ক্ষমতাক্রমে প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন না এবং মুনসেফের করা সকল ডিক্রী আইনমতে তাঁহারদের দ্বারা জারী হইবেক। যে গতিকে আইনমতে মুনসেফ কোন নম্বরী মোকদ্দমা শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন না কেবল এমত গতিকে ঐ মুনসেফ সেই মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিতে পারেন না।—১৮৩৯ সালের ১২ জুলাইর ১২২৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১০। ১৮৪৬ সালের ৪ আইনক্রমে ডিক্রী জারীর বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত বিধি সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে জারী হইয়া সর্ব্ব সাধারণ লোকের বিজ্ঞাপনার্থে প্রকাশ হইয়াছে।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৩১১। সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মাসের ৪ তারিখের ৪৬৯ নম্বরী হুকুমের পশ্চাৎ লিখিত চুম্বক (অর্থাৎ ৬ দফার) মর্ম্ম মুনসেফদিগকে জানাইতে জিলার জজ সাহেবেরদের প্রতি আদেশ হইতেছে।—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৩১২। ৬ দফা। "পেয়াদাবদের তলবানা এবং হুকুমের সকল খরচা ডিক্রীদার প্রথমতঃ আমানৎ করিবেক এবং পরিশেষে তাহা নীলামের উৎপন্নহইতে বাদ দেওয়া যাইবেক। যথার্থ রীতি এই। মুনসেফের আদালতের যে রিপোর্ট জজ সাহেবের আদালতে দিবার হুকুম আছে তাহা সাধ্যপর্য্যন্ত সরকারী ডাকযোগে পাঠাইতে হইবেক। যদি পেয়াদার আবশ্যক হয় তবে তাহারা জজ সাহেবের আদালতে তলবানা পাইবেক এবং তাহা উপরি লিখের মধ্যে লিখিতে হইবেক।'—১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৩১৩। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ১ ও ৪ ধারার বিধির অনুসারে যে মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় সেই প্রকার মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর আপীল যেরূপে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হয় সেইরূপে ঐ প্রকার মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণেতে যে সকল হুকুম প্রধান সদর আমীন করেন তাহার উপর আপীল ঐ আদালতেও করিতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৫ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩১৪। মুনসেফ ও সদর আমীন এবং প্রধান সদর আমীনেরদের আদালতে উপস্থিতহওয়া নম্বরী মোকদ্দমার যে রোয়দাদী কাগজপত্র মাসে২ পাঠাইতে হয় তাহার সঙ্গে পূর্ব্ব মাসে তাঁহারা যে সকল ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা এবং মুখ্‌তরকা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার রোয়দাদও জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু ঐ মাসের মধ্যে ডিক্রী জারী

করণের যে মোকদ্দমা নথীহইতে উঠান গিয়াছে এবং রোয়দাদ পাঠাওনের তারিখের পূর্ব্বে তাহা জারী করণের নিমিত্তে নূতন দরখাস্ত হইয়াছে সেই প্রকার মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইবেন না কিন্তু ঐ রোয়দাদের বদলে নথীহইতে মোকদ্দমা উঠাওনের হুকুমের নকল এবং ডিক্রী জারী করণের পুনর্ব্বার যে দরখাস্ত দেওয়া গিয়াছে তাহার নকল এবং ঐ দরখাস্তক্রমে তাঁহারা যাহা২ করিয়াছেন তাহার কৈফিয়ৎ পাঠাইবেন।—১৮৩৯ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ১০ দফা।

১৬ ধারা।

ডিক্রী জারীক্রমে মুনসেফেরা যে টাকা পান তাহা রাখণ ও দেওন।

৩১৫। ডিক্রী জারী করণের বাবৎ মুনসেফেরা যে সকল টাকা পান্ ও যে সকল টাকা দেন্ নীচের লিখিত পাঠানুসারে তাহার এক হিসাব রাখিবেন। ঐ হিসাব এক বহীর মধ্যে লিখিতে হইবেক এবং যত উত্তম ও শক্ত কাগজ পাওয়া যায় তাহাতে ঐ বহী করিয়া উপযুক্তমতে জেলদ করিবেন। ঐ বহীর মধ্যে কোন জমাখরচ লিখনের পূর্ব্বে মুনসেফের উচিত যে ঐ বহীর প্রত্যেক সফাতে নম্বর দিয়া জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং তাহাতে যত পৃষ্ঠা থাকে তাহা ঐ বহীতে জজ সাহেব লিখিয়া মুনসেফের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন। টাকার জমা খরচের ঐ প্রকার রেজিষ্টরী বহী সমাপ্ত হইলে তাহা মুনসেফ জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জজ সাহেব তাহা আপন সিরিশ্তায় রাখিবেন।—১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩১৬। কোন টাকা মুনসেফের আদালতে দাখিল হইলে তাঁহার উচিত যে সাধ্যপর্য্যন্ত ঐ টাকা যে ব্যক্তির প্রাপ্য তাহাকে অগৌণে দেন। যদ্যপি সেই ব্যক্তি অথবা তাহার মোক্তার হাজির না থাকে তবে নিকটস্থ থানার আমলার দ্বারা ঐ টাকা জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হয়। মুনসেফের আদালতে যে টাকা দাখিল হয় তাহা অধিক কাল আপনার নিকটে রাখিবার কিছু আবশ্যক নাই। টাকার জমাখরচের হিসাব মাসের সমাপ্ত করিতে হয় এবং প্রতিমাসে যত টাকা পাওয়া গিয়াছে ও যত টাকা দেওয়া গিয়াছে তাহার এক খোলাসা ঐ রেজিষ্টরী বহীহইতে লিখিয়া জজ সাহেবের দৃষ্টি করণার্থে এবং সিরিশ্তায় থাকিবার নিমিত্তে তাঁহার কাছারীতে পাঠাইতে হয়। জজ সাহেবের উচিত যে ঐ খোলাসায় দৃষ্টি করেন এবং তাহাতে যদি কোন বেদাঁড়া দেখা যায় তবে উচিত বোধ হইলে তাহা বুঝাইয়া দিতে মুনসেফকে হুকুম দেন।—১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩১৭। যে মুনসেফেরদের কাছারী জিলার জজ সাহেবের আদালতের নিকটে অথবা কএক ক্রোশমাত্র দূরে থাকে সেই মুনসেফেরদের এইক্ষণে টাকা দেওনের বিষয়ে যে ব্যবহার চলিতেছে তাহাতে প্রায় কোন ফেরফার করণের আবশ্যক দৃষ্ট হয় না তদ্বিষয়ে কেবল এইমাত্র বিশেষ করিতে হইবেক যে ডিক্রীদার টাকা পাইবার নিমিত্তে একেবারে মুনসেফের নিকটে দরখাস্ত দিবেক এবং মুনসেফ আপন আদালতে টাকা পাঠাইতে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন তাহা হইলে জজ সাহেবের নিকটে ডিক্রীদারের কোন দরখাস্ত করণের আবশ্যক থাকিবেক না।—১৮৩৯ সালের ২২ মার্চের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৭ ধারা।

জিলার আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদ করণ।

৩১৮। তৎপরে আদালত তাহার ভূম্যাদি সকল বস্তু নীলামে বিক্রয় করিয়া কিম্বা তাহাকে কয়েদ রাখিয়া বরং যদি জজ সাহেব আবশ্যক জানেন তবে তাঁহার সাধ্য আছে যে তাহার সকল বস্তুও নীলাম করিয়া এবং তাহাকেও কয়েদ রাখিয়া ডিক্রী জারী করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

৩১৯। কিন্তু প্রত্যেক গতিকে দেওয়ানী হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের পূর্ব্বে ঐ কয়েদ করণের দরখাস্ত আদালতে দিতে হইবেক এবং ঐ আসামীর স্থানে প্রাপ্য টাকার দাওয়া করণের পর প্রথমতঃ তাহার সম্পত্তির উপর এবং তৎপরে তাহার জামিনের সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারী করিতে হইবেক।—১৮০৬ সালের ২৫ জুলাইর ২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২০। আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে দেওয়ানী আদালত একি সময়ে খাতককে গ্রেফ্তার করণের এবং তাহার সম্পত্তি ক্রোক করণের পরওয়ানা দিতে পারেন।—১৮৪৭ সালের ৫ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩২১। যদি দেওয়ানী আসামী জেলখানাহইতে পলায়নপ্রযুক্ত ফৌজদারী হুকুমক্রমে তাহার পায়ে বেড়ি দিবার হুকুম

হয় নাই তবে তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ দেওয়ানী আসামী জেলখানাহইতে পলাইতে না পারে কেবল এই নিমিত্তে তাহার পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইতে পারে না।—১৮৩১ সালের ২৫ ফেব্রুআরির ৬২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২২। যে খাতকের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে সেই খাতক সুদ্ধ গ্রেফ্তার হইলে এবং জেলখানায় কয়েদ না হইলে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে তৎপরে গ্রেফ্তার ও কয়েদ হওনের কোন বাধা নাই।—১৮৪২ সালের ২১ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৫ পৃষ্ঠা।

৩২৩। যদি কোন খাতক মহাজনের অনিচ্ছায় দেওয়ানী আদালতের দ্বারা কয়েদ হয় এবং তৎপরে খোরাকী টাকা আমানৎ করণের কসুরপ্রযুক্ত খালাস হয় তবে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ৩ ধারানুসারে মহাজনের দরখাস্তক্রমে ঐ খাতককে গ্রেফ্তার করণের হুকুম করিবার কোন প্রতিবন্ধক নাই।—১৮৪৩ সালের ১৬ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৫ পৃষ্ঠা।

৩২৪। ময়মুনসিংহের জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে কোন আসামী ফৌজদারী হুকুমক্রমে কয়েদ থাকনের সময়ে দেওয়ানী বিষয়ে তাহাকে গ্রেফ্তার করণের হুকুম হইলে দেওয়ানী আদালত মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এইমত হুকুম করিতে পারেন না যে ঐ আসামীর কয়েদের মিয়াদ অতীত হইলে তাহাকে সোপর্দ্দ করেন কিন্তু সেই আসামী খালাস হইলে পর নিয়মিত দাঁড়াক্রমে তাহাকে গ্রেফ্তার করিতে হইবেক।—১৮৪০ সালের ২০ মার্চের ১২৭৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২৫। আদালতের ডিক্রী জারী করণেতে যে আসামী কয়েদ হয় তাহাকে খালাস করণের বিষয়ে আইনমতে দেওয়ানী আদালতের কেবল এই ক্ষমতা আছে যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে কয়েদী ব্যক্তি যদি ঐ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে আপনার যোত্রহীনতার প্রমাণ দেয় তবে তাহাকে খালাস করেন। যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে আসামী কয়েদ হইয়াছে সেই ব্যক্তির সম্মতি না হইলে জজ সাহেব দেওয়ানীসম্পর্কীয় কোন আসামীকে পাঁড়াপ্রযুক্ত খালাস করিতে পারেন না।—১৮৩৭ সালের ২৪ নবেম্বরের ১১১৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২৬। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে দেওয়ানীসম্পর্কীয় কোন আসামী এক বৎসরের অধিক কয়েদ থাকিলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের উচিত যে তাহার কয়েদ থাকনের কারণ সংক্ষেপে লিখিয়া সদর আদালতে জানান্।—১৮৩৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩২৭। দেওয়ানী হুকুমক্রমে দেওয়ানী জেলখানায় যে ব্যক্তিরা কয়েদ থাকে তাহারদের উপর মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিপর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব আছে এ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জিলার জজ সাহেবের মধ্যে বিরোধ হওয়াতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ কয়েদী ব্যক্তিবদের সঙ্গে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কোন কথাবার্ত্তা কহনের আবশ্যক হইলে কেবল জজ সাহেবের দ্বারা তাহা করিতে হইবেক এমত হুকুম দেওনের কোন ক্ষমতা ১৮২৬ সালের ৩ আইনের বিধির দ্বারা জজ সাহেবের প্রতি অর্পণ হয় নাই।—১৮৩৬ সালের ৮ জুলাইর ১০২১ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

৩২৮। কিন্তু সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ আইনের ৬ ধারানুসারে ঐ কয়েদীরদের সঙ্গে জজ সাহেবের কোন কথা কহিতে হইলে তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি না লইয়া তাহা করিতে পারেন।—১৮৩৬ সালের ৮ জুলাইর ১০২১ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩২৯। যে আসামীরা দেওয়ানী হুকুমক্রমে কয়েদ হয় তাহারা কেবল জেলখানায় আপনারদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে শাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে পারে। ১৮৩০ সালের ১৮ মের ৫৫৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩০। যদি কোন ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদ হয় এবং কারাগারের নিয়ম উল্লঙ্ঘনের বিষয়ে তাহার দুই মাসের খোরাকী দণ্ডস্বরূপ কমী করা যায় এবং সেই ব্যক্তি খালাস পাইবার জন্যে মহাজনের দেনা পরিশোধ করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই দণ্ডের পরিবর্ত্তে তাহাকে জরীমানা ও কয়েদ করণের হুকুম দিতে পারেন না। কিন্তু ঐ কয়েদী ব্যক্তি তাহার উপর যে দাওয়া আছে তাহা পরিশোধ করিলে তৎক্ষণাৎ খালাস হইবেক।—১৮২৬ সালের ১৪ জুলাইর ৪২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩১। যদি কোন আসামী ডিক্রী জারীক্রমে জেলখানায় কয়েদ হয় তবে হাজিরজামিন দিয়া ডিক্রীদারের অনুমতিক্রমে খালাস হইতে পারে। এবং তৎপরে ঐ জামিন যদি ঐ ব্যক্তিকে হাজির না করে তবে তাহার নামে সরাসরীমতে নালিশ হইতে পারে।—১৮৪২ সালের ১৪ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৭ পৃষ্ঠা।

৩৩২। যে জজ সাহেব গ্রেফ্তার করণের হুকুম দিয়াছেন কেবল তিনি আসামীর খালাসের হুকুম দিতে পারেন। যে জজ সাহেবের জিলায় ঐ ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইয়াছিল তিনি সেইরূপ হুকুম দিতে পারেন না।—১৮৩৬ সালের ১১ মার্চের ১০০০ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮ ধারা।

মুনসেফ কি সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী জারীক্রমে আসামীকে কয়েদ করণ।

৩৩৩। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১১ ধারা রদ হইল ও ঐ সালের ৫ আইনের ২২ ধারায় প্রধান সদর আমীনদিগকে আপনারদিগের করা ডিক্রী জারী করিবার যে হুকুম দেওয়া গিয়াছে ঐ হুকুম ঐ আইনানুসারে নিযুক্ত মুনসেফ ও সদর আমীনের উপরও খাটিবেক কিন্তু জানান যাইতেছে যে দেওয়ানী বিষয়ি কোন হুকুমনামা জারী করণের অর্থে ঐ কার্য্যকারকেরা উক্ত হুকুমক্রমে আপনং ক্ষমতায় কোন আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারিবেন না ঐ প্রকার কয়েদ করণের হুকুম দেওনের আবশ্যক হইলে যে কার্য্যকারকের দ্বারা আসামী গ্রেফ্তার হইয়া থাকে ঐ কার্য্যকারক তাহাকে কয়েদ রাখণের নিমিত্তে যে খোরাকী আমানৎ হইয়া থাকে তাহাসমেত জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং জিলা বা শহরের জজ সাহেব তাহাকে কয়েদ না করিবার কোন হেতু দেখা যাওনব্যতিরেকে আপন আমলার দ্বারা তাহাকে জেলখানায় কয়েদ করিবার হুকুম দিবেন ঐং গতিকে মুনসেফ বা সদর আমীনের করা হুকুমের উপর আপীল হইলে জিলা বা শহরের জজ সাহেব যে হুকুম করিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ৭ ধা।

৩৩৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার বিধি প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফেরদের বিষয়ে খাটিবেক এমত অভিপ্রায় ছিল অতএব জজ সাহেবের অনুমতি না লইয়া প্রধান সদর আমীন কোন আসামীকে কয়েদ করিতে পারেন্ না।—১৮৩৫ সালের ২২ মের ৯৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩৫। অল্প কাল হইল এক জন প্রধান সদর আমীন আপন আদালতে ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ এক মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করণার্থে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার বিধানানুসারে আসামীকে জেলখানায় কয়েদ করিবার নিমিত্তে এক পত্র জজ সাহেবের আদালতে প্রেরণ করিলেন। জজ সাহেব এ আসামীকে প্রধান সদর আমীনের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইয়া আপনার এই অভিপ্রায় লিখিলেন যে ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ কোন মোকদ্দমার সহিত আমার এলাকা নাহি। অতএব তোমার নিকটে নীচের লিখিত বিধান পাঠাইতে আমি আজ্ঞা পাইয়াছি।—১৮৪০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৩৬। আলাহাবাদ ও কলিকাতার সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরদের মত হইয়াছে যে কোন মোকদ্দমার বিষয়ে জজ সাহেবের যে হুকুম দেওনের ক্ষমতা আছে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনেরও সেইরূপ হুকুম দেওনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে কিন্তু তাঁহার হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। অতএব ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় তিনি আসামীকে কয়েদ করিবার হুকুমও দিতে পারেন। এবং প্রধান সদর আমীনের লিখনানুসারে জজ সাহেব ঐ আসামীকে কয়েদ করিতে অথবা খালাস করিতে দেওয়ানী জেলরক্ষককে হুকুম দিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্তৃত্ব যে থাকে ইহার আবশ্যক নাই এমত গতিকে জজ সাহেবের এইমাত্র কর্ত্তব্য যে তিনি সেইরূপ পরওয়ানা দেন্ এবং ১৮৩৩ সালের ৪ জানুআরি তারিখের ৭৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে রাজস্বসম্পর্কীয় হুকুমানুসারে আসামীরদিগকে জেলখানায় স্থান দিবার যেরূপ জেলখানারক্ষকের প্রতি হুকুম ছিল সেইরূপে এই গতিকে জেলখানারক্ষক আসামীকে কয়েদ বা খালাস করিবেন। এ সরক্যুলর অর্ডরেতে কালেক্টর সাহেবেরদের প্রতি আপনং বাকীদার আসামীরদিগকে কয়েদ অথবা খালাস করণ বিষয়ে আপনারদের হুকুম পাঠাইতে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল।—১৮৪০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৩৭। ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারায় কার্য্য করণের যে নিয়ম আছে ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীন যে আসামীরদিগকে কয়েদ করেন তাহারদের বিষয়ে ঐ নিয়ম খাটিবেক।—১৮৪০ সালের ৭ আগষ্টের ১২৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৩৮। ঢাকা জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে লিখিলেন যে এই জিলার যে ভাগ ফরিদপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন আছে সেই ভাগে নিযুক্ত প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফেরদের হুকুমক্রমে ডিক্রী জারী করণেতে যে ব্যক্তিরা গ্রেফ্তার হয় তাহারদের বিষয়ে ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারার বিধির মতাচরণ অবিকল করিলে অনেক ক্লেশ ও শঙ্কা হইতে পারে। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে আসামীরা যদ্যপি ঢাকায় প্রেরিত হইতে না চাহে তবে প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফেরা ফরিদপুরের দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হওনার্থে কোন ব্যক্তিকে তথাকার জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইলে যদি ঐ বিচারুকেরা সেই সময়ে ঢাকার জজ সাহেবের নিকটে সেই সকল বৃত্তান্তের রিপোর্ট করেন এবং জজ সাহেব যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ করেন সেইমত ঐ হুকুম অন্যথা বা বহাল রাখেন তবে আইনের হুকুম যথোচিত প্রতিপালন হয়। এবং গবর্ণমেণ্টের ইহাতে যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে ঢাকার জজ সাহেবকে সেইমত কার্য্য করিতে সদর

দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম দিতে চাহেন। তাহাতে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেন্ট সাহেব হজুর কৌন্সেলে কহিলেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা এমত হুকুম দিতে পাবেন।—১৮৩৪ সালের ২১ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

[অন্যান্য যে আদালত এইমতে অতিদূর স্থানে থাকে তাহার বিষয়েও এই বিধি খাটিবেক।]

১৯ ধারা।

দেওয়ানী জেলখানাতে কয়েদীরদের খোরাকী টাকা।

৩৩৯। ডিক্রী জারীপ্রযুক্ত কিম্বা দেওয়ানী আদালতের অন্য হুকুমানুসারে যে সকল লোক কয়েদ হয় তাহারদের খোরাকী টাকা আদায় করণসম্বন্ধীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারা যাহা ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারামতে বারাণস দেশে চলন হইয়াছে এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারা যাহা দক্ত দেশে পুনর্ব্বার চলন হইয়াছে ঐ ঐ ধারার লিখিত কোন২ কথা কিম্বা চলিত অন্য কোন আইনের ধারার কোন২ হুকুম শুধরণের নিমিত্তে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে ফরিযাদী কোন ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্তে দরখাস্ত করিলে ও তাহা প্রাপণযোগ্য হইলে যে আসামীর উপর গ্রেফ্তারীর হুকুম জারী হইবেক গ্রেফ্তারীর খরচাব্যতিরেকে তাহার কয়েদ হওনের দিনাবধি ৩০ দিনের খোরাকী উপযুক্ত টাকা পূর্ব্বে আমানৎ না করিলে তাহাকে গ্রেফ্তার করিবার নিমিত্তে দেওযানী আদালতহইতে কোন হুকুম জারী হইবেক না এবং ঐ ৩০ ত্রিশ দিন গত হইলে আগামি ৩০ ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা আমানৎ রাখিবেক এইরূপে তাহার খালাস না হওয়াপর্য্যন্ত আমানৎ করিবেক।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ২ ধা।

৩৪০। জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে গ্রেফ্তারীর হুকুম জারী করণসময়ে তাহার খোরাকী টাকার পরিমাণ নিরূপণ করেন কিন্তু যদি তাহার পর ঐ নিরূপিত টাকার কিছু পরিবর্ত্ত করিতে কোন প্রবল কারণ দেখা যায় তবে তাহা করা যাইবেক এবং পূর্ব্বের চলিত আইনানুসারে নিরূপণ হইবেক অর্থাৎ দিনপ্রতি।০ চারি আনার অধিক ও ⁄০ এক আনার ন্যূন না হয় ও ঐ খোরাকী টাকা নিরূপণ করণে আসামীর অবস্থা ও মর্য্যাদা এবং ফরিযাদীর সাধ্যের প্রতি বিবেচনা করা যাইবেক কিন্তু যদি কোন বিশেষ অবস্থাপ্রযুক্ত।০ চারি আনাহইতে অধিক করণের আবশ্যক হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জজ সাহেবের রিপোর্ট দৃষ্টি করিয়া কিম্বা বিশ্বস্ত সম্বাদ শুনিয়া যে কিছু অধিক করণের আবশ্যক বোধ হয় তাহার হুকুম করেন কিন্তু কোন মতে দিনপ্রতি ১৲ এক টাকার অধিক না হয় ইতি।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ২ ধা।

৩৪১। কালেক্টর সাহেবের নালিশে যে সাক্ষীদাবেরা কয়েদ হয় তাহারদের খোরাকীর সংখ্যা জজ সাহেব নিরূপণ করিতে পারেন।—১৮১১ সালের ৩১ জানুআরির ৭৭ নম্বরা আইনের অর্থ।

৩৪২। ধার্য্য হইল যে কেবল মহাজনের দরখাস্তক্রমে এবং উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে জিলার জজ সাহেব জিলার জেলখানায় কয়েদী ব্যক্তির খোরাকী কমাইতে পারেন না।—১৮৪১ সালের ১৫ জানুআরির সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ পৃষ্ঠা।

৩৪৩। ফরিয়াদীর কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত ধারানুসারের খোরাকী টাকা পূর্ব্বমত আদালতের নাজিরের স্থানে দিতে হইবেক ও নাজিরের উচিত যে যে মাসের যে তারিখে তাহা পায সেই মাসের সেই তারিখ নিদর্শনে ফরিয়াদীকে রসীদ দেয় এবং যদি ফরিয়াদী পূর্ব্বোক্ত খোরাকী টাকা দেওনের নিরূপিত দিনে কিম্বা তাহার পূর্ব্ব দিনে ঐ টাকা দিতে ত্রুটি কিম্বা অস্বীকার করে তবে নাজিরের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ তাহার কৈফিয়ৎ লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিয়া জজ সাহেবের হজুরে দাখিল করে এবং জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ আসামীর খালাসীর হুকুম জারী করেন আর যে আসামী এই প্রকারে খালাস হয় সে পুনর্ব্বার ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ফরিয়াদীর ঐ দাওয়াতে গ্রেফ্তার ও কয়েদ হইবেক না কিন্তু যদি আদালতের সাহেবের বিবেচনাতে এমত স্থির হয় যে আসামী যে ডিক্রী কিম্বা অন্য দাওয়াপ্রযুক্ত প্রথমতঃ কয়েদ হয় সেই ডিক্রীর কিম্বা অন্য দাওয়ার টাকা আদায় হওনের সুলভ যে ধনেতে হইত সেই ধন প্রবঞ্চনা ও দুষ্টতা করিযা গোপন কিম্বা হস্তান্তর করিয়াছে তবে ঐ আসামী পুনর্ব্বার ঐ মোকদ্দমায় ঐ ফরিয়াদীর দাওয়াতে গ্রেফ্তার ও কয়েদ হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

৩৪৪। বলরামের দরখাস্তঅনুসারে ডিক্রী জারীক্রমে আনন্দ কয়েদ হয়। ঐ বলরাম আদালতের ডিক্রীক্রমে কাশীনাথের খাতক। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যদি বলরাম আনন্দের খোরাকী দিতে ত্রুটি করে তবে কাশীনাথ

তাহা আমানৎ করিতে পারে এবং ঐ খোরাকী টাকা পাইবার জন্যে আনন্দকে কয়েদ রাখিতে পারে।—১৮৪১ সালের ১৫ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১১ পৃষ্ঠা।

৩৪৫। যদি কোন মহাজনের খাতকের বিরুদ্ধে অনেক ডিক্রী হয় তবে প্রত্যেক ডিক্রীর বিষয়ে খাতকের খোরাকী মহাজনের আমানৎ করিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪৫ সালের ১২ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭০ পৃষ্ঠা।

৩৪৬। জিলা ও শহরের জজ সাহেব লিখিলেন যে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ৩ ধারায় লেখে যে "যদি ফরিয়াদী পূর্ব্বোক্ত খোরাকী টাকা দেওনের নিরূপিত দিনে কি তাহার পূর্ব্ব দিনে দিতে ত্রুটি করে তবে জজ সাহেব আসামীর খালাসীর হুকুম জারী করিবেন আর যে আসামী এই প্রকারে খালাস হয় সে পুনর্ব্বার ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ ফরিয়াদীর ঐ দাওয়াতে গ্রেফ্তার ও কয়েদ হইবেক না।" যে মোকদ্দমার বিষয়ে এক্ষণে রিপোর্ট করিতেছি তাহাতে দৃষ্ট হয় যে মৃত্যুঞ্জয়নামক ব্যক্তি ইহার পূর্ব্বে এই বিষয়েতে গ্রেফ্তার হইয়া সাত দিবসপর্য্যন্ত নাজিরের চাপরাসীর জিম্মায় ছিল পরে ফরিয়াদী তাহার নিমিত্তে আর খোরাকী টাকা না দেওয়াতে সেই ব্যক্তি খালাস হইল। আমি এক্ষণে জানিতে চাহি যে ঐ মৃত্যুঞ্জয় সেই কর্জ্জের নিমিত্তে পুনর্ব্বার গ্রেফ্তার হইয়া কয়েদ হইতে পারে কি না অর্থাৎ কোন আসামী কিছু কালের নিমিত্তে পেয়াদার জিম্মায় থাকিয়া খালাস হইলে ঐ আসামী সেই২ বিষয়ে তৎপরে কয়েদ হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর দিলেন যে ঐ মৃত্যুঞ্জয়ের উপর যে দাওয়া আছে তাহার বাবৎ সে জেলখানায় কখনো কয়েদ হয় নাই অতএব পূর্ব্বকার কলিকাতার কোর্ট আপীলের ডিক্রীক্রমে ঐ ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইয়া জেলখানায় কয়েদ হইতে পারে।—১৮৩৭ সালের ১৯ মের ১০৯০ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

৩৪৭। যে সকল আসামী দেওয়ানী আদালতের জেলখানায় কয়েদ হয় তাহারদিগের খোরাকী টাকা-বিষয়ক দাঁড়া নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিতে আবশ্যক বোধ হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে অন্য কোন আইন জারী করণব্যতিরেকে তাহা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তের হুকুম জারী করেন ইতি।—১৮৩০ সা। ৬ আ। ৫ ধা।

৩৪৮। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে নাজিরের হাতে ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা না দেওয়া গেলে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনক্রমে বাকীদারকে গ্রেফ্তার করণের দস্তক জারী করিতে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ২ ধারার দ্বারা নিষেধ আছে কি না। তাহাতে সদর আদালত লিখিলেন যে ১৮৩০ সালের ৬ আইনের এই অভিপ্রায় ছিল যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার বিধি এইপর্য্যন্ত শুধরণ যান যে যে২ আসামী জেলখানায় কয়েদ হয় তাহারদের মহাজন তাহারদের খোরাকী টাকা দিবার ত্রুটি করাতে তাহারদের অধিক ক্লেশ না হয়। অতএব ১৮৩০ সালের ৬ আইনের ২ ধারার এমত অর্থ করা যাইতে পারে না যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনক্রমে কোন বাকীদারের প্রতি দস্তক পাঠান যাইতে পারে না। কিন্তু ত্রিশ দিনের খোরাকী টাকা আমানৎ না হইলে ঐ বাকীদার জেলখানায় কয়েদ হইতে পারে না।—১৮৩০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের ৫৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৪৯। যদি আসামী কোন মোকদ্দমায় আদালতের হুকুম না মানিবাতে কয়েদ হয় তবে তাহার খাদ্যখরচ ফরিয়াদীর স্থানহইতে লওয়া যাইবেক না ইতি।—১৭৯৩ সা। ৪ আ। ৮ ধা।

৩৫০। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ১০ ধারার মতে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হইয়া কয়েদের মধ্যে যে খোরাকী টাকা কি কড়ি পায় খালাস হইয়া তাহা তাহার প্রতিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হইবেক কি না ইহাতে সন্দেহ ছিল অতএব এই ধারানুসারে এক্ষণে তাহা স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে জানা কর্ত্তব্য যে খোরাকী টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত বস্তু ঐ ব্যক্তির থাকিলে ঐ খোরাকী টাকা আদালতের খরচার মধ্যে জ্ঞান করা গিয়া তাহা ঐ ব্যক্তিকে ফিরিয়া দিতে হইবেক কিন্তু যদি ঐ খোরাকী টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত কিছু জায়দাদ অর্থাৎ সংস্থান না থাকে তবে কেবল ঐ টাকার নিমিত্তে তাহাকে কয়েদ করা উচিত হইবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১২ ধা।

৩৫১। পাটনার প্রবিন্সাল আদালত জিজ্ঞাসা করিলেন যে উকীলের রসুমের নিমিত্তে অথবা যে ইষ্টাম্প কাগজে ডিক্রী লেখা যায় সেই কাগজের নিমিত্তে যে ব্যক্তিরা কয়েদ হয় তাহারদের খোরাকী টাকা কে দিবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার ভাব ও অভিপ্রায় এই যে যে ব্যক্তির প্রার্থনাতে দেওয়ানী হুকুমানুসারে আসামী কয়েদ হয় সেই ব্যক্তি তাহার খোরাকী টাকা দিবেক। অতএব যদি কোন ব্যক্তি উকীলের রসুমের নিমিত্তে এবং তাঁহার প্রার্থনায় কয়েদ হয় তবে উকীল তাহার খোরাকী টাকা দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ইষ্টাম্পের মাসুলের নিমিত্তে অথবা সরকারের প্রাপ্য অন্য কোন টাকার নিমিত্তে কয়েদ হয় তবে সরকার তাহার খোরাকী টাকা দিবেন কিন্তু প্রত্যেক গতিকে দেওয়ানী হুকুমক্রমে কোন ব্যক্তিকে কয়েদ করণের পূর্ব্বে ঐ কয়েদ করণের দরখাস্ত আদালতে দিতে হইবেক এবং ঐ

আসামীর স্থানে প্রাপ্য টাকার দাওয়া করণের পর প্রথমতঃ তাহার সম্পত্তির উপর এবং তৎপরে তাহার জামিনের সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারী করিতে হইবেক।—১৮০৬ সালের ২৫ জুনের ২১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫২। সদর আদালতে বারম্বার জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে যে বাকী রাজস্বের নিমিত্তে অথবা আইনের হুকুমকরা অন্য কোন হিসাবে যে ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের অথবা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারকের প্রার্থনায় দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদ হয় সেই ব্যক্তিরদের নিয়মিত খোরাকী টাকা কিরূপে দিতে হইবেক। তাহাতে সদর আদালত অধস্থ আদালতেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে জানাইলেন যে যদ্যপি ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৮ ধারার লিখিত হুকুম প্রত্যেক ফরিয়াদীর বিষয়ে খাটিতে পারে না তথাপি ঐ আইনের ঐ ধারার ভাব ও মর্ম্ম এইমত সকল মোকদ্দমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। এবং আসামী যে জজ সাহেবের দ্বারা কয়েদ হয় সেই জজ সাহেবকে আপন বিবেচনামতে তাঁহার খোরাকীর নিরিখ নিরূপণ করিতে ক্ষমতা আছে অতএব কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য কোন সরকারী কর্ম্মকারকের দরখাস্তক্রমে আসামী কয়েদ হইলে জজ সাহেব সেই ক্ষমতানুসারে যে খোরাকী টাকা নিরূপণ করেন্ সেই খোরাকী ঐ কালেক্টর সাহেবপ্রভৃতির দিতে হইবেক।—১৮১৮ সালের ২০ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৫৩। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে দেওয়ানী জেলখানায় কয়েদহওয়া ব্যক্তিরদের খোরাকী টাকা আমানৎ করণের বিষয়ে ১৮৩০ সালের ৬ আইনে যে বিধি আছে তাহা যেমন সাধারণ ব্যক্তির বিষয়ে খাটে তেমনি সরকারী কর্ম্মকারকের বিষয়েও খাটে।—১৮৩১ সালের ১৫ জুলাইর ৬৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২০ ধারা।

কিস্তিবন্দীর দ্বারা ডিক্রীর টাকা শোধ করণ।

৩৫৪। জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিস্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবার অথবা যাহার উপর ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি দুস্থ ও অযোত্রাপন্ন হইলে ডিক্রী হওনের পরে কিছু কাল ব্যাজে ডিক্রীর টাকা দিবার হুকুম দিবার ক্ষমতা আছে কি না ইহাতে সন্দেহ আছে এ কারণ এই ধারানুসারে বিশেষ করিয়া ও স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় তাহার কিম্বা তাহার মালজামিনের ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের যোগ্য কিছু জায়দাদ অর্থাৎ বিষয়বিভব যদি থাকে তবে এমতে আদালতের সাহেবদিগকে শেষ ডিক্রী জারী করণেতে কোন প্রকারে বিলম্ব ও ব্যাজ করিতে অনুমতি নাহি কিন্তু যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি ডিক্রীর টাকা কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে পাওনের একরারনামা পাইয়া যদি ডিক্রী জারী হওনেতে কিছু কাল বিলম্ব হওয়া স্বীকার করে কিম্বা জজ সাহেব কোন বিশেষ হেতুপ্রযুক্ত ভূম্যাদি বস্তু বিক্রয় করণে কিছু গৌণ করা উচিত বুঝেন্ তবে কিছু বিলম্ব হইতে পারিবেক।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা।

৩৫৫। আর যদি ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত কোন প্রকার কিছু বস্তু সম্পত্তি না থাকে ও যে আদালতের সাহেবের হুকুমক্রমে মোকদ্দমার ডিক্রী হয় অথবা যে আদালতের সাহেবের ব্যাপ্যাধিকারে ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাঁহারা যে মিয়াদ দেওয়া সঙ্গত ও বিহিত বুঝেন্ যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে সে কি তাহার মালজামিন সেই মিয়াদের মধ্যে কিস্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকা দেওনের নিমিত্তে এক একরারনামা হাজিরজামিনী কি মালজামিনীর সহিত যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি কিম্বা তাহার মালজামিন আপন ইচ্ছাক্রমে অথবা আদালতের সাহেব তলব করিলে যদি দাখিল করিতে চাহে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের কিম্বা কমিস্যনরদিগের করা ডিক্রী যে সাহেব জারী করিয়া থাকেন তাঁহার ক্ষমতা আছে যে সে একরারনামা মঞ্জুর অর্থাৎ গ্রাহ্য করেন্ ও ঐ একরারনামার নিয়মমতে কার্য্য করণে কিছু ত্রুটি না করিলে ঐ সাহেবেরা একরারনামার লিখিত নিয়মানুক্রমেই ডিক্রী জারী করিবেন।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা।

৩৫৬। আর যে ব্যক্তি এমত একরারনামা দাখিল করে সে ব্যক্তি যদি বন্ধনে থাকে তবে একরারনামা দিবামাত্র তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন আর ঐ ব্যক্তি একরারনামার লিখিত নিয়মমতে কার্য্য করিতে ত্রুটি না করিলে ডিক্রীর টাকা আদায়ের কারণ কদাচ কয়েদ হইবেক না ও একরারনামাতে সুদের যে হার লেখা গিয়া থাকে তাহাহইতে অধিক হারে সুদ লওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১০ ধা।

৩৫৭। জঙ্গল মহালের জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন যে কোন মহাজনের নালিশক্রমে খাতক কয়েদ হইলে যদি সেই

খাতক কিস্তিবন্দীক্রমে আপনার দেনা পরিশোধ করিতে একরারনামা লিখিয়া দেয় এবং সেই একরারনামা জজ সাহেবের সাক্ষাৎ খাতক ও মহাজন স্বীকার করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করে এবং খাতককে কয়েদহইতে খালাস করিতে যদি মহাজন অনুমতি দেয় এবং যদি তৎপরে ঐ খাতক সেই একরারনামার নিয়মের মতাচরণ না করে তবে আদালত ঐ টাকা দেওয়াইবার বিষয়ে হুকুম করিতে পারেন্ কি না অথবা ঐ একরারনামার অনুসারে যে টাকা পাওনা হয় তাহা পাইবার নিমিত্তে ফরিয়াদীর নূতন নালিশ করিতে হইবেক কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে ঐ কিস্তিবন্দী যদি ডিক্রী জারীক্রমে হইয়া থাকে এবং যদি তৎপ্রযুক্ত ঐ ডিক্রী জারী স্থগিত হইয়া থাকে তবে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১০ ধারার ভাব ও অভিপ্রায়ের মধ্যে সেই বিষয় গণ্য করিতে হইবেক কিন্তু যদি খাতক কিম্বা তাহার জামিন কহে যে ঐ কিস্তিবন্দীক্রমে আমরা টাকা দিয়াছি এবং যদি মহাজন তাহা স্বীকার না করে তবে খাতককে তাহার প্রমাণ করিবার অনুমতি দিতে হইবেক।—১৮০৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের ৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৫৮। আসামীর প্রতিকূলে যে ডিক্রী হয় যদি তাহা জারী করণার্থে সে ব্যক্তি এমত প্রার্থনা করে যে আমার ভূমির উপস্বত্বহইতে টাকা আদায় করিয়া ক্রমে২ পরিশোধ করিয়া লহ এবং যদি মহাজন সেই বন্দোবস্তেতে স্বীকৃত হয় তবে দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের উচিত যে তাহা অবশ্যই মঞ্জুর করেন এবং সেই ভূমি ক্রোক করিতে ও তাহার খাজানা আদায় করিয়া আদালতে দাখিল করিতে কালেক্টর সাহেবকে হুকুম দেন্।—১৮৩৩ সালের ১ ফেব্রুআরির ৭৫২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১ ধারা।

যোত্রহীন খাতকদিগকে খালাস করণ।

৩৫৯। যে সকল অযোত্রাপন্ন কর্জ্জী খাতক ও তাহারদিগের জামিনেরা ডিক্রীর হুকুম মতাচরণার্থে কয়েদ হয় আর কিস্তিবন্দীমতে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ডিক্রীর টাকা দিতে অশক্ত হয় তাহারদিগের সুগম ও সুবিদা নিমিত্তে মফঃসল দেওয়ানী আদালত ও কোর্ট আপীল আদালত এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতার্পণ করা যাইতেছে যে এমত কোন কয়েদী ব্যক্তি আপনার যে ভূমি ও নগদ টাকা ও দ্রব্যসামগ্রীইত্যাদি বস্তু নিজ নামে কিম্বা বিনামে অথবা সাধারণে থাকে তাহার তালিকার ফর্দ্দ করিয়া আদালতে দাখিল করে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ তালিকার ফর্দ্দ প্রমাণ কি অপ্রমাণ তাহা ও তাহার প্রতিবাদী যেং কথা কহে তাহাও সুন্দর বিবেচনাপূর্ব্বক নিশ্চয় করিয়া বুঝেন।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।

৩৬০। পরে ঐ তালিকার সত্যতা আর ঐ তালিকার ফর্দ্দের লিখিত ভূম্যাদি বস্তুসম্পত্তিভিন্ন ডিক্রীর টাকা সমুদায় আদায় হওনের উপযুক্ত আর কিছু যোত্র ও সংস্থান নাহি এ কথা প্রমাণ হইলে আর ঐ কয়েদী ব্যক্তি তালিকার ফর্দ্দের লিখিত বস্তুসম্পত্তি সমুদায় কিম্বা জজ সাহেব যাহা উচিত ও উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা আদালতে দাখিল করিলে পর আইনানুসারে ঐ সকল ভূম্যাদি বস্তু নীলাম করিয়া কয়েদী ব্যক্তির স্থানে জামিন না লইয়া কিম্বা আবশ্যক হইলে জামিন লইয়া কয়েদহইতে তাহাকে খালাস করিয়া দেন্।— ১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।

৩৬১। পরে জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল লোক প্রকৃতই অত্যন্ত দুস্থ ও অযোত্রাপন্ন ও ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ উপরের লিখিত কথা ও দাঁড়া কেবল তাহারদিগের সুখ ও সুবিদা নিমিত্তে ঠাহরা গেল এমতে কোন কর্জ্জী খাতক কিম্বা তাহার জামিন ডিক্রীর টাকার নিমিত্তে কয়েদ হইয়া আপনার কিছু বস্তুসম্পত্তি গোপন করিয়া রাখে কিম্বা অন্য কোন ছল ও চক্রান্ত অথবা এমত কোন অপরাধ করে যে সেহেতুক তাহারদিগকে উপরের উক্ত যে সকল ধার্ম্মিক ও সত্যপরায়ণ লোকেরা কর্জ্জী মহাজনের টাকা শোধ দিবার নিমিত্তে আপনারদিগের সমস্ত বস্তুসম্পত্তি দিতে উদ্যত তাহারদিগের মত আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দয়া ও অনুগ্রহের যোগ্য লোক যদি না বুঝা যায় তবে এমত অধার্ম্মিক লোকেরা যাবৎ ডিক্রীর সমস্ত হুকুম মতাচরণ না করে তাবৎ কদাচ বন্ধনহইতে মুক্ত হইতে পারিবেক না।—১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।

৩৬২। কলিকাতার সরিফ সাহেব কতক সম্পত্তি ক্রোকে রাখিয়া তিন বৎসরপর্য্যন্ত নীলাম করেন নাই। তাহাতে ধার্য্য হইল যে সম্পত্তির মালিকের প্রতি উহাতে প্রবঞ্চনার এইমত কোন দোষ অর্শে না যে ঐ ব্যক্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে কয়েদ হওনের যোগ্য হয়।—১৮৪৪ সালের ১৩ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫৬ পৃষ্ঠা।

৩৬৩। আর কোন কয়েদী ব্যক্তি কয়েদহইতে খালাস হইলে পর যদি কিছু টাকা কি কোন বস্তুসম্পত্তি উপার্জ্জন করে তবে কর্জ্জী মহাজন আদালতের সাহেবের আজ্ঞা ও অনুমতি লইয়া ঐ বস্তুসম্পত্তিহইতে যাহা আ-

পনার ডিক্রীর পাওনা টাকা সমুদায় আদায়হওনের উপযুক্ত তাহরে তাহা নীলাম করিয়া লইতে পারিবেক ঐ কয়েদী ব্যক্তির খালাস হওনহেতুক এমত নীলামের প্রতিবন্ধক হইবেক না। এবং কর্জ্জা খাতক আপনার এমত যে২ কোন বস্তুসম্পত্তি আপন নামে কিম্বা বিনামে ভোগদখল করিত কোন চক্রান্তে গোপনে রাখিয়াছিল ইহা প্রমাণ হইলে কর্জা মহাজন ডিক্রীর টাকা আদায়ের কারণ পুনর্ব্বার তাহাকে কয়েদ রাখাইতে পারিবেক। আর আদালতের সাহেবেরা বিচারপূর্ব্বক এই ধারানুসারে যে হুকুম দেন তাহাতে ফরিয়াদী কিম্বা আসামী উভয় বিবাদির মধ্যে কেহ অসম্মত হইলে তাহারা কোর্ট আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার বিচার হওনার্থে নালিশ করিতে পারিবেক আর ঐ মত কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের বিচারক্রমে অসম্মত হইলে সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।- ১৮০৬ সা। ২ আ। ১১ ধা।

৩৬৪। ১৮৪৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর তারিখের ১৪৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের সহিত যে পাঠ প্রেরিত হইয়াছিল তদতিরিক্ত সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে ব্যবহার হইবার নিমিত্তে নীচের লিখিত পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

অমুক নম্বর।

যোত্রহীন খাতকের খালাসের নিমিত্তে দরখাস্ত করণের বিষয়ি এত্তেলা।

জিলা চব্বিশপরগনার দেওয়ানী আদালতে।

অমুক ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট।

অমুক আসামী বা রেস্পাণ্ডেণ্ট।

কলিকাতা শহরের অমুক স্থাননিবাসি শ্রী অমুক প্রতি আগে।

যেহেতুক অমুক তারিখে অমুক ব্যক্তির প্রতিকূলে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহা জারীক্রমে তোমার প্রার্থনামতে সেই ব্যক্তি এই জিলার জেলখানায় কয়েদ আছে এবং ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধানমতে খালাস পাইবার দরখাস্ত করিয়াছে অতএব তোমাকে এত্তেলা দেওয়া যাইতেছে যে তুমি অথবা তোমার উকীল অদ্যকার তারিখের পর এত দিবসের মধ্যে এই আদালতে* হাজির হইলে উপরের উক্ত খাতক খালাস না হওনের বিষয়ে তোমার যে আপত্তি থাকে তাহা জানাইতে তোমার প্রতি অনুমতি হইবেক এবং এই এত্তেলা পঁহুছিবার রসীদ লিখিয়া দিতে ইহার দ্বারা তোমার প্রতি হুকুম হইল।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার দস্তখৎ ও এই আদালতের মোহরে দেওয়া গেল।

মোহরের স্থান। অমুক। জজ।

—১৮৪৮ সালের ৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৬৫। ১৮০৬ সালের ২ আইনের বিধি বাকী খাজানার জন্যে কয়েদহওয়া সকল ব্যক্তির প্রতি খাটে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে সদর আদালত আপনার এই মত জানাইলেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধি দেওয়ানী আদালতের নম্বরী কিম্বা সরাসরী মোকদ্দমার ডিক্রীক্রমে যে সকল ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে খাটে। কিন্তু যে গতিকে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় সেই গতিকে সেই ধারা খাটে না।—১৮২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের ৩৭২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬৬। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে যে সকল ব্যক্তি নম্বরী বা সরাসরী ডিক্রীক্রমে কয়েদ আছে তাহারা সকলেই ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার নিয়মক্রমে খালাস হইবার দাওয়া করিতে পারে। কিন্তু যে স্থলে দেওয়ানী আদালতের নম্বরী অথবা সরাসরীমতে কোন ডিক্রী হয় নাই সেই স্থলে তাহারা সেইরূপ দাওয়া করিতে পারে না।—১৮২০ সালের ২১ জুলাইর ৩১৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬৭। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে যোত্রহীন খাতকের খালাসের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনে যে বিধান আছে তাহা যে২ ব্যক্তিরা সরাসরী ডিক্রীক্রমে বাকী রাজস্বের জন্যে কয়েদ আছে তাহারদের বিষয়েও খাটে।—১৮১০ সালের ২২ মের ৬০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬৮। যোত্রহীন খাতকেরদের উপকারার্থে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধান কেবল যে ব্যক্তিরা আদালতের নম্বরী অথবা সরাসরী ডিক্রীক্রমে কয়েদ আছে তাহারদের বিষয়ে খাটে। এবং যে২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন চূড়ান্ত

* অথবা বিষয় বিশেষে প্রধান সদর আমীনের সম্মুখে।

নিষ্পত্তি অথবা ডিক্রী না হইয়া তাহারা কোন আদালতসম্পর্কীয় হুকুমের দ্বারা কয়েদ হইয়াছে তাহাদের বিষয়ে খাটে না। —১৮০৬ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের ২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬৯। যে ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীর নিমিত্তে কয়েদ না হয় সে ব্যক্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারাতে যোত্রহীনেরদের বিষয়ি বিধির দ্বারা উপকার পাইতে পারে না। ১৮৩৯ সালের ১৮ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২০ পৃষ্ঠা।

৩৭০। যদি কোন খাতক কলিকাতার কোর্ট রিকেষ্টের ডিক্রী জারীক্রমে চব্বিশপরগনার জেলখানায় কয়েদ হয় তবে সেই খাতক যোএহীনেরদের উপকারার্থ ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে খালাস হইতে পারে।—১৮৩৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৫ পৃষ্ঠা।

৩৭১। ১৮০৬ সালের ২ আইনের হেতুবাদ দৃষ্টে বোধ হয় যে ঐ আইনের ১১ ধারার বিধি যে যোত্রহীন কর্জ্জী খাতক কয়েদ হয় কেবল তাহার উপকারের নিমিত্তে হইয়াছিল। অতএব অমুক সাহেব কয়েদ না হওয়াতে তিনি ঐ ধারানুসারে আপনার দায়হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।—১৮৩৬ সালের ২৬ আগষ্টের ১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩৭২। কিন্তু ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১০ ধারাতে এমত বিশেষ বিধি আছে যে "ডিক্রীর টাকা আদায় হওনের উপযুক্ত কোন প্রকার কিছু সম্পত্তি যদি না থাকে এবং যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি যদি কিস্তিবন্দীমতে ডিক্রীর টাকা দেওনের নিমিত্তে একরারনামা দাখিল করিতে চাহে তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই একরারনামা মঞ্জুর করেন এবং ঐ একরারনামার নিয়মমতে কার্য্য করণে কিছু ত্রুটি না করিলে ঐ সাহেবেরা একরারনামার লিখিত নিয়মক্রমে ডিক্রী জারী করিবেন।" এমত গতিকে যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়াছে পূর্ব্বে তাহার কয়েদ থাকনের আবশ্যক নাই যেহেতুক সেই প্রকরণে লেখে যে "যে ব্যক্তি এমত একরারনামা দাখিল করে সেই ব্যক্তি যদি কয়েদ থাকে তবে একরারনামা দিবামাত্র তাহাকে খালাস করিতে হইবেক।"—১৮৩৬ সালের ২৬ আগষ্টের ১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৩৭৩। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে চলিত আইনানুসারে কর্জ্জী খাতককে দায়হইতে চূড়ান্তরূপে মুক্ত করিতে কোন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা নাই এবং যোত্রহীন যে খাতক খালাস হয় তাহার সম্পত্তির উৎপন্ন টাকাহইতে সরকারের পাওনা টাকা অগ্রে পরিশোধ হওনের পশ্চাৎ সাধারণ ব্যক্তির পাওনা শোধ হওনের হুকুম নাই যেহেতুক কর্জ্জী খাতক খালাস হইবার পর তাহার স্থানে যে কোন সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা তাহার কোন মহাজন ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে বিক্রয় করিয়া লইতে পারে।—১৮৩৬ সালের ২৬ আগষ্টের ১১৯৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

৩৭৪। বাবু গোবিন্দ দাস ফরিয়াদী কুসাগর আসামী এই মোকদ্দমায় সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করা গেল যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কয়েদহওয়া যোত্রহীন কর্জ্জী খাতকের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারাতে যে বিধি আছে তদনুসারে কয়েদহওয়া ব্যক্তিকে খালাস করিতে ঐ আদালতের কিপর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ঐ ধারার বিধির অনুসারে কর্জ্জী খাতকের যে সকল সম্পত্তি থাকে তাহার যথার্থ তালিকা আদালতে দাখিল হইলে এবং সেই সকল সম্পত্তি আদালতে অর্পণ করিলে তাহার কর্জ্জের সংখ্যার বিষয়ে এবং ডিক্রীক্রমে সেই ব্যক্তি যত কাল কয়েদ আছে এই দুই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই ব্যক্তি খালাস হইতে পারে।—১৮১৯ সালের ১৯ নবেম্বরের ৩০৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩৭৫। জিলা চব্বিশপরগনার জজ সাহেব ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার অর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে যে ব্যক্তিরা কয়েদ হয় কেবল সেই ব্যক্তিরদের বিষয়ে ঐ আইনের ঐ ধারা খাটে অতএব রাজস্বের বাকীদার এবং অন্যান্য যে ব্যক্তিরা আদালতের ডিক্রীক্রমে কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে যদ্যপি তাহা খাটে তথাপি যে বাকীদারের প্রতিকূলে কোন ডিক্রী না হইয়া কেবল কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তক্রমে বাকীর নিমিত্তে সেই ব্যক্তি কয়েদ হইয়াছে সেই প্রকার বাকীদারের বিষয়ে ঐ আইনের ঐ ধারা খাটে না।—১৮১১ সালের ১১ আপ্রিলের ৮৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৬। ১৮০০ সালের ৬ আইনের ১৫ ধারাক্রমে কালেক্টর সাহেবের হুকুমানুসারে যে আবকারেরা কয়েদ হয় তাহারদের বিষয়ে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধি খাটে না।—১৮১১ সালের ১২ ডিসেম্বরের ৯৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৭। বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী ডিক্রীক্রমে যে২ যোত্রহীন কর্জ্জী খাতক কয়েদ হয় তাহারা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে কোন্ সরকারী কর্ম্মকারকের হুকুমে খালাস হইতে পারে। ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত এবং গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিলেন যে বাকী খাজানার নিমিত্তে সরাসরী মোকদ্দমাতে ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবেরদের যে২ ক্ষমতা ছিল সেই সকল ক্ষমতা ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে রাজস্বের কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইল।

অতএব ঐ প্রকার বাকীদার দরখাস্ত করিলে এবং আপনার যোত্রহীনতার প্রমাণ দিলে উক্ত ধারানুসারে কালেক্টর সাহেবের দ্বারা খালাস হইতে পারে।—১৮৩৬ সালের ১৮ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৭৮। সদর আদালত বোধ করেন যে কোন আসামী ১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর সাহেবের করা সরাসরী ফয়সলা জারীক্রমে যদি কয়েদ হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে দরখাস্ত দেয় ও আপনার যোত্রহীনতা প্রমাণ করে তবে কালেক্টর সাহেব তাহাকে খালাস করিতে পারেন্। এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে জজ সাহেবের যে সকল ক্ষমতা ছিল তাহা ১৮৩১ সালের ৮ আইনের দ্বারা কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইয়াছে।—১৮৩৩ সালের ১৯ আপ্রিলের ৭৮৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৭৯। যে ব্যক্তি যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে অনুমতি পাইয়াছে তাহার মোকদ্দমা খরচাসমেত ডিসমিস হইলে ডিক্রীক্রমে তাহার প্রতি যে টাকা দেওয়ার হুকুম হয় তাহা সেই ব্যক্তি যদি অন্যান্য ফরিয়াদীর মত না দেয় তবে আসামী দরখাস্ত করিলে এবং নিয়মিত খোরাকী টাকা আমানৎ করিলে সেই যোত্রহীন কয়েদ হইতে পারে এবং অন্যান্য সকল যোত্রহীন কর্জ্জা খাতকেরদের মত ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে খালাস হইতে পারে।—১৮১২ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের ১১০ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৩৮০। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে কয়েদী ব্যক্তি যে টাকার নিমিত্তে কয়েদ হইয়াছিল সেই টাকা পরিশোধ করিলে যদি কেবল মোকদ্দমার খরচার বাবৎ কয়েদ থাকে তবে যোত্রহীনেরদের বিষয়ে যে বিধি হইয়াছে তাহার দ্বারা সেই ব্যক্তি খালাস হইতে পারে।—১৮১৯ সালের ১৭ ডিসেম্বরের ৩০৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

৩৮১। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারী করণের ভার যদি জিলার জজ সাহেবের প্রতি অর্পণ হয় তবে ডিক্রী জারীক্রমে যে আসামী কয়েদ হয় তাহাকে ঐ জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা না করিয়া ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারানুসারে খালাস করিতে পারেন।—১৮৩৬ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ১০৬২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে যে যোত্রহীন খাতক আপন সম্পত্তির বিষয়ে শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী দেয় সেই ব্যক্তি খতের দরুন আপনার যে টাকা পাওনা থাকে তাহা যদি জানিয়া শুনিয়া ছাপাইয়া রাখে তবে ১৮১৭ সালের ১৭ আইনের ১৩ ধারার ১ প্রকরণের অনুসারে সেই ব্যক্তির মিথ্যা শপথ করণের দোষ সাব্যস্ত হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইতে পারে।—১৮৩৭ সালের ১৪ আপ্রিলের ১০৮৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩৮৩। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে এদেশীয় বিচারকেরদের ডিক্রীপ্রযুক্ত যে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় সে ব্যক্তি যোত্রহীন হইলে খালাস হইবার যোগ্য কি না ইহার নিষ্পত্তি করণের ভার সুতরাং ঐ আদালতের বিচারকের প্রতি আছে। তথাপি ঐ দরখাস্ত ইউরোপীয় জজ সাহেবের নিকটে দেওয়া উচিত এবং তিনি ঐ কয়েদী ব্যক্তির জোবানবন্দী আপনি লইবেন অথবা ঐ এদেশীয় বিচারকের নিকটে তজবীজ করণার্থে অর্পণ করিবেন এবং যদি তাহাকে খালাস করণের হুকুম হয় তবে জজ সাহেবের নিকটে এমত দরখাস্ত দিতে হইবেক যে তিনি ঐ ব্যক্তিকে খালাস করণের বিষয়ে জেলরক্ষককে হুকুম দেন এবং ঐ অধস্থ আদালতের ডিক্রীতে যে ব্যক্তিরা নারাজ হয় তাহারা জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল করিতে পারে।—১৮৩৭ সালের ৮ সেপ্টেম্বরের ১১০৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৮৪। কলিকাতাস্থ ইনসালবেণ্ট আদালতে কোন ব্যক্তির যোত্রহীনতার বিষয়ে হুকুম হইলে সেই হুকুমের দ্বারা মফঃসল আদালতের ডিক্রী কিপর্য্যন্ত মতান্তর হয় তদ্বিষয়ে আডবোকেট জেনরল সাহেবের মতের এক নকল সদর দেওয়ানী আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে তাঁহারদের নিকটে পাঠাইলেন। সেই মত এই। "আমার বোধ হয় যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের ভারতবর্ষস্থ অধিকারের মধ্যে সকল আদালত এবং সুতরাং মফঃসল আপীল আদালত যোত্রহীন খাতকের উপকারার্থ আইন অর্থাৎ আক্ট পার্লিমেণ্ট অবশ্য মানিতে হইবেক এবং তাঁহারদের নিকটে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় যদ্যপি ফরিয়াদীর দাওয়া যোত্রহীনের তফসীলের মধ্যে মঞ্জুর হইয়াছে অথবা যদি কেবল তাহার সংখ্যার বিষয়ে বিবাদ থাকে তবে ঐ ফরিয়াদীর আপন মোকদ্দমায় ক্ষান্ত হইতে হইবেক ইহা চতুর্থ জর্জের নবম বর্ষীয় আইনের ৭৩ ধারার ৪১ প্রকরণের দ্বারা স্পষ্ট দুষ্ট হইতেছে। কিন্তু ঐ আক্ট পার্লিমেণ্ট কিপর্য্যন্ত খাটে তাহা প্রত্যেক মোকদ্দমার বিষয় বিশেষে ধার্য্য করিতে হইবেক। যে দুই মোকদ্দমার বিষয়ে আমার নিকটে জিজ্ঞাসা হইয়াছে তাহা ঐ যোত্রহীনের তফসীলের মধ্যে লিখিত হইয়াছে কি না ইহা আমাকে জ্ঞাত করান যায় নাই যদ্যপি লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ দুই মোকদ্দমায় আমার ভিন্ন২ মত হইতে পারে। এমত বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশের কিম্বা কলিকাতার যোত্রহীন খাতকের উপকারার্থ আদালত কোন ফয়সলা করিয়াছেন কি না আমি অবগত নহি কিন্তু দেউলিয়ারদের বিষয়ি আইনের নিয়ম বিবেচনা করিয়া কহিতে পারি যে

যোত্রহীনতা হুকুম হওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদীর পক্ষে যদি ডিক্রীমাত্র হইয়া থাকে তবে তিনি যোত্রহীনতার বিষয়ে হুকুম হওনের পর যোত্রহীন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারেন না কিন্তু অন্যান্য মহাজনেরদের ন্যায় তাঁহার পাওনা টাকার বিষয়ে কলিকাতাস্থ আদালতে প্রমাণ দিতে হইবেক। ইঙ্গলণ্ড দেশে ডিক্রী হওনের পর দেউলিয়া ব্যক্তি ও যোত্রহীন ব্যক্তিরদের বিষয়ে এই বিধির অনুসারে কার্য্য হইতেছে কিন্তু যদি ফরিয়াদী আপনার ডিক্রী জারী করিয়া থাকে তবে যোত্রহীন ব্যক্তির সম্পত্তিহইতে তাহার পাওনা সমুদয় টাকা পাইতে পারে।"—১৮৩৭ সালের ২৫ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৮৫। যদি কোন খাতক কয়েদ হয় এবং তাহার মহাজন তাহার কোন সম্পত্তি দেখাইতে পারে না তবে কেবল তৎপ্রযুক্ত যোত্রহীনতার শপথ না করিলে সেই খাতক কয়েদহইতে মুক্ত হইতে পারে না।—১৮৪৪ সালের ২ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬০ পৃষ্ঠা।

৩৮৬। এক মোকদ্দমায় জিলার জজ সাহেব যে খাতকের সম্পত্তির নীলাম হইতে২ তাহাকে কয়েদহইতে মুক্ত করিয়াছিলেন সেই খাতককে সদর দেওয়ানী আদালত কয়েদ করিতে হুকুম দিলেন।—১৮৪৪ সালের ২৯ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬০ পৃষ্ঠা।

২২ ধারা।

৬৪৲ টাকার ন্যূন সংখ্যার ডিক্রীর নিমিত্তে কয়েদ করণের মিয়াদ।

৩৮৭। অল্প২ টাকার বাবৎ ডিক্রীর হুকুম মতাচরণ না করাতে যে লোক কয়েদ হয় তাহারদিগের অনেক কাল কয়েদ না থাকিতে হয় এ নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার লেখা দাঁড়াছাড়া এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর কোন ব্যক্তি ৬৪৲ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার টাকার বাবৎ কোন ডিক্রীর হুকুম মতাচরণ না করিলে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না ও ঐ ছয় মাস মিয়াদ গত হইলে সেই কয়েদী ব্যক্তি এই প্রকরণের মতে খালাস হওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কয়েদ থাকনের মধ্যে কি খালাস হওনের পরে এমত ব্যক্তির দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে ডিক্রীর টাকা সমুদয় কি তাহার মধ্যে যাহা বাকী থাকে তাহা আদায় হইবার আন্দাজমত ক্রোক ও বিক্রয়ের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৫ ধা। ৭ প্র।

৩৮৮। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণের দ্বারা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার বিধির কেবল এইমাত্র বিশেষ হইয়াছে যে ৬৪৲ টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার টাকার বাবৎ ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে খাতককে যে সময়ের অতিরিক্ত কয়েদ রাখা যাইতে পারে না তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল।—১৮১৯ সালের ১৯ নবেম্বরের ৩০৮ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩৮৯। যে ব্যক্তিরা কালেক্টর সাহেবের দরখাস্তে কয়েদ হইয়াছে তাহারদের বিষয়ে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণের বিধি খাটিতে পারে না যেহেতুক ঐ প্রকরণে লেখে যে "ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর কোন ব্যক্তি ৬৪৲ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার টাকার বাবৎ কোন ডিক্রীর হুকুম মতাচরণ না করিলে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না।"—১৮১৯ সালের ২৮ মের ৩০২ নম্বরী আইনের অর্থ।

[১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণ সরাসরী মোকদ্দমার ডিক্রীর উপর খাটিবার বিষয়ে কখন হুকুম হয় নাই।]

৩৯০। সদর আদালত জানাইতেছেন যে খাতক কিস্তিবন্দী লিখিয়া দিলে এবং মহাজন তাহাতে সম্মত হইলে সেই খাতককে দেওয়ানী আদালতের অবশ্য খালাস করিতে হইবেক। কিন্তু সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে যদ্যপি কোন খাতক সুদ ও আদালতের খরচা সমেত ৬৪৲ টাকার ঊর্দ্ধ সংখ্যার কিস্তীবন্দী লিখিয়া দেয় তথাপি ৬৪৲ টাকার অনূর্দ্ধ সংখ্যার ডিক্রী জারীক্রমে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকনের পর ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে তাহার খালাস হওনের যে অধিকার আছে তাহা কিস্তিবন্দী লিখিয়া দেওনেতে লোপ হয় না।—১৮৩০ সালের ২৩ জুলাইর ৫৬৯ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩৯১। সদর আদালত জিলার জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণেতে কয়েদের সময়ের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কেবল আদালতের ডিক্রীঅনুসারে কয়েদহওয়া খাতকের বিষয়ে খাটিতে পারে। কিন্তু আইনের এমত অভিপ্রায় নহে যে জরীমানার টাকা না দেওয়াতে দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে যে ব্যক্তিরা কয়েদ হয় তাহারা যাবজ্জীবন কয়েদ থাকে অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে যে কারণেতে ঐ জরীমানার হুকুম হইল তাহার

প্রতি উপযুক্তমতে দৃষ্টি করিয়া জজ সাহেব আপনার বিবেচনাক্রমে আসামীকে খালাস করিতে পারেন।—১৮৩৫ সালের ৩১ জুলাইর ৯৬৪ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৩৯২। ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার ৭ প্রকরণের বিধির দ্বারা তাহার পূর্ব্বকার আইনের কেবল এইমাত্র বিশেষ হইল যে যে ডিক্রীক্রমে কোন ব্যক্তি কয়েদ হয় তাহার সংখ্যা যদি ৬৪৲ টাকার ঊর্দ্ধ না হয় তবে সেই ব্যক্তি ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিতে পারে না। কিন্তু ঐ আইনের এমত অভিপ্রায় নহে যে ঐ ছয় মাসের মধ্যে ১৮০৬ সালের যোত্রহীনেরদের বিষয়ি আইনের দ্বারা সেই ব্যক্তি খালাস হইতে পারে না।—১৮২০ সালের ১ সেপ্টেম্বরের ৩২৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩ ধারা।

নিমক পোখ্তানের সম্বন্ধীয় ব্যক্তিরদের নামে ডিক্রী জারী করণ।

৩৯৩। যদি জজ সাহেব নিমক মহালের মোতালক কোন এদেশী আমলা কিম্বা অন্য এলাকাদার কাহারু উপর কোন মোকদ্দমার ডিক্রী করিয়া ইস্তক ১ কার্ত্তিক লাগাইৎ আখেরী আষাঢ় ইহার মধ্যে তাহা জারী করিতে হুকুম দেন তবে তাহাতে সে আসামী ঐ কালের মধ্যে আপনি আটক না হইয়া তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারিবেক কিন্তু সরকারের নিমক ও দাদনীর টাকা ও নিমকপোখ্তানীর যে সরঞ্জাম তাহার স্থানে থাকে তাহা সে ডিক্রীর আওয়ামের কারণ ক্রোক করা যাইবেক না ও নিমকপোখ্তানীর কাল গেলে নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেবের মাফিক তলব সে আসামীকে জজ সাহেবের নিকটে হাজির করিয়া দিতে হইবেক কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে এবং নিমকপোখ্তানীর সময়ের মধ্যে ও নিমকপোখ্তানীর এজেণ্ট সাহেব আদালতের সাহেবকে সরকারের কোন উকীলের মারফতে তৎকালে এমত আসামীর নিমকের কার্য্যেতে হাজির থাকিবার আবশ্যক না থাকনের সম্বাদ দেওনমতে তাহার নিজের এবং দ্রব্যাদির প্রতি দস্তুরমতে হুকুম জারী ও আচরণ করিতে পারা যাইবেক ইতি।—১৮১৯ সা। ১০ আ। ২২ ধা।

৩৯৪। যদি নিমকচৌকীয়াতের আমলার মধ্যে কাহারু নামে ডিক্রী হয় ও জজ সাহেব সে ডিক্রী জারী করেন তবে তাহার দ্রব্যাদি ক্রোক হইতে পারে কিন্তু যদ্যপি তাহাকে ধরিয়া আনিতে হয় তবে সে ব্যক্তি তাবৎ চৌকীহইতে উঠিবেক না যাবৎ সে বার্ত্তা সে যে সাহেবের তাবে তাঁহাকে না দেওয়া যায় হেতু এই যে ঐ সাহেব সে আমলা চৌকীতে রুজু না থাকনপর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তে তথায় জনেককে নিযুক্ত করিবেন ইতি। -১৮১৯ সা। ১০ আ। ২৯ ধা।

২৪ ধারা।

সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণ।

৩৯৫। এই ধারার লিখিত সমস্ত মোকদ্দমার ফরিয়াদীর যে খরচা ও ক্ষতি হয় তাহা সরকারহইতে দিতে ডিক্রী হইবেক ও তাহা সরকারের খাজানাখানাহইতে দেওয়া যাইবেক।—১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১১ ধা।

৩৯৬। সদর আদালত জানাইতেছেন যে সরকারী মোকদ্দমার বিষয়ে যে আইন চলন আছে তাহার মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম নাই এবং জিলা ও শহরের আদালতের অধীন সাধারণ ব্যক্তিরদের পক্ষে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে যে বিধান আছে অর্থাৎ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৭ ধারা এবং উত্তর পশ্চিম দেশের ১৮০৩ সালের ৯ আইনের ৯ ধারা সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে খাটিতে পারে না।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৯৭। সদর আদালত আরো জানাইতেছেন যে কোন সরকারী মোকদ্দমায় সরকারের প্রতিকূলে ডিক্রী হইলে যে সরকারী কার্য্যকারক ঐ মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবেন তাঁহার প্রতি হুকুম আছে যে ঐ ডিক্রীর উপর আপীল করা কর্ত্তব্য কি না ইহা শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে নিশ্চয় করিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ ডিক্রী এবং রোয়দাদের নকল এবং ঐ ডিক্রীর বিষয়ে তাঁহার যে আপত্তি থাকে তাহা শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠান্ অথবা যে বোর্ডের অধীনে ঐ সরকারী কার্য্যকারক কার্য্য করিয়া থাকেন তাঁহার নিকটে পাঠান্ এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা তাহা গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইবেন।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৯৮। পুনশ্চ ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৯ ধারাতে এমত বিধি আছে যে "যে মোকদ্দমাতে সরকার আসামী কিম্বা ফরিয়াদী থাকেন প্রথম বিচার কিম্বা আপীলের সময়ে এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে পর তথাকার আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চলিত আইনানুসারে উভয় বিবাদিকে যে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় তাহা ব্যতিরেকে আর এক নকল শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া তাহার এক কেতা ইঙ্গরেজী তরজমার সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দেন।"—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৯৯। এই সকল বিধির অভিপ্রায় এই যে যে সকল প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা বা আপীলী মোকদ্দমার সরকার বাদী বা প্রতিবাদী হন সেই২ মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে জানিতে পারেন এবং ঐ সকল ডিক্রীর উপর যদি নয়বী অথবা খাস আপীল হইতে পারে তবে সেই ডিক্রীর উপর আপীল উপরিস্থ আদালতে করণের বিষয়ে অথবা যদি সেই ডিক্রী চূড়ান্ত হয় তবে তাহা জারী করণের বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া হুকুম দিতে পারেন অথবা আপীলের যোগ্য হইলেও যদি আপীল করণের কোন উপযুক্ত কারণ না দেখা যায় তবে তাহা জারী করণের বিষয়েও বিবেচনা করিয়া হুকুম দিতে পারেন।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৪০০। এমত কদাচ বোধ হইতে পারে না যে যে মোকদ্দমা চলিত আইনানুসারে দেশের আদালতে রীতিমত বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়াছে সেই মোকদ্দমায় শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে সরকারের বিরুদ্ধহওয়া ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী করিতে সরকারী কর্ম্মকারককে অনুমতি দিবেন না।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৪০১। অতএব সদর আদালত বোধ করেন যে সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণার্থ সরকারী খাজানাখানায় যে টাকা থাকে তাহা জিলা বা শহর বা প্রবিন্সাল আদালতের হুকুমক্রমে ক্রোক হয় ইহা ন্যায্য প্রতিপালনের নিমিত্তে কখন আবশ্যক হইতে পারে না এবং এমত অনাবশ্যক কার্য্য করাতে ভারি আপত্তি হইতে পারে যেহেতুক তাহাতে দেশের শাসন-কর্ত্তারদের সম্ভ্রমের লাঘব হয় এবং যে সরকারী টাকা কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা অন্য কার্য্যেতে ব্যয় করাতে সরকারী কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৪০২। সদর আদালত বোধ করেন যে চলিত ব্যবহারানুসারে কার্য্য করিলে কোন আপত্তি হইতে পারে না। সেই ব্যবহার এই যে যে কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারের তরফ অন্য সরকারী কার্য্যকারক মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন তাঁহাকে সরকারের প্রতিকূল হওয়া চূড়ান্ত ডিক্রীর মতাচরণ করিতে জিলা বা শহরের আদালত হুকুম দিয়া থাকেন এবং পরে যদি কালেক্টর সাহেব জানিয়া শুনিয়া ঐ হুকুম না মানেন তবে চলিত আইনেতে তাহার বিলক্ষণ প্রতিকারের উপায় আছে যেহেতুক যদ্যপি কোন কালেক্টর কোন দেওয়ানী আদালতের হুকুম বা ডিক্রী মানিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করেন তবে যে আদালত সেই হুকুম দিলেন সেই আদালতের জজ সাহেব অপরাধ বুঝিয়া তাঁহার জরীমানা করিয়া থাকেন। যদ্যপি কালেক্টর সাহেব ঐ জরীমানা দিতে ত্রুটি বা অস্বীকার করেন তবে ঐ আদালতের উচিত যে তাহার সকল বৃত্তান্ত শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জানান এবং শ্রীযুত ঐ জরীমানার বিষয়ে সম্মত হইলে ঐ টাকা কালেক্টর সাহেবের বেতনহইতে দেওয়াইতে হুকুম দিবেন।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৪০৩। সদর দেওয়ানী আদালত আরো বোধ করেন যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে বিশেষ হুকুম পাইয়া যদি কালেক্টর সাহেব সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রী অগৌণে জারী করণের বিষয়ে আপত্তি জানান তবে উক্ত বিধি খাটিতে পারে না। যে আদালতে এমত আপত্তি জানান যায় সেই আদালত যদি তাহা গ্রাহ্য না করেন এবং যদি সেই বিষয়ে কোন উপরিস্থ আদালতে আপীল হইতে না পারে তবে এমত বোধ করিতে হইবেক যে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে আপনি সেই ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দিবেন। যদি এমত না হয় তবে সেই মোকদ্দমার সমস্ত বৃত্তান্তের এক রিপোর্ট ঐ ডিক্রী এবং তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য কাগজপত্রের নকলসমেত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইতে হইবেক এবং যে গতিকে কোন বিশেষ বিধি না থাকে এমত গতিকে চলিত আইনের সাধারণ নিয়মানুসারে যেমত কার্য্য করিতে ঐ আদালত উপযুক্ত বোধ করেন সেইমতে ঐ বিষয়ের হুকুম দিবেন অথবা গবর্ণমেণ্টকে তাহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন।—১৮১৮ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

৪০৪। কোন আদালতের জারেতামত ডিক্রীর দ্বারা যে টাকা দেওনের হুকুম হইয়াছে তাহা দিতে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিতে পারেন এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে ডিক্রী হওনপ্রযুক্ত অথবা আসামীরদের মৃত্যু কি দরিদ্রতা-প্রযুক্ত মোকদ্দমার খরচার নিমিত্তে যে টাকা আগাম দেওয়া গিয়াছিল তাহা নিতান্ত অপ্রাপ্য হইলে ঐ সকল টাকা কালেক্টর সাহেবের বহীহইতে উঠাইতে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম দিতে পারেন এবং তদ্বিষয় গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে রিপোর্ট করিবেন।—সদর বোর্ডের ১৮৪২ সালের ২৭ জুনের বিধির ২৭ ধারা।

*২৫ ধারা।

জিলার আদালতের দ্বারা সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারী হওন।

৪০৫। জিলার জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কৃষ্ণানন্দ বিশ্বাসের পক্ষে রিসিবর অর্থাৎ খাজানা আদায়কবণিয়া মাকনাটন সাহেব সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীর এক নকল পাঠাইয়া তাহা জারী করণের বিষয়ে দরখাস্ত করাতে আমি সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি কি না অর্থাৎ আমার এলাকার মধ্যস্থিত ভূমির দখল দেওনের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের রীতিমত বিশেষ হুকুম না হইলে আমি সেই ভূমির দখল দেওয়াইতে পারি কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে সুপ্রিম কোর্ট আপন ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে এক রিট অর্থাৎ পরওয়ানা না পাঠাইলে জজ সাহেবের সেই ডিক্রী করণের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করণের হুকুম নাই।—১৮৩০ সালের ২৩ জুলাইর ৫৬৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০৬। এক মফঃসল আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে কতক সম্পত্তির নীলাম হইয়াছিল সেই সম্পত্তি ফরিয়াদীকে বন্ধক দেওয়া গিয়াছিল এবং সেই বন্ধকী কর্জের টাকার বিষয়ে ঐ ফরিয়াদীর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে ডিক্রী হইয়াছিল এবং ঐ ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারীক্রমে ঐ সম্পত্তি পুনর্ব্বার নীলাম করিবার দরখাস্ত করিল এবং তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৫ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৪৩ পৃষ্ঠা।

৪০৭। যে ব্যক্তিরা সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত মোকদ্দমায় বাদী প্রতিবাদী ছিল না তাহারা যদি ঐ আদালতের ডিক্রী জারী হইলে সম্পত্তির বিষয়ের দাওয়া করে তবে মফঃসল আদালতের ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে চলিত আইনে যেরূপ হুকুম আছে সেইরূপে ঐ দাওয়া সবাসরীমতে গ্রাহ্য ও বিচার হইতে পারে।—১৮৩১ সালের ২০ মের ৬৩৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০৮। বলরাম যে বন্ধকী খত লিখিয়া দিয়াছিল তাহার উপর আনন্দের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টে ডিক্রী হইল এবং বলরাম যে বন্দোবস্তপত্র লিখিয়া দিয়াছিল তদ্দৃষ্টে প্রবিন্সাল আদালত তৃতীয় কোন ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী করিলেন এবং সেই সম্পত্তি তাহারদের দখলে ছিল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী জারীক্রমে ঐ তৃতীয় ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক বেদখল করিতে স্বীকার করিলেন না এবং সদর আদালত কহিলেন যে তিনি উপযুক্তমতে কার্য্য করিয়াছেন। তাহার উচিত যে কেবল দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণার্থে সরিফ সাহেবের বেইলিফের সাহায্য করেন। বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীক্রমে যে সম্পত্তির দাওয়া করে তাহার জন্যে জিলার আদালতে ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে চাহিলে করিতে পারে।—১৮৩৩ সালের ২১ জুনের ৮০০ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬ ধারা।

কলিকাতার ছোট আদালতের ডিক্রী মফঃসলে জারী করণ।

৪০৯। শহর কলিকাতার ছোট আদালতে যে কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর হক পাওনের নিষ্পত্তি অর্থাৎ ডিক্রী হয় সে মোকদ্দমার আসামী তাহার ফয়সলা জারী হওনের পূর্ব্বে যদি জিলা চব্বিশপরগনার সীমার মধ্যে গিয়া রহে তবে ইহাতে ফরিয়াদী এবিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া এক দরখাস্ত ও ছোট আদালতের সাহেব লোকের করা ফয়সলার নকল ঐ আদালতের মোহর ও দস্তখতে নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা জিলা চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের নিকটে দাখিল করিলে ঐ সাহেবের উচিত যে আপন আদালতের ডিক্রীর মত হুজুরের আইনসকলের মতে ঐ ফয়সলা জারী করেন ইতি।—১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।

৪১০। জান। কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত মতেতে আসামী যদি ছোট আদালতের ফয়সলা জারী হওনের বিষয়ে এমত কোন ওজর করে যে তাহা ছোট আদালতের সাহেবের নিকটে দরপেশ হওয়া ঐ জজ সাহেবের বিবেচনাতে আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ জজ সাহেবের উচিত যে আবশ্যক হইলে আসামীর স্থানে মালজামিন লইয়া ফয়সলা জারী করা মৌকুফ রাখিয়া এমত অবকাশ কালের মিয়াদ দেন যে আসামী আপন ওজরসম্বলিত দরখাস্ত ছোট আদালতের সাহেব লোকের হজুরে দাখিল করে ও সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ আসামী ছোট আদালতের সাহেব লোকের তরফহইতে ফয়সলা জারী না হওনের কথাসম্বলিত এক হুকুমনামা জিলা চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের নিকটে দাখিল না করে তবে ঐ জজ সাহেব অবিলম্বে উপরের ধারার নির্ণীতানুসারে ঐ ফয়সলা জারী করিবেন ইতি।—১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৪১১। ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন আসামী ফয়সলার টাকার নিমিত্তে ঐ ছোট আদালতের জেলখানাতে পূর্ব্বে কয়েদ হইয়া ও নির্ণীত মিয়াদপর্য্যন্ত খোরাকী পাইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১১ তারিখের নির্দ্দিষ্টকরা দাঁড়ানুসারে খালাস পাইয়া থাকে তবে সে আসামী ঐ ফয়সলার টাকার জন্যে জিলা চব্বিশপরগনার জজ সাহেবের হুকুমে পুনরায় কয়েদ হইবেক না কিন্তু এমতে কেবল আসামীর দ্রব্যজাত পাওয়া গেলে ঐ ফয়সলা জারী হইতে পারিবেক ইতি।—১৮১২ সা। ১৬ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৪১২। সদর আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবকে জানাইলেন যে ১৮১২ সালের ১৬ আইনের অনুসারে কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের ডিক্রী জারী করিতে হইলে জজ সাহেব আপনার ডিক্রী যেরূপে জারী করিতেন সেইরূপে তাহা জারী করিবেন এবং ১৮৩৩ সালের ২৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম আছে যে মোকদ্দমার বাদী বা প্রতিবাদী এদেশীয় হইলে জজ সাহেব যেরূপ আচরণ করিতে পারেন ইউরোপীয় হইলেও সেইরূপ আচরণ করিতে পারিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির ৯৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭ ধারা।

কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বারা চব্বিশপরগনার ডিক্রী জারী করণ।

৪১৩। যেহেতুক চব্বিশপরগনা জিলার আদালতের ফয়সলা যে আসামীর বিরুদ্ধে দেওয়া যায় সেই আসামীর উক্ত জিলার সীমানাহইতে কলিকাতা শহরের মধ্যে পলায়ন করাতে অনেকবার জারী হইতে পারে না এবং যেহেতুক বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১৬ আইনের দ্বারা কলিকাতা শহরহইতে ঐ জিলার মধ্যে আসামীর পলায়ন করাতে সেইরূপ যে অপকার হয় ঐ কলিকাতা শহরের ছোট আদালতের ফয়সলা জারী করণের হুকুম ঐ জিলার জজ সাহেবদিগকে দেওনেতে তাহার প্রতিকার হইয়াছে।—১৮৩৯ সা। ২৭ আ।

৪১৪। একারণ এই পরাক্রমে হুকুম হইল যে চব্বিশপরগনা জিলার কোন আদালতে যে কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদীর পক্ষে ডিক্রী হয় এবং সেই মোকদ্দমার আসামী সেই ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে গিয়া রহে তবে ঐ ছোট আদালত উক্ত বৃত্তান্তজ্ঞাপক লিখিত এক দরখাস্ত চব্বিশপরগনা জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের স্থানহইতে পাইলে এবং তাহার সঙ্গে আদালতের মোহর ও দস্তখৎকরা ঐ ডিক্রীর এক নকল থাকিলে ছোট আদালতের হওয়া ফয়সলা জারী করণার্থে যে রীতি নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে তাঁহার প্রতি ঐ ডিক্রী জারী করিতে হুকুম হইল এবং সামান্যতঃ ঐরূপ ডিক্রী জারী করণার্থে যে খরচা লাগে সেই খরচা এই স্থলেও দিতে হইবেক। কিন্তু এই আইনের এমত তাৎপর্য্য নহে যে যে নালিশের হেতু ছোট আদালতের এলাকার মধ্যে উপস্থিত হইলে ঐ নালিশ সে আদালতে শুনানির যোগ্য হইত এইমত নালিশের হেতুসম্বন্ধীয় ডিক্রীভিন্ন ঐ ছোট আদালত অন্য কোন প্রকার ডিক্রী জারী করেন ইতি। —১৮৩৯ সা। ২৭ আ। ১ ধা।

নবম অধ্যায়।

সদর দেওয়ানী আদালত।

১ ধারা।

কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকা ও সংস্থাপন।

১। হুকুম হইল যে উপরের লিখিত ধারার উক্ত তারিখঅবধি কোন ব্যক্তি উপরের লেখা দেশসকলেতে বংশ ও বাসস্থান দৃষ্টে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার নীচের লিখিত আদালতসকলের ক্ষমতাহইতে বহির্ভূত হইবেন না অর্থাৎ ফোর্ট উলিয়মের প্রসীডেন্সীসম্বন্ধীয় বাঙ্গলা দেশের সদর দেওয়ানী আদালত। ১৮৩৬ সা। ১১ আ। ২ ধা।

২। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতসম্বন্ধীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহের নিমিত্তে ইহার পর প্রধান জজ এক সাহেব ও আর যত জন জজ সাহেব ঐং আদালতের কর্ম্মাদি অবিলম্বে নির্ব্বাহ হওনের অর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে আবশ্যক বোধ হয় তত জন সাহেব নিযুক্ত হইবেন ইতি। ১৮১১ সা। ১২ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৩। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের প্রধান জজস্বরূপ খ্যাতি এবং ঐং আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের ১ প্রথম ও ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় ও ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম জজরূপ খ্যাতি এঅবধি রহিত হইল ইতি। ১৮২৯ সা। ৩ আ। ২ ধা।

৪। সদর দেওয়ানী আদালতের জজের ভার যে প্রধান সাহেব ও নীচের সাহেবেরা পান তাঁহারা স্বং কার্য্যে বসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সেইরূপ শপথ করিবেন যেরূপ শপথ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ পঞ্চম আইনের ২ দ্বিতীয় ধারানুসারে মফঃসল কোর্ট আপীলের সাহেবদিগকে ঐ হজুরে করান যায় ইতি। -১৮০১ সা। ২ আ। ৪ ধা।

শপথের পাঠ।

লিখিতং শ্রীঅমুকস্য সুকৃতিপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে আমি অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের এক জজের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম এ কারণ দিব্য করিতেছি যে আমি আপন এলাকার সমস্ত কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সাবধানে বিনাভয় ও নিস্পৃহতায় আপন বুদ্ধিসাধ্যে প্রকৃতপ্রস্তাবে বিনাপক্ষপাতে হজুরের যে সকল আইন সংপ্রতি জারী আছে ও পশ্চাৎ যে সকল আইন হয় তদনুসারে পর্য্যবসান করিব ও আমার এলাকার আদালতে যে সকল মোকদ্দমা রুজু অর্থাৎ উপস্থিত থাকে ও হয় ও নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার কোন মোকদ্দমায় কাহারো স্থানে কিছু নগদ ও জিনিস দর্শনী ও ভেটি অর্থাৎ নজর ও সওগাত লইব না এবং আমার এলাকার কাহাকেও আপন জ্ঞাতসারে লইতে দিব না এবং আমার এলাকার আদালতে যে টাকা জমা ও খরচ হয় তাহার হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীযুত ইঙ্গরেজ কোম্পানি বাহাদুরের সরকারে দাখিল করিব এবং ইঙ্গরেজের জন্মভূমি বিলায়তে টাকা পাঠাইবার কারণ আমি কিম্বা আমার প্রস্থে কেহ ইঙ্গরেজের অধিকার কিম্বা কোন স্থানে কোন কারবার করিব না এবং করিবেক না এবং হজুরের হুকুম ও মঞ্জুরছাড়া কোন প্রকারে আপত্তি করিয়া কিছু লাভ করিব না এতদর্থে দিব্য করিয়া সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি।—১৭৯৩ সা। ৫ আ। ২ ধা।

৫। ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ আইনের যে ৪ এবং ১১ ধারানুসারে হুকুম হইয়াছে যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে যেং জজ সাহেবেরা নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের সমক্ষে ঐং পদের শপথ করিবেন তাহা এই ধারাক্রমে রদ হইল এবং এক্ষণে যে আইন চলিত আছে তদনুসারে উপরের উক্ত যে জজ সাহেবেরদের ও সরকারী কর্ম্মকারি অন্য সকল সাহেবেরদের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে শপথ করিবেন ইহার পর তাঁহারা ঐং পদের শপথ নিজামৎ আদালতে কি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে অন্য যে কোন সাহেবকে শপথ করাইবার নিমিত্তে নিযুক্ত করেন তাঁহার সাক্ষাৎ করিবেন ও ঐ শপথপত্রে সহী করিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

৬। সদর দেওয়ানী আদলতের মোহর ২ ।০ সওয়া দুই বুরুল প্রশস্তে চক্রাকৃতি অর্থাৎ গোল হইয়া তাহাতে নীচের লিখিত ভাষা পারসী ও বাঙ্গলা ও নাগরী অক্ষরে খোদা যাইবেক মোহরের ভাষা এই যে মোহর সদর দেওয়ানী আদালত। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা মোকাম কলিকাতার মধ্যে যে কোন বড় কোটায় উচিত হয় তথায় কার্য্যের আবশ্যকতাক্রমে বৈঠক করিবেন। তাহাতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপস্থিত কার্য্য বুঝিয়া সময়ক্রমে কোন নির্দ্দিষ্ট বৈঠকের দিনে বৈঠক মৌকুফ করেন। এবং বৈঠকের দিন ও দরবারের সময়ছাড়া ঐ আদালতের এলাকার কোন হুকুম ও ডিক্রী ও ব্যাপার কার্য্যও না করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৩ ধা।

৭। সদর দেওয়ানী আদালতের কাছারী দরবারের সময়ে খোলা থাকিবেক।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।

৮। ঐ জজ সাহেবেরা আপনারদিগের ভারের কার্য্য চালাইবার দাঁড়া যেরূপে আইনের মতের বহির্ভূত না হয় সেইরূপে ধার্য্য করিতে পারেন।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।

৯। সদর দেওয়ানী আদালতে পূর্ব্বাহ্নের ১১ ঘন্টাবধি অপরাহ্নের ৫ ঘন্টাপর্য্যন্ত হাজির থাকিবার নিরূপণ আছে এবং যদি ঐ আদালতের আমলারা ও উকীলেরা ছুটী না পাইয়া থাকেন অথবা পীড়িত হওনের বিষয় না জানাইয়া থাকেন তবে সেই সময়ের মধ্যে তাঁহারদের প্রতি নিতান্ত হাজির হইবার হুকুম আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ১৪ নবেম্বরের বিধি।

১০। উপরের লিখিত দুই পর্ব্বের অর্থাৎ মহরম ও দশহরার কালে সদর দেওয়ানী আদালত বন্দ করিবার কি না করিবার অর্থে তথাকার সাহেবেরা যাহা ভাল বাসেন্ তাহাই করিবেন ইতি। —১৭৯৮ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

১১। সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা আবশ্যকমতে সময়েং সকল বিবরণপত্র ও কালেণ্ডর ও রেজিষ্টরপ্রভৃতি অন্য যেং কাগজপত্র এ রাজধানীর তাবে দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের ইউরোপীয় কি এদেশীয় কার্য্যকারকেরদের অথবা আদালতের কিম্বা পোলীসের কার্য্যকারক লোকেরদের দ্বারা পাঠাইতে হয় তাহার প্রকার ও পাঠাইবার সময় ও লিখনের প্রকার নিরূপণ করিবেন ইতি।—১৮২৯ সা। ৭ আ। ৩ ধা। ১ প্র।

১২। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ করা হুকুমের দ্বারা আপীলহওয়া মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে প্রস্তুত করণের এবং ঐ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম জারী করণের ভার ঐ রেজিষ্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন এবং আবশ্যক হুকুম দিতে এবং তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাধারণ আইনের নির্দ্দিষ্ট বিধ্যনুসারে কার্য্য করিতে তাঁহাকে ক্ষমতা দিতে পারেন ইতি।—১৮৪১ সা। ১৭ আ। ১ ধা।

১৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ আদালতে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় খরচার নিমিত্তে জামিন লওয়া আবশ্যক হইবেক না এবং ঐ উভয় সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে আইনের দ্বারা দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বিষয়ক যে ক্ষমতা অর্পণ আছে তাহা উচিত মতে নির্ব্বাহ করণের নিমিত্তে ঐ উভয় আদালত কার্য্যের যেং নিয়ম সময়ক্রমে আবশ্যক বোধ করেন তাহা নিরূপণ করিতে পারেন। এবং ঐ নিয়ম এইরূপে প্রস্তুত হইলে ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে জ্ঞাপন করিতে হইবেক এবং ঐ

শ্রীযুত গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে তাহা মঞ্জুর করিলে এই আইনের মধ্যে তাহা লেখা থাকিলে যেরূপ প্রবল হইত সেইরূপ প্রবল হইবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১৭ আ। ২ ধা।

১৪। ১৮৪১ সালের ১৭ আইনানুসারে কার্য্যনির্ব্বাহের যে সকল নিয়ম করা যায় ঐ২ নিয়ম ইঙ্গরেজী এবং উর্দ্দু ভাষাতে লিখিত হইয়া আদালতের প্রবেশ দ্বারে এক মাস ব্যাপিয়া লট্‌কান থাকিবেক তাহার অভিপ্রায় এই যে সুপ্রিম গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীর নিমিত্তে পাঠাওনের পূর্ব্বে সাধারণ লোকেরা তাহার মধ্যে যাহা মতান্তর করা উচিত বোধ করেন তাহার প্রস্তাব করিতে কি কোন বিষয়ে আপত্তি করিলে তাহা জানাইতে পারিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২০ জানুআরির বিধি।

১৫। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল বিষয়ের কারণ কোন দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট না হইয়া থাকে সে সকল বিষয়ে ন্যায় ও যাথার্থ্য ও সদ্বিচার অনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৩১ ধা।

২ ধারা।

সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের সাধারণ ক্ষমতা।

১৬। ঐ আদালতের জজ সাহেবদিগের জনেকে কি অধিক জনেইবা কাহার জোবানবন্দী আপন কিম্বা আপনারদিগের সমক্ষে করাইয়া লওয়া উচিত জানিলে সাধ্য রাখেন যে তাহার জোবানবন্দী ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের অনুসারে রেজিষ্টর সাহেবের দ্বারা না করিয়া লইয়া নিজ সমক্ষে করিয়া লন।—১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।

১৭। মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজ সাহেবের প্রতি এই আইনের ২ ধারার মতে তাঁহার আপনার কিম্বা চলিত আইনানুসারে ঐ মফঃসল আপীল আদালতের অন্য এক জন কিম্বা ততোধিক জজ সাহেবের করা অসমপূর্ণ ডিক্রী ও হুকুম শেষ এতাবতা পূরা করিতে পারিবার অনুমতি থাকিবেক কিন্তু ঐ আদালতের অন্য এক জন কি ততোধিক জজ সাহেবের করা ডিক্রী কি হুকুম ফিরাইতে ও অদলবদল করিতে কোন প্রকারে ঐ এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

১৮। মফঃসল আপীল আদালতে প্রথমত উপস্থিত হওয়া কোন মোকদ্দমার বিচারকালে এবং আপীলমতে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমা শুনিতে তথাকার যে এক জন জজ সাহেব আইনের মতে বৈঠক করিবেন তাঁহার প্রতি সাক্ষির সাক্ষ্যবাক্য মঞ্জুর করণ ও জোবানবন্দী লওনের ও মোকদ্দমার বিচারসম্বন্ধীয় অন্য সমস্ত বিষয়েতে ন্যায় বিচারানুসারে ও চলিত আইনের মতে যে হুকুম দেওয়া বিহিত বুঝেন তাহা দিবার ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১ আইনের ৭ ধারার লিখিত দাঁড়ানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে মফঃসল আপীল আদালতের দুই জন কিম্বা ততোধিক সাহেবের বৈঠককালে ঐ সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে যদি বিহিত বুঝেন্ তবে ঐ এক জন জজ সাহেবের সমক্ষে যে সাক্ষির জোবানবন্দী হইয়া থাকে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া তাহার জোবানবন্দী লন্ ও আবশ্যক সময়ে নূতন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লন্ বরং ঐ এক জন জজ সাহেবের দেওয়া হুকুমের পরিবর্ত্তে অথবা স্তধরণে কিম্বা নিবর্ত্তে যে হুকুম বিহিত ও চলিত আইনের মতানুযায়ী হয় তাহা দেন্ সে সকল দাঁড়া ঐ সকল প্রকারেতে খাটিবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৪ প্র।

১৯। ঐ এক জন জজ সাহেবের অগ্রে এই আইনমতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে যদি তাঁহার চিত্তে এমত বোধ হয় যে কোন সাক্ষী ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৪ ধারার উক্ত মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে তবে তাহার মোকদ্দমার বিচার দায়েরসায়েরী আদালতে হওনার্থে তাহাকে জামিনীতে কিম্বা কয়েদ রাখিতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৫ প্র।

২০। মফঃসল আপীল আদালতের যে এক জন জজ সাহেব এই আইনানুসারে বৈঠক করিবেন তাঁহার প্রতি ক্ষমতা থাকিবেক যে উপস্থিত মোকদ্দমা কিম্বা কোন জিলা কি শহরের আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার মুৎফরক্কা আরজী যে সকল প্রকারেতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেব লোক তাঁহারদিগের করা বৈঠকের সময়ে তাহা লইতে ক্ষমতা রাখেন্ তাহা সেই সকল প্রকারেতে বরং চলিত আইনানুসারে ঐ আদালতে

উপস্থিত হওনের ও শুনা যাওনের যোগ্য আর২ সমস্ত আরজী লইয়া ঐ আদালতে অর্পণহওয়া ক্ষমতামতে এই আইনের লিখিত দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহার বিষয়েতে আচরণ করেন্ ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৪ ধা। ৬ প্র।

২১। এই আইনের ৪ ধারানুসারে মফঃসল আপীল আদালতের এক জন জজ সাহেবের প্রতি যে সকল ক্ষমতা ও ভারার্পণ হইল সেইমত ক্ষমতা ও ভার সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবের প্রতি ঐ ধারার ৩ প্রকরণের নীচের লিখনক্রমে শুধরণের সহিত থাকিবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

২২। আদালতের বৈঠকের সময়ে ঐ এক জন জজ সাহেবের প্রতি আপন করা ফয়সলা কি দেওয়া হুকুমেতে আপীল হওনের মোকদ্দমাব্যতিরেকে আর সমস্ত মোকদ্দমার আপীলের কিম্বা খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর কি নামঞ্জুর করিতে পারিবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৮ ধা। ২ প্র।

২৩। জানা কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে এক জন জজ সাহেবের প্রতি কোন প্রকারে ঐ আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজ সাহেবের করা ফয়সলা কি হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করিতে পারিবার ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৮ ধা। ৩ প্র।

২৪। সদর দেওয়ানী আদালতের কোন জজ সাহেবের প্রতি তাঁহারদিগের আপনার করা ফয়সলা কি দেওয়া হুকুমহইতে আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচারেতে বৈঠক করিবার ক্ষমতা থাকিবেক না ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৬ ধা। ৪ প্র।

২৫। শ্রীযুত ওয়ালপোল সাহেব যে সময়ে জিলার জজ ছিলেন সেই সময়ে ভূমির ও ওয়াসিলাতের বিষয়ে ডিক্রী করিলেন তৎপরে ওয়ালপোল সাহেব প্রবিন্সাল আদালতে ভক্তি হইলেন এবং সে আদালতে ঐ ডিক্রী বহাল হইল। ডিক্রী জারী করণেতে ওয়াসিলাতের সংখ্যার বিষয়ে এক জিজ্ঞাসা হইল এবং জিলার জজ সাহেব সেই বিষয়ে যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহার উপর প্রবিন্সাল আদালতে আপীল হইল তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ওয়াসিলাতের সংখ্যা নির্ণয় করণের হুকুম ওয়ালপোল সাহেবের দ্বারা হয় নাই অতএব যে বিষয়ের জিজ্ঞাসা হইতেছে সেই বিষয়ে তিনি আপনার মত ইহার পূর্ব্বে লেখেন নাই এবং সে বিষয়ে এক্ষণে তিনি আপনার মত জানাইতে পারেন।—১৮২৯ সালের ১৩ মার্চের ৪৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৬। উপরের ধারামতে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবের বৈঠকেতে যে সকল ফয়সলা ও হুকুম হয় তাহা চলিত আইনানুসারে ঐ আদালতের দুই জন কি ততোধিক জজ সাহেবের বৈঠকেতে হওয়া ফয়সলা ও হুকুম সকলের মত পূরা হইবেক ইতি।—১৮১০ সা। ১৩ আ। ৭ ধা।

২৭। ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৬ ও ৮ ধারা এবং অন্য যে কোন চলিত আইন সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবদিগের স্বতন্ত্র২ বৈঠক করণের বিষয়ে এবং ঐ আদালতের প্রত্যেক জজ সাহেবের ক্ষমতার বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহা শুধরিবাতে এই হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের গ্রাহ্য সকল বিষয়ে ঐ আদালতের প্রত্যেক জজ সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক যে আপনি একাকী নিরূপিত বৈঠক করিয়া চলিত আইনানুসারে হুকুম দিতে ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে নীচের বেওরাক্রমের কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আচরণ করেন্ ইতি। [এই অধ্যায়ের চতুর্থ ধারা দেখ।]—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ১ প্র।

২৮। ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার হুকুম স্পষ্ট করা যাইবাতে জানান যাইতেছে যে প্রত্যেক সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব ঐ আইনের ঐ ধারার ৪ প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমাভিন্ন জাবেতামত বা মুৎফরক্কা সমস্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৫ ধা।

২৯। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে প্রবিন্সাল আদালতের [এক্ষণে সদর আদালতের] এক জন জজ সাহেবের এমত ক্ষমতা আছে যে যে আপীলের যোগ্য সরাসরী মোকদ্দমা এবং সামান্যতঃ সকল মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় জিলা ও শহরের জজ সাহেব যে হুকুম করিয়াছিলেন তাহার উপর আপীল হইলে আপীলের নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত সেই হুকুম জারী স্থগিত করিতে সেই জজ সাহেবকে হুকুম দেন্।—১৮৩১ সালের ১৫ আপ্রিলের ৫৯১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০। বলরামের বিরুদ্ধে আনন্দ যে ডিক্রী পাইয়াছিল তাহা জারী করণেতে বলরামের পুত্র এই ওজর করিল যে সেই ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইয়াছে কিন্তু জিলার জজ সাহেব সেই ওজর না মানিয়া বলরামের সম্পত্তি নীলাম করিতে হুকুম দিলেন। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ঐ আদালতের এক জন জজ সাহেব মোকদ্দমার কাগজপত্র তলব না করিয়া ঐ নীলাম অন্যথা করিতে পারেন এবং বলরামের পুত্রের এজহারের সত্যাসত্যতার বিষয়ে পুনশ্চ প্রমাণ লইতে পারেন।—১৮৩৩ সালের ১৬ আগষ্টের ৮০৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩ ধারা।

জজ সাহেবেরদের মতের অনৈক্য।

৩১। তিন জন জজ সাহেবের বৈঠক একত্র হইলে যদি তৎকালে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পরস্পর মতের ফের পড়ে তবে তন্মধ্যে অধিক জনের যে মত হয় তদনুসারে সে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পাইবেক। কিন্তু দুই জন জজ সাহেবের বৈঠক একত্র হইলে যদি তৎকালে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে উভয়তঃ মতের ঐক্য না হয় তবে সে কালে তিন জন জজ সাহেবের মধ্যে যে সাহেব উপস্থিত না থাকেন সে সাহেব উপস্থিত না হইবাপর্য্যন্ত সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি স্থগিত করিতে হইবেক ইতি।- ১৮০১ সা। ২ আ। ৬ ধা।

৩২। কিন্তু যখন কলিকাতাস্থ অথবা আলাহাবাদের সদর আদালতে কেবল এক জন জজ সাহেব উপস্থিত থাকেন অথবা যখন দুই জন জজ উপস্থিত থাকেন এবং চলিত আইনানুসারে যে বিষয়ে দুই জন জজ সাহেবের সম্মতির আবশ্যক আছে সেই বিষয়ে ঐ দুই জন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হয় তখন সেই বিষয় দেওয়ানীর হইলে কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতের এবং ফৌজদারী হইলে কলিকাতাস্থ নিজামৎ আদালতের এক জন জজ সাহেবের নিষ্পত্তির নিমিত্তে তাঁহার নিকটে সমর্পণ করিতে হইবেক ইতি।- ১৮৩১ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

৩৩। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এইমতে যে জজ সাহেবের নিকটে সেই বিষয় সমর্পণ হয় সেই জজ সাহেবের উভয় বিবাদি কি তাহারদের উকীলেরদিগকে হাজির করিবার আবশ্যক নাই। তিনি রোয়দাদী কাগজপত্র পাঠ করিয়া বিবেচনা করিবেন এবং তদ্বিষয়ে আপনার যে নিষ্পত্তি হয় তাহা লিখিবেন ইতি। ১৮৩১ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ২ প্র।

৩৪। যখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে চারি জন জজ সাহেব উপস্থিত থাকিবেন এবং যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে অনেকের সম্মতির অপেক্ষা থাকে সেই মোকদ্দমাতে দুই দিগের মত সমান অর্থাৎ দুই জন জজ সাহেবের মত অন্য দুই জন জজ সাহেবের মতের বিপরীত হইলে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের জজ সাহেবেরা বিষয়মতে পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী কিম্বা নিজামৎ আদালতের, এক জন জজ সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইতে পারিবেন আর ঐ জজ সাহেবের উচিত যে সেই মোকদ্দমার উভয় পক্ষকে কি তাহারদিগের উকীলদিগকে তলব না করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক রোয়দাদ দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া আপন মত লিখিয়া পাঠান ইতি।--১৮৩১ সা। ৯ আ। ৯ ধা।

৩৫। ১৮১৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে সদর আদালত বিধান করিলেন যে দুই জন জজ সাহেব কোন ডিক্রীর সকল বিষয়ে যদি ঐক্য হন তবে তাহারদের নিষ্পত্তি অন্য যে কোন দুই জন জজ সাহেবের মতের পরস্পর অনৈক্য আছে তাঁহারদের নিষ্পত্তির সঙ্গে না মিলে তথাপি তাহা চূড়ান্ত হইবেক।—১৮২৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বরের ৫২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬। দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর খরচার সংখ্যা অথবা তাহা বিলি করণের বিষয়ে কিম্বা এগ্জামিনার অথবা সেই প্রকার অন্য কোন বিষয়ে যে জজ সাহেবেরা ডিক্রী করিয়াছিলেন তাঁহারদের মধ্যে যদি অনৈক্য হয় তবে কেবল সেই বিরোধি বিষয় তৃতীয় জজ সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ হইবেক এবং ঐ মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী হইয়াছিল তাহাতে তিনি দোষ দিতে পারিবেন না কেবল যে বিষয় তাঁহার নিকটে সোপর্দ্দ হইল তাহারই বিবেচনা করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের বিধি।

৪ ধারা।

অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেবের দ্বারা তাহার বিচার।

৩৭। কোন অধীন আদালতের ফয়সলা কিম্বা হুকুমের উপর হওয়া আপীলী মোকদ্দমার বিচারে কিম্বা আপীলের কোন আরজী শুননিতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব এমত বোধ করেন যে ঐ ফয়সলা কিম্বা হুকুম যথার্থ ও তাহা পরিবর্ত্ত করিবার যথেষ্ট হেতু দেখা না যায় তবে তাঁহার ক্ষমতা আছে যে তাহা নম্বর বিলি না করিয়া প্রতিবাদিকে তলব করণব্যতিরেকে আর বিষয় বিবেচনাতে সমুদয় রোয়দাদ পুনর্দৃষ্টি করিয়া কি না করিয়া তাহা বহাল রাখেন্ ইতি।- ১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৩৮। কিন্তু যদি এক জন জজ সাহেব এমত বুঝেন যে যে ফয়সলা কি হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে অযথার্থ কিম্বা কোন চলিত আইনের বিরুদ্ধ কিম্বা হিন্দুর শাস্ত্রের ও মুসলমানের শরার মতের কিম্বা অন্য যে কোন শাস্ত্র ঐ বিষয়ে খাটে তাহার বিরুদ্ধ কিম্বা তাহা উপযুক্ত বিচার করণব্যতিরেকে জারী হইয়াছে কিম্বা তাহা স্পষ্টরূপে মিথ্যা কল্পনামূলক হয় অথবা ঐ বিরোধি বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ না রাখে আর উপরের লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহা পরিবর্ত্ত কি স্বপরিবার যোগ্য হয় তবে ঐ এক জন জজ সাহেবের উচিত যে আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদ কি ফয়সলা কিম্বা হুকুমেতে যে সকল বেদাঁড়া অবিধি কিম্বা অন্য কোন স্পষ্ট দোষ থাকে তাহা হুকুমনামাতে লিখিয়া যে আদালতহইতে হুকুম কি ফয়সলা জারী হইয়াছে ঐ আদালতের সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং তাহাতে ঐ সাহেবকে তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে এবং ঐ মোকদ্দমাতে ন্যায় ও আইনমতাচরণ করিতে হুকুম দেন ইতি।- ১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ২ প্র।

৩৯। যখন ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ১ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে জিলার জজ সাহেবের ডিক্রী বহাল হয় তখন রেসপাণ্ডেণ্ট আপনার পক্ষের ডিক্রী জারী করণার্থে অগৌণে উদ্যোগ করিতে পারে এই নিমিত্তে যে জজ সাহেবের দ্বারা ডিক্রী বহাল হইয়াছিল তিনি আপনার হুকুমের এক নকল জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হুকুম দিবেন।- সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ২০ ফেব্রুআরির বিধি।

৪০। এই আইনমতে বৈঠককরণিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব অধীন আদালতসকলের রোয়দাদ কিম্বা আবশ্যকমতে তাহার কতক অংশ তলব করিতে পারিবেন এবং আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির হুকুম দিবার পূর্ব্বে কোন বিষয়ের বেওরা জানিবার আবশ্যক হইলে বিবেচনামতে ইঙ্গরেজী কিম্বা পারসী ভাষাতে লিখিয়া পাঠাইবার নিমিত্তে হুকুম করিতে পারিবেন ইতি।--১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

৪১। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ১ ধারার বিধানের বিষয়ে সদর আদালতের সাহেবেরা নীচের লিখিত বিধি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।—১৮৩২ সালের ১৬ ফেব্রুআরির ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ১ দফা।

৪২। সদর আদালত বোধ করেন যে যদি রেসপাণ্ডেণ্টকে হাজির না করাইয়া অধস্থ আদালতের কোন ডিক্রী বহাল হয় তবে আপেলাণ্ট যে ইষ্টাম্প কাগজে আপীলের দরখাস্ত লিখিয়াছিল সেই ইষ্টাম্পের মূল্যের কোন অংশ ফিরিয়া পাইবেক না এবং আপেলাণ্ট উকীলের যে রসুম আমানৎ করিয়াছিল তাহা সমুদয় ঐ উকীল পাইবেন।—১৮৩২ সালের ১৬ ফেব্রুআরির ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৪৩। যদি রেসপাণ্ডেণ্টের হাজির হইতে তলব না হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি তথাপি আদালতের এক জন উকীলের দ্বারা আপীলের দরখাস্তের উত্তর দাখিল করে তবে সেই উকীলের রসুম ঐ রেসপাণ্ডেণ্ট আপনি দিবেক।—১৮৩২ সালের ১৬ ফেব্রুআরির ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৪ দফা।

৪৪। যদি ডিক্রী পুনর্দৃষ্টি করিবার হুকুম অধস্থ আদালতে পাঠান যায় তবে ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ৮ ধারার নিরূপিত বিধির অনুসারে আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্তের যে ইষ্টাম্পের মাসুল দিয়াছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক অথবা আপীলের দরখাস্ত তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং যদি আপেলাণ্ট ও রেসপাণ্ডেণ্টের উকীল হাজির ছিলেন তবে তাঁহারা নিরূপিত রসুমের চারি অংশের এক অংশের অধিক পাইবেন না।—১৮৩২ সালের ১৬ ফেব্রুআরির ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

৪৫। বিধান হইল যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীলের দরখাস্ত শুনিবার বিষয়ে যে ক্ষমতা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের দ্বারা সদর দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হইল সামান্য আইনানুসারে ঐ আদালত যে প্রকার

আপীল শুনিতে পারেন কেবল তাহার বিষয়ে সেই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। অতএব সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে ডিক্রী করেন সেই ডিক্রীর উপর কোন আপীল সদর আদালত শুনিতে পারেন না যেহেতুক ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারাতে হুকুম আছে যে সেই আপীলের মুখে জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা চূড়ান্ত।—১৮৩২ সালের ১৮ মের ৬৮৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

[এই বিধান ১৮৪৩ সালের ৩ আইনের ১ ধারার দ্বারা কিঞ্চিৎ মতান্তর হইয়াছে।]

৪৬। প্রথম আপীল যদ্যপি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে করা যায় তবে সেই আপীল করিতে আপেলান্টের অধিকার আছে এই বোধে জজ সাহেবের তাহা গ্রাহ্য করিতেই হইবেক অতএব আসল মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠ করণের পূর্ব্বে যদি জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখেন তবে তাহাতে আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই এমত জ্ঞান করিতে হইবেক না কিন্তু আপীলের দোষখণ্ডন বিবেচনা করিয়া তাহা চূড়ান্তরূপে ডিসমিস হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক। —১৮৩২ সালের ১৪ ডিসেম্বরের ৭৪২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৭। জিলা ও শহরের জজ সাহেব ৬ জুলাই তারিখে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে যে হুকুম বা ডিক্রীর উপর নম্বরী অথবা সরাসরী আপীল হয় সেই হুকুম স্পষ্টতঃ অযথার্থ অথবা অবিধি বোধ হইলে অথবা ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত অন্য কোন কারণ হইলে উক্ত আইনে এবং ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ১৫ ধারায় তাঁহাদের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে সদর আদালত মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব না করিয়া সম্পূর্ণরূপে কার্য্য করিতে আপনারদের সাধ্য আছে এমত জ্ঞান করিলেন। এইমত গতিকে ঐ ডিক্রী অযথার্থ অথবা অবিধি কি না ইহা নিশ্চয় করণার্থে ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ পুনর্দৃষ্টি করণের আবশ্যক নাই যেহেতুক ঐ হুকুম বা ডিক্রী পাঠ করিবামাত্র তাহা অযথার্থ অথবা অন্যায় দুষ্ট হইতেছে অথবা তাহার যে সকল কাগজপত্র পাঠান গিয়াছে তাহার দ্বারা তাহা সাব্যস্ত হইতেছে। আরো ঐ ধারার ৩ প্রকরণে এমত হুকুম আছে যে ঐ আদালত তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিলে তাঁহারা অধস্থ আদালতের সকল রোয়দাদ অথবা যে ভাগ আবশ্যক বোধ হয় তাহা তলব করিতে পারেন। এবং ঐ ধারাতে সদর আদালতে যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতানুসারে তাঁহারা কার্য্য করিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ ধারার ৭ প্রকরণেতে সকল অধস্থ আদালতের প্রতি এই হুকুম হইয়াছে যে উভয় বিবাদির মধ্যে যে বিশেষ বিষয় লইয়া বিবাদ আছে তাহা এবং যে হেতুতে ঐ আদালত ডিক্রী অথবা হুকুম করেন তাহা ডিক্রীর মধ্যে লিখিতে আইনে যে বিধান আছে তাহার মতাচরণ করিতে হুকুম হইল।—১৮৩৩ সালের ৮ নবেম্বরের ৮৩৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮। যদি রেসপাণ্ডেন্টের রীতিমত তলব না হয় তবে তাহার প্রতিকূলে আদালত কোন চূড়ান্ত ডিক্রী করিতে পারেন না। —১৮৩৫ সালের ১ মের ৯৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৯। এবং এক জন জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে যেপর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমাসম্বন্ধীয় চূড়ান্ত হুকুম না হইবেক সেপর্য্যন্ত যদি অপীল আদালতের ঐ মোকদ্দমাসম্বন্ধীয় কোন ডিক্রী কি হুকুম স্থগিত রাখিতে উচিত বুঝেন তবে তাহা স্থগিত রাখিতে হুকুম করেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

৫০। যে মোকদ্দমা শুনানির জন্যে প্রস্তুত নহে অথবা যে মোকদ্দমা জজ সাহেবেরদের মধ্যে বিলি হয় নাই যখন এমত মোকদ্দমায় অধস্থ আদালতের ডিক্রী জারী স্থগিত করণের দরখাস্ত হয় তখন মুখ্‌ফরক্কা সিরিশ্‌তা যে জজ সাহেবের অধীন আছে তাঁহার নিকটে তাহা অর্পণ হইবেক এবং যে মোকদ্দমার বিলি হইয়াছে যদি সেই মোকদ্দমার সম্পর্কে ঐ মত দরখাস্ত হয় তবে যে জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতেছেন তাঁহার প্রতি অর্পণ হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ৬ জানুআরির নির্দ্ধারণ।

৫১। সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব দেখিলেন যে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর এক ভাগ গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং অবশিষ্ট ভাগ মঞ্জুর করিলেন। যে ব্যক্তির ঐ ডিক্রীর অগ্রাহ্য ভাগে উপকার হইল সেই ব্যক্তি তাহা ত্যাগ করিতে স্বীকার করিল এবং তাহাতে চূড়ান্ত এক ডিক্রী হইল ফলতঃ তাহা সংশোধনের ডিক্রী হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩২৮ পৃষ্ঠা।

৫২। যে মোকদ্দমায় রাজীনামা ও সোলেনামা উভয় ব্যক্তির দ্বারা লিখিয়া দেওয়া গেল সেই মোকদ্দমায় ঐ রাজীনামার অনুসারে কিন্তু অধস্থ আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ১৯ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২০২ পৃষ্ঠা।

৫৩। রেজিষ্টরের দফ্তরে প্রতিমাসে নীচের লিখিত* পাঠানুসারে কৈফিয়ৎ প্রস্তুত হইবেক এবং আদালতের জজ সাহেবেরদের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে তাঁহারদের নিকটে তাহা পাঠান যাইবেক।— সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের নির্দ্ধারণ।

৫৪। যখন কোন মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারার্থে ফিরিয়া পাঠান যায় তখন যে জজ সাহেব তাহা ফিরিয়া পাঠান্ তিনি উক্ত পাঠানুসারে এক কৈফিয়তে আবশ্যক সকল সম্বাদ লিখিয়া রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৯ মার্চের নির্দ্ধারণ।

৫৫। যখন মোকদ্দমা পুনরায় তজবীজ হইবার নিমিত্তে অধস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠান যায় তখন মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার হুকুমে আপীল আদালতের জজ সাহেব এমত লিখিবেন যে যে আদালতের মোকদ্দমা এরূপে পাঠান যায় সেই আদালতে মোকদ্দমার যে খরচা লাগিয়াছিল তাহা দেওনের বিষয়ে এবং মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হওনঅবধি ক্রমে২ যে নানা আদালতে ভ্রমণ করিয়া থাকে সেই২ আদালতে উভয় বিবাদির যে খরচ হইয়াছে তাহার বিষয়ে যেমত যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমত হুকুম দিবেন কিন্তু যদি কোন বিশেষ কারণপ্রযুক্ত আপীল আদালত আপনার ফয়সলা করণের তারিখপর্য্যন্ত যে সকল খরচা লাগিয়াছে তাহা উভয় বিবাদির এক জনের শিরে রাখা অথবা উভয়কেই আপন২ খরচা দিবার হুকুম করা যথার্থ বোধ করেন তবে আপীল আদালত খরচার বিষয়ে সেইরূপ হুকুম করিতে পারেন।—১৮৩৬ সালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৫ ধারা।

সদর আদালতের দ্বারা অধস্থ আদালতের ডিক্রী বা হুকুম রদ করণ।

৫৬। কিন্তু জানান যাইতেছে যে যে ডিক্রী কি হুকুমের উপর আপীল হইয়া থাকে যদি সেই ডিক্রী কিম্বা হুকুম সম্পূর্ণ বিচারের পর জাবেতামতে করা নালিশ কি আপীলের উপর জারী হইয়া থাকে এবং ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় চূড়ান্ত হুকুমের কেবল মোকদ্দমার বৃত্তান্ত কিম্বা সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যসম্পর্কীয় ভিন্ন২ মতের কিম্বা সন্দেহ ও আপত্তি বিশিষ্ট শরা ও শাস্ত্রের মতের কিম্বা চলিত কোন আইনের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর থাকে তবে এক জন জজ সাহেব সেই ডিক্রী কি হুকুমের অন্যথা কি পরিবর্ত্ত করিতে পারিবেন না কিন্তু এমত বিষয়ে যে হুকুম

* অমুক সালের অমুক মাসে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণের বিধির অনুসারে যে২ মোকদ্দমা সদর আদালত অধস্থ আদালতকে পুনর্ব্বিচার করিবার হুকুম দিলেন তাহার কৈফিয়ৎ।

জিলার জজ সাহেব অথবা প্রধান সদর আমীনের নাম।	ডিক্রী ক্রটিতঃ অন্যায়।	ডিক্রী আইনের বিরুদ্ধ।	ডিক্রী হিন্দুর শাস্ত্রের বিরুদ্ধ।	ডিক্রী মুসলমানেরদের শরার বিরুদ্ধ।	ডিক্রী সেই মোকদ্দমায় জন্য যে আইন খাটিতে পারে তাহার বিরুদ্ধ।	ডিক্রী উপযুক্ত তজবীজবিনা হইয়াছিল।	ডিক্রী অসঙ্গত অথবা ভ্রমযুক্ত অনুভবানুসারে করা গিয়াছিল।	পুনর্ব্বিচারার্থে ফিরিয়া পাঠান মোকদ্দমার সংখ্যা।	মন্তব্য কথা।

ও ব্যবহার পূর্ব্বাবধি চলিত আছে তদনুসারে ঐ এক জন জজ সাহেব উপদেশ গ্রহণ করিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

৫৭। মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা জিলা কি শহরের আদালতের হওয়া ফয়সলা কি হুকুমহইতে আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচার কালে সদর দেওয়ানী আদালতের যে এক জন জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমাতে বৈঠক করিয়া থাকেন যে হুকুম কি ফয়সলাহইতে আপীল হইয়াছে তাহা ফিরাণ কি পরিবর্ত্ত করা তাঁহার চিত্তে যদি বিহিত বোধ হয় তবে এমতে ঐ সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের আর এক জন কি ততোধিক জজ সাহেব তাঁহার সহিত বৈঠক করণবিনা সে মোকদ্দমাতে ডিক্রীর কিম্বা পূরা কোন হুকুম দিতে পারিবেন না ইতি। —১৮১০ সা। ১৩ আ। ৬ ধা। ৩ প্র।

৫৮। জিলার আদালতে বলরামের বিরুদ্ধে আনন্দের পক্ষে ডিক্রী হইল বলরাম প্রবিন্সাল আদালতে আপীল করিল প্রবিন্সাল আদালতের জজ সাহেবেরা এক ব্যবস্থা তলব করিলেন এবং কেবল সেই ব্যবস্থা পাঠ করিয়া জিলার আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলেন। আনন্দ সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করিল এবং সেখানে দৃষ্ট হইল যে ব্যবস্থা শাস্ত্রের বিরুদ্ধ এবং তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না কিন্তু যে সাক্ষ্য দেওয়া গিয়াছিল তাহার দ্বারা বলরামের স্বত্ব সাব্যস্ত হইতে পারে। ঐ সাক্ষ্যক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব জিলার আদালতের ডিক্রীর যে অন্যথা হইয়াছে তাহা বহাল করিতে এবং প্রবিন্সাল আদালতের ব্যবস্থা ছেদ করিতে প্রস্তাব করিলেন। তাহাতে ধার্য্য হইল যে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব অধস্থ আদালতে দেওয়া ব্যবস্থা নামঞ্জুর করাতে সেই মোকদ্দমা সদর আদালতের অন্য এক জন জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ করিতে হইবেক।—১৮৩০ সালের ২৯ জানুআরিব ৫১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫৯। জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণেতে এমত হুকুম আছে যে মফঃসল আপীল [সদর দেওয়ানী] আদালতে উপস্থিতহওয়া আপীলের কোন মোকদ্দমাতে দুই জন সাহেবের বৈঠকব্যতিরেকে যে হুকুম কি নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়া থাকে সেই হুকুম কি নিষ্পত্তি রদ কি পরিবর্ত্ত হওনের হুকুম হইবেক না ও এক্ষণকার চলিত কোন২ আইনেতে ইহাও লেখা আছে যে আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেব যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তাহার নিষ্পত্তিপত্রেতে সেই সাহেবের দস্তখৎ হইবেক এক্ষণে উপরের লিখিত ঐ২ কথার ফেরফার করিয়া শুধরিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন মোকদ্দমাতে জিলা ও শহরের কোন আদালতের জজ সাহেব কি আসিষ্টাণ্ট জজ সাহেব কি রেজিষ্টর সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর প্রবিন্সাল কোর্ট [সদর দেওয়ানী] আদালতে আপীল হয় সে মোকদ্দমাতে ঐ আদালতের যে সাহেব এমত মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ একাকী বৈঠক করেন সেই সাহেব যে নিষ্পত্তি কি হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে যদি সেই নিষ্পত্তি কি সেই হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করা বিহিত বুঝিয়া তাহাতে আপনার অন্তঃকরণবর্ত্তী ও অভিপ্রায়ের কথা লিখিয়া মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে রাখেন তবে তাহার পরে ঐ আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে অন্য যে সাহেব সেই মোকদ্দমা করিবার কারণ বৈঠক করেন তাঁহার মত সাবেক জজ সাহেবের মতের সহিত যদি ঐক্য হয় ও একত্র ঐ দুই জন সাহেবের বৈঠক হওনপর্য্যন্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরা মৌকুফ রাখা বিহিত বোধ না হয় তবে এমতে যে জজ সাহেব সে মোকদ্দমার পুনরায় তজবীজ করেন তাঁহার ক্ষমতা আছে যে অন্য সাহেবের বৈঠক হওনবিনা সাবেক জজ সাহেবের মতানুসারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও হুকুম করিয়া চলিত আইনের মতে তাহা জারী করণের বিষয়ে হুকুম দেন ও উপরের লিখিত প্রকারেতে যে জজ সাহেব শেষে বৈঠক করিয়া থাকেন সেই জজ সাহেব নিষ্পত্তিতে দস্তখৎ করিবেন ও তাহাতে সাবেক জজ সাহেবের দস্তখৎ হওনের আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু সাবেক জজ সাহেবের অভিপ্রায় ও মতের যে কথা উপরের উক্তমতে রোয়দাদের শামিলে রাখা গিয়া থাকে তাহা ও আসল নিষ্পত্তি ও হুকুমেতে ও তাহার যে২ নকল উভয় বিবাদিকে দেওয়া যাইবেক তাহাতে লেখা যাইবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৫ আ। ৮ ধা।

[ঐ আইনের ১৬ ধারার দ্বারা ঐ হুকুম সদর আদালতে চলন হইল।]

৬০। ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীলের অথবা খাস আপীলের যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব বিচার করিয়া বোধ করেন যে ঐ আপীলহওয়া নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করা উচিত তবে তিনি সর্ব্বদাই ঐ আদালতের অন্য দুই জন জজ সাহেবকে আপনার সঙ্গে বৈঠক করিতে আহ্বান করিবেন এবং ঐ

তিন জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া ঐ আপীল শুনিবেন এবং অধিক কোন জজের মত না লইয়া তাঁহারা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। এইমত গতিকে যদি তিন জন জজ সাহেবের এক মত হয় তবে তাঁহারা তিন জনই ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমনামায় দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি এক জন জজের মত অন্য দুই জনের সঙ্গে ঐক্য না হয় তবে যে দুই জন জজ ঐক্য হন তাঁহারা ঐ ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবেন এবং অন্য জজ সাহেবের দস্তখৎকরা আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমের মধ্যে তাঁহার মত লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ২ আ। ১ ধা।

৬১। কিন্তু উক্ত নিয়ম সরাসরী আপীলে অথবা মুৎফরক্কা মোকদ্দমার আপীলে খাটিবেক না এবং ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছিল ইহার দ্বারা তাহার কিছু অন্যথা হইবেক না ইতি।—১৮৪৩ সা। ২ আ। ২ ধা।

৬২। অধস্থ আদালতের ডিক্রী কোন২ কারণে যদি সদর আদালতের জজ সাহেবের সম্মত হয় এবং অন্যান্য কারণে অসম্মত হয় তবে তাহা এমত মতের অনৈক্য নহে যে ১৮৪৩ সালের ২ আইনানুসারে সেই বিষয় সকল জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ করিতে হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২২৩ পৃষ্ঠা।

৬৩। কিন্তু পূর্ব্বের প্রকরণের লিখিত [অর্থাৎ ৫৫.নম্বরী] কোন হুকুমক্রমে এমত বোধ না হয় যে কোন কঠিন কি ভারি মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে দুই কিম্বা ততোধিক জজ সাহেবের দ্বারা তাহার বিচারহওয়া উচিত বুঝিলে আপনার মত লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অন্য জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে এক জন জজ সাহেবের প্রতি বারণ আছে ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ২ ধা। ৬ প্র।

৬৪। কোন মোকদ্দমায় এক জন জজ সাহেব আপনার মত লিখিয়া সেই মোকদ্দমা অন্য জজ সাহেবের নিকটে সোপর্দ্দ করিলে পর যদি উভয় বিবাদী কিম্বা তাহারদের উকীল দরখাস্তের দ্বারা ঐ লিখিতমতে আপনারদের আপত্তি জানায় তবে তাহা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের বিরুদ্ধ হয় যেহেতুক ঐ প্রকরণে লেখে যে আদালতের বিশেষ অনুমতি না হইলে কোন অবশেষ আরজী লওয়া যাইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১১ নবেম্বরের সিদি।

৬৫। কিন্তু যদি উভয় বিবাদী কি তাঁহারদের উকীল আপনারদের মোকদ্দমা স্পষ্ট করণের নিমিত্তে এক অবশেষ আরজী দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক বোধ করে তবে যে জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমা প্রথমে নিষ্পত্তি করিলেন সেই আরজী তাঁহাকে অর্পণ হইবেক এবং তিনি তাহা পাঠ করিলে পর ঐ অবশেষ সওয়াল জওয়াব বা আরজীর মর্ম্ম বিবেচনা করিয়া যথার্থ বিচারের নিমিত্তে যেরূপ উচিত বোধ হয় সেইমত হুকুম দিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১১ নবেম্বরের বিধি।

৬৬। সদর আদালতের দুই জন জজ সাহেব প্রিবিন্সেল আদালতের এক ডিক্রী সংশোধনের আবশ্যকতার বিষয়ে ঐক্য আছেন কিন্তু যে২ কারণে তাহা সংশোধন করিতে হয় তাহার বিষয়ে তাঁহারদের অনৈক্য আছে তথাপি তাঁহারা যে ডিক্রী করিলেন তাহা চূড়ান্ত হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৫ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৬ পৃষ্ঠা।

৬৭। ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল করণের সময়ে আপনার ডিক্রীতে সহী করণের পূর্ব্বে অন্য জজ সাহেবের নিকটে সেই বিষয় অর্পণ করণের নিয়ম করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২৯ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৬৯ পৃষ্ঠা।

৬৮। জিলা অথবা শহরের জজ সাহেবের যখন কোন অসঙ্গত বা বিপরীত হুকুম সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের দৃষ্টিগোচর হয় এবং তাহা এমত ভারি বিষয় বোধ হয় যে তাহা তজবীজ করণের উপযুক্ত তখন সদর আদালতের জজ সাহেব রেজিষ্টর সাহেবকে এমত হুকুম দিবেন যে ঐ বেদাঁড়ার বিষয়ে জিলার জজ সাহেব যে উত্তর দিতে পারেন তাহা তাঁহাকে দিতে হুকুম করেন এবং সেই উত্তর পাইলে পর যদি সদর আদালতের জজ সাহেবের তাহাতে ক্রোধ না হয় তবে তিনি সকল জজ সাহেবের নিকটে ঐ বিষয় অর্পণ করিতে রেজিষ্টর সাহেবকে হুকুম দিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ৩ অক্টোবরের নির্দ্ধারণ।

৬৯। যখন সদর আদালতের কোন জজ সাহেব আইনের কোন বিষয়ে অথবা কোন ভারি বিষয়ে অন্যান্য জজ সাহেবেরদের মত জানিতে চাহেন তখন তিনি ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহার বিষয়ের এক কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা অন্যান্য

জজ সাহেবেরদের নিকটে পাঠাইবেন এবং তাঁহারা তাহার উপর আপন২ মত লিখিয়া অর্পণকারি জজ সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন। ঐ জজ সাহেব তাহা বিবেচনা করিলে হয় অধিকাংশ জজ সাহেবের মতানুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন নতুবা দুই বা ততোধিক জজ সাহেবকে বিচারাসনে তাঁহার সঙ্গে বৈঠক করিতে আহ্বান করিবেন এবং তাঁহারা সকলেই বাদি প্রতিবাদিরদের সম্মুখে সওয়াল জওয়াব শুনিয়া মোকদ্দমা চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিবেন। (এই নিয়ম এক প্রকারে ১৮৪৩ সালের ২ আইনের দ্বারা অন্যথা হইয়াছে।)—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৩ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৭০। যখন কোন জজ সাহেব চাহেন যে কোন মোকদ্দমায় এক বা ততোধিক জজ সাহেব তাঁহার সঙ্গে বৈঠক করেন তখন তিনি ইঙ্গরেজী চিঠী লিখিয়া সেই বিষয় রেজিষ্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং ঐ রেজিষ্টর সাহেব অর্পণকারি জজ সাহেবের সঙ্গে বৈঠক করণের জন্য যে জজ সাহেবের পালা হয় তাঁহার নাম ঐ চিঠীর পৃষ্ঠে লিখিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন। তৎপরে ঐ দুই জন জজ সাহেব পরামর্শ করিয়া যে দিবসে একত্র বৈঠক করিতে সুগম হয় সেই দিন স্থির করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৫ আগষ্টের নির্দ্ধারণ।

৬ ধারা।

প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমা কি দরখাস্ত সদর আদালতের দ্বারা জিলার আদালতে সোপর্দ্দ করণ।

৭১। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের মোতালক মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব যে মোকদ্দমা না শুনিয়া থাকেন কিম্বা শুনিতে শৈথিল্য করিয়া থাকেন এমত প্রমাণ হয় তবে সে মোকদ্দমার নালিশী আরজী লইয়া সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ সেই জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নামে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে হুকুমনামা লিখিয়া পাঠান্। তাহাতে সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী সেই হুকুমনামা পঁহুছিবার ও তাহার সংবাদ পাইবার তারিখহইতে ৬ ছয় হপ্তার মধ্যে সেই জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপন মোকদ্দমা না করিলে সে জজ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে এমত হুকুম হইলেও সে মোকদ্দমা ডিসমিস অর্থাৎ অগ্রাহ্য করেন। এবং সেই জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমা ডিসমিস করিলে সেই ডিসমিসের হেতুযুক্তে তাহার সমাচার দেওয়ানী আদালতের মোহর ও আপন দস্তখতে লিখিয়া সে মোকদ্দমা ডিসমিসের তারিখহইতে সপ্তাহের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৪ ধা। ১ প্র।

৭২। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকা অথবা নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার সম্বন্ধীয় আরজী পাইলে যদি এমত সাব্যস্ত হয় যে আরজীদায়ক সে আরজী পূর্ব্বে সেই দেওয়ানী আদালতে দিয়াছিল কিন্তু তখাকার জজ সাহেব তাহা লন্ নাই কিম্বা লইয়া তাহার বিচার করেন নাই.....তবে সে আরজী লইয়া আইনমতে তাহার বিচার করিবার জন্যে এক হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরে ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে সেই দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নামে লেখাইয়া পাঠান্ ইতি।—১৭৯৮ সা। ২ আ। ৭ ধা।

৭ ধারা।

সদর আদালতে সরাসরী আপীল এবং মুৎফরক্কা দরখাস্ত।

৭৩। জাবেতামতে যে কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ কিম্বা বিশেষ কোন হেতু হওনব্যতিরিক্ত আপীলমতে প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের [কিম্বা জিলার আদালতের সাহেবেরদের কি ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনেরদের] শুনিবার যোগ্য হয় যদি ঐ সাহেবেরা সে মোকদ্দমার দাওয়ার আরজী কি আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন কিম্বা ঐ আরজী কি দরখাস্ত মঞ্জুর করণের পরে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টহইতে বিলম্ব হওন কি দাঁড়া ও জাবেতার অন্যমত কিম্বা অন্য কসুর হওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমার যথার্থ

বৃত্তান্তের বিচার করণবিনা তাহা ডিসমিস করেন এমতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীল মঞ্জুর করেন ইতি। —১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ২ প্র।

৭৪। উপরের প্রকরণের বিবরণ করিয়া লেখা সমস্ত প্রকারেতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত জাবেতামতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইবার বিষয়ে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক [ঐ প্রকরণের বিধান ৭ অধ্যায়ের ১ ধারাতে লেখা আছে]।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৩ ধা। ৫ প্র।

৭৫। সদর আদালত নমসুটের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন। স্বতন্ত্র২ দলীলক্রমে যে সম্পত্তির দাওয়া হইতেছে তাহার বিষয়ে ভিন্ন২ নালিশ করিতে হইবেক। কিন্তু একের অধিক ডিক্রীদার যদি একি সম্পত্তি ক্লোক করে তবে যে ব্যক্তি সেই সম্পত্তির দাওয়া করে সেই ব্যক্তি একি নালিশী আরজীতে ঐ সকল ব্যক্তিরদের নামে নালিশ করিতে পারে।—১৮৪২ সালের ৩১ জানুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৩ পৃষ্ঠা।

৭৬। মুনসেফের ডিক্রী জারী করণেতে জজ সাহেব যে হুকুম দেন তাহা যদ্যপিও চূড়ান্ত তথাপি যে গতিকে মুনসেফ আপনার ডিক্রীতে সুদ দেওনের বিষয় লিখিতে ত্রুটি করিলেন এবং ডিক্রীদার ১৮৩৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখের সরকুলর অর্ডরক্রমে ঐ ত্রুটি সংশোধন করিবার দরখাস্ত জজ সাহেবের নিকটে করিল এবং জজ সাহেব সেই দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন সেই গতিকে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে জজ সাহেব এই বিষয়ে যে হুকুম করিলেন তাহা তাঁহারি হুকুম এবং অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর আপীলক্রমে করা যায় নাই অতএব সদর দেওয়ানী আদালত সেই হুকুমের উপর আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন এবং হয় জজ সাহেবকে সুদ দেওনাইতে হুকুম করিতে পারেন নতুবা জজ সাহেবের ঐ হুকুম অন্যথা করিয়া ঐ সরকুলর অর্ডরঅনুসারে নূতন হুকুম দিতে পারেন।—১৮৩৬ সালের ২৫ নবেম্বরের ১০৫৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৭। কলিকাতাস্থ সদর আদালত আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে বাইয়ন্ত আপন কবুলিয়তের মিয়াদ পূর্ণ হওনের পূর্ব্বে যদি নীলকুঠীর কর্ত্তার সঙ্গে আপনার যে হিসাবকিতাব থাকে তাহা চুকাইতে দরখাস্ত করে তবে ১৮৩০ সালের ৫ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের বিধির অনুসারে জিলার জজ সাহেব ঐ নালিশ সরাসরীমতে শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। রাজশাহীর জজ সাহেব এইরূপে এক নালিশ সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন পরে তাহার বিষয়ে সরাসরী আপীল হওয়াতে সদর আদালত সেই নিষ্পত্তি বাতিল করিলেন।—১৮৩৮ সালের ৯ ফেব্রুআরির ১১৩০ নম্বরী আইনের অর্থ।

৭৮। যে২ মোকদ্দমার ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার বিধির অনুসারে সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে সেই২ মোকদ্দমায় যদি আপেলান্ট ভুমপ্রযুক্ত কি কারণান্তরে উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে খাস আপীল গ্রাহ্য করণের দরখাস্ত করিয়া থাকে তথাপি ঐ সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে। এবং সেইরূপ হইলে আপেলান্ট আপন দরখাস্তের যে ইষ্টাম্পের মূল্য দিয়াছিল তাহা (দুই টাকা ছাড়া অর্থাৎ সরাসরী আপীলের দরখাস্তের ইষ্টাম্পের মূল্য ছাড়া) তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ২৫ নবেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৭৯। যে২ গতিকে অধস্থ আদালতে মোকদ্দমার দোষশ্রবণ বিবেচনা না হইয়া বিলম্ব বা বেদাঁড়া কি অন্য কসুর প্রযুক্ত ডিসমিস বা হেয় হইয়াছে কেবল সেই২ গতিকে সরাসরী আপীল হইতে পারে।—১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর ৮০৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

৮ ধারা।

সদর আদালতে নম্বরী আপীল।—যে২ মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য।—সাধারণ বিধি।

৮০। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আইনের দ্বারা যে২ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না সেই২ বিষয়ে যাহাতে বাদিপ্রতিবাদির ঐ আদালতে দরখাস্ত করণের প্রবোধ জন্মে এইমত কোন কথা জজ সাহেবেরা আপনারদের নিকটে দাখিলহওয়া কোন দরখাস্তের উপর অথবা তাঁহারদের কবকারীতে লিখিবেন না যেহেতুক ঐ ব্যবহার স্পষ্টতঃ অনুচিত কেননা তাহার দ্বারা অকারণে আদালতের সময় হরণ হয় এবং দরখাস্তকরণিয়াদিগেরো অনেক অনাবশ্যক ক্লেশ ও খরচ হয়। —১৮৪২ সালের ১ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

৮১। জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেব প্রথমতঃ যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন তাহার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ৩ প্র।

৮২। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ১ প্রকরণে যে টাকা বা মূল্য নির্দ্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অধিক সংখ্যা বা মূল্যের যে সমস্ত মোকদ্দমা এই আইনের ১ ধারার ক্রমতাক্রমে প্রধান সদর আমীনেরে অর্পণ হয় ঐ প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল একেবারে সদর দেওয়ানী আদালতে করিতে হইবেক এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল যেং বিধানানুসারে ঐ সদর দেওয়ানী আদালতে হইত সেইং বিধানানুসারে সর্ব্ব প্রকারে এই আপীলেরও কার্য্য হইবেক এবং ঐ নিষ্পত্তির পুনর্বিবেচনা করণের দরখাস্ত করিতে হইলে তাহা প্রধান সদর আমীন এক কালে সদর দেওয়ানী আদালতে করিবেন এবং জিলার জজ সাহেবের করা নিষ্পত্তির পুনর্বিবেচনার্থে দরখাস্ত হইলে যে বিধানানুসারে কার্য্য হইত সেই বিধানানুসারে ইহারো কার্য্য হইবেক ইতি।—১৮৩৭ সা। ২৫ আ। ৪ ধা।

৮৩। নীচের লিখিত যে বিধি আসাম দেশে চলন আছে তাহা আইনবহির্ভূত প্রদেশে যেপর্য্যন্ত খাটান যাইতে পারে সেইপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে খাটান গিয়াছে। আসিস্টাণ্ট সাহেব কোং ১০,০০০ টাকার টাকা কিম্বা ততোধিক মূল্যের প্রথমত উপস্থিত মোকদ্দমার যে নিষ্পত্তি করেন তাহাতে কোন পক্ষের ব্যক্তিরা অসম্মত হইলে তাহারা ঐ নিষ্পত্তির তারিখের পর তিন মাস মিয়াদের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে অথবা তাহারা যদি চাহে তবে ঐ আসিস্টাণ্ট সাহেবের নিকটে তাহা দাখিল করিতে পারে তাহা হইলে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে রীতিমতে এবং যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্।—১৮৪৮ সালের ১৯ মের সরব্যুলর অর্ডর।

৮৪। গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিয়াছেন যে আইনবহির্ভূত আসাম ও আরাকান ও থনাসরীম ও কাছাড় ও কাসাই পর্ব্বতের বিচারকেরদের নিষ্পত্তির উপর যে সকল আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে করা যায় তাহার বিষয় এবং তৎসম্পর্কীয় সকল কাগজপত্রের বিষয়ে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার যে বিধিতে হুকুম আছে যে সকল আদালতসম্পর্কীয় কাগজ ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক ঐ হুকুম রহিত হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২২ মের নির্দ্ধারণ।

৮৫। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ৩ প্রকরণে হুকুম আছে যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের বিধি যেং জিলার মধ্যে চলন হয় সেইং জিলাতে জজ সাহেবেরা প্রথমত উপস্থিতওয়া সকল মোকদ্দমাতে যে ডিক্রী করেন তাহার উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে অতএব আদালতের হুকুমের বাধকতা করণের অথবা তাহা এড়াইবার মোকদ্দমায় জজ সাহেব যদি ভূমি জব্দ অথবা জরীমানা করেন তবে সেই ভূমির সালিয়ানা জমা বা উৎপন্ন অথবা সেই জরীমানার সংখ্যা অল্প হউক বা ভারী হউক সেইমত সকল হুকুমের উপর সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল হইতে পারে। এবং ইহার পূর্ব্বে সেইপ্রকার হুকুমের উপর আপীল প্রবিন্সাল আদালতে হইলে তাঁহারদের নিষ্পত্তি যেরূপে জজ সাহেবের অপেক্ষা করণের হুকুম ছিল সেইরূপে জজ সাহেব এক্ষণে সদর আদালতের নিষ্পত্তির অপেক্ষা করিবেন।—১৮৩৩ সালের ১২ আপ্রিলের ৭৮০ নম্বরী আইনের অর্থ।

[যে গতিকে নালিশী আরজী কম মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া থাকে অথবা যে গতিকে বিরোধি বস্তুর যে মূল্য ফরিয়াদী ধরিয়াছে তাহাতে আসামী ওজর করে সেইং গতিকে জিলা এবং অধস্থ আদালতের কার্য্যের নিমিত্তে যে শেষ বিধি হয় তাহা নীচে লেখা যাইতেছে।]

৮৬। যদি সদর আদালতের সাহেবেরা অবগত হন যে কোন মোকদ্দমার দরখাস্ত উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যায় নাহি তবে তাঁহারা ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে কার্য্য করিয়া কিছু প্রতারণা প্রকাশ হইলে ফরীয়াদীকে ননসুট করিবেন অথবা যদি কিছু প্রতারণার অভিপ্রায় অনুমান না হয় তবে ফরিয়াদীকে জজ সাহেবের লিখা প্রধান সদর আমীনের দ্বারা অন্য এক দরখাস্ত দাখিল করিতে অনুমতি দিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের ১ বিধি।

৮৭। যদি সদর আদালতের সাহেবেরা শেষ লিখিত প্রকারের অনুমতি দিতে স্থির করেন তবে তাঁহারা ঐ মোকদ্দমা নথীতে রাখিয়া দ্বিতীয় দরখাস্ত দাখিল করণের এবং খরচার উপযুক্ত পরিবর্ত্তন করণের নিমিত্তে ঐ দরখাস্ত এবং ডিক্রী অধস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবেন। এবং ঐ কাগজ ফিরিয়া আইলে ঐ আপীলের দোষগুণানুসারে বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের ২ বিধি।

৮৮। ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের মন্তব্য কথার ৪ দফার লিখিত প্রকার মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী দাওয়াকরা বস্তুর যে মূল্য লিখিয়াছে তাহাতে আসামীর আপত্তি হইলে এবং যে ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লেখা

গিয়াছে তাহার মূল্য বিষয়ে অন্য কোন আপত্তি হইলে আসামী তাহা ঐ দরখাস্তের জওয়াবে লিখিবেক এবং তৎপরে যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হয় অথবা যাহাতে আপীল হয় তাহাতে ঐ মোকদ্দমার তৎপরে কোন অবস্থায় ঐ আপত্তি উপস্থিত করিতে আসামীর অধিকার নাই এবং দাওয়াহওয়া বস্তুর কম মূল্যের বিষয়ে অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর সরাসরী অথবা নয়রী আপীল না হইলে ঐ আপীল আদালত সেই বিষয়ের বিচার করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ বিষয়ে বিশেষরূপে সরাসরী অথবা নয়রী আপীল হইলে আপীল আদালত যদি ফরিয়াদীর কোন প্রকার প্রতারণা না দেখেন তবে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৭ ধারার ২ প্রকরণানুসারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের ৩ বিধি।

৮৯। কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা এই ধারানুসারে গণতা কিম্বা ক্ষতির বিষয়ে যে নিষ্পত্তিপত্র কোন কালেক্টর সাহেব কিম্বা সরবরাহকার অথবা অধ্যক্ষের নামে পাঠান্ তাহাতে ঐ কোর্টের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার নকল সেই জিলার দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও এমত সকল নিষ্পত্তিপত্র সেই আদালতের ডিক্রীর ন্যায় জ্ঞান হইয়া তাহার জারী আদালতের অন্য২ ডিক্রীর মতে হইবেক কিন্তু এপ্রকার মোকদ্দমাসকলের আপীল যদি তাহার দরখাস্ত সেই নিষ্পত্তিপত্রের তারিখহইতে তিন মাসের মধ্যে সেই দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের অথবা কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইতে পারে বরং যদি ঐ নিয়মিত কাল গতেও আপীলের দরখাস্ত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যায় তবে আপেলাণ্ট ঐ নিয়মিত কালের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত না দিবার বিশিষ্ট হেতু কহিলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্তৃত্ব আছে যে সে মোকদ্দমার আপীল লন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ১০ আ। ৩২ ধা। ২ প্র।

৯০। যেহেতুক ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২৮ ধারার ১ প্রকরণানুসারে সদর আমীনের ফয়সলার উপর আপীল হইলে জিলার জজ সাহেব যে ডিক্রী করেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক এবং যেহেতুক ১৮৩২ সালের ৭ আইনের ৭ ধারানুসারে ঐ ডিক্রী করণের বিষয়ে জজ সাহেব যে হুকুম দেন তাহা চূড়ান্ত অতএব ঐ প্রকার আপীল শুনিবার সময়ে জজ সাহেব যে২ হুকুম করেন তাহার উপর আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১৩ ডিসেম্বরের বিধি।

[উক্ত বিধান ১৮৪৩ সালের ৩ আইনের দ্বারা মতান্তর হইয়াছে।]

৯১। সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি শীঘ্র হইবার নিমিত্তে সদর আদালতের এক নির্দ্ধারণ এই পত্রের সঙ্গে তোমার নিকটে পাঠান যাইতেছে এবং তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে যে তোমার আদালতে যে মোকদ্দমা মুলতবী থাকে তাহার উভয় পক্ষকে যে উপায়েতে হইতে পারে তদ্দ্বারা সদর আদালতের এই নির্দ্ধারণ জানাইবা।—১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৯২। সামান্যতঃ জামিনীনামা এবং আপীল করণের হেতু এবং তাহার জওয়াব আদালতে দাখিল করিতে অতিশয় বিলম্ব হইতেছে সদর আদালতের সাহেবেরা ইহা বিবেচনা করিয়া বাদি প্রতিবাদিদিগকে এবং তাহারদের উকীলদিগকে ইহা জানাইতেছেন যে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র করিয়া এবং তদ্বিষয়ে সরকারী আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমানুসারে অবিকল কার্য্য করিবেক। বাদী প্রতিবাদী কিম্বা তাহারদের উকীলেরা মোকদ্দমা বিলম্ব করণের নিমিত্তে কিম্বা তাহারদের সওয়াল জওয়াব প্রস্তুত করণার্থে অধিক মিয়াদের নিমিত্তে প্রার্থনা করিলে যদি অত্যাবশ্যক এবং উপযুক্ত হেতু না দর্শায় তবে তাহাতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের নির্দ্ধারণ।

৯৩। সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবেরা ঐ সকল আদালতের উপস্থিত সকল মোকদ্দমার নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াবআদি কাগজপত্রের উপর যেমত নম্বর দাগ ও নিশান ও তারিখবন্দ ও আপনারদিগের দস্তখৎ করেন সেই মত সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমার নালিশী আরজী ও সওয়াল ও জওয়াব ও জোবানবন্দীআদি সকল কাগজপত্রের উপর নম্বর দাগ ও নিশান ও তারিখবন্দী ও আপন দস্তখৎ করিতে থাকিবেন।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৮ ধা।

৯৪। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণের সম্পর্কে সদর আদালতে যে সকল সওয়াল জওয়াব দাখিল হয়

তাহা আদালতের নিরূপণহওয়া নীচের লিখিত" পাঠানুসারে তৈয়ার করিতে হইবেক এবং যদি তাহা অন্য কোন প্রকারে তৈয়ার করা যায় তবে যে ব্যক্তি এইরূপে বেদাঁড়া সওয়াল জওয়াব করে সেই ব্যক্তি উক্ত ধারার লিখিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২৯ মের নির্দ্ধারণ।

১৫। যে কোন আইনের অনুসারে যে মোকদ্দমার বিচার প্রথম করণের শক্তি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের থাকে এবং মফঃসল আপীল আদালতের নিষ্পত্তির উপর যে মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হয় ঐ সকল মোকদ্দমায় সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা যেরূপে আপনারদিগের আদালতে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির সাধ্য রাখেন্ এবং যে সকল হুকুম ও ত্বরা তাঁহারদিগের সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট আছে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগেরো কর্ত্তব্য যে সেই সাধ্যানুসারে ও সেই সকল হুকুম ও ত্বরার দৃষ্টে সাক্ষিরদিগের কথা শুনিবার মতছাড়া মতান্তরে উপরের লিখিত সকল মোকদ্দমার বিচার করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৭ ধা।

১৬। যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে পরন্তু আপীল গুজরাণ যায় নাই এমত মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণানুসারে তাহার পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে দরখাস্ত করে এবং সেই দরখাস্ত মঞ্জুর না হয় তবে প্রথম ডিক্রীর উপর নয়রী আপীল করণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপণ আছে তাহা হিসাব করণেতে অধস্থ আদালতে তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যত কাল উপস্থিত ছিল তত কাল ঐ মিয়াদহইতে বাদ দিতে আপন হক বলিয়া দাওয়া করিতে পারে না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি আইনের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহার আপীলের দরখাস্ত না দেওনের এই কারণ জানায় যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তপ্রযুক্ত তাহার মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে উপস্থিত ছিল তবে ঐ আপীল আদালতের উচিত যে সেই কারণের বিষয় বিবেচনা করিয়া বিলম্বের অন্য কোন কারণ দর্শান গেলে যেরূপ হইত সেইরূপে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত বুঝিয়া যেমতে যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইমতে ঐ কারণ মঞ্জুর করেন কি না করেন।—১৮২৮ সালের ৩ ফেব্রুআরির ১১২৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

[জিলার আদালতের ও ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর সদর আদালতে নয়রী আপীলের বিষয়ি বিধান সপ্তম অধ্যায়ের ১৩ ধারাতে আছে।]

৯ ধারা।

আপীলের আরজী ও মোকদ্দমা চালাওনের বিষয়ি বিধান।

১৭। ফরিয়াদী কি আসামী আপীলের যে সকল দরখাস্ত মফঃসলের আদালতে অথবা সদর আদালতে দাখিল করে তাহার মধ্যে সমস্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম না লিখিয়া ওগয়রহ অথবা অন্যান্য ব্যক্তি এমত শব্দ লিখিয়া থাকে তাহাতে প্রত্যেক রেস্পাণ্ডেণ্টের নামে নির্দ্দিষ্ট হুকুম জারী হইতে পারে না এইপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে শুনানির নিমিত্তে প্রস্তুত করিতে বারবার বিলম্ব হইতেছে। এই ব্যবহার ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার (দত্ত দেশের নিমিত্তে ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার ৩ প্রকরণের) বিধানের বিরুদ্ধ। অতএব আপীলের যে দরখাস্তে সমস্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম না লেখা যায় তাহা বেদাঁড়া জ্ঞান করিতে হইবেক এবং আইনানুসারে তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। এবং রীতিমতে আপীলের দরখাস্ত হইলে আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদ হিসাব করণের বিষয়ে যেরূপ কার্য্য হয় সেইরূপ কার্য্য এইপ্রকার বেদাঁড়া দরখাস্তের বিষয়ে হইবেক না।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৮। অতএব ইহার পর অধস্থ আদালতে আপেলাণ্টের বিপক্ষ যাহারা ছিল তাহারদের কোন এক ব্যক্তির নাম লি-

---

خداوندان سلامت

درخواست اپیل عام عدالت دیوانی صدر مقام کلکته از طرف بذل الحسن خان و مسماة وزیرالنسا و ناظم خان و مسماة امامی خانم زوجهٔ اسد الله خان مدعیان اینکه

খিতে যদি আপেলান্ট ত্রুটি করে এবং তাহা না লিখনের কোন কারণ না দর্শায় তবে আপীলের মিয়াদের মধ্যে তাহারদের নাম লিখিয়া দাখিল করিতে তাহাকে অনুমতি দেওয়া যাইবেক কিন্তু তাহা যদি না করে তবে তাহার আপীল বেদাঁড়া বোধ হইবেক।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৯৯। আপীলের উক্ত প্রকার বেদাঁড়া দরখাস্ত সদর আদালতে পাঠাইবার নিমিত্তে যে জজ সাহেবেরদের এবং প্রধান সদর আমীনেরদের হজুরে দাখিল হয় তাঁহারা ঐ দরখাস্তকারিরদিগকে পূর্ব্বোক্ত হুকুমের বিষয় জানাইবেন।—১৮৪২ সালের ১ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০০। ১৮৪২ সালের ১ জুলাই তারিখের ২৫৮৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের তৃতীয় দফার উপলক্ষে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে আপীলের যে দরখাস্তে সমস্ত রেস্পাণ্ডেন্টের নাম বিশেষ করিয়া লেখা নাহি এমত দরখাস্ত তোমার নিকটে দরপেশ হইলে ঐ আপীল এই সদর আদালতে পাঠাওনের সময়ে তুমি জানাইবা যে আপীলকরণিয়া ব্যক্তি কিম্বা তাহার মোখ্তারকে উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের বিধান জানান গিয়াছে। সেই বিষয়ে তোমার সর্টিফিকট তোমার আদালত-হইতে আপীলের দরখাস্ত পাঠাওনের সময়ে তাহার কাগজপত্রের সঙ্গে দিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১৪ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০১। যে গতিকে প্রথম আদালতে উপস্থিত আসল মোকদ্দমার সম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের মধ্যে কাহারো নাম রেস্পাণ্ডেন্টের মধ্যে আপেলান্ট জানিয়া শুনিয়া না লেখে অথবা কোন প্রকারে না জানায় এইমত গতিকে উক্ত বিধি খাটিবেক না। যথা যদি আনন্দ ব্রজের এবং কৃষ্ণের নামে নালিশ করে এবং ব্রজের বিরুদ্ধে তাহার পক্ষে ডিক্রী হয় এবং অধস্থ আদালতের ডিক্রীর যে ভাগের দ্বারা কৃষ্ণের উপর তাহার দাওয়া ডিসমিস হয় কেবল সেই ভাগের উপর আপীল করে এবং ব্রজকে রে-স্পাণ্ডেন্টের মধ্যে গণ্য না করে তবে ব্রজের উপর এত্তেলা জারী করিতে আপীল আদালতের আবশ্যক নাই।—১৮৪৩ সালের ১৪ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১০২। উক্ত হুকুমের বিষয়ে প্রধান সদর আমীনদিগকে বিশেষ মনোযোগ করিতে তোমাকে হুকুম দেওয়া গেল।—১৮৪৩ সালের ১৪ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১০৩। জজ সাহেবের আদালতে কিম্বা প্রধান সদর আমীনের আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া যে মোকদ্দমার উপর সদর দে-ওয়ানী আদালতে আপীল হয় তাহার কাগজপত্র তলবের প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুম প্রাপ্তহওনের তারিখের পর দুই মাসের মধ্যে ঐ২ মোকদ্দমার সমস্ত মিসিল নকল করিয়া পাঠাইতে হইবেক।—১৮৪১ সালের ১৬ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১০৪। যখন কোন নম্বরী আপীলের দরখাস্ত সদর আদালতে দাখিল হয় অথবা অধস্থ আদালতে দাখিল হইয়াছে এমত সম্বাদ দেওয়া যায় তখন আদালতের মুৎফরক্কা কার্য্য যে জজ সাহেব নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহার প্রতি ঐ মোকদ্দমা তৎক্ষণাৎ অর্পণ হইবেক। এবং যদি ঐ দরখাস্ত নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল করা গিয়া থাকে এবং নিরূপিত ইস্টাম্প কাগজে লেখা গিয়া থাকে তবে তাহা আদালতের নথীর শামিল তৎক্ষণাৎ করা যাইবেক এবং তাহার নম্বরের অনুক্রমে শুননি হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১৭ জুনের নির্দ্ধারণ।

১০৫। যে সকল মোকদ্দমা শুননির নিমিত্তে প্রস্তুত আছে তাহা মুৎফরক্কা কার্য্যনির্ব্বাহক জজ সাহেব রেজিষ্টর সাহে-বের নিকটে পাঠাইবেন এবং তিনি তাহা জজ সাহেবেরদের মধ্যে বিলি করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সা-লের ১৭ জুনের নির্দ্ধারণ।

১০৬। যে জজ সাহেব মোকদ্দমা শুননির নিমিত্তে প্রস্তুত করেন তাঁহার আমলার প্রতি এই হুকুম হইবেক যে তিনি উত্তর কালে কেবল অজুহাত এবং জওয়াব অজুহাত এবং বাদি প্রতিবাদিরদের ওকালৎনামা এবং যে২ দলীলদস্তাবেজ সদর আ-দালতে দাখিল হইয়াছে তাহা অন্য জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ হইবার জন্যে একত্র করেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২৮ মের নির্দ্ধারণ।

১০৭। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারায় মিসিলের বোযদাদে যাহা লিখিবার হুকুম আছে তাহা যদি আপীলী কোন মোকদ্দমায় অধস্থ আদালতের রোয়দাদের মধ্যে দৃষ্ট না হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওয়া মোকদ্দমার আদি কার্য্য যে জজ সাহেব নির্ব্বাহ করিতেছেন তিনি অধস্থ আদালতহইতে ঐ রোয়দাদ তলব করিবেন। এবং যদি দৃষ্ট হয় যে এমত কোন কাগজ প্রস্তুত হয় নাই তবে ইঙ্গরেজী বৈঠকে জজ সাহেবেরা একত্র হইলে ঐ জজ সাহেব সেই বিষয় তাঁহারদি-গকে জানাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ৩০ অক্টোবরের নির্দ্ধারণ।

১০৮। যে সকল মোকদ্দমা শুননির জন্যে প্রস্তুত হয় তাহার সঙ্গে২ পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে এক রুবকারী প্রস্তুত হই-

যেক এবং যে জজ সাহেব ঐ মোকদ্দমা শুনানির জন্যে প্রস্তুত করেন তিনি তাহাতে দস্তখৎ করিবেন"।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৪ মের নির্দ্ধারণ।

১০৯। আপীল করণের যে মিয়াদ আইনে নিরূপণ আছে তাহার মধ্যে যদি আপেলাণ্ট স্বয়ং অথবা তাহার উকীল কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোখ্তারের দ্বারা অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল সমেত আপনার আপীলের আরজী সিরিশ্তায় দাখিল করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর ইহার তহকীক করিবেন যে ইষ্টাম্প কাগজ ও অন্যান্য বিষয়ে ঐ দরখাস্ত আইনমতে হইয়াছে কি না এবং যদি হইয়া থাকে তবে ঐ আপীলের দরখাস্ত আদালতের নথীতে রাখিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১ দফা।

১১০। আপীলের দরখাস্ত আদালতের নথীতে রেজিষ্টরী হইলে ডেপুটী রেজিষ্টর রীতিমত রেস্পাণ্ডেণ্টের উপর এত্তেলানামা জারী করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার মিসিল তলব করিয়া হুকুম করিবেন যে ঐ ডেপুটী রেজিষ্টরের কর্ম্মকারী জিলার আদালতে পঁহুছনের পর দুই মাসের মধ্যে জিলার জজ সাহেব তাহা পাঠাইবেন। এবং রেস্পাণ্ডেণ্টের হাজির হওনের এত্তেলানামা ও ইশ্তিহারনামা তৎসমকালে জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠাইতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ২ দফা।

১১১। যদি আপীলের দরখাস্তের মধ্যে আপীলের হেতু লেখা গিয়াছে এবং যদি অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল তাহার সঙ্গে দাখিল হইয়াছে তবে পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসারে জিলার জজ সাহেবের নিকটে যে হুকুম ডেপুটী রেজিষ্টর পাঠাইয়াছিলেন তাহার রিটর্ণ না পঁহুছনপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমা আপনার দফ্তরে রাখিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ৩ দফা।

১১২। যদ্যপি আপীলের দরখাস্তে আপীলের হেতু না লেখা গিয়াছে এবং যদি অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল তাহার সঙ্গে দাখিল না হইয়াছে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর আপীলের হেতু এবং আপীলহওয়া যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার নকল দাখিল করণের নিমিত্তে আপীলের দরখাস্ত সিরিশ্তায় দাখিল করণের তারিখের পর আপেলাণ্টকে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ দিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২০ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ৪ দফা।

১১৩। যে কাগজপত্র এইরূপে তলব হয় তাহা যদি পূর্ব্বোক্ত বিধির নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে সিরিশ্তায় দাখিল হয় তবে দ্বিতীয় বিধির অনুসারে জিলার আদালতে যে হুকুম পাঠান গিয়াছিল তাহার রিটর্ণ না পঁহুছনপর্য্যন্ত ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ মোকদ্দমা আপনার দফ্তরে রাখিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ৫ দফা।

رو بکاری مثل عدالت دیوانی صدر مقام کلکتہ کے بہ نشست حاکم عدالت

مذکورہ کے واقع تاریخ سنہ ۱۸ عیسوی مطابق سنہ ۱۲۴ بنگلہ

اپیلاست

رسانذست

ملاحظہ سے کاغذات نتھی صدر کے معلوم ہوا کہ اپیلانت مالکن شرایط اپیل کا بجا لایا اور تمامیر اخبار رسانذت مطابق قانون کے عمل مین آیا اور روبداد مقدمہ پہونچا اسو اسطے بموجب فہرست منسلکہ نتھی کے یہہ مقدمہ حسب سررشتہ مرتب اور قابل تقسیم ہی اسلئے حکم ہوا کہ کاغذات نتھی بذریعہ فہرست علیحدہ دستخطی اسجانب واسطے تقسیم حضور حاکمان اعدالت کے صاحب رجسٹر کے پاس بھیجا جاوے فقط

১১৪। যদি নিরূপিত সময়ের মধ্যে আপীলের হেতু এবং ডিক্রীর নকল দাখিল না হয় তবে ডেপুটী রেজিষ্টরের জিজ্ঞাসিত সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে সদর আদালতের যে২ জজ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন তাহারদের কোন এক জন জজ সাহেবকে ডেপুটী রেজিষ্টর নিরূপিত মিয়াদ অতীত হইলে তাহা জানাইবেন।— সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ৬ দফা।

১১৫। যদি আপীলের দরখাস্ত জিলার আদালতের সিরিশ্‌তায় দাখিল হইয়া থাকে তবে আপীলের হেতু এবং ডিক্রীর নকল দাখিল করণের নিমিত্তে যে ছয় সপ্তাহ মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা সদর আদালতে দরখাস্ত পঁহুছনের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ৭ দফা।

১১৬। যদি ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারার বিধির অনুসারে আপেলাণ্ট আপনার আপীলের হেতু দাখিল করিতে অধিক মিয়াদের দরখাস্ত করে তবে পূর্ব্বোক্তমতে সদর আদালতে যে জজ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহাতে ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ দরখাস্ত এবং আপীলের দরখাস্ত দিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ৮ দফা।

১১৭। আপেলাণ্টের মোকদ্দমার সমস্ত তদবীর সমাপ্ত হইলে এবং জিলার আদালতহইতে আবশ্যক সকল রিটর্ণ এবং মিসিল পঁহুছিলে পর রেস্পাণ্ডেণ্টকে আপনার জওয়াব দাখিল করণের নিমিত্তে ডেপুটী রেজিষ্টর পনের দিন মিয়াদ দিবেন। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ৯ দফা।

১১৮। রেস্পাণ্ডেণ্টের জওয়াব দাখিল হইলে অথবা না হইলে দাখিল করণের নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পর ডেপুটী রেজিষ্টর বিলি করণের উপযুক্ত মোকদ্দমার ফিরিস্তিতে ঐ মোকদ্দমা রাখিবেন। যদি ঐ জওয়াব নিরূপিত মিয়াদের পর কিন্তু কোন এক জন জজ সাহেবের নিকটে মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হওনের পূর্ব্বে গুজরাণ যায় তবে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহা লইয়া মোকদ্দমার মিসিলের সঙ্গে রাখিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১০ দফা।

১১৯। আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা অতীত হইলে যদি আপীল মঞ্জুর করণের দরখাস্ত দেওয়া যায় তবে যে জজ সাহেব ডেপুটী রেজিষ্টরের সিরিশ্‌তার জিজ্ঞাসিত বিষয় নিষ্পত্তি করিতে নিযুক্ত আছেন তাহার নিকটে তাহা অর্পণ হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১১ দফা।

১২০। যদি ডেপুটী রেজিষ্টর দেখেন যে অধস্ত আদালতের ডিক্রীর নকল প্রস্তুত এবং পৃষ্ঠে দস্তখৎ করিতে ঐ আদালতে কোন বেদাঁড়া হইয়াছে তবে তাঁহার উচিত যে ঐ বেদাঁড়ার রিপোর্ট পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে দেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১২ দফা।

১২১। কোন আপীলের বাদী বা প্রতিবাদী মরিলে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে হাজির করাইবার যথোচিত উদ্যোগ করিবেন। যদি তহকীক করণেতে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত কে এই বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে ডেপুটী রেজিষ্টর পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে সেই বিষয় জানাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৩ দফা।

১২২। যদি মৃত ব্যক্তির আইনমতে স্থলাভিষিক্ত নাবালগ কিম্বা উন্মাদ হয় তবে এক জন সৎসারাধ্যক্ষ নিযুক্ত হওনের নিমিত্তে যথোচিত উদ্যোগ হয় এতদর্থে ডেপুটী রেজিষ্টর পূর্ব্বোক্তমত নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে এ বিষয় জ্ঞাত করিবেন।— সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৪ দফা।

১২৩। আপেলাণ্টের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিরদের হাজির হওনের যে মিয়াদ নিরূপণ হইয়াছে যদি সেই মিয়াদের মধ্যে তাহারা হাজির না হয় অথবা স্থলাভিষিক্তের ন্যায় হাজির হওনের অনুমতি হইলে পর অথবা সৎসারাধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হওনের পর যদি ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি কিম্বা পূর্ব্বোক্ত বিধির অনুসারে নিযুক্ত সৎসারাধ্যক্ষ ছয় সপ্তাহের মধ্যে আপীলের সওয়ালজওয়াব করিতে ত্রুটি করে তবে পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ বিষয় জানাইবেন এবং ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধির অনুসারে কার্য্য হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৫ দফা।

[১৮৪৫ সালের ১৬ আইনের দ্বারা ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের যেরূপ মন্তান্তর হইয়াছে তদ্বিষয়ে ৬৫০ পৃষ্ঠায় দেখ।]

১২৪। জিলার আদালতের স্থানে ডেপুটী রেজিষ্টর যে বিষয় তলব করেন সেই বিষয়েতে কিছু বিলম্ব হইলে যে আদালতের স্থানে তলব হইয়াছিল সেই আদালতের জজ সাহেবকে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহা জানাইবেন। যদি এইরূপে দ্বিতীয়বার তলব হইলে পর বিলম্ব হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া সদরের জজ সাহেবের নিকটে ডেপুটী রেজিষ্টর তাহার রিপোর্ট করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৮ দফা।

[ত্রুটির নিমিত্তে মোকদ্দমা ডিসমিস করণের বিষয়ে বিধি ৬৪৭ পৃষ্ঠায় সপ্তম অধ্যায়ের ১০ ধারায় আছে।]

১২৫। নানা জজ সাহেবেরদের পেশ্‌কার প্রত্যেক জন জজ সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত থাকা সকল কার্য্যের কৈফিয়ৎ সপ্তাহে২ লিখিয়া আদালতের সিরিশ্‌তাদারকে দিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১৭ জুনের নির্দ্ধারণ।

১২৬। যখন কোন জজ সাহেব নূতন মোকদ্দমা চাহেন তখন তিনি তাহা রেজিষ্টর সাহেবকে জানাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১৭ জুনের নির্দ্ধারণ।

১২৭। যে জজ সাহেবের সম্মুখে কোন নম্বরী আপীল উপস্থিত হয় তিনি যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত অগৌণে অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখণের অথবা প্রতিবাদির হাজির করাওণের কি অধস্থ আদালতের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের হুকুম দিবেন।*—১৮৩২ সালের ১৬ ফেব্রুআরির ৬৭৫ নম্বরী আইনের অর্থ।

১২৮। গবর্ণমেণ্টের নিকটে আপীলের যে কৈফিয়ৎ সৎসরে২ পাঠাইতে হয় তাহা প্রস্তুত করণের অভিপ্রায়ে হুকুম হইল যে পাথরীয়া ছাপাখানায় প্রস্তুতহওয়া পাঠ† জজ সাহেবেরদের নিকটে পাঠান যায় এবং তাঁহারদের প্রতি এই হুকুম হয় যে তাঁহারদের বিচারাধীন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণের সময়ে ঐ পাঠের শিরোভাগে যে সকল বৃত্তান্ত নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সকল বৃত্তান্ত তাহার নিম্নে লিখিয়া ঐ কাগজ রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠান্।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের নির্দ্ধারণ।

১০ ধারা।

উকীল।

১২৯। জিলার আদালতের উকীলেরদের বিষয়ে যে২ নিয়ম আছে তাহা সদর আদালতের উকীলের বিষয়ে খাটে।—২ অধ্যায়ের ১৬ ধারাঅবধি ২২ ধারাপর্য্যন্ত দেখ [১৩০ পৃষ্ঠাঅবধি ১৪৫ পৃষ্ঠাপর্য্যন্ত।]

১৩০। যে২ ওকালৎনামায় মওক্কেল কি তাহারদের প্রতিনিধি ও মোখ্তার দস্তখৎ করে তাহার এবং যে মোখ্তারনামার ক্ষমতাতে ওকালৎনামাতে দস্তখৎ হয় তাহার মাতবরী নির্ণয়ের বিষয়ে উত্তর কালে দিব্য করিবার আবশ্যক হইবেক না। উক্ত প্রকার সকল দলীলদস্তাবেজে উপযুক্ত ও যথাবিধি দস্তখৎ হইয়াছে কি না ইহার ঝুঁকী কেবল উকীলের প্রতি থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২১ জুনের বিধির ১ দফা।

১৩১। যে২ মোকদ্দমায় কেবল মোখ্তার কি প্রতিনিধি নিযুক্ত হয় সেই২ মোকদ্দমায় উক্ত নিয়ম চলিবেক না। এইমত গতিকে চলিত নিয়মমতে মোখ্তারনামার মাতবরী সুকৃতি কি দিব্যের দ্বারা সাব্যস্ত করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২১ জুনের বিধির ২ দফা।

---

* এই নিয়ম ১৮৪০ সালের ২৯ মের এক নির্দ্ধারণক্রমে কিছু কালের জন্যে স্থগিত হইয়াছে। ঐ নির্দ্ধারণ এই যে ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের বিধির দ্বারা তাঁহারদের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে যাবৎ মূলতবী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ ঐ ক্ষমতানুসারে তাঁহারা কার্য্য না করেন এবং আদালতে যে প্রত্যেক নম্বরী আপীল করা যায় তাহা একেবারে নম্বরে দাখিল হয় এবং রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব করা যায় এবং জিলার আদালতহইতে রোয়দাদ তলব হয়।

† ১৮৩৬ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখের গবর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে যে সকল নালিশ কি মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি হইয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ।

আপীলের নম্বর।	নিষ্পত্তিকারি জজ সাহেবের নাম।	জিলার নাম।	মোকদ্দমার কার্য্য অতি ভাল হইয়াছে কি অতি মন্দ হইয়াছে।	পুনর্দৃষ্টিকারি জজ সাহেবের মন্তব্য কথা।

১৩২। সদর আদালতে দাখিল হইবার নিমিত্তে কলিকাতার বাহিরে দস্তখৎকরা সকল মোক্তারনামা যে জিলাতে হয় সেই জিলার মধ্যে তাহার মাতবরীর নির্ণয় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সিবিশ্‌তায় তাহার মাতবরীর নির্ণয় হইবেক এবং কলিকাতা শহরের মধ্যে যে সকল মোক্তারনামার দস্তখৎ হয় তাহাভিন্ন অন্য কোন মোক্তারনামার মাতবরীর নির্ণয় সদর আদালতের সিরিশ্‌তায় হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৩ সালের ২১ জুনের বিধির ৩ দফা।

১৩৩। যে মোক্তারনামাক্রমে ওকালৎনামা দেওয়া গিয়াছে তাহা এবং খরচার এবং ডিক্রী জারী বা স্থগিত করণের জামিনীপত্র এবং ওকালৎনামা এবং যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার সকল আপেলান্টকে আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে সদর আদালত অনুমতি দিয়া থাকেন। অন্যান্য সকল দলীলদস্তাবেজ পৃথক্ দরখাস্তে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে দাখিল করা গিয়া থাকে।—১৮৩৫ সালের ১৬ জুনের ৯৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৩৪। সদর আদালতে যে উকীল অথবা মোক্তারেরদের মোকদ্দমা থাকে সেই মোকদ্দমা যত কাল উপস্থিত থাকে তত কাল তাঁহারা নিয়মমতে সদর আদালতে হাজির হইবেন অথবা হাজির না হওনের কারণ এক আরজীর দ্বারা জানাইবেন। যদি তাঁহারা এই বিধানানুসারে কার্য্য না করে তবে মোক্তারী কর্ম্মহইতে তগীর হওনরূপ দণ্ডের যোগ্য হইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৩৫। যদি কোন উকীল ছুটী লইয়া স্থানান্তর হন তবে যে দিবসে তাঁহার ছুটীর শেষ হয় সেই দিবসে ফিরিয়া আসিতে হইবেক এবং যদ্যপি তিনি এমত না করেন তবে তাঁহার নাম উকীলের ইসমনবিসীহইতে কাটা যাওনের যোগ্য হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২৭ মার্চের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৩৬। যদি কোন উকীল ছুটী পাইয়া স্থানান্তরে যান এবং অতিরিক্ত কালের ছুটী পাইবার বাসনা করেন তবে ঐ অতিরিক্ত ছুটীর দরখাস্ত আদালতে এমত সময়ে দাখিল করিবেন যে অতিরিক্ত ছুটী না দেওয়া গেলে পূর্ব্বকার দেওয়া ছুটীর মিয়াদের মধ্যে আদালতে ফিরিয়া আসিতে পারেন। যদি পূর্ব্বোক্তমতে আদালতের অনুমতি না পাইয়া কোন উকীল প্রাপ্ত ছুটীর অতিরিক্ত কাল গরহাজির থাকেন তবে তাহার নাম উকীলেরদের ইসমনবিসীহইতে উঠান যাইবার যোগ্য হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২৭ মার্চের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৩৭। যখন কোন উকীল দশ দিনের অধিক কালের নিমিত্তে ছুটীর দরখাস্ত করে তখন যত মোকদ্দমার একাকী অথবা অন্য উকীলের সঙ্গে মোকরর থাকে তাহার এক কৈফিয়ৎ দাখিল করিবে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৩৮। উকীলের ছুটীর দরখাস্ত সদর আদালতের নাজির লইতে পারে না কিন্তু সেই প্রকার সকল দরখাস্ত রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে করিতে হইবেক এবং তিনি তাহা সদর আদালতে জানাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৩৯। ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে নিযুক্ত উকীল অথবা মোক্তার যে২ মোকদ্দমাতে মোকরর হয় সেই২ মোকদ্দমার কাগজপত্র দৃষ্টি করিতে এবং দরখাস্ত ও সওয়ালজওয়াবপ্রভৃতি দাখিল করিবার জন্যে আদালতের মুহুরীরদিগের নির্দ্দিষ্ট কামরায় যাইতে পারিবে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ১৮ ফেব্রুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৪০। প্রত্যেক উকীল এবং মোক্তার এক জন মুহুরীর নিযুক্ত করিতে পারেন এবং তাঁহার কার্য্যের বিষয়ে ঐ উকীল অথবা মোক্তার দায়ী হইবে এবং তাহারদের যে সকল কাগজপত্রের আবশ্যক হয় তাহার নকল লইবার নিমিত্তে ঐ মুহুরীর রিকার্ড দফ্তরে যাইতে পারিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ১৮ ফেব্রুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৪১। যে উকীল এবং মুহুরীর সদর দেওয়ানী আদালতের সিরিশ্‌তাদারের দফ্তরে আপনারদের ওকালৎনামা ও অন্যান্য কাগজপত্র দাখিল করে ঐ কাগজপত্র দাখিল করণের প্রমাণের ন্যায় তাহা লইবার নিমিত্তে যে আমলা নিযুক্ত আছে তাহার বহীতে তাহারা সহী করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ৯ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৪২। ১৮৩৫ সালের ৯ জানুআরির নির্দ্ধারণ মতান্তর হইল। ১৮৩৪ সালের ১৮ ফেব্রুআরির নির্দ্ধারণক্রমে যে২ মুহুরীরকে উকীলেরা নিযুক্ত করে ঐ মুহুরীরেরদের প্রতি এই অনুমতি হইল যে ঐ উকীলেরা বর্ত্তমান না থাকিলে তাহারা দরখাস্ত এবং অন্যান্য দলীলদস্তাবেজ দাখিল করিতে পারেন এবং দফ্তরের বহীতে তাহা লিখিত হওনের বিষয়ে সহী করিতে পারেন। এবং যে২ উকীলের জন্যে তাহারা সেই কর্ম্ম করেন তাঁহারদের নাম নীচে লিখিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৬ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণ।

১৪৩। ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে নিযুক্ত উকীল অথবা মোক্তার কোন বিশেষ জজ সাহেবের নিকটে উপস্থিত থাকা কিম্বা তাঁহার সম্পর্কে হওয়া মোকদ্দমা বা বিষয়ের দরখাস্ত দাখিল করিলে সেই দরখাস্তে তাঁহারা আপনারদের ঝুঁকীতে ঐ জজ সাহেবের নাম লিখিবেন। তাহার অভিপ্রায় এই যে সেই বিষয় মুৎফরক্কা সিরিশ্‌তার ভারপ্রাপ্ত জজ সাহেবের নি-

কটে দরপেশ করণের আবশ্যক না হইয়া একেবারে ঐ বিশেষ জজ সাহেবের নিকটে অর্পণ হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ৮ আগষ্টের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৪৪। যে মোকদ্দমায় সরকার এক পক্ষ হন সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে সরকারী উকীল রেবিনিউ বোর্ডের দ্বারা অথবা অন্য যে কর্ম্মকারক ঐ আপীল করিয়াছিলেন কিম্বা জওয়াব দিয়াছিলেন সেই কর্ম্মকারকের দ্বারা সরকারের স্থানে তাঁহার পাওনা রসুম আদায় করিতে পারেন এই নিমিত্তে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকারি জজ সাহেব ঐ সরকারী উকীলের পাওনা রসুম আপন হুকুমের উপর টুকিয়া রাখিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ৮ আগষ্টের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৪৫। যে গতিকে সদর আদালতে আমানৎহওয়া রসুমের কতক অংশ উকীলেরদিগকে দিতে এবং অবশিষ্টাংশ উভয় বিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করিয়া থাকেন অথবা যে গতিকে যে ইষ্টাম্প কাগজে আপীল ও খাস আপীলপ্রভৃতির দরখাস্ত লেখা গিয়া থাকে সেই ইষ্টাম্পের সমুদয় টাকা কিম্বা কতক অংশ ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণের লিখিত সর্টিফিকটক্রমে উভয় বিবাদিকে ফিরিয়া দিতে হয় সেই২ গতিকে যদি ঐ উকীল বা মোখ্তার আপনার ওকালৎনামার অথবা মোখ্তারনামার লিখিত বিশেষ কথার দ্বারা ঐ টাকা লইতে ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন তবে আদালতের খাজাঞ্চীর প্রতি ঐ উকীল অথবা মোখ্তারকে টাকা দিতে নিষেধ আছে এবং তাঁহারা যখন টাকা লইবার এরূপ ক্ষমতা দেখাইতে না পারেন তখন যে ব্যক্তি ঐ টাকা পাইবার অধিকার রাখে সে ব্যক্তি যাবৎ ঐ টাকার নিমিত্তে সদর আদালতে দরখাস্ত না করে এবং ঐ টাকা দিতে সদর আদালত হুকুম না করেন তাবৎ ঐ টাকা সদর আদালতে আমানৎ থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ৩ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৪৬। সদর আদালতের উকীলেরা আদালতে যে সকল বিজ্ঞাপন করেন তাহার সত্যাসত্যতার বিষয়ে তাঁহারদিগকে দায়ী জ্ঞান করা যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণ।

১৪৭। কোন মোকদ্দমায় নিযুক্তহওয়া উকীল কিম্বা মোখ্তারকে ডেপুটী রেজিষ্টরের কোন হুকুমের লিখিত এত্তেলা দেওয়া গেলে সেই হুকুম হওনের বিষয়ে ঐ উকীল বা মোখ্তারকে যথোচিত সম্বাদ দেওয়া হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক। কিন্তু যদ্যপি সেই হুকুম উকীল অথবা মোখ্তারের সাক্ষাতে দেওয়া গিয়া থাকে তবে সেইমত এত্তেলা সুতরাং তাঁহাকে দেওনের আবশ্যক হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ২৪ দফা।

১৪৮। আদালতের মোকরবী কোন উকীল অথবা মোখ্তার যদি জানিয়া শুনিয়া ডেপুটী রেজিষ্টরের দফ্তরে হাজির হইতে ত্রুটি করে তবে সেই উকীল বা মোখ্তার আপন কর্ম্মহইতে তগীর হওনের যোগ্য হইবে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ২৫ দফা।

১৪৯। সদর আদালতের উকীলের মরণ বা মসপেণ্ড হওন কি ইস্তাফা দেওন বা তগীর হওনের সম্বাদ ডেপুটী রেজিষ্টর ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের নিরূপিতমতে দিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৬ দফা।

১৫০। যদি ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ১৮ ধারার ৩ প্রকরণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে আপেলাণ্ট অন্য উকীল নিযুক্ত করিয়া অথবা স্বয়ং হাজির হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে ত্রুটি করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন এবং ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের বিধির অনুসারে কার্য্য হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৭ দফা।

১৫১। সদর দেওয়ানী আদালতের উকীলেরা নিজামৎ আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন।—১৮৩০ সালের ১৮ জুনের ৫৬৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

[১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের বিধান দেখ। ১৩৪ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৭৮ নম্বরঅবধি ২৮১ নম্বরপর্য্যন্ত।]

১৫২। ১৮৪৬ সালের ১ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮৩৩ সালের ১২ আইন রদ হওনের উপলক্ষে নীচের লিখিত নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের নির্দ্ধারণ।

১৫৩। যে২ উকীল ইঙ্গরেজী ভাষা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা যখন কোন মোকদ্দমার উভয় পক্ষের দ্বারা নিযুক্ত হন তখন যে জজ সাহেবের নিকটে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তিনি আপন বিবেচনাক্রমে সেই ভাষাতে জোবানী সওয়াল জওয়াব করিতে হুকুম দিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের নির্দ্ধারণ।

১৫৪। কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ভাষাতে সওয়াল জওয়াব করিতে পারেন এমত ব্যক্তিকে একবার উকীল নিযুক্ত করিলে পর যদি আপনার ঐ উকীল বদল করে তবে তৎপ্রযুক্ত যে জজ সাহেবের সমক্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত

যাঁকে তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের উকীলকে ইঙ্গরেজী ভাষায় সওয়াল জওয়াব করণের অনুমতি দিতে কোন আপত্তি হইবেক না। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরের নির্দ্ধারণ।

১৫৫। যদি কোন ব্যক্তি আপনার মোকদ্দমা আপনি চালাইতে চাহে কিন্তু হিন্দুস্থানী অথবা উর্দ্দু ভাষা কহিতে পারে না তবে সেই ব্যক্তি এক দোভাষির খরচ দিবেক এবং ঐ দোভাষী আদালতে সওয়াল জওয়াব করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ১৫ মের নির্দ্ধারণ।

১৫৬। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে* এই এজহার করে যে আমি হিন্দুস্থানী কি উর্দ্দু ভাষা কহিতে পারি না এবং এক দোভাষির খরচ দিতে পারি না তবে আদালতের জজ সাহেব এক দোভাষিকে শপথ করাইয়া নিযুক্ত করিবেন এবং ঐ দোভাষির খরচ সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ১৫ মের নির্দ্ধারণ।

১৫৭। উকীলেরা যেং কাগজপত্র দাখিল করেন সেই কাগজপত্রের মধ্যে যত কথা কাটা গিয়াছে কি মতান্তর হইয়াছে তাহার সংখ্যা লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবেন নতুবা সেই কাগজ অগ্রাহ্য হইবার যোগ্য হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১৭ আপ্রিলের নির্দ্ধারণ।

১৫৮। উকীলেরা আপনারদের মক্কেলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে পারেন এবং আপনারদের মোকদ্দমা প্রস্তুত করিতে পারেন এনিমিত্তে প্রতিশুক্রবারে কোন দেওয়ানী কার্য্য আদালতে হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১৮ আপ্রিলের নির্দ্ধারণ।

১৫৯। যেং মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় সরকার লিপ্ত আছেন সেই সকল মোকদ্দমার যে সময়ে শুনানি হইবেক তাহা জানিবার নিমিত্তে সরকারী উকীল দরখাস্তের রহী অন্বেষণ করিতে এক জন মুহুরী নিযুক্ত করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৯ মের নির্দ্ধারণ।

১১ পারা।

সদর আদালতে সাক্ষী ও সাক্ষ্য।

১৬০। যে কালে মফঃসল আপীল আদালতে নিষ্পত্তিহ ওয়া মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হয় সে কালে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অনুমান করেন যে মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার বিচার যথার্থ হয় নাই তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে এইহেতুক অথবা কারণান্তরেই বা হউক চাহেন আপনারা অন্য যে সাক্ষিদিগের কথা সে মোকদ্দমার যথার্থ নিষ্পত্ত্যর্থে শুনন আবশ্যক জানেন তাহারদিগের কথা শুনিয়া নিষ্পত্তি করেন অথবা যে মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে পুনর্ব্বার সেই মফঃসল আপীল আদালতে অর্পণ করেন যদি সে মোকদ্দমা মফঃসল আদালতে সমর্পণ হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সে বিষয়ে অন্য সাক্ষিদিগের কথা শুনিতে হইলে যে হেতুতে শুনিতে হয় সেই হেতুপ্রযুক্ত উভয় বিবাদী ও সেই সাক্ষিদিগের সম্বন্ধে ক্লেশ না হইবার এবং সঙ্গত বিচার হইবার কারণ বিহিত বুঝিয়া মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের হুকুম লিখেন। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে কালে ঐ ক্ষমতাক্রমে কার্য্য করেন সে কালে তাহার হেতু রোয়দাদে লেখান। যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সেই সকল সাক্ষির কথা সদর দেওয়ানী আদালতে শুনন উচিত জানেন তবে চাহেন আপনারা সেই সকল সাক্ষির কথা দরবারের সময়ে সুকৃতিপূর্ব্বক শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের স্বাক্ষর করাইয়া লন্ অথবা রেজিষ্টর সাহেবকে অনুমতি করেন যে সেই সাক্ষিদিগের কথা সুকৃত্যানুসারে শুনিয়া জোবানবন্দীতে তাহারদিগের স্বাক্ষর করাইয়া তাহাতে আপনিও সহী করেন এই মতের যাহা সঙ্গত বিচারের এবং মোকদ্দমার বেওরা বোধের ও সাক্ষিদিগের গতিকে বিহিত বুঝেন্ তাহাই করিবেন যদি রেজিষ্টর সাহেবকে সাক্ষিদিগের কথা শুনিতে হয় তবে সেই রেজিষ্টর সাহেব উভয় বিবাদি কিম্বা উভয় পক্ষের উকীলদিগের সমক্ষে সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করাইবেন এবং উভয় বিবাদী ও উভয় পক্ষের উকীলদিগেরে হুকুম আছে যে সেই সাক্ষিদিগের স্থানে যে কিছু প্রশ্ন অর্থাৎ সওয়াল করিতে চাহে তাহা করে এবং উভয় পক্ষের সকল সওয়াল ও সাক্ষিরা তাহার যে জওয়াব দেয় তাহা একত্র লেখা গিয়া তাহাতে প্রত্যেক সাক্ষির স্বাক্ষর করা যাইবেক

* এজহারের পাঠ। যে মোকদ্দমায়কাশীনাথ ফরিয়াদী ও দীননাথ আসামী সেই মোকদ্দমায় আমি (আপেলাণ্ট অথবা রেসপাণ্ডেণ্ট) ইহার দ্বারা এজহার করিতেছি যে আমি আপনার সওয়ালজওয়াব হিন্দুস্থানী অথবা উর্দ্দুভাষায় করিতে পারি না এবং এক জন দোভাষির খরচ দিতে পারি না।

এবং রেজিষ্টর সাহেবের সহীও তাহার উপর হইবেক কিন্তু যদি উভয় বিবাদী কিম্বা উভয় পক্ষের উকীলেরা সেই সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী রেজিষ্টর সাহেবের সাক্ষাৎ হইবেক এমত সংবাদ পাইয়া সে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর কালে হাজির না হয় তবে রেজিষ্টর সাহেব উভয় বিবাদী ও উভয় পক্ষের উকীলেরা হাজির না হইলেও উপরের লিখনক্রমে সে সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দী করাইবেন ও সে জোবানবন্দী মাতবর জ্ঞান হইবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৬ ধা।

১৬১। ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ চতুর্থ আইনের ৬ ষষ্ঠ ধারায় যে সকল স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ হইয়াছে তাহারদিগের ন্যায় যদি কোন স্ত্রীলোক সাক্ষী হয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের এলাকার কাছারীহইতে ৫০ পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তরে কোন সাক্ষির অবস্থিতি থাকে তবে সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতে এ প্রকার সাক্ষির জোবানবন্দীর কারণ আমীন পাঠাইবার বিষয়ে যে ধার্য্য আছে তদনুসারে সেই সাক্ষির জোবানবন্দীর নিমিত্তে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা আমীন পাঠাইবেন এবং সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সাক্ষিরদিগের জোবানবন্দীর জন্যে আমীনের মতে স্ত্রীলোকদিগকে পাঠাইবার বিষয়ে ও পত্রাদি পাঠাইতে যেমত সাধ্য রাখেন তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর কারণ আমীন পাঠাইতে ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগকে পত্রাদি লিখিতে ক্ষমতা রাখিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৭ ধা।

[অনুপস্থিত সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর বিষয়ে বিধি ২৬৬ পৃষ্ঠায় ৩ অধ্যায়ের ২৩ ধারাতে আছে।]

১৬২। সদর দেওয়ানী আদালতহইতে কোন সাক্ষির নামে সফীনা অর্থাৎ পরওয়ানা গেলে যদি সে সাক্ষী হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া সুকৃতি করিতে কিম্বা সাক্ষ্য দিতে অথবা জোবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে না চাহে কিম্বা সেই সাক্ষী অথবা অন্য কেহ কোন মোকদ্দমায় সুকৃতির অন্যথা করে এতাবতা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের কিছু অবজ্ঞা করে তবে এই সকল রূপে এ প্রকার লোকদিগের প্রতি যেমত উদ্যোগ করিতে সকল মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে হুকুম আছে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরাও সেই মত সকল উদ্যোগ তাহারদিগের প্রতি করিবেন ইতি। ১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৮ ধা।

১৬৩। যদি দেওয়ানী কোন মোকদ্দমার রুবকারীর কি তজবীজের সময়ে কোর্ট আপীলের সাহেবদিগের কি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা ঐং আদালতের এক জন সাহেবের প্রতি ক্ষমতা থাকন মতে তাঁহার বিবেচনায় বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের কোন পক্ষকে কি কোন সাক্ষিকে মিথ্যা হলফ করণ কি তাহা করিতে অন্যেরে প্রবৃত্তি লওয়ানপ্রযুক্ত দায়েরসায়েরী আদালতের তজবীজের নিমিত্তে সোপদ্দ করা উচিত বোধ হয় তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার কথাসম্বলিত আপনারদিগের মতের কথা লেখান্ ও আসামীকে জামিনীতে কি কয়েদে রাখিবার হুকুম দেন্ ও ঐ হুকুমের নকল আদালতের মোহর ও আপনং দস্তখৎযুক্তে মোকদ্দমার সমস্ত আসল কাগজসহিত আসামীর নিবাস যে জিলা কি শহরের অধিকারে হয় সেই জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ও তাহা সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পঁহুছিলে পর তাঁহার কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিতমতে কার্য্য করেন্ ইতি।—১৮১৭ সা। ১৭ আ। ১৪ ধা। ৩ প্র।

১৬৪। সদাসর্ব্বী আপীল শুনিবার সময়ে আপেলাণ্ট ও রেসপাণ্ডেণ্টদিগকে আপনং কথা সাক্ষিরদের জোবানবন্দীর দ্বারা সাব্যস্ত করিতে সদর আদালতের সাহেবেরদের বারম্বার হুকুম দিতে হইয়াছে অতএব তাঁহারা সিবিল জজ সাহেবেরদের এবং জজ সাহেবের সিবিশতার চলিত কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে কার্য্যনির্ব্বাহের নীচের লিখিত বিধান নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন।— ১৮৪৫ সালের ২৮ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৬৫। যখন সদর দেওয়ানী আদালতের এক রুবকারীর নকল সমেত কোন দরখাস্ত জিলার আদালতে দরপেশ হয় এবং সেই রুবকারীতে এই হুকুম থাকে যে আপেলাণ্ট কি রেসপাণ্ডেণ্ট যাহা কহিয়াছে তাহার কোন বিষয় সাব্যস্ত করেন্ তখন জজ সাহেবের কি তাঁহার সিবিশতার ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য যে কোন বিশেষ হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া যে সকল সাক্ষী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা যায় তাহারদের জোবানবন্দী লন্ এবং বিবাদের বিষয়ের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ে তাঁহার মত লেখেন্ এবং দরখাস্তকারিকে তাহার রুবকারীর দস্তখৎহওয়া নকল লইতে অনুমতি দেন্।—১৮৪৫ সালের ২৮ মার্চের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৬৬। মোকদ্দমার আসল জওয়াবের যে ওজরের উপর নির্ভর ছিল সেই ওজরের স্পষ্ট বিপরীত এক দলীল যদি ঐ

মোকদ্দমার প্রতিবাদী চাতুরীক্রমে চাপিয়া রাখিয়াছিল তবে সদর আদালত তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য করিবেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৫ সালের ২৫ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১১২ পৃষ্ঠা। মন্তব্য কথা।

১৬৭। যদি সদর দেওয়ানী আদালতে কোন ওজর উপস্থিত করা যায় এবং তাহার পূর্ব্বে মোকদ্দমা কয়েকবার হওনের কোন সময়ে তাহার উল্লেখ হয় নাই এবং তাহা সত্য হইলে যে কারণে তাহার উল্লেখ হইল না তাহা দর্শান না যায় তবে সেই ওজর স্পষ্টতঃ মিথ্যা বোধ হইয়া অগ্রাহ্য হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৩ সালের ১৪ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ৬৩ পৃষ্ঠা।

১৬৮। যদি এইমত স্পষ্ট এবং অসন্দিগ্ধ প্রমাণ হয় যে প্রবিন্সাল আদালত যে এক মোকদ্দমার ডিক্রী করিলেন সেই ডিক্রীর পূর্ব্বে কোন বিশেষ সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারিল না তবে আপীল হইলে সদর আদালত ঐ নূতন সাক্ষ্য গ্রাহ্য করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৬ সালের ১ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৫৯ পৃষ্ঠা।

১৬৯। সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী সদর আদালতে সাক্ষ্যস্বরূপ শাদা কাগজে গ্রাহ্য হইতে পারে।—১৮৪০ সালের ৯ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩০ পৃষ্ঠা।

১২ ধারা।

সদর আদালতের হুকুমনামা ও পরওয়ানা।

১৭০। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানহইতে তাঁহারদিগের আদালতের উপস্থিত যে মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা উভয় পক্ষের সাক্ষিদিগের তলবে অথবা ডিক্রী জারী কিম্বা অন্যং কার্য্যের নিমিত্তে যে সকল হুকুম হয় তাহাতে কর্ত্তব্য যে সে সকল হুকুম সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যায় পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখা গিয়া কিম্বা ছাপা হইয়া প্রকাশ পায় ও তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ হয় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।

১৭১। সদর দেওয়ানী আদালতে উভয় বিবাদী ও উকীল ও অন্য যে সকল লোক হাজির থাকে তাহাছাড়া উভয় বিবাদী ও সাক্ষী ও অন্য লোকদিগের প্রতি এমত সকল হুকুম জারীর কারণ যে এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার উত্থাপন হইয়া থাকে কিম্বা সেই বিরোধের ভূমি যে এলাকায় রহে অথবা উভয় বিবাদী যে এলাকায় থাকে কিম্বা বসত করে সেই এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে হুকুমনামা লিখেন এবং উভয় বিবাদিপ্রভৃতির প্রতি সকল হুকুম জারী করিবার ও সদর দেওয়ানী আদালতে সেই হুকুমনামা ফিরিয়া পাঠাইবার বিষয়ে মিয়াদ অর্থাৎ কালের নিয়ম সেই হুকুমনামায় লেখা যায় ইতি। —১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।

১৭২। সদর দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞাক্রমে তোমাকে জ্ঞাত করিতেছি যে ১৭৯৩ সালের ৬ আইনের ১৩ ধারাক্রমে তোমার আদালতে অর্থাৎ মফঃসল আপীল আদালতে এবং তোমার এলাকার জিলা ও শহরের আদালতে উভয় বিবাদি এবং সাক্ষিদের প্রতি যে সমস্ত হুকুমনামা এবং মোকদ্দমাঘটিত ঐ আদালতের ডিক্রী ও হুকুম পাঠাইতে হয় তাহা দেশীয় ভাষায় লিখিয়া ইঙ্গরেজী ভাষার প্রিসেপ্টের মধ্যে করিয়া পাঠাইবেন অতএব এই সদর আদালতের সঙ্গে তোমার যখন কিছু লিখনপঠন করিতে হয় তখন তুমি তদনুরূপ কার্য্য করিবা।—১৮০১ সালের ২০ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

১৭৩। সদর দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত যে মোকদ্দমার উভয় বিবাদী কিম্বা উভয় পক্ষের সাক্ষিদিগের তলবে অথবা ডিক্রী জারী কিম্বা অন্যং কার্য্যের নিমিত্তে সে সকল হুকুম জারীর বিষয়ে যে হুকুমনামা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানহইতে কোন মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের নামে যায় সে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সকল হুকুম জারী করিয়া সেই হুকুমনামা নিয়মিত কালের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের স্থানে ফিরিয়া পাঠান্ কিম্বা তাহা জারী না হইলে যে হেতুতে না হয় তাহা লিখেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।

১৭৪। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে নানা জিলার ও শহরের জজ সাহেবেরদের যে সকল সম্বাদ সদর আদালতে জানাইতে হয় তাহা ইঙ্গরেজী ভাষার সর্টিফিকট অথবা রিটর্ণের মধ্যে না লিখিয়া সেই সকল সম্বাদ তাঁহারদের রোয়-

দাদের খোলাসার মধ্যে এবং ঐ খোলাসাসম্পর্কীয় আসল দস্তাবেজে লেখা থাকিবেক। তাহার তাৎপর্য্য এই যে যে বৃত্তান্ত সদর আদালতে জানাইতে হয় তাহা ইঙ্গরেজী সর্টিফিকটে অথবা রিটর্ণে দৃষ্টি না করিয়া সদর আদালত অবগত হইতে পারেন।—১৮০১ সালের ২৫ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৭৫। সকল হুকুমনামা ও ডিক্রী জারী হইবার বেওরা তাহার পৃষ্ঠে অথবা পৃথক্ কাগজে লিখিয়া সেই হুকুমনামা কিম্বা ডিক্রীর সহিত সংলগ্ন করিয়া পাঠান্ যদি পৃথক্ কাগজে তাহা জারী হইবার বেওরা লিখেন্ তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে সেই হুকুমনামা কিম্বা ডিক্রীর পৃষ্ঠে এমত কিছু শব্দ লিখেন্ যে তদনুসারে সে বেওরা পৃথক্ কাগজে লিখিতহওন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বোধ হয়। এবং সেই হুকুমনামা কিম্বা ডিক্রী ও তাহা জারী হইবার নকল আপনারদিগের আদালতের সিরিশ্‌তায় রাখেন্ ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।

১৭৬। যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার উভয় বিবাদির কাহারো প্রতি কিছু হুকুম জারীর বিষয়ে অধীন আদালতে হুকুমনামা পাঠান্ সে কালে যদি সে লোক অনেক তত্ত্বে না মিলে কিম্বা পলায় অথবা আপন ঘরে কিম্বা অন্যের ঘরে লুকায় কিম্বা কোন স্থানে যায় যে এই সকল কারণে সে হুকুম তাহার প্রতি জারী হইতে না পারে তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই হুকুমনামার নকল সহিত এক ইশ্‌তিহারনামা এই মজমুনে যে যদি সে লোক নিয়মিত কালের মধ্যে হুকুমমতে কার্য্য না করে তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা অন্য হুকুম ও খবর না দিয়া তাহার গরহাজিরীতে ও অসমক্ষে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। সুবে বাঙ্গালা ও সুবে উড়িষ্যার মধ্যে হইলে পারসী ও বাঙ্গলা অক্ষর ও ভাষায় ও সুবে বেহারের মধ্যে হইলে পারসী ও নাগরী অক্ষর ও ভাষায় লেখাইয়া মফঃসল আপীল আদালতের কাছারীতে অনেকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কাইয়া তাহার নকল এত ত্বরাতে হয় সে লোকের বসত বাটীর পুরদ্বারে অর্থাৎ সদর দরওয়াজায় কিম্বা যে গ্রামে সে লোক বাস করে তথায় অনেক লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়াইয়া সে হুকুমনামার লিখিত সকল হুকুম জারীর বেওরাযুক্তে সেই ইশ্‌তিহারনামার নকল করিয়া উপরের লিখনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্ ইতি। —১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৪ ধা।

১৭৭। কোন মোকদ্দমার উভয় বিবাদির কাহারো প্রতি কিছু হুকুম জারীর বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমনামা কোন অধীন আদালতের সাহেবদিগের নামে গেলে সেই অধীন আদালতের সাহেবেরা সে হুকুম জারী হইবার বেওরা সেই হুকুমনামার পৃষ্ঠে এইমতে লিখিয়া তাহা ফিরিয়া পাঠাইবেন যে সে লোক পলাইয়াছে কিম্বা আপন ঘরে অথবা অন্যের ঘরে লুকাইয়াছে কিম্বা কোন স্থানে গিয়াছে একারণ তাহার প্রতি সে হুকুম জারী হইল না অথবা তাহার তত্ত্ব অনেক করা গেল তথাচ মিলিল না এবং নিয়মানুসারে ইশ্‌তিহারনামাও লট্‌কান গিয়াছিল। এমতে সে হুকুমনামা ফিরিয়া আসিবাতক যদি সে লোক হাজির না হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যেরূপে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি সে লোক হাজির থাকিলে করিতেন এ গতিকেও সেইরূপে তাহার অসাক্ষাৎ সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৫ ধা।

১৭৮। কলিকাতাস্থ ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই রাজধানীর অধীন দেশে যে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত কিম্বা অন্য উপরিস্থ আদালত থাকে সেই আদালতের কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী হুকুম কলিকাতা ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই শহরে শ্রীযুত বাদশাহের আদালত স্থাপন হইলেও তাহাতে জারী করণের ক্ষমতা পাওয়া উচিত অতএব হুকুম হইল যে ঐ সদর দেওয়ানী এবং নিজামৎ আদালত এক্ষণে যেরূপে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই শহরের বাহিরে আপনারদের হুকুমনামা জারী করিতে বা করাইতে পারেন সেইমতে ঐ আদালতের অধীন ব্যক্তিরদের উপর গ্রেফ্তারী পরওয়ানা কলিকাতা ও মান্দ্রাজ এবং বোম্বাই শহরের মধ্যে জারী করিতে পারেন এবং ইহার বিরুদ্ধ কোন আইন বা চার্টর কি অন্য কোন বিষয় থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ সীমানায় যে সকল হুকুমনামা জারী করিতে হয় তাহা লিখিতক্রমে হইবেক এবং তাহার ইঙ্গরেজী ভাষা ও অক্ষরের এক তরজমা অথবা মর্ম্মের তরজমা তাহার নিম্ন ভাগে কি পৃষ্ঠে কি অন্য প্রকারে লেখা যাইবেক কি তাহার সঙ্গে গাঁথা যাইবেক এবং তাহাতে যে আদালত হইতে তাহা বাহির হয় তাহার কোন এক জন জজ সাহেবের দস্তখৎ হইবেক।—তৃতীয় জর্জের ৫৩ বৎসরীয় আইনের ১৫৫ অধ্যায়ের ১১৩ ধারা।

১৩ ধারা।

জজ সাহেবেরদের চিঠী ও আদালতের হুকুম প্রস্তুত করণ ও তাহাতে দস্তখৎ করণ।

১৭৯। যে তারিখে কোন হুকুম হইয়া থাকে তাহার পর পাঁচ দিবসের মধ্যে প্রত্যেক জজ সাহেবের পেশ্‌কার চিঠী প্রস্তুত করিয়া দস্তখতের জন্যে তাঁহার নিকটে দিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ১৯ জুনের নির্দ্ধারণ।

১৮০। হুকুম দেওনের পর দশ দিনের মধ্যে যদি জজ সাহেব ঐ চিঠীতে কোন কারণে দস্তখৎ করিতে না পারেন তবে পেশ্‌কার তাহাতে দস্তখৎ না হওনের কারণ এবং যে তারিখে তাহা দস্তখৎ হওনের জন্যে প্রস্তুত ছিল তাহা চিঠীর পৃষ্ঠে লিখিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ১৯ জুনের নির্দ্ধারণ।

১৮১। রোয়দাদের সঙ্গে যে চিঠীর নকল রাখিতে হইবেক তাহাতে জজ সাহেবের দ্বারা দস্তখৎ হওনের পর সাত দিনের মধ্যে সেই চিঠীর নকল প্রস্তুত করণের কর্ম্মে নিযুক্ত মুহুরীরেরা যে তাহা প্রস্তুত করেন এই বিষয়ে পেশ্‌কারের মনোযোগী হইবেন এবং এই বিষয়েও তাঁহারা সাবধান হইবেন যে তাহার পর তিন দিবসের মধ্যে ঐ নকলে দস্তখৎ হইয়া রোয়দাদের সঙ্গে রাখা যায়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ১৯ জুনের নির্দ্ধারণ।

১৮২। যদি কোন জজ সাহেব কোন ডিক্রী বা হুকুমনামাতে দস্তখৎ না করিয়া মরেন তবে আদালতের বিশেষ হুকুমক্রমে নীচের লিখিতমতে কার্য্য করিতে হইবেক।

দস্তখৎ না হওয়া চিঠীর বিষয়ে হুকুম হইল যে রেজিষ্টর সাহেব মৃত জজ সাহেবের পেশ্‌কারের দ্বারা তাহাতে সহী করাইবেন এবং তৎপরে বাদিপ্রতিবাদির উকীলের সম্মুখে তাহা পাঠ করাইবেন। তদনন্তর তিনি উকীলেরদিগকে ইহা জিজ্ঞাসা করিবেন যে মৃত জজ সাহেব আদালতে মুখস্থ যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহার সঙ্গে ঐ লিখিত হুকুম মিলে কি না যদ্যপি তাঁহারা তাহা স্বীকার করেন তবে রেজিষ্টর সাহেব সেই চিঠীতে তাঁহারদিগকে সহী করিতে হুকুম করিবেন এবং তৎপরে আপনি তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। যদি উকীলেরা সেই হুকুমের বিষয়ে আপত্তি করেন তবে রেজিষ্টর সাহেব তাঁহারদের আপত্তির বিষয় টুকিয়া রাখিবেন এবং আদালতে তাহা জানাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৮ সালের ৯ নবেম্বরের নির্দ্ধারণ।

১৮৩। যে মোকদ্দমায় কেবল এক পক্ষ ব্যক্তির উকীল থাকেন সেই মোকদ্দমায় পূর্ব্বোক্তমতে হুকুমের সত্যাসত্যতার বিষয়ে তদারক হওনের পর পেশ্‌কার ও উকীল চিঠীতে সহী করিবেন এবং রেজিষ্টর সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৮ সালের ৯ নবেম্বরের নির্দ্ধারণ।

১৮৪। যে২ গতিকে হুকুম জারী হওনের পর উভয় পক্ষ ব্যক্তিরা গরহাজির হইয়াছে সেই২ গতিকে ঐ চিঠীতে পেশ্‌কার সহী করিবেন এবং রেজিষ্টর সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৮ সালের ২৮ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণ।

১৮৫। মোকদ্দমার রোয়দাদের সঙ্গে যে ডিক্রী এবং কবুলিয়তের নকল রাখিতে হয় তাহার বিষয়ে হুকুম হইল যে রেজিষ্টর সাহেব তাহা মৃত জজ সাহেবের দস্তখৎকরা আসল চিঠীর সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৮ সালের ৯ নবেম্বরের নির্দ্ধারণ।

১৪ ধারা।

প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণ।

১৮৬। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের নিকটে সদর আদালতের যে প্রিসেপ্ট পাঠান যায় তাহার রিটর্ণ করিবার ব্যবস্থার বিলম্ব হইয়াছে সদর আদালত ইহা দেখিয়া জিলার জজ সাহেবকে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিতে হুকুম দিতেছেন এবং তাঁহারদিগকে আরো হুকুম করিতেছেন যে ঐ হুকুম যখন মিয়াদের মধ্যে জারী করিতে তাঁহারা অক্ষম হন তখন তদ্বিষয়ে যাহা করিয়াছেন এবং যাহা করিতে বাকী থাকে তাহার এবং যে মিয়াদের মধ্যে সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিবার সম্ভাবনা আছে তাহার কৈফিয়ৎ এক সর্টিফিকটের সঙ্গে পাঠান্। এবং প্রথম সর্টিফিকটে যে মিয়াদ তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট করিলেন সেই মিয়াদের মধ্যে যদি অগত্যা কর্ম্ম সিদ্ধ হইল না তবে তাহার পুনশ্চ এক রিপোর্ট করেন।—১৮৩৪ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৮৭। সদর আদালতে যে বহুল মোকদ্দমা মুলতবী আছে তাহা নিষ্পত্তি করিতে এবং তাঁহারদের সমক্ষে যে সাধারণ কার্য্য উপস্থিত থাকে তাহা নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টিত আছেন। কিন্তু যদি জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা তাঁহারদের হুকুম অগৌণে জারী করিয়া তাঁহারদের সাহায্য না করেন্ তবে তাঁহারদের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হইবেক। এপ্রযুক্ত তাঁহারা জানাইতেছেন যে উত্তর কালে তোমার কাছারীতে যদি কোন কার্য্যের বিলম্ব হয় এবং যদি তুমি সেই বিলম্বের কোন মাতবর কারণ না দর্শাইতে পার তবে তাঁহারা তদ্বিষয়ে তোমাকে দায়ী জ্ঞান করিবেন।—১৮৩৪ সালের ২৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৮৮। সদর আদালতের প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুমের রেজিষ্টরীতে যে নম্বর নিয়ত লেখা গিয়া থাকে সেই নম্বর ঐ আদালতের প্রিসেপ্টের মিয়াদী রিটর্ণ যে সর্টিফিকটের সঙ্গে পাঠান যায় সেই সর্টিফিকটে লেখা না থাকাতে ঐ সর্টিফিকট রেজিষ্টরী করণেতে অনেক বিলম্ব হইতেছে অতএব সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে উত্তর কালে যে মোকদ্দমার প্রিসেপ্ট পাঠান যায় সেই মোকদ্দমার নম্বর এবং উভয় বিবাদির নামের অতিরিক্ত জিলা ও শহরের জজ সাহেব ঐ প্রিসেপ্টের উত্তরক্রমে যখন সর্টিফিকট পাঠান তখন সেই সর্টিফিকটের মধ্যে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুমের রেজিষ্টরীর নম্বর লিখেন্।—১৮৩৫ সালের ১৭ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

১৮৯। যে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুমের রিটর্ণ করিবার আবশ্যক না থাকে ও জজ সাহেব সদর আদালতে তাহার বিষয়ে কোন সম্বাদ অথবা আপনার অভিপ্রায় জানাইতে চাহেন অথবা ঐ আদালতহইতে নূতন হুকুম আনাইতে চাহেন সেই হুকুমসম্পর্কীয় জজ সাহেবেরদের লিখনপঠন একি প্রকার হয় এনিমিত্তে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালত পশ্চাৎ লিখিত ৯ নম্বরী সর্টিফিকটের পাঠ পাঠাইতেছেন। ঐ২ হুকুমসম্পর্কীয় কোন বিষয় সদর দেওয়ানী আদালতে জজ সাহেবের জানাইতে হইলে তিনি সেই মত লিখিবেন।

৯ নম্বরী সর্টিফিকট।

অমুক ফরিয়াদী। অমুক আসামী।

কলিকাতাস্থ অথবা আলাহাবাদের সদর আদালতের রেজিষ্টর সাহেব বরাবরেষু।

উপরের লিখিত মোকদ্দমায় অমুক মাসের অমুক তারিখের অমুক আদালতের শ্রীযুত অমুক জজ সাহেবের রোয়দাদের যে চুম্বক অমুক মাসের অমুক তারিখের আদালতের প্রিসেপ্টের সঙ্গে পাঠান গিয়াছিল ঐ প্রিসেপ্টের রিটর্ণ করিবার আবশ্যক নাই তাহার সম্পর্কে আমি অমুক তারিখের আমার আদালতের রোয়দাদের চুম্বক পাঠাইতেছি।

[এই স্থানে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের মর্ম্ম লিখিতে হইবেক।]

আমার দস্তখতে এবং এই আদালতের মোহরে
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

অমুক আদালত।
অমুক সাল অমুক তারিখ। শ্রী অমুক জজ। অথবা অমুক প্রধান সদর আমীন।
—১৮৩৬ সালের ৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯০। ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় সদর আদালতের সকল প্রিসেপ্ট একেবারে প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং ঐ সকল প্রিসেপ্টের রিটর্ণ প্রধান সদর আমীনেরা রীতিমতে সর্টিফিকট সমেত একেবারে সদর আদালতে পাঠাইবেন। কিন্তু সদর আদালতহইতে যদি অন্য রূপ হুকুম হয় তবে প্রধান সদর আমীনেরাও সেই অন্য হুকুমমতে কার্য্য করিবেন।—১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৯১। ১৮৩৮ সালের ২৩ ফেব্রুআরি তারিখের সদর আদালতের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফার বিধির সম্পর্কে সদর আদালত জানাইতেছেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের প্রিসেপ্টের রিটর্ণের সঙ্গে প্রধান সদর আমীনেরদের যে সর্টিফিকট পাঠাইতে হয় যদি ঐ প্রধান সদর আমীন ইঙ্গরেজী ভাষা না বুঝেন্ তবে ঐ সর্টিফিকট ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবার আবশ্যক নাই। এই হুকুম প্রধান সদর আমীনেরদিগকে জানাইতে জিলা ও শহরের আদালতের প্রতি হুকুম হইল।—১৮৩৮ সালের ১০ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

১৯২। সদর আদালত জানাইতেছেন যে ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনানুসারে প্রধান সদর আমীনেরা আপীলের দরখাস্তের যে সর্টিফিকট সদর আদালতে পাঠান্ এবং সদর আদালতের হুকুমনামার যে রিটর্ণ করেন্ তাহা কোন নিয়মিত পাঠানুসারে করেন্ না তাহাতে অনেক অনৈক্য দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ অনৈক্যেতে ক্লেশ হইতেছে অতএব সদর আদালত

হুকুম করিতেছেন যে জিলার জজ সাহেবেরা যে পাঠানুসারে সর্টিফিকট ও রিটর্ণ লিখিয়া থাকেন্ সেই পাঠানুসারে প্রধান সদর আমীনেরাও তাহা লিখিবেন কেবল ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহা না লিখিয়া উর্দ্দু ভাষাতে লিখিবেন।—১৮৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণের বিষয়ে সংগৃহীত বিধান।

১৯৩। সকল প্রিসেপ্ট ১। ২। ৩। ৪। ৫ নম্বরী পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে প্রস্তুত করিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

১৯৪। প্রিসেপ্ট পাঠাওনের সকল হুকুমে লিখিতে হইবেক যে ঐ প্রিসেপ্টের রিটর্ণের আবশ্যক আছে কি না এবং যে মিয়াদের মধ্যে ঐ রিটর্ণ করিতে হইবেক তাহা।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৯৫। সদর আদালতহইতে ঐ প্রিসেপ্ট পাঠাওনের তারিখঅবধি ঐ মিয়াদ গণ্য হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

১৯৬। ইহার পূর্ব্বে প্রিসেপ্টের ও রিটর্ণের সঙ্গে যে বোয়দাদ পাঠান যাইত সেই বোয়দাদের তারিখ ঐ প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণে লেখা যাইত কিন্তু উত্তর কালে ঐ প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণ যে তারিখে পাঠান যায় সেই তারিখ তাহাতে থাকিবেক। এবং অধীন আদালত আপনং রিটর্ণ ঐ মিয়াদের মধ্যে পাঠাইবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

১৯৭। *সদর আদালতের কোন জজ সাহেব প্রিসেপ্ট পাঠাইবার কোন চিঠীতে সহী করিলে পেশ্কারের উচিত যে এক রুবকারী প্রস্তুত করিয়া ও তাহাতে দস্তখৎ করিয়া তাহা এবং তাহার সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইতে হয় তাহা জজ সাহেবের চিঠী সহী করণের তারিখের পর সাত দিবসের মধ্যে এক মুহুরীরের মারফতে প্রিসেপ্টের দফ্তরের ইঙ্গরেজী কেরাণির নিকটে পাঠান্।* তাহার সঙ্গে যে কাগজ পাঠান যায় তাহার ফিরিস্তি রুবকারীর নিম্নে থাকিবেক এবং ঐ কাগজপত্র ঠিক ও সম্পূর্ণ থাকনের বিষয়ে ঐ পেশ্কার দায়ী হইবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

১৯৮। প্রত্যেক রুবকারী যে তারিখে পঁহুছে তাহা ইঙ্গরেজী কেরাণি তাহার উপর লিখিবেন এবং তৎপরে প্রিসেপ্ট প্রস্তুত করিয়া রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে তাহা সহী করিবার নিমিত্তে লইয়া যাইবেন। তৎপরে তিনি তাহা নির্দ্দিষ্ট বহীর মধ্যে লিখিবেন এবং সাধ্য হইলে তাহা সেই দিবসে পাঠাইবেন যদ্যপি তৎপর দিবসে কিম্বা তাহার পর কোন দিবসে তাহা পাঠান যায় তবে ঐ বহীর তারিখ বদলাইয়া যে দিবসে পাঠান যায় সেই দিবসের তারিখ তাহাতে লিখিতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

১৯৯। যে কর্ম্মকারকের নিকটে ঐ প্রিসেপ্ট পাঠান যায় তিনি যদি নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিতে না পারেন তবে পশ্চাৎ লিখিত ৫ নম্বরী পাঠানুসারে সর্টিফিকটসমেত এক রুবকারী পাঠাইবেন এবং রিটর্ণ না পাঠাওনের কারণ এবং সদর আদালতের হুকুম জারী করণার্থে আর কত মিয়াদের আবশ্যক আছে তাহা রুবকারীতে লিখিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা। জিলা ও শহরের জজ সাহেবকে হুকুম হইল যে সর্টিফিকটের উপর মোকদ্দমার নম্বর এবং বাদিপ্রতিবাদিদের নাম লেখেন এবং তদতিরিক্ত সদর আদালতের প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের নম্বরও লেখেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২০০। ঐ রিটর্ণ ও সর্টিফিকট সদর আদালতে পঁহুছিলে এবং তাহার পৃষ্ঠে নিরূপিত মতে বিবরণ লিখিত হইলে এবং তাহা বহীর মধ্যে লেখা গেলে যে জজ সাহেবের দ্বারা প্রিসেপ্টের হুকুম হইয়াছিল সেই জজ সাহেবের পেশ্কারের নিকটে প্রিসেপ্টের কেরাণি পাঠাইবেন এবং যে তারিখে তাহা পাওয়া গেল পেশ্কার তাহা টুকিয়া জজ সাহেবের নিকটে দরপেশ করিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

২০১। ঐ প্রিসেপ্টের মধ্যে যে মিয়াদ নিরূপিত হয় তাহা এবং পত্রের ডাকের দ্বারা তাহা যাইতে আসিতে যত দিবস লাগে তত দিবস অতীত হইলে পর যদি ঐ রিটর্ণ এবং সর্টিফিকট সদর আদালতে না পঁহুছে অথবা ঐ রিটর্ণ না পাঠাওনের কোন কারণ লিখিয়া না পাঠান যায় তবে রেজিষ্টর সাহেব তাহা না পাঠাওনের কারণ কোন নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে জানাইবার নিমিত্তে এক পত্র পাঠাইবেন। যদি সেই মিয়াদের মধ্যে কোন উত্তর না পঁহুছে তবে যে জজ সাহেব প্রিসেপ্ট পাঠাইলেন তাঁহাকে সেই বিষয় জানাইতে হইবেক এবং তিনি যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ তদ্বিষয়ে হুকুম দিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

২০২। যে কর্ম্মকারকের দ্বারা রিটর্ণ অথবা সর্টিফিকট পাঠান যায় ঐ সর্টিফিকটের সঙ্গে যে সকল কাগজ পাঠান্ তিনি তাহার এক ফিরিস্তি রুবকারীর নিম্ন ভাগে লিখিবেন।— ১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১০ দফা।

২০৩। কোন প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণের সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র পাঠাইতে হয় তাহা যদি এমত ভারী হয় যে পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠান যাইতে পারে না তবে তাহা ডাকবাঙ্গীতে পাঠাইতে হইবেক এবং যে মোকদ্দমা ও প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণের সঙ্গে ঐ কাগজপত্রের সম্পর্ক আছে তাহা ঐ পুলিন্দার মধ্যে লিখিয়া রাখিতে হইবেক এবং ঐ প্রিসেপ্ট অথবা রিটর্ণ আদালতের রুবকারীর সঙ্গে পত্রের ডাকের দ্বারা পাঠাইতে হইবেক।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১১ দফা।

২০৪। যে সকল প্রিসেপ্টের রিটর্ণ ও পত্রের উত্তর পাইবার মিয়াদ শেষ হইয়াছে এবং ঐ রিটর্ণ কিম্বা উত্তর পঁহুছে নাই তাহার এক ফিরিস্তি প্রিসেপ্টের কেবাণি প্রতিসপ্তাহের শেষ দিবসে রেজিষ্টর সাহেবকে দিবেন।—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ১২ দফা।

প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণ ও সর্টিফিকটের ফিরিস্তি।

১। ডিক্রী জারী করণের প্রিসেপ্ট এবং তাহার পৃষ্ঠে রিটর্ণ।

২। আপীল গ্রাহ্য হওনের পর রেসপাণ্ডেণ্টপ্রভৃতির উপর সমন জারী করণের হুকুমের প্রিসেপ্ট এবং তাহার রিটর্ণ।

৩। আদালতের অন্যান্য হুকুমের প্রিসেপ্ট ও তাহার রিটর্ণ।

৪। আদালতের যে হুকুমের কোন রিটর্ণ পাঠাইবার আবশ্যক নাই তাহার প্রিসেপ্ট।

৫। ১ বা ২ কি ৩ নম্বরী প্রিসেপ্টের সম্পূর্ণ রিটর্ণ যখন নিয়মিত মিয়াদের মধ্যে পাঠান যাইতে পারে না তখন তদ্বিষয়ের সর্টিফিকট।

২০৫। ১ নম্বরী প্রিসেপ্ট। প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের অমুক নম্বর।

সদর দেওয়ানী আদালত।

অমুক নম্বরী মোকদ্দমা।

যে বৎসরে ডিক্রী হইল তাহা।

অমুক আপেলাণ্ট। অমুক রেসপাণ্ডেণ্ট।

অমুক জিলার শ্রীযুত অমুক জজ সাহেব বরাবরেষু।

বর্ত্তমান। শ্রীযুত অমুক জজ। এই পত্রের সঙ্গে উক্ত মোকদ্দমায় অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালত যে ডিক্রী করিলেন তাহা এবং অমুক ব্যক্তির দরখাস্তের নকল এবং শ্রীযুত অমুক জজ সাহেবের সমক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আদালতের কার্য্যের রুবকারীর চুম্বক তোমার নিকটে পাঠান যাইতেছে। সেই হুকুমানুসারে তুমি কার্য্য করিবা এবং ঐ ডিক্রী রীতিমত জারী করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে ঐ প্রিসেপ্ট ফিরিয়া পাঠাইবা অথবা তাহা জারী না করণের উত্তম ও মাতবর কারণ জানাইবা এবং তাহা জারী করণার্থ যাহা২ করিয়াছ তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইবা।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে।

শ্রীঅমুক রেজিষ্টর।

ফোর্ট উলিয়ম।
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

উক্ত প্রিসেপ্টের পৃষ্ঠে যে রিটর্ণ লিখিতে হইবেক তাহা।

অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত।

আমি অমুক জিলার জজ সাহেব জানাইতেছি যে এই প্রিসেপ্টের লিখিত হুকুম রীতিমত জারী হইয়াছে।

আমার দস্তখতে এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রীঅমুক জজ।

দেওয়ানী আদালত।
অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

২০৬। ২ নম্বরী প্রিসেপ্ট। প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের অমুক নম্বর।

সদর দেওয়ানী আদালত।

অমুক নম্বরী আপীল।

অমুক সালে উপস্থিত হয়।

অমুক আপেলাণ্ট। অমুক রেসপাণ্ডেণ্ট।

অমুক জিলার শ্রীযুত অমুক জজ সাহেব বরাবরেষু।

বর্ত্তমান। শ্রীযুত অমুক জজ। অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক জিলার জজ শ্রীযুত অমুক সাহেব এই মোকদ্দমায় যে ডিক্রী করিলেন তাহার উপর আপীল সদর আদালত গ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব এই পত্রের সঙ্গে শ্রীযুত অমুক সাহেবের সমক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর আদালতের কার্য্যের কবকারীর চুম্বক এবং রেসপাণ্ডেণ্টের উপর যে এক্তেলানামা জারী করিতে হইবেক তাহা তোমার নিকটে পাঠান যাইতেছে। সেই হুকুমানুসারে তুমি কার্য্য করিবা এবং ঐ ডিক্রী রীতিমত জারী করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে ঐ প্রিসেপ্ট ফিরিয়া পাঠাইবা অথবা তাহা জারী না করণের উত্তম ও মাতবর কারণ জানাইবা এবং তাহা জারী করণার্থ যাহা২ করিয়াছ তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইবা।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে।

ফোর্ট উলিয়ম। শ্রীঅমুক রেজিষ্টর।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

উক্ত প্রিসেপ্টের পৃষ্ঠে যে রিটর্ণ লিখিতে হইবেক তাহা।

অমুক জিলা ব, শহরের দেওয়ানী আদালত।

আমি অমুক জিলার জজ সাহেব জানাইতেছি যে এই প্রিসেপ্টের লিখিত হুকুম জারী হইয়াছে।

আমার দস্তখতে এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

দেওয়ানী আদালত। শ্রীঅমুক জজ।

অমুক সাল অমুক মাস অমুক তারিখ।

২০৭। ৩ নম্বরী প্রিসেপ্ট। প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের অমুক নম্বর।

সদর দেওয়ানী আদালত।

অমুক নম্বরী মোকদ্দমা।

অমুক বৎসর।

অমুক আপেলাণ্ট অথবা দরখাস্তকারী। অমুক রেসপাণ্ডেণ্ট।

অমুক জিলার শ্রীযুত অমুক জজ সাহেব বরাবরেষু।

বর্ত্তমান। শ্রীযুত অমুক জজ। এই পত্রের সঙ্গে অমুক২ কাগজ তোমার নিকটে পাঠান গেল এবং শ্রীযুত অমুক জজ সাহেবের সমক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের কবকারীর চুম্বক তোমার নিকটে পাঠান গেল। সেই হুকুমানুসারে তুমি কার্য্য করিবা এবং ঐ প্রিসেপ্ট রীতিমত জারী করিয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে ঐ প্রিসেপ্ট ফিরিয়া পাঠাইবা অথবা তাহা জারী না করণের উত্তম ও মাতবর কারণ জানাইবা এবং তাহা জারী করণার্থ যাহা২ করিয়াছ তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইবা।

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে।

ফোর্ট উলিয়ম। শ্রীঅমুক রেজিষ্টর।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

উক্ত প্রিসেপ্টের পৃষ্ঠে যে রিটর্ণ লিখিতে হইবেক তাহা।

অমুক জিলা বা শহরের দেওয়ানী আদালত।

আমি অমুক জিলার জজ সাহেব জানাইতেছি যে এই প্রিসেপ্টের লিখিত হুকুম জারী হইয়াছে।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

দেওয়ানী আদালত। শ্রীঅমুক। জজ।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

২০৮। ৪ নম্বরী প্রিসেপ্ট।

সদর দেওয়ানী আদালত।

অমুক নম্বরী মোকদ্দমা।

অমুক সাল।

অমুক আপেলান্ট অথবা দরখাস্তকারী। অমুক রেসপাণ্ডেণ্ট।

অমুক জিলার জজ শ্রীযুত অমুক সাহেব বরাবরেষু।

বর্ত্তমান। শ্রীযুত অমুক জজ। এই পত্রের সঙ্গে তোমার বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে শ্রীযুত অমুক জজ সাহেবের সমক্ষে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের রবকারীর চুম্বক এবং অমুক ব্যক্তির দরখাস্তের নকল তোমার নিকটে পাঠান যাইতেছে (যদি তাহার সঙ্গে অন্যান্য কাগজপত্র পাঠান যায় তবে তাহার বেওরা লিখিতে হইবেক।)

সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে।

ফোর্ট উলিয়ম। শ্রীঅমুক। রেজিষ্টর।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

২০৯। ৫ নম্বরী সর্টিফিকট। প্রিসেপ্টের রেজিষ্টরের অমুক নম্বর।

দেওয়ানী আদালত।

যে মোকদ্দমায় প্রিসেপ্ট সাহির হইয়াছে তাহার নম্বর।

কলিকাতাস্থ সদর দেওয়ানী আদালতের শ্রীযুত রেজিষ্টর সাহেব বরাবরেষু।

অমুক ফরিয়াদী। অমুক আসামী। এই মোকদ্দমায় শ্রীযুত অমুক সাহেবের সমক্ষে হওয়া অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের রবকারীর যে চুম্বক অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের সদর দেওয়ানী আদালতের প্রিসেপ্টের সঙ্গে পাঠান গিয়াছিল তাহার সম্পর্কে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের আমার রবকারীর পশ্চাৎ লিখিত চুম্বক সদর আদালতে পাঠাইতেছি তাহার মধ্যে ঐ প্রিসেপ্টের রিটর্ণ লেখা আছে। এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বা তাহার পূর্ব্বে এই বিষয়ের পুনশ্চ এবং সম্পূর্ণ রিটর্ণ পাঠাইবার কল্প আছে।

আমার দস্তখতে এবং এই আদালতের মোহরে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে দেওয়া গেল।

শ্রীঅমুক। জজ।

দেওয়ানী আদালত।

অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ।

—১৮৩৫ সালের ৬ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।

২১০। আসল পত্র হারাণ না যাইবার জন্যে আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমা স্পষ্ট করণার্থে যে ইঙ্গরেজী পত্র প্রিসেপ্টের দ্বারা বা প্রকারান্তরে তলব হয় তাহার নকল করা যাইবেক এবং মোকদ্দমার নথীর সঙ্গে রাখা যাইবেক এবং আসল পত্র ইঙ্গরেজী দপ্তরে রাখা যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১১ ফেব্রুআরির নির্দ্ধারণ।

১৫ ধারা।

অধস্থ আদালতের ত্রুটি ও সদর আদালতের হুকুমের বাধকতা করণ কিম্বা হুকুম না মানন।

২১১। অধস্থ আদালতসকলের সাহেবেরা সেই হুকুমনামা পাইয়া যদি তাহার লিখিত সকল হুকুম জারী না করেন কিম্বা তাহা জারী না করণের বেওরা সঙ্গত না লিখেন তবে যে অধস্থ আদালতের সাহেবেরা এমত করেন তাঁহারা সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমে আপনারদিগের কার্য্যহইতে যবেস্থবে রহিবার যোগ্য হইবেন। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যদি উপরের লিখনানুসারে অধস্থ আদালতের সাহেবদিগের কাহাকেও তাঁহার কার্য্যহইতে যবেস্তবে রাখেন তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যেহেতুক যবেস্তবে রাখেন তাহা ১০ দশ দিনের মধ্যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের হজুরে সম্বাদ দেন এবং সেই সাহেব যবেস্তবে রহিবার হেতু বোধের নিমিত্তে রোযদাদ ও জোবানবন্দীআদি কাগজপত্র যাহা আবশ্যক হয় তাহা সদর দেওয়ানী আদালতের মোহরে ঐ শ্রীযুতের হজুরে দাখিল করেন ও তাহাছাড়া সে মোকদ্দমার সম্পর্কীয় অন্য যে যে কাগজপত্র ঐ শ্রীযুত দৃষ্টি করণ উচিত জানেন ও চাহেন তাহাও দেন ইতি। —১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১৩ ধা।

২১২। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে কোন আদালতের বিষয়লিপ্ত শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের সরকারের চিহ্নিত চাকর সাহেবদিগের কেহ কখন আদালতের সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমার বিচার কিম্বা হুকুম জারী করিতে জানিয়া ও শুনিয়া শৈথিল্য করিলে অথবা কোন গর্হিত কর্ম্মে আসক্ত হইলে তাহার যে মর্ম্ম কোন মফঃসল কোর্ট আপীলের কিম্বা কোন জিলার অথবা শহরের দেওয়ানী আদালতের চালানী হকীকৎ দৃষ্টে কিম্বা আপনারদিগের সাক্ষাৎহওয়া রোযদাদের অনুসারে কি আপনারদিগের সমক্ষে দাখিল হওয়া কাগজপত্র দৃষ্টেই বা বুঝিয়া থাকেন তাহা বেওরা করিয়া লিখিয়া ঐ হজুর কৌন্সেলে চালান করিবেন। কিন্তু যে সময়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা জানেন যে কেবল বুঝিবার ভ্রান্তিতে সেই শৈথিল্যাদি ত্রুটি হইয়া লঘু অপরাধ ঠাহরিয়াছে ও সে অপরাধের শাস্তির সীমা কেবল চেতানপর্য্যন্তই হয় তবে সে সময়ে সাধ্য রাখেন যে সেমতাপরাধের কর্ম্ম করিলে তাহাকে চেতাইয়া দেন। অথবা যদি গুরুতরাপরাধ করেন তবে তদুপযুক্ত দমন করেন ইতি। ১৮০১ সা। ২ আ। ৭ ধা।

[জিলার আদালতের হুকুমের বাধকতা করণের বিষয়ে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে সদর আদালতের পরওয়ানা কি হুকুমনামা কিম্বা ডিক্রীর বাধকতা করণেরও সেই দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪ ধারাতে লিখিত হইয়াছে।]

১৬ ধারা।

সদর আদালতে খাস আপীল।

২১৩। প্রথমত উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি প্রধান সদর আমীনের দ্বারা হয় তাহার আপীল জিলা কিম্বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল চলিত আইনের লিখিত যে হুকুম এই বিষয়ে খাটে তদনুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৮ ধা। ২ প্র।

২১৪। যে সকল ডিক্রী প্রধান সদর আমীনের কাছারীতে হইবেক তাহা জিলা ও শহরের জজ সাহেবের করা ডিক্রী জারী করিবার নিমিত্তে যে সকল সামান্য হুকুম আছে তদনুসারে ঐ প্রধান সদর আমীনের দ্বারা জারী হইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত বিষয়সকলে প্রধান সদর আমীনের করা নিষ্পত্তির উপর প্রথমতঃ জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে আপীল ও খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক ইতি।—১৮৩১ সা। ৫ আ। ২২ ধা।

২১৫। ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারানুসারে যে মুৎফরক্কা বিষয় প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হয় তৎসম্পর্কে ঐ প্রধান সদর আমীনেরা যে হুকুম করেন তাহার বিষয়ে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ আইনের কথা অতি সাধারণমতে লেখা আছে এবং যে মোকদ্দমায় বিবাদি বিষয়ের মূল্য বা সংখ্যা ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ হয় এবং যে মোকদ্দমাতে তাহাহইতে অল্প হয় এই উভয় প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে। অতএব ঐ মুৎফরক্কার বিষয়ে প্রধান সদর আমীন যে হুকুম করেন তাহার উপর প্রথম আপীল জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে হইবেক এবং তাহার পর খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবেক।—১৮৩৮ সালের ৫ জুনের সরকুলর অর্ডরের ৪ দফা।

২১৬। এই আইন জারী হওনের পরে প্রবিন্সাল কোর্টের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা খাস কিম্বা দ্বিতীয় আপীল গ্রাহ্য করণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার এবং ১৮১৭ সালের ১১ আইনের ৭ ধারার এবং ১৮১৯ সালের ৯ আইনের ৩ ও ৪ ও ৫ ধারার লিখিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন ইতি।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৪ ধা। ২ প্র।

২১৭। ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের ২৪ ধারার ও ১৮৭৫ সালের ২ আইনের ১০ ধারার ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত কথার পরিবর্ত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের ও প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কোন মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তিপত্র মজমুনের কি তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া দস্তাবেজের দ্বারা তাহারদিগের এমত বোধ হওনব্যতিরিক্ত যে ঐ নিষ্পত্তি আদালতের চলিত কোন দাড়া ও দস্তুরের ব্যতিক্রমে কি এক্ষণকার চলিত আইনের কোন আইনের অন্যথা হইয়াছে অথবা শাস্ত্রের ও শরার উক্ত মতানুসারে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহাতে তাহার ব্যতিক্রমে হইয়াছে কিম্বা অন্য যে কোন দাড়া কি পূর্ব্বের রেওয়াজ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার অন্যথা হইয়াছে কি ঐ নিষ্পত্তিতে লোকদিগের স্বত্বসম্বন্ধীয় এমত কোন ভারি বিষয় যে তাহাতে পূর্ব্বে কখন প্রধানং আদালতহইতে কোন হুকুম হয় নাহি তাহা আছে খাস আপীল এতাবতা দ্বিতীয় আপীলের কোন দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে ক্ষমতা থাকিবেক না ও জানা কর্ত্তব্য যে নিষ্পত্তিপত্রেতে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরাসম্পর্কীয় যাহা২ লেখা থাকে তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রমাণ জ্ঞান করা যাইবেক ইতি। ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ১ প্র।

২১৮। যদি জারেতামতে কোন মোকদ্দমার আপীল হইয়া তাহার বিচারহওনের যোগ্য আদালতহইতে নিষ্পত্তি হইয়া তাহাতে ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ উপরের প্রকরণের লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত ঐ আদালতের নিষ্পত্তিতে নারাজ হইয়া খাস আপীল এতাবতা দ্বিতীয় আপীলের অনুসারে পুনর্ব্বার বিচার হওনের মনস্থ রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার আপীলের যে দরখাস্ত জারেতামতে দরপেশ হয় তাহা শুনা যাইবার অর্থে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ ও ২৫ আইনের অনুসারে যে আদালতে এমত মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে খাস আপীলের দরখাস্ত দেয় ইতি। ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ২ প্র।

২১৯। জানা কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত দাওয়া নগদ টাকার হইলে তাহার সংখ্যার দৃষ্টে কিম্বা বস্তুর হইলে তাহার মূল্য ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার কিম্বা দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয়ের সংখ্যা কি মূল্যের নিরূপণ ও নিয়মের বিষয়ে উত্তর কালে যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার লিখনমত হিসাবে যত হয় তাহার দৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার [এইক্ষণে ১৮২৯ সালের ১০ আইনের] নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ও যে হেতু কি হেতুতে এই ধারার ১ প্রকরণের মতে খাস আপীল করিবার মনস্থ হয় তাহা সেই দরখাস্তে স্পষ্ট ও নিরূপণ করিয়া লেখা যাইবেক ও কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি এমত দরখাস্ত করিতে চাহে সে ব্যক্তি নিজে কিম্বা আদালতের মোকররী কোন উকীলের মারফতে ঐ দরখাস্ত দাখিল করে ও শেষ কল্পে যে উকীল ঐ দরখাস্ত দাখিল করিবেক তাহার কর্ত্তব্য যে তাহাতে আপন দস্তখৎ করে ও তাহার পৃষ্ঠে এ কথা লিখে যে এই ধারার ১ প্রকরণের দৃষ্টে খাস আপীল মঞ্জুর হওনের অর্থে দরখাস্তেতে যে২ হেতু লেখা আছে তাহা সম্পূর্ণ বিবেচনা ও প্রণিধানপূর্ব্বক বিশিষ্ট ও উপযুক্ত বুঝা গেল ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৩ প্র।

২২০। খাস আপীল মঞ্জুর হইবার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণে

যেং হেতু লেখা গিয়াছে তাহার মধ্যে এক হেতু এই যে যদি জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবেরা ও প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবেরা ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমাতে এমত বুঝেন যে সে মোকদ্দমার ফয়সলা আদালতের চলিত কোন দাঁড়া কিম্বা দস্তুরের অন্য মত হইয়াছে তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে এমত মোকদ্দমার খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন কিন্তু উপরের লিখিত হুকুম যেং মোকদ্দমাতে এক আদালতহইতে পরস্পর অসমান ফয়সলা হয় কিম্বা সমান ও এক মত বুনিয়াদ অর্থাৎ আমূলের যেং মোকদ্দমার নালিশ তাহার বিচার হইতে পারিবার যোগ্য দুই আদালতে দরপেশ হইয়া ঐং আদালতহইতে তাহাতে পরস্পর অসমান ফয়সলা হয় সেইং মোকদ্দমার সহিত যদ্যপি ন্যায় মতে ঐ অসমান দুই ফয়সলার এক কিম্বা দুই ফয়সলাই শুধরা অতিআবশ্যক তথাপি সম্পর্ক রাখিবেক এমত বোধ হয় না একারণ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণেতে খাস আপীল মঞ্জুরীর যেং হেতু লেখা গিয়াছে তাহার অতিরিক্ত এই ধারানুসারে ইহা লেখা যাইতেছে যে যদি কোন আদালতের যে ফয়সলার উপর আপীল হয় সেই আদালতহইতে হওয়া অন্য যে ফয়সলা আপীলের দরখাস্তকরণিয়া দরপেশ করে তাহার সহিত স্পষ্ট ব্যতিক্রম ও অসমান বোধ হয় কিম্বা যদি সমান বুনিয়াদ অর্থাৎ আমূলের কোনং মোকদ্দমাতে তাহার বিচার হইবার যোগ্য দুই আদালতের এক আদালতহইতে হওয়া যে ফয়সলার উপর আপীল হয় অন্য আদালতের যে ফয়সলা আপীলের দরখাস্তকরণিয়া দরপেশ করে তাহার সহিত স্পষ্ট ব্যতিক্রম ও অসমান বোধ হয় তবে ঐ সকল মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুর হইবেক ইতি। -১৮১৭ সা। ১৯ আ। ৭ ধা। ১ প্র।

২২১। ইহাতে হুকুম হইল যে কলিকাতার এবং আলাহাবাদের সদর দেওয়ানী আদালত ও মান্দ্রাজের সদর আদালত এবং বোম্বাইয়ের সদর দেওয়ানী আদালতের অধীন দেওয়ানী আদালতসকলে জাবেতামত আপীলের যে সকল নিষ্পত্তি কোন আইনের বিরুদ্ধ অথবা আইনের তুল্য প্রবল কোন ব্যবহারের বিরুদ্ধ কিম্বা আদালতের কোন দস্তুরের বিপরীত দৃষ্ট হয় অথবা আইনের বা দস্তুরের কিম্বা ব্যবহারের যে কোন নিয়মে উপযুক্ত সন্দেহ হইতে পারে এইমত কোন নিয়মঘটিত হয় সেই আপীলের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি এবং তাহার পর ঐং সদর আদালতে হইতে পারে ইতি। -১৮৪৩ সা। ৩ আ। ১ ধা।

২২২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জাবেতামত আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের যে মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপীলের দরখাস্ত উপরের উক্তমতে নির্দ্ধারিত আদালতে দাখিল না হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না ইতি। ১৮৪৩ সা। ৩ আ। ২ ধা।

২২৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে মোকদ্দমার সম্পর্কে খাস আপীল হয় তাহাতে পূর্ব্বে যে সকল ডিক্রী হইয়াছিল তাহার নকল খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৩ ধা।

২২৪। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের প্রত্যেক দরখাস্ত উপরের উক্তমতে নির্দ্ধারিত আদালতে রীত্যনুসারে দাখিল হইলে তাহা খাস আপেলাণ্ট কি তাহার উকীল বা মোক্তারকারের সম্মুখে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব শুনিবেন এবং ঐ জজ সাহেব আপনার বিবেচনামতে ঐ মোকদ্দমার মিসিলের সম্পর্কীয় কোন দলীলদস্তাবেজ তলব করিয়া পাঠ করিতে পারেন এবং ঐ দরখাস্তের জওয়াব দেওনের নিমিত্তে পক্ষান্তর ব্যক্তিকে তলব করিতে পারেন ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৪ ধা।

২২৫। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি এই মত বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে তবে তিনি তদনুসারে হুকুম দিবেন এবং সেই সময়ে আপীলের যে মূল বিষয় বা বিষয়সকলের বিচার করিতে হইবেক তাহা সর্টিফিকটের ন্যায় ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিবেন পরে ঐ আদালতে যে দেশীয় ভাষা চলিত আছে তাহাতে তাহা তরজমা করা যাইবেক এবং তাহার পর ঐ খাস আপীল দাঁড়ামতে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে আদালতের নথীর শামিল করা যাইবেক। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা আইনের মূল বিষয় বা বিষয়সকলের নিষ্পত্তি করণার্থে মোকদ্দমার রোয়দাদের যে অংশের আবশ্যকতা নাই সেই অংশ তলব করিয়া তাহাতে দৃষ্টি করণের প্রয়োজন নাই ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৫ ধা।

২২৬। যে সর্টিফিকটের দ্বারা খাস আপীল গ্রাহ্য হয় তাহা যদি সংশোধন করিতে হয় তবে নিষ্পত্তিকারি জজ সাহে-

বের দ্বারা সংশোধিত হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১৮ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮৪ পৃষ্ঠা।

২২৭। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ জজ সাহেবের যদি বোধ হয় যে এই আইনমতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না তবে তিনি দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন এবং খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের বিষয়ে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৬ ধা।

২২৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে উপরের উক্ত মতে কোন খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে উপরের উক্ত ধারামতে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল সর্টিফিকটে লেখা যায় সদর দেওয়ানী আদালত কেবল তাহার বিচার করিবেন এবং ঐ মোকদ্দমার অন্য কোন বিষয় বা অংশের বিচার করিবেন না ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৭ ধা।

২২৯। কিন্তু আপীলের বিশেষ কারণ যদি অশুদ্ধ বা অসম্পূর্ণরূপে সর্টিফিকটের মধ্যে লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ সদর আদালত ঐ সর্টিফিকট শুদ্ধ করিতে পারেন। কিন্তু সর্টিফিকটের মধ্যে যে মূল বিষয় বা বিষয়সকল আদৌ লেখা গিয়াছিল কেবল তাহাই এরূপে শুধরাণ যাইতে পারে এবং কোন নূতন বিষয় বা বিষয়সকল লইতে কিম্বা ঐ সর্টিফিকটের মধ্যে তাহা লিখিতে ঐ আদালতের ক্ষমতা নাই ইতি। ১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৮ ধা।

২৩০। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে খাস আপীলের বিষয়ে বাঙ্গলা এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর যে সকল আইন ও বিধি আছে তাহা যেপর্য্যন্ত এই আইনের বিধির বিরুদ্ধ না হয় সেইপর্য্যন্ত প্রবল থাকিবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ৩ আ। ৯ ধা।

২৩১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আগামি মে মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে যে দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীল মঞ্জুর হইয়া মুলতবী থাকে এই আইনের কোন হুকুমের দ্বারা তাহা শুনানির ব্যতিক্রম হইবেক না এবং এই আইন জারী না হইলে ঐ দ্বিতীয় অর্থাৎ খাস আপীলের যেরূপে শুনানি ও নিষ্পত্তি হইত সেইরূপে শুনানি ও নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।- ১৮৪৩ সা। ৩ আ। ১০ ধা।

২৩২। ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ২২ ধারা এবং ১৮৩৭ সালের ২৫ আইনের ৮ ধারায় যে প্রকার মুৎফরকা মোকদ্দমার বিষয় লেখা আছে সেই মোকদ্দমার খাস আপীলের বিষয়ি দরখাস্ত হইলে তাহা এই কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে গ্রাহ্য হইবেক না বিশেষতঃ যদি অধস্থ আদালতে ডিক্রীর মধ্যে এক বা ততোধিক বিষয় কোন আইন কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন রীতি কি আদালতের দাঁড়ার ব্যতিক্রমে হয় অথবা যদি আইন কি রীতি কি দাঁড়ার কোন বিষয়ে সন্দেহ হয় তবে সে বিষয় বিচার হওনার্থে ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে। এবং মোকদ্দমাতে যে শেষ হুকুম হইয়াছিল তাহার নকল এইমত প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ১২ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণ।

২৩৩। তোমার অধীন প্রদেশহইতে যে খাস আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান যায় তাহা গ্রাহ্য করিবার বিষয়ি সদর আদালতের নীচের লিখিত বিধান তোমার বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে তোমার নিকটে পাঠাইতেছি। বর্ত্তমান মাসের ২৮ তারিখের ৫২৯ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুমের পশ্চাৎ লিখিত নকল এবং তাহার সঙ্গে প্রেরিত লিপি দেখিয়া তুমি অবগত হইবা যে কর্ত্তৃস্বরূপ গবর্ণমেণ্ট ঐ বিধান মঞ্জুর করিয়াছেন।—১৮৪৬ সালের ১০ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২৩৪। ১৮৪৩ সালের ৩ আইনের ভাবানুসারে আইন বহির্ভূত প্রদেশের কর্ম্মকারকেরদের নিষ্পত্তির উপর কোন খাস আপীল সদর আদালতের অনুমতি বিনা ঐ আদালতের গ্রাহ্য হইবেক না। কিন্তু সদর আদালতে লোকেরদের অনায়াসে লাগাইল পাইবার সুগম হইবার জন্যে পূর্ব্বোক্ত প্রদেশের কর্ম্মকারকেরদের নিকটে নিরূপিত তিন মাস মিয়াদের মধ্যে খাস আপীলের দরখাস্ত দেওয়া যাইতে পারে এবং তাঁহারা সেই আপীল লইতে পারেন এবং অধস্থ ও আপীল আদালতের রুবকারী সমেত তাহা সদর আদালতে পাঠাইতে পারেন। এবং এইমত মোকদ্দমায় যাবৎ আপেলাণ্টেদিগকে আপনই আপীল গ্রাহ্য হওনের এত্তেলা না দেওয়া যায় তাবৎ তাহারদের উকীল নিযুক্ত করণের আবশ্যক নাই।- ১৮৪১ সালের ১৮ মার্চের গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

২৩৫। ১৮৪৩ সালের ৩ আইন আগামি ১ মে তারিখঅবধি আমলে আসিবেক ঐ আইনানুসারে জিলার জজ সাহেবেরা খাস আপীল গ্রাহ্য করণের কোন দরখাস্ত লইতে পারিবেন না। অতএব যে কালে ঐ জজ সাহেবেরদের খাস আপীলের দরখাস্ত লইতে এবং খাস আপীলের মোকদ্দমার বিচার করিতে হইত সেই কালঅপেক্ষা এক্ষণে সদর আমীন ও মুনসেফেরদের নিষ্পত্তির উপর অধিক আপীল নিষ্পত্তি করিতে অবকাশ হইবেক। অতএব সদর আদালতের ইচ্ছা আছে যে উক্ত

তারিখে যে সকল খাস আপীলী মোকদ্দমা এবং খাস আপীলের দরখাস্ত তাঁহারদের নথীতে ছিল তাহা নিষ্পত্তি করিতে তাঁহারা প্রথমে মনোযোগ করেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে এদেশীয় অধস্থ শ্রেণীর বিচারকেরদের নিষ্পত্তির উপর নম্বরী আপীল কিপর্য্যন্ত ঐ জজ সাহেবেরা বিচার করিতে পারেন তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।—১৮৪৩ সালের ২৮ আপ্রিলের সরকুলর অর্ডর।

২৩৬। আইনানুসারে খাস আপীল উপস্থিত করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে তদ্বিষয়ে এবং সেই প্রকার আপেলাণ্টেরদের আপনং দরখাস্তের সঙ্গে অধস্থ উভয় আদালতের সেই মোকদ্দমাতে করা ডিক্রীর নকল দাখিল করণের আবশ্যকতার বিষয়ে লোকেরদের ভ্রান্তি হইয়াছে বোধ হওয়াতে সদর আদালত এক্ষণে জানাইতেছেন যে ১৮৪৩ সালের ৩ আইনের ১ ধারার অতিনিশ্চিত হুকুমানুসারে খাস আপীলের দরখাস্ত যদি নম্বরী আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না হয় তবে তাহা আইনানুসারে গ্রাহ্য হইতে পারে না এবং পূর্ব্বে করা ডিক্রীর যে নকল দাখিল করিবার হুকুম আছে তাহা সেই মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক। আইনে হুকুম আছে যে খাস আপীলের প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে সেই মোকদ্দমাতে পূর্ব্বে করা নানা ডিক্রী দাখিল করিতে হইবেক এই আইনের ঠিক অর্থ করিলে এমত বোধ হইতে পারে যে খাস আপীলের দরখাস্তের শামিল যদি পূর্ব্বে করা ডিক্রীর নকল না থাকে অর্থাৎ যদি দরখাস্ত এবং পূর্ব্বে করা ডিক্রীর নকল সমকালীন দাখিল না হয় তবে তাহা আইনসিদ্ধ খাস আপীলের দরখাস্ত জ্ঞান করা যাইতে পারে না। কিন্তু এই বিষয়ে কোন বিধান না করিয়া সদর আদালত এক্ষণে জানাইতেছেন যে এই ডিক্রীর নকল নিয়ত নম্বরী আপীল করণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক এবং যদি এইরূপে দাখিল না হয় তবে খাস আপীলের দরখাস্ত উপরের উক্ত মিয়াদের মধ্যে দাখিল হইলেও তাহা অবশ্য নামঞ্জুর করিতে হইবেক।—১৮৪৫ সালের ২৩ মের সরকুলর অর্ডরের ১ দফা।

২৩৭। আইনের এই অর্থ যথাসাধ্য সকল লোককে জানাইতে দেওয়ানীর জজ সাহেবেরা উদ্যোগ করিবেন। ঐ আইনের বিধি অতিনিশ্চিত এবং সেই আইনের দ্বারা সদর আদালতে এমত কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই যে নম্বরী আপীল করণের যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে খাস আপীল আইনমতে দাখিল না হইলে তাহা গ্রাহ্য করেন।—১৮৪৫ সালের ২৩ মের সরকুলর অর্ডরের ২ দফা।

২৩৮। জিলার আদালতের ডিক্রীর তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে যদি সদর আদালতে খাস আপীল করণের অনুমতির এক দরখাস্তমাত্র দাখিল হয় তবে দরখাস্তকারী তিন মাস মিয়াদের মধ্যে আপীল করিয়াছে এমত বোধ হইবেক না। ১৮৪২ সালের ১৩ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৪ পৃষ্ঠা।

২৩৯। সদর আদালত জানাইতেছেন যে খাস আপীলের নং দরখাস্তের বিষয়ে এপর্য্যন্ত কোন হুকুম হয় নাই সেই দরখাস্তে যদি দেখা যায় যে আপেলাণ্ট ১৮১৪ সালের ১৬ আইনের ১ ধারার ৩ প্রকরণের মতে খাস আপীল করিবার হেতু বা হেতুসকল স্পষ্ট করিয়া না লিখিয়াছে এবং যদ্যপি তাহার না লেখা কেবল অনবধানতাপ্রযুক্ত হইয়াছে তবে সদর আদালত বোধ করেন যে ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্পকাগজে লিখিত অবশেষ আরজী দাখিল করিতে আপেলাণ্টকে অনুমতি দেওয়া উচিত।—১৮১৬ সালের ৮ মের ২৪৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪০। ঐ তিন মাস মিয়াদের মধ্যে যদি আপীলের অজুহাৎ জ্ঞাত করিতে ত্রুটি হয় এবং যদি সেই ত্রুটির কোন মাতবর কারণ দর্শান না যায় তবে ঐ দরখাস্ত নথীহইতে বরখাস্ত হইবার যোগ্য হইবেক।—১৮৪২ সালের ১৩ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৪ পৃষ্ঠা।

২৪১। যে ডিক্রীতে সরকারের ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল এমত ডিক্রীর উপর তাহার তারিখের পাঁচ মাস তের দিন পরে আপীল হইল এবং আপেলাণ্ট ঐ বিলম্বের এই কারণ দর্শাইল যে গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মকারকেরদের নিকটে সেই বিষয় অর্পণ করণ এবং তাহারদের অনুমতি লওনের আবশ্যক ছিল এইপ্রযুক্ত সদর আদালত ঐ আপীল গ্রাহ্য করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৩১ পৃষ্ঠা।

২৪২। প্রবিন্সাল আদালতের নিকটে পাপবস্বরূপ আপীল করণের দরখাস্ত হইল এবং ঐ আদালত ঐ মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনার এবং যোত্রহীনতার বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ আপীল অগ্রাহ্য করিলেন। তাহাতে সদর আদালত হুকুম করিলেন যে ঐ প্রবিন্সাল আদালতের ঐ হুকুম চূড়ান্ত এবং তাহার উপর খাস আপীল হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৬ সালের ১৬ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ১০৪ পৃষ্ঠা।

২৪৩। খাস আপীল মঞ্জুর হইলে বিচারার্থে মোকদ্দমা তৈয়ার করণের বিষয়ে নম্বরী আপীলের যে বিধি আছে সেই অনুসারে কার্য্য হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ১৯ ধারা।

২৪৪। যদি কোন মোকদ্দমাতে তাহার কথার দৃষ্টে আদালতের সাহেবেরা এই ধারার ১ প্রকরণের

লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত খাস আপীল মঞ্জুরকরা উচিত বুঝেন্ তবে আদালতের সাহেবেরা খাস আপীল মঞ্জুর করিয়া জাবেতামতে হওয়া আপীলের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং হুকুমমতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করনে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৪ প্র।

২৪৫। খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে পর মোকদ্দমা শুনানির জন্যে প্রস্তুত করণের ভার যে জজ সাহেবের প্রতি আছে তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক। এবং ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে যে প্রথম কার্য্য করিতে হয় তাহা সমাপ্ত হইলে ঐ আপীল রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং নম্বরী মোকদ্দমা যেরূপ জজ সাহেবেরদের মধ্যে বিলি হয় সেইরূপ খাস আপীলও তাহারদের মধ্যে বিলি হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১৭ জুনের নির্দ্ধারণ।

১৭ ধারা।

যেং কারণে খাস আপীল গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য হইয়াছে।

২৪৬। অধস্থ আপীল আদালত কোন ক্রিয়ার বিষয়ে যে সবাসরী নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর খাস আপীল হইতে পারে না।—১৮৪৮ সালের ১৯ জুনের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৪৭। সদর আদালত পশ্চাৎ লিখিত অর্থবোধক কার্য্যের নিয়ম ধার্য্য করিয়াছেন। যদি এই ওজর হয় যে অধস্থ আদালতে কেবল বেদাঁড়া অথচ কার্য্যের রীতির বৈলক্ষণ্য হইয়াছে এবং ঐ বেদাঁড়া কি বৈলক্ষণ্যেতে ডিক্রীসম্পর্কীয় হুকুমের কিছু আইসে যায় না তবে তাহা খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের উপযুক্ত কারণ হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৪ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণের ১ দফা।

২৪৮। যদি খাস আপীল করণের অনুমতির দরখাস্তে এই ওজর হয় যে আইনের কিম্বা দস্তুর কি ব্যবহারের এইমত ব্যতিক্রম হইয়াছে যে তাহাতে ডিক্রীসম্পর্কীয় হুকুমের মতান্তর হয় তবে সেই ওজর যদ্যপি অধস্থ আদালতে প্রস্তাব না করা গিয়া থাকে তথাপি তাহা এরূপ আপীল গ্রাহ্য হওনের মাতবর কারণ হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৪ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণের ২ দফা।

২৪৯। খাস আপীলের দরখাস্ত পাঠ করণের পর আদালতের জজ সাহেবেরদের এইমত ক্ষমতা আছে যে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ের এবং যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া যদ্যপিও সেই আইন অধস্থ আদালতে অথবা খাস আপীলের দরখাস্তে উল্লেখ না হইয়া থাকে তথাপি সেই আইনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া খাস আপীল গ্রাহ্য করণের হুকুম দিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ২৪ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণের ৩ দফা।

২৫০। সদর আদালতের দুই জন জজ সাহেব এই কারণেতে এক খাস আপীল গ্রাহ্য করিলেন যে ঐ মোকদ্দমাতে হিন্দুরদের শাস্ত্রঘটিত বিষয় আছে কিন্তু অধস্থ আদালত পণ্ডিতের ব্যবস্থা না লইয়া সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন। যে জজ সাহেবেরা আপীলের মোকদ্দমা শুনিলেন তাঁহারা অধস্থ আদালতে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ দেওয়া গিয়াছিল তাহার বিষয়ে অনৈক্য হইলেন অতএব তাঁহারা আপনারদের পণ্ডিতের ব্যবস্থা না চাহিয়া দেশের ব্যবহারানুসারে এবং তাঁহারা যে বৃত্তান্ত স্থির করিলেন তৎসম্পর্কে হিন্দুরদের শাস্ত্রানুসারে ডিক্রী করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৩১ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ৩৩৫ পৃষ্ঠা।

২৫১। এক নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমায় কালেক্টর সাহেব রিপোর্ট করিলেন এবং সেই মোকদ্দমা বিচারার্থে সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করা খাস আপীল গ্রাহ্য করণের মাতবর কারণ। এবং আরো এক মোকদ্দমাতে সালিসের ফয়সলা হইয়াছিল কিন্তু সেই ফয়সলার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল তাহাও খাস আপীল গ্রাহ্য করণের মাতবর কারণ বোধ হইল।—১৮২৯ সালের ২৭ মার্চের ৪৯৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫২। ছয় গ্রাম যে এক বিক্রয়পত্রের দ্বারা হস্তান্তর হইয়াছিল সেই বিক্রয়পত্র অন্যথা করণার্থে ছয় বিশেষ মোকদ্দমা করা গেল এবং যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইল এবং যে আদালতে তাহার প্রথম আপীল হইল সেইং আদালতে ঐ সকল মোকদ্দমার একি সময়ে নিষ্পত্তি হইল। তাহাতে সদর আদালত এইং বিষয় বিবেচনা করিয়া ঐ সকল মোকদ্দমা সংযোগ করিতে অনুমতি দিলেন এবং ছয় ডিক্রীর উপর এক খাস আপীল গ্রাহ্য করিলেন।—১৮৩৫ সালের ৩ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৮ পৃষ্ঠা।

২৫৩। আপেলান্টেরদের ভ্রাতা যে কর্জ করিয়াছিল তাহা এই২ কারণে প্রবিন্স্যল আদালত আপেলান্টেরদের দিতে হুকুম করিলেন যে তাহারা অবিভক্ত আছে এবং ঐ টাকা সামান্যতঃ পরিবারেরদের উপকারার্থে কর্জ করা গিয়াছিল। কিন্তু ডিক্রীর মধ্যে ইহাও লেখা ছিল যে তাহারা আপনারদের ভ্রাতার জমীদারীহইতে ঐ ডিক্রীর টাকা ফিরিয়া পাইবার জন্যে নালিশ করিতে পারে। ডিক্রীর ঐ ভাগের উপর আপীল করণের অনুমতি হইল এবং ডিক্রীর যে ভাগে তাহারদিগকে সেই অনুমতি দেওয়া গিয়াছিল তাহা অসঙ্গত বলিয়া সদর আদালত অন্যথা করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৭ সালের ১৪ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২৪৭ পৃষ্ঠা।

২৫৪। এক জন আমীন সরে জমীনে তদারক করণার্থে প্রেরিত হওনের পূর্ব্বে ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ১৭ ধারানুসারে তাঁহাকে শপথ করান যায় নাই তাহার পর তিনি আপনার রিপোর্টের বিষয়ে শপথ করিলেন ঐ শেষ শপথের দ্বারা সেই আসল দোষ খণ্ডন হইয়াছে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে খাস আপীল গ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১০ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৬১ পৃষ্ঠা।

২৫৫। অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির দ্বারা দুষ্ট হইল যে তথায় মোকদ্দমার তদারক করণের ত্রুটি হইয়াছে তৎপ্রযুক্ত এক খাস আপীল গ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৬৬ পৃষ্ঠা।

২৫৬। এক মোকদ্দমায় আপেলাট যে উত্তর দিল তাহা জিলার জজ সাহেব দুঃসাহস বোধ করিলেন এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার এক শত টাকা জরীমানা করিলেন। সদর আদালত জজ সাহেবের সেই কর্ম্ম অযথার্থ এবং আদালতের ব্যবহারের বিরুদ্ধ বোধ করিয়া খাস আপীল গ্রাহ্য করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১৫ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৯০ পৃষ্ঠ।

২৫৭। এক মোকদ্দমায় আইনের নির্দ্ধারিত হুকুম প্রতিপালন হয় নাই [অর্থাৎ ১৮০৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণেতে হুকুম আছে যে প্রতারণা কি চাতুরী দুষ্ট হইলে মিয়াদের বিষয়ে আইন খাটিবেক না সেই বিধানের মতাচরণ হইল না] এইপ্রযুক্ত সদর আদালত খাস আপীল গ্রাহ্য করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৯ সেপ্টেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩২৩ পৃষ্ঠা।

২৫৮। বয়বলওফার কটক্রমে বিক্রীত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার নালিশেতে ফরিয়াদীর পক্ষে অধস্থ আদালতে ইহা বলিয়া ডিক্রী হইল যে আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে সমুদয় টাকা পরিশোধ করিতে বন্ধকদেওনিয়া খাতক ত্রুটি করিয়াছে অতএব ঐ বিক্রয় সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বন্ধকলওনিয়া মহাজন ঐ বিক্রীত সম্পত্তির খাজানা পাইয়াছিল এবং ত্রুটি হওনের পর মধ্যে২ কিছু টাকা খাতকের স্থানে পাইয়াছিল এবং বন্ধকদেওনিয়া খাতক মহাজনের সে অবশিষ্ট টাকা পাওনা বোধ করিল তাহা আদালতে আমানৎ করিয়াছিল। তাহাতে খাস আপীল ইহা বলিয়া গ্রাহ্য হইল যে অধস্থ আদালত হিসাবের বিষয়ে কিছু তদারক করেন নাই এবং ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারাক্রমে বন্ধকদেওনিয়া খাতকের উপর একেলা জারী না হওনের বিষয়ে যে এজহার হইয়াছিল তাহারও তজবীজ করেন নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৪৬ পৃষ্ঠা।

২৫৯। এক মোকদ্দমায় যে কর্ম্মের দ্বারা আইনানুসারে সম্পত্তি জব্দ হইত সেই কর্ম্মের বিষয়ে অধস্থ আদালত যাহা ধার্য্য করিলেন তাহার যথার্থতার সন্দেহ হওয়াতে সদর দেওয়ানী আদালত খাস আপীল গ্রাহ্য করিলেন কিন্তু হুকুম করিলেন যে ইহা নজীরের ন্যায় জ্ঞান হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ২০ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৭৯ পৃষ্ঠা।

২৬০। জজ সাহেবের যে হুকুমের উপর আপীল হয় তাহা যদ্যপি বেআইনী তথাপি তাহাতে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ইতরবিশেষ হয় না অতএব সেই বেআইনী হুকুমের উপর খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল।—১৮৪৮ সালের ২২ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৬১। জজ সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি ডিক্রী বিনাসাক্ষ্যে বা স্পষ্টতঃ সাক্ষ্যের বিরুদ্ধ করা গিয়া থাকে তবে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরার বিষয়ে যে ভুল হইয়াছিল তাহা শুধরণের নিমিত্তে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারানুসারে এই২ কারণে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতুক তাহাতে হুকুম আছে যে ডিক্রীতে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরাসম্পর্কীয় যাহা২ লেখা থাকে তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রমাণ জ্ঞান করা যাইবেক।—১৮১৬ সালের ১ মের ২৪৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

২৬২। জিলার আদালত আরো জিজ্ঞাসা করিলেন যে অসঙ্গতরূপে ক্ষতিপূরণের টাকার ডিক্রী হইলে তাহার উপর খাস আপীল হইতে পারে কি না। তাহাতে সদর আদালত উত্তর করিলেন যে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এবং ক্ষতিপূরণের কত

টাকা দিবার হুকুম হইয়াছিল তাহা না জানিয়া আমরা কহিতে পারি না যে ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণে খাস আপীল গ্রাহ্য করণের যে২ হেতু লেখা আছে তাহার মধ্যে এই মোকদ্দমা গণ্য হইতে পারে কি না। অতএব সদর আদালত এইমত পরামর্শ দিতেছেন যে খাস আপীল গ্রাহ্য করণের যে২ হেতু আইনে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ হেতু এই মোকদ্দমার মধ্যে দুষ্ট হয় কি না ইহা অধস্থ আদালত আপনার বিবেচনামতে নিশ্চয় করিবেন।—১৮১৬ সালের ১ মের ২৪৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

২৬৩। যদি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পহওয়া দলীলের প্রমাণে অথবা ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখনের আবশ্যক থাকিলে কেবল শাদা কাগজের লিখিত দলীলের প্রমাণে যদি কোন মোকদ্দমা আদৌ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে এবং যদি তাহার উপর খাস আপীল হয় তবে অধস্থ উভয় আদালতের নিষ্পত্তি রদ করিতে হইবেক এবং যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইয়াছিল সেই আদালতকে ঐ মোকদ্দমা আসল নম্বরে পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে হুকুম দিতে হইবেক। পরে যে ব্যক্তি ঐ দলীল দাখিল করিয়াছিল তাহাকে প্রথম অথবা দ্বিতীয় বিধানের লিখিত নিয়মানুসারে অর্থাৎ যে গতিকে যে বিধি খাটে সেই বিধির অনুসারে ঐ দোষ শুধরণের উপায় দেওয়া বা না দেওয়ার বিষয়ে ঐ আদালত আপনার বিবেচনানুসারে কার্য্য করিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরকুলর অর্ডরের ৭ দফা।

২৬৪। সদর দেওয়ানী আদালতের দুই জন জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ১৭ ধারার বিরুদ্ধে পাপবস্বরূপ এক খাস আপীল গ্রাহ্য করিলেন। পরে তাহারদের মধ্যে যে এক জনের নিকটে মোকদ্দমার বিচার হইল তাহার প্রস্তাবক্রমে এ আপীল নিরস্ত হইল কিন্তু আপীল গ্রাহ্যকরণিয়া অন্য জজ সাহেব তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না কিন্তু তৃতীয় এক জন জজ সাহেব ঐ আপীল নিরস্ত করিবার পরামর্শে সম্মত হইলেন। তৎপরে রীতিমত আপীল করণের দরখাস্ত হইল কিন্তু তাহার দোষগুণ বিবেচনা না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে সেই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলেও ১৮২৮ সালের ৯ আইন হওনের পর ফরিয়াদী আপনার মোত্রহীনতার বিষয়ে পুনরায় শপথ করিলে পাপবস্বরূপ তাহার খাস আপীল পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ৩ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৭৯ পৃষ্ঠা।

২৬৫। আনন্দের পক্ষে এবং বলরামের বিপক্ষে প্রিন্সিপাল আদালত কতক ভূমির ডিক্রী করিয়াছিলেন। তাহার উপর খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে কাশীনাথনামক তৃতীয় এক ব্যক্তি সেই ভূমির বিষয়ে দাওয়া করিয়া কহিল যে তাহার উপর আনন্দের কি বলরামের কোন আসল স্বত্ব ছিল না। কিন্তু সদর আদালত ঐ নূতন দাওয়ার বিষয়ের বিচার করা অনাবশ্যক বোধ করিয়া প্রথম বাদিপ্রতিবাদিদের মধ্যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন এবং কাশীনাথকে কহিলেন যে তুমি চাহিলে নয়রী মোকদ্দমা করিতে পার।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ২১৯ পৃষ্ঠা।

২৬৬। অধস্থ আদালত চারি বিশেষ হেতুতে এক মোকদ্দমার ডিক্রী করিলেন শেষ হেতু মোকদ্দমার বৃত্তান্তমূলক। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে প্রথম তিন হেতুর বিষয়ে যে কোন মত হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে যেহেতুক ঐ তিন হেতু এমত নহে যে তাহার দ্বারা ঐ ডিক্রীর অন্যথা হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বরের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

২৬৭। স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় উভয় বিবাদী মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এবং তাহার আইনক্রমে আপনারদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে স্বীকার করিল। এবং যে আদালতে মোকদ্দমা প্রথমত উপস্থিত হইল সেই আদালত মোকদ্দমার আইন ও বৃত্তান্তের উপর তাহা নিষ্পত্তি করিলেন কিন্তু আপীল আদালত যে বিষয়েতে নিষ্পত্তির কিছু আইসে যায় না এমত এক বিষয় ধরিয়া ঐ নিষ্পত্তির অন্যথা করিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত খাস আপীল গ্রাহ্য করিলেন এবং আপীল আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিয়া ঐ মোকদ্দমার দোষগুণঅনুসারে তাহার পুনর্ব্বার বিচার হওনার্থে ফিরিয়া পাঠাইলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের ১২ জুনের নয়রী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৩৩৮ পৃষ্ঠা।

২৬৮। যে এক মোকদ্দমা প্রথমত ফরিয়াদীর পক্ষে একতরফা নিষ্পত্তি হইয়াছিল সেই মোকদ্দমার উপর বেদীড়ামতে এক আপীল গ্রাহ্য হইল সেই আপীলক্রমে ঐ মোকদ্দমার পুনর্ব্বিবেচনা হইল এবং তাহার দোষগুণঅনুসারে তাহা ডিসমিস হইল। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে অধস্থ আদালতের কার্য্যে যে সকল দোষ ছিল তাহা ফরিয়াদীর কর্ম্মের দ্বারা খণ্ডন হইয়াছে অতএব খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

১৮ ধারা।

খাস আপীলের মোকদ্দমায় ইষ্টাম্পের রসুম ও উকীলপ্রভৃতি।

২৬৯। খাস আপীলের দরখাস্ত করণে যাবৎ আপীল গ্রাহ্য না হয় তাবৎ আরজীর সঙ্গে যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার কিছু রসুম লওয়া যাইবেক না।—১৮৩৫ সালের ৭ আগষ্টের ২৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭০। যে মোখ্তারনামাক্রমে ওকালৎনামা দেওয়া গিয়াছে তাহা এবং খরচার এবং ডিক্রী জারী সাস্থগিত করণের জামিনীপত্র এবং ওকালৎনামা এবং যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার নকল আপেলাণ্টকে আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করিতে সদর আদালত অনুমতি দিয়া থাকেন। অন্যান্য সকল দলীলদস্তাবেজ পৃথক্ দরখাস্তে নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজে দাখিল করা গিয়া থাকে। খাস আপীলের দরখাস্ত করণে ১৮৩০ সালের ১৩ জানুআরি তারিখের এক সাধারণ হুকুমী অনুসারে যাবৎ ঐ আপীল গ্রাহ্য না হয় তাবৎ যে দলীলদস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার কোন রসুম লওয়া যাইবেক না। খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে মোকদ্দমার হুকুমের সময়ে যে দলীলদস্তাবেজ রোয়দাদের শামিল করা যায় তাহার রসুম লওয়া যাইবেক।—১৮৩৫ সালের ৭ আগষ্টের ২৬১ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭১। খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার মিসিলে যে সকল আসল কাগজপত্র কি নকল ছিল তাহাছাড়া অন্য সকল কাগজপত্রের উপর ছয় সপ্তাহের মধ্যে সাধারণ আইনানুসারে দস্তাবেজের যে রসুম দেয় হয় তাহা দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৭ মের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২৭২। যদি রসুমের টাকা না দেওয়া যায় তবে অন্য প্রকার রসুম হইলে যেরূপ করা যায় সেইরূপ এই স্থলে করা যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৭ মের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২৭৩। কোন বাদী কি প্রতিবাদী খাস আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিবার নিমিত্তে উকীলদিগকে নিযুক্ত করিলে তাহারদের উচিত যে ঐ উকীলেরা কেবল ঐ প্রথম দরখাস্ত দাখিল করিবেন কি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওনপর্য্যন্ত মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিবেন ইহা তাহারদের ওকালৎনামায় স্পষ্ট করিয়া লেখে। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২৫ নবেম্বরের বিধান।

২৭৪। খাস আপীলের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে যদি তদ্বিষয়ের কোন দ্বিতীয় দরখাস্ত হয় তবে তাহা সে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে আসল দরখাস্ত লিখিত ছিল সেই মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৪ মার্চের নির্দ্ধারণ।

২৭৫। যে ব্যক্তি স্বয়ং কোন খাস আপীলের দরখাস্ত দাখিল করে সেই ব্যক্তি আপীলের মিয়াদ অতীত হইলে পর উকীল নিযুক্ত করিতে পারে। কিন্তু ঐ উকীল দরখাস্তের পৃষ্ঠে আপনার কোন মত লিখিতে পারেন না এবং সেই দরখাস্তের মধ্যে না লেখা কোন বিষয়ের সওয়ালজওয়াব করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ২৩ মের নির্দ্ধারণ।

২৭৬। উপরের প্রকরণেতে যে প্রকার খাস আপীলের কথা লেখা গেল তাহার কিম্বা অন্য যে সকল খাস আপীল কি তদ্ভিন্ন যে আপীল এক্ষণকার চলিত আইনমতে হইতে পারে তাহার কোন মোকদ্দমা যে আদালতে ঐ আপীল হয় সেই আদালতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির হুকুম হওনবিনা যে আদালতের হওয়া হুকুমের উপর আপীল হইয়া থাকে সেই আদালতে ছানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বার বিচার করিয়া অন্য নিষ্পত্তির হুকুম দিবার কারণ যদি পাঠান যায় তবে আপেলাণ্ট আপন আপীলের দরখাস্ত দাখিল করণের সময়ে ইষ্টাম্প কাগজের যত টাকা মূল্য দিয়া থাকে তাহা সমুদয় তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও যদি এমত মোকদ্দমার আপেলাণ্ট কি রেস্পাণ্ডেণ্ট আপন মোকদ্দমার তদবীর করিবার কারণ আদালতের মোকররী উকীলের মধ্যে কোন উকীলকে মোকরর করিয়া থাকে তবে সে উকীলের মেহনতানা মোকদ্দমার নালিশ সরাসরীভিন্ন মতে দরপেশ হইলে উকীলের যে মেহনতানা পাওনা হইত তাহার এক চৌথাইহইতে অধিক না হইয়া যে আন্দাজ আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের উচিত বোধ হয় তাহা তাহার মওক্কেলের স্থানহইতে তাহাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি।—১৮১৭ সা। ১৯ আ। ৮ ধা।

২৭৭। যদি আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতে কোন মোকদ্দমার খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করণের অর্থে উপযুক্ত কোন হেতু না চাহরিয়া ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তবে এই ধারার ৩ প্রকরণের অনুসারে

আপেলাণ্ট যে ইষ্টাম্প কাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া থাকে সে ইষ্টাম্প কাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের টাকা ফিরিয়া পাওনের যোগ্য হইবেক না কিন্তু যদি আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার বিষয়ের দৃষ্টে এমত বুঝেন্ যে আপেলাণ্টের স্থানে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের সমুদয় টাকা লওয়া গেলে তাহার অধিক ক্ষতি হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই ইষ্টাম্পকাগজে রসুমের টাকার মধ্যে কতক এই নিয়মে যে তাহার চারি হিস্যার তিন হিস্যাহইতে অধিক না হয় যে ব্যক্তি ঐ টাকা দিয়া থাকে তাহাকে কিম্বা তাহার ওয়ারিস লোককে ফিরিয়া দেওয়ান্ ইতি। -১৮১৪ সা। ২৬ আ। ২ ধা। ৫ প্র।

২৭৮। এক খাস আপীলের মোকদ্দমায় আসল এস্তেলানামা হারাণ গিয়াছিল এবং সদর আদালত পুনরায় এস্তেলা দিবার হুকুম করিলেন এবং আপীলের একতরফা কার্য্য আরম্ভ হওনের পর রেসপাণ্ডেণ্টকে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিবার অনুমতি হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ৫ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ২৬৬ পৃষ্ঠা।

২৭৯। অধস্থ আদালতে আসামী ফরিয়াদীর দাওয়াহইতে মুক্ত হইলেও খরচা দিবার তাহার প্রতি হুকুম হইল তাহাতে সদর আদালতে ঐ খরচা ক্ষমা হইল। কিন্তু খাস আপীলের খরচা সেই ব্যক্তির দিতে হইল যেহেতুক মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া অধস্থ আপীল আদালতে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের বিষয়ে দরখাস্ত করা তাহার উচিত ছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১২ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

২৮০। যদি সদর আদালত খাস আপীল অথবা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করণের সময়ে অথবা কোন মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করণার্থে তাহা জিলা অথবা শহরের আদালতে পাঠাইবার সময়ে যে ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লেখা হইয়াছিল তাহার সমুদয় মূল্য অথবা তাহার কতক অংশ ফরিয়াদীকে ফিরিয়া দিতে হুকুম করেন তবে যাবৎ ঐ ইষ্টাম্প কাগজের পরীক্ষা ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের দ্বারা না হয় তাবৎ ঐ ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ৩০ মের নির্দ্ধারণ।

২৮১। ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য ফিরিয়া দেওনের হুকুম হওনের পর যত শীঘ্র হইতে পারে রেজিষ্টর সাহেব ঐ কাগজ পরীক্ষা হওনার্থে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন এবং তাহার সঙ্গে পশ্চাৎ লিখিত পাঠানুসারে এক সর্টিফিকট পাঠাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ৩০ মের নির্দ্ধারণ।

২৮২। সর্টিফিকট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটহইতে ফিরিয়া আইলে যদি ঐ ইষ্টাম্প কাগজের বিষয়ে কোন আপত্তি না থাকে তবে যে ব্যক্তি ঐ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য পাইবেক তাহাকে আদালতের খাজাঞ্চী তাহা দিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ৩০ মের নির্দ্ধারণ।

২৮৩। মোকদ্দমার রাজীনামার দ্বারা নিষ্পত্তি হইলে যে ব্যক্তির ঐ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য পাইবার হক আছে সেই ব্যক্তিকে ১৮১৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ১০ দফাঅনুসারে সর্টিফিকট দেওয়া যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ৩০ মের নির্দ্ধারণ।

---

* সদর দেওয়ানী আদালত। ফোর্ট উলিয়ম।

অমুক। আপেলাণ্ট কি দরখাস্তকারী।

অমুক। রেসপাণ্ডেণ্ট।

উক্ত মোকদ্দমায় এত টাকার মূল্যের এক কেতা ইষ্টাম্প কাগজে নম্বরী আপীলের কি খাস আপীলের কিম্বা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত এই আদালতে দাখিল হইয়াছিল। তাহার পৃষ্ঠে অমুক সালের অমুক নম্বর লিখিত ছিল।

অমুক জজ সাহেবের হুজুরে অমুক তারিখে হুকুম হইল যে ঐ ইষ্টাম্পের সমুদয় কি অর্দ্ধেক কি চারি অংশের তিন অংশ মূল্য আপেলাণ্টকে কি (বিষয়বিশেষে) রেসপাণ্ডেণ্টকে ফিরিয়া দেওয়া যান।

উক্ত ইষ্টাম্প কাগজ ইহার সহিত ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকটে পাঠান যাইতেছে এবং তাঁহাকে আদেশ হইতেছে যে ঐ কাগজ অকৃত্রিম কি না ইহা জানান্ ও তদর্থের এক সর্টিফিকট লিখিয়া ইহার সঙ্গে ফিরিয়া পাঠান।

অমুক। রেজিষ্টর।

উক্ত ইষ্টাম্প কাগজ অকৃত্রিম আছে ইহার সর্টিফিকট দিলাম।

অমুক। সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট।

ইষ্টাম্প আফিস।

তাং ———।

১৯ ধারা।

সদর আদালতের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার।

২৮৪। উপরের প্রকরণানুসারে কোন মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান গেলে যদি ঐ আদালতের সাহেবেরা স্পষ্ট করিয়া লেখা হেতুর ও মোকদ্দমার সমস্ত বেওরা ও ভাব দৃষ্টে এমত বুঝেন যে ন্যায়মতে তাহার পুনর্ব্বিচার করা কর্ত্তব্য তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিবার অর্থে হুকুম দেন ও ঐ মত তাঁহারদিগের নিষ্পাত্তিকরা যে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রী ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুরে না হইয়া থাকে কিম্বা আপীলহওনমতেও মোকদ্দমার মোতালক কাগজপত্র ঐ বাদশাহের হজুরে পাঠান না গিয়া থাকে সে মোকদ্দমাতে যদি তাঁহারদিগের হজুরে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ও যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমাতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করণের হেতু আপনারদিগের রুবকারীর বহীতে লিখেন্ ও এমত মোকদ্দমার নূতন কোন দলীল প্রমাণ লওয়া কি না লওয়া যাওনের বিষয়ে ন্যায়মতে যাহা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম করেন ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ পা। ৩ প্র।

২৮৫। জানা কর্ত্তব্য যে যদি জিলা ও শহরের কোন আদালতের সাহেব কি কোন প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবেরা কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা প্রথমতঃ তাঁহারদিগের নিকটে দেওয়া পুনর্ব্বিচারের কোন দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদিগের তাবে কোন আদালতহইতে ঐ বিষয়ে অনুমতি চাহিয়া পাঠানমতে তাহা নামঞ্জুর করণের বিষয়ে হুকুম দেন্ তবে তাহাতে ঐ দরখাস্তদেওনিয়াকে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য হইলে জাবেতামতে যে আদালতে সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত শুনা যাওনের যোগ্য হয় সে আদালতে আপীলের দরখাস্ত এমত আপীল শুনা যাওনের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুমের দৃষ্টে দাখিল করিতে নিষেধ আছে এমত বোধ না হয় ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৪ পা। ৪ প্র।

[ডিক্রীর পুনর্দৃষ্টি করণের দরখাস্তের ইষ্টাম্পের বিষয়ে বিধি ৬৭৪ পৃষ্ঠায় সপ্তম অধ্যায়ের ২২ ধারাতে পাওয়া যাইবেক।]

২৮৬। জাবেতামতে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে ও প্রবিন্স্যাল কোর্টে নিষ্পত্তি পায় তাহার কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিপাওয়া মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্তের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার লিখিত হুকুমের অতিরিক্ত এই ধারাতে ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে জজ সাহেব কি সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ সেই সাহেব কি সাহেবেরা কিম্বা ঐ নিষ্পত্তি দুই কি ততোধিক জজ সাহেবের দ্বারা হইয়া থাকিলে ঐ জজ সাহেবেরা ঐ মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হওনের সময়ে ঐ আদালতে নিযুক্ত থাকিলে এবং অনুপস্থিত থাকন কি অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য হওনানন্তর ছয় মাসপর্য্যন্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে ও তাহার বিষয়ে আপনার হুকুম কি মত বহীতে লিখিতে অপারক না হইলে ঐ আদালতের অন্য কোন জজ সাহেব কি সাহেবেরা ঐ দরখাস্তের বিষয়ের ন্যায্যান্যায় বিবেচনা করিতে এবং তাহার বিষয়ে আপন কোন হুকুম কি মত বহীতে লিখিতে ক্ষমতা রাখিবেন না কেননা উপরের লিখিত হুকুমের স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে তদনুসারে যে সকল মোকদ্দমার পুনর্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় তাহা সাধ্যানুসারে যে জজ সাহেব কি সাহেবেরা ঐ সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ তাঁহার কি তাঁহারদিগের দ্বারা ঐ সকল মোকদ্দমা উচ্চতর আদালতে আপীল হওনের যোগ্য হইলে সামান্য নিয়মমত তাহার আপীল হওনের অধীনতায় গ্রাহ্য হয় ও নিষ্পত্তি পায় ও আরো হুকুম করা যাইতেছে যে ঐ নিষ্পত্তিপত্রের লিখনক্রমে যদি স্পষ্ট জানা যায় যে প্রবিন্স্যাল কোর্টের অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের একাকী এক জজ যে মোকদ্দমার উপর আর আপীল না হইতে পারে সেই মোকদ্দমার বিষয়ে আইনের লিখনক্রমে তাঁহাকে অর্পণহওয়া ক্ষমতার অতিক্রম করিয়াছেন তবে সে মোকদ্দমার বিষয়ে উপরের লিখিত নিয়ম সম্বন্ধ রাখিবেক না ও ঐ মত মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি অসম্পূর্ণ এবং আইনবিরুদ্ধ হইয়া থাকনপ্রযুক্ত তাহা হওনের বিষয়ে প্রবিন্স্যাল কোর্টের কি সদর দেওয়ানী আদালতের

অধিক জজের মতের ঐক্য হইলে ঐ জজ সাহেবেরা ক্ষমতা রাখিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার এবং এই আইনের লিখিত মতে পুনর্বিচারার্থে দেওয়া ঐ দরখাস্তের বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করেন ইতি।—১৮২৫ সা। ২ আ। ৩ ধা।

[ডিক্রীর পুনর্বিচার করণের হুকুম যে ভাষায় লিখিতে হইবেক তদ্বিষয় ১৯২ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অধ্যায়ের ১ ধারার ১০ নম্বরী বিধানে লেখা আছে।]

২৮৭। ধার্য্য হইল যে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীর তারিখের পর বারো বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে না।—১৮৪০ সালের ২৫ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩১ পৃষ্ঠা।

২৮৮। আপেলাণ্ট নাবালগের সংসারাধ্যক্ষ রেস্পাণ্ডেণ্টের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাতে ১৮২০ সালের ২০ ডিসেম্বর তারিখে সদর আদালতের এক জন জজ সাহেব ঐ আপীলী মোকদ্দমা নম্বরখারিজ করিলেন। তাহার এগার বৎসর পরে অর্থাৎ নাবালগ ১৬ বৎসরবয়স্ক হওনের তিন বৎসর পরে ঐ আপেলাণ্ট দরখাস্ত করিল এবং এক জন জজ সাহেব এই কারণে মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচার করিতে স্বীকার করিলেন এবং আপীল পুনরুত্থিত হইল যে ঐ আপীল বরখাস্ত করণেতে দুষ্টতঃ কোন উপকার ছিল না। অতএব বিপক্ষ ব্যক্তিবর্গকে কারণ দর্শাইতে তলব না করিয়া স্পষ্টতঃ ভুল হইয়াছে বলিয়া পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত একতরফা গ্রাহ্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩০৭ পৃষ্ঠা।

২৮৯। খাস আপীল অগ্রাহ্য করণের হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত ঐ নামঞ্জুরের হুকুমের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৯ পৃষ্ঠা।

২৯০। দুই জন জজ সাহেব এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন এবং তাহারা দুই জন ঐ সদর আদালতে অদ্যাপি আছেন। তাহাতে জিজ্ঞাসা হইল যে পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে দরখাস্ত হইলে তাহা উভয় জজ সাহেবের হজুরে দরপেশ করিতে হইবেক কি এক জন জজ সাহেব তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্যের বিষয়ে যে হুকুম দেন তাহা চূড়ান্ত হইবেক। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিলেন যে এইমত গতিতে যে জজ সাহেবেরা ডিক্রী করিলেন তাহারদিগকে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দিতে হইবেক এবং যদি সেই পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্যের বিষয়ে তাঁহারা অনৈক্য হন তবে যেপর্য্যন্ত সেই বিষয়ে অধিকাংশ জজের সম্মতি না পাওয়া যায় সেইপর্য্যন্ত ঐ আদালতের এক বা ততোধিক জজ সাহেবের নিকটে তাহা অর্পণ করিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ৮ ফেব্রুআরির ৭৫৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯১। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে এক জন জজ সাহেব মোকদ্দমার ডিক্রী করিলে এবং ঐ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হইয়া যদি তিনি তাহা মঞ্জুর না করেন তবে তাহার পর কোন দরখাস্তক্রমে যদি তিনি আপনি তাহা মঞ্জুর না করেন তবে তাঁহার ঐ নামঞ্জুর করণের হুকুম সর্ব্বতোভাবে চূড়ান্ত হইবেক। এবং ঐ জজ অনুপস্থিত হইলে এবং ছয় মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দরখাস্ত শুনিতে না পারিলে সদর আদালতের এমত সাধ্য নাই যে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের হুকুম পুনর্ব্বিচার করিতে অন্য জজ সাহেবকে হুকুম দেন।—১৮৩৫ সালের ১৬ অক্টোবরের ৯৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯২। সদর আদালতের দুই জন জজ সাহেব মফঃসল আপীল আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলেন। ঐ দুই জন জজ সাহেব তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিলেন পরে তাহার মধ্যে এক জন আদালত ছাড়িয়া গেলেন অপর এক জন জজ ঐ দুই জনের করা হুকুম বহাল রাখিলেন। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিলেন যে অবশিষ্ট জজের ঐ দ্বিতীয় হুকুম চূড়ান্ত এবং অন্য কোন জজের সম্মতি লওনের আবশ্যক নাই।—১৮৩২ সালের ১৬ মার্চের ৬৮৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯৩। যে জজ সাহেব ডিক্রী করিলেন তিনি যদি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন তবে অন্য জজ সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৮ সালের ২৬ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২২৪ পৃষ্ঠা।

২৯৪। পুনর্ব্বিচারের এক মোকদ্দমায় দুই জন জজ সাহেব বোধ করিলেন যে যে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার হইতেছে তাহা অন্যথা করা উচিত। অন্য দুই জন জজ সাহেব বোধ করিলেন যে তাহা বহাল করিতে হইবেক। ঐ বহালকারক জজের মধ্যে এক জন অন্য জজের সঙ্গে বৈঠক করণ সময়ে ঐ পুনর্ব্বিচারহওয়া ডিক্রী করিয়াছিলেন এবং অন্য বহালকারি জজ মরিলেন। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ মৃত-জজ সাহেবের মত আমলে আনিতে হইবেক তাহা হইলে পঞ্চম জজকে আহ্বান না করিয়া অধিকাংশ জজ সাহেবেরদের মত পাওয়া যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৩ সালের ৫ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ২৩৪ পৃষ্ঠা।

২৯৫। আসামী বয়বলওফার কটক্রমে যে বিক্রয় করিয়াছিল তাহা ফরিয়াদীর নালিশক্রমে জিলার আদালত সিদ্ধ হইয়াছে হুকুম করিলেন। পরে একাদিক্রমে প্রবিন্সাল আদালতের দুই জন জজ সাহেবের নিকটে সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইল প্রথম জজ সাহেব বন্ধকদেওনিয়া খাতকের দ্বারা ভূমির উদ্ধার হইয়াছে বলিয়া জিলার জজ সাহেবের ডিক্রী অন্যথা করিতে প্রস্তাব করিলেন এবং দ্বিতীয় জজ সাহেব তাঁহার ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু প্রথম জজ সাহেব রেস্পাণ্ডেণ্টের দরখাস্তের উপর হুকুম লিখিয়া আপনার ঐ ফয়সলা অন্যথা করিলেন তাহাতে এ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকটে ফিরিয়া পাঠান গেল এবং তিনি আপনার প্রথম ফয়সলা বহাল রাখিয়া তদনুসারে ডিক্রী করিলেন। তৎপরে বন্ধকলওনিয়া মহাজন পুনর্ব্বার দরখাস্ত করিল এবং এ জজ সাহেব এই কারণে সদর আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিতে হুকুম দিলেন যে বন্ধকদেওনিয়া খাতক ভূমি উদ্ধার করে নাই এবং যে অবশিষ্ট টাকা পাওনা আছে তাহা দেওনের বিষয়ে কোন নিয়ম হয় নাই অতএব ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে হুকুম দিলেন। এই হুকুম অন্য জজ সাহেবের অনুমতির নিমিত্তে তাঁহার নিকটে পাঠান যায় নাই। ইতিমধ্যে ঐ প্রবিন্সাল আদালত ১৮৩৩ সালের ১ আইনানুসারে রহিত হইল। তাহাতে আসল আসামী সদর আদালতে খাস আপীলের বিষয়ে দরখাস্ত করিল এবং এক জন জজ সাহেব ঐ আইনের ৫ ধারানুসারে অন্যান্য জজ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ১২ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৫১ পৃষ্ঠা।

২৯৬। রাটরি সাহেব ও টর্ণবুল সাহেব যে ডিক্রী করিলেন তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত তাঁহারা গ্রাহ্য করিলেন। রাটরি সাহেব পুনর্ব্বিচার সময়ে সাবেক ডিক্রী বহাল করিতে চাহিলেন টর্ণবুল সাহেব আদালত ছাড়িয়া গিয়াছিলেন এবং সেই মোকদ্দমা অন্য জজ সাহেবের বিবেচনার জন্যে পাঠান গেল। কিন্তু সিক্লপিয়র সাহেব ও ওয়ালপোল সাহেব কহিলেন যে রাটরি সাহেব একাকী ঐ ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন এবং অন্য জজ সাহেবের নিকটে তাহা পাঠাইবার আবশ্যক নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ২০ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৬ পৃষ্ঠার মন্তব্য কথা।

২৯৭। যে জজ সাহেব ডিক্রী করেন তিনি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে যদ্যপি তাহা চূড়ান্ত তথাপি যদি তিনি সেই আপীল পুনর্ব্বার হওনের বিষয়ে আপনার আপত্তি ভঞ্জন করেন তবে সেই মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ২০ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ৮৮ পৃষ্ঠা।

২৯৮। ফরিয়াদী উম্মাদের বিষয়ে যে ওজর করিল তাহার তদারক হইল না এইপ্রযুক্ত পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল এবং মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচার হওনার্থে ফিরিয়া পাঠান গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২২ সালের ২৪ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ১৬২ পৃষ্ঠা।

২৯৯। বৃত্তি মহাব্রাহ্মণীর এক দাওয়া ডিসমিস হওয়াতে এই কারণে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল যে যে পণ্ডিতের ব্যবস্থাক্রমে খাস আপীলের নিষ্পত্তি হইয়াছিল তিনি অনুকূল ব্যবস্থা দিবার জন্যে ঘুষ লইয়াছেন শোনা হইল। কিন্তু তাঁহার ব্যবস্থা শাস্ত্রসিদ্ধ দৃষ্ট হওয়াতে ডিক্রী বহাল হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৫ সালের ৩০ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৭০ পৃষ্ঠা।

৩০০। সপ্তষ্ট এক মোকদ্দমায় ভ্রম হওয়াপ্রযুক্ত পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত একতরফা গ্রাহ্য হইল এবং বিপক্ষ পক্ষ ব্যক্তিদিগকে কারণ দর্শাইবার নিমিত্তে তলব হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৩ সালের ১৯ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩০৭ পৃষ্ঠা।

৩০১। প্রবিন্সাল আদালত এক দাওয়া মিয়াদের আইনপ্রযুক্ত নিবারণ আছে বলিয়া তাহা ডিসমিস করিলেন এবং সদর দেওয়ানী আদালত তাঁহারদের ঐ নিষ্পত্তি বহাল রাখিলেন। তৎপরে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হওয়াতে ধার্য্য হইল যে এই মোকদ্দমার বিষয়ে ঐ মিয়াদের আইন না খাটনের প্রবল কারণ আছে এবং সেই মোকদ্দমার দোষগুণ বিবেচনা হওনার্থে পুনরুত্থিত হওনের হুকুম দিলেন। তাহাতে ধার্য্য হইল যে ঐ প্রবিন্সাল আদালত এবং সদর দেওয়ানী আদালত আপীলক্রমে সেই মিয়াদের আইনের বিষয়ে পুনর্ব্বার বিচার করিতে পারেন না এবং যে চাতুরী ও প্রবঞ্চনার বিষয়ে ওজর হওনপ্রযুক্ত পুনর্ব্বিচারের সময়ে মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করণের হুকুম হইয়াছিল তাহার বিষয় বিবেচনা করিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ৩১ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ১৬৮ পৃষ্ঠা।

৩০২। সদর দেওয়ানী আদালতের সাবেক জজ সাহেবেরা যেং হেতুতে কোন মোকদ্দমা পূর্ব্বে নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন সেইং হেতুপ্রযুক্ত পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হইলে তাহা নামঞ্জুর হইবেক।—১৮৪১ সালের ১০ ফেব্রুআরির সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ পৃষ্ঠা।

৩০৩। মোকদ্দমার প্রথম নিষ্পত্তিতে সদর দেওয়ানী আদালতের জজ সাহেবেরা যেং মত লিখিয়াছিলেন সেই

মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের অনুমতি হইলে সেই২ মত অন্যথা হয় না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৩ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৮১ পৃষ্ঠা।

৩০৪। নিষ্পত্তিকারি জজ সাহেবেরদের মতের যৎকিঞ্চিৎ অনৈক্য হওয়াতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল। তাহাতে ধার্য্য হইল যে তাঁহারদের ঐ মত তৎপ্রযুক্ত রহিত হয় নাই কিন্তু মোকদ্দমার চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করণের সময়ে তাহা বিবেচনা করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ১৮ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৬ বালম ২৯০ পৃষ্ঠা।

৩০৫। যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে মুৎফরক্কা দরখাস্ত লেখা যায় সেই মূল্যের কাগজে সদর দেওয়ানী আদালতের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করণার্থে ইহা আবশ্যক আছে যে ঐ দরখাস্ত সম্পূর্ণরূপে এবং সকল আবশ্যক কাগজপত্র সমেত তিন মাসের মধ্যে দাখিল হয়।—১৮৪২ সালের ২৩ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৭ পৃষ্ঠা।

৩০৬। পূর্ব্বের আইনের অর্থহইতে পশ্চাৎ লিখিত বিধান সংগ্রহ হইয়া কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সঙ্গে ঐক্য হইয়া ১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ধার্য্য করিলেন।

৩০৭। ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের সকল দরখাস্তের সঙ্গে যে হুকুমের পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হয় তাহার এক নকল দিতে হইবেক। অথবা যদি দরখাস্তকারির দরখাস্ত ইহার পূর্ব্বে নামঞ্জুর হইয়া থাকে তবে প্রথম হুকুমের অতিরিক্ত পুনর্ব্বিচার অগ্রাহ্য করণের হুকুম বা হুকুমসকলের নকল দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ১৩ ফেব্রুআরির নির্দ্ধারণ।

৩০৮। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার বিধির অনুসারে ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের সঙ্গে যে সকল কাগজপত্র দাখিল হয় তাহা দলীলের ন্যায় জ্ঞান হইবেক এবং ঐ কাগজপত্র আসল মোকদ্দমায় দাখিল হইলে অথবা নম্বরী বা খাস আপীল আদালতে দাখিল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ ঐ কাগজপত্র দলীলদস্তাবেজের ন্যায় ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৫ দফার বিধির অনুসারে তাহাতে ইষ্টাম্প দিতে হইবেক।—১৮৩৬ সালের ১৮ নবেম্বরের ১০৫৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩০৯। পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের পৃষ্ঠে যদি দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তি অথবা তাহার উকীল সেই হেতুতে ঐ পুনর্ব্বিচার গ্রাহ্য হওন উপযুক্ত বোধ হইয়াছে তাহার এক কৈফিয়ৎ অতি সংক্ষেপে লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ না করেন তবে ঐ দরখাস্ত পাঠ হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ২৭ মের নির্দ্ধারণ।

৩১০। ঐ হেতুর নম্বর করিতে হইবেক এবং দরখাস্তের পৃষ্ঠে লেখা কৈফিয়ৎ সাধ্যপর্য্যন্ত এই২ প্রকারে লিখিতে হইবেক অর্থাৎ।

আমি আপেলান্ট (অথবা আপেলান্টের উকীল) কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট এই আদালতের জজ শ্রীযুত অমুক সাহেবের করা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের এই দরখাস্ত এই২ হেতুতে গ্রাহ্য হওনের যোগ্য বোধ করি।

প্রথম। যে এক বিশেষ দলীল আমি উত্তম ও আইনসিদ্ধ সাক্ষ্য কহি তাহা উক্ত জজ সাহেব দাখিল করিতে দিলেন না।

দ্বিতীয়। এই দরখাস্তের সঙ্গে যে এক বিক্রয়পত্র আমি দাখিল করিতেছি তাহা উক্ত জজ সাহেবের করা ডিক্রীর তারিখের পর আপেলান্ট অথবা (বিষয় বিশেষে) রেস্পাণ্ডেণ্ট অমুক ব্যক্তির স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ বিক্রয়পত্র তাঁহার নিকটে আমানৎ হইয়াছিল কিন্তু তাহার হাজির করাওণের হুকুম সেই ব্যক্তি এড়াইয়া হাজির হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ২৭ মের নির্দ্ধারণ।

৩১১। ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের হুকুমের পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্ত যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় সেই ডিক্রী দিবার অথবা দিতে প্রস্তাব করণের পর তিন মাসের মধ্যে দাখিল হইলে তাহা ২৲ দুই টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইতে পারে। কিন্তু যদি সেই মিয়াদ অতীত হওনের পর দাখিল হয় তবে ১৮২৫ সালের ১ আইনের ২ ধারার ১ প্রকরণের হুকুমমতে সেই ডিক্রীর উপর নম্বরী আপীল হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীহওয়া সম্পত্তির সংখ্যা বা মূল্য দৃষ্টে সেই প্রকার সকল দরখাস্ত ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ দফার নিরূপিত ইষ্টাম্প কাগজের উপর লিখিতে হইবেক।—১৮৩৩ সালের ১ নবেম্বরের ৮৪১ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১২। এক জন জজ সাহেবের দ্বারা মোকদ্দমার ডিক্রী হইলে যদি সেই ডিক্রীকরণিয়া জজ সাহেব ঐ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন তবে ঐ নামঞ্জুরের হুকুম সর্ব্বতোভাবে চূড়ান্ত হইবেক। কিন্তু যদি তিনি তৎপরে দরখাস্ত পাইয়া পুনর্ব্বিচার গ্রাহ্য করণের হেতু দেখেন তবে তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন এবং ঐ আদালতের অন্য কোন জজ

সাহেব বা জজ সাহেবেরা তৎপরে কোন সময়ে ঐ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে পারেন না।—১৮৩৫ সালের ১৬ আক্টোবরের ৯৮২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৩। যে জজ বা জজ সাহেবেরা আর আদালতের মধ্যে নিযুক্ত নহেন অথবা যাঁহারা গয়হাজির থাকনপ্রযুক্ত বা অন্যকারণান্তরে দরখাস্ত শুনিতে পাবেন না এমত জজ সাহেবেরদের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত অন্য দুই জন জজ সাহেবের সম্মতিবিনা গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২১ জুলাইর নির্দ্ধারণ।

৩১৪। সাবেক জজ সাহেব অথবা যে জজ সাহেব হাজির নহেন তাঁহারদের নিষ্পত্তি তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক জজ সাহেবের সম্মতিবিনা অন্যথা হইতে পারে না।—১৮৩৪ সালের ১৫ আগষ্টের যে মোকদ্দমার ফকিরচন্দ্র মিত্র ফরিয়াদী শম্ভুচন্দ্র ঘোষ আসামী।

৩১৫। সাবেক জজ সাহেব অথবা হাজির না থাকা জজ সাহেবেরা প্রথম ডিক্রীতে আপনং যে মত লিখিয়াছিলেন তাহা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হওনের পর মোকদ্দমার চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি হওনের সময়ে বিবেচনা করিতে হইবেক। যদি কোন জজ সাহেব আপনার সাবেক ডিক্রী মতান্তর করেন তবে সেই সাবেক ডিক্রী পুনর্ব্বিচারক্রমে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণের সময়ে বিবেচনার মধ্যে আসিবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৩১৬। এক মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ সাহেবের নিকটে আপীল হইল তাহার নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে খাস আপীলের দরখাস্ত হইল কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে এমত গতিকে জিলার জজ সাহেব ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত অবস্থায় আপনার ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের অনুমতির প্রার্থনা করিলে সদর আদালত অনুমতি দিতে পারেন।—১৮৩৭ সালের ১১ নবেম্বরের ১০৫৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩১৭। যে গতিকে ডিক্রী স্পষ্টতঃ অশুদ্ধ এবং বেআইনী বোধ হয় সেই গতিকে ১৮২৫ সালের ২ আইনের ৩ ধারার বিধিক্রমে সদর আদালতের জজ সাহেবদিগকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে উক্ত বিধির দ্বারা সেই ক্ষমতার কিছু হানি হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৫ আপ্রিলের নির্দ্ধারণ।

৩১৮। যে জজ সাহেব বা জজ সাহেবেরা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তাঁহারা আদালতে নিযুক্ত থাকিতে যদি কোন পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত না হইয়া থাকে তবে তাঁহারা আদালতছাড়া হইলে তাঁহারদের ডিক্রীর পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্ত এক জন জজ সাহেব নামঞ্জুর করিলে তাহার ঐ হুকুম চূড়ান্ত হইবেক এবং ঐ আদালতের অন্য কোন জজ বা জজ সাহেবেরা কোন সময়ে সেই মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের অনুমতি দিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৫ আপ্রিলের নির্দ্ধারণ।

৩১৯। অধস্থ আদালত যে নিয়মেতে চূড়ান্ত ডিক্রী করিলেন সেই নিয়মেতে সদর দেওয়ানী আদালতের রিমত হওয়াতে সেই ডিক্রীর কথার কমাকর্মিকরূপে অর্থ করা গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ১৩ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৩৮ পৃষ্ঠা।

৩২০। সদর দেওয়ানী আদালতের সাবেক জজ সাহেবের ডিক্রীতে স্পষ্টতঃ যে ভুল হইয়াছিল মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার না করিয়া যেরূপে ঐ ভুল সংশোধিত হইতে পারে তাহা।—১৮৪১ সালের ১৫ জুলাইর সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১৪ পৃষ্ঠ।

২০ ধারা।

সদর আদালতের ডিক্রী।

৩২১। কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমাসকলের সকল ডিক্রীর উপর ডিক্রীর হুকুম হইবার কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মধ্যের যে সাহেব উপস্থিত থাকেন্ তাঁহার দস্তখৎ এবং দূরস্তের কারণ তাহাতে রেজিষ্টর সাহেবেরো সহী হইতে থাকে ও উপরের লিখিত দস্তখতে সেই সকল ডিক্রীর নকল উভয় পক্ষকে দেওয়া যায় ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৮ ধা।

৩২২। ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ১৬ ধারা মতান্তর হইয়া ইহাতে হুকুম হইল যে কোন অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির উপর জাবেতামত আপীলের অথবা খাস আপীলের যদি সদর দেওয়ানী আদালতের এক জন জজ সাহেব বিচার করিয়া বোধ করেন যে ঐ আপীলহওয়া নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করা উচিত তবে

তিনি সর্ব্বদাই ঐ আদালতের অন্য দুই জন জজ সাহেবকে আপনার সঙ্গে বৈঠক করিতে আহ্বান করিবেন এবং ঐ তিন জন জজ সাহেব এক সঙ্গে বৈঠক করিয়া ঐ আপীল শুনিবেন এবং অধিক কোন জজের মত না লইয়া তাঁহারা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। এইমত গতিকে যদি তিন জন জজ সাহেবের এক মত হয় তবে তাঁহারা তিন জনই ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমনামায় দস্তখৎ করিবেন কিন্তু যদি এক জন জজের মত অন্য দুই জনের সঙ্গে ঐক্য না হয় তবে যে দুই জন জজ ঐক্য হন তাঁহারা ঐ ডিক্রীতে দস্তখৎ করিবেন এবং অন্য জজ সাহেবের দস্তখৎ করা আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু ডিক্রী অথবা চূড়ান্ত হুকুমের মধ্যে তাঁহার মত লিখিতে হইবেক ইতি।—১৮৪৩ সা। ২ আ। ১ ধা।

ডিক্রী যে ভাষাতে লিখিতে হইবেক তাহার বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ের ১ ধারার ১০ নম্বরী বিধান দেখ।

৩২৩। এই ধারার ৮ ও ৯ ও ১০ প্রকরণের লিখিত হুকুমের কথার যে সকল ডিক্রীর উপর কেহ খাস আপীল কি সরাসরী আপীল করিবার মনস্থ রাখে তাহার নকলের সহিত এবং জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবদিগের কি রেজিষ্টর সাহেবদিগের কি প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে হওয়া যে সকল হুকুমনামার নকল কোন আইনের লিখনানুসারে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের কোন পক্ষকে দেওয়া ঐ সকল আদালতের সাহেবদিগের উচিত সে সমস্ত নকলেরো সহিত সম্বন্ধ রাখিবেক ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ১১ প্র।

৩২৪। (শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমাছাড়া) সকল মোকদ্দমাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরদের ডিক্রী চূড়ান্ত হইবেক ইতি। ১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২৯ ধা।

৩২৫। সদর আদালতে অমুক মোকদ্দমাসম্পর্কীয় যে সকল কাগজপত্র অর্পণ হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা স্মিথ সাহেবের মতে ঐক্য হইয়া বিধান করিতেছেন যে সকল মফস্বলকার্য্য বিষয়ে সদর আদালতের হুকুম চূড়ান্ত। অতএব ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের মধ্যে যে২ প্রকার আপীলের বিষয় বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাবিনা শ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে করা অন্য কোন আপীল গ্রাহ্য করিবেন না।—১৮৩৭ সালের ১৮ আগষ্টের ১১০২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২৬। উপরের লিখিত হুকুমের ভাবের বৈলক্ষণ্য দর্শিতে এবং মোকদ্দমাসকলের আপীল অনর্থক হইতে না পারিবার জন্যে কর্ত্তব্য যে মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবেরা জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রী সাব্যস্ত রাখিলে ও সদর দেওয়ানী আদলেতের সাহেবেরা অধস্থ আদালতসকলের কোন ডিক্রী মঞ্জুর করিলে সে ডিক্রী যে সংখ্যায় হইয়া থাকে তাহার উপর সেই ডিক্রীর তারিখহইতে শতকরা এক টাকার হারে সুদ ধরিয়া সমেত সুদ ডিক্রীর টাকা বেলপ্রাণ্টেণ্টকে দেওয়ান এবং অনর্থক আপীল হইবার বোধে সে মোকদ্দমার মর্ম্ম ও আপেলাণ্টের গতিক দৃষ্টে যে দণ্ড সরকারে করণ বিহিত জানেন তাহা করেন্ ইতি।—১৭৯৬ সা। ১৩ আ। ৩ ধা।

৩২৭। যদি ১৭৯৬ সালের ১৩ আইনের ৩ ধারার অনুসারে ন্যায়োহদায়ক আপীল করণের নিমিত্তে জমীমানা হয় এবং যদি তাহা তৎক্ষণাৎ না দেওয়া যায় তবে যে২ বিধিক্রমে আদালতের ডিক্রী জারী হয় সেই২ বিধির অনুসারে তাহা উসুল করিতে হইবেক।—১৮৩৭ সালের ৭ জুলাইর ১০২৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩২৮। সদর দেওয়ানী আদালতে চূড়ান্ত ডিক্রী প্রস্তুত করণের সময়ে অধস্থ আদালতের সাবেক ডিক্রী এবং সদর আদালতের জজ সাহেবেরা পূর্ব্বে যে মত লিখিয়াছিলেন তাহা তাহার মধ্যে দিতে হইবেক। ঐ ডিক্রী এবং ঐ মত যে ভাষাতে লিখিত হইয়াছিল সেই ভাষায় ঐ চূড়ান্ত ডিক্রীর মধ্যে নকল করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ৩ জানুআরির নির্দ্ধারণ।

৩২৯। এদেশীয় কাগজে লিখিত ডিক্রীর নকলে জজ সাহেবের দস্তখৎ করিলে পর ডিক্রীনবিস তৎক্ষণাৎ তাহা ইঙ্গরেজী কাগজে নকল হইবার জন্যে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত মুহুরীরের হাতে অর্পণ করিবেন। 'ডিক্রীর সেইরূপ নকল হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা খরচানবিসের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং জজ সাহেবের মহাফেজ মুহুরীর সেই সময়ে মোকদ্দমার সকল কাগজপত্র খরচানবিসের নিকটে পাঠাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ২০ নবেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৩৩০। যে মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট বাদী প্রতিবাদী হন সেই মোকদ্দমার ডিক্রীর নকল ইঙ্গরেজী তরজমা বিনা সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের অথবা বিষয়বিশেষে অন্য কর্ম্মকারক সাহেবেরদের নিকটে পাঠান যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ১ সেপ্টেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৩৩১। সদর আদালতের দুই জন জজ সাহেব এক আপীলী মোকদ্দমার ডিক্রী করিলে পর তাঁহারদের মধ্যে এক জন আদালত ছাড়িয়া গেলেন। তৎপরে দুষ্ট হইল যে মুদ ধার্য্য করণেতে ১৮৩৬ সালের ৪ মার্চ তারিখের ১৭১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের বিধি প্রতিপালন হয় নাই। তাহাতে অবশিষ্ট জজ সাহেব ডিক্রীর সেই ভুল একাকী সংশোধন করিতে পারেন না কিন্তু অন্য এক জন জজ সাহেবের অনুমতির নিমিত্তে তাঁহার নিকটে মোকদ্দমা পাঠাইতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৯ সালের ২৬ আপ্রিলের নির্দ্ধারণ।

৩৩২। দুই জন জজ সাহেবের রুবকারী লিখনেতে যদি রুবকারীনবিস কোন ভুল করিয়া থাকেন স্পষ্টতঃ দুষ্ট হয় এবং যদি তাঁহারদের মধ্যে এক জন জজ সাহেব আদালত ছাড়িয়া গিয়া থাকেন তবে অন্য জজ সাহেব একাকী সেই ভুল সংশোধন করিতে পারেন না কিন্তু অন্য এক জন জজ সাহেবের অনুমতির নিমিত্তে তাঁহার নিকটে তাহা পাঠাইতে হইবেক। কিন্তু যদি তাহা কেবল অক্ষরের ভুল হয় তবে সংশোধন করিতে পারেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৯ সালের ২৬ আপ্রিলের নির্দ্ধারণ।

৩৩৩। ১৮৪৫ সালের ৮ জানুআরি তারিখের ৬৪ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুমের উপলক্ষে পশ্চাৎ লিখিত প্রকার হুকুম ছাপা হইবেক।

১। নম্বরী ও খাস আপীলের নিষ্পত্তি।

২। যে খাস আপীল গ্রাহ্য হওনের পর মোকদ্দমা অধস্ত আদালতে পুনর্ব্বিচার করণের নিমিত্ত ফিরিয়া পাঠান যায় সেই খাস আপীলের সর্টিফিকেট।

৩। সদর আদালতের নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচার অর্থাৎ মোকদ্দমার যে চূড়ান্ত হুকুম হইল তাহা।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ২৮ মার্চের নির্দ্ধারণ।

২১ ধারা।

সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণ।

৩৩৪। যে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীমতে জমীদার কিম্বা হুজুরী তালুকদার অথবা অন্য ভূম্যধিকারিদিগের যাহার যে মোকদ্দমায় যে টাকা প্রকৃত দেনা হয় সে কালে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের শক্তি আছে যে সে টাকা উসুলের কারণ মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগেরে এমত অনুমতি করেন যে নগদ টাকার মোকদ্দমায় তাঁহারদিগের আদালতের ডিক্রীক্রমে এমত লোকের স্থানে টাকা উসুলের যেরূপ নির্ণয় আছে তদনুসারে ঐ টাকা উসুল করেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ২১ ধা।

৩৩৫। ডিক্রী জারীর সকল দরখাস্ত ডেপুটী রেজিষ্টর লইবেন এবং রীতিমত তাহার মোকাবিলা করিয়া জিলার আদালতে জারী হইবার নিমিত্তে পাঠাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ২০ দফা।

৩৩৬। যখন ১৮১৪ সালের ১৬ আইনের ১৫ ধারার ৮ প্রকরণের লিখিত কোন গতিকে যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত হইয়াছে সেই ডিক্রী জারী না করণের কারণ দর্শাইতে ঐ ব্যক্তির প্রতি এত্তেলা দেওনের আবশ্যক হয় তখন উক্ত এত্তেলা দিতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগকে হুকুম দিলেই হইবেক। তাহার পর যে ব্যক্তির প্রতিকূলে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত হয় সে ব্যক্তি যদি কোন ওজর না করে তবে জিলা অথবা শহরের জজ সাহেব সদর আদালতে আর জিজ্ঞাসা না করিয়া রীতিমতে ডিক্রী জারী করিবেন। যদ্যপি কোন ওজর হয় তবে জজ সাহেব আবশ্যকমতে তাহার তহকীক করিবেন এবং ঐ তহকীকে যাহা দুষ্ট হয় তাহাতে সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্তে রিপোর্ট করিবেন এবং হুকুম না পাওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রী জারী করণের সকল ব্যাপার স্থগিত রাখিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ৪ জুলাইর বিধান।

৩৩৭। ডিক্রী জারী করণের দরখাস্তে যদি ডেপুটী রেজিষ্টর কোন দোষ দেখেন তবে ডিক্রীদার অথবা তাহার উকীলের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে তাহা এক রুবকারীতে লিখিবেন এবং যাবৎ এই দোষ-সংশোধিত না হয় তাবৎ ঐ ডিক্রী জারী হইবার নিমিত্তে জিলার আদালতে পাঠাইবেন না। যদি ডিক্রী জারী করিতে কোন ওজর হয় তবে ডেপুটী রেজিষ্টর পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ২১ দফা।

৩৩৮। যখন জিলার আদালতের জজ সাহেব কোন ডিক্রী জারী না হওনের পূর্ব্বে তাহা ফিরিয়া পাঠান এবং তাহা জারী করিবার বিষয়ে সদর আদালতে পুনর্ব্বার দরখাস্ত হয় তখন ডেপুটী রেজিষ্টর পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্তহওয়া জজ সাহেবকে তাহা জানাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ২২ দফা। [কিন্তু নীচের লিখিত ৩৪২ নম্বর দেখ।]

৩৩৯। যে ব্যক্তির পক্ষে ডিক্রী হওনের বিষয় ডিক্রীতে লেখা থাকে সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ছাড়া যদি অন্য কোন ব্যক্তি ডিক্রী জারী করণের দরখাস্ত করে তবে সেই দরখাস্ত পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত হওয়া জজ সাহেবকে জানাইতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ২৩ দফা।

৩৪০। যে জিলা বা শহরের মধ্যে মোকদ্দমার হেতু হইল সেই জিলা বা শহরের জজ সাহেবের নিকটে সদর আদালত সেই বিষয়ে আপনারু ডিক্রী জারী হওনার্থ রীতিমতে পাঠাইলে যদি ডিক্রীদারকে কিম্বা তাহার উকীলকে এত্তেলানামা দেওয়া যায় এবং ডিক্রীদার ঐ বিষয়ের মিসাদের মধ্যে তদবীর করণের ত্রুটি করাতে সেই মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিশ হয় তবে জিলা বা শহরের জজ সাহেব আপনার ক্ষমতাক্রমে সেই ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা পুনর্ব্বার গ্রাহ্য করিতে অথবা পুনর্ব্বার তাহা আপন আদালতের নথীর শামিল করিতে পারেন না।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৪১। জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরদের প্রতি হুকুম আছে যে তাঁহারা নিয়ত উক্ত প্রকার ডিক্রী জারীর এত্তেলা-নামা দিতে মনোযোগ করেন কিন্তু যখন রীতিমত এত্তেলানামা দিলে পর ডিক্রীদারের কসুরপ্রযুক্ত সেই মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে হয় তখন জজ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ হুকুম যে আদালতহইতে তাঁহার নিকটে পাঠান গিয়াছিল সেই আদালতে তাহা ফিরিয়া পাঠাইয়া ইহা লেখেন্ যে সাধ্যপর্য্যন্ত ইহা জারী করিয়াছি এবং আদালতের হুকুমক্রমে যাহা২ করিয়াছেন তাহার বেওরাও লেখেন্। ডিক্রীদার যদ্যপি উত্তর কালে কোন সময়ে ঐ ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে পুনর্ব্বার দরখাস্ত করে তবে যে আদালতে ডিক্রী হইয়াছিল সেই আদালতে তাহার দরখাস্ত করিতেই হইবেক যেহেতুক কেবল সেই আদালত তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে এবং অধস্থ আদালতে তাহা পুনর্ব্বার নথীর শামিল করিতে হুকুম দিতে পারেন্।—১৮৩৮ সালের ৭ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৪২। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের ও প্রিন্সিপাল আদালতের যে ডিক্রী ত্রুটি-প্রযুক্ত নথীহইতে উঠান গিয়াছে তাহা জারী করণের বিষয়ে পুনর্ব্বার দরখাস্ত হইলে সেই দরখাস্ত ১৮৪১ সালের ১৭ আই-নানুসারে ডেপুটী রেজিষ্টরের নিকটে অর্পণ হয় এবং ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা নথীহইতে উঠাওনের পর যদি বারো বৎসরের মধ্যে ঐ দরখাস্ত করা যায় এবং যদ্যপি পক্ষান্তর ব্যক্তি তাহাতে কোন ওজর না করে তবে ডেপুটী রেজিষ্টর ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবেন কিন্তু যদি কোন ওজর হয় তবে ওজর নিষ্পত্তি করিতে যে জজ সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহার প্রতি অর্পণ করি-বেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ৩১ মার্চের বিধান।

৩৪৩। এই সদর আদালতের ডিক্রী জারী করণবিষয়ে যে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুম দেওয়া যায় তাহার মিয়াদী রিটর্ণ প্রস্তুত করণেতে জিলার জজ সাহেবেরদের এবং তাঁহারদের আমলারদের অনাবশ্যক কাল হরণ এবং অতিরিক্ত ক্লেশ হয় ইহা বিবেচনা করিয়া সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে আগামি মে মাসের ১ তারিখঅবধি এইমত রিটর্ণ একেবারে রহিত হইবেক।—১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৪৪। এই অভিপ্রায়ের কার্য্যে সদর আদালতের সাহেবেরা উচিতমত কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেন এবং তাঁহারদের ডিক্রী যেপর্য্যন্ত জারী হইতেছে তাহা নিশ্চয় জ্ঞাত হন এইহেতুক তাঁহারা হুকুম করিতেছেন যে তুমি বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১ তারিখঅবধি আরম্ভ করিয়া ইঙ্গরেজী এবং এদেশীয় ভাষাতে নীচের লিখিত পাঠানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের জারী না হওয়া ডিক্রীর এক কৈফিয়ৎ তিন২ মাসে এই আদালতে প্রেরণ করিবা। এবং তাঁহারদের ডিক্রী জারী করণে কোন অনাবশ্যক বিলম্ব হইলে তাহা কোন্ কর্ম্মকর্ত্তার কসুরেতে হইয়াছে তাহা সদর আদালত জ্ঞাত হন এ নিমিত্তে মন্তব্য কথার স্তম্ভে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত লিখিবা।—১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

১৮৪১ সালের ১ আপ্রিল তারিখে অমুক জিলার আদালতে সদর দেওয়ানী আদালতের জারী না হওয়া ডিক্রীর ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ।

জিলার রেজিষ্টরের নম্বর।	সদর আদালতে মোকদ্দমার নম্বর এবং তাহার নিষ্পত্তি হওনের তারিখ।	প্রথম প্রিসেপ্টের নম্বর ও তারিখ।	উভয় পক্ষের নাম।	ডিক্রীর খোলাসা।	জারী না হওয়ার কারণ।
	১৮৩৯ সালের ১১৮ নম্বর। ১৮৩৯ সালের ১০ জুন তারিখে নিষ্পত্তি হয়।	৬১ নম্বর। ১৮৪০ সাল ২ ফেব্রুআরি।	রামমোহন ঘোষ আপেলান্ট খয়রুল্লাশা রেসপাণ্ডেণ্ট ও ডিক্রীদার।	বিষ্ণুপুর জমীদারীতে দুই বৎসরের ওয়াসিলাৎ সমেত রেসপাণ্ডেণ্টের দখল দিবার নিমিত্তে	এক জন আমীন ওয়াসিলাতের জুমলা নিশ্চয় করিবার নিমিত্তে মফঃসলে পাঠান গিয়াছে। রেসপাণ্ডেণ্টকে দখল দেওয়ান গিয়াছে।
২	১৮৩৯ সালের ২৩০ নম্বর। ১৮৩৯ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিষ্পত্তি হয়।	৮৭ নম্বর। ১৮৪০ সাল ৫ মে।	তিনকড়ি সেখ আপেলান্ট। আসমান বিবি রেসপাণ্ডেণ্ট ও ডিক্রীদার।	আদালতের খরচা সমেত দশ হাজার টাকা উসুল করিবার নিমিত্তে।	পরওয়ানা দুইবার পাঠান গিয়াছে কিন্তু আপেলান্টকে ধরা যায় নাহি।

৩৪৫। জারী না হওয়া ডিক্রীর যে সকল ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ ১৮৪১ সালের ২ আপ্রিল তারিখের ১১০০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুসারে পাঠান যায় তাহা সদর আদালতের সাহেবেরা একিপ্রকার নহে দেখিয়াছেন অতএব তাঁহারা আদেশ করেন যে তুমি ঐ অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট উপদেশমতে অবিকলরূপে কার্য্য করিয়া যে২ আদালতে কোন মোকদ্দমা মুলতবী থাকে সেই২ আদালতের স্বতন্ত্র কৈফিয়ৎ পাঠাইবা এবং যে আদালতের ডিক্রী জারী হইতেছে তাহার নাম বিশেষ করিয়া লিখিবা অর্থাৎ

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের
কি সদর দেওয়ানী আদালতের
অথবা প্রবিন্সাল আদালতেরি হউক।

—১৮৪২ সালের ৬ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৪৬। সম্প্রতি প্রাপ্ত অনেক কৈফিয়তের দ্বারা বোধ হয় যে ঐ কৈফিয়ৎ তৈয়ার করণের বিষয়ে উপযুক্ত মনোযোগ হয় না এবং তাহা পাঠাইবার পূর্ব্বে জজ সাহেবেরা উপযুক্তমতে তাহা স্বয়ং মোকাবিলা করেন না। পরন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে মোকদ্দমার ডিক্রী সম্পূর্ণরূপে জারী করণের অপেক্ষা জজ সাহেবের আর আবশ্যক কার্য্য নাই। —১৮৪২ সালের ৬ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৪৭। প্রবিন্সাল আদালতের অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের কোন ডিক্রী তোমার জিলার মধ্যে যদি জারী না হওয়া অবস্থায় থাকে তবে তাহার এক স্বতন্ত্র কৈফিয়ৎ পাঠাইবা।—১৮৪১ সালের ২ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৪৮। সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে অধস্থ আদালতে জারী না হওয়া যে ত্রিমাসান্তরিত রিটর্ণ পাঠাইবার

১৮৪১ সালের ২ আপ্রিল তারিখের ১৪৭ নম্বরী সরকুলর অর্ডরে হুকুম ছিল সেই রিটর্নের মধ্যে টাকার ডিক্রীর মোকদ্দমায় যত আদায় হয় তাহা বিশেষ করিয়া পঞ্চম ঘরে লেখা যায় এবং পশ্চাৎ লিখিতমতে ষষ্ঠ ঘরে বৃত্তান্ত লেখা যায়।

	টাকা
গত তিন মাসের বাকী	
বর্ত্তমান তিন মাসের মধ্যে আদায়।	

—১৮৪৩ সালের ৮ ডিসেম্বরের সরকুলর অর্ডর।

৩৪৯। সদর দেওয়ানী আদালতের জারী না হওয়া যে ডিক্রীর বিষয়ে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ হুকুম এ আদালতহইতে একেবারে প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান গিয়া থাকে সেই প্রকার জারী না হওয়া ডিক্রীর বিষয়ে গত ২ আপ্রিল তারিখের ১১০০ নম্বরী সরকুলর অর্ডরে কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। অতএব উক্ত সরকুলর অর্ডরের অনুযায়ি সদর আদালতের জাহেরা জাত করেন যে মিয়াদী রিটর্ন না পাঠাওন এবং তিন মাসে রিটর্ন প্রেরণের বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহা প্রধান সদর আমীনের বিষয়েও খাটিবেক। তাঁহারা রীতিমতে ঐ রিটর্ন জজ সাহেবের নিকটে এইমত কালে পাঠাইবেন যে ইঙ্গরেজী ভাষায় তাঁহার যে তিন মাসীয় কৈফিয়ৎ পাঠাওনের হুকুম আছে তাহার মধ্যে লিখিতে পারেন।—১৮৪১ সালের ১৬ জুলাইর সরকুলর অর্ডর।

৩৫০। গত ২ আপ্রিল তারিখের ১১০০ নম্বরী সরকুলর অর্ডরঅনুসারে জারী না হওয়া ডিক্রীর যে কৈফিয়তের হুকুম হইয়াছিল তাহার মন্তব্য কথার ঘরে অনেকবার এমত কোন বৃত্তান্ত লেখা নাহি যে তাহাতে উপরিস্থ আদালতের ডিক্রী জারী করিতে বিচারকেরা ক্রমে যেং উপায় করিয়াছেন তাহা দৃষ্ট হয়। ঐ কৈফিয়ৎ তুষ্টিকররূপে প্রস্তুত করণার্থে সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে জজ সাহেবের এবং প্রধান সদর আমীনের আদালতের ডিক্রী জারীর মুহুরীর এক রেজিষ্টরী বহী রাখে এবং যে হুকুম যে সময়ে হয় তাহার মর্ম্ম সেই সময়েই তাহাতে লেখা যায় এবং ঐ হুকুমানুসারে যাহা হইয়াছে তাহা সেইরূপে তাহাতে লেখা যায়।—১৮৪১ সালের ২০ আগষ্টের সরকুলর অর্ডর।

২২ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল।

৩৫১। যেহেতুক শ্রীশ্রীযুক্ত "মহারাজার হজুর কৌন্সেলে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে যথার্থ বিচারহওনের নিমিত্তে আইন" নামে বিখ্যাত মৃত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের অধিকারের চতুর্থ বৎসরে এক আইন হয় এবং যেহেতুক ঐ আইনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এমত হুকুম আছে যে "সদর দেওয়ানী আদালতের অথবা ভারতবর্ষের অন্য যে কোন আদালতের অথবা কেপ অফ গুডহোপের পূর্ব্ব দিগে অন্য কোন স্থানে যে কোন আদালতের নিষ্পত্তির উপর শ্রীযুক্ত মহারাজার হজুর কৌন্সেলে আপীল হইতে পারে সেই আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল যে রীত্যনুসারে ও যে প্রকারে ও যে মিয়াদের মধ্যে করিতে হইবেক তাহা নির্ণয় করণের জন্যে যে কোন বিধান ও হুকুম উচিত বোধ হয় তাহা ইঙ্গলণ্ডের শ্রীযুক্ত বাদশাহ হজুর কৌন্সেলে সময়ে২ করিতে পারেন এবং ঐ প্রকার আপীল করণের অথবা শুননির বিলম্ব নিবারণের নিমিত্তে এবং ঐ আপীলের খরচায় নিয়ে এবং যে সংখ্যা অথবা মূল্যের সম্পত্তির মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই মূল্য বা সংখ্যার বিষয়ে সময়ে২ নিয়ম করিতে পারেন।" এবং যেহেতুক উক্ত মৃত মহারাজা উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীলের রীতি ও প্রকার ও মিয়াদ নিরূপণ করণের জন্যে ১৮৩৬ সালের ১৬ জানুআরিতে কএক বিধান ও হুকুম মঞ্জুর করিয়াছিলেন এবং ঐ আপীল করণের বা শুনিবার বিলম্ব নিবারণার্থে এবং ঐ আপীলসম্পর্কীয় খরচের বিষয়ে কএক নিয়ম করিয়াছিলেন এবং ঐ বিধান ও হুকুম ও নিয়ম A এবং B চিহ্নিত তফসীলের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল এবং ১৬ জানুআরিতে ঐ হজুর কৌন্সেলের হুকুমে তাহা সংযোগ হইল। এবং যেহেতুক মৃত মহারাজা ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্টের হজুর কৌন্সেলের অন্য হুকুমক্রমে ঐ B চিহ্নিত তফসীল মতান্তর করিয়া শুধরিয়াছিলেন এবং উক্ত প্রকারে মঞ্জুরহওয়া ঐ B চিহ্নিত তফসীলের পঞ্চম ধারা রদ করিয়া হুকুম দিলেন যে ঐ পঞ্চম ধারার পরিবর্ত্তে ঐ ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্টের হুকুমের লিখিত অন্য এক বিধান অদ্য নির্দ্দিষ্ট হয়। এবং যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌন্সেলে উক্ত বিধান ও হুকুম ও নিয়ম রদ ও রাতিল করিতে এবং তাহার পরিবর্ত্তে অন্য হুকুম ও বিধান ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিতে উচিত বোধ করিয়াছেন।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের বিধান।

৩৫২। অতএব শ্রীশ্রীমতীমহারাণী হজুর কৌন্সেলের পরামর্শক্রমে উক্ত ১৮৩৬ সালের ১৬ জানুআরি

এবং ১৮৩৬ সালের ১০ আগষ্টের হজুর কৌন্সেলের হুকুমে নির্দ্দিষ্ট উক্ত সকল বিধান ও হুকুম ও নিয়ম রদ ও বাতিল করিয়াছেন এবং ঐই হুকুমের নিম্নে সংযোগহওয়া পশ্চাৎ লিখিত নানা বিধান ও হুকুম ও নিয়ম মঞ্জুর করিয়াছেন। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ঐ সকল নিয়ম বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজ এবং বোম্বাইয়ের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টে এবং পুলোপিনাঙ্গ ও সিংহপুর ও মলাকার আদালতে এবং কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে নানা সদর দেওয়ানী আদালতে এবং অন্যান্য আদালতে চলন হইবেক এবং যত ব্যক্তির তাহার সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাঁহারা ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিবেন। এবং ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল বাহাদুর এবং ভারতবর্ষের হজুর কৌন্সেল এবং বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের গবর্নর সাহেব এবং ফোর্ট সেণ্ট জর্জ অর্থাৎ মান্দ্রাজের গবর্নর সাহেব হজুর কৌন্সেলে এবং বোম্বাইয়ের গবর্নর সাহেব হজুর কৌন্সেলে এবং আগরার গবর্নর সাহেব এবং ফোর্ট উলিযমে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস ও অন্য জজ সাহেব এবং মান্দ্রাজের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস ও অন্য জজ সাহেব এবং বোম্বাইয়ের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সুপ্রিম কোর্টের চিফ জুষ্টিস এবং অন্য জজ সাহেব এবং পুলোপিনাঙ্গ ও সিংহপুর ও মলাকার আদালতেব জজ সাহেব ও কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ এবং অন্যান্য সকল আদালতেব জজ সাহেব এবং অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি ঐ হুকুমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন তাঁহারা সেই হুকুমে অবধান করিযা তদনুসারে কার্য্য করিবেন।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের বিধান।

৩৫৩। আগামি ৩১ ডিসেম্বরঅবধি এবং তাহার পর যে ফযসলা কি ডিক্রী বা ডিক্রীর হুকুমের উপর আপীল হয় ঐ ফয়সলা কি ডিক্রীর তারিখের পর ছয মাসের মধ্যে যদি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে আপীল হয তাহার দরখাস্ত এদেশে না দেওয়া যায় এবং যদি ঐ আপীল সম্পর্কে বিরোধি বিষয়ের মূল্য ন্যূন সংখ্যা কোম্পানির দশ হাজার টাকা না হয় তবে বাঙ্গলা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইযের শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালত ও পুলোপিনাঙ্গ ও সিংহপুর ও মলাকার আদালত কিম্বা কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যের কোন সদর দেওয়ানী আদালত বা অন্য কোন আদালত ঐ শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কি তাঁহার উত্তরাধিকারী অথবা তাঁহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য রাজার হজুর কৌন্সেলে যে কোন আপীল হয তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। এবং আগামি ৩১ ডিসেম্বরঅবধি এবং তাহার পর বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মহইতে আপীলের বিষয়ে যে পাঁচ হাজার পৌণ্ড ষ্টর্লিঙ্গের নিয়ম ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে শেষ ও রহিত হইল।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের বিধানের তফসীলের ১ দফা।

৩৫৪। যে কোন গতিকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ও তাঁহার উত্তরাধিকারী ও তাঁহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত অন্যান্য রাজার হজুর কৌন্সেলে আপীল উক্ত কোন আদালতে গ্রাহ্য হয সেই গতিকে ঐ আদালত আপনারকারীতে সর্টিফিকট করিযা ইহা লিখিবেন যে ঐ আপীলসম্পর্কীয় বিরোধি বিষয়ের মূল্য নিতান্ত দশ হাজার টাকা কিম্বা তাহাহইতে অধিক এবং ঐ সর্টিফিকটের দ্বারা ঐ মূল্যের বিষয়ে চূড়ান্তরূপে নির্ণয় হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবেক এবং ঐ আপীলহওয়া মোকদ্দমাসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি ঐ আপীলী মোকদ্দমার মূল্যের বিষয়ে তাহার পর আর কোন ওজর করিতে পারিবেন না।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের বিধানের তফসীলের ২ দফা।

৩৫৫। কিন্তু এই হুকুমের লিখিত কোন কথার এমত অভিপ্রায নহে এবং তাহার এমত অর্থও করিতে হইবেক না যে পূর্ব্বোক্ত কোন আদালতের কোন ফয়সলা কি ডিক্রী অথবা ডিক্রীর হুকুমের দ্বারা যে ব্যক্তি অন্যায়গ্রস্ত হয় সেই ব্যক্তি দরখাস্ত করিলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি তাঁহার উত্তরাধিকারী অথবা তাঁহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত অন্য রাজার হজুর কৌন্সেলে অন্য কোন নিয়মে এবং অন্য যে কোন সীমা ও নিষেধ ও হুকুম ঐ বিশেষ গতিকে নির্দ্দিষ্ট করিতে উচিত বোধ করেন সেই২ নিয়মপ্রভৃতিক্রমে আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে যে ক্ষমতা ও পরাক্রম নিতান্ত আছে তাহা রহিত বা কম কি ব্যাঘাত হইয়াছে।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের বিধানের তফসীলের ৩ দফা।

৩৫৬। উক্ত সদর দেওয়ানী আদালত অথবা ভারতবর্ষের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের দ্বারা কি তাঁহারদের কোন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত অন্য যে কোন আদালতের হুকুমের উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌ-

সেলে আপীল হইতে পারে তাঁহার হুকুমের উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কি তাঁহার উত্তরাধিকারী অথবা তাঁহার পর রাজত্বপ্রাপ্ত অন্য রাজার হজুর কৌন্সেলে আপীল হইলে ঐ আপীলের কাগজপত্রের নকল পঁহুছিলে পর কোম্পানি বাহাদুরের কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা সময়ে২ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি তৎক্ষণাৎ হজুর কৌন্সেলের ক্লার্ক সাহেবকে তাহার বিষয় এত্তেলা করিবেন এবং আপীলের উভয় বিবাদির নাম এবং যে ডিক্রীর উপর আপীল হইয়াছে তাহার তারিখ তৎসময়ে তাঁহাকে জানাইবেন এবং ঐ এত্তেলানামা কৌন্সেলের দফ্তরে রীতিমতে রেজিষ্টরী হইবেক।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের বিধানের তফসীলের ৪ দফা।

৩৫৭। ঐ কাগজপত্রের নকল ইষ্ট ইণ্ডিয়া হৌসনামক বাটীতে অথবা লণ্ডন কি ওএষ্টমিনষ্টর শহরে কি অন্য যে কোন উপযুক্ত স্থান কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা সময়ক্রমে নির্দ্দিষ্ট করেন তথায় রাখা যাইবেক এবং ইঙ্গলণ্ড দেশে ঐ আপীলের আপেলাণ্টের ও রেস্পাণ্ডেণ্টের মোখ্তারেরা ঐ কাগজপত্রের যে সকল নকল বা চুম্বকের আবশ্যক রাখে তাহা লইতে পারে এবং সময়ে২ ঐ কাগজপত্রের তদারক করিতে পারেন এবং ঐ কর্ম্মকারকের উচিত যে তিনি অথবা তাঁহার উপযুক্ত কোন প্রতিনিধি রীতিমতে হুকুম পাইলে ঐ আপীল শুননি হওনের সময়ে এবং অন্য যে কোন সময়ে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে অথবা ঐ কৌন্সেলের বিচারসম্পর্কীয় কমিটি তাহা তলব করেন, ঐ বিচারসম্পর্কীয় কমিটির সম্মুখে আসল কাগজপত্রের নকল উপস্থিত করেন।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের বিধানের তফসীলের ৫ দফা।

৩৫৮। ঐ নকল পঁহুছনের সম্বাদ রেজিষ্টরী হওনের পর যদি তিন মাসের মধ্যে আপেলাণ্টের আপীলের দরখাস্ত কৌন্সেলের সিরিশতায় দাখিল না করা যায় অথবা যদি ঐ রেজিষ্টরী হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে আপেলাণ্ট মোকদ্দমা না চালান তবে রেস্পাণ্ডেণ্ট ঐ উভয় গতিকে এমত দরখাস্ত করিতে পারেন যে কসুরপ্রযুক্ত ঐ আপীল ডিসমিস হয় এবং যদি ঐ রেজিষ্টরী হওনের পর এক বৎসরের মধ্যে রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনার মোকদ্দমা না চালান তবে ঐ মোকদ্দমা একতরফা শুননি হইবার নিমিত্তে আপেলাণ্ট দরখাস্ত করিতে পারেন।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে ১৮৩৮ সালের ১০ আপ্রিলের বিধানের তফসীলের ৬ দফা।

৩৫৯। শ্রীলশ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে যথার্থ বিচার নির্ব্বাহার্থ আইন এই নামে বিখ্যাত মৃত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের রাজ্যের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরে জারীহওয়া আইন সংশোধনের আইন।

(১৮৪৫ সাল ৩০ জুন।)

যেহেতুক শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে যথার্থ বিচার নির্ব্বাহের আইন এই নামে বিখ্যাত মৃত চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের রাজ্যের তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসরের পার্লিমেণ্টের মিসিলে জারীহওয়া আইনেতে লিখিত ছিল যে ভারতবর্ষের কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাজধানীর সদর আদালতের ডিক্রীর উপর শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে নানা আপীল ঐং আদালতে গ্রাহ্য হইয়াছিল এবং ঐ আপীলী মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল সময়ে২ উক্ত আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া তৎকালে ভারতবর্ষে বাণিজ্যকারি ইঙ্গলণ্ডীয়েদের মহাজনেরদের সম্মিলিত সমাজ অর্থাৎ কোম্পানি নামে বিখ্যাত এক্ষণে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে বিখ্যাত কোম্পানির দ্বারা শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের দফ্তরে পাঠান গিয়াছিল কিন্তু ঐং আপীলী মোকদ্দমার বাদিপ্রতিবাদী তাহা শুননি হইবার নিমিত্তে যথোচিত উদ্যোগ করে নাই তাহাতে হুকুম হইয়াছিল যে ভারতবর্ষের নানা সদর দেওয়ানী আদালতের যে২ ডিক্রীর উপর শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল হইয়াছিল অথবা ইহার পরে আপীল হয় সেই২ আপীলী মোকদ্দমা শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের আদালতসম্পর্কীয় কমিটির সম্মুখে বিচার হইবার বিষয়ে এবং ঐং আপীলের বাদিপ্রতিবাদিরদের পক্ষে মোখ্তার ও উকীল নিযুক্ত করণের বিষয়ে উক্ত শ্রীযুক্ত বাদশাহ হজুর কৌন্সেলে যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত উক্ত কোম্পানি বাহাদুর এবং অন্যান্য ব্যক্তিরদিগকে হুকুম দিতে পারেন এবং খরচা দিবার নিমিত্তে এবং তাহার জামিন লইবার নিমিত্তে শ্রীযুক্ত বাদশাহ হজুর কৌন্সেলে যেমত উচিত বোধ করেন সেইমত হুকুম দিতে পারেন এবং তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা আদালতের ব্যবহারানুসারে আপীলকরণিয়া ব্যক্তিরদের উদ্যোগক্রমে শুননি হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ ঐ আপীল শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে শুননি হইবেক এবং তাহার রিপোর্ট হইবেক এবং শ্রীযুক্ত বাদশাহ হজুর কৌন্সেলে তাহা নিষ্পত্তি করিবেন এবং শ্রীযুক্ত বাদশা-

হের হজুর কৌন্সেলের নিষ্পত্তি ও হুকুম ও ডিক্রী বলবৎ ও সিদ্ধ হইবেক। কিন্তু তৎসময়েতে আরো হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের হুকুমের উপর আপীল ঐ সদর দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্য হওনের পর দুই বৎসরপর্য্যন্ত উভয় পক্ষ ইঙ্গলণ্ড দেশে যেং মোকদ্দমায় কোন কার্য্য করেন নাই অথবা উত্তর কালে না করেন কেবল সেইং প্রকার আপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে উপরের লিখিত হুকুম আমলে আসিবেক। এবং যেহেতুক উক্ত আইনে দত্ত নানা ক্ষমতানুসারে শ্রীযুক্ত বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের নানা হুকুমক্রমে উক্ত আদালতের আপীলী মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল ইঙ্গলণ্ড দেশে পঁহুছনের রেজিষ্টরী কৌন্সেলের দফ্তরে করিবার নিয়ম হইয়াছিল এবং যেহেতুক পশ্চাৎ লিখিত প্রকারে উক্ত আইন সংশোধনকরা বিহিত বোধ হইয়াছে অতএব শ্রীযুক্ত মহারাণীর মাহাত্ম্যক্রমে এবং এই পার্লিমেণ্টে একত্র হওয়া প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও ওমরা এবং কমন্সেরদের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে এবং তাঁহারদের ক্ষমতাক্রমে হুকুম হইল যে উক্ত আইনের পূর্ব্বোক্ত নানা বিধান ১৮৪৬ সালের ১ জানুআরি তারিখের পর উক্ত সদর দেওয়ানী আদালত যে কোন আপীল গ্রাহ্য করেন তাহার বিষয়ে খাটিবেক না ইতি।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৮। ৯ বর্ষীয় আইনের ৩০ অধ্যায়ের ১ ধারা।

৩৬০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৬ সালের ১ জানুআরি তারিখের পর উক্ত সদর দেওয়ানী আদালতে গ্রাহ্যহওয়া কোন আপীলী মোকদ্দমার কাগজপত্রের নকল পঁহুছনের রেজিষ্টরী হজুর কৌন্সেলের দফ্তরে হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে যদি ঐ মোকদ্দমাসম্বন্ধীয় এক বা ততোধিক ব্যক্তি তদ্বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশে কোন উদ্যোগ না করেন্ তবে উভয় বিবাদির সম্মতিক্রমে ঐ মোকদ্দমা ত্যাগ হইয়াছে এবং বরখাস্ত হইয়াছে এমত বোধ হইবেক। এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী হজুর কৌন্সেলে সময়ক্রমে তদ্বিষয়ে যদি এইমত হুকুম বা বিধান করেন্ যে এইং প্রকার গতিক হইলে মোকদ্দমা নিবৃত্ত হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক তবে সেইং গতিক হইলে ঐং আপীলী মোকদ্দমা ত্যাগ ও বরখাস্ত হইয়াছে জ্ঞান হইবেক এবং ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি হুকুম হইল যে এইং ধারার বিধানক্রমে যে আপীলী মোকদ্দমা সময়ক্রমে ত্যাগ ও নিবৃত্ত হয় তাহা তাঁহারা সময়ক্রমে নিশ্চয় করিয়া ভারতবর্ষের আদালতে জানান্ ইতি। —শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৮। ৯ বর্ষীয় আইনের ৩০ অধ্যায়ের ২ ধারা।

৩৬১। ঐ মত প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল জাবেতামতে সদর দেওয়ানী আদালতে শুনা যাওনের যোগ্য হয় সে সকল মোকদ্দমাতে এবং সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুরে হওনের যোগ্য হয় সে সকল মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপীল করণের মনস্থ রাখে তাহাকে অনুমতি আছে যে এই ধারার উপরের প্রকরণের লিখনমতে আপন আপীলের দরখাস্ত যে ডিক্রীর উপর আপীল করিবেক তাহার নকলব্যতিরেকে ঐ ডিক্রী যে আদালতে হইয়া থাকে সেই আদালতে দাখিল করে ইতি।—১৮১৪ সা। ২৬ আ। ৮ ধা। ৬ প্র।

৩৬২। যাহারা সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের আপীল শ্রীযুক্ত ইঙ্গরেজের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের বাদশাহী ২১ সন জলুসের আক্ট পার্লিমেণ্টের ৭০ বাবের ২১ দফার লিখিত বিধানক্রমে ঐ বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে করিতে চাহে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী হইলে পর তথায় ছয় মাসের মধ্যে আপনি কিম্বা ঐ আদালতের চিহ্নিত উকীল জনেককে এণ্ডিয়ারনামা দিয়া তাহার দ্বারা আপীলের আরজী দেয়। ও এ হুকুমমতে কার্য্য করিলে পর যদি সে মোকদ্দমা নীচের লিখিত হিসাবে তহশরচাছাড়া পাঁচ হাজার পৌণ্ড সংখ্যার হয় তবে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে আরজীকে মঞ্জুর করিয়া নীচের ধারার লিখিত নিষেধ ও বিধিমতে কর্ম্ম করিবেন ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ২ ধা।

৩৬৩। ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে পাঁচ হাজার পৌণ্ডের ও তদতিরিক্ত সংখ্যার মোকদ্দমার আপীল হইবার যে নির্ণয় হইল তাহার অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্যে লেখা যাইতেছে জানিবেন যে এক পৌণ্ড সংজ্ঞা বিলাযতের হুণ্ডী দিবার ও লইবার মুখে হারহারিতে চলন দশ টাকা হয় এই দৃষ্টে আপীলের মোকদ্দমার মূল্যাবধারণ করিতে ফি পৌণ্ড চলন ১০৲ টাকার হিসাবে পাঁচ হাজার পৌণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা চলন কিম্বা সিক্কার হিসাব করিলে উপর কএক আনাবাদে তেতাল্লিশ হাজার এক শত

তিন টাকা সিক্কা ধরিতে হইবেক ইহাতে হুকুম আছে যে যে মোকদ্দমার আপীল ঐ হজুরে হয় সে মোকদ্দমার ভূমির কিম্বা নগদ অথবা জিনিস যাহার হউক তাহার সংখ্যা ও মূল্যের বিবেচনা যেমতে সদর দেওয়ানী আদালতের ও অন্য আদালতসকলের উপস্থিত মোকদ্দমাসকলের সংখ্যা ও মূল্যের বিবেচনা করিবার নির্ণয় আছে সেই মতে উপরের লিখিত হিসাব দৃষ্টে করিতে হইবেক।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৩ ধা।

[উপরের লিখিত তফসীলক্রমে এইক্ষণে ১০,০০০ টাকা নির্দ্ধারণ হইয়াছে।]

৩৬৪। যে ডিক্রীর বিষয়ে আপত্তি হয় তাহার তারিখের ছয় মাসের পরে বিলায়তে আপীল করণের দরখাস্ত সদর আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন না। যদি সেই ছয় মাসের মধ্যে পুনর্বিচারের দরখাস্ত হয় তৎপ্রযুক্ত ঐ ছয় মাসের মিয়াদ বাড়ান যাইতে পারে না।—১৮৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩৯ পৃষ্ঠা।

৩৬৫। মোকদ্দমা করকার হওনের সময়ে সদর দেওয়ানী আদালত যে হুকুম করেন তাহার উপর বিলায়তে আপীল হইতে পারে না।—১৮৪০ সালের ২৯ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৫ পৃষ্ঠা।

৩৬৬। পাপবস্বরূপ আপীল গ্রাহ্য করণের দরখাস্ত যদি সদর দেওয়ানী আদালত মঞ্জুর না করেন তবে তাহারদের ঐ হুকুমের উপর বিলায়তে আপীল হইতে পারে না।—১৮৩৭ সালের ৪ আগষ্টের ১০৯৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৬৭। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় যদি কোন ব্যক্তি সদর দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীতে নারাজ হইয়া পুনর্বিচারের বিষয়ে দরখাস্ত করে তবে যত কাল পুনর্বিচারের বিষয়ে তাহার দরখাস্ত আদালতে উপস্থিত থাকে তত কাল আপীলের নিরূপিত মিয়াদহইতে বাদ দিতে তাহার অধিকার নাই। কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিয়াছেন যে যে ব্যক্তি আপীল করিতে চাহে সে ব্যক্তি আপীলের মিয়াদ রক্ষা করিবার জন্যে পুনর্বিচারের দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হইলেও আপীলের দরখাস্ত সিবিশতায় দাখিল করিতে পারে। এমত প্রত্যেক গতিকে দরখাস্তকারী আপন আরজীতে লিখিবেক যে আমি পুনর্বিচারের দরখাস্ত করিয়াছি এবং তাহার নিষ্পত্তি অদ্যাপি হয় নাই অতএব আপীলের দরখাস্তের প্রার্থনা করি এবং পুনর্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর না হইলে আসল ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল করিতে আমার মানস আছে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৭ জুনের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৩৬৮। আপীলের দরখাস্ত সিবিশতায় দাখিল হইলে খরচার জামিনের মাতবরীর বিষয়ের তহকীক করণের হুকুম রীতিমতে পাঠান যাইবেক। যদি পরিশেষে পুনর্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তবে কাগজপত্র তরজমা করণের নিমিত্তে রীতিমত হুকুম দেওয়া যাইবেক এবং আপীল রীত্যনুসারে চলিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৭ জুনের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

২৩ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল। খরচার ও ডিক্রী জারী কিম্বা স্থগিত করণের জামিনী।

৩৬৯। ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে মোকদ্দমার আপীল হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জয়ি ব্যক্তির স্থানে এইমতে জামিন লন যে তাহার মোকদ্দমায় বাদশাহ কিম্বা তাঁহার ওয়ারিসান অথবা তাঁহার মরণানন্তর তখনশী যে হুকুম কিম্বা ডিক্রী করেন তাহা মানে ও এমত জামিন লইয়া পরে আপনারদিগের কৃত ডিক্রী জারী করেন। অথবা পরাজয়ি লোকের স্থানে ঐ মত জামিন লইয়া সবিরোধ বস্তু তাহাকে গতাইয়া ডিক্রী জারী মৌকুফ করেন। কিন্তু ডিক্রী জারী করেন কিম্বা না করেন তথাচ সর্ব্বদাই আপেলাণ্টের স্থানে যত টাকা খরচার জামিন লওয়া বিবেচনায় আইসে তাহা লইবেন অতিরিক্ত বাদশাহের কিম্বা তাঁহার ওয়ারিসদিগের অথবা তাঁহার অনন্তর তখনশীর কৃত হুকুম কিম্বা ডিক্রী মানিবার অর্থেও জামিন লইবেন ও ঐ সাহেবেরা জামিন লইলে পর সে মোকদ্দমার আপীল মঞ্জুর হইবার সংবাদ আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে এতদনুসারে দিবেন যে ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে তাঁহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব দাঁড়ামতে করে ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৪ ধা।

৩৭০। ১৮৪৬ সালের ১ জানুআরি তারিখের পর যে জজ সাহেব বিলায়তে আপীল করণের দরখাস্ত গ্রাহ্য করেন তিনি বাদিপ্রতিবাদিদিগকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার অষ্টম ও নবম বৎসরীয় আইনের ৩০ অধ্যায়ের হুকুমের

বিষয়ের এত্তেলা দিবেন এবং সেই হুকুম প্রতিপালন না করণের যে দণ্ড নিরূপণ আছে তাহা তাঁহারদিগকে জানাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৭ ফেব্রুআরির নির্দ্ধারণ।

৩৭১। বিলায়তে আপীলের মোকদ্দমায় ডিক্রীর মতাচরণ করণার্থে জিলার আদালতের জজ সাহেব যে জামিন উত্তম ও মাতবর বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছিলেন সদর দেওয়ানী আদালত ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ১১ ধারার বিধির অনুসারে তদপেক্ষা অধিক জামিন অর্থাৎ ডিক্রীঘটিত সম্পত্তির এক বৎসরের উৎপন্নের তুল্য জামিন রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে লইতে হুকুম করিতে পারেন।—১৮৩৯ সালের ১৫ আগষ্টের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২৫ পৃষ্ঠা।

৩৭২। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত যে কোন মোকদ্দমার আপীল যে আদালতে উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেবের চিত্তে ঐ বিরোধের বস্তু আপীলের অবস্থাতে কোন বিশেষহেতুক আপেলাণ্টের ভোগদখলে থাকা রহিত বোধ হয় তবে সে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে আপেলাণ্টের স্থানে উপরের লিখিতমতে এক কেতা জামিনী লইয়া ঐ বস্তু তাহার ভোগদখলে রাখান ইতি। ১৮০৮ সা। ১৩ আ। ১১ ধা। ৩ প্র।

৩৭৩। যদি কেহ আপীলের যোগ্য মোকদ্দমার আপীল করিয়া তাহার ওকালতীতে আদালতের চিহ্নিত কোন উকীলকে নিযুক্ত করিতে চাহে তবে কর্ত্তব্য যে সে উকীলের বসুমের ও আপীলের খরচার নিশার কারণ মাতবর মালজামিনী তাহার আপীলের আরজীর সঙ্গে দাখিল করে। জামিনী দাখিল না করিলে যদি যোত্রহীনদিগের সম্বন্ধীয় ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ ষটচত্বারিংশৎ আইনের অনুসারে আপেলাণ্ট যোত্রহীন প্রমাণ না হয় তবে তাহার আপীলের আরজী লওয়া যাইবেক না এবং যেরূপে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ ষষ্ঠ আইনের ৬ ষষ্ঠ পারায় কেহ আপীলের আরজী দিয়া নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে ঐ আইনের লিখিত আপীলের নিরূপিত রসুম দাখিল না করিলে সে মিয়াদ গতে তাহার আপীল করিবার অধিকার না থাকিবার হুকুম আছে সেইরূপে এই ধারার অনুসারে কেহ আপীলের আরজী দিয়া এই ধারার নিরীত জামিনী নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না করিলে সে মিয়াদ গতে তাহার আপীল করণের অনধিকার হইবেক। ১৭৯৮ সা। ২ আ। ১০। ধা।

৩৭৪। আপীল হইলে আপীলাহওয়া ডিক্রী জারী করণ বা স্থগিত রাখণের বিষয়ে যে ব্যক্তি জামিন হন তাহার একরারের মজমুন এই যে আপীলের ডিক্রী হওনের সময়ে আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে যে কোন ব্যক্তি থাকুন না কেন আপীলের যে ডিক্রী হয় তাহার টাকার নিশা করণের বিষয়ে আমি এবং আমার জামিনীপত্রের লিখিত জাগদাদ দায়ী আছে অতএব যখন আপেলাণ্ট কিম্বা রেস্পাণ্ডেণ্ট অথবা জামিন আপীল উপস্থিত থাকিতে মরে তখন নূতন জামিন তলব করিবার আবশ্যক নাই যেহেতুক তাহাতে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১১ জুলাইর বিধি।

৩৭৫। আপীলের মোকদ্দমায় আপেলাণ্ট জামিন দেওনের পরিবর্ত্তে আপনার ভূমি অর্পণ বা বন্ধক দিতে পারেন না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৭ জুনের বিধি।

৩৭৬। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল হইলে যে ফয়সলা বা ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিখের পর আপীলী মোকদ্দমার যে খরচা হওনের সম্ভাবনা আছে তাহার নিশার কারণ ছয় মাসের মধ্যে এক মালজামিনী পত্র আপীলের আরজীর সঙ্গে বিশিষ্টরূপে দাখিল করিতে হইবেক তাহা না হইলে আপেলাণ্ট আপনার আপীল করণের অধিকার রাখেন নাই এমত জ্ঞান হইবেক। পরে ঐ জামিন মাতবর কি না ইহা তহকীক করণের নিমিত্তে ঐ জামিনী পত্র জিলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক এবং সেই নিমিত্তে আপেলাণ্টকে আর ছয় মাস মিয়াদ দেওয়া যাইবেক। যদি ঐ ছয় মাস অতীত হইলে ঐ জামিনীর মাতবরীর বিষয়ে আপেলাণ্ট সদর দেওয়ানী আদালতের উপযুক্ত প্রমাণ না দিয়া থাকেন তবে যত টাকার জামিনীর দাওয়া হইয়াছিল তত টাকা নগদে অথবা সরকারের প্রোমিসরি নোটে আদালতে দাখিল করিতে তাহার প্রতি হুকুম হইবেক এবং তিনি যদি তাহার পর তিন মাসের মধ্যে ঐ টাকা কিম্বা নোট আমানৎ না করেন তবে ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের বিধির অনুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল করিতে তাহার যে অধিকার আছে তাহা রহিত হইয়াছে এমত জ্ঞান করা যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ৩০ ডিসেম্বরের ও ১৮৪১ সালের ২৪ ডিসেম্বরের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৩৭৭। যে গতিকে আপীলের আরজীর সঙ্গে অথবা যে ফয়সলা বা ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিখের পর ছয় মাসের মধ্যে খরচার নিশা করণের মালজামিনীনামা বিশিষ্টরূপে দাখিল না হয় সেই গতিকে আপেলাণ্ট উক্ত ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে আপীলের মিয়াদ অতীত হওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে যদি তলবহওয়া জামিনীর তুল্য নগদ টাকা কিম্বা প্রোমিসরি নোট আমানৎ করিবার অনুমতির দরখাস্ত না করেন তবে তাহার আপীল নথীহইতে উঠান যাইবেক। কিন্তু যদ্যপি সে ব্যক্তি টাকার জামিন দেওনের অনুমতির দরখাস্ত আদালতে করেন তবে পূর্ব্বোক্তমতে হিসাব করা আর তিন

মাস মিয়াদ সেই নিমিত্তে তাহাকে দেওয়া যাইবেক এবং যদি ঐ ব্যক্তি টাকা আমানৎ না করেন তবে তাঁহার আপীল করণের অধিকার রহিত হইয়াছে এমত জ্ঞান করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ১৫ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৩৭৮। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের উপদেশের নিমিত্তে এবং নীচের লিখিত বিষয়ে যে সকল লোক লিপ্ত থাকেন তাহারদের বিজ্ঞাপনার্থে নীচের লিখিত নির্দ্ধারণ প্রকাশ করিতেছেন। ১৮৪৩ সালের ১৯ আইনের বিধানের উপলক্ষে এবং দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে সম্পত্তির জামিন দেওয়া যায় তাহা হস্তান্তর হইয়াছে বলিয়া অনেকবার বিবাদ হইয়া থাকে অতএব সেই বিবাদ নিবারণার্থে সদর আদালতের সাহেবেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে আপীল হয় তাহার রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচার জন্যে কিম্বা ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের নিয়মক্রমে কি অন্য কোন আইন অথবা প্রবল হুকুমক্রমে যে কোন কারণে মালজামিন দিতে হয় তাহার জামিনীপত্র এক্ষণকার চলিত বিধানক্রমে কিম্বা উত্তর কালে যে কোন বিধান নির্দ্দিষ্ট হয় তদনুসারে যথাবিধি রেজিষ্টরী করা যাইবেক এবং ঐ জামিনীপত্র রেজিষ্টরী না হইলে তাহা উত্তম ও মাতবর জামিনস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না। হুকুম হইল যে এই নির্দ্ধারণ বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের দেওয়ানী কার্য্যকারকেরদের বিজ্ঞাপনার্থে তাহারদের নিকটে পাঠান যায় এবং সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে তাহার তরজমা এক মাসপর্য্যন্ত এই সদর আদালতে লটকান থাকে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১৭ জুলাইর নির্দ্ধারণ।

৩৭৯। যদ্যপি কোন জামিনী আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হওনের পর মাতবর নহে এমত দৃষ্ট হয় তবে আপেলাণ্টকে তিন মাসের মধ্যে পুনর্ব্বার মালজামিন দিতে এবং তাহার মাতবরীর বিষয়ে আদালতে প্রমাণ দিতে হুকুম হইবেক। অথবা তিন মাসের মধ্যে জামিন না দিলে জামিনী সংখ্যার টাকা হুৎপরে তিন মাসের মধ্যে আমানৎ করিতে হুকুম হইবেক এবং তাহা না করিলে আদালতের নথীহইতে তাহার আপীল উঠান যাইবেক এবং ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের বিধানানুসারে আপীল করিতে তাহার যে অধিকার আছে তাহা রহিত হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ৩০ ডিসেম্বরের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৩৮০। এই সদর আদালতের নির্দ্ধারণানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপেলাণ্ট যে জামিনের প্রস্তাব করে তাহা তহকীক করিয়া এই সদর আদালতে ফিরিয়া পাঠাইবার নিমিত্তে জিলার আদালতে তাহা পাঠাইবার ব্যবহার হইতেছে এবং তহকীক করণের ছয় মাস করিয়া মিয়াদ দেওয়া গিয়া থাকে কিন্তু ঐ মিয়াদের মধ্যে জামিনের মাতবরীর বিষয়ে তহকীক ও নিশ্চয় করণে যেপর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছে তাহার মিয়াদী রিটর্ণ বারম্বার এই আদালতে পাঠান গিয়া থাকে।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৮১। অতএব সদর আদালত চলিত ব্যবহার নিবারণ করিয়া উত্তর কালে আপনারদের প্রিসেডেণ্টের দ্বারা হুকুম দিবেন যে এইমত গতিকে ছয় মাস অতীত হইলে না তাহার পূর্ব্বে একটা সম্পূর্ণ রিটর্ণ করিতে হইবেক এবং সমস্ত মিয়াদী রিটর্ণ মৌকুফ হইবেক। কেবল তিন মাসের পর ইঙ্গরেজী ও এদেশীয় ভাষার এক রিটর্ণ করিতে হইবেক এবং প্রত্যেক মোকদ্দমায় যে কার্য্য হইয়াছে তাহার বিবরণ নীচের লিখিত পাঠানুসারে ঐ রিটর্ণের মধ্যে লিখিতে হইবেক। এই নিয়ম করাতে সদর ও মফঃসল আদালতের আমলারদের অনেক সময় বাঁচিবেক এবং তাহারা অনেক অনাবশ্যক ক্লেশহইতে মুক্ত হইবেন।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৮২। কিন্তু সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে তোমার এই কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয়ে তুমি বিশেষ মনোযোগ কর এবং প্রত্যেক গতিকে যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র জামিনের তহকীক করণের কার্য্য নিষ্পত্তি করিতে উদ্যোগ কর এবং নিরূপিত মিয়াদের অতিরিক্ত কদাচ না হয় এমত সাবধান কর। ছয় মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ রিটর্ণ করণের যে হুকুম তোমার নিকটে পাঠান যাইবেক তদনুসারে কার্য্য না করিলেই নয় এরূপ জ্ঞান করিতে হইবেক। এবং তহকীক করণের মিয়াদ কিঞ্চিৎ অধিক করণের কোন ক্ষমতা জজ সাহেবকে সেই হুকুমে দেওয়া যাইবেক না। এবং যদি ঐ মিয়াদ বাড়াইবার কোন দরখাস্ত করিতে হয় তবে তাহা এই আদালতে করিতে হইবেক যদ্যপি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে ঐ তহকীক করণের শেষ না হইয়াছে তবে তোমার শেষ রিটর্ণের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ না হওনের সমস্ত কারণ বিশেষ করিয়া লিখিবা এবং যে ব্যক্তির ত্রুটিতে তাহার শেষ না হয় তাহার নাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবা।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৮৩। ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে যে রিটর্ণ করিতে হইবেক তাহা পাঠাওনের পর নাজির অথবা অন্য যে আমলার প্রতি ঐ তহকীক করণের ভার অর্পণ হইয়াছিল তিনি যে কোন কার্য্যের বিবরণ অথবা রিপোর্ট তোমার আদালতে দাখিল করেন তাহা সদর আদালতে প্রেরণ করিতে যে নিষেধ হইয়াছে এইমত এই সরক্যুলর অর্ডরের অর্থ করিবা না।—১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৩৮৪। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমায় যে জামিনী দাখিল হয় তাহার মাতবরীর তহকীক করণের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালত জিলার জজ সাহেবের উপদেশের নিমিত্তে নীচের লিখিত বিধান করিয়াছেন।—১৮৪৩ সালের ১৯ মের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৩৮৫। যখন ইঙ্গলণ্ড দেশে আপীলহওয়া মোকদ্দমার খরচার জামিনীনামা তহকীক করণার্থে সদর আদালত জিলার আদালতে পাঠান্ তখন ঐ জিলার আদালতের উচিত যে একতরফা ডিক্রীপ্রভৃতি জারীর হুকুম হইলে যেরূপে করিয়া থাকেন্ সেইরূপে ঐ জামিনীনামার বিষয়ে কোন ওজর হইলে তাহা গ্রহণ করেন এবং তাহার তহকীক করিয়া তাহার মাতবরীর বিষয়ের রিপোর্ট করেন।—১৮৪৩ সালের ১৯ মের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৩৮৬। যদি ঐ ওজর এমত সময়ে দরপেশ হয় যে জামিনীনামার মাতবরীর তহকীকের নিমিত্তে যে ছয় মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহার মধ্যে তাহার তহকীক হইতে পারে তবে জজ সাহেব তহকীক করিয়া নিরূপিত সময়ের মধ্যে তাহা সদর আদালতে পাঠাইবেন।—১৮৪৩ সালের ১৯ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৩৮৭। কিন্তু যদি ঐ ওজর এমত সময়ে দরপেশ হয় যে ঐ জামিনীনামার তহকীকের নিমিত্তে যে ছয় মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহার মধ্যে তাহার তহকীক হইতে পারে না তবে জজ সাহেব ঐ ছয় মাস অতীত হওনের তারিখঅবধি ওজরদারকে আপনার ওজর সাব্যস্ত করিবার নিমিত্তে তিন মাস মিয়াদ দিবেন এবং ঐ তিন মাস মিয়াদ অতীত হইলে সদর আদালতে তাহার রিপোর্ট করিবেন।—১৮৪৩ সালের ১৯ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৩৮৮। *জামিনীনামা তহকীক করণের নিমিত্তে যে ছয় মাস মিয়াদ নিরূপণ আছে তাহা অতীত হওনের পর যদি কোন* ওজর করা যায় তবে জজ সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিবেন না।—১৮৪৩ সালের ১৯ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৩৮৯। যখন দাখিলহওয়া ঐ জামিনীর বিষয়ে কোন ওজর করা যায় তখন জজ সাহেব ঐ ওজরের দরখাস্তের এক নকল এবং তদ্বিষয়ে তিনি যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহার এক নকল সদর আদালতে পাঠাইবেন।—১৮৪৩ সালের ১৯ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৩৯০। সেই দরখাস্তপ্রভৃতি গ্রাহ্য করণের পর সদর আদালত এক রবকারী লিখিবেন এবং আপেলাণ্টের উকীল অথবা মোখ্তারকে আপীল গ্রাহ্য হওনের সম্বাদ দিবেন এবং জামিনীর মাতবরী তদারক করণার্থে যে ছয় মাসের অনুমতি আছে তৎপরে তিন মাসের মধ্যে নগদ টাকা অথবা কোম্পানির কাগজের জামিন দিতে তাহাকে নিয়মপূর্ব্বক হুকুম করিবেন। —১৮৪৩ সালের ১৯ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯১। যদি আপত্তি অমূলক হয় তবে যে প্রথম জামিন দেওয়া গিয়াছিল তাহা প্রকারান্তরে মাতবর হইলে গ্রাহ্য হইবেক। কিন্তু যদি সেই আপত্তি যথার্থ হয় তবে নিয়মপূর্ব্বক যে জামিনের হুকুম হইয়াছিল তাহা বহাল হইবেক।—১৮৪৩ সালের ১৯ মের সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯২। ঐ সকল কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার হুকুম হইলে জিলার জজ সাহেব ওজরদার হাজির থাকিলে তাহাকে তাহার সম্বাদ দিবেন। না থাকিলে তাহার উকীল অথবা মোখ্তারকে সম্বাদ দিয়া হুকুম করিবেন যে ঐ ওজরদার সেই তারিখঅবধি পনের দিবসের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে হাজির হয়। পরে ঐ এক্তেলানামা জারী হওনের প্রমাণ জজ সাহেব সেই মোকদ্দমার মিসিলের সঙ্গে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন।—১৮৪৩ সালের ১৯ মের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৩৯৩। আলাহাবাদের সদর আদালতের সঙ্গে কলিকাতাস্থ সদর আদালত ঐক্য হইয়া বিধান করিলেন যে শ্রীলশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে মোকদ্দমার আপীল হইলে যে সদরপত্তনি তালুকের বিষয়ে কোন আপত্তি নাই এমত তালুকে ঐ পত্তনিদারের যে লাভ আছে তাহা উপযুক্ত জামিনীর ন্যায় জ্ঞান হইতে পারে।—১৮৩৬ সালের ২৫ মার্চের ১০০৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৯৪। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীলের বিষয়ে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা যাহা খরচ করিয়া থাকেন তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে যে২ মোকদ্দমায় সরকার বাদী বা প্রতিবাদী হন সেই২ মোকদ্দমায় যেরূপ হইয়া থাকে তদনুসারে সরকারের উকীল গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে জিলা বা শহরের আদালতে তাহার বিষয়ে উদ্যোগ করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৭ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৩৯৫। যদি বিলায়তে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের ডিক্রীতে কোন খরচার হুকুম নাই তবে সদর আদালত সেই আপীলী মোকদ্দমার খরচা আদায় করিতে পারেন না।—১৮৪০ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪৮ পৃষ্ঠা।

৩৯৬। ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে কোম্পানি বাহাদুরের উকীলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে খরচা দেওনের হুকুম হইলে ঐ খরচা কিরূপে উসুল হয় এবং কিরূপে ও কি ভাওঅনুসারে ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান যায়। তাহাতে ঐ উকীল সাহেব উত্তর করিলেন যে ঐ খরচার বিষয়ে যদি ইঙ্গলণ্ড দেশে মোক্তারেরা বন্দোবস্ত না করেন এবং যদি তাহা এদেশে আদায় হয় তবে সেই সময়ের বাজার ভাওঅনুসারে পাঠান যায়।—১৮৩৭ সালের ১১ জানুআরির গবর্ণমেণ্টের হুকুম।

৩৯৭। ইঙ্গলণ্ড দেশে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা যে খরচা দিয়াছেন তাহার উপর যদি সুদের দাওয়া হয় তবে সরকারের উকীল প্রত্যেক গতিকে যে হারঅনুসারে সুদের দাওয়া হয় তাহা জানাইবেন এবং পক্ষান্তরে ঐ দাওয়ার বিষয়ে যে কোন ওজর থাকে তাহা জানাইতে পারেন।—১৮৩৯ সালের ৫ জুলাইর সরক্যুলর অর্ডর।

৩৯৮। আলাহাবাদের সদর আদালতের সাহেবেরা বিধান করিয়াছিলেন যে শ্রীলশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলে আপীল হইলে অন্যান্য আপেলাণ্টেরদের যেরূপ মালজামিন দিতে হয় সেইরূপে পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন আপেলাণ্টেরদেরও জামিনী দিতে হইবেক অর্থাৎ আপীলের আসল খরচার বাবৎ সিক্কা ৫০০০৲ টাকা এবং চতুর্থ উলিয়ম বাদশাহের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষীয় আইনের ৪১ অধ্যায়ের ২১ ধারার বিধির অনুসারে শ্রীযুত অনরবিল কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের আপেলাণ্টের তরফে আপীল নির্ব্বাহ করিতে হইলে তাঁহারদের যে খরচ লাগিবেক তাহার বাবৎ সিক্কা ৫০০০৲ টাকা।—১৮৩৬ সালের ১২ আগষ্টের ১০৩২ নম্বরী আইনের অর্থ।

৩৯৯। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে মোকদ্দমার আপীল হয় সেই মোকদ্দমার খরচার জামিনস্বরূপ কোম্পানির প্রোমিসরি নোট দাখিল হইলে সেই নোটের বাজারে সময়ক্রমে যে মূল্য হয় সেই মূল্যে গ্রহণ হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২৫ নবেম্বরের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪০০। শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার অষ্টম ও নবম বৎসরীয় আইনের ৩০ অধ্যায়ের উপলক্ষে বিলায়তের আপীলের আপেলাণ্টেরদের স্থানে রেসপাণ্ডেণ্টের খরচার বাবৎ যে দাওয়া করিতে হইবেক তাহা এক্ষণে ১০,০০০ টাকা ধার্য্য হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২৭ ফেব্রুআরির নির্দ্ধারণ।

৪০১। যোত্রহীনের ন্যায় ইঙ্গলণ্ড দেশে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুর আপীল করণের অনুমতির দরখাস্ত মুৎফরক্কা আরজীর মত ২৲ টাকা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৫ আপ্রিলের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪০২। আদালতের বিবেচনায় আপীলের যে খরচা হইতে পারে তাহার নিশার কারণ এবং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী কি তাঁহার উত্তরাধিকারি অথবা তাঁহার পর রাজ্যপ্রাপ্ত রাজার কৌন্সেলের হজুরে যে হুকুম বা ডিক্রী হয় তাহা মানিবার বিষয়ে যে জামিন সদর আদালত উপযুক্ত বোধ করেন এমত জামিন যোত্রহীন আপেলাণ্ট না দিলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে কোন যোত্রহীনের আপীল মঞ্জুর হইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৫ আপ্রিলের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪০৩। যে মোকদ্দমার বিলায়তে আপীল হইবার উদ্যোগ হইতেছে সেই মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি জামিন হইয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা গ্রাহ্য না করিতে সদর দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করে এবং সেই জামিনীনামা বাতিল হইয়া তাহার নিকটে ফিরিয়া দেওয়া যায় এমত প্রার্থনা করে। যে আপেলাণ্ট ঐ জামিনীনামা দাখিল করিয়াছিল সেই ব্যক্তি তাহা আপনাকে ফিরিয়া দিবার প্রার্থনা করে। তাহাতে সদর আদালতের অধিকাংশ জজ সাহেবেরা এই ধার্য্য করিলেন যে ঐ জামিনীনামা আপেলাণ্টের দ্বারা আদালতে দাখিল হইয়াছিল অতএব তাহার এক নকল দফ্তরে রাখিয়া তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া উচিত এবং জামিনের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল।—১৮১৯ সালের ৪ সেপ্টেম্বরের ৫২৪ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪০৪। সদর দেওয়ানী আদালত বিধান করিতেছেন যে যদি কোন নীলের কুঠী ডিক্রী জারীকরণের বিষয়ে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে এবং তাহা যদি বিক্রয় করিতে কি হস্তান্তর করিতে উদ্যোগ হয় তবে সেই খরীদারকে অথবা যে ব্যক্তিকে বিক্রয় ভিন্ন প্রকারান্তরে দেওনের কল্প হয় তাহাকে জজ সাহেবের ইহা জানান উচিত যে সেই নীলের কুঠীর উপর দেওয়ানী আদালতের অধিকার আছে। এবং সেই মোকদ্দমার রেসপাণ্ডেণ্টের হকে ডিক্রী না হওয়াপর্য্যন্ত সেই নীলকুঠীর উপর আদালতের অধিকার থাকিবেক কিন্তু যদি আপেলাণ্টের হকে ডিক্রী হয় তবে রেসপাণ্ডেণ্ট যেপর্য্যন্ত তাহা খালাস না করে সেইপর্য্যন্ত তাহার উপর আদালতের অধিকার থাকিবেক।—১৮৩১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরের ৬৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৪ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীল।—ইষ্টাম্প।—কাগজপত্র পাঠান।—ডিক্রী জারী।

৪০৫। এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের সময়াবধি ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের কোন আদালতহইতে যে আপীল শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে হয় তাহার কোন কার্য্যসম্বন্ধীয় বা তাহা চালাইবার নিমিত্তে যে কাগজপত্র বা কাগজপত্রের নকলের আবশ্যক হয় তদ্বিষয়ে ইষ্টাম্পের কোন মাসুল কি উপস্থিত রসুম দিতে হইবেক না ইতি। -১৮৩৯ সা। ১১ আ।

৪০৬। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে আপীল হইবার মোকদ্দমার আরজী মঞ্জুর করিলে কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার সম্বন্ধীয় ডিক্রী কিম্বা হুকুমের রোয়দাদ ও সাক্ষিগণের জোবানবন্দী ও নিদর্শনী লিখন এদেশীয় চলন ভাষায় থাকিলে তাহার তরজমা ইঙ্গরেজীতে করাইয়া সেই তরজমার নকল দুই প্রস্থ অবিশেষে করাইয়া প্রস্তুত করিয়া পশ্চাৎ আপনারদিগের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে সটীক করিয়া তাহা ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে অগ্রপশ্চাৎক্রমে চালানের যে গতিক ঠাহরে সেই গতিকে পৃথক করিয়া চালানের কারণ শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে দাখিল করেন। বিশেষতঃ ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেব আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে তাহারা সে রোয়দাদ প্রস্তুত করিবার খরচা দিতে স্বীকার করিলে তাহারদিগের দরখাস্তমতে সে রোয়দাদের এক কিম্বা অধিক নকল দিবেন নতুবা দিবেন না। ও সে রোয়দাদ প্রস্তুত হইলে পর তাহার নকল চাহিলে রেজিষ্টর সাহেবের উচিত নহে যে যাবৎ তাহার খরচা তাহারা না দেয় তাবৎ তাহার নকল তাহারদিগেরে দেন। কর্ত্তব্য যে ইহাতে সত খরচা দেয় তাহা সরকারে দাখিল করেন ও সরকারহইতে খরচ দিয়া সে নকল আদৌ তৈয়ার করান ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৫ ধা।

৪০৭। যেহেতুক শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রের যে২ নকল ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রস্তুত করিতে বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় এবং ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৩৪ ধারায় এবং মান্দ্রাজ দেশের চলিত ১৮১৮ সালের ৮ আইনের ৫ ধারায় এবং বোম্বাইয়ের চলিত ১৮২৭ সালের ৪ আইনের ১০০ ধারার ৬ প্রকরণে হুকুম আছে সেই২ নকল প্রস্তুত করণের খরচ আপীলকরনিয়া ব্যক্তিরদের দেওয়া উচিত ও যথার্থ। -১৮৪৪ সা। ২ আ। হেতুবাদ।

৪০৮। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ফোর্ট উলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই ও আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালতের করা ডিক্রীর উপর শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে যে সকল আপীল হয় তাহার সমস্ত রুবকারীর এবং আপীলহওয়া মোকদ্দমাতে যে সকল ডিক্রী ও হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহার এবং সমস্ত সাক্ষ্য ও দলীলদস্তাবেজের নকল প্রস্তুত করণের এবং উক্ত কাগজপত্রের যে২ ভাগ প্রথমতঃ দেশীয় ভাষাতে লেখা গিয়াছিল তাহা ইঙ্গরেজী ভাষাতে তরজমা করণের খরচ আপীলকরনিয়া ব্যক্তিরা দিবেক ইতি।—১৮৪৪ সা। ২ আ। ১ ধা।

৪০৯। এবং ইহাতে আরো হুকুম হইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতা ও হুকুম দেওয়া গেল যে তাহারা উক্ত দুই নকল প্রস্তুত করণের খরচের উপযুক্ত টাকা আপীলের খরচের জামিনী দাখিল করণের মিয়াদের মধ্যে আমানৎ করিতে আপেলাণ্টকে হুকুম দেন এবং সেই টাকা আমানৎ না হইলে আপীল মঞ্জুর না করেন এবং তাহা আমানৎ হইলে আপীল মঞ্জুর করেন এবং তাহার সম্বাদ আপেলাণ্ট ও রেস্পাণ্ডেণ্টকে দেন ইতি।—১৮৪৪ সা। ২ আ। ২ ধা।

৪১০। যদি আপীলহওয়া কোন মোকদ্দমার ডিক্রী শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের কোন স্থানের চিহ্নিত আইনের অনুসারে কোন আদালতের সাহেবেরা গোড়াগুড়ি বিচারক্রমে অথবা আপীলের মতে করিয়া সে ডিক্রী করিতে সে আইনের প্রস্তাব লিখিয়া থাকেন তবে সে আইন সমুদয়ের কিম্বা তাহার যত কথা সে মোকদ্দমায় খাটে তাহার নকল উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে কেবল বাদশাহের হজুরে চালান

কারণ অথবা তথায় চালান ও বাদি প্রতিবাদিকে দিবার জন্যে রোযদাদের শামিলে উঠাইয়া প্রস্তুত করিতে হইবেক ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৬ ধা।

৪১১। প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীযুত ইঙ্গরেজের বাদশাহের ও তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের হজুরে সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে মোকদ্দমার আপীল হয় তাহা এ আইনের ব্যতিক্রমেও যদি আক্ট পার্লিমেণ্টের বিধানক্রমে আপীলের যোগ্য হয় তথাচ তাঁহারা মঞ্জুর করিতে ও তদ্বিধানমতে অযোগ্য হইলে নামঞ্জুর করিতে পারিবেন। জানিবেন যে এ আইনের মতে এ দুই প্রকারেই তাঁহারদিগের কর্তৃত্বের হানি কিছুই হইতে পারে না। এইহেতুক যে এ আইন কেবল এদেশীয় অন্যং দেওয়ানী আদালত ও সদর দেওয়ানী আদালতের কার্য্য চলিবার উপায় ও দাঁড়াক্রমে লেখা গেল ও এ আইনের লিখিত সমস্ত উপায় ও দাঁড়ার ফেরবদল ঐ বাদশাহের এবং তাঁহার খাস কৌন্সেলী সাহেবদিগের অভীষ্টক্রমে হইতে পারে ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৬ আ। ৭ ধা।

৪১২। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীল হইলে ১৭৯৭ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারায় যে কাগজপত্রের বিষয় লিখিত আছে কেবল তাহারই তরজমা হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ৩ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪১৩। বিলায়তে আপীলী মোকদ্দমার প্রত্যেক দলীলের তরজমা করণের আবশ্যক আছে সেই দলীল পূর্ব্বের দলীলের অবিকল নকল হইলেও তাহার তরজমা করিতে হইবেক। যদ্যপি ডিক্রী বা কবলাবী কি অন্য কাগজপত্রের মধ্যে পূর্ব্বে তরজমাহওয়া দলীলের নকল থাকে তবু সেই দলীলের তরজমা সম্পূর্ণরূপে কাগজপত্রের সঙ্গে দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ১৬ জুলাইর নির্দ্ধারণ।

৪১৪। দ্বিতীয়বারের তরজমা নূতন তরজমার ন্যায় গোণ্য হইবেক এবং তাহার সেই মেহনতানা লাগিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩০ সালের ১৬ জুলাইর নির্দ্ধারণ।

৪১৫। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীলী মোকদ্দমার কাগজপত্রের তরজমা করণের হুকুম হইলে যে কাগজপত্রের তরজমা করিতে হইবেক তাহার এক ফিরিস্তি রেজিষ্টর সাহেব প্রস্তুত করিয়া তাহার দুই নকল মুৎফরক্কা সিরিশ্তার জজ সাহেবকে দিবেন। পরে জজ সাহেব তাহার এক২ নকল ফরিয়াদী ও আসামীর উকীলকে দিয়া তাঁহারদিগকে এমত হুকুম করিবেন যে ঐ ফিরিস্তিতে তাঁহারদের যদি কোন ওজর থাকে তবে তাহা নিরূপিত কোন মিয়াদের মধ্যে দাখিল করেন এবং ইঙ্গলণ্ড দেশে যে মিসিল পাঠান যাইবেক তাহার সঙ্গে অন্য কোন কাগজপত্র তরজমা করিয়া পাঠাইতে তাহারদের ইচ্ছা আছে কি না এবং কোন্ কাগজ তাহাও জানান।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪০ সালের ৩ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪১৬। শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে আপীলহওয়া মোকদ্দমার যে কাগজপত্র তরজমা করিতে হইবেক তাহার ফিরিস্তি প্রস্তুত করিতে যে সময় লাগে তাহার বিষয়ে সদর আদালতের দফ্তরে প্রস্তুতহওন এক কৈফিয়ৎ দৃষ্টে ঐ আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ২ ফিরিস্তি প্রস্তুত করণের নিমিত্তে এক মাস মিয়াদ দেওয়া যাইবেক এবং তাহাঅপেক্ষা অধিক কদাচ দেওয়া যাইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৬ মের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪১৭। যাঁহারা সম্প্রতি তরজমার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারদিগকে বিলায়তের আপীলের প্রথম নকল প্রস্তুত করণের অনুমতি দেওয়া যাইবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৪১৮। আপীলের উভয় নকল করণের ভার দফ্তরের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সেরেস্তান লিখনিয়া ব্যক্তিরদিগকে দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৪১৯। যে২ গতিকে মোকদ্দমার কাগজপত্র ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান গিয়াছে সেই২ গতিকে যদি উভয় বিবাদী রফানামা দাখিল করে তবে উপস্থিতহওয়া আপীলের নথীহইতে ঐ আপীল উঠাইবার রীতিমতে হুকুম হইবার নিমিত্তে ঐ রফানামা তরজমা হইয়া রীত্যনুসারে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কৌন্সেলের হজুরে পাঠান যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪২০। কিন্তু যে২ গতিকে মোকদ্দমার কাগজপত্র ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠান যায় নাই সেই২ গতিকে সদর দেওয়ানী আদালত ঐ রফানামা গ্রাহ্য করিতে পারেন্।—মোর সাহেবের রিপোর্টের ১ পৃষ্ঠা।

৪২১। সদর আদালত জানাইতেছেন যে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার হেতু হইয়া থাকে সেই জিলার জজ সাহেবের নিকটে শ্রীশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ড দেশেশ্বর বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের ডিক্রী পাঠান গিয়া থাকে এবং তাঁহারদিগকে এমত হুকুম

দেওয়া গিয়া থাকে যে আদালতের ডিক্রী যে বিধির অনুসারে জারী হয় সেই বিধির অনুসারে ঐ ডিক্রী জারী করেন্ এবং তাঁহারদের হুকুম বা কার্য্যে যাহারা নারাজ হয় তাহারা চাহিলে রীতিমত আপীল করিতে পারে।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির ১০৬৬ নম্বরী আইনের অর্থের ২ দফা।

৪২২। সদর আদালত জিলা ও শহরের জজ সাহেবের নিকটে লিখিলেন যে খরচা ও ওয়াসিলাৎ দেওনের বিষয়ে তোমার পত্রের ৫ দফাতে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহাতে সদর আদালত সম্মত আছেন।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির ১০৬৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৪২৩। কিন্তু শ্রীলশ্রীযুক্ত ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হজুর কৌন্সেলের নিষ্পত্তির কথা বিবেচনা করিয়া সদর আদালত বোধ করেন্ যে ঐ নিষ্পত্তির অভিপ্রায় এই জ্ঞান করিতে হইবেক যে সদর দেওয়ানী আদালতে ডিক্রী না হইলে বাদি প্রতিবাদিরা যে অবস্থায় থাকিত সেই অবস্থায় তাহারদিগকে রাখিতে হইবেক। অতএব ১৮২৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডরের নিয়মানুসারে ডিক্রীদার নূতন মোকদ্দমা না করিয়া সদর আদালতের হুকুমক্রমে যে সকল ওয়াসিলাৎ ফিরিয়া দিয়াছিল তাহা এবং তৎপরে যত কাল বেদখল ছিল তত কালের ওয়াসিলাৎ ও তাহার সুদ এবং সদর দেওয়ানী আদালতের আপীলের খরচা রেস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে ফিরিয়া পাইবেক। এবং ডিক্রী জারী করণের সময়ে ডিক্রীদারকে তাহা দেওয়াইতে জিলার আদালতের ক্ষমতা আছে।—১৮৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুআরির ১০৬৬ নম্বরী আইনের অর্থের ৫ দফা।

৪২৪। গত মে মাসের ১৫ তারিখের ১৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের অনুক্রমে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলহওয়া মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টেরদিগকে যে এত্তেলা দিতে হয় তাহার বিষয়ে পশ্চাৎ লিখিত পাঠ সদর আদালতের সাহেবেরা নির্দ্ধার্য্য করিয়াছেন।—১৮৪৬ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলী মোকদ্দমায় রেস্পাণ্ডেণ্টকে এত্তেলা।

জিলা হুগলীর দেওয়ানী আদালতে।

জিলা মুরশিদাবাদের কওয়াস পরগনার আমীরপুরের বলদেব সরকার	আপেলাণ্ট।
মৃত নরনারায়ণ রায়ের বিধবা এবং নাবালগ কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সংসারাধ্যক্ষ কৃষ্ণপ্রিয়া	রেস্পাণ্ডেণ্ট।

শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া প্রতি আগে।

যেহেতুক ১৮৪৬ সালের ১ জানুআরি তারিখে জিলা মুরশিদাবাদের আমীরাবাদ তালুকের দখল তোমাকে দেওয়াইতে সদর আদালত যে ডিক্রী করিয়াছিলেন সেই ডিক্রী অন্যথা করিবার নিমিত্তে বলদেব সরকার শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলে আপীলের দরখাস্ত দিয়াছেন এবং যেহেতুক ঐ বলদেব সরকার নিয়মিত জামিন দাখিল করিয়াছেন এবং ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ ইঙ্গলণ্ড দেশে পাঠাইবার পূর্ব্বে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করণের আবশ্যক তিনি তদনুযায়ি কার্য্য করিয়াছেন অতএব এই বিষয়ের এত্তেলা ইহার দ্বারা তোমাকে দেওয়া যাইতেছে এবং আরো তোমাকে সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঐ রোয়দাদের নকল অথবা প্রতিলিপি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হজুর কৌন্সেলের দপ্তরে পঁহুছিবার রেজিষ্টরী হওনের পর যদি দুই বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় এক বা ততোধিক ব্যক্তির দ্বারা তাহার বিষয়ে ইঙ্গলণ্ড দেশে কোন কার্য্য না হয় তবে ঐ মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদের অনুমতিক্রমে ঐ আপীল ত্যাগ হইয়াছে এবং উঠান গিয়াছে এমত বোধ ও ধার্য্য হইবেক এবং এই এত্তেলা পাইবার স্বীকার করিতে ইহার দ্বারা তোমাকে হুকুম দেওয়া যাইতেছে।

আমার দস্তখৎ এবং এই আদালতের মোহরে দেওয়া গেল।

শ্রীঅমুক।

জজ।

—১৮৪৬ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

২৫ ধারা।

সদর আদালতের আমলা ও পণ্ডিত ও মৌলবী।

৪২৫। হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত গবরনর সাহেব বাহাদুর অথবা উত্তর পশ্চিম দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবরনর বাহাদুর কিম্বা ঐ দেশের লেপ্টেনেণ্ট গবরনরী ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেব কলিকাতা ও আলাহাবাদের প্রত্যেক সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতে ডেপুটী রেজিষ্টরী অথবা আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্টরী পদে কোম্পানির চিহ্নিত চাকরভিন্ন অন্য ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করিতে উচিত বোধ করিলে

ঐ২ আদালতের রেজিষ্টরেরা এক্ষণে যেং কর্ম্ম করিতেছেন তাহার কোন কর্ম্ম পূর্ব্বের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারকদিগকে অর্পণ করিতে ঐং সদর আদালতের ক্ষমতা হইল ইতি।—১৮৪০ সা। ৭ আ।

৪২৬। ১৮৪০ সালের ৭ আইনের বিধি দৃষ্টে সদর আদালত এই নির্দ্ধারণ করিলেন যে ডেপুটী রেজিষ্টর শ্রীযুত কর্কপাট্রিক সাহেব সরকুলর অর্ডরে সহী করিতে এবং ইষ্টাম্প কাগজের উপর ফরিয়াদী কি আসামীকে দলীলদস্তাবেজের যে নকল দেওয়া যায় তাহাতে প্রমাণস্বরূপ দস্তখৎ করিতে এবং এই নির্দ্ধারণের দ্বারা প্রথম আসিষ্টাণ্ট সাহেবের প্রতি যে ভার অর্পণ হইয়াছে ঐ সাহেবের অবর্ত্তমানতা সময়ে সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন। এবং প্রধান আসিষ্টাণ্ট শ্রীযুত ষ্টুআর্ট সাহেব প্রিসেপ্টে সহী করিতে এবং শাদা কাগজে লিখিত যে কাগজপত্র এই আদালতের আজ্ঞাক্রমে প্রেরণ হয় অথবা এই আদালতের রিকার্ড দফ্তরে রাখা যায় সেই কাগজপত্রের নকলে দস্তখৎ করিতে ক্ষমতা পাইলেন।—সদর আদালতের ১৮৪০ সালের ৩ আপ্রিলের নির্দ্ধারণ।

৪২৭। বাবু রামগোবিন্দ সোম ১৮৪০ সালের ৭ আইনানুসারে ডেপুটী রেজিষ্টরী পদে নিযুক্ত হইয়া সদর আদালতের অদ্যকার তারিখের নির্দ্ধারণানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমা প্রস্তুত করণ এবং ডিক্রী জারী করণের বিষয়ে অধঃস্থ আদালতের প্রতি হুকুম পাঠাইতে নিযুক্ত হইয়াছেন অতএব সদর আদালতের অন্যং হুকুমের বিষয়ে যেমত মনোযোগ আছে সেইমত ঐ কার্য্যকারকের কারকারীর বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইবেক।—১৮৪২ সালের ৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৪২৮। ডেপুটী রেজিষ্টর জিলার আদালতের সাহেবের নিকটে প্রিসেপ্ট না পাঠাইয়া কারকারী পাঠাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ জানুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণের ২৬ দফা।

৪২৯। সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের এবং মফঃসল কোর্ট আপীল ও দায়েরসায়েরী আদালতের এবং বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড ট্রেড এবং বোর্ড কমিস্যনরের সাহেব লোকদিগের প্রতি তাঁহারদিগের তাবে অর্থাৎ ব্যাপ্য কর্ম্মে নিযুক্ত এদেশীয় প্রধানং আমলা ও আরং কার্য্যকারক লোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইশতাফা মঞ্জুর করণের বিষয়েতে হুজুরের মঞ্জুরীর কারণ আপনং রোয়দাদের কৈফিয়ৎ পাঠান বিনা এই ধারানুসারে ক্ষমতা থাকিবেক কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত লোকদিগের তগীর ও বহালী ও ইশ্‌তাফার কৈফিয়ৎ পূর্ব্ব রীতিমতে মঞ্জুরীর কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলেতে পাঠান যাইবেক ইতি।- ১৮০১ সা। ৮ আ। ৩ ধা।

৪৩০। এই ৯ ধারার লিখনানুসারে কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারীর আমলার নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে কিছু টাকা কিম্বা জিনিস লইবার মোকদ্দমা বিচারক্রমে ডিসমিস হইলে সেই ফরিয়াদী যে আদালতের মোতালক হয় সেই আদালতে তাহার নামে সেই আমলা আপন মর্য্যাদা ও নোক্‌সানের দাওয়ায় নালিশ করিতে পারিবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৯ ধা। ১২ প্র।

৪৩১। সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের এদেশি আমলাদিগের নামে রেস্বৎ ও জবরদস্তীতে টাকা লইবার মোকদ্দমাসকলের নালিশের প্রতি যে সকল দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ ত্রয়োদশ আইনের ৯ নবম ধারায় লেখা আছে সমস্ত আদালতের কাজী ও মুফ্তী ও পণ্ডিতদিগের নামে সেমত নালিশ হইলে তাহাতেও নীচের লিখিত বিশেষ মর্ম্মছাড়া সেই সকল দাঁড়া চলিবেক ইতি।—১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৮ ধা। ১ প্র।

৪৩২। আদালতের ও মালের ও তেজারতের ও নিমকের ও আফীনের ও পরমিটের এলাকাসকলের মোখ্তার সমস্ত সাহেবদিগকে পূর্ব্বাবধি তাঁহারদিগের যাঁহার যে ভারানুযায়ি শপথ পত্রানুসারে এবং সরকারের হজুরী সামান্য হুকুমের অনুক্রমে নিষেধ আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের তাবে আমলাসকলের কাহার বেতনহইতে কোনপ্রকারে কিছু লাভ না করেন এ আইনের অনুসারেও বারণ হইতেছে যে ভাগাভাগিক্রমে একের নির্দ্ধারিত বেতনহইতে কিছু কর্ত্তন করিয়া অন্যকে না দেন এবং যত জন আমলা নিযুক্ত থাকে তাহার কমী ও বেশী হজুর কৌন্সেলের বিনাহুকুমে না করেন ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ২৩ ধা।

৪৩৩। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতসকলের নাজিরেরা আপনারদিগের তাবে নায়েব ও মুধাসকল ও পেয়াদাগণ ইত্যাদিপ্রকার যে চাকরদিগের কৃত কর্ম্মের দায়ে ঠেকে সে চাকরদিগকে নিজ প্রভুত্বে পূর্ব্বমতে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেক। এবং যদি কখন সেমত কোন চাকরের কর্ম্মস্থান শূন্য হয় তবে তৎকালে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৩ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার এবং ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ১২ আইনের ২ দ্বিতীয় ধারার

অনুসারে সে কর্ম্মের দায় আপন শিরে রাখিয়া তথাকার জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট ইহার যে সাহেবের মোতালক হয় তাঁহার মঞ্জুরীক্রমে তৎকর্ম্মে অন্য লোককে নিযুক্ত করিতে পারিবেক। এবং এমতে নিযুক্তকরা লোকদিগের তগীর করিতে চাহিলে যদি তাহা করণের বিশিষ্ট হেতু সেই জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে দর্শাইতে পারে তবে তগীর করিতেও শক্ত হইবেক। কিন্তু সে তগীর জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অগোচরে ও বিনামঞ্জুরে করিতে পারিবেক না ইতি।—১৮০৪ সা। ৫ আ। ১২ ধা।

৪৩৪। সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবী লোকের নিযোজনের এবং কর্ম্মচ্যুত হওনের সম্বাদ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের মঞ্জুরের নিমিত্তে এই আইনেতে ইহার পরে যে২ হুকুম লেখা যাইবেক তাহার অধীনতায় তাঁহার হজুরে পাঠান যাইবেক ইতি।—১৮২৬ সা। ১১ আ। ৩ ধা।

[জিলার আদালতের খাজাঞ্চী ও নাজিরের স্থানে জামিনী লইবার বিষয়ে যে বিধি আছে সদর আদালতের খাজাঞ্চী ও নাজিরের বিষয়েও সেই বিধি খাটিবেক।]

৪৩৫। আদালতে দরপেশ করণের নিমিত্তে দফ্তরে দাখিলহওয়া দরখাস্ত লইবার ভার যে আমলার প্রতি আছে তাঁহার নিকটে যত দরখাস্ত দেওয়া যায় সেই সকল তিনি লইবেন। ইষ্টাম্পবিষয়ক আইনের প্রতিপালন না হওনপ্রযুক্ত ঐ২ দরখাস্ত লওন ও নথীর শামিল করণ অথবা আদালতে গ্রাহ্য হওনের বিষয়ে ঐ আমলার যে কোন আপত্তি বোধ হয় তাহা তিনি ঐ দরখাস্তের উপর লিখিবেন এবং তৎপরে ঐ আপত্তি মাতবর কি না এই বিষয় আদালত নির্ণয় করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩১ সালের ১৮ নবেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৪৩৬। মোখ্তারনামা এবং ওকালৎনামা দস্তখৎ হওনার্থে দরপেশ করণের বিষয়ে কোন রসুম জবরদস্তী করিয়া লইতে অথবা কোন প্রকারে লইতে সদর দেওয়ানী আদালতের আমলাদের প্রতি অতিশক্ত নিষেধ হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১৭ জুনের নির্দ্ধারণ।

৪৩৭। সদর আদালতের কার্য্যের মাসিক কৈফিয়ৎ অতিশীঘ্র প্রস্তুত হইতে পারিবার জন্যে জজ সাহেব ও পেশ্কার ও মুৎফরক্কা সিরিশ্তার মহাফেজ দেওয়ানী ও ফৌজদারী কৈফিয়ৎ পূর্ণ করিবার নিমিত্তে যে২ সম্বাদের আবশ্যক হয় তাহা প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দাখিল করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১৯ নবেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৪৩৮। সদর আদালতের অজ্ঞাতসারে এবং বিনাঅনুমতিতে কোন সময়ে আপনং পদোপলক্ষবিনা ফতওয়া বা ব্যবস্থা দিতে ঐ আদালতের পণ্ডিত ও মৌলবীর প্রতি অতিশক্ত নিষেধ হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১১ সালের ৬ জুনের নির্দ্ধারণ।

৪৩৯। সদর আদালতের পণ্ডিত ও মুফ্তীরদিগকে কোন বিষয় জানাইতে হইলে তাহা রুবকারীর দ্বারা জানান যাইবেক কিন্তু পরওয়ানার দ্বারা নহে। এবং ঐ রুবকারীতে রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখৎ ও আদালতের মোহর থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ১২ ফেব্রুআরির নির্দ্ধারণ।

৪৪০। যদি কোন পণ্ডিত বা মুফ্তী ছুটী লইয়া স্থানান্তরে যান তবে হাজির না থাকনের সময়ে তাঁহার মাহিয়ানার অর্দ্ধেক কর্ত্তন হইবেক।—গবর্ণমেণ্টের ১৮৪১ সালের ৯ নবেম্বরের হুকুম।

৪৪১। কিন্তু কোন পণ্ডিত বা মুফ্তী ছুটী পাইয়া যদি কেবল মহরম ও দশহরার বন্দে গরহাজির হন তবে তাঁহারদের মাহিয়ানা কাটা যাইবেক না।—গবর্ণমেণ্টের ১৮৪১ সালের ৯ নবেম্বরের হুকুম।

২৬ ধারা।

বাদি প্রতিবাদিকে কাগজপত্রের নকল দেওন।

৪৪২। সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেব এদেশীয় ভাষার সিরিশ্তাহইতে কাগজপত্রের নকল দিতে পারেন এবং যদি কোন সময়ে ঐ প্রকার কাগজ দেওয়া উচিত কি না এবিষয়ে সন্দেহ হয় তবে সদর আদালতের বিশেষ হুকুম প্রার্থনা করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্টের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪৪৩। ইঙ্গরেজী ভাষার সিরিশ্তার পত্র ও রিপোর্ট এবং লিপিপ্রভৃতির নকলের বিষয়ে যে সকল দরখাস্ত হয় তাহা রেজিষ্টর সাহেব সদর আদালতের হুকুম পাইবার নিমিত্তে তথায় জানাইবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩২ সালের ২৪ আগষ্টের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪৪৪। রেজিষ্টর সাহেব সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সদর দেওয়ানী আদালতের যে ডিক্রী মোকদ্দমার বাদি বা প্রতিবাদিছাড়া অন্য ব্যক্তিরা দৃষ্টান্ত অর্থাৎ নজিরের কর্ম্মের নিমিত্তে চাহে তাহার নকল ৪৲ টাকা কি ॥০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দিতে হইবেক। তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালত এই নির্দ্ধারণ করিলেন।

সদর আদালত রেজিষ্টর সাহেবের ৫ তারিখের পত্র বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে বাদি বা প্রতিবাদিছাড়া অন্যেরদিগকে ॥০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে ডিক্রীর নকল দিতে যে ব্যবহার এইপর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে তাহার কিছু অন্যথা না হয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৬ সালের ১২ ফেব্রুআরির বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪৪৫। জজ সাহেবেরদের যে২ রুবকারীতে মোকদ্দমার দোষগুণের বিষয়ে তাঁহারদের নিজের মত লেখা আছে সেই রুবকারীর দস্তখতী নকল রেজিষ্টর সাহেব দিতে পারেন না কিন্তু কেবল চূড়ান্ত ডিক্রীর নকল দিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরের বিধান ও নির্দ্ধারণ।

৪৪৬। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখের নির্দ্ধারণের অনুক্রমে সদর আদালত এই২ হুকুম করিয়াছেন। উক্ত নির্দ্ধারণের "শেষ নিষ্পত্তি" এই কথাতে কেবল শেষ ফয়সলাকারি জজ সাহেবের রুবকারী বুঝায় না কিন্তু যে ডিক্রীর মধ্যে মোকদ্দমার বিবরণ লেখা থাকে এবং দুই বা ততোধিক জজ সাহেব আপন২ মত লিখিলে সেই সকল জজ সাহেবের মত লেখা থাকে সেই ডিক্রী বুঝায়। আদালতের দ্বারা যে সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় তাহার বিষয়ে এই হুকুম খাটে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণের ১ দফা।

৪৪৭। অধস্থ আদালতে পুনর্ব্বার তজবীজ হওনের নিমিত্তে যে সকল মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যায় সেই২ মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাওনের শেষ হুকুমের নকল দেওয়া যাইতে পারে। এমত মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি নকলের দরখাস্ত করে তাহার এমত কিছু আবশ্যক নাই যে অন্যান্য যে জজ সাহেব সে মোকদ্দমার বিচারের সময়ে বৈঠক করিয়াছেন তাঁহারদের মত কিম্বা হুকুমের নকল লয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণের ২ দফা।

৪৪৮। এক জন জজ সাহেবের অধিক জজের বৈঠকে যে মুৎফরক্কা মোকদ্দমা সদর আদালতের দ্বারা নিষ্পত্তি হয় সেই২ মোকদ্দমায় কোন এক জন জজ সাহেবের হুকুম অথবা মতের নকল দেওয়া যাইবেক না কিন্তু দরখাস্তকারির উচিত যে একাদিক্রমে যে সকল মত রোয়দাদে লেখা গিয়া থাকে তাহার নকল যোড়াদেওয়া কএক ইষ্টাম্প কাগজে লয়।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণের ৩ দফা।

৪৪৯। সদর আদালত এই বিধান করিয়াছেন যে নম্বরী অথবা মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় জজ সাহেবের মত যে কোন রুবকারীতে লেখা থাকে সেই মত যদি ঐ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারকের মত না হয় তবে সে রুবকারীর নকল দেওয়া যাইবেক না। যে বিধান এক্ষণে ধার্য্য হইল তাহার দ্বিতীয় বিধানের অনুসারে এক রুবকারীর নকল দেওয়া যাইতে পারে এবং এক জন জজ সাহেবের দ্বারা নিষ্পত্তিহওয়া মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় তাহার রুবকারীর নকল দেওয়া যাইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণের ৪ দফা।

৪৫০। যে মিয়াদী হুকুম কেবল কর্ম্মের দাঁড়ার বিষয়ে হয় অথবা যে হুকুমে সদর আদালতের জজ সাহেবের মত অথবা ডিক্রী না থাকে তাহার বিষয়ে উক্ত বিধান খাটিবেক না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ৮ জুলাইর বিধান ও নির্দ্ধারণের ৫ দফা।

৪৫১। কোন সাধারণ গুরুতর বিষয়ে সদর আদালতের জজ সাহেবেরা আপনারদের যে মত লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠান্ তাহা সরকারী দলীলের ন্যায় জ্ঞান হইবেক না এবং সাধারণ ব্যক্তিরা তাহার নকল চাহিলে তাহারদিগকে দিতে হইবেক না।—১৮৩২ সালের ২১ সেপ্টেম্বরের ৭১৮ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৫২। কাগজপত্রের নকলের দরখাস্তের মধ্যে যত দলীলের নকলের প্রয়োজন হয় তাহার সংখ্যা অক্ষরে লিখিতে হইবেক এবং কাগজপত্রের ফিরিস্তির অব্যবহিতপূর্ব্বে দরখাস্তের তারিখ দিতে হইবেক।—১৮৪৩ সালের ৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৫৩। ১৮৪৩ সালের ১২ আইনানুসারে ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত ডিক্রীর নকল অন্যান্য ডিক্রীর নকলের ন্যায় বাদি প্রতিবাদিরদিগকে দেওয়া যাইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৪ সালের ৬ সেপ্টেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৪৫৪। যে দলীল এবং অন্যান্য দস্তাবেজ কি কাগজপত্র ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৩ দফার নির্দ্দিষ্ট রুবকারী কি হিসাব বা কৈফিয়ৎপ্রভৃতি না হয় তাহা বাদি প্রতিবাদিরদিগকে ফিরিয়া দেওয়া আসল কাগজের পরিবর্ত্তে আদালতের রোয়দাদে রাখিবার জন্যে নকল হইলে সাদা কাগজে লেখা যাইবেক।—১৮৩৫ সালের ২ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

৪৫৫। কুবকারী হিসাবইত্যাদির আসল কাগজ ফিরিয়া দেওয়া গেলে তাহার যে নকল রোয়দাদের সঙ্গে রাখিবার জন্যে করা যায় তাহা ১৮৩৫ সালের ২ জানুআরি তারিখের ১২৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর এবং ১৮২৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৩ দফার অনুসারে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৫ সালের ১১ জুলাইর নির্দ্ধারণ।

৪৫৬। সাধারণ মোখ্তারনামার আসল কাগজ মোখ্তারেরদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং রোয়দাদের সঙ্গে রাখিবার জন্যে তাহার পরিবর্ত্তে সাদা কাগজে নকল করিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ১৩ মার্চের নির্দ্ধারণ।

৪৫৭। ডিক্রী কুবকারীইত্যাদির নকল যে কোন অভিপ্রায়ে করা যায় আসল কাগজে যে সকল লিপি থাকে সেই কাগজের সম্মুখে হউক বা পৃষ্ঠে হউক অথবা ইঙ্গরেজী ভাষায় হউক কি এদেশীয় ভাষায় হউক সেই সকল লিপি নকলের মধ্যে দিতে হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ২০ নবেম্বরের নির্দ্ধারণ।

২৭ ধারা।

নজির।

৪৫৮। যদি সদর আদালতের জজ সাহেবেরদের এমত বিবেচনা হয় যে রিপোর্টের মধ্যের লিখিত কোন নজির অন্যথা করা উচিত তবে তিনি আপনার সেই বিবেচনার হেতু সম্পূর্ণরূপে লিখিবেন এবং সদর আদালতের সকল জজ সাহেবের বিবেচনার জন্যে তাঁহারদের নিকটে অর্পণ করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৭ আগষ্টের নির্দ্ধারণ।

৪৫৯। মোকদ্দমার বিচার সময়ে যদি সদর আদালতের জজ সাহেবের জ্ঞাতসার হয় যে রিপোর্টের মধ্যে এক বিষয়ের পরস্পর বিপরীত নজির আছে তবে তিনি তাহা টুকিয়া রাখিবেন এবং আদালতের সকল জজ সাহেবের জ্ঞাতসার করিবেন।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৭ আগষ্টের নির্দ্ধারণ।

৪৬০। যখন উক্ত দুই বিধির কোন বিধির অনুসারে কোন বিষয় সদর আদালতের জজ সাহেবদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় তখন তাঁহারা হয় সেই বিষয়ে আপনারদের মত লিখিবেন নতুবা যে জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহার সঙ্গে তিন জন জজকে বৈঠক করিতে আহ্বান করিবেন এবং যে মোকদ্দমায় জিজ্ঞাসা উত্থিত হইল তাঁহারা সেই মোকদ্দমা শুনিবেন। ঐ সকল জজ সাহেবেরা এই নিষ্পত্তি করিবেন যে প্রথম (৪৫৮ নম্বরী) বিধির অনুসারে ঐ নজির অন্যথা করা উচিত কি না অথবা দ্বিতীয় (অর্থাৎ ৪৫৯ নম্বরী) বিধির অনুসারে বিপরীত নজিরের মধ্যে কোন্ নজির উত্তর কালে আদালতের ব্যবহারের জন্যে বহাল থাকিবেক। যদি এমত হয় যে জজ সাহেবেরদের মধ্যে দুই জনের এক মত অন্য দুই জনের অন্য মত হয় তবে তাহা পঞ্চম জজ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা যাইবেক এবং তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ২৭ আগষ্টের নির্দ্ধারণ।

২৮ ধারা।

সদর আদালতের নিমিত্তে যে২ কাগজপত্র তরজমা হয় তাহার বিষয়।

৪৬১। সদর দেওয়ানী আদালতের ও নিজামৎ আদালতের তরজমানবিসী কর্ম্ম নিবৃত্ত করা গেল ইহাতে যদি কখন কোন কাগজের তরজমার আবশ্যক ঐ দুই আদালতে হয় তবে তৎকালে তাহা তথাকার রেজিষ্টর কিম্বা আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের দ্বারা করাইতে হইবেক। কিম্বা যে কোন সময়ে কার্য্যের ভীড়ে তাঁহারদিগের অবসর না থাকে সে সময়ে যেরূপে নিজামৎ আদালতে চালাইবার মোকদ্দমার রোয়দাদের তরজমা করাইবার সাধ্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ১০ দশম আইনের ৩ তৃতীয় ধারায় নির্দ্দিষ্ট আছে সেইরূপে ঐ আদালতসকলের জজ সাহেবেরা সে কাগজের তরজমা তৎকর্ম্মে নিপুণ ব্যক্ত্যন্তরের দ্বারা করাইতে সাধ্য রাখিবেন ইতি।—১৮০১ সা। ২ আ। ১৭ ধা।

৪৬২। যে সময়ে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্রের তরজমা মফঃসল আপীল আদালতসকলের সাহেবদিগের স্থানে কিম্বা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে তলব হয় সে সময়ে তাহার তরজমা করিবার দায় সেই২ আদালতের রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবদিগের সহিত রাখে। আর হুকুম আছে যে তাঁহারা আপনারদিগের সম্বন্ধীয় অন্য২ কার্য্যের হানি না হয় এমত সকল সময়েই সে কাগজপত্রের

তরজমা করেন্ কিন্তু যদি আপনারদিগের সম্পর্কীয় অপর কর্ম্মের বাহুল্যহেতুক ঐ সকল কাগজপত্রের তরজমা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার নির্দ্ধারিত মিয়াদের মধ্যে করিতে না পারেন্ তবে আদালতসকলের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে সমাচার এরূপে লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের সন্নিধানে পাঠান্ যে রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরা আপনারদিগের সম্পর্কীয় বিষয়ান্তরের বিনাবাধায় এত দিনের মধ্যে তাহার তরজমা করিতে পারিবেন। তাহাতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে কাগজপত্রের তরজমা অতিশীঘ্র করণে আবশ্যক জানেন্ তবে ক্ষমতা আছে যে তাহার তরজমা করাইবার কারণ যে কেহ এ ক্রিয়ায় পারক হয় তাহার দ্বারা করাইতে হুকুম দেন্ ও তদনুসারে জিলা কিম্বা শহরসকলের দেওয়ানী আদালতে যে কাগজপত্রের তরজমা হয় তাহা তথাকার রেজিষ্টর সাহেবেরা এবং মফঃসল আপীল আদালতসকলের রেজিষ্টর সাহেবেরা বিবেচিয়া মুলাহেজা হইল এমত শব্দে দস্তখৎ করিয়া সে তরজমা শুদ্ধ হইবার প্রবোধক থাকিবেন ইতি।—১৭৯৭ সা। ১৯ আ। ৪ ধা।

৪৬৩। যেহেতুক দেওয়ানী আদালতের নিমিত্তে রুবকারী এবং অন্যান্য কাগজপত্র তরজমা করণের নিমিত্তে যে বেতন দেওয়া যায় তাহার হারের বিষয়ি যে বিধি বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৩ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা মতান্তর করণ আবশ্যক বোধ হইল। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৭ সালের ১৯ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩৩ ধারা রদ হইবেক ইতি।—১৮৪২ সা। ৭ আ। ১ ধা।

৪৬৪। আপীলহওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদে যে বাঙ্গলা ভাষার কাগজপত্র থাকে তাহা আপেলাণ্টের বিশেষ দরখাস্তক্রমে তরজমা হইলে তাহার খরচা সেই ব্যক্তি দিবেক। অন্যান্য গতিকে কেবল যে কাগজপত্রের নিষ্পত্তির বিষয়ে আবশ্যক তাহা সরকারের খরচে আদালতের মুহুরীরের দ্বারা অথবা ঠিকা মুহুরীরের দ্বারা করা যাইবেক।—১৮৩২ সালের ২৯ জুনের ৬২৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯ ধারা।

সদর আদালতের নিমিত্তে নকল ও কাগজপত্র প্রেরণ করণ।

৪৬৫। মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের কৃত নিষ্পত্তি মোকদ্দমায় আপীল সদর দেওয়ানী আদালতে হইলে তাহার আপীলের দরখাস্তী আরজী লইবার তারিখহইতে ১৫ পনের দিনের মধ্যে সে মোকদ্দমার রোয়দাদের নকল সমেত আপীলের দরখাস্তী আসল আরজী ও উভয় বিবাদির জওয়াবআদির সমস্ত আসল কাগজপত্র ও সে মোকদ্দমার যে সকল লিখন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালতহইতে তাঁহারদিগের নিকটে পঁহুছিয়া থাকে তাহা এবং যে সকল সাক্ষির জোবানবন্দী মফঃসল আপীল আদালতে হইয়া থাকে তাহারদিগের সমস্ত আসল জোবানবন্দী এবং সে মোকদ্দমার বিচারকালে অন্য যে সকল কাগজপত্র পাঠান গিয়া থাকে তাহা সমস্ত আপনারদিগের দস্তখতে ও সেই মফঃসল আপীল আদালতের মোহরে সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কিন্তু সকল কাগজপত্র পাঠাইবার পূর্ব্বে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই সমস্ত আসল কাগজপত্রের নকল লেখাইয়া তাহাতে সেই মফঃসল আপীল আদালতের সিরিশ্তাদারের দস্তখৎ মোতাবেকে আসল শব্দে করাইয়া সেই সকল আসল কাগজপত্রের নকল মফঃসল আপীল আদালতের সিরিশ্তায় রাখিবেন। এবং সেই সকল নকল লিখন সেই মফঃসল আপীল আদালতের মাতবর বোধ হইয়া অন্যং আদালতের সাক্ষির ন্যায় গণ্য হইবেক। দৈবাৎ যদি মফঃসল আপীল আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমার সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী কিম্বা রোয়দাদওগয়রহের ন্যায় অন্য কাগজ যে কোন বহীতে অন্যং মোকদ্দমার রোয়দাদ লেখা থাকে তাহাতে লেখা গিয়া থাকে ও সে কারণে তাহার আসল সদর দেওয়ানী আদালতে সে মোকদ্দমার বিচারকালে পৃথক্ করিয়া পাঠাইতে না পারা যায় তবে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা সেই বহীহইতে তাহার নকল লেখাইয়া তাহাতে আপন দস্তখতে মোতাবেকে আসল শব্দ এবং তাহার নকল অমুক বহীতে দাখিল আছে লিখিয়া সেই নকল উপরের লিখনানুসারে নিয়মিত কালের মধ্যে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন কিন্তু এমতে মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপীলের আসল আরজী ও উভয়ের সওয়াল ও জওয়াবওগয়রহ ও অন্য যে সকল আসল

লিখন মফঃসল আপীল আদালতে সে মোকদ্দমার বিচারকালে দাখিল হয় সে সমস্তের মধ্যে যাহা প্রস্তুত থাকে তাহা উপরের লিখনক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান্। এবং যদি দৈবাধীন কোন আসল কাগজ হারায় ও তাহার নকল মফঃসল আপীল আদালতের কোন বহীতে দাখিল থাকে তবে সেই নকল আসলের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবেরা বহীহইতে তাহার নকল লেখাইয়া তাহাতে এই শব্দে যে এ নকল বহীর মোতাবেক আসল অনেক তজ্বীজ করা গেল মিলিল না দস্তখৎ করিয়া তাহা উপরের লিখনানুসারে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১১ ধা।

৪৬৬। আপীলী মোকদ্দমাসকলের রোয়দাদের নথী পাঠাইবার বিষয়ি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ১৩ ধারা এবং ঐ সনের ৬ আইনের ১১ ধারা স্বধরিবাতে এই হুকুম হইল যে জিলা কিম্বা শহরের কি প্রবিন্সাল কোর্টের জজ সাহেবেরা উপস্থিত বিষয়মতে কেবল আসল সওয়ালজওয়াবের কাগজ ও জোবানবন্দী ও দস্তাবেজ যাহা দাখিল করিয়া থাকে তাহা ফিরিস্তিসমেত পাঠাইবেন আর প্রথমতঃ সাক্ষির হাজির করিবার দরখাস্ত ও পরওয়ানা ও নাজিরের কৈফিয়ৎ ও অন্যং নানা প্রকার কাগজপত্র ও রোয়দাদ যাহা আপীলের বিচারের নিমিত্তে আবশ্যক নহে তাহা পাঠাইবার আবশ্যক হইবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যে আদালতে আপীল করা গিয়া থাকে সেই আদালতের সাহেবেরা সর্ব্বদা এমত নানা প্রকার কাগজ দৃষ্টি করিতে উচিত বোধ হইলে তাহা তলব করিতে কিম্বা তাহার নকল দাখিল করিবার নিমিত্তে উভয় পক্ষকে হুকুম দিতে পারিবেন ইতি।—১৮৩১ সা। ৯ আ। ৮ ধা।

৪৬৭। সদর আদালতে যে সকল মোকদ্দমার আপীল হয় সেইং মোকদ্দমার কাগজপত্র নকল করিবার নিমিত্ত যখন কার্য্যের ভীড়প্রযুক্ত অথবা কারণান্তরে কিছু কালের নিমিত্তে মুহুরীর রাখিতে হয় তখন তাহাকে নিযুক্ত করণের বিষয়ি দরখাস্ত এবং তাহারদের বিল এই সদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক। ঐ বিল মঞ্জুর হইলে ঐ আদালতের রেজিষ্টর সাহেব তাহাতে দস্তখৎ করিবেন এবং তাহা জিলার জজ সাহেবের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইবেন এবং তিনি ঐ দস্তখৎহওয়া বিল সিবিল আডিটর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। উপরি যে মুহুরীরেরা নিযুক্ত হয় তাহারা মাসে দশ টাকার অধিক বেতন পাইবেক না। জজ সাহেবেরা অতিসাবধান হইয়া কেবল যেখানে সেইরূপ উপরি মুহুরীর না রাখিলে নয় সেখানে এমত মুহুরীর রাখিবার বিষয়ে সদর আদালতে দরখাস্ত করিবেন।—১৮৩৭ সালের ২৪ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৬৮। যে আপীলী মোকদ্দমার কাগজপত্র নকল করিবার নিমিত্তে কিছু কালের জন্যে মুহুরীর রাখিতে হয় তাহারদের বেতনের বিষয়ে উক্ত ১৮৩৭ সালের ২৪ নবেম্বর তারিখের সরক্যুলর অর্ডরে যে বিধান আছে তাহাতে অধিক খরচ এবং সময় হরণ হইতে পারে অতএব সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে ঐ কাগজপত্র পারসী কি উর্দ্দু কি বাঙ্গলা ভাষায় হইলে তাহার নকল করণের মেহনতানা নেকসন লিখিবার মেহনতানায় যত দেওয়া যায় তত দিতে হইবেক অর্থাৎ ৪০০০ কথার কোম্পানির ১৲ টাকা।—১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৪৬৯। যে বিল মঞ্জুর হইবার নিমিত্তে পাঠান যায় তাহাতে লিখিতে হইবেক যে কোন্ মোকদ্দমার বিষয় এবং প্রত্যেক মোকদ্দমাতে কত কথা ছিল এবং যে প্রত্যেক নথী আদালতে পাঠান যায় তাহার সঙ্গে এক ফর্দ্দে সিরিশ্তাদার লিখিবেন যে তাহাতে কত কথা আছে এবং তাহা নকল করিবার নিমিত্তে কত টাকা দেওয়া গিয়াছে।—১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৪৭০। প্রধান সদর আমীনের আদালতহইতে যে সকল কাগজপত্র তলব করেন তাহার বিষয়ে উপরের উক্ত বিধি খাটিবেক এবং জিলার জজ সাহেব ঐ প্রধান সদর আমীনকে এইমত হুকুম দিয়া কহিলেন যে তাঁহার সিরিশ্তার মুহুরীরের দ্বারা যখন তলব হওয়া কাগজের নকল করাইতে পারেন না তখন উপরি মুহুরীর নিযুক্ত করণের অনুমতির বিষয়ে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিবেন।—১৮৩৯ সালের ২৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৪৭১। সদর আদালতের হুকুমক্রমে আদেশ করিতেছি যে ১৮৩৯ সালের ২৮ জুন তারিখের ৪০ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরেতে সিরিশ্তাদারের দস্তখতী যে লিপি পাঠাওনের হুকুম হইয়াছিল তাহার দুই নকল নীচের লিখিত শরওয়ামতে পাঠান যায় অর্থাৎ এক সর্টিফিকট বাক্যে মুহুরীরের বিলের সঙ্গে এবং অপর সর্টিফিকট নথীর সঙ্গে গাঁথিয়া রাখিতে হইবেক। আরো তোমাকে আদেশ করিতেছি যে যে নথীর নিমিত্তে বিল হয় তাহা প্রেরিত না হওনপর্য্যন্ত মুহুরীরের বিল পাঠাইবা না। বিলের সঙ্গে ইঙ্গরেজী চিঠী পাঠাওনের প্রয়োজন নাহি।—১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

নথীর নকলকরণিয়া ব্যক্তির মেহনতানার যে সার্টিফিকট কলিকাতা শহরের সদর দেওয়ানী আদালতে প্রেরণ করা যায় তাহার নক্‌শা। ১৮৪১ সাল তারিখ ৯ জুন।

মোকদ্দমার নম্বর	উভয় পক্ষের নাম	মোকদ্দমার খোলাসা	তায়দাদের কথা	তায়দাদের মেহনতানা	লেখকেরদের নাম

—১৮৪১ সালের ১৩ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

৪৭২। নানা বিচারকেরা সদর আদালতে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করণের সময়ে ইহার পূর্ব্বে রোয়দাদের নকল না পাঠাইয়া, এক্ষণে আসল কাগজপত্র পাঠাইতেছেন এবং তাহা তাঁহারদের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে দরখাস্ত করেন তাহাতে সদর আদালতে যে নকল হয় তাহা মোকাবিলা করাতে অনেক বিলম্ব হইতেছে এবং আদালতের অন্যান্য কার্য্যের অনেক ব্যাঘাত হইতেছে। তাহাতে সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে ঐ বিচারকেরা এই আদালতে কেবল নকল পাঠাইবেন যদ্যপি তাঁহারা আসল কাগজপত্র পাঠান উচিত বোধ করেন এবং যদি তাঁহারা সেই কাগজপত্রের নকল আপন কাছারীর সিরিশ্‌তায় রাখা আবশ্যক বোধ করেন তবে আসল কাগজপত্র পাঠাইবার পূর্ব্বে আপন আদালতে তাহার নকল প্রস্তুত করিবেন।—১৮৩৩ সালের ২৬ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

৩০ ধারা।

উভয় বিবাদির সঙ্গে সদর আদালতের লিখনপঠন।

৪৭৩। সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে ঐ আদালতের উপস্থিত অথবা সম্পর্কীয় মোকদ্দমার উভয় বিবাদির সহিত পত্রাদি লিখন পঠন না করেন। যদি ঐ আদালতের তাবের এমত মোকদ্দমার উভয় বিবাদির কেহ কিম্বা অন্যে চাহে যে ঐ সাহেবদিগের হুজুরে কিছু আরজী করে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহা লিখিয়া আপনি আদালতে হাজির হইয়া দেয় অথবা ঐ আদালতের চিহ্নিত উকীলদিগের একের দ্বারা দাখিল করায় তাহাতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার আরজী করণের বিষয়ে আইনের মতে যে হুকুম উচিত জানেন তাহাই লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের মোহর ও রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে সেই হুকুমের নকল তাহাকে কিম্বা তাহার উকীলকে দেন ইতি।—১৭৯৩ সা। ৬ আ। ৬ ধা।

৪৭৪। অধীন কর্ম্মকারকেরা আইন বা আদালতের ব্যবহারইত্যাদির বিষয় সদর আদালতে জিজ্ঞাসা করিলে এক বা ততোধিক জজ সাহেবের বিমত হইলেও অধিকাংশ জজ সাহেবেরদের মতানুযায়ি যে হুকুম হয় "তাহা আদালতের হুকুমের" ন্যায় সকল লোককে জ্ঞাত করা যাইবেক। সেই হুকুমের মুসাবিদায় বিমত জজ বা জজ সাহেবেরদের দস্তখৎ থাকিবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ৬ নবেম্বরের নির্দ্ধারণ।

৩১ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের দ্বারা আইনের অর্থ করণ।

৪৭৫। মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে জজের কিম্বা ফৌজদারীর সম্পর্কীয় দেওয়ানী অথবা ফৌজদারীর কোন মোকদ্দমার হুকুমনামা পঁহুছিলে যদি সেই দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব বুঝেন যে সে হুকুম আইনের ব্যতিক্রম এবং আইনমতে গ্রাহ্যের যোগ্যও নহে তবে সেই জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবের সাধ্য আছে যে সেই ব্যতিক্রম ও অগ্রাহ্যতা জানাইবার নিদর্শনে এত্তেলানামা লিখিয়া সেই মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠান্। এবং যাবৎ তথাহইতে তদুপযুক্ত উত্তরের অন্য হুকুমনামা না মিলে তাবৎ সেই ব্যতিক্রম হুকুম জারী করিতে বিলম্ব করেন তাহাতে যদি সেই মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবেরা সে হুকুমনামার হুকুম সমুদয় কিম্বা তাহার মধ্যের কিছু সাব্যস্ত রাখিয়া তাহাতে অপর আপত্তি করিতে নিষেধ করিয়া তাহা জারীর কারণ দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবকে হুকুম দেন তবে সে সাহেব তৎক্ষণাৎ তদনুসারে কার্য্য করিবেন। কিন্তু যদি দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেব তাহাতে নিশ্চয় জানেন

যে মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতহইতে পশ্চাৎ যে হুকুম আসিয়াছে তাহাও আইনের অনুসারে নহে তবে সেই জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবকে শক্তি দেওয়া যাইতেছে যে পশ্চাতের সেই হুকুম জারী হইবার বার্ত্তা জানাইবার নিদর্শনী এত্তেলানামা সেই মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠাইবার সময়ে তথায় তাহার সঙ্গে সে হুকুম জারী করিবার স্বর্থে যে হুকুমনামা পাইয়া থাকেন তাহার এবং আপনি যে এত্তেলানামা পাঠান তাহার নকল ও সে মোকদ্দমার কৈফিয়তী অপর সকল কাগজপত্রসমেত এক দরখাস্ত লিখিয়া সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালত যথাকার মোতালক মোকদ্দমা হয় তথায় সে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানাইবার কারণ চালানের জন্যে পাঠাইয়া দেন মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দরখাস্ত পাইয়া বিলম্ব করণের আবশ্যক না থাকিলে অব্যাজে সেই সকল কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতে পাঠান্। কিন্তু দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগের অনুমান এই আইনের অনুসারে এমত না হয় যে আইনমতে যে কোন মোকদ্দমায় যে হুকুম মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতের সাহেবদিগের সচরাচর করিবার ভার স্পষ্টক্রমে আছে তদনুসারে তাঁহারা যে হুকুম দেন তাহাতে সঙ্গতাসঙ্গতের কিছু আপত্তি করেন। আর জানিবেন যে এই আইনের অনুসারে দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে যে শক্তি তকরারী লিখনাদি কাগজপত্র পশ্চাৎ সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতে চালান করাইবার অর্থে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালতে পাঠাইবার জন্যে অর্পণ হইল ইহা কেবল যে মোকদ্দমায় আইনের অর্থবোধের ব্যতিক্রম জন্মে ও স্পষ্ট বুঝা যায় তাহারি সহিত দায় রাখে ইতি।—১৭৯৬ সা। ১০ আ। ২ ধা।

৪৭৬। যে সময়ে উপরের লিখিত হুকুমমতে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতে পঁহুছে সে সময়ে তথাকার সাহেবেরা তদর্থে মফঃসল আপীল আদালত কিম্বা দায়ের ও সায়েরী আদালত অথবা জিলা ও শহরসকলের দেওয়ানী আদালতের জজ কিম্বা ফৌজদারীর সাহেবদিগেরে যে হুকুম দেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক কারণ এই যে তথাকার সাহেবেরা যদি জানেন যে সে মোকদ্দমায় যে মতে কার্য্য করিতে হইবেক তাহা আইনে লেখা আছে তবে সে কার্য্য তদনুসারেই করিতে হুকুম দিতে পারেন ইতি। —১৭৯৬ সা। ১০ আ। ৩ ধা।

৪৭৭। যদি সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের সন্দেহ কোন আইনের অর্থবোধে হয় তবে কর্ত্তব্য যে সে সন্দেহ ভঞ্জনার্থ নয়া আইন ধার্য্য করিবার জন্যে তাহার বেওরা লিখিয়া শ্রীযুত গবরূনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলে দেন আর ঐ সাহেবদিগের নিকটে কোন এলাকার মফঃসল আপীল আদালত অথবা দায়ের ও সায়েরী আদালতের ও কোন জিলা কিম্বা শহরের দেওয়ানী আদালত কিম্বা ফৌজদারীর কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে যদি তাঁহারা বুঝেন যে সেমত সকল মোকদ্দমার সম্পর্কে কিছু উদ্যোগের ধার্য্য কোন আইনে স্পষ্টক্রমে হয় নাই তবে তাঁহারদিগের উচিত যে তদর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২০ বিংশতি আইনের হুকুমমতে নয়া আইনের ব্যবস্থা করেন ইতি।—১৭৯৬ সা। ১০ আ। ৪ ধা।

৪৭৮। সদর আদালত বিধান করিতেছেন যে যে স্থলে মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় আইনের অর্থের বিষয়ে মতের বৈলক্ষণ্য হয় কেবল সেই স্থলে উপরের উক্ত আইন খাটিবেক এবং ডিক্রীর হুকুমের বিষয়ে খাটে না। সেই ডিক্রী যদি বাদী বা প্রতিবাদী অসঙ্গত বোধ করে তবে তাহারা আইনের নিরূপিতমতে আপীল করিবেক অথবা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের বিষয়ে দরখাস্ত করিবেক।—১৮২৮ সালের ১৮ আপ্রিলের ৪৭৯ নম্বরী আইনের অর্থের ৩ দফা।

৪৭৯। ১৭৯৬ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা এবং ১৮০৩ সালের ২২ আইনের ৩ ধারা ও তদনুযায়ি আইনের বিধি মতান্তর হইয়া আইনের অর্থের বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য না হয় এই নিমিত্তে হুকুম হইল যে কোন আইনের অর্থ বা অভিপ্রায়ের বিষয়ে ঐ আইনের ২ ধারানুসারে কলিকাতাস্থ অথবা আলাহাবাদের সদর আদালতের নিকটে জিজ্ঞাসা হইলে ঐ উত্তর আদালত সেই বিষয়ে আপনারদের মত পরস্পর একে অন্যকে জানাইবেন এবং জিজ্ঞাসিত বিষয়ে আইনের অর্থে উত্তর আদালত সম্মত না হইলে তাহা প্রকাশ হইবেক না।—১৮৩১ সালের ২২ নবেম্বরের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ।

আপেণ্ডিক্স।

বাকী রাজস্বের নিমিত্তে ভূমির নীলাম।

১। যেহেতুক ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদিগের উপকারের নিমিত্তে মালগুজারীর বাকী আদায়ের কারণ জমীদারীর সাময়িক নীলামের সংখ্যা নিরূপণ করিতে এবং ঐ বাকীর উপর সুদ ও জরীমানা লওয়া রহিত করিতে এবং যে মহালের সমুদয় ভূমির মালগুজারী নিয়মিত দিবসে বা নিয়মিত দিবসের পূর্ব্বে না দেওয়া যায় সেই মহাল নিশ্চিত এবং প্রকাশিত সময়ে নীলাম করণের হুকুম করিতে এবং অন্যং প্রকারে ভূমির মালগুজারী আদায় করণার্থ আইন শুধরিতে উচিত বোধ হইল।—১৮৪১ সা। ১২ আ। হেতুবাদ।

২। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ২ ধারা ও ১৭৯৪ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এবং ৩৬ ও ৩৮ ধারাব্যতিরিক্ত ১৮১২ সালের ১১ আইন এবং ১৮৩০ সালের ৭ আইন রদ হইল কেবল উক্ত আইনের যে বিধির দ্বারা অন্য আইন বা আইনের কোন ভাগ রদ হইয়াছিল তাহা বহাল থাকিবেক ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ১ ধা।

৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৩৫ ধারার নিরূপিত তারিখের পর যে ভূমির মালগুজারী বাকী পড়ে তাহার উপর কিছু সুদ বা জরীমানার দাওয়া হইবেক না ইতি।—১৮৪১ সা। ১২ আ। ২ ধা।

৪। যেহেতুক ভূমির মালগুজারী আদায় করিবার নিমিত্তে এক্ষণে যে আইন চলন আছে তাহা সংশোধন করিতে উচিত বোধ হইয়াছে। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের শেষ তারিখের পর ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৩ ধারা এবং তৎপরের লিখিত ধারাসকল রদ হইল ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ১ ধা।

৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যেপ্রকার সনে কোন মহালের বন্দোবস্ত ও কিস্তিবন্দী হইয়াছিল সেই সনের কোন মাসের সমুদয় কিস্তী অথবা কিস্তীর কতক অংশ সেই সনের তৎপর মাসের প্রথম তারিখে যদি না দেওয়া গিয়া থাকে তবে ঐ না দেওয়া টাকা রাজস্বের বাকী জ্ঞান হইবেক ইতি।- ১৮৪৫ সা। ১ আ। ২ ধা।

৬। সদর দেওয়ানী আদালতের পরামর্শানুসারে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কমিসানর সাহেবকে হুকুম দিতেছেন যে তিনি আপনার এলাকার কালেক্টর সাহেবদিগকে জানান যে জমীদারী নীলামবিষয়ক নূতন আইন কেবল সরকারের বাকী মালগুজারীর বিষয়ে অথবা সরকারের অন্য যে কোন দাওয়া বাকী মালগুজারীর ন্যায় আদায় করা যাইতে পারে তাহার বিষয়ে খাটে (১৮২২ সালের ১১ আইনও কেবল সেই বিষয়ে খাটিত) এবং ১৭৯৩ সালের ৪৫* আইনে যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা আদালতের ডিক্রী জারী করণার্থে ভূমির নীলাম করণের বিষয়ে চলন আছে।—সদর বোর্ড রেবিনিউর ১৮৪২ সালের ২৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের তাবে ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া প্রত্যেক প্রদেশ কি জিলার মধ্যে সমস্ত বাকী মালগুজারী এবং যে সকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে বাকী মালগুজারীর মত আদায় করিতে হুকুম আছে সেইং দাওয়ার টাকা যেং তারিখে দাখিল করিতে হইবেক সেইং তারিখ কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিরূপণ করিবেন। এবং ঐ টাকা না দেওয়া গেলে পশ্চাৎ লিখিত বর্জ্জিত বিষয়ছাড়া ঐং জিলায় বাকীপড়া জমীদারীর নীলাম হইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সরকারী নানা গেজেটে আপনার-দের এইরূপে নিরূপিত তারিখের সম্বাদ দিবেন এবং প্রত্যেক জিলার কালেক্-

* ১৭৯৬ সালের ১২ আইন এবং ১৮৪১ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের ২৫ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর দেখ। কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৪৫ আইন রদ হইয়াছে ও তাহার পরিবর্ত্তে ১৮৪৬ সালের ৪ আইন জারী হইয়াছে।

টর সাহেবের অথবা ডেপুটী কালেক্টর সাহেবের অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনের নির্দ্দিষ্ট নীলাম করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন তাঁহার কাছারীতে এবং জজ ও মাজিষ্ট্রেট অথবা জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারীতে এবং প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন ও মুনসেফের কাছারীতে এবং প্রত্যেক থানায় ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সেই তারিখের সম্বাদ সেই জিলার চলিত ভাষায় ঘোষণা করিতে হুকুম দিবেন। এবং যে২ তারিখ উক্তরূপে নিরূপণ হয় সেই২ তারিখ উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা উক্ত প্রকারে ইশ্তিহার ও এত্তেলা দেওনের দ্বারা যাবৎ পরিবর্ত্ত না করেন তাবৎ তাহার পরিবর্ত্ত হইবেক না এবং যে বৎসরে ঐ নূতন তারিখ বা তারিখসকল চলন হইবেক তাহার পূর্ব্ব সরকারী বৎসরের অন্যূন তিন মাস থাকিতে ঐ ইশ্তিহার ও এত্তেলানামা জারী করিতে হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৩ ধা।

৮। সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা অবগত হইয়াছেন যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনক্রমে বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে যে মহাল নীলাম করিতে হয় তাহার যে২ ইশ্তিহার ২ তারিখঅবধি গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইয়াছে তাহার পরস্পর বৈলক্ষণ্য আছে এবং তাহা ঠিক নাই এবং কোন২ ইশ্তিহারে দৃষ্ট হইতেছে যে কালেক্টর সাহেব আইনের অর্থও বোধ করিতে পারেন নাই* অতএব বোর্ডের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে উত্তর কালে ঐ ইশ্তিহার নীচের লিখিত পাঠানুসারে করা যায়।—১৮৪৫ সালের ১৮ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

পাঠ।

সম্বাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারানুসারে অমুক জিলার নীচের লিখিত মহাল অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখপর্য্যন্ত পাওনা বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে এবং অন্যান্য যে দাওয়া চলিত আইনক্রমে বাকী মালগুজারীর ন্যায় আদায় করণের হুকুম আছে তাহার নিমিত্তে অমুক বৎসরের অমুক মাসের অমুক তারিখে এবং অমুক বারে কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে বিনাগুজরে ধরা যাইবেক এবং নিতান্ত বিক্রয় হইবেক।

শ্রেণীর নম্বর।	মহালের শ্রেণী।	জিলার তৌজীতে মহালের নম্বর।	মহালের নাম।	মহালের লিখিত মালিক।	সদর জমা।			অমুক সালের অমুক মাসের পাওনা বাকী।			মন্তব্য কথা।
১	ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হওয়া মহাল।										যদি মহালের কেবল এক ভাগ বিক্রয় হয় তবে তাহা এই ঘরে লিখিতে হইবেক।
২	ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া মহাল।										
৩	সন হালের এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসরের পূর্ব্বপূর্ব্ব বৎসরের মালগুজারী যে মহালের বাকী আছে সেই প্রকার মহাল।										কালেক্টর সাহেবেরা মনে রাখিবেন যে ২। ৩। ৪। ৫ এবং ৬ শ্রেণীর মহাল পূর্ব্বোক্ত আইনের ৫ ধারার নিরূপিত এত্তেলা না হইলে নীলাম হইতে পারে না অতএব সেই প্রকার মহাল এই ইশ্তিহারের মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে না।
৪	অন্য মহালের বাবতে পাওনা বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে যে মহাল নীলাম হয় তাহা।										
৫	দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে ক্রোক হওয়া মহাল।								•		
৬	বাকী মালগুজারী যেরূপে আদায় হয় সেইরূপে আদায় করণের দাওয়ার নিমিত্তে বিক্রয়হওয়া মহাল।					•					

* যথা। ময়মুনসিংহের কালেক্টর এবং বাঁকুড়ার ডেপুটী কালেক্টর ইশ্তিহার দিলেন যে নীলামের দিবসের পূর্ব্বে যদি বাকী মালগুজারী না দেওয়া যায় তবে নীলাম হইবেক। তাঁহারা নীলামের আইনের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন নাই অথবা তাহা উল্টা বুঝিয়াছেন। সেই আইনের মর্ম্ম এই যে টাকা দেওনের যে শেষ দিন নিরূপণ হয় তাহার পর দিবসে কোন বাকী টাকা লওয়া যাইবেক না এবং ইশ্তিহার দেওনের অভিপ্রায় এই যে যে মহালের বিষয়ে সম্বাদ দেওয়া যায় তাহা নিতান্ত বিক্রয় হইবেক।

৯। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যেং জিলাতে ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হয় নাহি সেইং জিলায় এবং সুবে বারাণসে প্রত্যেক নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর বিশেষ অনুমতি পূর্ব্বে না পাওয়া গেলে ভূমির রাজস্বের বাকীর অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার নিমিত্তে কোন নীলাম হইবেক না। কিন্তু উক্ত বোর্ডের সাহেবেরা এমত নীলাম করিবার হুকুম দেওন সময়ে যে শেষ তারিখে উক্ত রাজস্বের বাকী অথবা সরকারের অন্য দাওয়ার টাকা লওয়া যাইবেক সেই তারিখ প্রত্যেক গতিকে নিয়ত নিরূপণ করিবেন ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৪ ধা।

১০। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য এবং ইহাতে হুকুম হইল যে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়া আদায় করণার্থে জমীদারী নীলাম করিতে হইলে এইং রূপে কার্য্য করিতে হইবেক বিশেষতঃ বিষয় বুঝিয়া এই আইনের ৩ অথবা ৪ ধারানুসারে টাকা দিবার যে দিন নিরূপণ হয় সেই দিনের পূর্ব্ব অন্যূন সম্পূর্ণ পনের দিন-পর্য্যন্ত কালেক্টর সাহেবের অথবা এই আইনক্রমে নীলাম করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে এবং ইশ্তিহারহওয়া ভূমি যে জজ সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে সেই জজ সাহেবের কাছারীতে এবং সেই জিলার প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনের কাছারীতে এবং যে ভাগে এত্তেলাসম্বর্ণীয় জমীদারী কিম্বা তাহার কোন অংশ থাকে সেই ভাগের মুনসেফের কাছারীতে ও পোলীসের থানায় সেই জিলার চলিত ভাষায় লিখিত এক এত্তেলানামা লট্কাইতে হইবেক এবং যে কার্য্যকারকের কর্ম্মস্থানে ঐ এত্তেলানামা লটকান যায় তিনি ঐ এত্তেলানামা পাওনের এক সর্টিফিকট দিবেন এবং আরো ঐ এত্তেলানামা ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে লট্কান যাইবেক এবং যে পেয়াদা অথবা অন্য যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় সেই ব্যক্তি তাহার বিষয়ের এক সর্টিফিকট দিবেক। এবং ঐ এত্তেলানামার মধ্যে ঐ বাকী টাকা অথবা দাওয়ার প্রকার এবং তাহার সংখ্যা এবং যে শেষ তারিখে ঐ টাকা লওয়া যাইবেক তাহা লেখা থাকিবেক এবং এইরূপ এত্তেলা না দেওয়া গেলে নীচের লিখিত প্রকার বাকী বা দাওয়ার নিমিত্তে কোন জমীদারী নীলাম হইবেক না ইতি।

বিশেষতঃ প্রথম। সুবে বারাণসের জমীদারীর বাকী।

দ্বিতীয়। ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া জমীদারীর বাকী।

তৃতীয়। হালের অথবা তাহার পূর্ব্ব বৎসরের ছাড়া অন্য বৎসরের বাকী।

চতুর্থ। যে জমীদারী বিক্রয় হইবেক তাহাছাড়া অন্য জমীদারীর বাকী।

পঞ্চম। আদালতের কার্য্যকারকেরদের হুকুমক্রমে যে জমীদারী ক্রোক হইয়াছে তাহার বাকী।

ষষ্ঠ। তাগাবী বা পুলবন্দীর বিষয়ে পাওনা বাকী টাকা অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির রাজস্বের বিষয়ে না হইয়া ভূমির রাজস্বের বাকী আদায় করণের নিয়মানুসারে আদায় হইতে পারে তাহা।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৫ ধা।

১১। উত্তর পশ্চিম দেশের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে জানান গিয়াছে যে এক জন জজ সাহেব ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট নীলামের এত্তেলা কালেক্টর সাহেবের স্থানে পাইয়া তাহা অধীন আদালতে তৎক্ষণাৎ পাঠান্ নাই এবং সেই বিলম্বপ্রযুক্ত বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে যে নীলামের হুকুম ছিল তাহা মৌকুফ হইল অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম করিতেছেন যে উক্ত আইনের নির্দ্দিষ্ট নীলামের এত্তেলা অধীন আদালতে পাঠাওন এবং কাছারীতে লট্কাওন এবং তাহা প্রাপ্ত হওনের সর্টিফিকট দেওনের বিষয়ে অতিশয় তাকীদ করেন এবং কোন প্রকার বিলম্ব হইতে না দেন। তুমি আপন অধীন আদালতের বিচারকর্ত্তাদিগকে এই সরক্যুলর অর্ডরের বিষয়ে মনোযোগ করাইবা।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪২ সালের ২ ডিসেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা অন্য যে কার্য্যকারক এই আইনানুসারে নীলাম করিতে রীতিমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি এই আইনের ৩ কিম্বা ৪ ধারানুসারে টাকা দাখিল করিবার যে শেষ দিবস নিরূপিত হইয়াছে সেই দিবসের পর যত শীঘ্র হইতে পারে তত শীঘ্র সেই জিলার চলন ভাষায় লিখিত এত্তেলানামা প্রকাশ করিবেন এবং তাহা আপনার কাছারীতে এবং জিলার জজ সাহেবের কাছারীতে লট্কাইবেন এবং ঐ এত্তেলানামা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করাইবেন। এবং যে জমীদারী বা জমীদারীসকল পূর্ব্বোক্তমতে নীলাম হইবেক তাহার বৃত্তান্ত এবং যে দিবসে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক তাহা ঐ

এত্তেলানামার মধ্যে লেখা থাকিবেক। এবং যে তারিখে এত্তেলানামা কালেক্টর সাহেবের অথবা পূর্ব্বোক্ত প্রকার অন্য কার্য্যকারকের কাছারীতে লট্‌কান যায় সেই তারিখের পর সম্পূর্ণ পনের দিনের কম না হয় ও ত্রিশ দিনের অধিক না হয় এমত কাল গত না হইলে ঐ নীলাম আরম্ভ হইবেক না। এবং পশ্চাৎ লিখিত হুকুমছাড়া উক্ত প্রকারে নির্দ্দিষ্ট সকল জমীদারী নীলামের নিরূপিত দিবসে অথবা তৎপর দিবস বা দিবসসকলে কালেক্টর সাহেব অথবা পূর্ব্বোক্ত অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা এবং তাঁহার সাক্ষাৎ নীলামে ধরা যাইবেক এবং যে ব্যক্তি অধিক ডাকিবেক তাহাকে বিক্রয় করা যাইবেক। এবং টাকা দেওনের উক্ত যে শেষ দিবস নিরূপণ আছে সেই শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পর টাকা দেওয়া গেলে অথবা দিবার প্রস্তাব হইলেও তাহাতে নীলামের সময়ে অথবা নীলাম হওনের পর ঐ নীলামের নিবারণ অথবা সেই নীলামের কিছু ব্যাঘাত হইবেক না ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৬ ধা।

১৩। গত আপ্রিল মাসের ১৮ তারিখের ৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের সম্পর্কে এবং ঐ বিষয়ে যে নানাবিধ ব্যবহার হইতেছে তাহা নিবারণার্থে সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে আদেশ করিতেছি যে তুমি আপন এলাকায় নানা কালেক্টর সাহেবকে জানাও যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট নীলামের এত্তেলা জিলার চলিত ভাষাতে এবং বোর্ডের সাহেবেরদের উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের নির্দ্দিষ্ট পাঠানুসারে প্রস্তুত হইয়া ইঙ্গরেজী এবং দেশীয় ভাষার গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবেক এবং ঐ এত্তেলার ইঙ্গরেজী তরজমা উক্ত পাঠানুসারে ইঙ্গরেজী গেজেটেও প্রকাশ করিতে হইবেক।—১৮৪৫ সালের ২০ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১৪। কালেক্টর সাহেবেরা আপনারদের নীলামের ইঙ্গরেজী ও বাঙ্গলা ইশ্‌তিহার উভয় কলিকাতা গেজেটের ছাপাখানাতে পাঠাইয়া দেওয়াতে অনেক বিলম্ব হইতেছে অতএব সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ঐ২ কালেক্টর সাহেবদিগকে তুমি এই হুকুম দেও যে তাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার ইশ্‌তিহার একেবারে শ্রীরামপুরের শ্রীযুত মার্শমন সাহেবের নিকটে পাঠান্ এবং ইঙ্গরেজী ভাষার ইশ্‌তিহার পূর্ব্বমত মিলিটারী অফিসান ছাপাখানায় পাঠান্।—১৮৪৫ সালের ৭ নবেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর।

১৫। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারাক্রমে কোন জমীদারীর নীলামের এত্তেলা হইলে কালেক্টর সাহেব অথবা উক্ত প্রকার অন্য কোন কার্য্যকারক আপন দফ্তরখানায় এবং তৎপরে যত শীঘ্র হইতে পারে যে মুনসেফের কাছারী ও পোলীসের থানার সীমার মধ্যে ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে ও থানায় এবং ঐ জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা ঐ জমীদারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে ঐ জিলার চলিত ভাষায় লেখা এক ইশ্‌তিহারনামা লট্‌কাইয়া দেওয়াইবেন। ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে ঐ জমীদারীর রাইয়ত ও পাট্টাদার প্রজাদিগের প্রতি এই হুকুম হইবেক যে মালগুজারী দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হইয়াছে সেই দিবসের পরঅবধি তাহারা বাকীদার জমীদার বা জমীদারদিগকে আর খাজানা না দেয় এবং ঐ তারিখের পর তাহারা যত খাজানা দেয় তাহা জমীদারীর খরীদারের হিসাবে তাহারদের নামে জমা হইবেক না ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৭ ধা।

১৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর কমী বা মাফ হওনের বিষয়ে যে কোন দাওয়া থাকে তাহা যদি সরকারের হুকুমানুসারে মঞ্জুর না হইয়া থাকে তবে ঐ দাওয়ার দ্বারা অথবা সরকারের স্থানে বাকীদারের কোন নিজ দাওয়ার দ্বারা কিম্বা সরকারের সহিত মোকদ্দমা করণের কোন কারণ বা অনুমানহওয়া কোন কারণের দ্বারা ঐ নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না এবং তৎপ্রযুক্ত এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না কিম্বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইবেক না। এবং যাহাতে বাকী টাকা অথবা তাহার কোন ভাগ প্রচুরমতে পরিশোধ হইতে পারে বাকীদারের এত টাকা কালেক্টর সাহেবের হাতে আছে এই ওজরে নীলাম নিবারণ হইতে পারিবেক না কিম্বা এই আইনানুসারে হওয়া নীলাম অসিদ্ধ বা অসিদ্ধ হইবার যোগ্য হইতে পারিবেক না। কিন্তু যদি ঐ টাকা বিনা বিরোধে কেবল বাকীদারের নামে জমা থাকে এবং যদি বাকীদার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিলে পরও কালেক্টর সাহেব ঐ টাকা ঐ মহালের হিসাবে জমা করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন অথবা অপ্রচুর কারণেতে তাহা অস্বীকার করিয়াছিলেন তবে তাহাতে নীলাম নিবারণ হইতে পারে এবং এই আইনক্রমে হওয়া নীলাম রদ হইতে বা রদ হইবার যোগ্য হইতে পারে ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৮ ধা।

১৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জমা দাখিল করণের নিরূপিত শেষ দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কোন সময়ে বাকীপড়া জমীদারীর মালিকব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তির স্থানে ঐ জমীদারীর মালগুজারীর বাকী টাকা

কালেক্টর সাহেব আমানৎস্বরূপ লইতে পারেন এবং যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ জমীদারীর মালিক ঐ বাকী টাকা পরিশোধ না করিয়া থাকে তবে ঐ আমানতী টাকা সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ জমীদারীর হিসাবে কালেক্টর সাহেব জমা করিবেন। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারীর হিসাবে জমা করা যায় সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমীদারী কি তাহার কোন অংশের দখল পাইবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতথাকা কোন মোকদ্দমায় ফরিয়াদী হয় তবে যে জিলার মধ্যে ঐ জমীদারী থাকে তাহার জজ সাহেব আপেলাণ্ট ও আসামীর স্থানে জামিন লওনের চলিত বিধি বহাল রাখিয়া কিছু কালের নিমিত্তে উক্ত ব্যক্তিকে ঐ জমীদারীর দখল দেওয়াইবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং যে ব্যক্তির ঐ আমানৎকরা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে জমা করা গিয়া থাকে সে ব্যক্তি যদ্যপি কোন ক্ষমতাপন্ন দেওয়ানী আদালতে এমত প্রমাণ দিতে পারে যে ঐ জমীদারীতে আমার যে সম্পর্ক তাহা নীলামের দ্বারা বিঘ্ন বা ক্ষতি হইতে পারিত অতএব তাহা বজায় রাখিবার নিমিত্তে আমি টাকা আমানৎ করিয়াছি তবে সে ব্যক্তি ঐ আমানতী টাকা সুদসমেত ঐ জমীদারীর মালিকেরদের স্থানে উসুল করিতে পারিবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৯ ধা।

১৮। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবদিগের তাবে জমীদারী থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে ঐ জমীদারী নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী এক কি ততোধিক নাবালগমাত্রেরি সম্পত্তি হয় এবং উত্তরাধিকারিত্বক্রমে তাহারি বা তাহারদেরি অর্শিয়াছে এবং তাহার বিষয় কোর্ট ওয়ার্ডসের বিজ্ঞাপনের নিমিত্তে কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করা গিয়াছিল কিন্তু ১৮২২ সালের ৬ আইনক্রমে কোর্ট ওয়ার্ডসের সাহেবেরা তাহার সরবরাহের ভার লন্ নাহি ঐ জমীদারী তাহার বা তাহারদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে হওনের পর তাহাতে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে ঐ এক কি ততোধিক নাবালগ কি তাহারদের কোন এক জন সমপূর্ণ অষ্টাদশ বর্ষবয়স্ক না হওয়াপর্য্যন্ত বিক্রয় হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুমব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন্ তাহা ক্রোক থাকন সময়ে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না ইতি। ১৮৪৫ সা। ১ আ। ১০ ধা।

১৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন। এবং সেই প্রকারে জমীদারীর নীলাম আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব কালেক্টর সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ আজ্ঞা দিয়া ঐ জমীদারী নীলাম ক্ষমা করিতে পারেন। এবং কোন জমীদারীর বিষয়ে ক্ষমার হুকুম প্রাপ্ত হওনের পর যদি সেই জমীদারী নীলাম হয় তবে তাহা বেআইনী হইবেক। কিন্তু এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এইরূপ ক্ষমা করণের কারণ কালেক্টর সাহেব অথবা কমিস্যনর সাহেব রীতিমতে এক রুবকারীতে লিখিবেন। কিন্তু নীলাম ক্ষমা করণের যে হুকুম কমিস্যনর সাহেব দেন তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকটে পঁহুছনের পূর্ব্বে যদি নীলাম হইয়া গিয়া থাকে তবে ক্ষমা করণের ঐ হুকুমের দ্বারা ঐ নীলাম অসিদ্ধ হইবেক না ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ১১ ধা।

২০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কালেক্টর সাহেব অথবা সরকারহইতে নীলাম করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক জিলার সদর মোকামে ভূমির রাজস্বের কাছারীতে সামান্যতঃ নীলাম করিবেন কিন্তু যখন ভূমিসম্পর্কীয় ব্যক্তির পক্ষে উপকারক বোধ হয় তখন সদর বোর্ডের সাহেবেরা ঐ কাছারীভিন্ন অন্য কোন স্থানে নীলাম করণের হুকুম দিতে পারেন ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ১২ ধা।

২১। ১৮৪১ সালের ১২ আইনমতে ভূমি নীলাম করিবার অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টরের ক্ষমতার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের জিজ্ঞাসা করাতে বোর্ডের যে মত গত জুন মাসের ৬ তারিখের ২০৭ নম্বরী সদর বোর্ডের সেক্রেটারীর পত্রে লেখা ছিল সেই পত্রের সম্পর্কে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত ডেপুটী গবর্নর্ সাহেব হুকুম করিতেছেন যে সেই বিষয়ে উত্তর কালে নীচের লিখিত বিধানমতে কর্ম্ম করা যায়।—গবর্ণমেণ্টের ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবরের পত্রের ১ দফা।

২২। প্রত্যেক গতিকে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইবার সময় থাকিলে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি না পাইলে অচিহ্নিত কোন ডেপুটী কালেক্টর ভূমি নীলাম করিতে পারিবেন না। যে ডেপুটী কালেক্টরকে ঐ কার্য্যের নিমিত্তে পসন্দ করা গিয়াছে তাঁহার নাম ঐ অনুমতি পাইবার দরখাস্তে লেখা থাকিবেক এবং যদি ঐ জিলার মধ্যে কএক জন ডেপুটী কালেক্টর থাকেন

তবে যে কারণে ঐ ব্যক্তিকে পসন্দ করা গিয়াছে তাহা ঐ দরখাস্তে লেখা থাকিবেক।—গবর্ণমেণ্টের ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবরের পত্রের ২ দফা।

২৩। যদি আবশ্যক গতিকে কমিস্যনর সাহেব কি অত্যাবশ্যক গতিকে কালেক্টর সাহেব বোধ করেন যে উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের অনুমতি না লইয়া ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ৬ ধারানুসারে ভূমি নীলাম করিতে ডেপুটী কালেক্টরকে ক্ষমতা না দিলে নয় তবে গবর্ণমেণ্টে তাহা মঞ্জুর হওনের নিমিত্তে উপযুক্ত কার্য্যকারকের দ্বারা ঐ বিষয়ের রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ করিতে হইবেক।—গবর্ণমেণ্টের ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবরের পত্রের ৩ দফা।

২৪। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে নীলামের নিরূপিত দিন উপস্থিত হইলে যদ্যপি কালেক্টর সাহেব কি উক্ত প্রকার অন্য কার্য্যকারক পীড়া কি পর্ব্ব অথবা অন্য কোন কারণপ্রযুক্ত নীলাম আরম্ভ করিতে না পারেন কিম্বা আরম্ভ করিয়া যদ্যপি কোন কারণপ্রযুক্ত তাহা শেষ করিতে না পারেন তবে তাহার পর দিবস রবিবার না হইলে অথবা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন না হইলে পর দিনপর্য্যন্ত ঐ নীলাম বিলম্ব করিতে পারেন। এবং ঐরূপ বিলম্ব করণের কারণ রুবকারীতে লিখিয়া তাহার নকল রেবিনিউর কমিস্যনর সাহেবের সমীপে পাঠাইবেন ও ঐ বিলম্ব করণের সমাচার ইশতিহারনামাতে লেখাইয়া আপন কাছারীতে লট্‌কাইয়া সকলকে জানাইবেন। এবং সেইরূপে যেপর্য্যন্ত ঐ নীলাম আরম্ভ করিতে অথবা তাহা শেষ করিতে না পারেন সেইপর্য্যন্ত দিনদিন এ প্রকার কর্ম্ম করিবেন কিন্তু যদি এরূপে নীলাম বিলম্ব না হয় ও তাহা রুবকারীতে না লেখা যায় এবং তাহার রিপোর্ট না করা যায় তবে নীলামের উক্তমত নিরূপিত দিবসেই প্রত্যেক নীলাম অবশ্য হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ১৩ ধা।

২৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ৬ ধারানুসারে নিরূপিত নীলামের দিনে নীলাম একাদিক্রমে হইবেক অর্থাৎ নীলাম করিতে নিশ্চয়হওয়া যে জমীদারী ঐ জিলার তৌজীতে অথবা কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে ব্যবহৃত রেজিষ্টরের পূর্ব্ব নম্বরে থাকে তাহা নীলামে প্রথম ধরা যাইবেক এবং ঐমতে একাদিক্রমে নীলাম হইবেক। এবং ঐ নম্বর অর্থাৎ সংখ্যার ক্রম ব্যতিক্রম করিয়া কোন জমীদারী নীলামে ধরিয়া দিতে কোন কালেক্টর সাহেবের কি উক্ত প্রকার কোন কার্য্যকারকের ক্ষমতা নাহি। কিন্তু এই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাকা দিবার ত্রুটি হওযাতে আবশ্যক হইলে কালেক্টর সাহেব নম্বর ব্যতিক্রম করিয়া জমীদারী নীলামে ধরিতে পারেন্ ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ১৪ ধা।

২৬। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্তমতে জমীদারী নীলাম হইলে যে ব্যক্তি ঐ জমীদারীর খরীদার নির্দ্ধারিত হয় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ অথবা জমীদারীর নীলাম শেষ হওনের পর কালেক্টর সাহেব যত শীঘ্র আবশ্যক বোধ করেন তাহার মধ্যে আপন ডাকের সংখ্যার চতুর্থাংশ টাকা নগদ কি বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক নোট অথবা ঐ ব্যাঙ্কের পোষ্ট বিল কিম্বা দাঁড়ামত দস্তখৎ করা কোম্পানির প্রোমিসরি নোট বায়নাস্বরূপ দিবেক এবং ঐ বায়নার টাকা না দিলে ঐ জমীদারী অগৌণে নীলামে ধরা গিয়া বিক্রয় হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ১৫ ধা।

২৭। সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে কমিস্যনর সাহেবকে আদেশ হইল যে তিনি আপন এলাকার কালেক্টর এবং স্বাধীন ডেপুটী কালেক্টর সাহেবদিগকে ইহা জানান্ যে ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ১৫ ধারানুসারে তাঁহারা কোন প্রোমিসরি নোট আমানৎস্বরূপ লইলে তাহার এইমত মূল্য ধরিতে হইবেক যে তাহা বিক্রয় হইলে যত টাকার নিমিত্তে আমানৎ হইয়াছিল তত্তুল্য টাকা পাওয়া যাইতে পারে*। কালেক্টর সাহেবেরা অবশ্যই অবগত আছেন যে আইনমতে গবর্ণমেণ্টের কোন প্রোমিসরি নোট কোন ভূমির মূল্য টাকা অথবা অন্য কোন সরকারী দাওয়া পরিশোধ করণের নিমিত্তে লওয়া যাইতে পারে না কিন্তু যে টাকা পরিশোধ করিতে হইবেক সেই টাকা উপযুক্ত সময়ে দেশের চলিত মুদ্রাতে দেওনের বিষয়ে ঐ নোট কেবল আমানৎস্বরূপ লওয়া যাইবেক।—১৮৪২ সালের ২৭ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডর।

২৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে খরীদার যে দিবসে জমীদারী খরীদ করে সেই দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে খরীদের সমুদয় টাকা ঐ খরীদারের দিতে হইবেক এবং যে দিবসে নীলাম হইয়াছিল তাহা ঐ ত্রিংশত্তম দিনের এক দিন গণ্য হইবেক। যদি ঐ ত্রিংশত্তম দিবস রবিবার বা অন্য কোন পর্ব্বনিমিত্তক বন্দের দিন হয় তবে ত্রিংশত্তম দিবসের পর যে প্রথম দিবসে কাছারীতে কার্য্য হয় সেই দিবসে সমুদয়

* ফিনান্সিয়ল ডিপার্টমেণ্টে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮৪২ সালের ২৩ মার্চের হুকুম।

টাকা দিতে হইবেক। এবং যদি পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত মিয়াদে টাকা দিতে ত্রুটি হয় তবে সেই সময়ে এবং তৎপরে যতবার ত্রুটি হয় ততবার বায়নার টাকা সরকারে দণ্ডস্বরূপ জব্দ হইবেক এবং ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম হইবেক এবং ঐ জমীদারীর উপর অথবা পশ্চাৎ তাহা যত টাকায় বিক্রয় হয় তাহার কোন অংশের উপর ত্রুটিকারি খরীদারের কোন দাওয়া থাকিবেক না। এবং যে নীলাম শেষে সিদ্ধ হয় তাহাতে যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত ত্রুটিকারি ডাকনিয়া যে মূল্য ডাকিয়াছিল তাহাহইতে কম মূল্য হয় তবে যত কম হয় তাহা সরকারী বাকী মালগুজারী আদায়ের নিমিত্তে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার কোন এক হুকুমমতে তাহার স্থানে আদায় হইবেক এবং ঐ টাকা সেইরূপে আদায় হইয়া বিক্রয়হওয়া জমীদারীর বাকীদার মালিকের নামে জমা হইবেক। এবং যদি একবারের অধিক খরীদের টাকা দেওনে ত্রুটি হয় তবে ত্রুটিকারি ডাকনিয়ারা প্রত্যেক জন যত ডাকিয়াছিল তাহার হিসাবমতে ঐ কমী টাকার বিষয়ে তাহারা সাধারণে এবং একেং দায়ী হইবেক। কিন্তু এইরূপ প্রত্যেক পুনর্নীলাম এই আইনের ৬ ধারার লিখিত এত্তেলানামা দেওনের পর এবং ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট রীতিমতে করা যাইবেক এবং নিরূপিত যে দিনে টাকা দিতে ত্রুটি হয় সেই দিনের পর সম্পূর্ণ তিন দিন গত না হইলে ঐ এত্তেলানামা ঘোষণা করা যাইবেক না। কিন্তু যে বাকী টাকার নিমিত্তে প্রথমে জমীদারী নীলাম হইয়াছিল তাহা এবং তৎপরে যাহা বাকী পড়িয়াছে সেই টাকা যদি পুনর্নীলামের এত্তেল' দেওনের দিবসের পূর্ব্ব দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে এবং এই আইনের ১৫ ধারার নিরূপিত বায়নার টাকা বাকীদার খরীদারের দাখিল হওনের পর জমীদারীর সাবেক মালিকের দ্বারা অথবা তাহার পক্ষে দাখিল হয় অথবা দাখিল হইবার প্রস্তাব হয় তবে পুনর্নীলাম নিবারণ হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ১৬ ধা।

২৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে যে কোন নীলাম হয় তাহার উপর আপীল যদি রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে ১৬ ধারার অনুসারে হিসাব করিয়া নীলামের তারিখঅবধি পঞ্চদশ দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে করা যায় অথবা যদ্যপি কমিস্যনর সাহেবের নিকটে প্রেরণ হওনের নিমিত্তে নীলামের দিবসের পর দশম দিবসে বা তাহার পূর্ব্বে কালেক্টর সাহেবের নিকটে করা যায় তবে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব ঐ আপীল লইতে পারেন্ নতুবা লইতে পারেন্ না। এবং এইরূপে আপীল হইলে যদি কমিস্যনর সাহেব বোধ করেন্ যে এই আইনানুসারে হওয়া কোন জমীদারীর নীলাম এই আইনের বিধিমতে নির্ব্বাহ হয় নাহি তবে সেই নীলাম রদ করিতে পারেন্ এবং যদি ভূম্যধিকারির ত্রুটিপ্রযুক্ত নীলাম হইয়া থাকে তবে খরীদারের ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে তাহারে উপযুক্ত টাকা দিতে ভূম্যধিকারিকে হুকুম করিতে পারেন্। এবং কালেক্টর সাহেবের কাছারীতে আমানতী টাকা কিম্বা খরীদের অবশিষ্ট টাকা থাকনসময়ে তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের যে সুদ হয় সেই সুদঅপেক্ষা অধিক টাকা ঐ ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ১৭ ধা।

৩০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে রাজস্বের কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি এইমত বোধ করেন যে নীলাম করণেতে অতিকঠিন ব্যবহার বা অন্যায় হইয়াছে তবে নীলামের উপর আপীল হইলে চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া স্থগিত রাখিতে পারেন এবং সেই বিষয় সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে জানাইতে পারেন এবং তাঁহারা উপযুক্ত কারণ দেখিলে তথাকার গবর্ণমেণ্টকে নীলাম অন্যথা করিতে পরামর্শ দিতে পারেন এবং তথাকার গবর্ণমেণ্ট এমত গতিকে ঐ নীলাম রহিত করিতে এবং যেং নিয়ম তাঁহার যথার্থ ও উচিত বোধ হয় সেইং নিয়মে ঐ জমীদারী মালিককে ফিরিয়া দেওয়াইতে পারেন ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ১৮ ধা।

৩১। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে সকল নীলামের খরীদের টাকা এই আইনের ১৬ ধারার নিরূপিতমতে দেওয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর আপীলের কোন প্রস্তাব হয় নাহি সেই সকল নীলাম নীলামের দিবসের পর ত্রিংশত্তম দিবসে দুই প্রহরের সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং ঐ নীলামের দিবস ত্রিংশত্তম দিবসের প্রথম দিবস গণ্য হইবেক। এবং যে নীলামের উপর আপীল হইয়াছে এবং ঐ আপীল কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা ডিসমিস হইয়াছে যদি নীলামের দিবসের পর ত্রিশ দিবসের অধিক হইলে তাহা ডিসমিল হয় তবে ঐ ডিসমিসের তারিখঅবধি ঐ নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক এবং যদি ত্রিশ দিবসের কমে ডিসমিস হয় তবে পূর্ব্বোক্তমতে ত্রিংশত্তম দিবস দুই প্রহরের সময়ে তাহা চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ১৯ ধা।

৩২। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে কোন নীলাম চূড়ান্ত এবং সিদ্ধ হইবামাত্র কালেক্টর সাহেব অথবা

পূর্ব্বোক্তমত অন্য কোন কার্য্যকারক নীচের লিখিত পাঠানুসারে খরীদারকে অধিকারের সর্টিফিকট অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দিবেন।

আমি জানাইতেছি যে অমুক ব্যক্তি ১৮৪৫ সালের ১ আইনক্রমে অমুক মহাল নীলামে খরীদ করিয়াছে এবং তাহার খরীদ অমুক মাসের অমুক তারিখঅবধি আমলে আসিবেক। (অর্থাৎ টাকা দেওনের যে শেষ দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসের পর দিবসে।)

অমুক। কালেক্টর।

এবং ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখঅবধি বিক্রয়হওয়া জমীদারীতে নিদর্শনপত্রের লিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের অধিকার হইয়াছে ইহার প্রচুর প্রমাণ সকল আদালতে উক্ত সর্টিফিকটের দ্বারা জ্ঞান হইবেক। এবং কালেক্টর সাহেব ঐ জমীদারীর খারিজ দাখিল হওনের সম্বাদ এক লিখিত ইশতিহারের দ্বারা আপনার কাছারীতে এবং যে মুনসেফ ও দারোগার এলাকার মধ্যে বিক্রয়হওয়া জমীদারীর কোন ভাগ থাকে তাঁহারদের কাছারীতে এবং জমীদারীর মালগুজারের কাছারীতে অথবা জমীদারীতে সকল লোকের দৃষ্টিগোচর কোন স্থানে প্রকাশ করিবেন। এবং ঐ খরীদের টাকা লইয়া মালগুজারী দাখিল করিবার নিরূপিত শেষ দিবসে যে সকল জমা বাকী ছিল তাহা প্রথমে পরিশোধ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ ঐ জিলার সরকারী হিসাবে ঐ মহালের খাতায় যে সকল পাওনা টাকা লেখা থাকে তাহা পরিশোধ করিবেন। যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা বিক্রীত জমীদারীর রেজিষ্টরহওয়া সাবেক মালিকের কি মালিকেরদের নিমিত্তে আমানৎ রাখিবেন ও তাহারা দাওয়া করিলে তাহারদের রসীদ লইয়া নীচের লিখিতমতে ঐ টাকা তাহারদিগকে দিবেন অর্থাৎ যদ্যপি বিক্রীত জমীদারীর অংশ ভিন্নং লেখা গিয়া থাকে তবে ঐ লিখিত অংশের হিসাবঅনুসারে তাহারদের মধ্যে টাকা বাঁটিয়া দিবেন কিন্তু যদ্যপি তাহার প্রত্যেক অংশ ভিন্নরূপে না লেখা গিয়া থাকে তবে তাহারদের সকলের দস্তখৎকরা একি রসীদ লইয়া মোট টাকা সমস্ত ভূম্যধিকারিকে দিবেন। কিন্তু সরকারের সমস্ত বাকী এবং পাওনা পরিশোধ করণের পর যদ্যপি খরীদের টাকার অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা বিক্রয়হওয়া মহালের মালিককে অথবা তাহার প্রতিনিধিকে দেওনের পূর্ব্বে মহাজনেরা অথবা কোন এক মহাজন ঐ মালিকের স্থানে আপনার পাওনা আছে বলিয়া তাহার দাওয়া করে তবে প্রিসেপ্ট অর্থাৎ আদালতের হুকুমভিন্ন এবং ঐ কর্জ্জের বিষয়ে আদালতের ডিক্রী জারীকরণভিন্ন ঐ অবশিষ্ট টাকা ঐ দাওয়াদারকে দেওয়া যাইবেক না এবং ক্রোক করিয়া তাহা ঐ ভূম্যধিকারির হাতছাড়া রাখা যাইবেক না। এবং যদ্যপি ঐ খরীদের অবশিষ্ট টাকা উক্ত কোন গতিকে আদালতের হুকুমক্রমে ভূম্যধিকারির যথার্থ দেনা পরিশোধের কারণ দেওয়া গিয়া থাকে এবং যদি তাহার পর ঐ নীলাম অন্যথা করণের ডিক্রী হয় তবে এইরূপ দেওয়া টাকা ভূম্যধিকারী যাবৎ সুদসমেত ফিরিয়া না দেয় তাবৎ সে আপনার ঐ ভূমির দখল পুনরায় পাইবেক না ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ২০ ধা।

৩৩। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে পূর্ব্বোক্ত মত সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারকে বেদখল করিবার নিমিত্তে যদি এই বাবতে নালিশ করা যায় যে ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত খরীদারভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিমিত্তে জমীদারী খরীদ হইয়াছিল কিন্তু আপোসের দ্বারা ঐ সর্টিফিকটপ্রাপ্ত ব্যক্তির খরীদারের নাম দেওয়া গেল তবে ঐ নালিশ খরচাসমেত ডিসমিস হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ২১ ধা।

৩৪। ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ২২ ধারা অর্থাৎ এক্ষণে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ২১ ধারার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হওয়াতে যদিও সেই আপত্তি মোকদ্দমা হওনসময়ে করা যায় নাই তথাপি নালিশী আরজী ডিসমিস হইল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ১৭ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩৫। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কমিস্যনর সাহেব যদ্যপি নীলাম অসিদ্ধ করেন তবে এই আইনের ২০ ধারায় যেরূপ নীলাম সিদ্ধ ও চূড়ান্ত হওনের সংবাদ দিবার হুকুম আছে সেইরূপ কালেক্টর সাহেব কি উক্তমত অন্য কার্য্যকারক অসিদ্ধ হওনের সংবাদ সর্ব্বত্র দিবেন। এবং খরীদার যে রায়নার টাকা দাখিল করিয়াছিল ও খরীদের যে অবশিষ্ট টাকা দিয়াছিল তাহা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক এবং ঐ টাকা দাখিল করণের তারিখঅবধি তাহা ফিরিয়া দেওনের তারিখপর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ২২ ধা।

৩৬। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলামহওয়া জমীদারী যে ব্যক্তি খরীদ করিয়া মালিকীয় সর্টিফিকট পাইয়াছে সে ব্যক্তি টাকা দেওনের পূর্ব্বোক্তমতে নিরূপিত শেষ দিবসের পর সরকারী মালগুজারীর যে সকল কিস্তী দেয় হয় তাহার দায়ী হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ২৩ ধা।

৩৭। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইন জারী হওনের পর মালগুজারীর বাকীর নিমিত্তে অথবা অন্য যে কোন দাওয়া তাহার ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার নিমিত্তে যে নীলাম হয় তাহা কেবল এই হেতুতে কোন দেওয়ানী আদালতে অন্যথা হইতে পারে যে ঐ নীলাম এ আইনের বিধির বিরুদ্ধ হইয়াছিল। এবং যদি ঐ বিরুদ্ধ কর্ম্ম এই আইনের ১৭ ধারাক্রমে কমিস্যনর সাহেবের নিকটে করা আপীলেতে বিশেষরূপে লেখা ও নির্দ্দিষ্ট না হইয়াছিল এবং এই আইনের ১৯ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে যদি নীলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না হয় তবে কোন দেওয়ানী আদালত নীলাম অসিদ্ধ করিতে পারেন না। এবং কোন ব্যক্তি খরীদের টাকার কিছু গ্রহণ করিলে পর নীলাম বেআইনী হইয়াছে বলিয়া নালিশ করিতে পারিবেক না। এবং আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনের কোন ভাগের এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে এই আইনক্রমে হওয়া নীলামঘটিত কোন কার্য্যে বা ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে তবে যে ব্যক্তির কার্য্যেতে অথবা ত্রুটিতে আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে সেই ব্যক্তির নামে ক্ষতিপূরণের দাওয়ায় নালিশ করণের দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করিতে তাহার প্রতি নিষেধ আছে ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ২৪ ধা।

৩৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে কোন নীলাম অসিদ্ধ হইলে খরীদের টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের চলিত প্রোমিসরি নোটের সকলহইতে উচ্চ সুদের হারানুসারে সুদ খরীদারকে সরকারহইতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ২৫ ধা।

৩৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যার এবং বারাণসের ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হওয়া জিলার কোন জমীদারীর মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ঐ জমীদারী এই আইনক্রমে বিক্রয় হইলে যে ব্যক্তি তাহা খরীদ করে সে ব্যক্তি বন্দোবস্তের সময়ের পর ঐ জমীদারীতে যে সকল দায় সংযোগ করা গিয়া থাকে সে সকল দায় রহিত হইয়া জমীদারী পাইবেক। এবং ১৮১২ সালের ৫ আইনের ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট এত্তেলা দিলে পর আপন ইচ্ছাক্রমে নীচের লিখিত বর্জ্জিত ভূমিব্যতিরেকে ঐ জমীদারীর সমস্ত পাট্টাদার প্রজাদিগের খাজানা বাড়াইতে পারে এবং সমস্ত রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারে এবং চলিত আইনের মধ্যে ইহার বিরুদ্ধ কিছু থাকিলেও তাহাতে প্রতিবন্ধক হইবেক না।

প্রথম। ইস্তমরারী বন্দোবস্ত হওনের ১২ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভূমি ইস্তমরারী কি মোকররী পাট্টাক্রমে নির্দ্ধারিত খাজানাতে ধার্য্য ছিল তাহা।

দ্বিতীয়। দশসনী বন্দোবস্তের সময়ে থাকা যে পাট্টার বিষয়ে এমত প্রমাণ দেওয়া যায় নাহি অথবা দেওয়া যাইতে পারে না যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৫১ ধারার লিখিত হেতুপ্রযুক্ত বেশী খাজানার যোগ্য সে পাট্টা।

তৃতীয়। যে২ খোদকস্তা অথবা কদিমী রাইয়তেরদের নিশ্চিত খাজানায় অথবা চলিত আইনক্রমে নিশ্চিত নিয়মানুসারে নিরূপণীয় খাজানায় ভূমির ভোগদখল করণের অধিকার আছে তাহারদের ভূমি।

চতুর্থ। যে২ ভূমি বসতবাটী বা কারখানা নির্ম্মাণের নিমিত্তে অথবা ধাতুকরলাপ্রভৃতি আকরের নিমিত্তে কিম্বা বাগান কি পুষ্করিণী অথবা খোদা খাল কি ঈশ্বরের আরাধনার কি গোরস্থানের নির্মিত্তে কি জঙ্গল কাটিবার নিমিত্তে বা অন্য২ সেইরূপ উপকারক কার্য্যের নিমিত্তে প্রকৃতার্থে মিয়াদী বা চির কালের পাট্টাক্রমে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া গিয়াছে এবং পাট্টার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে এইপর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে সেই২ ভূমি।

পঞ্চম। জমীদারীর সাবেক মালিক নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে২ ইজারা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় ২০ বৎসরের অনধিক মিয়াদে লিখিত পাট্টাক্রমে দিয়াছিলেন এবং তাহার তারিখের পর এক মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছিল সেই২ ইজারা। কিন্তু সেই সময়ে ইজারদারেরা প্রত্যেক গতিকে কালেক্টর সাহেবকে এক

লিখিত এত্তেলা দিবেন এবং ঐ এত্তেলানামাতে ঐ ভূমি যে স্থানে আছে তাহার ঠিকানা ও সেই ভূমির খাজানা ও তাহার পরিমাণ ও পাট্টার নিয়ম ও ইজারদারেরদের নাম লেখা থাকিবেক। এবং যদ্যপি কালেক্টর সাহেবের এমত বোধ হয় যে ঐ ইজারাতে সরকারী রাজস্বের নিতান্ত ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা তবে তিনি তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন। এবং কালেক্টর সাহেব ইজারদারের স্থানে সেইরূপ এত্তেলা পাওনের তারিখের পর তিন মাসের মধ্যে কমিস্যনর সাহেবের সম্মতিক্রমে যে ইজারার বিষয়ে আপনার আপত্তি আপন কাছারীতে এক ইশ্তিহারনামা লটকানের দ্বারা জানান্ সেই ইজারা এই প্রকরণের দ্বারা বর্জ্জিত হইবেক না। কিন্তু এইরূপ সকল ইজারা লিখিত ও রীতিমত রেজিষ্টরীহওয়া পাট্টাক্রমে ধার্য্য হইলেও এবং পূর্ব্বোক্তমতে তাহার বিষয়ে এত্তেলা দেওয়া গেলেও যদ্যপি তাহা প্রকৃতার্থে ওয়াজীবী খাজানায় দেওয়া যায় নাহি তবে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে নীলামহওয়া কোন জমীদারীর খরীদার আদালতে নালিশ করিয়া ঐং ইজারা অন্যথা করিতে পারে ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ২৬ ধা।

৪০। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে ২৬ ধারার লিখিত জিলাভিন্ন অন্য কোন জিলায় যে জমীদারীর মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে তাহা আদায়ের নিমিত্তে এই আইনক্রমে সেই জমীদারী বিক্রয় হইলে তাহার খরীদার বন্দোবস্তের সময়ের পর যে সকল দায় তাহাতে সংযোগ হইয়া থাকে তাহা রহিত হইয়া সেই জমীদারী পাইবেক এবং বাকীদার কিম্বা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি ব্যক্তি আদৌ বন্দোবস্তকারির স্থলাভিষিক্ত বা আসেনি হইয়া যেং নিদর্শনপত্রাদি দিয়াছিল তাহা এবং শেষ বন্দোবস্তের পরে সেই আদৌ বন্দোবস্তকারী কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত লোক প্রজাইত্যাদিরদিগকে যেং পাট্টা দিয়া থাকে কিম্বা বহাল রাখিয়া থাকে তাহা এবং আদৌ বন্দোবস্তকারী আপন ভূমির বন্দোবস্তের নিয়মানুসারে যেং পাট্টাইত্যাদি রদ কি মতান্তর করিতে অথবা পুনর্নূতন করিয়া দিতে পারিত তাহা ঐ খরীদার রহিত ও রদ করিতে পারিবেক। কিন্তু বসতবাটী কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যার্থে অন্য গৃহ কিম্বা বাগান অথবা পুষ্করিণী কি খোদা খাল কিম্বা জলের নালাইত্যাদির নিমিত্তে ভূমির যেং পাট্টা হইয়া থাকে যাবৎ ঐ ভূমি ঐং কার্য্যে ব্যবহার হয় ও তাহার নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়া যায় তাবৎ কখন সেইং পাট্টা রদ করিতে পারিবেক না। কিন্তু এই আইনের তাৎপর্য্য এমত নহে যে নীলামে যে ব্যক্তি ভূমি খরীদ করে সে ব্যক্তি পাট্টাদারের পাট্টা বা বন্দোবস্ত উক্তমতে রহিত করিলে সেই পাট্টাদার রাইয়তের স্থানে পূর্ব্বের মালগুজার যে খাজানা লইতে পারিত তাহার বেশী লইতে পারে। কিন্তু যদি ইহা বোধ হয় যে বিশেষ অনুগ্রহপ্রযুক্ত কিম্বা কোন লাভইত্যাদির নিমিত্তে পূর্ব্বের মালগুজারেরা প্রাচীন নিরূপিত জমার কিছু কমী করাতে পাট্টাদার প্রজারা ওয়াজীবী জমাহইতে কম জমার বন্দোবস্তঅনুসারে ভূমি ভোগ করিয়াছে কিম্বা যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ ভূমি যে পরগনার কিম্বা মৌজার কি ভূমির অন্য কিসমতের মধ্যগত হয় তথাকার যে দস্তুর থাকে তদনুসারে সেই পাট্টাদার প্রজারদিগের স্থানে সরকারের আইনের অনিষিদ্ধ কিছু বেশী খাজানা তলব হইতে পারে কিম্বা আর কিছু দাওয়া করা যাইতে পারে তবে বেশী জমা লইতে পারিবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ২৭ ধা।

৪১। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বুঝিলে মালগুজারীর বাকী আদায়ের নিমিত্তে ভূমি নীলামের পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ ভূমির দখীলকার অধিকারী কিম্বা তাহার পিতৃপিতামহইত্যাদিরা অথবা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তি লোকেরা সেই ভূমির যেং পাট্টা দিয়াছিল বা তাহার উপর যে বরাৎ দিয়াছিল কিম্বা ঐ ভূমিতে আর যে কোন দায় সংযোগ করিয়াছিল সে সমস্ত কিম্বা তাহার মধ্যে যাহাং উপযুক্ত বোধ হয় তাহা বহাল রাখিয়া নীলাম করিবার হুকুম দিতে পারেন্। এমত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমিতে যেং নিয়ম রাখণের হুকুম করেন্ সেই ভূমির লাট নীলামে ধরিয়া দেওন সময়ে কালেক্টর সাহেব সেইং নিয়মের সম্বন্ধ সকল লোককে জানাইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ভূমির বিষয়ে আর যেং হুকুম করেন্ তাহাও প্রচার করাইবেন। কিন্তু এইরূপে পাট্টাআদি বহাল রাখিয়া যে নীলাম হয় তাহাতে নীলামের সময়ের তুল্য বাকী টাকা যদি না পাওয়া যায় অথবা যদি বোধ হয় যে ঐরূপ পাট্টাআদি বহাল রাখিলে সরকারী মালগুজারী আদায় করিতে উত্তর কালে বিঘ্ন হইতে পারে তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে নীলামেতে ঐ পাট্টাআদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা এই আইনের ১৯ ধারার নিরূপিতমতে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পূর্ব্বে রদ করিবার হুকুম করিতে পারেন্। এবং এই আইনের ২৬ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জ্জিত কথার মধ্যে যেং নিষেধ আছে কেবল সেইং নিষেধ আমলে আনিয়া ঐ জমীদারী পুনর্ব্বার নীলাম করিতে পারেন এবং ঐ নী-

লাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হওনের পর যে জমীদারী পূর্ব্বোক্তমতে পাট্টাআদি বহাল রাখিয়া খরীদ হইয়াছিল সেই জমীদারী যদি বাকীর নিমিত্তে পুনর্ব্বার নীলাম করিতে হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা এইমত হুকুম দিতে পারেন যে এই আইনের ২৬ ধারার ১। ২। ৩। ৪। ৫ প্রকরণের নির্দ্দিষ্ট বর্জিত কথায় যে নিষেধ আছে কেবল সেই নিষেধ আমলে আনিয়া মহাল নীলাম হইবেক অথবা পূর্ব্বে যে পাট্টাআদি বহাল রাখা গিয়াছিল তাহা আমলে আনিয়া নীলাম হইবেক এই দুই কল্পের প্রথম কল্প হইলে পাট্টাআদি রদ করিয়া যে নীলাম হইয়াছিল তাহাতে যে খরীদের টাকা পাওয়া গেল সেই টাকা যদি পাট্টাআদি বহাল রাখণের নীলামে প্রাপ্ত টাকাঅপেক্ষা অনেক অধিক হয় তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ অধিক টাকার কোন অংশ কিম্বা তাহা সমুদয় প্রথম নীলামেতে যাহারদিগের বিষয় বহাল রাখা গিয়াও দ্বিতীয় নীলামেতে রহিত হইল সেই লোকেরদিগকে দিতে আজ্ঞা করিতে পারেন ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ২৮ ধা।

৪২। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে যে জমীদারী বাঁটওয়ারা হইতেছে তাহার যে অংশিরা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩৩ এবং ৩৪ ধারানুসারে আপনং অংশ নীলামহইতে রক্ষা করিয়াছে এমত অংশিভিন্ন যদি কোন রেজিষ্টরীহওয়া বা রেজিষ্টরী না হওয়া ভূম্যধিকারী অথবা শরীক যে জমীদারীর মালিক অথবা শরীক হন সেই জমীদারী আপন নামে অথবা বিনামে খরীদ করেন অথবা এই আইনক্রমে বাকীর নিমিত্তে জমীদারী নীলাম হওনের পর পুনর্ব্বার খরীদের দ্বারা অথবা অন্য প্রকারে পুনর্ব্বার তাহার দখল পান্ তবে সেই ভূম্যধিকারী এবং আরো জমীদারীর উপর যে বাকী পড়ে বা যে দাওয়া ঘটে তাহাছাড়া অন্য বাকী অথবা দাওয়ার নিমিত্তে জমীদারী নীলাম হইলে তাহার খরীদার ঐ খরীদের দ্বারা নীলামের সময়ে জমীদারীর উপর যে সকল দায় সংযোগ ছিল সেই দায়সমেত তাহা পাইবেন এবং নীলামের সময়ে রাইয়ত এবং পাট্টাদার প্রজাদিগের উপর উক্ত জমীদারীর সাবেক মালিকের যে স্বত্ব ছিল না এমত স্বত্ব ঐ খরীদার পাইবেন না ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ২৯ ধা।

৪৩। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে মালগুজারী দাখিল করণের শেষ তারিখে আপন রাইয়তের স্থানে বাকীদারের যে বাকী খাজানা পাওনা থাকে সেই জমীদারী নীলাম হইলে সেই বাকী খাজানা যে কোন রীতিক্রমে শেষ দিবসে কি ঐ দিবসের পূর্ব্বে ঐ বাকীদার আদায় করিতে পারিতেন সেই রীতিক্রমে উক্ত শেষ দিবসের পর তিনি আদায় করিতে পারিবেন কেবল ক্রোক করিতে পারেন না ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৩০ ধা।

৪৪। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে কোন কালেক্টর সাহেব অথবা নীলামের বিষয়ি কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কার্য্যকারক খোলা কাছারীতে অথবা যে দফুরে কোন সময়ে কার্য্য করেন তাহাতে আপনার সাক্ষাৎ কোন অবজ্ঞা হইলে তাহার ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানা করিতে পারেন এবং যদি তাহা না দেওয়া যায় তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক মাসের অনধিক কাল দেওয়ানী জেলখানায় অপরাধিকে কয়েদ করিতে পারেন্ এবং পূর্ব্বোক্তমতে কালেক্টর সাহেব যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে অপরাধিকে পাঠান্ তিনি ঐ দণ্ডের হুকুম জারী করিবেন। কিন্তু এই ধারাক্রমে যে হুকুম হয় তাহার উপর আপীল রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের সমীপে হইতে পারে এবং তাঁহার করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৩১ ধা।

৪৫। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে এই আইনের ১৫ ধারায় যে বায়না করণের দ্বারা ডাক সিদ্ধ করিতে হয় সেই বায়না না দেওয়া আদালতের অবজ্ঞা গণ্য হইবেক ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৩২ ধা।

৪৬। আরো ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশস্থ ফোর্ট উলিয়মের উভয় রাজধানীর গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িষ্যা এবং বারাণসের যে দেশ এক্ষণে সাধারণ আইনের অধীন আছে এবং দত্ত ও জয় করা যে দেশ সেইরূপে সাধারণ আইনের অধীন আছে কেবল সেই২ দেশে এই আইন চলন হইবেক এবং এই আইনের লিখিত কোন বিধি শহর কলিকাতা অথবা সিঙ্গাপুর বা পিনাঙ্গ কি মলাকার বসতির ভূমির সঙ্গে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।—১৮৪৫ সা। ১ আ। ৩৩ ধা।

সরকারী রাজস্বের বাকীর জন্য নীলামের বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি।

৪৭। সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত না করিয়া কালেক্টর সাহেব সরকারী রাজস্বের বাকীর জন্যে তাঁহার নাজির যে অস্থাবর সম্পত্তি ও বাটী ক্রোক করিয়াছেন তাহা বিক্রয় করিতে মুনসেফের প্রতি পরওয়ানা দিতে পারেন না।—১৮৩৫ সালের ২৮ নবেম্বরের ১৮৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৪৮। বাকী রাজস্বের জন্যে এক জমীদারী নীলাম হইল এবং কএক শরীকের মধ্যে এক জন নীলামের উৎপন্নের অবশিষ্ট টাকার মধ্যে আপনার যে অংশ তাহা লইল। অন্য দুই জন রাজস্বের কমিস্যনর সাহেবের নিকটে এবং দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিল যে আমারদের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার টাকা পরিশোধ করণের জন্যে আমারদের অংশ ব্যয় হয়। অবশিষ্ট শরীকেরদের প্রতি এত্তেলা দেওনের পর তাহারদের অংশ ঐ ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করণার্থে সেইরূপে ব্যয় হইল এবং তাহারা সেই বিষয়ে কোন আপত্তি করিল না। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২৭ ধারার ১ প্রকরণানুসারে (এক্ষণে ১৮৪৫ সালের ১ আইন) ঐ নীলামের বিষয়ে কোন শরীক আপত্তি করিতে পারে না। —সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৬ সালের ৩ আগষ্টের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ২৭৪ পৃষ্ঠা।

৪৯। রাজস্বের বিষয়ি নীলাম অন্যথা করণার্থে নালিশ হইল। অধস্থ আদালতে ঐ দাওয়া ডিসমিস হইল এবং আপীল হওয়াতে ঐ অধস্থ আদালতের হুকুম বহাল হইল যেহেতুক ফরিয়াদী নীলামের উৎপন্নের এক ভাগ আপনার উপকারার্থে খাটাইতে যদ্যপি প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল তথাপি বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের দ্বারা ঐ নীলাম মঞ্জুর হইলে পর ঐ ব্যক্তি সেই টাকা আপনার উপকারার্থে ব্যয় করিতে দিল এবং তাহাতে কোন আপত্তি করিল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৮ ফেব্রুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৫০। সরকারী রাজস্বের জন্যে কালেক্টর সাহেব কতক ভূমি নীলাম করিলেন এবং খরীদারকে তাহার দখল দেওয়াইলেন। এক ব্যক্তি ঐ ভূমিতে আপনার স্বত্ব আছে বলিয়া দাওয়া করিল এবং তৎপরে নীলামের খরীদার এবং ভূমির পূর্ব্বকার মালিকের নামে নালিশ করিতে চাহিল। তাহাতে হুকুম হইল যে নম্বরী মোকদ্দমার ন্যায় তাহা উপস্থিত করিয়া নির্ব্বাহ করিতে হইবেক।—১৮২৮ সালের ৮ ফেব্রুআরির ৪৬৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

৫১। সরকারী রাজস্বের বাকীর জন্যে কোন জমীদারী নীলাম হইলে যদি তৎপরে দেওয়ানী মোকদ্দমায় সেই নীলাম অন্যথা হয় তবে খরীদারের দখলে যত কাল ঐ ভূমি ছিল তত কালের ওয়াসিলাতের বিষয়ে সেই ব্যক্তি নালিশের দায়হইতে মুক্ত নহে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪১ সালের ৩০ জুনের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ১০৭ পৃষ্ঠা।

৫২। সরকারী কার্য্যকারক বাকীদার হইলে এবং সরকারের পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্তে তাঁহার সম্পত্তি ক্রোক হইয়া নীলাম হওনের পূর্ব্বে যদি অন্য ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দাওয়া করেন তবে নীলামের পূর্ব্বে ঐ দাওয়ার বিষয়ে সরাসরী তজবীজ করিলে প্রচুর হইবেক। প্রথমতঃ জাবেতামত তজবীজ করণের আবশ্যক নাই। কিন্তু যদি দাওয়াদার চাহেন তবে তিনি নীলামের পর নম্বরী মোকদ্দমা করিতে পারেন আর যদি তাঁহার স্বত্বের প্রমাণ হয় তবে নীলাম বাতিল হইবেক ও খরচাসমেত ঐ সম্পত্তির তাঁহার নামে ডিক্রী হইবেক।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮১৫ সালের ২৫ নবেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ২ বালম ১৬২ পৃষ্ঠা।

৫৩। বাকীদারের ভূমির যে নীলাম হইল তাহা এই কারণে অন্যথা করা গেলে কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমি সরকারের তরফে খরীদ করিলেন এবং যে মূল্যে খরীদ করিলেন তাহাহইতে অধিক ডাক লইতে স্বীকার করিলেন না। পরে এই ওজর হইল যে অধিক ডাক লইতে স্বীকৃত না হওয়াতে বাকীদার কেবল ক্ষতি পূরণার্থে দাওয়া করিতে পারে কিন্তু সেই ওজর মঞ্জুর হইল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৪ সালের ১৭ মের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৩৫১ পৃষ্ঠা।

৫৪। ভূমির নীলাম এই জন্যে অন্যথা করা গেল যে যে গ্রাম ভিন্ন২ ব্যক্তিরদের নামে দশশনী বন্দোবস্তের সময়ে স্বতন্ত্র২ মহালের ন্যায় ধার্য্য হইয়াছিল সেই২ গ্রাম তৎপরে একি ব্যক্তির সম্পত্তি হইলেও যদি ১৭৯৩ সালের ২৫ আইনের ৬ ধারা এবং ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৬ ধারার অনুসারে জমীদারী পুনরায় এক শামিল করণের বিষয়ে রীতিমত দরখাস্ত না হইয়া থাকে এবং সেইরূপ এক শামিল করা যদি সম্পন্ন না হইয়া থাকে তবে সেই২ গ্রাম রাজস্বের বাকীর জন্যে একি জমীদারীর ন্যায় আইনানুসারে নীলাম হইতে পারে না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২৯ সালের ১২ ডিসেম্বরের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৪ বালম ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

৫৫। যে দিনে নীলাম হওনের ইশ্তিহার হইয়াছিল সেই দিন ছাড়া অন্য দিনে নীলাম হইলে ঐ নীলাম অন্যথা হইতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮২১ সালের ৪ আপ্রিলের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৩ বালম ৮৮ পৃষ্ঠা।

৫৬। ভূমির রাজস্বের বাকীর জন্যে এক জমীদারীর নীলাম মালিকেরদের কেবল কএক ব্যক্তিরদের নালিশক্রমে অন্যথা করা গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২৯ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

৫৭। মালিকেরদের কেবল এক জনের নালিশক্রমে অধস্থ আদালত ফরিয়াদীর পক্ষে যে ডিক্রী করিয়াছিলেন তাহা বহাল হইল এবং নীলাম অন্যথা করা গেল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৪ সালের ২৯ জুলাইর নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৫ বালম ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

৫৮। বলরাম এক মহালের কতক ভূমি নীলামে খরীদ করিল এবং আনন্দ মোকররী খাজানা দিয়া সেই ভূমি দখল করিবার দাওয়া করিল পরে আনন্দের সেই ভূমি দখল করিবার পুরুষানুক্রমের স্বত্বের প্রমাণ দেওয়াতে তাহার পক্ষে ডিক্রী হইল। কিন্তু তৎকালে ধার্য্য হইল যে নীলামের সময়ে ঐ ভূমির খাজানা অপ্রকৃতরূপে লিখিত হইয়াছিল এবং এইপ্রযুক্ত বলরাম আপনার ঐ খরীদ ত্যাগ করিতে পারে।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮০৭ সালের ২৩ জানুআরির নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ১ বালম ১৭৬ পৃষ্ঠা।

৫৯। রাজস্বের বাকীর জন্যে জমীদারী নীলাম হইয়াছিল ঐ নীলাম অন্যথা করণার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেল সেই মোকদ্দমায় এই ওজর হইল যে যত টাকা বাকী ছিল তদপেক্ষা অধিক টাকার দাওয়া হইল এবং সেই দাওয়ার নিমিত্তে জমীদারী নীলাম হইল অথচ নীলাম হওনের পূর্ব্বে যত টাকা যথার্থমতে বাকী ছিল তাহা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৬০। যে জমীদারী বাকীর জন্যে নীলাম হইল তাহার এক জন অংশিব কর্জ নীলামের উৎপন্নহইতে দিতে দেওয়ানী আদালত হুকুম করিলেন অপর অংশী ঐ টাকা দেওনের বিষয়ে সম্পষ্ট কি অসম্পষ্টরূপে স্বীকৃত ছিল এমত প্রমাণ দেওয়া গেল না অতএব ধার্য্য হইল যে ঐ অংশী ফরিয়াদীর সেই বিষয়ে নালিশ করণের স্বত্বের কিছু হানি হয় নাই।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৬১। রাজস্বের বাকীর জন্যে জমীদারী নীলাম হইল এবং জিলার আদালতের ডিক্রীর দ্বারা ঐ নীলাম অন্যথা হইলে খরীদারেরা তাহা ত্যাগ করিল অতএব কেবল কালেক্টর সাহেব সেই ডিক্রীর উপর আপীল করিলেন। কিন্তু সেই আপীল ডিসমিস হইল এবং খরীদারের দ্বারা জমীদারী ত্যাগ হওনের তারিখঅবধি ঐ আপীল ডিসমিস হওনের তারিখপর্য্যন্ত সেই জমীদারীতে যে সরকারী রাজস্ব পাওনা হইল তাহা কালেক্টর সাহেব খরীদের টাকাহইতে বাদ দিলেন কিন্তু সদর দেওয়ানী আদালত ধার্য্য করিলেন যে এইমত কর্ম্ম করিতে কালেক্টর সাহেবের কোন ক্ষমতা ছিল না।—সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৮ সালের ৯ মার্চের নম্বরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

সরকারী রাজস্বের ইজারদার ও কোর্ট ওয়ার্ডসের ইজারদার ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমির নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর নিষ্পত্তি।

৬২। কোর্ট ওয়ার্ডসের স্থানে যাহারা ইজারা লইয়াছে সেই২ ইজারদারের যে মালগুজারী বাকী আছে তাহার জন্যে তাহার এবং তাহার জামিনের সম্পত্তি ১৮৫৫ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে নীলাম হইতে পারে কি না এবং সরকারী রাজস্বের ইজারদারের এবং তাহার জামিনের সম্পত্তি বাকী খাজানার জন্যে বৎসর শেষ হওনের পূর্ব্বে নীলাম হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়াছে অতএব সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে তদ্বিষয়ে নীচের লিখিত কথা তোমার বিজ্ঞাপন ও উপদেশের নিমিত্তে জানাইতেছি।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ১ দফা।

৬৩। ১৮২২ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণে হুকুম আছে যে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরদের স্থানে ইজারাপ্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিরদের সহিত যে সকল দাঁড়া ও আইন সম্পর্ক রাখে কোর্ট ওয়ার্ডসের অধিকারক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের স্থানে ইজারাপ্রাপ্ত ইজারদারেরদের সহিত সেই সকল দাঁড়া ও আইন সম্পর্ক রাখে।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা।

৬৪। সরকারী রাজস্বের ইজারদারের স্থানে বৎসরের মধ্যে টাকা দেওনের নিরূপিত কোন শেষ তারিখের পর যে কোন রাজস্ব বাকী থাকে তাহার জন্যে তাহার অথবা তাহার জামিনের কোন ভূমি ১৮৫৫ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে নীলাম হইতে পারে এবং সেই বাকী ঐ আইনের ৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট চতুর্থ প্রকার বাকীর ন্যায় গণ্য হইবেক।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৩ দফা।

৬৫। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতেছে যে নাবালগের সম্পত্তির ইজারদারের অথবা তাহার জামিনের কোন ভূমি সেইরূপে ১৮৫৫ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে বাকী রাজস্বের জন্যে নীলাম হইতে পারে কিন্তু এমত গতিতে ঐ বাকী

৫ ধারায় নির্দ্দিষ্ট ষষ্ঠ প্রকার বাকীর ন্যায় গণ্য হইবেক। অর্থাৎ এক গতিকে যে বিষয়ে দাওয়া হইতেছে তাহা ভূমির রাজস্বের বাকী অন্য গতিকে তাহা ভূমির রাজস্বের বাকী নহে কিন্তু ভূমির রাজস্বের বাকী যে নিয়মমতে আদায় করিবার হুকুম আছে সেই নিয়মমতে আদায় হইতে পারে অর্থাৎ যেরূপে ইজারদারের স্থানে সরকারী রাজস্বের বাকী আদায় হইয়া থাকে।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফা।

৬৬। ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণেতে হুকুম হইয়াছিল যে সরকারী রাজস্বের বাকীদার ইজারদারের অথবা তাহার জামিনের কোন ভূমি কি সম্পত্তি বাকীর জন্যে কেবল বৎসরের শেষে নীলাম হইতে পারে ইহা সত্য বটে কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবেক যে ঐ ধারার ৫ প্রকরণে হুকুম হইয়াছিল যে বাকীদার ভূম্যধিকারির ভূমি কেবল বৎসরের শেষে নীলাম হইতে পারে। এই বিষয়ে ইজারদার ও ভূম্যধিকারির মধ্যে কিছু বিশেষ ছিল না। কিন্তু বৎসরের মধ্যে রাজস্ব বাকী পড়িলে ভূম্যধিকারির সম্পত্তি অথবা তাহার উপযুক্ত অংশ এবং ইজারদারের ইজারা ক্রোক হইতে পারিত এবং ইজারদার ও তাহার জামিনকে কয়েদ করিতে পারা যাইত।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

৬৭। ১৮২২ সালের ১১ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণে হুকুম হইল যে ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার যে২ ভাগে কি চলিত অন্য কোন আইনের যে২ ভাগে কালেক্টর সাহেবদিগকে হুকুম আছে কি তাঁহারদিগকে হুকুম দেওনের অভিপ্রায়ে বোধ হয় যে তাঁহারা যাহারদের শিরে মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে কি মালগুজারীর ন্যায় আদায় করণের যোগ্য অন্য কোন টাকা পাওনা থাকে তাহারদিগের নামে কোন হুকুমনামা পাঠাইবেন কিম্বা সেই বাকীদারদিগের জমীদারী কি ইজারার ভূমি নীলামে বিক্রয় হওনের পূর্ব্বে ক্রোক করিবেন সেই২ ভাগ রদ হইল এবং ৩ ধারার ১ প্রকরণের দ্বারা বিশেষ হুকুম হইল যে যে সকল ব্যক্তিরদের সরকারে মালগুজারী করিতে হয় তাহারা আপন২ ভূমির অধিকারী হউক কি ভূমির ইজারদার কিম্বা সবরাহকার হউক তাহারদের ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমি মালগুজারীর বাকীর জন্যে বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে নীলাম হইতে পারে। এই স্থলেও ভূম্যধিকারী ও ইজারদার ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমির নীলামের বিষয়ে একি হুকুম আছে।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফা।

৬৮। ১৮৪১ সালের ১২ আইনের ১ ধারার দ্বারা ১৮২২ সালের ১১ আইন রদ হইল কেবল ৩৬ এবং ৩৮ ধারা এবং যেপর্য্যন্ত ঐ আইনের দ্বারা অন্য কোন আইন বা কোন আইনের ভাগ রদ হইল তাহা বর্জ্জিত থাকিল। ১৮৪৫ সালের ১ আইনের দ্বারা ১৮৪১ সালের ১২ আইনের (১ ও ২ ধারা বর্জ্জিয়া) রদ হইল। অতএব বোর্ডের সাহেবেরদের বিবেচনায় এই অনুভব হইতে পারে যে ১৮২২ সালের ১১ আইনের কতক ভাগ অদ্যাপি প্রবল আছে এবং তাহার দ্বারা সরকারী রাজস্বের ইজারদারের এবং তাহার জামিনের ভূমি বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে বাকীর জন্যে নীলাম হইতে পারে। কিন্তু বোর্ডের সাহেবেরা ইহা অতিস্পষ্ট বোধ করেন যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের বিধি যেমন ভূম্যধিকারির বাকীর বিষয়ে খাটে তেমনি সম্পূর্ণরূপে ইজারদারের স্থানে বাকীর বিষয়েও খাটে এবং তাহারদের ভূমির নীলামের বিষয়ে যেমন অন্য কোন পূর্ব্বের আইনে কোন বিশেষ ছিল না তেমনি এই আইনের দ্বারা ঐ ভূম্যধিকারি ও ইজারদারের মধ্যে কোন বিশেষ নাই।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৭ দফা।

৬৯। ঐ আইনের ৩ ধারায় হুকুম আছে যে "সমস্ত বাকী মালগুজারী এবং যে সকল দাওয়া চলিত আইনানুসারে বাকী মালগুজারীর মত আদায় করিতে হুকুম আছে সেই২ দাওয়ার টাকা যে২ তারিখে দাখিল করিতে হইবেক সেই২ তারিখ কলিকাতার সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা নিরূপণ করিবেন"। ভূম্যধিকারির স্থানে পাওনা বাকী যেরূপে "রাজস্বের বাকী" সেইরূপে সরকারী রাজস্বের ইজারদারের স্থানে পাওনা বাকী "রাজস্বের বাকী"। এবং যে দাওয়া ১৮২১ সালের ৬ আইনের ৩ ধারার ২ প্রকরণানুসারে সরকারী রাজস্বের ইজারদারের স্থানে পাওনা বাকীর ন্যায় অর্থাৎ সরকারী রাজস্বের বাকীর ন্যায় আদায় হয় নাবালগের সম্পত্তির ইজারদারের স্থানে পাওনা বাকী সেইরূপ এক দাওয়া।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৮ দফা।

৭০। যে২ ভূমি নীলাম হইতে না পারে তাহা ১০ ধারায় নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে হুকুম আছে যে যে জমীদারী কেবল নাবালগের সম্পত্তি তাহা কোন২ গতিকে নাবালগ সম্পূর্ণ অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়াপর্য্যন্ত নীলাম হইবেক না। এবং রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুমব্যতিরেকে অন্য কোন প্রকারে যে কোন জমীদারী ক্রোক করেন তাহা ক্রোক থাকন সময়ে বাকী মালগুজারীর নিমিত্তে নীলামের যোগ্য হইবেক না। এবং যে জমীদারী আদালতের হুকুমক্রমে রাজস্বের কার্য্যকারকের দ্বারা ক্রোক হইয়া থাকে তাহাতে ক্রোক থাকন সময়ে যে মালগুজারী বাকী পড়ে তাহা আদায়ের নিমিত্তে যে বৎসরে ঐ বাকী পড়িল সেই বৎসরের শেষ না হইলে ঐ জমীদারী বিক্রয় হইবেক না। সরকারী রাজস্বের ইজারদারের-দের ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমির পক্ষে যদি এই শেষ বর্জ্জিত কথা পুনর্ব্বার বহাল করিবার অভিপ্রায় হইত তবে তাহা সুতরাং অতিস্পষ্ট করিয়া লেখা যাইত।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরক্যুলর অর্ডরের ৯ দফা।

৭১। ইহার দ্বারা এই উপলব্ধি হয় যে সরকারী রাজস্বের ইজারদার এবং কোর্ট ওয়ার্ডসের ইজারদার এই উভয়

প্রকার ইজারদারেরদের এবং তাহারদের জামিনেরদের ভূমি বৎসরের মধ্যে নীলামের কোন এক দিবসে বাকী রাজস্বের জন্যে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের বিধির অনুসারে নীলাম হইতে পারে।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরকুলর অর্ডরের ১০ দফা।

৭২। যদি তোমার এলাকার মধ্যে বাকীদার ইজারদারেরদের ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমি কেবল বৎসরের শেষে নীলাম করণের ব্যবহার আছে তবে নূতন নিয়ম করণের দ্বারা যাহারদের ক্ষতি হইতে পারে তাহারদিগকে উপযুক্তমতে সাবধান না করিয়া ১৮৪৫ সালের ১ আইনের শক্ত নিয়ম আমলে আনিবা না।—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরকুলর অর্ডরের ১১ দফা।

৭৩। মন্তব্য। সাবেক নীলামের আইন অর্থাৎ ১৮৪১ সালের ১২ আইন যে সময়ে প্রবল ছিল সেই সময়ে এ জিজ্ঞাসা উত্থিত হইল যে বাকীদার সদর ইজারদারেরদের ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমি সম্পত্তি ঐ আইনানুসারে নীলাম হইবার যোগ্য কি ১৮৩৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারার নিয়মানুসারে নীলাম হইবেক এবং বোর্ডের মত না মানিয়া গবর্ণমেণ্ট হুকুম করিলেন যে ঐ সম্পত্তি ১৮৪১ সালের ১২ আইনানুসারে নীলাম হইবেক। (১৮৪৪ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখের ১৮ নম্বরী বোর্ডের সরকুলর অর্ডর দেখ।)—১৮৪৯ সালের ১৯ জুনের সরকুলর অর্ডরের মন্তব্য কথা।

ভূমির দখলবিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণ এবং বলক্রমে ভূমির বেদখলের প্রতিকার করণ।

১। যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮২৪ সালের ১৫ আইনের অর্থের বিষয়ে যে সন্দেহ জন্মিয়াছে তাহা ভঞ্জন করণ এবং ভূমির দখলবিষয়ে দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণের আইন শুধরণ এবং বলক্রমে বেদখলবিষয়ের প্রতিকার দেওন এবং ইহার পূর্ব্বে যেং বিষয়ে বিশি নির্দ্দিষ্ট ছিল না সেইং বিষয়ের উপর পূর্ব্বোক্ত আইন বিস্তার করণ এবং কি ব্রিটনীয় প্রজা কি অন্যং ব্যক্তি সকল সম্প্রদায় ও সকলপ্রকার ব্যক্তিরদের উপর ঐ আইন খাটাওন উচিত বোধ হইল।—১৮৪০ সা। ৪ আ। হেতুবাদ।

২। একারণ এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের চলিত ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৯ আইন এবং ১৭৯৫ সালের ১৪ আইন ও ১৮০৩ সালের ৩২ আইন এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা এবং ১৮২৪ সালের ১৫ আইন এবং ১৮২৯ সালের ২ আইন এবং অন্যং আইনের যে ভাগের দ্বারা উক্ত কোন আইন বা আইনের কোন অংশ বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি কোন স্থানের উপর বিস্তার হইযাছে সেই ভাগ রদ হইল ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ১ ধা।

৩। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যখন কোন মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে এমত এত্তেলা দেওয়া যায় যে তাঁহার অধিকারের সীমার মধ্যে কোন ভূমি কি বাটীইত্যাদি কি জল কিম্বা মৎস্য ধরিবার জলাশয় অথবা ফসল বা ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যের বিষয়ে এমত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহাতে হঙ্গামাহওনের সম্ভাবনা তখন যে হেতুপ্রযুক্ত তিনি এমত এত্তেলা পাইয়াছেন তাহা এক রুবকারীতে লিখিয়া কি ভূম্যধিকারী কি মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার কি দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদি ঐ বিবাদসম্পর্কীয় সমস্ত ব্যক্তিকে স্বয়ং কি মোখ্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে তাঁহার আদালতে হাজির হইতে এবং বিবাদি বস্তুর নিশ্চিত দখল বিষয়ে স্বং দাওয়া এক নিদর্শনপত্রে লিখিয়া দাখিল করিতে হুকুম দিবেন। এবং মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব দখলের স্বত্বের বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাওয়ার যাথার্থ্যাযাথার্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল এই বিষয় অনুসন্ধান করিবেন যে বিবাদ উপস্থিতসময়ে ঐ বস্তু কোন্ ব্যক্তির দখলে ছিল এবং তদ্বিষয় নিশ্চয় অবগত হইয়া এক রুবকারীতে এমত লিখিবেন যে যে ব্যক্তির দখলে থাকনবিষয় তিনি নিশ্চয় করিয়াছেন সেই ব্যক্তি যেপর্য্যন্ত আইনের রীতিমতে বেদখল না হয় সেইপর্য্যন্ত তাহা আপন দখলে রাখিতে পারিবেক এবং ঐ সাহেব সেইপর্য্যন্ত দখলের কোন প্রকার ব্যাঘাতকরণ নিষেধ করিবেন। এবং আবশ্যক হইলে মাজিস্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব বিবাদি ব্যক্তিরদের স্বত্ব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে নিশ্চয় না হওয়াপর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তিকে দখল দেওয়াইবেন এবং তাহা তাহার দখলে রাখিবেন ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ২ ধা।

৪। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব এই আইনের ২ ধারার লিখিত স্থলে বিরোধ উপস্থিতসময়ে বিরোধি বস্তু কাহার দখলে ছিল ইহা যদি নিশ্চয় করিতে না পারেন তবে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা বিবাদিরদের স্বত্ব নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত বিরোধি বস্তু ক্রোক করিতে পারেন তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবকে ক্রোকের সম্বাদ দিতে হইবেক। এবং যদি বিরোধি বস্তু ভূমি হয় তবে জিলা বা শহরের আদালতের হুকুমক্রমে ক্রোক হওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮২৭ সালের ৫ আইনে যে বিধান আছে তাহা এই ধারাক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমক্রমে হওয়া ক্রোকের বিষয়ে খাটিবেক ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৩ ধা।

৫। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কেহ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে এমত দাওয়া করে যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে আমি আইনের অনুমতিব্যতিরিক্ত কোন ভূমি বা বাটীইত্যাদি কি জল কি মৎস্য ধরিবার জলাশয় কি ফসল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যহইতে অন্যের বলক্রমে বেদখল হইয়াছি ঐ দাওয়াকারী যদ্যপি ভূম্যধিকারী বা মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার বা দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদিস্বরূপ ঐ ভূমির দখীলকার ছিল তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে এবং ঐ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং কিম্বা মোখ্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিতে হুকুম করিবেন। এবং আবশ্যক সাক্ষির জোবানবন্দী লইলে এবং দলীলদস্তাবেজ বিবেচনা করিলে পর যদ্যপি তাহার ঐ দাওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন তবে তিনি এক রুবকারী লিখিয়া দাওয়াকারি ব্যক্তিকে বিরোধি বস্তুর পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের স্বত্বের বিষয়ের নির্ণয় না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বেদখল হওন বিষয়ের দাওয়া করে সে যদি বেদখল হওনের পর ১ এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া না করে তবে এমত হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৪ ধা।

৬। এবং যেহেতুক ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ৪ ধারায় হুকুম আছে যে যদি কেহ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের নিকটে এমত নালিশ করে যে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে আমি আইনবিরুদ্ধ কোন ভূমি বা বাটীইত্যাদি কি জল কি মৎস্য ধরিবার জলাশয় কি ফসল কি ভূমির উৎপন্ন অন্য দ্রব্যহইতে বলক্রমে বেদখল হইয়াছি ঐ নালিশকরণিয়া যদ্যপি ভূম্যধিকারী বা মফঃসলী তালুকদার কি ইজারদার বা দরইজারদার কি রাইয়তইত্যাদিস্বরূপ ঐ ভূমির দখীলকার ছিল তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে এবং ঐ ব্যাপারে লিপ্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে স্বয়ং কিম্বা মোখ্তারকারের দ্বারা উপযুক্ত মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া জওয়াব দিতে হুকুম করিবেন। এবং আবশ্যক সাক্ষির জোবানবন্দী লইলে এবং দলীলদস্তাবেজ বিবেচনা করিলে পর যদ্যপি তাহার ঐ দাওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে বোধ করেন তবে তিনি এক রুবকারী লিখিয়া দাওয়াকারি ব্যক্তিকে বিরোধি বস্তুর পুনর্ব্বার দখল দেওয়াইতে এবং উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের স্বত্বের বিষয়ের নির্ণয় না হওনপর্য্যন্ত তাহার দখলে রাখিতে হুকুম করিবেন। কিন্তু সে ব্যক্তি বেদখল হওন বিষয়ের নালিশ করে সে যদি বেদখল হওনের পর ১ এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া না করে তবে এমত হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।

৭। এবং যেহেতুক যে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব্যক্তি এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী হইলে তাহাকে বেদখল হওনের সময়অবধি এক মাসের অধিক কাল আপনার দাওয়া করিবার নিমিত্তে অনুমতি দেওয়া যথার্থ বোধ হয়। অতএব ইহাতে হুকুম হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারার যে ভাগে লেখে যে তাহার মধ্যের লিখিত প্রকারে বেদখল হওনের বিষয়ে যে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব্যক্তি বেদখল হওনের সময়অবধি এক মাসের মধ্যে আপনার দাওয়া উপস্থিত না করিলে ঐ আইনের নির্দ্দিষ্ট সেইরূপ কোন হুকুম দেওয়া যাইবেক না সেই ভাগ এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহীরদের করা নালিশের বিষয়ে রদ হইল ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৫ আ। ৬ ধা।

৮। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে বেদখল হওনের বিষয়ে যে ব্যক্তি নালিশ করে সেই ব্যক্তি যদি এদেশীয় হুদ্দাদার অথবা সিপাহী হয় তবে তাহার বাসস্থানের দূরত্ব এবং লিখনপঠনের দুষ্করতা বুঝিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে মিয়াদ ওয়াজিবী বোধ করেন্ সেই মিয়াদের মধ্যে যদি ঐ ব্যক্তি আপনার দাওয়া উত্থাপিত না করে তবে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের পূর্ব্ব কথিত ধারায় যে প্রকার হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে এমত কোন হুকুম দেওয়া যাইবেক না ইতি।—১৮৪৫ সা। ১৫ আ। ৭ ধা।

৯। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে যদ্যপি বিরোধি বস্তু চড়া ভূমি হয় এবং মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এমত বোধ হয় যে তাহা কখনো কোন ব্যক্তির দখলে ছিল না তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব যে ব্যক্তির আইন বা দেশের ব্যবহারানুসারে দখলের স্বত্ব থাকে তাহার দখল পাইবার হুকুম দিবেন এবং যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা দখলের নিশ্চয় না হয় সেপর্য্যন্ত তাহা তাহার দখলে রাখিবেন ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৫ ধা।

১০। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে যদি কোন ভূমি বা জলের ব্যবহার করণের স্বত্ববিষয়ে কোন বিবাদ উপস্থিত হয় তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের এলাকার মধ্যে বিরোধি বস্তু থাকে তিনি সেই বিষয়ের অনুসন্ধান করিবেন এবং যদি তাঁহার এমত বোধ হয় যে ঐ বিরোধি বস্তু সর্ব্ব সাধারণ লোকের বা কোন ব্যক্তির কি কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তির ব্যবহারের নিমিত্তে খোলা ছিল তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব এমত হুকুম দিতে পারেন যে ঐ দখলের দাওয়াকারি ব্যক্তির পক্ষে যেপর্য্যন্ত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত এমত ফয়সলা না করেন যে কেবল তাহারি দখলের অধিকার আছে সেইপর্য্যন্ত সেই ব্যক্তি সর্ব্ব সাধারণ লোককে বা কোন ব্যক্তিকে কি কোন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিকে বাহির রাখিয়া আপনি তাহার দখল লইতে বা দখলে রাখিতে পারিবেক না। কিন্তু যদ্যপি সে এমত বিষয় হয় যে বারো মাস ঐ বস্তুর ব্যবহারের স্বত্বানুযায়ি কার্য্য হইতে পারে তবে তজবীজ আরম্ভ করণের তারিখের পূর্ব্বে ৩ তিন মাসের মধ্যে যদি সেই স্বত্বের ব্যবহার না হইয়া থাকে অথবা যদি কেবল বিশেষং কালে ঐ বস্তুর ব্যবহারের স্বত্ব থাকে তবে বেদখলের বিষয়ে যে নালিশ হইয়াছে তাহার পূর্ব্বে অনবরত যদি তাহার ব্যবহার না হইয়া থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব ঐমত হুকুম দিবেন না ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৬ ধা।

১১। আরো এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এই আইনক্রমে দখল বা ব্যবহারের বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া যায় তাহা বলবৎ থাকিতে যদ্যপি কেহ বলপূর্ব্বক তাহা জারী করণের ব্যাঘাত করে অথবা তাহা প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করে কিম্বা জানিয়াশুনিয়া তাহাতে অবহেলা করে তবে সেই ব্যক্তির এবং যাহারা তাহার সাহায্য বা পোষকতা করে তাহারদের অপরাধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের সমক্ষে সাব্যস্ত হইলে তাহারা ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সুদ্ধ কয়েদের কি ২০০৲ দুই শত টাকার অনধিক জরীমানার যোগ্য হইবেক এবং যদ্যপি ঐ টাকা না দেওয়া যায় তবে ৬ ছয় মাসের অনধিক মিয়াদে সুদ্ধ কয়েদের যোগ্য হইবেক অথবা কয়েদ ও জরীমানা উভয়ের যোগ্য হইবেক ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৭ ধা।

১২। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমের উপর আপীল হওনের বিষয়ে যে আইন ও ব্যবস্থা চলন আছে বা উত্তর কালে চলন হইবেক তদনুসারে এই আইনসম্বন্ধীয় সমস্ত হুকুমের উপর রীতিমতে আপীল হইতে পারে ইতি। ১৮৪০ সা। ৪ আ। ৮ ধা।

১৩। আরো এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে এই আইনানুসারে উপস্থিতহওয়া সকল মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব বা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেব সমস্ত বিবাদির সম্মতিক্রমে বিবাদের বিষয় যেপর্য্যন্ত এই আইনানুসারে বিবেচ্য হয় সেইপর্য্যন্ত সেই বিষয় নিষ্পত্তির নিমিত্তে এক বা ততোধিক সালিসকে অর্পণ করিতে পারেন এবং তাঁহার বা তাঁহারদের করা ফয়সলা মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কার্য্যকারক সাহেবের ফয়সলার ন্যায় জারী হইবেক ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ৯ ধা।

১৪। এবং এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে আইনানুসারে কোন ব্যক্তিরদের ক্রোক বা ধৃত করণের যে অধিকার থাকে আইনমত তাহার কার্য্য করিতে এই আইনের কোন কথার দ্বারা নিষেধ হইল না ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ১০ ধা।

১৫। এবং এই ধারাক্রমে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অন্তঃপাতি দেশের সীমার বাহিরে কোন স্থানে কিম্বা পুলোপিনাঙ্গ ও সিঙ্গাপুর ও মলাকার বসতিতে কিম্বা কলিকাতাস্থ শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের এলাকার সীমার মধ্যস্থিত কোন স্থানে এই আইন চলন হইবেক না ইতি।—১৮৪০ সা। ৪ আ। ১১ ধা।

১৬। ইহাতে হুকুম হইল যে বাঙ্গলা দেশের ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন দেশের মধ্যে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাবে থাকেন সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮৫০ সালের ৪ আইনসম্পর্কীয় মোকদ্দমা তাহারদের প্রতি অর্পণ করিলে তাঁহারা সেই আইনের বিধির অনুসারে সেই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন। এবং উক্ত আইনক্রমে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের যেরূপে সেই মোকদ্দমা নির্ব্বাহ করিতে ক্ষমতা আছে সেইরূপে ঐ আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা তাহা নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।—১৮৪৫ সা। ২৭ আ। ১ ধা।

১৭। এবং এই আইনানুসারে যে২ মোকদ্দমা আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইয়া মুলতবী থাকে এমত মোকদ্দমা অধিক শীঘ্র নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে অথবা কারণান্তরে মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রথমতঃ স্বয়ং ফয়সলা করিতে উচিত বোধ করিলে সেই২ মোকদ্দমা নিয়ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিস্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্থানহইতে ফিরিয়া লইতে পারেন ইতি।—১৮৪৫ সা। ২৭ আ। ২ ধা।

১৮। সদর আদালতের হুকুমক্রমে তোমাকে জানাইতেছি যে ১৩৪৪ নম্বরী আইনের অর্থ বদ হইয়া বিধান হইয়াছে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং আইনমতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকভিন্ন অন্য কেহ ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন না।—১৮৪৫ সালের ২৮ ফেব্রুআরির সরকুলর অর্ডর।

১৯। এবং ইহাতে হুকুম হইল যে যে প্রকার সীমার বিরোধের বিষয়ে এই আইনে হুকুম হইয়াছে সেই প্রকার বিরোধের নালিশ ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরদের প্রতি নিষেধ হইল। কিন্তু যখন তাহারা বোধ করেন যে সীমার বিরোধপ্রযুক্ত শান্তির ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা আছে তখন তাঁহারা সেই বিষয় ভূমির রাজস্বের কালেক্টর সাহেবকে জানাইবেন এবং তাহার উচিত হইবেক যে এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে সীমার চিহ্ন তৎক্ষণাৎ করিয়া দেন এবং ঐ সীমার চিহ্নানুসারে ব্যক্তিরদের দখল বজায় রাখেন ইতি।—১৮৪৭ সা। ১ আ। ৬ ধা।

২০। এক জন ভূম্যধিকারী ও ফলের বাগানের বন্ধকলওনিয়া মহাজনেতে বিবাদ হইল তাহাতে ঐ বন্ধকলওনিয়া মহাজনের দখলে বাগান আছে ইহা হুদ্ধোধরূপে সাব্যস্ত হইয়াছে জ্ঞান করিয়া কলেক্টর মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার ভোগদখলে তাহা থাকিতে হুকুম দিলেন। পরে ভূম্যধিকারী আপীল করিল এবং সেশন জজ সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিষ্পত্তির অন্যথা করিয়া বাগান ভূম্যধিকারির ভোগদখলে রাখিতে হুকুম দিলেন এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজনকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে কহিলেন।—১৮৪২ সালের ২৩ ডিসেম্বরের ১৩৬৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২১। বন্ধকদেওনিয়া খাতক এবং বন্ধকলওনিয়া মহাজনের মধ্যে যে বিরোধ হয় তাহাতে যদি দাঙ্গাহাঙ্গামা হওনের সম্ভাবনা হয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এবং ঐ বন্ধকী খত রেজিষ্টরী হইলে বা না হইলে তাহাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্ষমতার বিষয়ে কিছু আইসে যায় না।—১৮৩৬ সালের ২০ মের ১০০৬ নম্বরী আইনের অর্থ।

২২। চব্বিশপরগনার সেশন জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করাতে বিধান হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি না হইতে২ মাজিষ্ট্রেট সাহেব মালগুজারীর অথবা পাট্টাদারের কোন ভূমি ক্রোক করিতে পারেন না এবং উক্ত আইনানুসারে তিনি কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করণের পূর্ব্বে ১৮২৭ সালের ৫ আইনক্রমে কালেক্টর সাহেবকে কোন ভূমি ক্রোক করিবার হুকুম দিতে পারেন না।—১৮৪২ সালের ২৪ জুনের ১৩৪৭ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৩। নদীয়ার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ১৮১২ সালের ৫ আইনের ৭—১০ ধারা ও ১৮২২ সালের ১১ আইনের ৩৫ এবং ৩৩ ধারা দৃষ্টে অনুমান করিলেন যে কোন ব্যক্তি নীলামে জমীদারী খরীদ করিলে তাহার মধ্যে যে২ তালুক সাবেক ভূম্যধিকারী পত্তনি দিয়াছিলেন তাহা ঐ খরীদার সুদ্ধ ক্রোক করণের দ্বারা অন্যথা করিতে পারেন না কিন্তু তাঁহার অন্যথা করণের যে অধি-

কার আছে ইহা পূর্ব্বে আদালতে সাব্যস্ত না করিলে অন্যথা করিতে পারেন না। এবং ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ১০ ধারা দৃষ্টে তিনি বোধ করিলেন যে এমত গতিকে ঐ পত্তনি তালুকের দখল পাওনের নিমিত্তে আইনের মধ্যে যে পথ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাছাড়া নীলামী খরীদারের অন্য কোন পথ নাহি। তাহাতে বিধান হইল যে ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহাতে যদি কোন মহালের নীলামী খরীদার কহেন যে আইনমতে আমার যে স্বত্ব আছে তদনুসারে কার্য্য করিতেছি তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের উচিত যে যে ভূমিহইতে মোকদ্দমা করণ দিনা ঐ আইনের ১০ ধারাক্রমে বেদখল করিতে নাই বিরোধি ভূমি সেই প্রকার কি না ইহা নিশ্চয় করেন। এবং যদ্যপি ভূমি সেই প্রকার না হয় তবে খরীদারের আপনার স্বত্বের অনুযায়ি কার্য্য করিবার নিমিত্তে কোন আদালতে দরখাস্ত করিবার আবশ্যক নাই।—১৮৪১ সালের ২২ অক্টোবরের ১৩১১ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৪। জমীদার ও কুটুম্বিনাদারের মধ্যে যে সকল মোকদ্দমা ভূমির বিশেষ লেখা অংশের দখলের বিষয়ে না হইয়া জমীদারীর সরবরাহ করণের এবং তাহার খাজানা আদায় করণের স্বত্বের বিষয়ে হয় এমত সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ১০ ধারানুসারে করা উচিত। যে জমীদারের ক্রোক করণের শক্তি আছে তাঁহাকে দখলে রাখিতে হয় এবং ঐ জমীদার ঐ শক্তিক্রমে ন্যায়মতে কার্য্য করিয়াছেন কি না ইহার নিষ্পত্তির নিমিত্তে বিবাদিকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে হুকুম দেওয়া উচিত।—১৮৪১ সালের ২৭ মের ১৩৩৩ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৫। সদর আদালত অবগত হইয়াছেন যে কোন এক জন মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বিচার করিলেন যে ভূম্যধিকারি ও পত্তনিদারের মধ্যে ভূমির দখলের বিষয়ি বিরোধ হইলে তাহার মোকদ্দমার সঙ্গে ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিধান সম্পর্ক রাখে। কিন্তু সেশন জজ সাহেব বোধ করিলেন যে ১৮৩০ সালের ১৭ ডিসেম্বর তারিখের ৫৭৯ নম্বরী আইনের অর্থের বিধান মতে এমত মোকদ্দমার ১৮১৪ সালের ১৫ আইনানুসারে বিচার হইতে পারে না এবং জমীদার নীলামে ভূমি খরীদারেরদের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হওনের যোগ্য এবং সেইপ্রযুক্ত পত্তনিদারকেও বেদখল করিতে পারেন ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সেশন জজ সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্য্য অন্যথা করিলেন। এই নিমিত্তে সদর আদালতের সাহেবেরা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা আপনারদের এলাকার মধ্যে প্রত্যেক সেশন জজ সাহেবের উপদেশের নিমিত্তে নীচের লিখিত নির্দ্ধারণের মধ্যে লিখিতে উপযুক্ত বোধ করিয়াছেন।

নির্দ্ধারণ।

১৮৪০ সালের ৪ আইনের কথা অতিসাধারণ। এবং ঐ আইনের দ্বারা ১৮১৪ সালের ১৫ আইন রদ হইয়াছে অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা বোধ করেন যে ঐ ১৮১৪ সালের ১৫ আইনের যে অতিসঙ্কীর্ণ সীমানা ছিল কেবল সেই সীমানার মধ্যে ১৮৪০ সালের ৪ আইন খাটে এমত নহে। ঐ ১৮১৪ সালের ১৫ আইন রদ হওনের স্পষ্টত এই অভিপ্রায় বোধ হইতেছে যে ১৮৪০ সালের ৪ আইন জারী হওনের পূর্ব্বে ভূমির দখলের বিষয়ে যে বিরোধ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তহকীক করণের ক্ষমতা ছিল না তাহার তহকীক করণের ক্ষমতা এক্ষণে হইয়াছে।—সদর আদালতের ১৮৪২ সালের ২১ অক্টোবরের নির্দ্ধারণ।

২৬। সদর দেওয়ানী আদালত বোধ করেন যে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ১৮ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে ১৮১৪ সালের ১৫ আইনের (১৮৪০ সালের ৪ আইনের) নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনকে বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারেন না কেননা ঐ ধারার দ্বারা কেবল ফৌজদারী মোকদ্দমা তাঁহারদিগকে অর্পণ করিতে পারেন।—১৮৩২ সালের ১৮ মের ৬৮৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৭। আজিমগড়ের সেশন জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে অন্যায়মতে এবং জবরদস্তীতে কোন ব্যক্তি কোন জায়দাদ কি অন্য অস্থাবর সম্পত্তিহইতে বেদখল হইলে ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া দেওয়ানের নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কি না। তাহাতে বিধান হইল যে ঐ সম্পত্তি অন্যায়মতে এবং জবরদস্তীতে বেদখল করা গিয়াছে এই বিষয় সাব্যস্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। কিন্তু যদি এইমত প্রমাণ হয় যে ঐ সম্পত্তি যে ব্যক্তির নিকটে পাওয়া গিয়াছে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি জবরদস্তী করিয়া অথবা বেআইনী কোন কর্ম্মের দ্বারা দখল করে নাই এবং ঐ সম্পত্তির উপর তাহার কোন দাওয়া অথবা অধিকার আছে বলিয়া সেই ব্যক্তি তাহা আটক করিয়া রাখিয়াছে তবে সেই মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে শুনিবার যোগ্য ফৌজদারী আদালতে শুনিবার যোগ্য নহে।—১৮৪২ সালের ২১ জুলাইর ১০৪৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

১৮। মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ জিলার সেশন জজ সাহেবের দ্বারা নীচের লিখিত বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

রামনামে এক জন রাইয়ত আদালতে এই আরজী দিল যে B নামক এক জন নীলকর সাহেবের স্থানে দাদন লইয়া যে নীলগাছের বিষয়ে বিরোধ হইতেছে তাহা তাঁহার নিমিত্তে উৎপন্ন করিলাম। কিন্তু C নামক অন্য এক জন নীলকর সাহেব

আমার উৎপন্ন ঐ গাছ লইয়া যাইতে উদ্যত আছেন। অপর C নামক ঐ নীলকর সাহেব কহেন যে আমি ঐ রামকে দাদন দিয়াছিলাম এবং সে ব্যক্তি আমার নিমিত্তেও নীলের কৃষি করিয়াছে। রাইয়ত কহে যে এ সকল মিথ্যা।

এই প্রকার মোকদ্দমা ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ২ ধারানুসারে বিচার করিতে হইলে আমি বোধ করি যে ঐ বিবাদি ফসলের দখীলকার রামকে জ্ঞান করিতে হইবেক এবং সেই ব্যক্তি আপন বিবেচনামতে B নামক সাহেব অথবা C নামক সাহেব অর্থাৎ যাঁহাকে সে উচিত বোধ করে তাঁহাকে ফসল দিতে পারিবেক এবং C নামক সাহেবকে জবরদস্তী করিয়া ঐ ফসল লইতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব নিষেধ করিতে পারেন। এবং C নামক সাহেব সুতরাং রাইয়তের নামে অথবা B নামক সাহেবের নামে ১৮২৩ সালের ৬ আইন ও ১৮৩৬ সালের ১০ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন এবং যদি ঐ সাহেব বিলম্ব না করিয়া ঐ আদালতে নালিশ করেন ও তাঁহার দাওয়া যদি B নামক সাহেবের দাওয়াহইতে বলবৎ হয় তবে সবাসরী তজবীজক্রমে জামিন দিয়া ঐ বিবাদি নীলগাছ কাটিয়া লইয়া যাইতে পারেন। আমি বোধ করি যে এইরূপ কার্য্য করাতে C নামক সাহেবের স্বত্ব উপযুক্তমতে রক্ষা হইতে পারে।

সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কহিলেন যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই বিষয়ে যাহা বিবেচনা করিয়াছেন তাহা যথার্থ বটে।—১৮৪২ সালের ৫ আগষ্টের ১৩৫৯ নম্বরী আইনের অর্থ।

২৯। ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে যে হুকুম হয় তাহা অন্যথা করণার্থে মোকদ্দমা যাবৎ উপস্থিত থাকে তাবৎ দেওয়ানী আদালত ঐ হুকুম জারী স্থগিত করিতে পারেন না।—১৮৪৭ সালের ২১ আপ্রিলের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩০। ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে নানা ফয়সলা যদি নালিশের একি কারণঘটিত হয় তবে সেই ফয়সলা অন্যথা করিবার জন্যে একি মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে।—১৮৪৭ সালের ২ আগষ্টের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩১। আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি ক্রোক করা যায় তাহার উপর দাওয়ার বিষয়ের নিষ্পত্তি করণ সময়ে দেওয়ানী আদালতের এই ক্ষমতা আছে যে দখলের প্রমাণস্বরূপ ১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে যদি ফয়সলা দাখিল হয় তবে সেই ফয়সলা প্রকৃতপ্রস্তাব মোকদ্দমা কি গণতার মোকদ্দমায় হইয়াছে ইহা নিষ্পত্তি করেন।—১৮৪৮ সালের ৩১ জানুআরির সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

৩২। ডিক্রী জারীক্রমে যে সম্পত্তি নীলাম হইল তাহার খরীদার দেওয়ানী আদালতের হুকুমক্রমে দখল পাইল কিন্তু এক মাসের মধ্যে বলপূর্ব্বক বেদখল হইল। তাহাতে সদর আদালত ধার্য্য করিলেন যে খরীদারের দখল বজায় রাখিবার জন্যে এ দেওয়ানী আদালত সবাসরীমতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।—মন্তব্য কথা। এই গতিকে আদালতের আমলার স্থানে দখল পাওনের এক মাসের মধ্যে বেদখলের কর্ম্ম হইল। এই নজিরের ভাব এমত নহে যে দেওয়ানী আদালত কেবল এক মাসের মধ্যে সবাসরীমতে এই প্রকার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন কিন্তু তাহার অভিপ্রায় এই যে ঐ বেদখলের কার্য্য যখন এইমত অল্প দিন পূর্ব্বে হইয়াছিল যে তাহা "দেওয়ানী আদালতের হুকুমের প্রতিবন্ধকের" ন্যায় বোধ হইতে পারে তখন দেওয়ানী আদালত এইরূপ বিষয়ে সবাসরীমতে হস্তক্ষেপ করেন। এবং আদালতের হুকুমের প্রতিবন্ধকতা করণের মোকদ্দমায় জজ সাহেব বাদিপ্রতিবাদিদের এজহার শুনিয়া সদ্বিবেচনামতে কার্য্য করিবেন।—১৮৩৫ সালের ১৯ আগষ্টের সবাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট। ৭ বালম ৯ পৃষ্ঠা।

অবশেষ আইনইত্যাদি।

অর্থাৎ এই পুস্তক মুদ্রিত হওনের সময়ে যে২ সরক্যুলর অর্ডর ও সদর আদালতের যে মোকদ্দমার রিপোর্ট হয় অথবা ভ্রমক্রমে যে সরক্যুলর অর্ডরপ্রভৃতি দেওয়া যায় নাহি তাহা নীচে দেওয়া যাইতেছে।

[১৩ পৃষ্ঠায় ৭৬ নম্বরের পর।]

১। গবর্ণমেণ্টের গত মাসের ৩০ তারিখের হুকুমানুসারে সিবিল ও সেশন জজ সাহেবদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ছুটীবিষয়ক বিধির ১১ ধারানুসারে তাঁহারা ছুটী পাইবার যে সকল দরখাস্ত করেন তাহা সদর আদালতের দ্বারা পাঠাইতে হইবেক।—১৮৪৯ সালের ৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

২। অন্য সকল বিষয়ে সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের ১৮৪৩ সালের ২৭ আপ্রিল তারিখের ১২ এবং ১৩৪ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর বলবৎ রহিল।—১৮৪৯ সালের ৫ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

[১৫ পৃষ্ঠায় ১৪৫ নম্বরের পর।]

সরকারী লিখনপঠনের পরিমাণ সাধ্যপর্য্যন্ত হ্রাস করণের বিষয়ে বাঙ্গলা দেশের গবর্ণমেণ্টের স্থানে যে হুকুম পাওয়া গিয়াছে তদনুসারে সদর আদালত আদেশ করিতেছেন যে অল্প প্রয়োজনীয় বিষয়ে এবং বিশেষতঃ যে সকল গতিকে কোন কার্য্যের রিপোর্টমাত্র করা যায় অথবা উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের অনুমতির প্রার্থনা হয় সেই২ গতিকে এক্ষণে সামান্যতঃ যেরূপ হইতেছে সেইরূপে একাদিক্রমে নানা অধীন কার্য্যকারকেরদের স্থানে প্রাপ্ত সকল আসল পত্রাদি কিম্বা তাহার নকল আর পাঠান না যায় কিন্তু এক পত্রের দ্বারা অথবা এক লিপির পৃষ্ঠ লিখনের দ্বারা সেই বিষয় জ্ঞাত করা যায় এবং যে সকল গতিকে ইহা সাধ্য হয় সেই২ গতিকে এই নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। যে গতিকে কোন আবশ্যক মূল নিয়ম লিপ্ত থাকে অথবা যে গতিকে বৃত্তান্তসকল অতিজড়িত থাকে এবং তাহার দ্বারা অতিবাহুল্য বাদানুবাদ জন্মিয়াছে এবং তাহা যথার্থমতে সংক্ষেপ জানান অসাধ্য সেই২ গতিকে সুতরাং সমস্ত কাগজপত্র পাঠাইতে হইবেক কিন্তু যেখানে এইরূপ না করিলে হয় সেইখানে সাধ্যপর্য্যন্ত তাহা না করা যায়।—১৮৪৮ সালের ১০ অকটোবরের সরক্যুলর অর্ডর।

[১৭ পৃষ্ঠায় ৪৩১ নম্বরের পর।]

১। সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে তোমাকে আদেশ করিতেছি যে পশ্চাৎ লিখিত* সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির বিষয়ে তোমার এলাকার নানা কালেক্টর সাহেবকে মনোযোগ করিতে হুকুম দেও যেহেতুক তাহার মধ্যে যে নজির নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা রাজস্বের সিবিশ্তার সম্পর্কে অতিগুরুতর।—সদর বোর্ডের ১৮৪৯ সালের ৭ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

২। দিলাওর আলীর মোকদ্দমায় এই বিধান হইল যে সনদের সিদ্ধাসিদ্ধতার বিষয়ে কেবল নহে কিন্তু ঐ সনদেতে যে ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার পরিমাণের বিষয়েও রাজেস্বাফী আদালত যাহা নিষ্পত্তি করেন তাহাতে দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপ করণের কোন ক্ষমতা নাই। এই মূল নিয়ম হরগোবিন্দ ঘোষের মোকদ্দমায় আরো অতিপ্রবলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল সেই মোকদ্দমায় ইহা স্পষ্ট বিধান হইল যে মিশ্রিত এলাকার মোকদ্দমায় অর্থাৎ যে২ গতিকে রাজস্ব ধার্য্য করণের স্বত্ব রাজেস্বাফী আদালতের ডিক্রীর দ্বারা নিণয় হওয়াতে কায়েং মালিকী স্বত্বও নিণয় হইল এইমত মোকদ্দমায় ঐ রাজেস্বাফী আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করণার্থে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে না।—সদর বোর্ডের ১৮৪৯ সালের ৭ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

---

* ১। ১৮৪৬ সালের ৪ মার্চের যে মোকদ্দমায় সদর বোর্ড আপেলাণ্ট ও দিলাওর আলীপ্রভৃতি রেসপাণ্ডেণ্ট তাহা। ১৮৪৬ সালের রিপোর্ট বহীর ৯১ পৃষ্ঠা।

২। ১৮৪৭ সালের ১৯ মের যে মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট আপেলাণ্ট ও রামকিশোর দত্ত রেসপাণ্ডেণ্ট।

৩। ১৮৪৭ সালের ১৭ জুলাইর যে মোকদ্দমায় হরগোবিন্দ ঘোষ দরখাস্তকারী। ১৮৪৭ সালের বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৫১৮ পৃষ্ঠা।

৩। রামকিশোর দত্তের মোকদ্দমায় বিধান হইল যে রাজস্বের কর্ম্মকারক ১৮২৫ সালের ৯ আইনক্রমে যদি এই নিষ্পত্তি করেন যে যে ভূমির বিষয়ের দাওয়া হইয়াছে তাহা মোকররী সনদঅনুসারে ধার্য্য আছে এবং পরগনার হারানুসারে তাহা খাজানার যোগ্য আছে তবে সেই নিষ্পত্তি কোন দেওয়ানী আদালতে নালিশের দ্বারা বিবেচনা হইতে পারে না।—সদর বোর্ডের ১৮৪৯ সালের ৭ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৪। যখন ১৮২৫ সালের ৯ আইনানুসারে কার্য্য হয় তখন ইহা নিত্য অতিস্পষ্টরূপে লিখিতে হইবেক যে ঐ আইনানুসারে কার্য্য হইয়াছে। এবং যখন অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর ভূমির জরিপ ও বন্দোবস্তের কার্য্যে নিযুক্ত হন তখন তাঁহারদের শেষ রবকারীতে ইহা নিত্য লিখিতে হইবেক যে তাঁহারা ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ২১ ধারানুসারে ঐ২ কার্য্য নির্ব্বাহ করণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন যেহেতুক সদর দেওয়ানী আদালত এক মোকদ্দমায় ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যের সিদ্ধতা সাব্যস্ত করা আবশ্যক বোধ করাতে সেই বিষয়ের সম্বাদ তলব করিলেন।—সদর বোর্ডের ১৮৪৯ সালের ৭ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

৫। এই বিষয়ে কোন ভ্রম না হইতে পারে এতদর্থে আমি হুকুমক্রমে লিখিতেছি যে উক্ত কথাসকল কেবল ১৮২৫ সালের ৯ আইনের ৫ ধারার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। ঐ আইনের ২ ধারাক্রমের মোকদ্দমার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এ আইনের ২ ধারাক্রমের মোকদ্দমাতে রাজস্বের কর্ম্মকারকেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহা সুতরাং দেওয়ানী আদালত ১৮১২ সালের ৭ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে পুনর্দৃষ্টি করিতে পারেন কিন্তু ১৮৪৮ সালের ১৩ আইনের নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাহা করিতে হইবেক। ঐ ১৩ আইন কেবল ২ ধারানুসারের মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে এবং ৫ ধারানুযায়ি মোকদ্দমার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই।—সদর বোর্ডের ১৮৪৯ সালের ৭ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

[৭৭ পৃষ্ঠায় ৫০৪ নম্বরের পর।]

প্রধান সদর আমীন কজায়ী পদে নিযুক্ত থাকন সময়ে যে দস্তাবেজে দস্তখৎ করিয়াছিলেন সেই দস্তাবেজ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় দাখিল হইলে তৎপ্রযুক্ত ঐ মোকদ্দমার বিচার করণের তাঁহার বাধা নাই।—১৮৪৯ সালের ৩০ ডিসেম্বরের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

[১১১ পৃষ্ঠায় ১১৪ নম্বরের পর।]

সদর আদালত হুকুম করিতেছেন যে এদেশীয় বিচারকেরা আপনারদের সিরিশতায় কোন নূতন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করণের রিপোর্ট করণ সময়ে ১৮৪২ সালের ২৫ ফেব্রুআরি তারিখের ১৭৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের দ্বারা যে কৈফিয়ৎ দিতে তাঁহারদের প্রতি হুকুম আছে তাহার ১ প্রথম ঘরের শিরোভাগের নীচে এই২ কথা লিখিবেন "এবং যে কর্ম্মকারক তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন তিনি তাহার কোন কুটুম্ব হন কি না এবং কি প্রকার কুটুম্ব।"—১৮৪৯ সালের ৮ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

[১৫৩ পৃষ্ঠায় ৪০৪ নম্বরের পর।]

সদর বোর্ড রেবিনিউর হুকুমক্রমে তোমার ও তোমার অধীন কালেক্টর সাহেবদিগের বিজ্ঞাপনার্থে জানাইতেছি যে বাঙ্গলা দেশের শ্রীযুত অনরবিল ডেপুটী গবর্নর সাহেব বর্ত্তমান মাসের ১৮ তারিখের [৬৪ নম্বরী পত্রে] হুকুম করিয়াছেন যে যখন এমত দৃষ্ট হয় যে সরকারী উকীল আপনি কোন মোকদ্দমাতে লিপ্ত হওয়াপ্রযুক্ত অথবা মোকদ্দমার বাদি কি প্রতিবাদির কুটুম্ব হওয়াপ্রযুক্ত মোকদ্দমা চালাইতে অযোগ্য হন তখন স্থানীয় কার্য্যকারকেরা সরকারের তরফে মোকদ্দমা চালাওনার্থে কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে এক জন উকীলকে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং তাহা করিলে তাহার উপযুক্ত সম্বাদ অবিলম্বে আইনসম্পর্কীয় কার্য্যের রিমেম্ব্রান্সর সাহেবের নিকটে দিতে হইবেক।—সদর বোর্ডের ১৮৪৯ সালের ২৭ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

[১৬৩ পৃষ্ঠায় ৪৮৫ নম্বরের পর।]

যে আমীনেরা সরেজমীনে তদারক করণার্থে নিযুক্ত হয় তাহারদের নিকটে দাখিলহওয়া দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্পের রসুম দিতে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় ব্যক্তিরদিগের প্রতি হুকুম নাই।—১৮৪৯ সালের ৩ আপ্রিলের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

[২১৫ পৃষ্ঠায় ১৬৮ নম্বরের পর।]

সদর আদালতের সাহেবেরা আপীল লিখিতে হুকুম করিতেছেন যে ১০৪৬ নম্বরী আইনের অর্থেতে "দ্বিতীয় আরজী" এই কথা ভুলক্রমে লিখিত হইয়াছে তাহার স্থানে "আরজীর নকল নকল" দিতে হইবেক।—১৮৪৯ সালের ২ ফেব্রুআরির সরক্যুলর অর্ডরের ৫ দফা।

[২৪৭ পৃষ্ঠায় ৩৫১ নম্বরের পর।]

সদর আদালতের সাহেবেরা হুকুম করিতেছেন যে ১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তারিখের ৩৩ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফাতে যে ভুল দেখা গিয়াছে তাহা এই প্রকারে সংশোধন করা যায় অর্থাৎ ঐ দফার চতুর্থ পঁক্তিতে শেষ কথা "করেন" ইহার পর এই২ কথা পাঠ করা যায় "অথবা বিষয় বিশেষে মোকদ্দমা ডিসমিস করেন"।—১৮৪৫ সালের ২৭ আগষ্টের সরক্যুলর অর্ডর।

[২৭১ পৃষ্ঠায় ৫১২ নম্বর।]

আমি হুকুমক্রমে তোমার নিকটে ১৮০৭ সালের ২ আইনের ৪ ধারার ১ প্রকরণের বাঙ্গলা ভাষাতে শুধরা তরজমা পাঠাইতেছি।—সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৪৬ সালের ৯ জানুআরির সরক্যুলর অর্ডর।

"দেওয়ানী আদালতের কিম্বা ফৌজদারী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে কিম্বা সরকারের অন্য যে কোন কার্য্যকারক সাহেবের প্রতি দিব্য করাইবার ভার আছে তাঁহার সাক্ষাৎ কেহ কোন দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তিসম্পর্কীয় কোন ভারি কথাতে জানিয়া শুনিয়া শপথের কিম্বা সুকৃতিপত্রের পাঠের অন্যথাচরণ করিয়া মিথ্যা জোবানবন্দী করিয়া দেয় তাহাকে মিথ্যা সাক্ষিদিগের মধ্যে গণা যাইবেক এবং উপরের ধারার লিখিত শাস্তি পাইবার উপযুক্ত হইবেক ইতি।"

[৩৪৬ পৃষ্ঠায় ২৮২ নম্বরের পর।]

গবর্ণমেণ্টের গত মাসের ২৬ তারিখের হুকুমানুসারে সদর আদালতের সাহেবেরা জানাইতেছেন যে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অচিহ্নিত বিচারকেরা আপীলসংক্রান্ত কোন কার্য্য করিতে পারেন না। এবং চিহ্নিত কি অচিহ্নিত অধীন কার্য্যকারকেরদের ডিক্রীর উপর যে আপীলের দরখাস্ত হয় তাহা নিষ্পত্তির নিমিত্তে তাঁহারদের নিকটে সোপর্দ্দ করা উচিত নহে।—সদর নিজামৎ আদালতের ১৮৪৯ সালের ৭ মার্চের সরক্যুলর অর্ডর।

[৩৫৪ পৃষ্ঠায় ১০৩১ নম্বরের পর।]

১৮৩৫ সালের ১৫ মে তারিখের ১৪৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফাতে হুকুম আছে যে "ইয়াদ্দাশ্ত বহী" সমাপ্ত ও সম্পূর্ণ হইলে জিলার জজ সাহেবের অধীন আদালতসম্পর্কীয় সকল কার্য্যকারকেরা তাহা ঐ আদালতের রিকার্ড দফ্তরে পাঠাইবেন এবং সদর আদালতে জ্ঞাত করা গিয়াছে যে এই বিধিতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে যেহেতুক ইহাতে ঐ অধস্থ আদালতের অত্যুপকারক স্মরণের বহী স্থানান্তর হইতেছে। এবং বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৮৪৫ সালের ২৮ ফেব্রুআরি তারিখের ৮১ নম্বরী এবং পশ্চিম দেশের ১১ আপ্রিল তারিখের যে সরক্যুলর অর্ডরে সেইরূপ হুকুম আছে তাহাতেও সেইরূপ অনিষ্ট হইয়াছে। অতএব সদর আদালতের সাহেবেরা সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৩৫ সালের ১৫ মে তারিখের ১৪৬ নম্বরী সরক্যুল্ অর্ডরের ৪ দফা এবং বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশের ১৮৪৫ সালের ২৮ ফেব্রুআরি তারিখের ৮১ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের এবং উত্তর পশ্চিম দেশের ঐ সনের ১১ আপ্রিলের সরক্যুলর অর্ডরের ২ দফা মতান্তর করিয়া হুকুম করিতেছেন যে অচিহ্নিত বিচারকেরা উত্তর কালে ঐ বহী তিন বৎসরপর্য্যন্ত আপনারদের নিকটে রাখেন। কিন্তু প্রত্যেক বৎসরের শেষে ঐ বিচারকেরা সেই২ বহী দুষ্টি অথবা তদারক হওনের জন্যে জজ সাহেবের কাছারীতে পাঠাইবেন। এবং জজ সাহেবের উচিত হইবেক যে ঐ বহী অধস্থ আদালতে ফিরিয়া পাঠাওনের পূর্ব্বে প্রত্যেক বহীতে আপনার মোহর ও দস্তখৎ করিয়া ইহা জ্ঞাত করেন যে আমি ঐ২ বহী রীতিমত তদারক করিয়াছি এবং (বর্জ্জিত বিষয়ব্যতিরেকে) তাহা আইনমতে ও শুদ্ধরূপে রাখা গিয়াছে দেখিলাম। যদি জজ সাহেবেরা দেখেন যে উক্ত বহী প্রস্তুত করণেতে কোন অমনোযোগিতা অথবা রীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে তবে উপযুক্তমতে সেই বিষয়ে উপদেশ করিবেন।—১৮৪৯ সালের ২১ মের সরক্যুলর অর্ডর।

[৪১৫ পৃষ্ঠায় ২৭১ নম্বরের পর।]

১৮২৯ সালের ১৪ আইনের ২ ধারাতে যে জামিন দিবার হুকুম আছে তাহা আদালতের দ্বারা তলব না হইলেও দিতে হইবেক।—১৮৪৯ সালের ১৬ মের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

[৫১৮ পৃষ্ঠায় ৩৯২ নম্বরের পর।]

১। ১৮৪২ সালের ৯ নবেম্বর তারিখের ২৬ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের উপলক্ষে সদর বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরদের হুকুমক্রমে জ্ঞাপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে ১৮৪২ সালের ২৪ অক্টোবর তারিখের ১৩০৪ নম্বরী গবর্ণমেণ্টের হুকুমক্রমে বাকী রাজস্বের নিমিত্তে মহাল নীলাম করণের অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টরের পরাক্রমের বিষয়ে যে প্রতিবন্ধক হইয়াছিল তাহা পত্তনি তালুকের নীলামের বিষয়ে খাটিবেক।—সদর বোর্ডের ১৮৪৯ সালের ২২ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

২। যখন কালেক্টর সাহেব ইচ্ছা করেন যে অতিরিক্ত ডেপুটী কালেক্টর কোন প্রকার নীলাম নির্ব্বাহ করেন অথবা যখন তাঁহার সেইরূপ নীলাম করণের আবশ্যক হয় তখন তাঁহার বিষয়ে দিন থাকিতে দরখাস্ত করিতে হইবেক।—সদর বোর্ডের ১৮৪৯ সালের ২২ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

[৫৫৮ পৃষ্ঠায় ৯২ নম্বরের পর।]

সদর আদালত পুনরায় বিবেচনা করিয়া ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরি তারিখের ২৯ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৬ দফার শেষে যে বিধি আছে তাহা উভয় কালে রদ করিতে হুকুম দিতেছেন। তাহাতে হুকুম আছে যে স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ি নালিশেতে যদি ওয়াসিলাৎ ত্যাগ না করা যায় তবে যে টাকা মোকদ্দমার মূল্য ধরা যায় সেই টাকার মধ্যে ওয়াসিলাৎ গণ্য করিতে হইবেক। এবং সদর আদালত ব্যক্ত করিতেছেন যে ১৮৪৭ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখের ১৮ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডরের ৪ দফার ৩ বিধিতে যাহা লেখা আছে তাহা থাকিতেও ওয়াসিলাতের বিষয়ে তৎপরে স্বতন্ত্র নালিশ হইতে পারে। ইহার সুতরাং এই ফল হইতেছে যে ১৮৪৫ সালের ২৫ জুলাই তারিখের ১০৭ নম্বরী সরক্যুলর অর্ডর রদ হইয়াছে এবং ১৮২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৪ নম্বরী যে সরক্যুলর অর্ডরে হুকুম হইয়াছিল যে ভূমিসম্পত্তির মোকদ্দমার মূল্য কেবল সদর জমার অনুসারে নির্ণয় করিতে হইবেক তাহা পুনর্ব্বার বহাল হইল।—১৮৪৯ সালের ১৫ জুনের সরক্যুলর অর্ডর।

১৮২০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলর অর্ডর। ২। যে২ মালগুজারীর ভূমির উপর সরকারী রাজস্ব স্বতন্ত্ররূপে বসান যায় তাহার বিষয়ে অথবা ঐ প্রকার মহালের বিশেষ অংশের বিষয়ে মোকদ্দমা হইলে ঐ মোকদ্দমার মূল্য ও যে আদালতে মোকদ্দমা বিচার্য্য* হয় তাহা ১৮১৪ সালের ১ আইনের বিধানমতে ওয়াসিলাৎছাড়া কেবল সদর জমাঅনুসারে নিরূপণ হইবেক এবং যে আদালত মহালের মালিকী স্বত্বের ডিক্রী করেন সেই আদালত ওয়াসিলাতের দেনাব বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলে ঐ ওয়াসিলাতের হিসাব দিবার হুকুমও করিবেন কিন্তু ওয়াসিলাতের সংখ্যা বিবেচনা করিবেন না এবং ঐ ওয়াসিলাতের সংখ্যাতে অথবা ঐ ওয়াসিলাৎ মহালের নিরূপিত মূল্যে সংযুক্ত হইলে ঐ মোট সংখ্যাতে মোকদ্দমা আদালতের এলাকার বহির্ভূত হইতে পারে ইহা বিবেচনা করিবেন না। কিন্তু ওয়াসিলাতের অথবা যে কোন নামে খ্যাত যে কোন টাকা আদায় হইয়াছে কথিত হয় তাহা পাইবার স্বত্বের বিষয়ে সন্দেহ হইলে দাওয়াহওয়া মূল্যানুসারে যে আদালতে মোকদ্দমা বিচার্য্য হয় সেই আদালতে ওয়াসিলাতের কি ঐ টাকার বিষয়ে স্বতন্ত্র মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবেক।

৩। বিষয়বিশেষে এই প্রকার বিধি লাখেরাজ ভূমির মোকদ্দমার বিষয়েও খাটে।

[৭২৩ পৃষ্ঠায় ৩২০ নম্বরের পর।]

এক জন হিন্দু বিধবা যদি আপনার স্বামির উইলক্রমে দত্তক পুত্র করিবার অনুমতি পাইয়াছে এবং সেইরূপ দত্তক পুত্র যদি না করিয়া থাকে তথাপি ঐ উইলক্রমে তাহার যে নিম্ন স্বত্ব আছে তদ্বিষয়ের নালিশ করিতে পারে।—১৮৪৯ সালের ১৮ জুনের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

[৬২১ পৃষ্ঠায় ৫৪০ নম্বরের পর।]

যে অপবাদে কেবল ব্যক্তির ক্ষতি হয় তাহার ক্ষতি পূরণার্থে নালিশ হওনের পর যদি ফরিয়াদী মরে তবে তাহার উত্তরাধিকারী সেই মোকদ্দমা চালাইতে পারে না।—১৮৪৯ সালের ২৬ মার্চের সরাসরী মোকদ্দমার রিপোর্ট।

---

* ১৮১৪ সালের ২৫ আইনের ৩ ও ৫ ধারা এবং ১৮১৭ সালের ১৯ আইনের ২ ধারা দেখ।

এই গ্রন্থে যে সকল আইন ও সরক্যুলর অর্ডর ও আইনের অর্থ এবং রিপোর্ট দেওয়া গিয়াছে তাহার নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠা।

অংশিজ্ঞ। কুঠী শব্দ দেখ।
অংশী। তাঁহারদের এক জন অংশী আসল মোকদ্দমার ফরিয়াদী না হইলেও আপন অংশের ডিক্রী পাইল। ২৫২ ৫৮২
অচিহ্নিত বিচারকেরা। নিযুক্ত ও উচ্চ পদপ্রাপ্ত ও স্থানান্তরিত হওনবিষয়। ১৫৬ ... ... ২৭
——— জন্মস্থান বা বংশপ্রযুক্ত কেহ অযোগ্য নহেন। ১৫৯ ... ... ২৭
——— ব্রিটনীয় প্রজা হইলে তাহারদের যেং দায় আছে। ১৬০ ... ... ২৭
——— তাঁহারদের নামে রেস্থৎপ্রভৃতির নালিশ হইলে যাঁহার দ্বারা বিচার হইবেক। ১৮৮ ... ... ৩১
——— সিরিশ্তার ও কাগজপ্রভৃতির খরচ। ১৭৫ ... ... ৪৪
——— যে তারিখঅবধি মাহিয়ানা চলিবেক। ১৭৬ ... ... ৪৪
——— সরকারী কার্য্যের সম্পর্কে সদর আদালতে যে প্রকারে পত্রাদি লিখিবেন। ৩৩৫ ... ... ৫৩
——— এদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরদের সঙ্গে লিখনপঠন। ৩৩৭—৩৩৯ ... ... ৫৩
——— সিরিশ্তার জন্যে যে টাকা দেওয়া যায় তাহা কেবল সেই বিষয়ে ব্যয় হইবেক। ৩৪০ ... ... ৫৩
——— তাঁহারদের নিকটে পত্রাদির শিরনামা। ৩৪১ ... ... ৫৩
——— জিলার জজেরা কর্ম্মের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিলে অচিহ্নিত বিচারকেরদের বিষয়ে আপনারদের মত লিখিবেন। ৩৪২ ... ... ৫৪
——— মাসে২ যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। ৩৪৫। ৩৪৬ ... ... ৫৪। ৫৫
——— ঐ সংখ্যা পূর্ণকরণের নিমিত্তে যে মোকদ্দমার আসামী উপস্থিত নাই তাহা বাচিয়া লইবেন না। ৩৪৭ ... ৫৫
——— কাগজপত্রাদিতে যে প্রকারে নাম সহী করিবেন। ৩৪৮। ৩৪৯ ... ... ৫৫
——— সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে গমন করিলে পারাণী পয়সা দিতে হইবেক না। ৩৫০ ... ... ৫৫
——— তাঁহারদের সম্মুখে দেওয়ানী কার্য্যের অবস্থাবিষয়ে জজ সাহেব কর্তৃক তলব করিবেন। ৭৫৬ ... ৩১১
——— অযোগ্যতা ও সসপেণ্ড ও তগীর হওন। অযোগ্যতার বিষয়ের রিপোর্ট। ২৬২। ২৬৩ ... ... ৪১
——— ——— জজ সাহেব তাঁহারদিগকে সসপেণ্ড করিতে পারেন। ২৬৪ ... ... ৪১
——— ——— কমিস্যনর কেবল জজের দ্বারা তাঁহারদের তগীরের পরামর্শ দিতে পারেন। ২৬৫ ... ৪১
——— ——— কমিস্যনর সসপেণ্ড করিতে পারেন না। ২৬৬ ... ... ৪১
——— ——— অযোগ্যতা জানা গেলেই তাঁহারদিগকে অবসর করা উচিত। ২৬৭ ... ... ৪১
——— ——— সসপেণ্ড হইলে পর যদি পুনরায় মোকরর হন তবে বেতন কর্ত্তন হইবেক না। ২৬৯ ... ৪১
——— ——— তগীর হইলে সসপেণ্ডহওন কালের সকল বেতন তাঁহার কর্ম্মনির্ব্বাহক পাইবেন। ২৭০ ... ৪১
——— কর্জ্জ দেওন বা লওন। আপনারদের মহাজনকে সিরিশ্তায় মোকরর করিবেন না। ২৭৭ ... ৪৪
——— ——— যাহারদের স্থানে কর্জ্জ করিবেন না। ২৭৭ ... ... ৪৪
——— ——— যদি এক্ষণে বেআইনীমতে ঋণী হন তবে রিপোর্ট করিবেন। না করিলে তগীর হইবেন। ২৭৮ ৪৪
——— ——— কর্ম্মকারকেরা বেআইনীমতে কর্জ্জদার হইলে জানাইবেন। না জানাইলে তগীর হইবেন। ২৭৯ ৪৫
——— ——— তেজারতী কর্ম্ম করিবেন না। করিলে তাহার দণ্ড। ২৮০ ... ... ৪৫

		পৃষ্ঠা।
অচিহ্নিত বিচারকেরা।	কর্জ্জ দেওন বা লওন। এক্ষণে সেই প্রকার কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে কি উত্তরাধিকারিরূপে তাঁহারদের প্রতি অর্শিলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৮১	৪৫
——— ———	কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরা তেজারতে প্রবৃত্ত নহি এই কথা জানাইবেন। ২৮২	৪৫
——— ———	আপনং এলাকার মধ্যে কোন কাহাকে কর্জ্জ দিবেন না। ২৮৩	৪৫
———	ভূমি সম্পত্তির অধিকার করণ। নিযুক্ত হইলে ভূমি সম্পত্তির তফসীল দাখিল করিবেন। ২৮৪ ...	৪৫
——— ———	ঐ তফসীল কালেক্টরের নিকটে পাঠান যাইবেক। ২৮৫	৪৫
——— ———	এক্ষণে যাঁহারা কর্ম্মে মোকরর আছেন তাঁহারা ঐ প্রকার তফসীল দাখিল করিবেন। ২৮৬	৪৫
——— ———	তফসীলে যে প্রকার ভূমির বিষয় লিখিতে হইবেক। ২৮৭	৪৬
——— ———	যে কাছারীতে উক্ত তফসীল রেজিষ্টরী হইবেক। ২৮৮	৪৬
——— ———	তাঁহারদের ভূমিসম্পত্তির তফসীল দাখিল করণের বিষয়ি বিধি। ৩৪। ৩৫	৯৮
——— ———	যে প্রকার সম্পত্তির বিষয়ে উক্ত বিধি খাটে। ২৮৯—২৯১	৪৬
——— ———	যাঁহারদের যে জিলাতে বহুতর সম্পত্তি আছে তাঁহারা সেই জিলাতে নিযুক্ত হইতে পারেন না। ২৯২	৪৬
———	উচ্চ পদ পাইবার দরখাস্ত। তাঁহারদের কার্য্য বিষয়ের রিকার্ড রাখা যাইতেছে এবং যোগ্য ব্যক্তিরদের বিষয় শ্রীযুতকে জ্ঞাপন করা যাইতেছে। ২৯৪। ২৯৫	৪৭
——— ———	আপনারদের উপকার যাহাতে হইতে পারে এমত আরজী করিতে পারেন। ২৯৬ ...	৪৭
——— ———	নিয়ম পরিবর্ত্তনেতে কর্ম্মচ্যুত মুনসেফেরা কর্ম্মের দরখাস্ত করিতে পারেন। ২৯৭ ...	৪৭
——— ———	একেবারে সদর আদালতে আরজী পাঠাইবেন না। ২৯৮	৪৭
——— ———	তাঁহারা আপনারদের কার্য্য বিষয়ের আরজী একেবারে গবর্ণমেণ্টে দিবেন। ২৯৯ ...	৪৭
———	ছুটী ও মাহিয়ানা কাটন। ছুটীর দরখাস্ত জজের নিকটে হইবেক। ৩০১	৪৮
——— ———	ছুটী হইলে যত মাহিয়ানা কাটা যাইবেক। ৩১০	৪৯
——— ———	এক মাসের অধিক গরহাজির থাকিলে বেতনের বিষয়ি বিধি। ৩১১	৪৯
———	তাঁহারদের বিচার্য্য মোকদ্দমা। খাজানার বাবৎ কালেক্টরের সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করিবার নিমিত্তে নম্বরী মোকদ্দমা শুনিতে পাবেন। ৫১১	৭৯
——— ———	১৭৯৩ সা। ২১ আ। ২২ ও ৩৮ ধারানুযায়ি মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ৫১২	৭৯
——— ———	ইউরোপীয় সরকারী কার্য্যকারক মোকদ্দমায় লিপ্ত না থাকিলে ১৭৯৩ সালের ১০ আইনের ৩৬ ধারানুসারে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ৫২৩	৭৯
——— ———	এবং ১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৬ ও ২৪ ধা। এবং ১৭৯৩ সা। ৪৫ আ। ৭ ও ৮ ধারাক্রমে মোকদ্দমা শুনিতে পাবেন। ৫২৪	৭৯
——— ———	এবং ১৮১৪ সা। ২১ আ। ১৩ ধা। ২ প্রকরণক্রমে মোকদ্দমা শুনিতে পাবেন। ৫২৫ ...	৭৯
——— ———	এবং ১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৭ ধা। ও ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ৭ ধারার মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ৫২৬	৭৯
——— ———	এবং ১৮০০ সা। ২ আ। ৯ ধারার মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ৫২৭	৮০
———	তাঁহারদের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার রিপোর্ট ও রোয়দাদ পাঠাওন। মাসিক রিপোর্ট ও রোয়দাদ জজের নিকটে পাঠান যাইবেক। ৯৩০	৩৩৮
——— ———	যে মোকদ্দমা রুবকার থাকে তাহার ছয় মাসীয় রিপোর্ট পাঠান যাইবেক। ৯৩১ ...	৩৩৮
——— ———	মাসিক ও ছয় মাসীয় রিপোর্ট যে প্রকারে জজের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ৯৩২ ...	৩৩৮
——— ———	মুনসেফেরা মাসিক কফিয়ৎ পাঠাইবেন। ৯৩৩	৩৩৯
——— ———	মাসের যে তারিখপর্য্যন্ত পাঠান যাইবেক। ৯৩৪	৩৩৯
——— ———	প্রধান সদর আমীনেরা ৫০০০৲ টাকার কম মূল্যের মোকদ্দমার রিপোর্ট পাঠাইবেন। ৯৩৫	৩৩৯
——— ———	ডিক্রী জারীর এবং মুৎফরকা মোকদ্দমার রোয়দাদ জজের নিকটে পাঠাইবেন। ৯৩৬ ...	৩৩৯
——— ———	জজেরা মধ্যে২ ঐ রোয়দাদ তদারক করিবেন বিশেষতঃ ডিক্রী জারীর যে মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত উঠান গিয়াছে তাহা। ৯৩৭	৩৩৯
——— ———	৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমার রোয়দাদ প্রধান সদর আমীন ছয় মাস রাখিবেন। ৯৩৮ ..	৩৩৯
——— ———	সদর মোকামে রোয়দাদ পাঠাইবার বিধি। ৯৩৯	৩৩৯

			পৃষ্ঠা।
অচিহ্নিত বিচারক।	রিপোর্ট ও রোয়দাদ পাঠাওন।	থানার ডাকের দ্বারা উপযুক্ত সময়ে রোয়দাদ পাঠাইবার প্রতিবন্ধক। ৯৪০	৩৩৯
———	———	তাহা পাঠাইবার উপায়। ৯৪১	৩৪০
———	———	মুনসেফ মাসিক রোয়দাদ যে সময়ে পাঠাইবেন তাহা জজ নিরূপণ করিবেন। ৯৪২ ...	৩৪০
———	———	প্রধান সদর আমীনেরা নিষ্পত্তিকরা আপীলের কাগজপত্র যত দিন রাখিবেন। ৯৪৩ ...	৩৪০
———	———	অগ্নি ও অন্য ক্ষতি না হইবার নিমিত্তে রোয়দাদের স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট করা। ৯৪৪ ...	৩৪০
———	———	মুনসেফেরা ছুটী লইলে তাঁহারদের রোয়দাদ লইয়া যাহা করা যাইবেক। ৯৪৫ ...	৩৪০
———	ফৌজদারী এলাকা।	১৫০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমা বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন সদর আমীনেরদের প্রতি যে বিধি খাটে। ৯৪৬	৩৪০
———	———	মাজিস্ট্রেটেরা খুজরা মোকদ্দমা তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন। ৯৪৭	৩৪১
———	———	মাজিস্ট্রেটের আসিষ্টান্টের প্রতি অর্পণীয় মোকদ্দমা তাঁহারদিগকে অর্পণ হইতে পারে। ৯৪৮	৩৪১
———	———	এই কার্য্য করণেতে যে ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। ৯৪৯	৩৪১
———	———	১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪২ ধা। এবং ৭৪ ধারার নিয়মান্তরের কথা ও ১৮২৫ সা। ১২ আ। ৫ ধা। ২। ৩ প্র ও ৬ ধা। রদ হইল। ৯৫০	৩৪১
———	———	যাহারা বিচারের বাধা করে তাহারদের দণ্ড। অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তি আপীল করিতে পারে। অপরাধির নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে। ৯৫১	৩৪১
———	———	"অপ্রকৃত উদ্ভব" "যথার্থ বিচারের বাধা" নহে। ৯৫২...	৩৪২
———	———	১৮৪০ সালের ৪ আইনানুসারে মোকদ্দমা সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে না। ৯৫৩	৩৪২
———	———	মাজিস্ট্রেট ঐ আইনের মোকদ্দমা সদর আমীনকে অর্পণ করিতে পারেন না। ৯৬০ ...	৩৪৩
———	———	সদর আমীনেরা পোলীসের আমলারদের নামে পরওয়ানা পাঠাইতে পারেন না। ৯৫৪ ...	৩৪১
———	———	সদর আমীনেরা আপনং পরওয়ানাতে সহী করিবেন কিন্তু মাজিস্ট্রেট মোহর করিয়া পাঠাইবেন। ৯৫৫	৩৪২
———	———	ছোট বিষয়ের মোকদ্দমা পণ্ডিত কি মৌলবীকে অর্পণ হইতে পারে। ৯৫৬	৩৪২
———	———	সদর আমীন নিজ বাটীতে শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী লইতে পারেন না। ৯৫৭	৩৪১
———	———	পণ্ডিত ও মৌলবীরা আপনং নিষ্পত্তির মাসিক কৈফিয়ৎ মাজিস্ট্রেটকে দিবেন। ৯৫৮ ...	৩৪১
———	———	১৮২১ সালের ৩ আ। ৩ ধা। প্রধান সদর আমীনের প্রতি খাটে। ফৌজদারী মোকদ্দমাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা। ৯৫৯	৩৪৩
———	———	১৮১৯ সালের ৭ আইনের মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে। ৯৬১ ...	৩৪৩
———	ফৌজদারী	মোকদ্দমায় তাঁহারদের নিষ্পত্তির উপর আপীল। আপীলবিষয়ক ফৌজদারী আদালতের ক্ষমতা রদ হইল। ৯৬২	৩৪৩
———	———	যে গতিকে ও যে মিয়াদে মাজিস্ট্রেটের নিকটে আপীল হইতে পারে। ৯৬৩	৩৪৩
———	———	সদর নিজামৎ কোন মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব করিয়া উচিতমতে হুকুম করিতে পারেন। ৯৬৪	৩৪৩
———	———	সদর নিজামৎ দণ্ড বেশী করিতে কি মুক্তহওয়া ব্যক্তির দণ্ড করিতে পারেন না। ৯৬৫ ...	৩৪৪
———	———	যাঁহারা অধীন আদালতের রোয়দাদ তলব করিতে পারেন। ৯৬৬	৩৪৪
———	———	১৮৩১ সা। ৯ আ। ৫ ধারার একাংশ ও ১৮৪৩ সা। ৭ আ। ৩৫ ধারা রদ হয়। ৯৬৭ ...	৩৪৪
———	———	সদর নিজামৎ দণ্ডাজ্ঞা রহিত করিয়া যে দণ্ড করিতে হয় তাহা জানাইতে পারেন এবং অধস্থ আদালত তদনুসারে হুকুম করিবেন। ৯৬৮	৩৪৪
———	———	যদি দণ্ডাজ্ঞা সাক্ষ্য দৃষ্টে উপযুক্ত বোধ না হয় কিম্বা দণ্ড অতিকঠিন বোধ হয় তবে সদর নিজামতের যাহা কর্ত্তব্য। ৯৬৯	৩৪৪
———	———	ঐ আদালত সকল রোয়দাদ তলব করিয়া উচিত হুকুম করিতে পারেন। ৯৭০ ...	৩৪৪
———	———	১৮৪১ সালের ৩১ আইনের বিষয়ে মন্তব্য কথা। ৯৭১	৩৪৪
———	———	তাঁহারদের হুকুমের উপর মাজিস্ট্রেটের নিকটে আপীল হইতে পারে। ৯৭২	৩৪৫

পৃষ্ঠা।

অচিহ্নিত বিচারক। ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল। তাঁহারা ১৭৯৩ সালের ৯ আইনের ৮ ধারার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের অধিক দণ্ডের হুকুম দিলে তাহার উপর সেশন জজের নিকটে আপীল হইতে পারে। ৯৭৩ ... ... ৩৪৫
——— ——— আপীলের মাসিক কৈফিয়ৎ সদর নিজামতে পাঠান যাইবেক। ৯৭৪ ... ... ৩৪৫
——— ——— ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের ২ ধারার সীমার মধ্যে যে দণ্ডের হুকুম হয় তাহার উপর আপীল মাজিষ্ট্রেটের নিকটে হইবেক। ৯৭৫ ... ... ৩৪৫
——— ——— যে২ মোকদ্দমায় সদর আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত তাহার বিষয়ে সেশন জজেরা ও মাজিষ্ট্রেটেরা সদর নিজামতে রিপোর্ট করিবেন। ৯৭৬ ... ... ৩৪৫
——— ——— ঐ প্রকার রিপোর্টের সঙ্গে যাহা পাঠান যাইবেক ও যাঁহার দ্বারা পাঠান যাইবেক। ৯৭৭ ৩৪৫
——— ——— সদর নিজামতে সোপর্দ্দের বিষয়ে সেশন জজেরা বিবেচনামতে কার্য্য করিবেন। ৯০৮ ... ৩৪৫
——— ——— ১৮৪১ সালের ৩১ আইনের তারিখে যে সকল ফৌজদারী আপীল মুলতবী থাকে তাহা ঐ আইনমতে নিষ্পত্তি হইবেক। ৯৭৯ ... ... ৩৪৬
——— ——— ঐ আইনের মধ্যে "দণ্ডাজ্ঞা কি হুকুম" এই কথা অধীন আদালতের মোকদ্দমা রুবকার হওনকালীন হুকুমের বিষয়ে খাটে না। ৯৮০ ... ... ৩৪৬
——— ——— যে মিয়াদের মধ্যে আপীল হইবেক। ৯৮১ ... ... ৩৪৬
——— ——— সদর আমীন আদৌ যে মোকদ্দমার তজবীজ করেন তাহাতে মাজিষ্ট্রেটের হুকুমের উপর সদর আমীন আপীল করিতে পারেন না। ৯৮২ ... ... ৩৪৬
——— ——— তাঁহারা আপীল সংক্রান্ত কোন কার্য্য করিতে পারেন না। আপীলের দরখাস্ত তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইবেক না। ৯৮২ ... ... ৮৩১
অস্থি। জীবৎ থাকিতে উইলক্রমে সম্পত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরদের পক্ষে মিত্র কি কুটুম্ব নালিশ করিলে তাহা বেদাঁড়া। ২৫৩ ৫৮১
——— হিন্দু ও মুসলমানেরদের।—সম্পত্তি দেখ।
অপবাদ ও তহমৎ। মোকদ্দমার বিচার হওন সময়ে অপবাদজনক কথার বিষয়ে নালিশ হইতে পারে না। ৫৩৩ ... ৬২১
——— তদ্বিষয়ে সন্দিগ্ধ ও বিপরীত প্রমাণ হইলে ক্ষতি পূরণের হুকুম হইতে পারে না। ৫৩৪ ... ... ৬২১
——— ত্রিস্তভের ডাকাধ্যক্ষের নামে অপবাদ হওয়াতে ১০,০০০৲ টাকা জরীমানা হইল। ৫৩৫ ... ... ৬২১
——— সম্ভ্রান্তা স্ত্রীর নামে গ্লানি হইলে ক্ষতিপূরণের দণ্ড হইতে পারে। ৫৩৬ ... ... ৬২১
——— ডাকাইতী করণের মিথ্যা অপবাদ হইলে ক্ষতিপূরণের দণ্ড হইল। ৫৩৭ ... ... ৬২১
——— ঘুষ লওনের অপবাদের বিষয়ে ১০০০৲ টাকা জরীমানা হইল। ৫৩৮ ... ... ৬২১
——— এক ব্যক্তি অন্যের নামে ডাকাইতীর অপবাদ দিলে পর অপবাদিত ব্যক্তি বিচারে নির্দ্দোষী হইলে তাহার নামে অপবাদের নালিশ করিতে পারে না। ৫৩৯ ... ... ৬২১
——— এক ব্যক্তি আদালতে দরখাস্ত করিয়া ধর্ম্মোপদেশকের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়াতে তাহার জরীমানার হুকুম হইল। ৫৪০ ... ... ৬২১
——— অপবাদে কেবল ফরিয়াদীর ক্ষতি হইলে সে ক্ষতিপূরণের নালিশ করিয়া মরিলে তাহার উত্তরাধিকারী সেই মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। ৫৪০/ ৮৩২
অপ্রকৃত উত্তর। বিচারের বাধাস্বরূপ জ্ঞান হইবেক না। ৯৫২ ... ... ৩৪২
অবজ্ঞা আদালতের। তাহার দণ্ড। ৬২৩ ... ... ২৮৮
——— ভয় দর্শাওনের অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা কি অন্য প্রকারে বিচারের বাধা করণের দণ্ড। আপীল। সুপ্রিম কোর্টে নালিশ। ৬২৪ ... ... ২৮৮
——— ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪২ ধা। এবং ৭৪ ধারার নিয়মান্তরের কথা ও ১৮২৫ সা। ১২ আ। ৫ ধা। ২। ৩ প্র। এবং ৬ ধা। রদ হইল। ৬২৫ ... ... ২৮৮
অবিভক্ত সম্পত্তি। এক জন অংশী অন্যেরদের অনুমতি বিনা বিক্রয় করিলে তাহা বেআইনী। ৫৫৫ ... ... ৬২৩
অমূলক ও ব্যামোহদায়ক মোকদ্দমা। তাহা উপস্থিত করণের দণ্ড। ৬০৭ ... ... ২৮৬
——— যাহার জরীমানা হয় সে টাকা না দেওনপর্য্যন্ত জয়েদ হইতে পারে। ৬০৮ ... ... ৩ ... ২৮৬
——— চিহ্নিত কার্য্যকারকেরা উপরিস্থ কার্য্যকারকেরদের হুকুমক্রমে স্ব২ পদোপলক্ষে যে কার্য্য করেন তৎপ্রযুক্ত দেওয়ানী আদালত জরীমানা করিতে পারেন না। ৬০৯ ... ... ২৮৬

পৃষ্ঠা।

অমূলক ও ব্যামোহদায়ক মোকদ্দমা। চিহ্নিত কার্য্যকারক অনুমতিবিনা ব্যামোহদায়ক মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাঁহার জরীমানা হইতে পারে। ৬১০ ... ... ২৮৬
——— অনুমতিক্রমে ঐ প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে দণ্ড হইতে পারে না। ৬১১ ... ... ২৮৬
——— বোর্ডপ্রভৃতি যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার হুকুম করেন তাহা ব্যামোহদায়ক জ্ঞান হইলেও দেওয়ানী আদালত জরীমানা করিতে পারেন না। ৬১২ ... ... ২৮৬
——— আপীলী মোকদ্দমায় আপীল আদালত ঐ মোকদ্দমা ব্যামোহদায়ক জ্ঞান করিলেও রেসপাণ্ডেণ্টের জরীমানা করিতে পারেন না। ৬১৩ ... ... ২৮৬
অযোগ্য জমীদার। বাতুলতা কি শারীরিক অন্য দোষপ্রযুক্ত জমীদার অযোগ্য হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৪২। ৩৪৩ ... ৫০৮
——— ঐ অযোগ্যতা থাকনের বিষয়ে সময়ে২ তদারক করণের উপায়। ৩৪৪ ... ... ৫০৮
——— অযোগ্যতার হেতু দূর হইলে যে প্রকারে কর্ম্ম করিতে হইবেক। ৩৪৫ ... ... ৫০৯
অর্থ আইনের। আইনের অর্থ দেখ।
আইন। সংগ্রহপূর্ব্বক গ্রন্থক্রমে রচনা করণ। ১ ... ... ১
——— তাহাতে যাহা লেখা যাইবেক। ২ ... ... ১
——— তাহার অঙ্ক চিহ্নের বিধি। ৩ ... ... ১
——— আইনের শিরোনাম। ৪ ... ... ২
——— হেতুবাদ। ৫ ... ... ২
——— পূর্ব্ব আইন রদ কি মতান্তর করণের হেতু হেতুবাদে লেখা যাইবেক। ৬ ... ... ২
——— একাদি সংখ্যার ধারা লেখা যাইবেক। ৭ ... ... ২
——— প্রকরণ ধারা আইন লিখিতে হইলে যেরূপে লেখা যাইবেক। ৮ ... ... ২
——— পার্শ্বে সার কথা লিখন। ৯ ... ... ২
——— যে পরিমাণের কাগজে ছাপা হইবেক। ১০ ... ... ২
——— প্রতিসনের ফিরিস্তি করণ। ১১ ... ... ২
——— আইনের পুস্তক যাহারদিগকে দেওয়া যাইবেক। ১২। ১৩ ... ... ২
——— আদালত আইনমতে কার্য্য করিবেন। ১৪ ... ... ২
——— যাহার যে খ্যাতি ও যে বস্তুর যে নাম তাহা সকল আইনে সমান থাকিবেক। ১৫ ... ... ৩
——— বাঙ্গলা ও পারসী ভাষাতে তরজমা হইবেক। ১৬ ... ... ৩
——— তরজমাকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১৭—১৯ ... ... ৩
——— আইনের এক ভাগের অর্থ অন্য ভাগের দ্বারা করণ। ২০ ... ... ৩
——— যে স্থলে এক আইনের দ্বারা ভাবিতে অন্য আইন রদ হইয়াছে। ২১ ... ... ৩
——— যে আইনের দ্বারা অন্য আইন রদ হইল সেই আইন রদ হইলে পূর্ব্বকার রদহওয়া আইন পুনরায় চলন হইবেক। ২২ ... ... ৩
——— তাহা প্রস্তাব করণের বিধান। ২৩—৩০ ... ... ৩। ৪। ৫
——— যে তারিখঅবধি আইন জারীহওয়া গণ্য করিতে হইবেক। ৩১ ... ... ৫
——— জারী হওনের প্রমাণ। ৩২ ... ... ৫
——— আইন প্রাপণের তারিখ পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক। ৩৫ ... ... ৫
আইনবিষয়ক মত। উকীলেরা তাহা দেওনপ্রযুক্ত রসুম লইতে পারেন। ৩৩৭ ... ... ১৪৪
——— যে বিষয়ে মত পাইবার আবশ্যক থাকে তাহার বেওরা উকীলকে লিখিয়া দিতে হইবেক। ৩৩৮ ... ১৪৪
——— উকীল ঐ মত লিখিয়া দিবেন। ৩৩৯ ... ... ১৪৪
——— মেহনতানার বন্দোবস্ত উকীলের সঙ্গে হইবেক। ৩৪০ ... ... ১৪৪
——— যে উকীলেরা মোকদ্দমায় ওকালৎনামা পাইয়াছেন তাঁহারা আইনবিষয়ক মত দেওনের নিমিত্তে রসুম পাওয়া করিতে পারেন না। ৩৪১ ... ... ১৪৪
——— প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীনেরদের আদালতের উকীলেরা রসুম লইতে পারেন। ৩৪২ ... ১৪৫
আইনের অর্থ। জিলার জজপ্রভৃতিরা যদি সদর আদালতের হুকুম আইনের বিপরীত জ্ঞান করেন তবে সেই বিষয়ে আপনারদের আপত্তি জানাইতে পারেন। ৪৭৪ ... ... ৮০৭

পৃষ্ঠা।

আইনের অর্থ। যে২ গতিকে উক্ত বিধান খাটে। ৪৭৫ ... ... ৮০৭
——— তদ্বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত। ৪৭৬ ... ... ৮০৮
——— তদ্বিষয়ে সদর আদালতের সন্দেহ থাকিলে হুজুর কৌন্সেলে রিপোর্ট করিবেন। ৪৭৭ ... ... ৮০৮
——— অথবা নূতন আইনের প্রস্তাব করিতে পারেন। ৪৭৭ ... ... ৮০৮
——— কেবল মুৎফরক্কা বিষয়ে আইনের অর্থের বৈলক্ষণ্য হইলে উক্ত বিধি খাটে। ৪৭৮ ... ... ৮০৮
——— তদ্বিষয়ে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইলে যেরূপে কার্য্য হইবেক। ৪৭৯ ... ... ৮০৮
আইনের সামান্য নিয়ম। ইউরোপীয় কার্য্যকারকেরা অমঙ্গলজনক বিষয় দেখিলে যেরূপে কার্য্য করিবেন। ৩৪ ... ৫
আক্ট পার্লিমেণ্ট। এই রাজধানীতে যে সময়অবধি তাহার চলন গণ্য হইবেক। ৩৩ ... ... ৫
আগ্রা। সোঁক ও সনসা ও শাহার আগ্রার শামিল করা গিয়াছে। ৫৯ ... ... ৯
আডবোকেট জেনরল সাহেবের মত বিষয়ে দরখাস্ত সদর আদালতের দ্বারা করিতে হইবেক। ৬০৬ ... ... ২৮৬
আডমিনিষ্ট্রেসন। সুপ্রিম কোর্টের এলাকার বাহিরে মৃত মুসলমানের সম্পত্তির সরবরাহ করণ। ২৫১ ... ... ৫৮২
আদালত বন্দ। বন্দ দেখ।
আপত্তি। ভূমির নীলামের ডিক্রী জারীক্রমে। ডিক্রীজারী দেখ।
আপীল। বিবিধ বিধি। যখন আপেলাণ্ট ডিক্রীর এক অংশের উপর আপীল করে তখন আপীল আদালত মোকদ্দমার সমস্ত দোষগুণ বিচার করিতে পারেন। ৮৪ ... ... ৬৩৪
——— ——— আপীলী মোকদ্দমা সাধারণের দ্বারা হইলেও এক জনের দরখাস্ত মতে উঠান গেলে সদর আদালত পুনর্বার তাহার নম্বর বহাল করিলেন। ৮৫ ... ... ৬৩৪
——— ——— এক পক্ষ আপীল করিলে অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তির দোষগুণ বিচারে আইসে। স্বতন্ত্র আপীল না হইলেও আপীল আদালত ভুল শুধরাইতে পারেন। ৮৯ ... ... ৬৩৫
——— ——— দুই জনের বিপরীত ডিক্রী হইলে এক জন ঐ ডিক্রীর অর্দ্ধেক অন্যথা করিতে আপীল করিতে পাবে না। ৮৬ ... ... ৬৩৫
——— ——— আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদ দফ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৮৭ ... ... ৬৩৫
——— ——— একতরফা ডিক্রীর উপর আপীলে যখন ত্রুটির কারণ জ'নান গিয়াছে তখন যাহা কর্ত্তব্য। ৮৮ ৬৩৫
——— ——— যখন আপেলাণ্ট অধস্থ আদালতের স্বীকারীতে নির্ভর করে তখন তাহার আপীল রোয়দাদমতে নিষ্পত্তি হইবেক। ৯৭ ... ... ৬৩৬
আপীল নম্বরী। অচিহ্নিত বিচারকেরদের ডিক্রীর উপর জিলার জজের নিকটে। মুনসেফেরদের হুকুমের উপর আপীল গ্রাহ্য করণের বিধি। ৪৭ ... ... ৬৩০
——— ——— দরখাস্ত জজের নিকটে দাখিল হইবেক। ৪৮ ... ... ৬৩০
——— ——— মুনসেফেরদের ডিক্রীর উপর দরখাস্ত যেরূপে দাখিল করিতে হইবেক। ৪৯ ... ... ৬৩০
——— ——— মুনসেফেরদের হুকুম বেদাঁড়া না হওয়াপ্রযুক্ত অন্যথা হইবেক না। ৫০ ... ... ৬৩০
——— ——— মুনসেফেরদের যে মোকদ্দমা সদর আমীন কি প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হয় তাহার বিষয়ে যে প্রকারে আপীল হইবেক। ৫১ ... ... ৬৩০
——— ——— এই২ মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর আপীল জজের নিকটে হইবেক। ৫২ ৬৩০
——— ——— সদর আমীনেরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইলে আপীল যে প্রকারে হইবেক। ৫৩ ... ... ৬৩০
——— ——— প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর নম্বরী আপীল জজের নিকটে ও খাস আপীল সদর আদালতে হইবেক। ৫৪ ... ... ৬৩১
——— ——— মোকদ্দমা এক জিলাহইতে খারিজ দাখিল হইলে যে জিলাতে আপীল হইবেক। ৫৫ ... ৬৩১
——— ——— জিলার জজের সম্মুখে উপস্থিত আপীল সদর আদালত অন্য জিলায় দাখিল করিতে পারেন। ৫৬ ... ... ৬৩১
——— ——— এমত খারিজদাখিলের হেতু রোয়দাদে লিখিতে হইবেক। ৫৭ ... ... ৬৩১
——— ——— সিরিশ্তাদার আপীলী দরখাস্ত দেখিবেন এবং মিয়াদ ও ইষ্টাম্প আইনমত হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক। ৫৮ ... ... ৬৩১
——— ——— কেবল নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে আপীল অগ্রাহ্য হইতে পারে। ৫৯ ... ... ৬৩১

			পৃষ্ঠা।
আপীল নম্বরী।	যদি দরখাস্ত আইনমত হয় তবে তাহা দরখাস্তের পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক। ৬০		৬৩১
———	———	পরে মিছিল আপীলী দরখাস্তের সঙ্গে রাখা যাইবেক। ৬০	৬৩১
———	———	এবং জজ আপীল গ্রাহ্য করিবেন। ৬১	৬৩১
———	———	যদি আপীল সর্ব্ব বিষয়ে ঠিক হইয়াছে তবে যাহা করিতে হইবেক। ৬২	৬৩২
———	———	মুনসেফেরদের ও সদর আমীনেরদের হুকুমের উপর আপীল হইলে জজের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত। (এই বিধি ১৮৪৩ সালের ৩ আইনের দ্বারা মতান্তর হইল।) ৬৩	৬৩২
———	———	মুনসেফেরদের ও সদর আমীনেরদের হুকুমের উপর আপীলী মোকদ্দমায় জজের হুকুমের উপর আপীল সদর আদালতে গ্রাহ্য নহে। (উক্তমতে মতান্তর হইল।) ৬৪ ...	৬৩২
———	———	জজের নিকটে দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর নকল কি আপীলের হেতু লেখা অনাবশ্যক। ৬৫ ...	৬৩২
———	———	আরজীর সঙ্গে ডিক্রীর নকল পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। ৬৬	৬৩২
———	———	আপীলের হেতু স্বতন্ত্ররূপে কি দরখাস্তের মধ্যে লেখা যাইতে পারে। ৬৭	৬৩২
———	———	স্বতন্ত্র লেখা গেলে যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ৬৮	৬৩৩
———	———	দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর নকল ও হেতু আপেলাণ্টকে দাখিল করাইতে হইবেক না। ৬৯ ...	৬৩৩
———	———	দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর নকল দাখিল হইলে যদি আপীল অগ্রাহ্য হয় তবে নকল ফিরাইয়া দেওয়া যাইবেক। ৭০	৬৩৩
———	———	২১১ নম্বরা সরক্যুলর অর্ডর স্থানীয় আপীল আদালতে খাটে। ৭১	৬৩৩
———	———	দরখাস্তের মধ্যে সকল রেসপাণ্ডেণ্টের নাম লিখিতে হইবেক। ৭২	৬৩৩
———	———	নতুবা দরখাস্ত বেদাঁড়া বলিয়া অগ্রাহ্য হইবেক। ৭৩। ৭৪	৬৩৩
———	———	এই প্রকার অশুদ্ধ দরখাস্ত সদরে পাঠান গেলে জজের যাহা কর্ত্তব্য। ৭৫	৬৩৩
———	———	যে স্থলে নাম জানিয়া শুনিয়া ছাড়া গিয়াছে সেই স্থলে ঐ বিধি খাটে না। ৭৬	৬৩৪
———	———	আপীলরুমে যে সম্পত্তির দাওয়া হয় তাহার মূল্য মোকদ্দমার খরচা ধরিয়া বাড়াইতে হইবেক না। ৭৮	৬৩৪
———	———	সওয়াল জওয়াবের নিমিত্তে ইষ্টাম্পের মূল্য। ৭৯	৬৩৪
———	———	প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর জজের নিকটে আপীল হইলে ইষ্টাম্পের মূল্য। ৮০	৬৩৪
———	———	১৮১৭ সা। ৩ আ। ২ ধা। রদ হইল। ৮১	৬৩৪
———	শুনানি ও নিষ্পত্তি করণ।	সওয়াল জওয়াবের বিষয়ে বিধি মতান্তর। ১৫৫	৬৪৪
———	———	রেসপাণ্ডেণ্ট ইচ্ছামতে আপীলের হেতুর জওয়াব লিখিতে পারে। ১৫৬	৬৪৫
———	———	ঐ জওয়াবভিন্ন অন্য সওয়াল জওয়াব হইবেক না। বর্জ্জিত কথা। ১৫৭	৬৪৫
———	———	১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১২ ধা। আপীলী মোকদ্দমায় খাটে না। ১৫৮	৬৪৫
———	———	বিবাদের বিষয় এবং উভয় পক্ষ যে হেতু কহে তাহা জজ লিখিবেন। ১৬০	৬৪৫
———	———	যে বিষয় লইয়া বিবাদ হয় তাহা লিখিবার বিষয়ে অতি দৃঢ় হুকুম। ১৬১—১৬৪ ... ৬৪৫,	৬৪৬
———	———	যে২ স্থলে আপীল আদালত নূতন সাক্ষ্য লইতে কি অধিক সাক্ষ্য পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন। ১৬৫	৬৪৬
———	———	জজেরা ও প্রধান সদর আমীনেরা যেমতে আপীলের বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। ১৬৬ ...	৬৪৬
———	———	আপীলের কাগজপত্রের যে প্রকার নম্বর বিলি ও অঙ্ক ও তারিখ ও সহী হইবেক। ১৬৭ ...	৬৪৭
———	———	ডিক্রী হওয়া টাকার উপর সুদ দেওয়া যাইবেক। ১৬৮	৬৪৭
———	———	আপীল হইলে যদি হুকুম মঞ্জুর হয় তবে যে সুদের ডিক্রী হইবেক। ১৬৯	৬৪৭
———	———	মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে ডিসমিস হইলে ও আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে সুদ দিতে হইবেক। ১৭১	৬৪৭
———	———	দুইবার আপীল হওন সময়ে সুদের বিষয়ে রেসপাণ্ডেণ্টের বিশেষ দাওয়া। ১৭২ ...	৬৪৭
———	———	অধস্থ আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমা আপীল আদালত ব্যামোহদায়ক জ্ঞান করিলেও রেসপাণ্ডেণ্টের জরীমানা করিতে পারেন না। ১৭৩	৬৪৭
———	মুনসেফ ও সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীল প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করণ। ১৩৬ ...		৬৪১
———	———	মুনসেফ ও সদর আমীনের হুকুমের উপর কৃত আপীল প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইবেক। ৭৫৫	৩১১

		পৃষ্ঠা।
আপীল নম্বরী।	শুনানি ও নিষ্পত্তি করণ। সেই বিষয়ে জিলার জজ সদর আদালতের অনুমতি লইবেন। ১৩৯ ...	৬৪২
———	——— এই প্রকার অনুমতি লইবার নিমিত্তে জজ যে পাঠানুসারে কৈফিয়ৎ লিখিবেন। ১৪০ ...	৬৪২
———	——— প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ করণের পূর্ব্বে প্রত্যেক মোকদ্দমার রোয়দাদ জজের পাঠ করিবার আবশ্যক নাই। ১৪১	৬৪৩
———	——— সদর আমীনেরা আপীলী মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না। আর জজ অর্পণ না করিলে প্রধান সদর আমীনেরাও করিতে পারেন না। ১৪২, ১৪৩	৬৪৩
———	——— মুনসেফেরদের হুকুমের এই প্রকার আপীল সদর আমীনেরদের দ্বারা বিচার হইবার বিষয়ে প্রথমে যে বিধান হয়। ১৩৭,১৩৮	৬৪২
———	——— এই আপীলের নিষ্পত্তিতে প্রধান সদর আমীন যে বিধিমতে কার্য্য করিবেন। ১৪৪ ...	৬৪৩
———	——— পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে মুনসেফের নিকটে তিনি ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন। ১৪৫ ...	৬৪৩
———	——— মুনসেফেরদের ও সদর আমীনেরদের হুকুমের উপর আপীলের অতিরিক্ত বিধি। ১৪৬ ...	৬৪৩
———	——— প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান ও পুনর্ব্বিচার করা আবশ্যক বোধ করিলে আপনার মত জজকে জানাইবেন। ১৪৭	৬৪৪
———	——— তাহাতে জজ যাহা করিবেন। ১৪৮...	৬৪৪
———	——— অধস্থ আদালতে ছানী তজবীজ করিতে প্রধান সদর আমীন হুকুম দিতে পারেন। ১৪৯ ...	৬৪৪
———	——— জজ মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইবার অনুমতি দিলে তাহা যেরূপে লিখিবেন। ১৫০ ...	৬৪৪
———	——— প্রধান সদর আমীন রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিলে হুকুম বহাল করিতে পারেন না। ১৫১,১৫২	৬৪৪
———	——— আপীলী মোকদ্দমার বিচার করণেতে প্রধান সদর আমীনের কর্ত্তব্য কার্য্য। ১৫৩ ...	৬৪৪
———	——— আপীলের বিষয়ি ফরিদপুরের প্রধান সদর আমীনের নিমিত্তে বিধি। ১৫৪ ...	৬৪৪
———	অচিহ্নিত বিচারকেরদের হুকুমের উপর জিলার জজের নিকটে আপীলের মিয়াদ। প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর। ৯৬	৬৩৬
———	——— মুনসেফের কি সদর আমীনের হুকুমের উপর। ৯৮	৬৩৬
———	——— মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল করণের ৩০ দিনের মিয়াদবিষয়ক হুকুম। ৯৯ ...	৬৩৬
———	——— মাতবর হেতুপ্রযুক্ত মুনসেফেরদের হুকুমের উপর ঐ মিয়াদের পরে গ্রাহ্য হইতে পারে। ১০০, ১০১	৬৩৬
———	——— মাতবর হেতুপ্রযুক্ত জিলার জজ সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীলের মিয়াদের পরে গ্রাহ্য করিতে পারেন। ১০২	৬৩৭
—	——— আপীলের মিয়াদ যে প্রকারে গণনা করা যাইবেক। ১০৩	৬৩৭
———	——— মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় মুনসেফেরদের আপীলের উপর মিয়াদের হিসাব করণ। ১০৪ ...	৬৩৭
———	——— ডিক্রী দিবার কি দেওনের প্রস্তাবের তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। ১০৫	৬৩৭
———	——— ইষ্টাম্প কাগজ দেওনের ও ডিক্রী দিবার তারিখের মধ্যের সময় বাদ দেওন। ১০৬, ১০৭ ...	৬৩৭
———	——— যে তারিখে ডিক্রী হয় তাহাও আইনমতে বাদ দেওয়া যাইবেক। ১০৮	৬৩৮
———	——— হিন্দু কি মুসলমানের পরব বাদ দেওয়া যাইবেক না। ১০৯	৬৩৮
———	——— যে সময়ে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হইতেছিল সেই সময় আদালত আপীলের মিয়াদহইতে বাদ দিতে পারেন। ১১০	৬৩৮
———	——— মোকদ্দমার এফতরফা বিচার হইলে আপীলের মিয়াদ বাড়াইবার হেতু নহে। ১১১ ...	৬৩৮
———	ইষ্টাম্প ও উকীলের রসুম। প্রতিবাদিকে তলব না করিয়া অধস্থ আদালতের হুকুম মঞ্জুর হইলে ঐ বিষয়ের বিধি। ১২৬, ১২৭ ... ... ৬৪০।	৬৪১
———	——— রেস্পাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে যদি উকীল নিযুক্ত করে তবে তাহার রসুম দিবেক। ১২৮ ...	৬৪১
———	——— যদি রেস্পাণ্ডেণ্ট ইচ্ছামতে উকীল নিযুক্ত করে তবে যে খরচা দিবেক। ১৩৪	৬৪১
———	——— ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের হুকুম হইলে ইষ্টাম্প ও উকীলের রসুমের বিষয়ি বিধি। ১২৯ ...	৬৪১
———	——— কোন২ গতিতে আপীলের ইষ্টাম্পের মূল্য আসল আরজীর মূল্যের কম হইতে পারে। ১৩০	৬৪১
———	——— ১৮৩১ সা। ৫ আ। ১৬ ধা। ও প্রকরণানুসারে মোকদ্দমার কোহপ্রমতে নিষ্পত্তি হইলে উকীলেরা সম্পূর্ণ রসুম পাইবেন। ১৩১	৬৪১

আপীল নম্বরী।	ইষ্টাম্প ও উকীলের রুসুম।		পৃষ্ঠা।
		কিন্তু সেই গতিকে ইষ্টাম্পের রুসুম ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। ১৩২	৬৪১
———	———	রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া ডিক্রী বহাল হইলে আদালত আপেলাণ্টকে রেস্পাণ্ডেণ্টের খরচা দিতে হুকুম করিতে পারেন না। ১৩৩	৬৪১
———	———	আপেলাণ্টের খরচা জজের হুকুমের নিম্ন ভাগে লেখা থাকিবেক। ১৩৪	৬৪১
———	———	রেস্পাণ্ডেণ্টেরা ভিন্ন আপীলের ভিন্ন জওয়াব অনাবশ্যকমতে দাখিল করিলে খরচা দিবেক। ১৩৫	৬৪১
———	সদর আদালতে।	যে বিষয়ে সদর আদালতের এলাকা নাই সেই বিষয়ে জিলার জজেরা আপীল করিবার আশ্বাসের কথা দরখাস্তে দিবেন না। ২১৯	৬৫৩
———	———	জিলার জজেরদের নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে আপীল হয়। ২২০	৬৫৩
———	———	জজের ও প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীলের মিয়াদ। ২২১। ২২২	৬৫৩। ৬৫৪
———	———	৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীল সদর আদালতে হইবেক। ২২৩	৬৫৪
———	———	প্রধান সদর আমীন যে পাঠানুসারে আপীলের সর্টিফিকট লিখিবেন। ২২৪	৬৫৪
———	———	৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় তিনি অল্প টাকায় ডিক্রী করিলেও আপীল সদর আদালতে হইবেক। ২২৫	৬৫৪
———	———	৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় দরখাস্তের পৃষ্ঠে প্রধান সদর আমীন আপনার বিচার্য্য নহে লিখিলে তাহার আপীল জিলার জজের নিকটে হইবেক। ২২৬	৬৫৪
———	———	৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমা রুবকার কালে প্রধান সদর আমীন যে হুকুম করেন তাহার আপীল সদর আদালতে হইবেক। ২২৭	৬৫৪
———	———	আপীলের দরখাস্ত যে প্রকারে সদর আদালতে পাঠান যাইবেক। রুবকারীর মর্ম্ম। ২২৮	৬৫৪
———	———	একি সময়ে আপেলাণ্টকে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক। ২২৯	৬৫৪
———	———	প্রত্যেক দরখাস্তের সঙ্গে স্বতন্ত্র রোয়দাদ ও সর্টিফিকট। ২৩০	৬৫৪
———	———	সর্টিফিকটের ছাপাহওয়া পাঠ। ২৩১	৬৫৫
———	———	সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে কথা লিখিবার বিধি। প্রত্যেক দলীলে স্বতন্ত্র নম্বর হইবেক। রুবকারী কেবল এক দিগে লেখা থাকিবেক। ২৩২	৬৫৫
———	———	প্রবিন্সাল কোর্টের হুকুমের উপর সদর আদালতে আপীলের বিষয়ি ১৭৯৩ সালের বিধি জজ ও প্রধান সদর আমীনের ডিক্রীর উপর আপীলের প্রতি খাটে। ২৩৫। ২৩৬ ...	৬৫৬
———	———	যে উকীল অধস্থ আদালতে দরখাস্ত দেন তিনি ১৭৯৩ সা। ৬ আ। ১০ ধারামতে এত্তেলা লইবেন। ২৩৭	৬৫৬
———	———	প্রত্যেক উকীলের ওকালৎনামায় ঐ এত্তেলা লইবার ক্ষমতা লেখা থাকিবেক। ২৩৮ ...	৬৫৬
———	———	আপীলহওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদ পাঠাইবার বিধি। ২৩৯	৬৫৭
———	———	আপীলের দরখাস্ত ও সর্টিফিকটের সঙ্গে অধস্থ আদালত যে কৈফিয়ৎ পাঠাইবেন। ২৪০	৬৫৭
———	———	আপীলের আরজীর মর্ম্ম। ২৪১	৬৫৭
———	———	আরজীতে ঐ২ বিষয় লেখা না থাকিলে আপেলাণ্টকে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক। ২৪২। ২৪৪	৬৫৭
———	———	জিলার জজ ও প্রধান সদর আমীনেরদের নিমিত্তে ছাপাহওয়া পাঠ। ২৪৪	৬৫৭
———	———	প্রধান সদর আমীনের আপীলের আরজী ও সর্টিফিকট ও রুবকারী সদর আদালতে পাঠান। সদর আদালতের হুকুম বিনা কোন দলীল পাঠান যাইবেক না। ২৪৫ ...	৬৫৮
———	———	যে২ স্থলে আরজীর সঙ্গে ডিক্রীর দস্তখৎহওয়া নকল দাখিল করিতে হইবেক। ২৪৬ ...	৬৫৮
———	———	১ নম্বরী সর্টিফিকটের মজাম্বর। ২৪৭	৬৫৯
———	———	ডিক্রীর নকল করণে রিলম্ব হইবেক না। নকলের পৃষ্ঠে সিরিশ্‌তাদার যাহা লিখিবেন। ২৪৮	৬৫৯
———	———	আরজীর সঙ্গে যে আবশ্যক কাগজ সদর আদালতে পাঠান যাইবেক। ২৪৯	৬৫৯
———	———	যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় তাহা অধস্থ আদালত বিশেষমতে লিখিবেন। ২৫০ ...	৬৫৯
———	———	আপীলী মোকদ্দমার সঙ্গে ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১০ ধারামতে রোয়দাদ পাঠাওন। ২৫১ ...	৬৫৯
———	———	সদর আদালতের এক জন জজ আপীল উপস্থিত থাকিতে ডিক্রী কি হুকুম জারী স্থগিত রাখিতে পারেন। ২৫২	৬৫৯

আপীল নম্বরী।	সদর আদালতে।		পৃষ্ঠা।
		ডিক্রী জারী হইয়াছে কি না এই বিষয়ে জজ ও প্রধান সদর আমীন রিপোর্ট করিবেন। ২৫৩	৬৬০
———	———	আপীলী মোকদ্দমায় জজের হুকুমের উপর সদর আদালতের নিকটে আপীল হওয়া এক বিশেষ মোকদ্দমা। ২৫৪	৬৬০
———	———	সদর আদালতে আপীল হওয়া বিশেষ মোকদ্দমা। ২৫৫	৬৬০
———	———	যে গতিকে অনেক আসামীর মধ্যে এক জন ডিক্রীর সমুদয় টাকা কি কেবল আপন অংশের টাকার নিমিত্তে আপীল করিতে পারে। ২৫৬	৬৬০
———	———	আপীলী মোকদ্দমায় যে আপত্তি পূর্ব্বে জ্ঞাপন হয় নাই তাহা অগ্রাহ্য হইল। ২৫৭ ...	৬৬০
———	———	আইনবহির্ভূত প্রদেশে ১০০০৲ টাকা ও তাহার উর্দ্ধ মূল্যের মোকদ্দমায় আসিস্টাণ্টেরদের নিষ্পত্তির উপর আপীল তিন মাসের মধ্যে সদর আদালতে হইতে পারে। ৮৩ ...	৭৫১
———	———	ভূমি জন্মের ডিক্রী কি পরওয়ানা জারীর বাধা করণের জরীমানার হুকুমের উপর হইতে পারে। ৮৫	৭৫১
———	———	কালেক্টর ও সংসারাধ্যক্ষ ও সরবরাহকারের বিপরীত কোর্ট ওয়ার্ডসের হুকুমের উপর হইতে পারে। ৮৯	৭৫২
———	———	শীঘ্র নিষ্পত্তি করণের নিমিত্তে সদর আদালতের নির্দ্ধারণ। ৯১	৭৫২
———	———	মোকদ্দমার বিলম্ব করণের দরখাস্ত গ্রহণ হইতে পারে না। বর্জ্জিত কথা। ৯২	৭৫২
———	———	সদর আদালতের রোয়দাদে যে প্রকারে নম্বর ও অঙ্ক ও তারিখ ও সহী হইবেক। ৯৩ ...	৭৫২
———	———	আসল ও আপীলী মোকদ্দমায় সদর আদালতের কার্য্যনির্ব্বাহের বিধি। বর্জ্জিত কথা। ৯৫	৭৫৩
———	———	আপীলের মিয়াদ গণনা করণেতে যে সময়ে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত উপস্থিত থাকে তাহা বাদ দেওয়া যাইবেক না কিন্তু আদালত তাহা বিবেচনা করিতে পারেন। ৯৬	৭৫৩
———	———	সকল রেস্পাণ্ডেণ্টের নাম লিখিতে হইবেক। ৯৭	৭৫৩
———	———	যে নাম ছাড়া হইয়াছে তাহা আপীলের মিয়াদের মধ্যে দিতে হইবেক। ৯৮	৭৫৩
———	———	আপেলাণ্টেরদিকে ঐ হুকুম জানাইতে হইবেক। ৯৯	৭৫৪
———	———	আপীলহওয়া মোকদ্দমার রোয়দাদ যে কালের মধ্যে পাঠাইতে হইবেক। ১০৩ ...	৭৫৪
———	———	আরজী দাখিল করা গেলে যেরূপে কার্য্য হইবেক। ১০৪	৭৫৪
———	———	আপীলের আরজী অধস্থ আদালতের ডিক্রীর সঙ্গে দাখিল হইলে ডেপুটী রেজিষ্টর যাহা করিবেন। ১০৯	৭৫৫
———	———	ডেপুটী রেজিষ্টর রেস্পাণ্ডেণ্টকে এত্তেলা দিয়া মোকদ্দমার মিসিল তলব করিবেন। ১১০ ...	৭৫৫
———	———	ডেপুটী রেজিষ্টর যে২ স্থলে রিটর্ণ না পঁহুছনপর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রাখিবেন। ১১১ ...	৭৫৫
———	———	আপীলের হেতু ও ডিক্রীর নকল দাখিল করিবার মিয়াদ। ১১২	৭৫৫
———	———	ঐ কাগজপত্র মিয়াদের মধ্যে পঁহুছিলে ডেপুটী রেজিষ্টর যাহা করিবেন। ১১৩ ...	৭৫৫
———	———	না পঁহুছিলে যাঁহার নিকটে তিনি ঐ বিষয় জানাইবেন। ১১৪	৭৫৬
———	———	অধস্থ আদালতে দরখাস্ত দাখিল হইলে ছয় সপ্তাহের মিয়াদ গণনা করণ। ১১৫ ...	৭৫৬
———	———	অধিক কালের দরখাস্ত এক জন জজের নিকটে করিতে হইবেক। ১১৬	৭৫৬
———	———	আপেলাণ্টের মোকদ্দমার তদবীর হইলে রেস্পাণ্ডেণ্টের জওয়াবের নিমিত্তে ১৫ দিন দেওয়া যাইবেক। ১১৭	৭৫৬
———	———	তাহার জওয়াব দাখিল হইলে ঐ মোকদ্দমা লইয়া যাহা করা যাইবেক। ১১৮	৭৫৬
———	———	যে মোকদ্দমা শুনানির নিমিত্তে প্রস্তুত হয় তাহাতে যাহা করা যাইবেক। ১০৫	৭৫৪
———	———	মোকদ্দমা শুনিবার নিমিত্তে জজের আমলা যে২ কাগজপত্র সংগ্রহ করিবেন। ১০৬ ...	৭৫৪
———	———	শুনানির নিমিত্তে প্রস্তুত মোকদ্দমার সঙ্গে রুবকারীর যে পাঠ দেওয়া যাইবেক। ১০৮ ...	৭৫৪
———	———	১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১০ ধারার নির্দ্দিষ্ট রোয়দাদ তলব হইবেক। ১০৭	৭৫৪
———	———	মিয়াদের পর আপীল করণের দরখাস্ত জজের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ১১৯ ...	৭৫৬
———	———	অধস্থ আদালতে বেদাঁড়া কর্ম্ম হইলে জজের নিকটে তাহার রিপোর্ট হইবেক। ১২০ ...	৭৫৬
———	———	আপীলী মোকদ্দমার এক পক্ষ মরিলে যাহা করিতে হইবেক। ১২১	৭৫৬

		পৃষ্ঠা।
আপীল নয়রী।	সদর আদালতে। মৃত ব্যক্তির আইনমত স্থলাভিষিক্ত অযোগ্য হইলে যাহা করিতে হইবেক। ১২২	৭৫৬
———	——— স্থলাভিষিক্তেরা ছয় সপ্তাহের মধ্যে ত্রুটি করিলে যাহা করিতে হইবেক। ১২৩ ...	৭৫৬
———	——— অধস্থ আদালতের হুকুমমত কার্য্য করণে বিলম্ব হইলে সদরে জানান যাইবেক। ১২৪ ...	৭৫৬
আপীল খাস।	পাপরেরেদের। ১২৯	৪১৪
———	অধস্থ দেওয়ানী আদালতে নয়রী আপীলী মোকদ্দমায় আইন কি ব্যবহারের বিপরীত যে হুকুম বোধ হয় তাহার উপর সদর আদালতে খাস আপীল হইবেক। (১৮৪৩ সা। ৩ আ।) ২২১	৭৭২
———	খাস আপীলের মিয়াদ নয়রী আপীলের মিয়াদের তুল্য। ২২২	৭৭২
———	পূর্ব্বে হওয়া ডিক্রীর নকল আপীলী আরজীর সঙ্গে পাঠাইতে হইবেক। ২২৩	৭৭২
———	এক জন জজ ঐ আরজী শুনিবেন। তিনি দলীলপ্রভৃতি তলব করিতে পারেন। ২২৪	৭৭২
———	খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে এক জন জজের এমত বোধ হইলে যাহা করিতে হইবেক। ২২৫ ...	৭৭২
———	জজ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত। ২২৭	৭৭৩
———	যে মূল বিষয় ঐ জজের সর্টিফিকাট আছে আদালত কেবল তাহা বিচার করিবেন। ২২৮	৭৭৩
———	আপীলের বিশেষ হেতু অশুদ্ধ লেখা গেলে সদর আদালত তাহা যেমতে শুধরাইতে পারেন। ২২৯ ...	৭৭৩
———	সর্টিফিকট শুধরাইবার আবশ্যক হইলে যাঁহার দ্বারা শুধরান যাইবেক। ২২৬	৭৭২
———	খাস আপীলের বিষয়ে যে আইন ১৮৪৩ সালের ৩ আইনের বিপরীত নহে তাহা প্রবল থাকিবেক। ২৩০	৭৭৩
———	উপস্থিত থাকা অাপীলী মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮৪৩ সালের ৩ আইন খাটে না। ২৩১	৭৭৩
———	১৮১৯ সালের ২ আইনের ৩০ ধারানুসারে যে গতিকে খাস আপীল হইতে পারে। ৩১৫	৪২২
———	কটকওয়ালার মোকদ্দমায় অধস্থ আদালত হিসাব কি এত্তেলা জারীর বিষয়ে তদারক না করিলে খাস আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে। ১৮৯	৫৭৩
———	প্রধান সদর আমীনেরা আপীলী মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর হইতে পারে। ২১৩ ...	৭৭০
———	প্রধান সদর আমীনেরদের জারী হওয়া ডিক্রীর উপর হইতে পারে। ২১৪	৭৭০
———	প্রধান সদর আমীনের নিকটে মুৎফরকা মোকদ্দমায় হইতে পারে। ২১৫	৭৭১
———	তাহা গ্রাহ্য করণের বিষয়ে আদালত যে বিধিমতে কার্য্য করিবেন। ২১৬	৭৭১
———	গ্রাহ্য করণের বিষয়ে চলিত বিধির মতান্তর বিধান। ২১৭	৭৭১
———	যে আদালত গ্রাহ্য করিতে পারেন তাহাতে আরজী দাখিল করিতে হইবেক। ২১৮	৭৭১
———	আরজী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহা। আরজীর মর্ম্ম। ২১৯	৭৭১
———	আইনসহিভূত প্রদেশহইতে এমত আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে। ২৩৩। ২৩৪	৭৭৩
———	এই প্রকার আপীলে ইষ্টাম্প কাগজের প্রয়োজন নাই। ৮৪	৭৫১
———	১৮৪৩ সালের ১ মের পরে জিলার আদালত খাস আপীলের আরজী গ্রহণ করিবেন না। ২৩৫ ...	৭৭৩
———	পূর্ব্বে হওয়া ডিক্রীর নকল নয়রী আপীলের মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক। ২৩৬ ...	৭৭৪
———	ঐ বিধি অতিদৃঢ় অতএব সকলের নিকটে প্রচার করিতে হইবেক। ২৩৭	৭৭৪
———	তিন মাসের মধ্যে খাস আপীল দাখিল করণের দরখাস্তমাত্র হইলে তাহা অগ্রাহ্যের প্রতিবন্ধক নয়। ২৩৮	৭৭৪
———	আপীলের হেতু আরজীতে ভুলক্রমে লেখা না গেলে তাহা অবশেষ আরজীতে লেখা যাইতে পারে। ২৩৯	৭৭৪
———	নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে হেতু লেখা না গেলে ঐ আরজী অগ্রাহ্যের যোগ্য। ২৪০	৭৭৫
———	যে স্থলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল সেই স্থলে আপীল পাঁচ মাসের পর গ্রাহ্য হইল। ২৪১ ...	৭৭৪
———	মোকদ্দমা প্রস্তুত করণের বিষয়ে যাহা করিতে হইবেক। ২৪৩	৭৭৪
———	খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে যেরূপে কার্য্য হইবেক। ২৪৪	৭৭৪
———	যে গতিকে ৬ মোকদ্দমা একত্র হইয়া এক আপীল গ্রাহ্য হইল। ২৫২	৭৭৫
আপীল খাস।	গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণের হেতু। কোন কার্য্য বিষয়ে অধস্থ আদালতের সরাসরী নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল গ্রাহ্য নহে। ২৪৬	৭৭৫
———	——— অধস্থ আদালতের যে বেঁদাড়া ক্রিয়া কার্য্যনির্ব্বাহের আইনের অন্য ভ্রান্ত কর্ম্ম করণের দ্বারা ডিক্রীর কোন ক্ষতি না হয় তাহা খাস আপীলের হেতু নয়। ২৪৭	৭৭৫
———	——— আইনপ্রভৃতির অন্যরূপ করাতে যদি ডিক্রীর কিছু আটকে যায় তবে ঐ বিষয় অধস্থ আদালতে ব্যক্ত না হইলেও খাস আপীলের হেতু হয়। ২৪৮	৭৭৫

			পৃষ্ঠা।
আপীল খাস।	গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করণের হেতু।	যে আইনের বিপরীত কর্ম্ম হইয়াছে অধস্থ আদালতে তাহার উল্লেখ না হইলেও আপীল গ্রাহ্য হইতে পারে। ২৪৯	৭৭৫
———	———	এক কি ততোধিক আদালতের নানা জিল্লী পরস্পর অনৈক্য হইলে গ্রাহ্য হয়। ২২০ ...	৭৭১
———	———	পণ্ডিতের মত জিজ্ঞাসা না করিয়া অধস্থ আদালত শাস্ত্রসম্পর্কীয় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলে গ্রাহ্য হইল। ২৫০	৭৭৫
———	———	লাখেরাজ ভূমির মোকদ্দমা সদর আমীনকে অর্পণ হইলে এবং সালিসেরদের ফয়সলার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে তাহার উপর গ্রাহ্য হইল। ২৫১	৭৭৫
———	———	যে টাকা কর্জ্জ হইয়া অবিভক্ত মহালের নিমিত্তে সাধারণমতে ব্যয় হইয়াছিল তাহার বিষয়ে নিষ্পত্তির উপর গ্রাহ্য হইল। ২৫৩	৭৭৬
———	———	আমীন রিপোর্ট দাখিল করণের পরে শপথ করিলে মাতবর হয় কি না এই বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্তে গ্রাহ্য হইল। ২৫৪	৭৭৬
———	———	অধস্থ আদালতে বিচারের ত্রুটিপ্রযুক্ত গ্রাহ্য হইল। ২৫৫	৭৭৬
———	———	উত্তরের দুঃসাহসপ্রযুক্ত জজ ১০০৲ টাকা জরীমানা করিলে তাহার উপর গ্রাহ্য হইল। ২৫৬	৭৭৬
———	———	আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমের প্রতিপালন না হওনপ্রযুক্ত গ্রাহ্য হইল। ২৫৭	৭৭৬
———	———	অধস্থ আদালতে হিসাবের এবং এত্তেলা জারীর বিষয়ে তদারক না হইলে গ্রাহ্য হইল। ২৫৮	৭৭৬
———	———	যে কর্ম্মপ্রযুক্ত সম্পত্তি আইনমতে রদ হইতে পারে তদ্বিষয়ে সন্দেহ হওয়াতে গ্রাহ্য হইল। ২৫৯	৭৭৬
———	———	মুৎফরকা মোকদ্দমায় খাস আপীলের হেতু। ২৩২	৭৭৩
———	———	যে মোকদ্দমায় জজের হুকুম বেআইনী হইলেও খাস আপীল অগ্রাহ্য হইল। ২৬০ ..	৭৭৬
———	———	বেওরার কোন ভুল শুদ্ধ করিবার নিমিত্তে গ্রাহ্য হইতে পারে না। ২৬১	৭৭৬
———	———	ক্ষতিপূরণের অসঙ্গত হুকুম হইলে জজের বিবেচনামতে গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য হয়। ২৬২ ...	৭৭৬
———	———	অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পহওয়া দলীলের প্রমাণে আসল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৬৩	৭৭৭
———	———	পাপরস্বরূপ আপীল গ্রাহ্য হওনের বিশেষ মোকদ্দমা। ২৬৪	৭৭৭
———	———	কতক ভূমির নিমিত্তে খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে তৃতীয় ব্যক্তি দাওয়া উপস্থিত করিলে আদালত যাহা করিলেন। ২৬৫	৭৭৭
———	———	ভিন্ন২ চারি হেতুপ্রযুক্ত অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর খাস আপীল গ্রাহ্য হইল। ২৬৬	৭৭৭
———	———	যে বিষয় মোকদ্দমাঘটিত নহে তাহাতে আপীল আদালত হুকুমের অন্যথা করিলে খাস আপীল গ্রাহ্য হইল। ২৬৭	৭৭৭
———	———	যে খাস আপীলী মোকদ্দমায় অধস্থ আদালতের ত্রুটি খণ্ডন হইয়াছে ধার্য্য হইল। ২৬৮ ...	৭৭৭
———	ইষ্টাম্পের রসুম। উকীল।	খাস আপীল গ্রাহ্য না হওয়াপর্য্যন্ত তাহার আরজীর সঙ্গে যে দলীল দাখিল হয় তাহার রসুম ফেরত যাইবেক না। ২৬৯	৭৭৮
———	———	আপেলাণ্ট আপীলের সঙ্গে যে২ দলীল দাখিল করিতে পারে। ২৭০	৭৭৮
———	———	দস্তাবেজের রসুম যে সময়ে দিতে হইবেক। ২৭১	৭৭৮
———	———	না দেওনের দণ্ড। ২৭২	৭৭৮
———	———	বাদী প্রতিবাদী উকীলেরদিগকে নিযুক্ত করিলে ওকালৎনামায় যাহা লিখিবে। ২৭৩ ...	৭৭৮
———	———	খাস আপীলের দ্বিতীয় দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ২৭৪	৭৭৮
———	———	খাস আপীলের এক বিশেষ মোকদ্দমায় খরচার জমা হইল। ২৭৯	৭৭৯
———	———	খাস আপীল অগ্রাহ্য করণে ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওনের বিষয়। ২৭৯—২৮১ ...	৭৭৯
———	———	আপীল পুনরায় বিচারের নিমিত্তে অর্পণ হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওন। ২৭৬ ...	৭৭৮
———	———	ঐ২ বিশেষ মোকদ্দমায় ইষ্টাম্পের এক অংশ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ২৭৭	৭৭৮
———	———	খাস আপীলের আসল এত্তেলানামা হারাণ গেলে সদর আদালত যে হুকুম করেন। ২৭৮	৭৭৯
———	———	সরাসরী আপীলের দরখাস্ত না করিয়া খাস আপীলের দরখাস্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৭৮	৭৫০
———	———	সদর আদালতে গ্রাহ্য হইলে পর খাস আপীলের বিষয়ে যাহা করিতে হইবেক। ২৪৫ ...	৭৭৫
———	———	কোন ব্যক্তি নিজে খাস আপীল দাখিল করিলে তাহার বিষয়ি বিধি। ২৭৫	৭৭৮

			পৃষ্ঠা।
আপীল সরাসরী।	অচিহ্নিত বিচারকেরদের হুকুমের উপর।	যে স্থলে মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর জিলার জজ গ্রাহ্য করিতে পারেন। ১	৬২৫
———	———	এবং সদর আমীন ও প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর। ২	৬২৫
———	———	যে গতিকে প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে না। ৩ ...	৬২৫
———	———	আপীলী মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর সরাসরী আপীল সদর আদালতে হয়। ৪	৬২৫
———	———	প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর যে প্রকারে গ্রাহ্য হইবেক। ৫	৬২৫
———	———	এই প্রকার আপীলের বিষয়ে যে২ আইন খাটে। ৬	৬২৫
———	———	তাহা গ্রাহ্য করণের মিয়াদ। ৭	৬২৫
———	———	যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ৮	৬২৬
———	———	উপস্থিত করণের রসুম বা উকীলের রসুম কি জামিন দিতে হইবেক না। ৯	৬২৬
———	———	তাহাতে কার্য্য করণের নিয়ম। ১০	৬২৬
———	———	যে স্থলে অধস্ত আদালতকে মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে হুকুম হইতে পারে। ১১	৬২৬
———	———	উক্ত বিধিতে "আইনের অন্যমতে" এই কথার অর্থ। ১২	৬২৬
———	———	যে স্থলে অগ্রাহ্য হইয়া আপেলাণ্টের ক্ষরীমানা হইতে পারে। ১৩	৬২৬
———	———	এমত স্থলে আদালতের হুকুম চূড়ান্ত। ১৩	৬২৬
———	———	সরাসরী আপীল অগ্রাহ্য হওয়াতে নয়রী আপীল করিবার বাধা নাই। ১৪ ...	৬২৭
———	———	ত্রুটির বিষয়ে কেবল সরাসরী আপীল হইতে পারে। ১৫	৬২৭
———	———	ননসুটের হুকুমের উপর আপীল হইলে আদালত যাহা করিবেন। ১৬	৬২৭
———	———	আপেলাণ্ট ভুলক্রমে খাস আপীলের দরখাস্ত করিলেও গ্রাহ্য হইতে পারে। ১৭ ...	৬২৭
———	———	যে স্থলে সরাসরী আপীল হইতে পারে না। ১৮	৬২৭
———	———	বিবাদি ভূমির মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির ভূমি গণিত হইবার বিষয়ে তাহার আপত্তি সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ১৯	৬২৭
———	———	যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় সেই বিষয়ে অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করা গিয়াছে বলিয়া যে আপত্তি অগ্রাহ্য হয় তাহার সরাসরী আপীল হইতে পারে না। ২০	৬২৭
———	———	উপস্থিত থাকা মোকদ্দমার বিচার বিষয়ে ঐ মোকদ্দমার করকার সময়ে যে হুকুম হয় তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে না। ২১...	৬২৭
———	———	দেওয়ানী মোকদ্দমা করকার হওনের সময়ে যে২ হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে ও যে আদালতে হইবেক তদ্বিষয়ে অতিরিক্ত বিধি। ২২—৩৫ ...	৬২৭। ৬২৮
———	———	মাতবর কারণে সদর আমীনের হুকুমের উপর মিয়াদের পরেও গ্রাহ্য হইতে পারে। ৩৬...	৬২৮
———	———	ইষ্টাম্পের আইনানুসারে ননসুটের হুকুমের উপর যে স্থলে হইতে পারে। ৩৭ ...	৬২৮
———	———	প্রধান সদর আমীনের যে মোকদ্দমায় এলাকা নাই তাহাতে হইতে পারে না। ৩৮ ...	৬২৯
———	———	বিশেষ গতিকে ননসুটের হুকুমের উপর গ্রাহ্য হইল। ৩৯	৬২৯
———	———	আপেলাণ্টের আপীল অগ্রাহ্য করণের পূর্ব্বে তাহার আরজীর সত্যতার বিষয় তজবীজ করিতে সদর আদালত হুকুম করিলেন। ৪১	৬২৯
———	———	ভূমির বিষয়ে সরাসরী আপীলের উপর প্রধান সদর আমীনের বিশেষ নিষ্পত্তি। ৪২ ...	৬২৯
———	———	৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় তাঁহার হুকুমের উপর সদর আদালতে হইবেক। ৪৩ ...	৬২৯
———	———	সদর আদালত ঐ প্রকার আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন। ৪৪। ৪৫	৬২৯
———	———	কিন্তু প্রধান সদর আমীনকে যে সরাসরী ও মুৎফরকা মোকদ্দমা অর্পণ হয় তাহার আপীল জিলার জজের নিকটে হইবেক। ৪৬	৬২৯
———	সদর আদালতে।	যে স্থলে সদর আদালত সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন। ৪৩	৭৪৯
———	———	ঐ আপীল গ্রাহ্য করণের মিয়াদ। ৭৪	৭৫০
———	———	ননসুটের হুকুমের উপর গ্রাহ্য হয়। ভিন্ন মজলীসমতে দাওয়া হওয়া সম্পত্তির বিধি। ভিন্ন২ ডিক্রীদার একি সম্পত্তি ক্রোক করিলে তাহারদের নামে যে প্রকারে নালিশ হয়। ৭৫	৭৫০

		পৃষ্ঠা।
আপীল সরাসরী।	সদর আদালতে। মুনসেফের ডিক্রী জারীর বিষয়ে জজের চূড়ান্ত হুকুমের উপর গ্রাহ্য হইল। ৭৬	৭৫০
——— ———	জজের সরাসরী এলাকা না থাকিলেও সরাসরী হুকুম করিলে সরাসরী আপীল হইলে। ৭৭	৭৫০
——— ———	যে গতিকভিন্ন সরাসরী আপীল গ্রাহ্য হয় না। ৭৯	৭৫০
——— ———	যে বিশেষ গতিকে সদর আদালত সরাসরী আপীল গ্রাহ্য করিলেন। ৪০	৬২৯
আপীল বিলায়তে।	পূর্ব্বকার সকল বিধি রদ হইয়া নীচের লিখিত বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল। ৩৫১	৭৮৯
———	সরকারী কার্য্যকারকেরা ও বিচারকর্ত্তারা ঐ নূতন বিধিমতে কার্য্য করিবেন। ৩৫২	৭৮৯
———	যে মিয়াদের মধ্যে ও যত টাকার নিমিত্তে আপীল হইতে পারে। ৩৫৩	৭৯০
———	আপীল গ্রাহ্য হইলে আদালত বিবাদি বিষয়ের মূল্য জানাইবেন। ৩৫৪	৭৯০
———	কিন্তু শ্রীশ্রীমতী মহারাণী অন্য নিয়মতেও আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন। ৩৫৫	৭৯০
———	দলীলদস্তাবেজ বিলায়তে পঁহুছিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৫৬	৭৯০
———	কাগজপত্রের নকল যে স্থানে রাখিতে হইবেক। ৩৫৭	৭৯১
———	ত্রুটির দণ্ড। ৩৫৮	৭৯১
———	শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর হুজুরে কৌন্সেলে আপীল বিচার করণের সংশোধিত বিধি। ৩৫৯	৭৯১
———	যে সময়ে আপীল ত্যাগ হইয়াছে বোধ হইবেক। ৩৬০	৭৯২
———	বিলায়তে আপীল করণাকাঙ্ক্ষী ডিক্রীর নকল লিখা সদর আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে। ৩৬১ ...	৭৯২
———	ঐ দরখাস্ত ছয় মাসের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক। ৩৬২...	৭৯২
———	যত টাকার মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে। ৩৬৩	৭৯২
———	সদর আদালত ছয় মাসের পর আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৩৬৪	৭৯৩
———	মোকদ্দমার কর্কার হওনকাল ন হুকুমের উপর বিলায়তে আপীল গ্রাহ্য নহে। ৩৬৫	৭৯৩
———	সদর আদালত পাপরের আপীল অগ্রাহ্য করিলে সেই হুকুমের উপর বিলায়তে আপীল হইতে পারে না। ৩৬৬	৭৯৩
———	যে মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিয়া তাহাতে কার্য্য সিদ্ধি না হইলে বিলায়তে আপীল করিবার মানস করে সে মোকদ্দমায় যাহা কর্ত্তব্য। ৩৬৭। ৩৬৮	৭৯৩
———	সদর আদালত বাদি কি প্রতিবাদির স্থানে জামিন লইয়া ডিক্রী জারী করিবেন কি না। ৩৬৯	৭৯৩
———	আপেলান্টেরা খরচার এবং ডিক্রীমতে কার্য্য করিবার জামিন দিবেক। ৩৬৯	৭৯৩
———	জামিন গ্রহণ হইলে আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে জ্ঞান হইবেক। ৩৬৯	৭৯৩
———	আপীল গ্রাহ্য হওনের বিষয়ে বাদি প্রতিবাদিকে যে এত্তেলা দিতে হইবেক। ৩৭০	৭৯৩
———	সদর আদালত অধিক জামিন লইতে পারেন। ৩৭১	৭৯৪
———	যে আদালতে আপীল দাখিল হয় সেই আদালত আপেলান্টের দখলে সম্পত্তি থাকিতে দিতে পারেন। ৩৭২	৭৯৪
———	আইনমতে জামিন না দেওয়া গেলে আপীল গ্রাহ্য হইবেক না। ৩৭৩	৭৯৪
———	যে কেহ আপেলান্ট কি রেস্পাণ্ডেন্টের স্থলে থাকে জামিন আপীল আদালতের ডিক্রীমতে কার্য্য করিতে বদ্ধ আছে। ৩৭৪	৭৯৪
———	জামিনের পরিবর্ত্তে আপেলান্টের ভূমির বন্ধক দেওন অগ্রাহ্য। ৩৭৫	৭৯৪
———	যে নিমিত্তে জামিনীপত্র জিলার জজের নিকটে পাঠান যাইবেক। জামিনের মাতবরী ৬ মাসের মধ্যে নিষ্পন্ন না হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৭৬	৭৯৪
———	উপযুক্ত সময়ে মাতবর জামিন না দেওয়াপ্রযুক্ত যে মলে আপীল হইতে পারিল না। ৩৭৭	৭৯৪
———	জামিন মাতবর না হইলে যাহা করিতে হইবেক। ৩৭৯	৭৯৫
———	জামিনের মাতবরীর নিশ্চয় করিবার জন্যে যাহা হইয়াছে তাহার কৈফিয়ৎ। ৩৮১	৭৯৫
———	জামিনের অতিশীঘ্র তহকীক হইবেক। জিলার জজ মিয়াদ বাড়াইতে পারেন না। ৩৮২	৭৯৫
———	কিন্তু ছয় মাসের পর নাজিরের কোন রিপোর্ট পাঠান যাইতে পারে। ৩৮৩	৭৯৫
———	জজ যে বিধিমতে জামিনের মাতবরীর তহকীক করিবেন। ৩৮৪	৭৯৬
———	জিলার আদালত জামিন পত্র পাইয়া আপত্তি শুনিয়া মাতবরীর বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। ৩৮৫ ...	৭৯৬
———	জজ ঐ আপত্তির প্রামাণ্য বিষয় ছয় মাসের মধ্যে তহকীক করিবেন। ৩৮৬	৭৯৬
———	যদি ছয় মাসের মধ্যে না হইতে পারে তবে আর তিন মাস দেওয়া যাইবেক। ৩৮৭	৭৯৬

		পৃষ্ঠা।
আপীল বিলায়তে।	ছয় মাসের পর কোন আপত্তি গ্রাহ্য নহে। ৩৮৮	৭৯৬
———	যে আপত্তি হয় তাহা জজ সদর আদালতে জানাইবেন। ৩৮৯	৭৯৬
———	তাহাতে সদর আদালত যে মতে কার্য্য করিবেন। ৩৯০। ৩৯১	৭৯৬
———	জিলার জজ ওজরদারকে ঐ আপত্তি সদরে জানাইবার সম্বাদ দিয়া সদর আদালতে হাজির হইতে তাহাকে হুকুম করিবেন। ৩৯২	৭৯৬
———	সদর পত্তনি তালুক জামিনস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। ৩৯৩	৭৯৬
———	কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের খরচার যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইবেক। ৩৯৪	৭৯৬
———	বিলায়তের ডিক্রীতে যত খরচা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার অধিক উসুল হইবেক না। ৩৯৫	৭৯৬
———	খরচা ইঙ্গরেজী মুদ্রায় যে হারে পাঠান যাইবেক। ৩৯৬	৭৯৭
———	কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরদের দেওয়া খরচার উপর সুদের বিধি। ৩৯৭	৭৯৭
———	পাপর আপেলান্টেরা যে জামিন দিবেক। ৩৯৮	৭৯৭
———	কোম্পানির কাগজ জামিনস্বরূপ দাখিল হইলে তাহার যে মূল্য ধরা যাইবেক। ৩৯৯	৭৯৭
———	খরচার জামিনীর যত টাকা দিতে হইবেক। ৪০০	৭৯৭
———	পাপরের আপীলের দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ৪০১	৭৯৭
———	পাপরের আপীলে যত জামিন লওয়া যাইবেক। ৪০২	৭৯৭
———	জামিন মুক্ত হইতে প্রার্থনা করিলে যাহা করিতে হইবেক। ৪০৩	৭৯৭
———	বিলায়তের আপীলে ইষ্টাম্প লাগিবেক না। ৪০৫	৭৯৮
———	কয়কারীর দুই কেতা নকল ইঙ্গলণ্ডে পাঠান যাইবেক। ৪০৬	৭৯৮
———	বাদী প্রতিবাদী মূল্য দিয়া কয়কারীর নকল পাইতে পারে। ৪০৬	৭৯৮
———	কয়কারীর ঐ দুই কেতা নকল প্রস্তুত করণের খরচা আপেলান্ট দিবেক। ৪০৭। ৪০৮	৭৯৮
———	তাহার খরচার টাকা আপেলান্ট আমানৎ করিবেক। ৪০৯	৭৯৮
———	মোকদ্দমায় যে আইন উল্লেখ হয় তাহার নকল ইঙ্গলণ্ডে পাঠাইতে হইবেক। ৪১০	৭৯৮
———	সকল আপীলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর স্বেচ্ছামতে করিতে পারিবার বাধা নাই। ৪১১	৭৯৯
———	যে কাগজের তরজমা করিতে হইবেক। ৪১২	৭৯৯
———	আপীলী মোকদ্দমার সহিত দাখিলহওয়া দস্তাবেজের তরজমা। ৪১৩। ৪১৪	৭৯৯
———	যে কাগজপত্র তরজমা হইবেক তাহার ফিরিস্তি রেজিষ্টর প্রস্তুত করিবেন। ৪১৫	৭৯৯
———	ঐ ফিরিস্তি করণের মিয়াদ এক মাস ৪১৬	৭৯৯
———	আপীলের প্রথম নকল যে২ ব্যক্তি করিতে না পারে। ৪১৭	৭৯৯
———	অতিউত্তম সেরেস্তদার লেখকেরা আপীলের নকল করিবেন। ৪১৮	৭৯৯
———	রুফানামা যেপ্রকারে ইঙ্গলণ্ডে পাঠান যাইবেক। ৪১৯	৭৯৯
———	মোকদ্দমার কাগজপত্র না পাঠান গেলে রুফানামা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। ৪২০	৭৯৯
———	বিলায়তের ডিক্রী জারী। ৪২১	৭৯৯
———	খরচা ও ওয়াসিলাতের নিষ্পত্তি করণ। জয়ি রেসপাণ্ডেণ্ট যাহা পাইবেক। ৪২২। ৪২৩	৮০০
———	রেসপাণ্ডেণ্টের নিকটে এত্তেলার পাঠ। ৪২৪	৮০০
আপীল।	উপস্থিত থাকিতে বিরোধি ভূমি। তাহার হস্তান্তর অসিদ্ধ। ২৭৩	৬৬৩
———	——— সরকারী রাজস্বের নিমিত্তে মোকদ্দমাসম্পর্কীয় সম্পত্তি নীলাম করণের বিধি। ২৭৪ ...	৬৬৩
———	——— ঐ সম্পত্তি রেসপাণ্ডেণ্ট খরীদ করিলে পর তাহার নামে ডিক্রী হইলে তাহার যে স্বত্ব। ২৭৪	৬৬৩
———	——— যে রেসপাণ্ডেণ্ট ঐ প্রকার সম্পত্তি খরীদ না করে তাহার স্বত্ব। ২৭৫	৬৬৩
———	——— ডিক্রী হওনের পরে বেনামী খরীদের তদারক করা নূতন মোকদ্দমা হয়। ২৭৬ ...	৬৬৩
———	——— উক্ত সকল বিধির মূল নিয়ম সেই প্রকার সকল মোকদ্দমায় খাটে। ২৭৭	৬৬৩
———	——— যে স্থলে আপেলান্ট কি রেসপাণ্ডেণ্ট জামিন দিতে না পারে তাহার বিধান। ২৭৮ ...	৬৬৪
———	——— আপীলী মোকদ্দমায় সম্পত্তি ক্রোক হইলে ও ক্রোক থাকিলে যে বিধি খাটে। ২৭৯ ...	৬৬৪
আপীল।	অনর্থক। তাহা নিবারণার্থ সুদ ও জরীমানার হুকুম হইবেক। ২১৩	৬৫২
———	——— মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় ঐ বিধি খাটে না। ২১৪। ২১৫	৬৫২

		পৃষ্ঠা
আপীল।	অনর্থক। অনর্থক আপীলে জরীমানা যে প্রকারে উসুল হইবেক। ১৭০	৬৪৭
আপীল।	পাপর মোকদ্দমায়। যাহারা আপীল করিতে চাহে তাহারদের বিষয়ি সাধারণ বিধি। ২৫২ ...	৪১২
———	——— আপীলের দরখাস্ত উপরিস্থ আদালতে দরপেশ হইবেক। ২৫৩	৪১২
———	——— দরখাস্তে যাহা লিখিতে হইবেক। তাহার সঙ্গে ডিক্রীর নকল পাঠাইতে হইবেক। ২৫৪	৪১২
———	——— আদালত যে গতিকে দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন। ২৫৫	৪১২
———	——— পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতি না দেওনের বিষয়ে জজের হুকুম চূড়ান্ত। ২৫৬ ...	৪১২
———	——— কিন্তু নির্দ্দিষ্ট নিয়মমত কার্য্য করিলে আপীল করিতে পারে। ২৫৭	৪১২
———	——— সদর আদালত পাপরস্বরূপ আপীল করণের অনুমতি না দিলে তাহার উপর আপীল বিলায়তে হইতে পারে না। ২৫৮	৪১৩
———	——— যোত্রহীন পাপরস্বরূপ আপীল না করিলে ডিক্রীর নকল শাদা কাগজে দাখিল করিতে পারে। ২৫৯। ২৬০	৪১৩
———	——— যে২ গতিকে আদালত পাপরের আপীল মঞ্জুর করিতে পারেন। ২৬১	৪১৩
———	——— যে বিশেষ গতিকে সদর আদালত পাপর আপীল নামঞ্জুর করিলেন। ২৬২	৪১৩
———	——— পাপর ফরিয়াদী জয়ী হইলে পাপরস্বরূপ রেস্পাণ্ডেণ্ট হইতে পারে। ২৬৩ ...	৪১৪
———	——— যে গতিকে পাপর আপেলাণ্টকে ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ২৬৪ ...	৪১৪
———	——— প্রথম ডিক্রীর উপর আপীল হওয়াতে রসুমের নিশা করণের বিলম্ব হইবেক না ২৬৫ ...	৪১৪
———	——— আসামী কি রেস্পাণ্ডেণ্ট পাপরস্বরূপ সওয়ালজওয়াব করিতে চাহিলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৬৬	৪১৪
———	——— আদালত যেপ্রকারে কার্য্য করিবেন। ২৬৭	৪১৪
———	——— আদালত যে গতিকে দরখাস্তে সমস্ত হইতে পারেন। ২৬৮	৪১৪
———	——— পাপরেরদের খাস আপীল। ২৬৯	৪১৪
———	——— ১৮৩৯ সালের ৯ আইন আপীলী মোকদ্দমার রেস্পাণ্ডেণ্টের বিষয়েও খাটে। ২৭০ ...	৪১৪
আফীনের এজেণ্ট।	স্বীয় পদোপলক্ষের কার্য্যের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের অধীন। ৬	৩৬৮
আবওয়াব।	আসল জমার সঙ্গে একত্র করিতে হইবেক। ৩০৪	৩৬৮
———	কোন নূতন আবওয়াব করিতে নিষেধ হইল। ১০৫...	৪১৮
আমলা।	কার্য্যকারক সরকারী দেখ।	
আমলা।	শপথ করণের পর আমীনস্বরূপ পাঠান গেলে তাঁহারদের রিপোর্ট বিনাশপথে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হয়। ৪৬৭	১৬১
———	সদর আদালতের। সদর আদালত অচিহ্নিত ডেপুটী রেজিষ্টরের কর্ম্ম নির্ণয় করিবেন। ৪২৫ ...	৮০০
———	——— কর্ণপাত্রিক সাহেব ও যুআর্ট সাহেবের কর্ম্ম। ৪২৬	৮০১
———	——— বাবু রামগোবিন্দ সোমের কর্ম্ম। ৪২৭	৮০১
———	——— ডেপুটী রেজিষ্টর জিলার কার্য্যকারকেরদের নিকটে যেরূপে পত্র লিখিবেন। ৪২৮ ...	৮০১
———	——— সদর আদালত আপনারদের প্রধান ও অন্যান্য আমলারদিগকে নিযুক্ত ও তগীর করিতে এবং ইশ্‌তাফা মঞ্জুর করিতে পারেন। ৪২৯	৮০১
———	——— তাঁহারদের অপবাদ যাহারা দেয় তাহারদের নামে নালিশ করাইতে পারেন। ৪৩০ ..:	৮০১
———	——— তাঁহারদের নামে ঘুষ ও জবরদস্তীতে টাকা লওনের নালিশ হইলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ৪৩১	৮০১
———	——— শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুকুম বিনা তাঁহারদের বেতন বদল হইবেক না। ৪৩২...	৮০১
———	——— দরপেশ করণার্থে দাখিল হওয়া দরখাস্ত লইতে যে আমলা নিযুক্ত হয় তাহার যাহা কর্ত্তব্য। ৪৩৫	৮০২
———	——— ওকালৎনামা ও মোখ্তারনামা সহী করিবার নিমিত্তে রসুম লইবেক না। ৪৩৬	৮০২
———	——— মুৎফরকা সিরিশ্‌তায় জজের পেশকার ও মহাফেজ মাসের প্রথম সপ্তাহে যে কাগজ দাখিল করিবেন। ৪৩৭	৮০২
———	জিলার আদালতের। কর্ম্ম উত্তরাধিকারস্বরূপ নহে এবং কোন সময়ে উঠান যাইতে পারে। ১ ...	৯৩
———	——— জজ তাহারদের মোকরর ও তগীরের চূড়ান্ত হুকুম দিবেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কি সদর আদালতের হুকুমের অপেক্ষা থাকে। ২। ৩	৯৩
———	——— সরকারী কর্ম্মের নিমিত্তে যাওন কালে পারাণি পয়সা লাগে না। ৪	৯৩
———	——— তাহারদের তগীর করণের কারণ প্রকাশ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫। ৬	৯৩। ৯৪

		পৃষ্ঠাঙ্ক
আমলা।	জিলার আদালতের। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বিনা তাহারদের বেতন কি সংখ্যা কি নাম পরিবর্ত্ত হইবেক না। ৭	৯৪
———	——— তাহারদের নামের ফর্দ্দ কাছারীতে লট্‌কান থাকিবেক। ৮	৯৪
———	——— গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিতঅপেক্ষা কম মাহিয়ানাতে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবেক না। ৯	৯৪
———	——— লিরিশ্‌তাদার কি পেশকার কি নাজির তগীর হইলে বা ইস্‌তাফা দিলে তাহার সম্বাদ ও তাঁহারদের এওজে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের নাম সদর আদালতে জানাইতে হইবেক। ১০ ...	৯৪
———	——— তাঁহারদের কএক জন যে শপথ করিবেন। ১১	৯৪
———	——— শপথের পরিবর্ত্তে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা। ১২	৯৫
———	——— ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে যাহার দস্তখৎ থাকিবেক। ১৩	৯৫
———	——— শপথবিষয়ক মতান্তর হওয়া বিধি যে২ আমলারদের প্রতি খাটে। ১৪	৯৫
———	——— গবর্ণমেণ্টের, কি সদর দেওয়ানী আদালতের কি সদর নিজামৎ আদালতের হুকুমক্রমে তগীর হইতে পারেন। ১৫	৯৫
———	——— যাহারা ১০৲ টাকার কম মাহিয়ানা পায় তাহারা তগীর হইলে তাহার রিপোর্ট পাঠাইতে হইবেক। ১৬	৯৬
———	——— ঐ রেজিষ্টরের চুম্বক বৎসরে২ জিলার জজের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ১৭	৯৬
———	——— তগীর হইলে রিপোর্টের সঙ্গে তাহারদের চেহারা লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক। ১৮ ...	৯৬
———	——— *জজেরা ঐ রেজিষ্টরের চুম্বক জিলার অন্য কার্য্যকারকেরদের নিকটে পাঠাইবেন।* ১৯ ...	৯৬
———	——— বিশেষ কুক্রিয়ার প্রমাণ না হইলেও তাহারা বিশ্বাসের অযোগ্য বোধ হইলে তগীর হইতে পারে। ২০	৯৬
———	——— তাঁহারদের সম্পত্তির বাহুল্যের উপযুক্ত কারণ দিতে না পারিলে তগীরের যোগ্য। ২০ ...	৯৬
———	——— তাঁহারদের ভারি জরীমানা হইবেক না। ২১	৯৬
———	——— এক স্থানহইতে অন্যত্র যাইবার রাহাখরচ। ২৩	৯৭
———	——— তাঁহারদিগকে ঘুষ দেওয়া অপরাধের ন্যায় দণ্ডনীয়। ২৪	৯৭
———	অচিহ্নিত বিচারকেরদের। উপরিস্থ আদালতের কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ বিচারকেরা আমলা নিযুক্ত করিবেন। ১০৬	১১০
———	——— তাহারদের নিযুক্ত হওনের বিষয়ে জজের যেরূপ কর্ত্তৃত্ব। ১০৭	১১০
———	——— অচিহ্নিত বিচারকেরা আত্মীয় লোককে কর্ম্ম দেওনার্থে আমলাকে তগীর করিতে পারেন না। যে২ হেতুতে তগীর হইতে পারে। ১০৮	১১০
———	——— জজের যেপ্রকার কর্ত্তৃত্ব আছে। আমলা অনুপযুক্তমতে তগীর হইলে তাঁহার নিকটে আপীল করিতে পারে। ১০৯	১১০
———	——— গহিতরূপে তগীর হইলে সদর আদালতে রিপোর্ট হইবেক। ১১০	১১০
———	——— জিলার জজেরদের কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে অতিরিক্ত কথা। ১১১	১১১
———	——— অনুপযুক্তমতে নিয়োগ ও তগীর করণ জজ যে রূপে নিবারণ করিবেন। ১১২	১১১
———	——— নিয়োগ ও তগীর ও পরিবর্ত্তনের সম্বাদ জজকে দিতে হইবেক। ১১৩	১১১
———	——— ঐ রিপোর্টের পাঠ। ১১৪	১১১
———	——— ঐ পাঠের ১ নম্বরী ঘরের অতিরিক্ত কথা। ১১৪/	৮৩০
———	——— পদ পরিবর্ত্তনের রিপোর্ট। ১১৫	১১১
———	——— তগীর করণের রিপোর্ট। ১১৬	১১১
———	——— ইস্‌তাফা দেওনের রিপোর্ট। ১১৭	১১১
———	——— আমলাদের নাম রেজিষ্টরী করণ এবং মাহিয়ানার বিল পাঠাওন। ১১৮	১১১
———	——— সদর আমীনেরা আপন২ কুটুম্বদিগকে নিযুক্ত করিবেন না। ১১৯	১১১
———	——— জজের আমলারদের যে অপরাধের যে দণ্ড তাহারদের সেই অপরাধের সেই দণ্ড। ১২০ ..	১১২
———	——— ১৮৩১ সা। ৫ আ। ২৫ ধা। ২ প্র যুনসেফেরদের আমলারদের প্রতি খাটে। ১২১ ...	১১২
———	——— ঘুষ কি জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন কি কুক্রিয়া বিষয়ে তাহারদের নামে নালিশ। ১২২ ...	১১২
———	——— রাহা খরচ। ১২৩	১১২
———	——— জজের তগীরের হুকুমের উপর আপীল সদর আদালতে হইবেক। ১২৪	১১২

		পৃষ্ঠা।
আমলা।	ভূমি সম্পত্তির বিষয়। যে ভূমি থাকে বৎসরে২ তাহার রিপোর্ট করিবেন। ২৬	৯৭
———	——— রিপোর্ট না হওয়া কোন ভূমি থাকন বিষয় কালেক্টর শুনিয়া যাহা করিবেন। ২৭ ...	৯৭
———	——— রিপোর্ট না করিলে কিম্বা সরবরাহ কর্ম্মে অত্যাচার করিলে তগীর হওনের যোগ্য। ২৮ ...	৯৭
———	——— ঐ হুকুম আমলারদের সকল প্রকার ভূমির বিষয়ে খাটে। ৩০	৯৭
———	——— নিযুক্ত হইলে ভূমির তফসীল লিখিয়া দিবেন ও পরে যে ভূমি পান তাহা জানাইবেন। ৩১	৯৮
———	——— ঐ তফসীল যে স্থানে থাকিবেক। ৩২	৯৮
———	——— বর্ত্তমান আমলারাও ঐ প্রকার তফসীল দাখিল করিবেন। ৩৩। ৩৪	৯৮
———	——— যে আমলা তফসীল দাখিল করেন নাই তিনি অবিলম্বে দাখিল করিবেন। ৩৫	৯৮
———	——— যাঁহারা ২০৲ টাকার অধিক বেতন পান কেবল তাঁহারদেরি বিষয়ে ঐ হুকুম খাটে। ৩৬। ৩৭	৯৮
———	——— ঐ তফসীলের মধ্যে সকল প্রকার জমী লিখিতে হইবেক। যে স্থানে তাহা রেজিষ্টরী হইবেক। ৩৮	৯৮
———	ঘুষপ্রভৃতির বিষয়ে দেওয়ানী নালিশ। ফরিয়াদী সুকৃতিপূর্ব্বক জামিন না দিলে নালিশ অগ্রাহ্য। ৩৯	৯৯
———	——— দেওয়ানী নালিশ হইলেও ফৌজদারী নালিশের বাধা নাই। ৪০	৯৯
———	——— যে২ গতিকে জিলার আমলারদের নামে ঐ প্রকার নালিশ সদর আদালতে গ্রাহ্য। ৪১ ...	৯৯
———	——— সদর আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমাতে ঐ নালিশের হেতু উদয় হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৪২ ...	৯৯
———	——— যে আদালতে ঐ নালিশের বিচার হইবেক। ৪৩	৯৯
———	——— দোষ সাব্যস্ত হইলে সুদসমেত টাকা ফিরিয়া দিবেক। জরীমানা হইবেক না। ৪৪ ...	১০০
———	——— দোষের প্রমাণ হইলে দণ্ডের হুকুম হইবেক। ৪৫	১০০
———	——— দোষ অমূলক হইলে নালিশকরণিয়ার নামে নালিশ হইতে পারে। ৪৬	১০০
———	——— ফৌজদারীতে দোষ সাব্যস্ত হইলে অন্যায়রূপে লওয়া সম্পত্তি ফিরিয়া দেওয়াইবার হুকুম হইতে পারে। ৪৭	১০০
———	ঘুষপ্রভৃতির বিষয়ে ফৌজদারীর নালিশ। দেওয়ানী নালিশ হইলেও ফৌজদারী নালিশ হইতে পারে। ৪৯	১০০
———	——— যে২ গতিকে ফৌজদারী আদালতে নালিশ হইতে পারে ও যে দণ্ড হইবেক। ৫০ ...	১০১
———	——— এই মত গতিকে তাহার রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে হইবেক। ৫১	১০১
———	——— দেওয়ানী আদালতে কোন কার্য্য হইলে কি না হইলে ফৌজদারী নালিশের বাধা নাই। ৫২	১০১
———	——— মাজিস্ট্রেট আপন ক্ষমতাপর্য্যন্ত দণ্ড দিতে কি দায়েরসায়েরীতে সোপর্দ্দ করিতে পারেন। ৫৩	১০১
———	——— মাজিস্ট্রেট দায়েরসায়েরীতে সোপর্দ্দ করিবেন। জজ করিবেন না। ৫৪	১০২
আমানৎ।	প্রোমিসরী নোটের নিমিত্তে কালেক্টরের নিকটে আমানতী টাকার দাওয়া যে হেতুতে অগ্রাহ্য। ৫৪২	৬২২
আমীন।	যে২ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। ৪২০	১৫৫
———	সেই কার্য্য করণের বিষয়ি বিধি। ৪২১	১৫৫
———	সেই২ গতিকে তাঁহারদের কার্য্য সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক। ৪২২	১৫৫
———	ডিক্রীক্রমে স্থাবর সম্পত্তির দখল দেওন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। ৪২৩	১৫৫
———	সেই২ কার্য্যে নিযুক্ত হইলে তাঁহারদের মেহনতানা। ৪২৪	১৫৬
———	কুক্রিয়া করিলে সেই মেহনতানা পাইবেন না। ৪২৫	১৫৬
———	জজের হুকুমক্রমে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারেন এবং কমিসান পাইবেন। ৪২৬	১৫৬
———	জামিনের মাতব্বরী এবং পাপরের যোগ্যহীনতার বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারেন। ৪২৭	১৫৬
———	১৮১৪ সা। ১৩ আ। ৫০—৫৩ ধারার নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মেতে জজ তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। ৪২৯	১৫৬
———	তাঁহারা জামিন দিবেন। ৪৩০	১৫৬
———	তাঁহারা সনদ পাইবেন। তাঁহারদের এলাকা। ৪৩১	১৫৬
———	তাঁহারদের কমিসান। এবং তাঁহারদের বিষয়ি বিধি। ৪৩২	১৫৬
———	তাঁহারা নায়েব নিযুক্ত করিতে পারেন না। ৪৩৩	১৫৬
———	তাঁহারদের নামের ফর্দ্দ সকল আদালতে লট্‌কান যাইবেক। ৪৩৪	১৫৬
———	তাঁহারদের কার্য্য জজের দ্বারা নিযুক্ত অন্য আমলারা করিতে পারে। ৪৩৫	১৫৭
———	এদেশীয় বিচারকেরা আমীনবিষয়ক বিধির মতাচরণ করিবেন। ৪৩৬	১৫৭
———	১৮৩৯ সালের ১ আইনক্রমে ক্রোকী সম্পত্তি বিক্রয়ে নিযুক্ত আমীনেরা উক্ত সরকুলরের দ্বারা আপনী কার্য্য করিবেন না। ৪৩৭	১৫৭

		পৃষ্ঠা।
আমীন।	জামিনীর মাতবরীর এবং স্রোত্রহীনের অবস্থায় তদারকের রসুম নাই। ৪৩৮	১৫৭
———	অবেতনভোগী আমীন উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন না। ৪৪৫	১৫৭
———	তাঁহারদের কার্য্য ও বেতনের বিষয়ে সাধারণ নিয়ম। ৪৩৯	১৫৭
———	তাঁহারদের কার্য্যের শ্রেণী। ৪৪০—৪৪৪	১৫৭
———	সরে জমীনে তহকীকে কিম্বা ডিক্রীক্রমে ভূমির দখল দেওয়ানেতে তাঁহারদের মেহনতানা। ৪৪৬ ...	১৫৮
———	তাঁহারদের ও তাঁহারদের পেযাদার সর্ব্বাপেক্ষা উর্দ্ধ বেতন। ৪৪৭	১৫৮
———	কার্য্য সমাপ্তির মিযাদের ও বেতনের বিধি। কার্য্য মন্দ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৪৪৮	১৫৮
———	নির্যমিত মিয়াদের মধ্যে রিপোর্ট না হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৪৪৯	১৫৮
———	তৃতীয় প্রকার কার্য্য কেবল দেওযানী আদালতের হুকুমক্রমে ভূমি ক্রোক ও বিক্রয়। ৪৫০	১৫৮
———	ভূমি ক্রোক ও বিক্রয় করণে আমীনের বেতন। চারি বিষয়ের বিধি। ৪৫১—৪৫৫	১৫৯
———	প্রথম তিন বিষয়ে আমীনের বেতন বিষযি বিধি। ৪৫৬	১৫৯
———	ঐ মেহনতানা ও কমিস্যনের বিষয়ি পুনশ্চ বিধি এবং সদর আদালতের পুনশ্চ হুকুম। ৪৫৭ ...	১৫৯
———	বাদি প্রতিবাদী তাহারদের বেতন অগ্রে আমানৎ করিবেক। ৪৫৮	১৫৯
———	ডিক্রীদার বেতন আমানৎ করিবেক। সেই বেতনের মোকাবিলা। ৪৫৯	১৬০
———	আমীন সর্ব্বসুদ্ধ যাহা লইতে পারেন তাহার সীমা। ৪৬০	১৬০
———	নীলাম হইলে পর অন্যথা হইলে যে বেতন পাইবেন ও যে ব্যক্তি সেই টাকা দিবেক। ৪৬১	১৬০
———	আমীনের দ্বারা নীলামের খরীদারকে দখল দেওযান। তাহার বেতন। ৪৬২	১৬০
———	তাঁহারদের মুহুরীর ও নকী এবং এক আসিষ্টাণ্ট থাকিবে। আমীনের দৈনিক বেতনের সীমা। ৪৬৩	১৬০
———	বেতনের একাংশ ফিরিয়া দিতে আদালতের হুকুম অন্যথা করণার্থ নযরী মোকদ্দমা হইবেক না। ৪৬৪	১৬০
———	আমীনের রিপোর্ট হইলে পর তাহার সত্যতার বিষয়ে শপথ করণ। ৪৬৫	১৬১
———	পদোপলক্ষে শপথ করিলে প্রত্যেক রিপোর্টের বিষয়ে শপথ করণের প্রয়োজন নাই। ৪৬৬	১৬১
———	পদে নিযুক্ত হইলে শপথ করিবেন এবং তাহা ডিক্রীতে লেখা যাইবেক। ৪৬৮	১৬১
———	যাঁহারা শপথ করেন নাই তাঁহারা শপথ করিবেন। ৪৬৯	১৬১
———	ঠিকা আমীন প্রত্যেক আলাহিদা রিপোর্টের সত্যতার বিষয়ে শপথ করিবেন। ৪৭০	১৬১
———	তাঁহারা আপনারদের দৈনিক কার্য্যের বিষয়ে মাসের কৈফিয়ৎ দিবেন। ৪৭১	১৬১
———	মাসিক কৈফিযতের নূতন পাঠ। ৪৭২	১৬১
———	রিপোর্টে যাহা লেখা থাকিবেক। ৪৭৩	১৬২
———	রিপোর্ট দাখিল করণের মিযাদ। তাহার দৃষ্টি করণ। ৪৭৪	১৬২
———	রিপোর্টের নূতন পাঠেতে যে উপকার হইবার সম্ভাবনা। ৪৭৫	১৬২
———	রিপোর্ট সদর আদালতে দাখিল হইবেক না। ৪৭৬	১৬২
———	ঐ বিধান যে তারিখ অবধি চলিবেক। ৪৭৭	১৬২
———	স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি উভয় বিক্রয় করিতে পারেন। ৪৭৮	১৬২
———	অচিহ্নিত বিচারকেরা ডিক্রী জারী করিতে তাঁহারদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। ৪৭৯	১৬৩
———	অন্য জিলার জজের জন্যে তদারক করিলে রসুমের যেরূপ বন্দোবস্ত হইবেক। ৪৮০	১৬৩
———	মুনসেফেরা সরেজমীনে তহকীক করণার্থে তাঁহারদিগকে পাঠাইতে পারেন। ৪৮১	১৬৩
———	আদালত সরেজমীনে তহকীকে তাঁহারদিগকে পাঠাইতে পারেন। তাঁহারদের বেতন। ৪৮৩ ...	১৬৩
———	জিলার জজ তাঁহারদিগকে তগীর করিতে পারেন। তাঁহার হুকুমের উপর আপীল। ৪৮৫	১৬৩
———	তাঁহারদের নিকটে দাখিল হওয়া দস্তাবেজের ইষ্টাম্পের রসুম দিবার হুকুম নাই। ৪৮৫/ ...	১৬৩
———	সম্পত্তি বিক্রয়ে নিযুক্ত হইলে মাসিক হিসাব ও জামিন দিবেন। ৪৮৬। ৪৮৭।	১৬৩, ১৬৪
———	ডিক্রীক্রমে জমীদারী বন্টন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে রেযতের বিষয়ে যেরূপ দণ্ড হইবেক। ২৬৯ ...	৭১৮
আরজী নালিশী।	তাহার মর্ম্ম ও পত্রাঙ্ক ও নকল বহীতে লেখাওন। ১৭৮	২১১
———	গোমাশ্তা কি উকীল দাখিল করিতে পারেন। ১৭৬	২১৬
———	আদালতের রোয়দাদের বহীতে তাহার নকল করার আবশ্যক নাই। ১৯০	২১৭
আসল টাকা ও সুদ।	জব্দ হওন। আইন এড়াইবার জন্যে যে স্থলে আসল ও সুদ জব্দ হইবেক। ৪৩	৫৫১

পৃষ্ঠা।

আসল টাকা ও সুদ। জব্দ হওন। যে মোকদ্দমায় এক জন মুসলমান ধর্ম্ম রক্ষার জন্যে সুদ ও আসল টাকা এক খতে সংযোগ করিল। ৪৪ ... ... ৫৫২
——— ——— কর্জ্জের খতে বেআইনী সুদের অঙ্গীকার লেখা থাকিলে আসল টাকা জব্দ হয় না। ৪৫ ... ৫৫২
——— ——— কোম্পানির কাগজের ডিসকৌণ্ট হইলে আসল মূল্যক্রমে কর্জ্জ দেওয়া আইন এড়ান নহে। ৪৬ ৫৫২
——— ——— শতকরা ১২৲ টাকার খত এবং মেহনতানা বলিয়া মাসে শতকরা আর ॥০ আনার খত লওয়া গেলে আসল কর্জ্জ আদায় হইতে পারে না। ৪৭ ... ... ৫৫২
——— ——— সুদ ও বাড়তি লইবার স্পষ্ট নিয়ম হইলে আসল টাকা জব্দ হইবেক না। ৪৮ ... ৫৫২
——— ——— কর্জ্জের বাবৎ খত সুদসমেত লেখা গেলে এবং ধরাট কিম্বা কিঞ্চিৎ বাদ দেওয়া গেলে ঐ আসল টাকা আদায় হইতে পারে। ৪৯ ... ... ৫৫২
——— ——— বয়লগুফার মোকদ্দমায় আসল টাকাহইতে কিছু বাদ দেওনের দ্বারা বেআইনী সুদ লওয়াতে দাওয়া বিফল হয়। ৫০ ... ... ৫৫২
——— ——— বিনামূল্যে ভূমি হস্তান্তর করা ১৭৯৩ সা। ১৫ আ। ৯ ধারামতে বিচার হইবেক। ৫১ ... ৫৫২
আসামী। এক আসামীর নাম না লেখা গেলেও তাহার বর্ণনা থাকিলে তাহা মোকদ্দমা ননসুটের হেতু নহে। ১৮৫ ... ২১৭
——— প্রবঞ্চনাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে আসামী করা গেলে যাহা কর্ত্তব্য। ২০০ ... ... ২১৯
——— আসামী না থাকিলে কিন্তু তাহার সম্পত্তি থাকিলে মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে। ২০১ ... ... ২১৯
——— মৃত ব্যক্তিকে আসামী করণের ভুল সংশোধিত হইতে পারে। ১৮৪ ... ... ২১৭
——— আসামী দেশত্যাগী হইলে মোকদ্দমা চালান যাইতে পারে না। ২০২ ... ... ২১৯
——— মৃত আসামীর উত্তরাধিকারিদিগকে হাজির হইবার এত্তেলা দিতে হইবেক। ২০৩ ... ... ২১৯
ইজারদার। ইজারা থাকিতে পাট্টাদেওনিয়ার বিরুদ্ধে ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহাকে বেদখল করিতে পারে না। ৮০ ... ৬৮৯
ইনশালবেণ্ট আদালত। যোত্রহীন দেখ।
ইস্তিহারনামা। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে কালেক্টরের এবং কালেক্টরের কাছারীতে আদালতের ইশ্তিহারনামা লট্কানের বিধি। ৬০৩ ... ... ৮৮
——— নীলামের বিষয়ে ইশ্তিহারনামার বিলম্ব করিতে হইবেক না। ৬০৪ ... ... ৮৮
ইষ্টাম্প দলীলদস্তাবেজের। A তফসীলমতে লিখিত দস্তাবেজের মাসুল লওয়া যাইবেক। ইষ্টাম্প না হওয়া কোন দলীল আদালতে গ্রাহ্য হইবেক না। ৪৮৯ ... ... ১৬৪
——— অধিক মূল্যের ইষ্টাম্প হইলে হানি নাই কিম্বা পূর্ব্বে লেখা দলীল নির্দ্দিষ্ট মূল্যে ইষ্টাম্প হইলে তাহা গ্রাহ্য হওনের বাধা নাই। ৪৯০ ... ... ১৬৪
——— ছাপার সহীর বিভেদপ্রযুক্ত গ্রাহ্য হওনের আপত্তি নাই। ৪৯১ ... ... ১৬৪
——— উপযুক্তমতে দস্তখৎ না হওয়া ইষ্টাম্প কাগজে দলীল দাখিল করিবার দণ্ড। জালকরা ইষ্টাম্প দাখিল হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৪৯২ ... ... ১৬৫
——— ইষ্টাম্প না হওয়া কিম্বা অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প হওয়া দলীলে ইষ্টাম্প বসাইবার বিধি। ৪৯৩। ৪৯৪ ১৬৫। ১৬৬
——— ইষ্টাম্প না হওয়া দলীলে ইষ্টাম্প বসাইবার সময় যে গতিকে দেওয়া যাইতে পারে। ৪৯৫ ... ... ১৬৬
——— অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পহওয়া দলীলে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবার মিয়াদ দেওয়া যাইতে পারে। ৪৯৬ ... ১৬৬
——— যে দলীল দাখিল করা গিয়াছে কেবল তাহার বিষয়ে উক্ত বিধি খাটে। ৪৯৭ ... ... ১৬৬
——— মুৎফরক্কা মোকদ্দমার দলীল উপযুক্তমতে ইষ্টাম্প না হইলে অগ্রাহ্য হইবেক। ৪৯৮ ... ... ১৬৬
——— রাজস্বের কমিস্যনরের হুকুমে ইষ্টাম্প করা কাগজ আদালতে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। ৪৯৯ ... ১৬৬
——— যে দলীলে উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসান গিয়াছে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক। ৫০০ ... ... ১৬৬
——— রাজস্বের কার্য্যকারকেরা যে কোন দলীলে ইষ্টাম্প লাগে না কহেন আদালত তাহা গ্রাহ্য করিবেন। ৫০১ ১৬৭
——— সাদা কাগজের দলীল কিম্বা অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পহওয়া দলীলক্রমে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় তাহার উপর খাস আপীল গ্রাহ্য হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫০২ ... ... ১৬৭
——— ইষ্টাম্প না দেওনের জরীমানা দেওয়া গেলে প্রচুর নহে। ঐ দলীলে ইষ্টাম্প বসাইতেই হইবেক। ৫০৩ ১৬৭
——— সওদাগরেরদের খাতাবহীতে ইষ্টাম্প করা অনাবশ্যক। ৫০৪। ৫০৫ ... ... ১৬৭
——— কোন ব্যক্তি বাকী টাকার জামিনস্বরূপ আপন নাম সহী করিলে ঐ জামিন মাতব্বর হইবার নিমিত্তে খাতাবহীর ঐ ফর্দ্দেতে ইষ্টাম্প বসাইতে হইবেক। ৫০৬ ... ... ১৬৭

পৃষ্ঠা।

ইষ্টাম্প দলীলদস্তাবেজের। সওদাগরের খাতাবহীতে খতের ন্যায় যে ফর্দ লেখা যায় ও সহী হয় তাহাতে ইষ্টাম্প না হইলে ঐ খৎ গ্রাহ্য নহে। ৫০৭ ... ... ১৬৭

——— হস্তান্তর করণপত্র ও একরারনামা ও চুক্তিপত্র ও তমঃসুক ও জামিনী পত্রে যে ইষ্টাম্প লাগিবেক তাহা A চিহ্নিত তফসীলে আছে। ৫০৯ ... ... ১৬৮। ১৮২

——— হুণ্ডী স্বীকার হইয়া কেনাবেচা হইলেও যদি ইষ্টাম্প বসান না গিয়া থাকে তবে গ্রাহ্য নহে। ৫১০ ... ১৬৯

——— দুই বা ততোধিক কর্জ্জের টাকা একি ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গেলে সেই দলীল যে গতিকে মঞ্জুর হইবেক। ৫১১ ১৭০

——— অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা বস্তুঅনুসারে কর্জ্জ আদায় করিবার দাওয়া অগ্রাহ্য হইল। ৫১২ ... ১৭১

——— ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য কর্জ্জের আসল টাকার অনুসারে হিসাব করিতে হইবেক। ৫১৩ ... ... ১৭১

——— সিক্কা ও কোম্পানির টাকার মূল্যের বৈলক্ষণ্যের বিষয়ি বিধি। ৫১৪। ৫১৫ ... ... ১৭১। ১৭২

——— কোন ব্যক্তি জামিনস্বরূপ আপনার নাম সহী করিলে ও শাদা কাগজে জামিনী পত্র লিখিয়া না দিলেও তাহার নামে নালিশ হইতে পারে। ৫১৬ ... ... ১৭২

——— আসল খতের জামিনীনামা লেখা গেলে যে বিধি খাটে। ৫১৭ ... ... ১৭২

——— দুই আইনের অর্থের ভাব ঐক্য করণ। ৫১৮ ... ... ১৭২

——— সরকারী প্রদারার ইজারদার ও তাহার জামিনীর কবুলিয়তের বিষয়ি বিধি। ৫১৯ ... ... ১৭৪

——— হুকুমপ্রভৃতির নকল পাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজের কেবল এক পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক। ৫২০ ... ১৭৫

——— সওদাগরেরদের হিসাব ও খাতাবহীর যে নকল মিসিলের সঙ্গে রাখা যায় তাহার যত ইষ্টাম্প লাগে। ৫২১ ১৭৫

——— পত্তনি তালুকের পাট্টার ও কবুলিয়তের ইষ্টাম্প। ৫২২ ... ... ১৭৬

——— অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পহওয়া পাট্টা ও কবুলিয়তে বিনা জরীমানায় উপযুক্ত ইষ্টাম্প বসাইবার মিয়াদ। ৫২৩ ১৭৬

——— সেই মিয়াদের পর জরীমানা লাগিবেক। ৫২৪ ... ... ১৭৭

——— পাট্টা ও কবুলিয়ৎ শাদা কাগজে হইবেক। ৫২৫ ... ... ১৭৭

——— আসল টাকা বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য জ্ঞান হইবেক ও তদনুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য নিরূপণ হইবেক। ৫২৬ ১৭৮

——— হেবা সেলে এওজের একরারনামামতে ইষ্টাম্প লাগিবেক। ৫৩০ ... ... ১৮১

ইষ্টাম্প। আদালতের কাগজপত্রের উপর। ৫৩৩ ... ... ১৮২

——— ১ নং। বেলের তমঃসুক কি মুচলকা কি রিকগ্নি জান্স কি জামিনী কাগজের ইষ্টাম্প। ৫৩৪ ... ... ১৮২

——— ——— মালজামিনী পত্র আসল খতের সঙ্গে একি কাগজে লেখা যাইবেক না। ৫৩৫ ... ... ১৮২

——— ——— কিন্তু তাহা সিদ্ধ করিবার উপযুক্ত কার্য্য হইলে গ্রাহ্য হইতে পারে। ৫৩৬ ... ... ১৮২

——— ——— যে মুচলকা শাদা কাগজে লিখিতে হইবেক। ৫৩৭ ... ... ১৮৩

——— ——— পোলীসের আমলারদের হাজির জামিনী পত্র শাদা কাগজে হইবেক। ৫৩৮ ... ... ১৮৩

——— ২ নং। ডিক্রীর নকল যে ইষ্টাম্পে লিখিতে হইবেক। ১৮৩

——— ——— ১৮১৭ সা। ৩ আ। ২ ধা। রদ হইল। ৫৩৯ ... ... ১৮৩

——— ——— জিলার আদালতে সকল মোকদ্দমার ইষ্টাম্প লাগে। ৫৪০ ... ... ১৮৩

——— ৪ নং। মালগুজারী ও আদালত সম্পর্কীয় রোয়দাদ ও হিসাব ও নিবেদন পত্র ও বিবরণ পত্রাদির ইষ্টাম্প। ১৮৩

——— ——— নকলের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে হইবেক। ৫৪১ ... ... ১৮৪

——— ——— ১৮২৯ সা। ১০ আ। B তফ। ৩ দফার যে দলীল লেখা যায় নাই তাহার নকল রোয়দাদে রাখিবার নিমিত্তে হইলে শাদা কাগজে হইবেক। ৫৪২ ... ... ১৮৪

——— ——— রোয়দাদের নিমিত্তে হিসাবের নকল কি চুম্বকের যত ইষ্টাম্প লাগিবেক। ৫৪৩ ... ১৮৪

——— ৫ নং। নিদর্শন পত্র দাখিল হইলে যে ইষ্টাম্প লাগে। ১৮৪

——— ৬ নং। মোখ্তারনামা ও ওকালৎনামা ও ক্ষমতার্পণ পত্রের ইষ্টাম্প। ১৮৪

——— ৭ নং। আরজী কি দরখাস্তের ইষ্টাম্প। ১৮৪

——— ——— মুনসেফেরদের নিকটে মুৎফক্কা দরখাস্তের ইষ্টাম্প লাগিবেক না। ৫৪৪ ... ... ১৮৫

——— ——— মুনসেফেরদের আদালতে ১৮৩১ সা। ৫ আ। ৬ ধা। ৪ প্রকরণানুসারে সম্পত্তির দাওয়ারের দরখাস্ত শাদা কাগজে হইবেক। ৫৪৫ ... ... ১৮৫

——— ——— আদালতে আমানতী টাকা দিবার হুকুম যদি না হইয়া থাকে তবে তাহার জন্যে দরখাস্তে ইষ্টাম্প লাগিবেক। ৫৪৬ ... ... ১৮৫

পৃষ্ঠা।

ইষ্টাম্প। আদালতের কাগজপত্রের। আপীলের সময়ে ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে পাপরের দরখাস্তের ইষ্টাম্প লাগে। ৫৪৭ ... ... ১৮৫
——— ——— ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি হস্তান্তর ও বিক্রয় করণের ওজরদারেরা মুনসেফের নিকটে শাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে পারে। ৫৪৮ ... ... ১৮৫
——— ——— সরাসরী মোকদ্দমার দরখাস্তের ইষ্টাম্পের মাসুল। ৫৪৯ ... ... ১৮৫
——— ——— দেওয়ানী আদালতের হুকুমে কয়েদীরা যে বিষয়ে শাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে পারে। ৫৫০ ১৮৬
——— ——— জিলা ও শহরের আদালতে সকল দরখাস্তের ইষ্টাম্পের মূল্য ॥০ আনা। ৫৫১ ... ১৮৬
——— ——— মোকদ্দমার খরচার জামিনী পত্রের যে ইষ্টাম্প লাগিবেক। ৫৫২ ... ... ১৮৬
——— ——— ১৮১৪ সালের ১ আইনানুসারে নালিশের আরজী ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ৫৫৩ ১৮৬
——— ৮ নং। প্লেণ্ট অর্থাৎ এদেশীয় আদালতে প্রথমত ও আপীলী মোকদ্দমার দরখাস্তের ইষ্টাম্প। ... ১৮৬
——— ——— নালিশের আরজী সমুদয় এক ফর্দ্দে না আঁটিলে অন্য ফর্দ্দ শাদা কাগজে হইতে পারে। ৫৫৫ ১৮৭
——— ৯ নং। আদালতে সওয়াল জওয়াব অর্থাৎ জওয়াব কি রদ্দ জওয়াব কি জওয়াবল জওয়াব কি অবশেষ জওয়াব যে ইষ্টাম্পে লেখা যাইবেক। ১৮৭
——— ——— জিলার আদালতের সওয়াল জওয়াবের ইষ্টাম্পের মূল্য। ৫৫৬ ... ... ১৮৭
——— ——— আপীলহওয়া ডিক্রীর ওজর আপত্তিদা আরজীরূপে দাখিল হইলে ইষ্টাম্পের মূল্য। ৫৫৭ ১৮৭
——— ——— নানা মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবের ইষ্টাম্পের মূল্য। ৫৫৮ ... ... ১৮৭
——— ——— প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পিত ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের আসল মোকদ্দমায়। ৫৫৯ ১৮৭
——— ——— ১৮১৯ সালের ২ আইনানুসারে কালেক্টরের নিষ্পত্তির উপর আপীলে ইষ্টাম্পের মূল্য। ৫৬০ ১৮৭
——— ——— প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীলে ইষ্টাম্পের মূল্য। ৫৬১ ... ... ১৮৮
——— ১০ নং। রাজীনামা ও রফানামা ও সোলেনামার ইষ্টাম্প। ১৮৮
——— ——— রাজীনামা হইলে ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৫৬২ ... . ১৮৮
——— ——— বিবাদি বিষয়ের সম্পূর্ণরূপে রফা না হইলে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। ৫৬৩ ... ১৮৮
——— ১১ নং। সাক্ষি তলব করণের দরখাস্তের ইষ্টাম্প। ১৮৮
——— দস্তাবেজের ও সাক্ষিরদের ইসমনবীসীর ইষ্টাম্পের বিষয়ি আইনের অর্থ। যে স্থলে অনেক দস্তাবেজ ও তলবচিঠীর নিমিত্তে একি দরখাস্ত গ্রাহ্য হয়। ৫৬৪ ... ... ১৮৯
——— ——— আলাহিদা দস্তাবেজ অধিক ফর্দ্দে লেখা গেলেও গ্রাহ্য হইতে পারে। ৫৬৫ ... ... ১৮৯
——— ——— নয়রী মোকদ্দমার ডিক্রীর নকল আপীলের আরজীর সহিত দাখিল হইলে ইষ্টাম্প লাগিবেক। বর্জ্জিত কথা। ৫৬৬ ... ... ১৮৯
——— ——— তলব না হওয়া সাক্ষিরদের জোবানবন্দী ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত দরখাস্ত বিনা লওয়া যাইবেক না। ৫৬৭ ... ... ১৮৯
——— ——— মুনসেফেরদের সম্মুখে মোকদ্দমার দস্তাবেজ ও ইসমনবীসীর ইষ্টাম্প নাই। ৫৬৮ ... ১৮৯
——— ——— সরাসরী মোকদ্দমায় ইষ্টাম্প নাই। ৫৬৯। ৫৭০ ... ... ১৮৯
——— ——— যে২ নিদর্শনপত্রের ইষ্টাম্প লাগে। খাস আপীলে যে স্থলে দস্তাবেজের ইষ্টাম্প লাগে। ৫৭১ ১৮৯
——— ——— ১৮৩১ সালের ৫ আইনের পূর্ব্বের উপস্থিত মোকদ্দমার দস্তাবেজের ও ইসমনবীসীর ইষ্টাম্পের মূল্য নিরূপণ। ৫৭২ ... ... ১৮৯
——— ——— পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের সঙ্গে যে দলীল দাখিল হয় তাহা ইষ্টাম্পের যোগ্য। ৫৭৩ ... ১৮৯
——— ——— ইসমনবীসীর,ইষ্টাম্প দস্তাবেজের তুল্য লাগিবেক। ৫৭৪ .. . ... ১৯০
——— ——— সদর আদালতে উপস্থিত বিশেষ প্রকার মোকদ্দমার ইসমনবীসীর যে ইষ্টাম্পের মূল্য লাগিবেক। ৫৭৫ ... ... ১৯০
ইষ্টাম্পের মাসুল। ১৮২৯ সালের ১০ আইনেতে ইষ্টাম্পের বিষয়ি পূর্ব্বকার সকল আইন রদ হইয়াছে। ৪৮৮ ... ৭১৬৪
ইষ্টাম্প কাগজ হরণ করণ। ব্লোয়দাদ শব্দ দেখ।
ইষ্টেট। সম্পত্তি দেখ।
উইল। সুপ্রিম কোর্ট প্রোবেট দিলে কেবল ঐ আদালত তাহা অন্যথা করিতে পারেন। ৩৯৩ ... ... ৬০৪
উইল না লিখিয়া মরে যে। তাহারা অস্থাবর সম্পত্তি কোন জজের এলাকায় রাখিয়া মরিলে তাহা কর্ত্তব্য। ২৫৫ ... ৫৮২

পৃষ্ঠা।
উইল না লিখিয়া মরে যে। প্রমাণহওয়া উত্তরাধিকারিকে সম্পত্তি দেওনের পূর্ব্বে জামিন লইতে হইবেক না। ২৫৬ ... ৫৮৩
——— বারো মাস অতীত না হইলে মহাজনেরা সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ করিতে পারে না। ২৫৮ ... ৫৮৩
——— গবর্ণমেণ্টের নামে সম্পত্তি জমা হইলে দাওয়ার বিষয়ে যেপ্রকারে নিয়ম করা যাইবেক। ২৫৯ ... ৫৮৩
——— ঐ বারো মাসের মিয়াদ যে তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। ২৬০ ... ... ৫৮৩
——— তাহারদের সম্পত্তির মধ্যে যে প্রকার খত নিদর্শনপত্রাদি অবিলম্বে আদায় হইতে পারে। ২৬২ ... ৫৮৩
——— তাহারদের সম্পত্তি রক্ষা করণার্থে মাজিরের কমিসান। ২৬৩ ... ... ৫৮৩
——— ঐ সম্পত্তি মাজিস্ট্রট জজের নিকটে পাঠাইবেন। ২৬৫ ... ... ৫৮৪
——— ঐ সম্পত্তি তছরুফ না হইবার নিমিত্তে তাহার বিষয়ে রিপোর্টের পাঠ। ২৬৮ ... ... ৫৮৪
উকীল। নিয়োগ। যাঁহারা সেই পদে নিযুক্ত হইতে পারেন। ২৪২ ... ... ১৩০
——— ——— ঐ পদাকাঙ্ক্ষিরদের ইমতিহান। ২৪৩ ... ... ১৩০
——— ——— পদাকাঙ্ক্ষিরা মুনসেফের মত সুপারিশপত্র দাখিল করিবেন। ২৪৪ ... ... ১৩০
——— ——— ইমতিহানের নির্দ্দিষ্ট তারিখ। ২৪৫ ... ... ১৩০
——— ——— এইক্ষণে যাঁহারা ওকালতী করেন তাঁহারদের ইমতিহান। ২৪৬ ... ... ১৩০
——— ——— নানা জিলার ইমতিহানের কমিটি যাঁহারা হইবেন এবং যে সময়ে বসিবেন। ২৪৭ ... ১৩০
——— ——— তাঁহারদের ইমতিহানেতে অঙ্কের ব্যবহার। ২৪৮ ... ... ১৩০
——— ——— অধস্ত আদালতের উকীল যে প্রকারে উপরিস্থ আদালতে উকীল হইতে পারেন। ২৪৯ ... ১৩১
——— ——— উপরিস্থ আদালতের উকীল অধস্ত আদালতে ওকালতী করিতে পারেন। ২৫০ ... ১৩১
——— ——— এক জিলাতে যে সর্টিফিকট দেওয়া যায় তাহা সকল জিলাতে মাতবর। ২৫১ ... ... ১৩১
——— ——— মুনসেফের যোগ্যতা পত্রপাত্র ব্যক্তিরা ওকালতী করিতে পারেন। সদর আদালত কোন কাহাকে আপন আদালতে ওকালতী করিতে দিতে পারেন। ২৫২ ... ... ১৩১
——— ——— পদাকাঙ্ক্ষিরদের ইমতিহানের বিষয়ে যে বিধি খাটে। ২৫৩ ... ... ১৩১
——— ——— জজ তাঁহারদিগকে নিযুক্ত ও তগীর করিতে পারেন। ২৫৯ ... ... ১৩২
——— ——— তাঁহারদের ভূমির বিষয়ি বিধি। ৩০ ... ... ৯৭
——— ——— যে আদালতে নিযুক্ত হন সেই আদালতের সনদ পাইবেন। সনদের পাঠ। ২৬০ ... ১৩২
——— ——— মরিলে কি তগীর হইলে বা ইস্তাফা দিলে সনদ রহিত হইবেক। ২৬১ ... ... ১৩২
——— ——— তগীর হইয়া সনদ ফিরিয়া দিতে না চাহিলে তাঁহারদের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য। ২৬২ ... ১৩২
——— ——— তাঁহারা শপথ করিবেন কি সুকৃতিপত্র লিখিয়া দিবেন। ২৬৩ ... ... ১৩২
——— ——— যে আদালতে নিযুক্ত কেবল সেই আদালতে সওয়াল জওয়াব করিবেন। ২৬৪ ... ১৩২
——— ——— জজ সদর আমীনেরদের আদালতে উকীল নিযুক্ত করিতে পারেন। ২৬৫ ... ... ১৩৩
——— ——— তাঁহারা কমিসানরের আদালতে মোখ্তারী করিতে পারেন না। ২৬৬ ... ... ১৩৩
——— ——— জজেরা সদর আমীনেরদের আদালতে উপযুক্তসংখ্যক উকীল নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারদের বিষয়ে বিধি। ২৬৭ ... ... ১৩৩
——— ——— যাঁহারা প্রধান সদর আমীনের আদালতে ওকালতী করিতে পারেন। ২৬৮ ... ১৩৩
——— ——— জজের উকীল প্রধান সদর আমীনের আদালতে ওকালতী করিতে নিযুক্ত হইলে ঐ আদালতের উকীল হন না। ২৬৯ ... ... ১৩৩
——— ——— তাঁহাকে যোত্রাপন্ন লোকের নিমিত্তে ওকালতী করিবার হুকুম হইতে পারে না। ২৭০ ... ১৩৩
——— ——— কোন সনদপ্রাপ্ত মোখ্তার কি উকীলের দ্বারা নালিশী আরজী দাখিল হইতে পারে। ২৭১ ১৩৩
——— ——— জজ তাঁহারদিগকে নানা আদালতে নিযুক্ত করিবেন। ২৭২ ... ... ১৩৩
——— ——— জজের আদালতের বিষয়ে উকীলের বিধি সদর আমীনের আদালতের উকীলের প্রতি খাটে। ২৭৩ ... ... ১৩৩
——— ——— বাদীপ্রতিবাদী একের অধিক উকীল নিযুক্ত করিতে পারে কিন্তু তাঁহারদের কর্ম্মের বিষয়ে দায়ী হইবেক। ২৭৪ ... ... ১৩৪
——— ——— তাঁহারা নরেজমীনে তহকীক করিবার নিমিত্তে প্রেরিত হইতে পারেন। ৪৮৪ ... ১৬৩
——— তাঁহারদের তগীর করণ। রিপোর্ট না করিয়া জজ তগীর করিতে পারেন। ২৭৫ ... ... ১৩৪

			পৃষ্ঠা।
উকীল।	তাঁহারদের তগীর করণ।	অধস্থ আদালতের উকীলের তগীর সদর আদালতের মঞ্জুরীর অপেক্ষা। ২৭৬	১৩৪
———	———	যে দোষের নিমিত্তে তগীর হইতে পারে। ২৭৭	১৩৪
———	———	তাঁহারদের শৈথিল্যপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে সনদ বাতিল হইবেক। ২৭৮—২৮১	১৩৪। ১৩৫
———	———	শৈথিল্য ও অমনোযোগের দণ্ড। ২৮২	১৩৫
———	———	অধস্থ আদালতের বিচারকেরদের বদনাম করিবার জন্যে মোকদ্দমা চালাওনের বিষয়ে অসত্য কথা কহিলে যে দণ্ড হইবেক। ২৮৩—২৮৫	১৩৫
———	———	বেনামী ওকালৎনামা গ্রহণ করিলে তগীর হইবার যোগ্য। ২৮৬	১৩৬
———	———	জানিয়া শুনিয়া অপ্রকৃত মত জানাইলে যে দণ্ড হইবেক। ২৮৭	১৩৬
———	———	এক জজ তগীর করিলে অন্য জজ সদর আদালতের অনুমতিবিনা পুনরায় নিযুক্ত করিতে পারেন না। ২৮৮	১৩৬
———	———	প্রধান সদর আমীনের নিকটে ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় উকীলের কর্ম্ম জজের বিচার্য্য। ২৮৯	১৩৬
———	লঘু দণ্ড ও জরীমানা।	বিনা ইষ্টাম্প কি অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পের কাগজে দরখাস্ত দাখিল করিবার দণ্ড। ২৯০	১৩৬
———	———	ঐ জরীমানা যেরূপে উসুল হইবেক। ২৯১	১৩৬
———	———	১৮২৯ সা। ১০ আ। ১৮ ধারার বিরুদ্ধে দলীল দাখিল করিলে আদালত অবশ্য জরীমানা উসুল করিবেন। ২৯২। ২৯৩	১৩৭
———	———	এদেশীয় বিচারকেরা আপন২ ক্ষমতাক্রমে ঐ ইষ্টাম্পের জরীমানা উসুল করিতে পারেন। ২৯৪	১৩৭
———	———	জিলা ও শহরের উকীলেরা সদর আদালতের অনুমতিবিনা সস্পেণ্ড হইতে পারেন তাহার রিপোর্ট অবিলম্বে হইবেক। ২৯৬	১৩৭
———	———	যে২ স্থলে মওক্কেলেরা তাঁহারদের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে। ২৯৭	১৩৭
———	———	কারণ না জানাইয়া গরহাজির হইবার দণ্ড। ২৯৮	১৩৭
———	———	গরহাজির হইবার সম্পূর্ণ জরীমানা উসুল করা আবশ্যক নহে। ২৯৯	১৩৮
———	———	আদালতের অবজ্ঞার নিমিত্তে ১০০৲ টাকা জরীমানা হইতে পারে। ৩০০	১৩৮
———	———	জিলার জজেরদের জরীমানার হুকুম চূড়ান্ত। ৩০১	১৩৮
———	———	প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীন জরীমানা করিতে পারেন। তাঁহার হুকুমের উপর আপীল জজের নিকটে হইবেক। ৩০২	১৩৮
———	———	যে স্থলে তাঁহারদের তিরস্কার হইতে পারে। পুনশ্চ সেই কর্ম্ম করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩০৩	১৩৮
———	তাঁহারদের কর্ত্তব্য কার্য্য।	সওয়াল জওয়াব দাখিল করণের পূর্ব্বে তাহা পড়িয়া দস্তখৎ করিবেন। ৩০৪	১৩৮
———	———	মওক্কেলের গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করিতে তাঁহাকে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না। ৩০৫ ...	১৩৯
———	———	মওক্কেলের হুকুম দর্শাইতে নাই। ৩০৬	১৩৯
———	———	নিদর্শনপত্র দরূপেশ করণের ও সাক্ষি তলব করণের পূর্ব্বে তাঁহারদের কর্ত্তব্য কার্য্য। ৩০৭	১৩৯
———	———	সদর আদালত তাঁহারদিগকে তগীর করিতে পারেন। ৩০৮	১৩৯
———	———	জিলা ও শহরের জজেরা তাঁহারদের অযোগ্যতার বিষয়ে সদরে রিপোর্ট করিলে সদর আদালত সেই বিষয়ে হুকুম দিবেন। ৩০৯	১৩৯
———	———	আদালতে মওক্কেলের আমানতী টাকা যে গতিকে উকীলকে দেওয়া যাইবেক। ৩১০ ...	১৩৯
———	———	মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের নিমিত্তে ফিরিয়া পাঠান গেলে উকীলের যে রসুম ফিরিয়া দিতে হইবেক। ৩১১	১৩৯
———	———	শেষ ডিক্রী জারী না হওনপর্য্যন্ত ওকালৎনামা বলবৎ থাকে। ৩১২	১৩৯
———	———	বিশেষ ক্ষমতা না পাইলে ডিক্রী জারীক্রমে আদায়হওয়া টাকা গ্রহণ করিতে পারেন না। ৩১৩	১৪০
———	———	সালিসী ভার পাইতে পারেন। ৩১৪	১৪০
———	———	কবুলপত্রে দস্তখৎ করিতে পারেন। ৩১৫	১৪০
———	———	তাঁহারদের হাতে মওক্কেলেরা যে দলীল দেয় তাহার রসীদ লিখিয়া দিবেন। ৩১৬ ...	১৪০
———	———	তাঁহারা খাস আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন ও তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। ৩১৭	১৪০
———	———	ফৌজদারী আদালতে মোক্তারী করিতে পারেন না। ৩১৮	১৪০

পৃষ্ঠা।

উকীল। তাঁহারদের কর্ত্তব্য কার্য্য। সকল লোকের দৃষ্টিগোচরে যে আইন রাখা যায় তাহার নকল করিয়া লইবেন। ৩১৯ ১৪০
——— ——— সদর মোকামহইতে দূরে সরাসরী মোকদ্দমা হইলে হাজির থাকা আবশ্যক নাই। ৩২০ ... ১৪১
——— বন্দোবস্ত। পরিবর্ত্তন। ইশ্তাফা দেওন কি মরণ। বাদি প্রতিবাদিরা আপসারাই সওয়াল জওয়াব করিতে পারে। ৩২১ ... ... ১৪১
——— ——— বায়না রুহিত হইল। ওকালৎনামা লিখিবার বিধি। ৩২২ ... ... ১৪১
——— ——— উকীলের দ্বারা বন্দোবস্ত হওনের সম্মতিমূলক ডিক্রী হইলে ফরিয়াদী আপত্তি করিতে পারে না। ৩২৩ ... ... ১৪১
——— ——— মওক্কেলেরদের পক্ষে তাহারদের দরখাস্ত প্রচুর ক্ষমতা জ্ঞান হইবেক। ৩২৪ ... ... ১৪১
——— ——— মোখ্তার উকীলকে নিযুক্ত করিতে এবং ওকালৎনামা লিখিয়া দিতে পারে। ৩২৫ ... ১৪২
——— ——— ওকালৎনামা লইয়া মওক্কেলের বিপরীত সওয়াল জওয়াব করিতে পারেন না। ৩২৮ ... ১৪২
——— ——— বাদিপ্রতিবাদী তাঁহারদের হাতহইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া অন্য উকীল নিযুক্ত করিতে পারে। ৩২৯ ... ... ১৪২
——— ——— তাঁহারা আদালতে হাজির হইতে না পারিলে খালা কর্ত্তব্য। ৩৩০ ... ... ১৪২
——— ——— তাঁহারদের মরণ কি তগীর কি ইশ্তাফা হইলে যে ইশ্তিহারনামা হইবেক। ৩৩১ ... ১৪৩
——— ——— ঐ প্রকার ইশ্তিহারনামা উপযুক্ত ও মাতবর এত্তেলা জ্ঞান হইবেক। ৩৩২ ... ... ১৪৩
——— ——— সদর আদালতের উকীলেরদের মরণপ্রভৃতির ইশ্তিহারনামা জারী করণ। ৩৩৩ ... ১৪৩
——— ——— অন্যান্য যে গতিকে ঐ প্রকার ইশ্তিহারনামা জারী হইতে পারে। ৩৩৪ ... ... ১৪৪
——— ——— বিনা দোষে পরিবর্ত্তন হইলে জজ তাঁহারদিগকে রুসুমের এক অংশ দেওয়াইতে পারেন। ৩৩৫ ... ... ১৪৪
——— ——— দুই কি ততোধিক উকীল নিযুক্ত হইলেও এক কেতা ওকালৎনামা প্রচুর। ৩৩৬ ... ... ১৪৪
——— রুসুম। তাহার বন্দোবস্ত করণের নিয়ম। ৩৪৩ ... ... ১৪৫
——— ——— আপোসী বন্দোবস্তের বিবাদের নিষ্পত্তি কেবল মফস্বলী মোকদ্দমার দ্বারা হইতে পারে। ৩৪৪ ১৪৫
——— ——— মৃত উকীলের উত্তরাধিকারিকে মেহনতানা দিবার হুকুম সরাসরীমতে হইতে পারে না। ৩৪৫ ১৪৫
——— ——— রুসুমের হার। ৩৪৬—৩৫০ ... ... ১৪৫। ১৪৬
——— ——— তাহার হিসাব করণে আনামাষা ত্যাগ করিতে হইবেক। ৩৫১ ... ... ১৪৬
——— ——— ইষ্টাম্পকাগজে রসীদ লিখিবার হুকুম মতান্তর হইল। ৩৫২ ... ... ১৪৬
——— ——— অনেক মোকদ্দমাতে রুসুম ১৬৲ টাকার অধিক না হইলে এক রসীদ দিলে হয়। ৩৫৩ ... ১৪৬
——— ——— রসীদের ইষ্টাম্পের মূল্য ছাড়া রুসুমের উপর অন্য খরচা লাগিবেক না। ৩৫৪ ... ১৪৬
——— ——— তাহা যে প্রকারে ডিক্রীতে লেখা যাইবেক। ৩৫৫। ৩৫৬ ... ... ১৪৬
——— ——— উক্ত বিধিমতে রুসুম দেওয়া অযথার্থ বোধ হইলে উভয় পক্ষের স্থানে লওয়া যাইবেক। ৩৫৭ ১৪৬
——— ——— মোকদ্দমা উঠান গেলে কি দোষগুণ বিবেচনার পূর্ব্বে ডিসমিস হইলে রুসুম দেওনের বিধি। ৩৫৮ ... ... ১৪৬
——— ——— বিশেষ মোকদ্দমায় উকীলেরদের রুসুমের সিকী দেওনের হেতু। ৩৫৯ ... ... ১৪৭
——— ——— মোকদ্দমা রাজীনামার দ্বারা রফা হইলে রুসুম দেওনের বিধি। ৩৬০ ... ... ১৪৭
——— ——— মোকদ্দমা উঠান গেলে কি ডিসমিস হইলে তাঁহারা রুসুমের অর্দ্ধেক পাইবেন না। বর্জ্জনীয় কথা। ৩৬১ ... ... ১৪৭
——— ——— যে স্থলে তাঁহারা রুসুমের সম্পূর্ণ কি অর্দ্ধেক বা সিকী ভাগ পাইবেন। ৩৬২ ... ... ১৪৭
——— ——— সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত হইলে যদি রাজীনামা হয় তবে সমুদয় রুসুম পাইবেন। ৩৬৩ ... ১৪৭
——— ——— এক ব্যক্তি দুই কি ততোধিক উকীলকে নিযুক্ত করিলে রুসুমের বিধি। ৩৬৪ ... ... ১৪৭
——— ——— দুই কি ততোধিক উকীল নিযুক্ত হইলে কেবল এক কেতা ওকালৎনামার আবশ্যক। ৩৬৫ ... ১৪৮
——— ——— দুই কি ততোধিক উকীল নিযুক্ত হইলে বিপক্ষ ব্যক্তি কেবল এক জনের রুসুম দিবেক। ৩৬৬ ১৪৮
——— ——— মুনসেফেরদের ফয়সলার উপর আপীলের দরখাস্ত যেরূপে দরপেশ হইবেক। ৩৬৭ ... ১৪৮
——— ——— আদালতের মোক্তরী উকীল নিযুক্ত না হইলে পরাজিত ব্যক্তি রুসুমের কোন অংশ দিবে না। ৩৬৯ ... ... ১৪৮

			পৃষ্ঠা।
উকীল।	রসুম।	কএক আসামীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইলে রসুম আদায়ৎ করিবার বিষয়ি বিধি। ৩৭০ ...	১৪৮
———	———	আপীলের দ্বারা রসুম উসুলকরা রহিত হইবেক না। ৩৭১	১৪৮
———	মুনসেফেরদের আদালতের উকীলেরদের বিষয়ি বিধি। ৪০৮		১৫৩
———	———	সনদের পাঠ। ৪০৯, ৪১০	১৫৪
———	———	মুনসেফ উকীলের জরীমানা করিতে পারেন। তদ্বিষয়ে আপীল জজের নিকট হইবেক। ৪১১	১৫৪
———	———	উকীলেরদের রসুম আদায় করণের নিমিত্তে মুনসেফেরা স্বতন্ত্র হুকুম দিবেন না। ৪১৩ ...	১৫৪
———	———	তাঁহারদের রসুম যে প্রকারে আদায় হইবেক। ৪১৪	১৫৪
———	———	১৮৪৪ সালের ১৮ জুনের সরকুলর অর্ডরের হুকুমের মতাচরণ হইবেক। ৪১৫ ...	১৫৪
———	———	জিলার জজেরা তাঁহারদের রসুমের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ৪১৭	১৫৫
———	———	তাঁহারদের বিরুদ্ধে বেইমানী কি প্রতারণা কি কুকর্ম্মের নালিশ যে আদালতে বিচার্য্য। ৪১৮	১৫৫
———	সদর দেওয়ানী আদালতে তাঁহারদের বিষয়ি বিধি। ১২৯		৭৫৭
———	———	ওকালৎনামা ও মোখ্তারনামার মাতবরী নির্ণয়ের বিষয়ে শপথ করণের প্রয়োজন নাই। ১৩০	৭৫৭
———	———	কেবল মোখ্তারেরা মোকরর হইলে মোখ্তারনামার মাতবরীর নির্ণয় শপথক্রমে হইবেক। ১৩১	৭৫৭
———	———	কলিকাতার বাহিরে মোখ্তারনামার মাতবরী যে স্থানে নির্ণয় হইবেক। সদরে যাহা নির্ণয় হইতে পারে। ১৩২	৭৫৮
———	———	আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে ও স্বতন্ত্ররূপে যে২ দলীল দাখিল করা যাইতে পারে। ১৩৩	৭৫৮
———	———	মোখ্তার। তাঁহারদের ঠিক সময়ে হাজির হইবার বিধি। ১৩৪	৭৫৮
———	———	ছুটী অতীত হইলেই ফিরিয়া না আইলে তাঁহারদের নাম ফর্দ্দহইতে উঠান যাইবেক। ১৩৫	৭৫৮
———	———	তাঁহারদের অতিরিক্ত ছুটী পাইবার বিধি। ১৩৬	৭৫৮
———	———	দশ দিনের অধিকের ছুটী চাহিলে তাঁহারদের হাতে থাকা মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ দাখিল করিবেন। ১৩৭	৭৫৮
———	———	ছুটীর দরখাস্ত রেজিষ্টরের নিকটে হইবেক। ১৩৮	৭৫৮
———	———	উকীল এবং মোখ্তারেরা মুহুরীরের দফ্তরে যাইতে পারেন। ১৩৯	৭৫৮
———	———	উকীল ও মোখ্তার মুহুরীরেরদিগকে কাগজপত্রের নকল করিতে নিযুক্ত করিতে পারেন। ১৪০	৭৫৮
———	———	উকীল এবং মুহুরীরেরা সিরিশ্তাদারের নিকটে কাগজপত্র দাখিল করিলে রহীতে সহী করিবেন। ১৪১	৭৫৮
———	———	উকীল গরহাজির থাকিলে মুহুরীরেরা যাহা করিতে পারে। ১৪২	৭৫৮
———	———	যে জজের সম্মুখে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে তাঁহার নাম উকীল ও মোখ্তার সকল দরখাস্তের উপর লিখিবেন। ১৪৩	৭৫৮
———	———	যে মোকদ্দমায় সরকার এক পক্ষ হন, সরকারী উকীলেরদের প্রাপ্য রসুম নীচে লিখিতে হইবেক। ১৪৪	৭৫৯
———	———	রসুম কি ইষ্টাম্পের রসুম ফিরিয়া দিতে হইলে যদি তাহা লইতে তাঁহারা বিশেষ অনুমতি না পাইয়া থাকেন তবে তাঁহারদিগকে দেওয়া যাইবেক না। ১৪৫	৭৫৯
———	———	তাঁহারা যে সকল আরজী করেন তাহার সত্যতার বিষয়ে তাঁহারাই দায়ী। ১৪৬ ...	৭৫৯
———	———	ডেপুটী রেজিষ্টরের হুকুমের লিখিত এত্তেলা উকীল কি মোখ্তারকে দেওয়া গেলে তাহা সেই হুকুম হওনের প্রচুর সম্বাদ জ্ঞান হইবেক। ১৪৭	৭৫৯
———	———	ডেপুটী রেজিষ্টরের নিকটে জানিয়া শুনিয়া হাজির না হইলে তগীর হইতে পারেন। ১৪৮ ...	৭৫৯
———	———	তাঁহারদের মৃত্যুইত্যাদির সম্বাদ যে প্রকারে দেওয়া যাইবেক। ১৪৯	৭৫৯
———	———	আপেলাণ্ট ছয় সপ্তাহের মধ্যে অন্য উকীলকে নিযুক্ত না করিলে জজের নিকটে রিপোর্ট হইবেক। ১৫০	৭৫৯
———	———	তাঁহারা সদর নিজামতে দরখাস্ত দরপেশ করিতে পারেন। ১৫১	৭৫৯
———	———	সদর আদালতে উকীলেরদের ভাষার বিষয়ি বিধি। ১৫২। ১৫৪	৭৫৯
———	———	হিন্দুস্থানী ভাষা অনভিজ্ঞ কোন লোক আপনার মোকদ্দমা চালাইতে চাহিলে দোভাষী নিযুক্ত করিবেক। ১৫৫	৭৬০

পৃষ্ঠা।
উকীল। সদর দেওয়ানী আদালতে। যে২ গতিকে গবর্ণমেণ্ট দোভাষির মেহনতানা দিবেন। ১৫৬ ... ... ৭৬০
——— ——— যে কাগজপত্র দাখিল করে তাহার মধ্যে কোন কথা কাটিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৫৭ ... ৭৬০
উকীল সরকারী। তাঁহারদের নিযুক্ত করণ। ৩৮৯ ... ... ১৫১
——— ১৮৪৩ সা। ৬ আ। ৮ ধারানুসারে মুনসেফেরদের প্রতি অর্পিত মোকদ্দমায় তাঁহারা যেরূপে মোকরর হইতে পারেন। ৩৯০ ... ... ১৫১
——— তাঁহারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ৩৯১ ... ... ১৫১
——— যে ডিক্রী বা মুৎফরক্কা হুকুমেতে সরকার এক পক্ষ হন সেই ডিক্রী ও হুকুমের নকল কালেক্টরকে দিতে হইবেক। ৩৯২ ... ... ১৫১
——— ডিক্রীর উপর আপীলকরণ নিশ্চয় হইলে কালেক্টরের যাহা কর্ত্তব্য। ৩৯৩ ... ... ১৫২
——— নকল পাইবার অনাবশ্যক বিলম্ব হইলে কালেক্টর ও সরকারী উকীল দায়ী হইবেন। ৩৯৪ ... ... ১৫২
——— সরকারের বিপক্ষ ব্যক্তিরদিগকে পরামর্শ দিতে পারেন না। ৩৯৫ ... ... ১৫২
——— তাঁহারদের রসুম। ৩৯৬ ... ... ১৫২
——— যে বিধানমতে কার্য্য করিবেন। ৩৯৭ ... ... ১৫২
——— সরকারী খরচে মোকদ্দমা চালাওনেতে অন্য উকীলের সহায়তা পাইতে পারেন। ৩৯৮ ... ... ১৫২
——— ফৌজদারী আদালতে সরকারের তরফে নিযুক্ত হইতে পারেন। ৩৯৯ ... ... ১৫২
——— ইত্মলাদেরদের মোকদ্দমা বিনা খরচে চালাইবেন। ৪০০ ... ... ১৫৩
——— পদ খালী হইলে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট হইবেক। ৪০১ ... ... ১৫৩
——— শূন্য পদে যে প্রকারে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হন। ৪০২ ... ... ১৫৩
——— সরকারী উকীলের বিষয়ে পরামর্শ যাঁহার দ্বারা সদর বোর্ডে দিতে হইবেক। ৪০৩ ... ... ১৫৩
——— সরকারী কার্য্যকারক তাঁহাকে ওকালতী করিতে হুকুম করিলে সেই হুকুম ওকালৎনামার তুল্য। ৪০৪ ১৫৩
——— সরকারী উকীল অযোগ্য হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৪০৪ ... ... ৮৩০
——— সরকারী উকীলকে লিখিবার কাগজ দেওনের বিধি। ৪০৫—৪০৭ ... ... ১৫৩
উচান। মোকদ্দমা। তদ্বিষয়ে ফরিয়াদীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইতে পারে না। ৭১৫ ... ... ৩০৭
উত্তর। অপ্রকৃত উত্তর দেখ।
উত্তরাধিকারিত্ব। স্বত্বমূলক মোকদ্দমার মধ্যে সমুদয় দাওয়া ধরা যাইবেক। ৩৮৮। ৩৮৯। ৩৯৭ ... ৬১। ৬১
উত্তরাধিকারিত্বক্রমে কর্জ আদায় করণ। সার্টিফিকট দেখ।
উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব। কেবল ১৮৪১ সালের ১৯। ২০ আইনক্রমে সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে। ৩৯৫ ... ৬০৪
উত্তরাধিকারিত্ব। সম্পত্তির। হিন্দু ও মুসলমানেরদের। শাস্ত্র ও শরামতে নির্ণয় হইবেক। রক্ষিত কথা। ২৯০ ... ৫৮৯
——— ——— শাস্ত্র ও শরার বিপরীত না হইলে আপন সম্পত্তি ইচ্ছামতে দান করিতে পারে। ২৯১ ... ৫৮৯
——— ——— বিশেষ হেতুপ্রযুক্ত বিরোধ হইলে, উত্তরাধিকারিত্বের সাধারণ স্বত্বের হানি হয় না। ২৯২ ৫৯০
——— ——— কিন্তু উক্ত বিধি জঙ্গলমহালের মধ্যে খাটে না। ২৯৩ ... ... ৫৯০
——— ——— বীরভূমে ঘাটওয়ালী মহালের উত্তরাধিকারিত্ব। ২৯৪ ... ... ৫৯০
——— ——— ও মানভূমে। ২৯৫ ... ... ৫৯০
——— ——— ভূমি সম্পত্তির ডিক্রীর মধ্যে সকল দাওয়াদারেরদের বিশেষ২ অংশ নির্দ্দিষ্ট হইবেক। ২৯৬ ৫৯০
——— ——— ১৮৩১ সা। ৫ আ। ৬ ধা। ৪ প্র। কেবল মুনসেফেরদের বিষয়ে খাটে। ২৯৭ ... ... ৫৯০
——— ——— তাহার বিষয়ি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ধর্ম্মবিশেষে শাস্ত্র ও শরার মতানুযায়ি হইবেক। ২৯৮ ৫৯০
——— ——— তৎসম্পর্কের শাস্ত্র ও শরার বিষয়ে পণ্ডিত ও মৌলবীর নিকটে জিজ্ঞাসা। ২৯৯ ... ... ৫৯০
——— ——— জজেরা এমত বিষয়ে তাঁহারদের মতানুসারে সামান্যতঃ কার্য্য করিবেন। ৩০০ ... ... ৫৯০
——— ——— মতের শুদ্ধতার বিষয়ে সন্দেহ হইলে জজের যাহা কর্ত্তব্য। সেই বিষয় যাঁহারদের নিকটে অর্পণ না হইতে পারে। ৩০০ ... ... ৫৯০
——— ——— পণ্ডিত ও মৌলবীর নিকটে জিজ্ঞাসা ও উত্তরের নকল সদর আদালতে পাঠান যাইবেক। ৩০১ ৫৯১
——— ——— যারাগলে বাদীপ্রতিবাদী ভিন্ন ধর্ম্মের হইলে যেরূপে নিষ্পত্তি হইবেক। ৩০২ ... ৫৯১
——— ——— ঐ বিধির একাংশ রদ করণ। ৩০৩ ... ... ৫৯১
——— ——— বাদী প্রতিবাদী ভিন্ন ধর্ম্মের হইলে কার্য্য করণের বিষয়ে মতান্তর করা বিধান। ৩০৪ ... ৫৯১

পৃষ্ঠা।

উত্তরাধিকারিত্ব। সম্পত্তির। হিন্দু ও মুসলমানেরদের। কোন পরগনাতে চলিত শাস্ত্র বংশের ব্যবহারানুযায়ি হইলে তদনুসারে যে২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক। ৩০৫ ... ... ৫৯২
——— ——— মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিরা আমানতী টাকার দাওয়া করিলে তাহা অগ্রাহ্য। ৩০৬ ... ৫৯২
——— ——— আপেলাণ্ট পৈতৃক বিষয় বলিয়া ভূমির দাওয়া করিলে তাহার নামে ডিক্রী হইল। ৩০৭ ৫৯২
——— ——— মৃত মুসলমানের উত্তরাধিকারী পিতার কর্জের বিষয়ে যেপর্য্যন্ত দায়ী হয়। ৩০৮ ... ৫৯২
——— ——— মৃত মাতার কর্জের বিষয়ে পুত্রের নামে দাওয়া হইলে তাহার নযরী মোকদ্দমা হইবেক। ৩০৯ ৫৯২
——— ——— মৃত পিতার কর্জের বিষয়ে পুত্র কিপর্য্যন্ত দায়ী হয়। ৩১০ ... ... ৫৯২
——— ——— কোন ব্যক্তি এক জিলাতে কর্জ করিয়া অন্য জিলাতে মরিলে তাহার উত্তরাধিকারিরদের নামে যে আদালতে নালিশ হইবেক। ৩১১ ... ... ৫৯২
——— ——— দত্তকপুত্রত্ব ও উত্তরাধিকারিত্ব এক বিশেষ বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৩১২ ৫৯২
——— ——— উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে নালিশ হইলে আদালত যে বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবেন। ৩১৩ ... ৫৯৩
——— ——— পৈতৃক স্বত্বের বিষয়ি নালিশের মধ্যে সমুদয় দাওয়া লিখিতে হইবেক। ৩১৪ ... ৫৯৩
——— ——— কিন্তু পৈতৃক স্বত্বের দাওয়াদারের একি মোকদ্দমায় সকল খাতকের নাম লেখার আবশ্যক নাই। ৩১৫ ... ... ৫৯৩
——— ——— ডিক্রীর পরে যে পুত্র জন্মে সেই পুত্র আপন ভাইপ্রভৃতির নামে ডিক্রী হওয়া সম্পত্তির সরাসরীরূপে দখল পাইতে পারে না। ৩১৬ ... ... ৫৯৩
——— ——— মৃত ভূম্যধিকারির আইনমতে যিনি উত্তরাধিকারী তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত। ৩১৭ ... ৫৯৩
——— ——— মাতার কুষ্ঠরোগ থাকাপ্রযুক্ত আপত্তি হইলে যে হুকুম হইল। ৩১৮ ... ... ৫৯৩
——— ——— যে স্থলে উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্বের সরাসরীরূপে নিষ্পত্তি হইতে পারে। ৩১৯ ... ... ৫৯৩
——— ——— ৯৮০ নং আইনের অর্থ উত্তরাধিকারিত্বের সাধারণ আইনমত দাওয়ার বিষয়ে খাটে না। ৩২০ ৫৯৩
——— ——— হিন্দু বিধবা দত্তক পুত্র করিবার অনুমতি পাইয়া দত্তক পুত্র না করিয়াও নিজ স্বত্বের বিষয়ে নালিশ করিতে পারে। ৩২০/ ৮৩২
——— হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন। পোর্ত্তুগীশেরদের উত্তরাধিকারিত্বের আইন। ৩২১। ৩২২ ... ... ৫৯৩। ৫৯৪
——— ——— উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি আরমানি আইনের মোকদ্দমা। ৩২৩—৩২৮ ... ... ৫৯৪
——— ——— ফ্রান্সীয় আইনের বিষয়ি মোকদ্দমা। ৩২৯—৩৩১ ... ... ৫৯৪। ৫৯৫
——— ——— হলণ্ডীয় ও ইঙ্গলণ্ডীয় আইনের বিরোধে ইঙ্গলণ্ডীয় আইনের জয়। ৩৩২ ... ... ৫৯৫
——— ——— ইঙ্গরেজী আইনানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি। ৩৩৩। ৩৩৪ ... ... ৫৯৫
——— ——— কোন ব্যক্তির পিতামাতা ইউরোপীয় হইলে তাহার ইউরোপীয় জ্ঞান হইবার বাধা নাই। ৩৩৫ ৫৯৫
——— ——— উইলের অস্থি জীবৎ থাকিতে সম্পত্তিভোগিরদের পক্ষে কোন কুটুম্ব কি মিত্র নালিশ করিলে তাহা ডিসমিস হইল। ৩৩৬ ... ... ৫৯৫
উন্মাদ ব্যক্তি। দেওয়ানী আদালত তাহারদের জমীদারীতে হস্ত ক্ষেপ করিতে পারেন না। ৩৯৬ ... ... ৬০৫
একতরফা শুননি। যে২ স্থলে আদালত একতরফা নিষ্পত্তি করিবেন। ১৯৫ ... ... ২১৮
——— যে স্থলে আদালত একতরফা বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিতে ও ডিক্রীর হুকুম দিতে পারেন। ১৯৬ ... ২১৮
——— একতরফা বিচার আরম্ভ হইলেও আসামী যে গতিকে জওয়াব দাখিল করিতে পারে। ১৯৭ ... ২১৯
——— মোকদ্দমার একতরফা বিচার হওয়াপ্রযুক্ত অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হয় না। ১৯৮ ... ... ২১৯
একরারনামা। বন্দোবস্ত শব্দ দেখ।
এজেণ্ট। মোখ্তার দেখ।
এত্তেলা আসামীরদের নামে। প্রথম পরওয়ানা এত্তেলামাত্র হইবেক। তাহার মর্ম্ম। ১৯১ ... ... ২১৭
——— আদালত যে স্থানে আছে সেই স্থানবাসি মোখ্তারের নিকটে এত্তেলা দিতে হইবেক। ১৯২ ... ... ২১৭
——— বিশেষ গতিকে এত্তেলা যে প্রকারে জারী হইবেক। ১৯৪ ... ... ২১৮
——— আসামী রুপোশ হইলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ১৯৫ ... ... ২১৮
এলাকা। দেওয়ানী আদালতের। ৩৭ ... ... ৭
——— যে ব্যক্তিরা দেওয়ানী আদালতের অধীন। ৩৫৩—৩৫৬ ... ... ৫৬
——— ঐ আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা। যে২ প্রকার মোকদ্দমা বিচার হইতে পারে। ৩৫৭ ... ... ৫৭

এলাকা।	ঐ আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা। পাট্টার হারবিষয়ি মোকদ্দমা ঐ আদালতে নিষ্পত্তি হইবেক।	পৃষ্ঠা।
	৩৫৮। ৩৫৯	৫৭
———	——— সকল প্রকার ভূম্যধিকারি ও রাইয়তেরদের স্বত্বের নিষ্পত্তি হইবেক। ৩৬০	৫৭
———	——— বিবাহবিষয়ক সকল মোকদ্দমা ঐ আদালতে শুনা যাইবেক। ৩৬১	৫৭
———	——— স্ত্রী অপহরণের দোষে কোন ব্যক্তির ফৌজদারী আদালতে দণ্ড হইলেও ক্ষতিপূরণের দেওয়ানী মোকদ্দমা হইতে পারে। ৩৬২	৫৭
———	——— বন্দোবস্তপত্রের বিষয়ে বিচার ও নিষ্পত্তি হইতে পারে। ৩৬৩	৫৮
———	——— ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া ভূমিতে সরকারের দাওয়ার মোকদ্দমা তথায় বিচার্য্য। ৩৬৪ ...	৫৮
———	——— জিলানিবাসী কেহ বিদেশে কর্ম্ম করিয়া থাকিলে ঐ কর্ম্মের মোকদ্দমা বিচার্য্য। ৩৬৫ ...	৫৮
———	——— মফঃসলনিবাসী কেহ কলিকাতায় বাণিজ্য করিলে তাহার মোকদ্দমা বিচার্য্য। ৩৬৮ ...	৫৮
———	——— আসামীরদের এক জন দেউলিয়া হইলেও অন্যেরদের নামে মোকদ্দমা বিচার্য্য। ৩৬৯ ...	৫৮
———	——— বিশেষ ব্যক্তির পুলবন্দির বিষয়ে মোকদ্দমা বিচার্য্য। ৩৭০	৫৮
———	——— হাট উঠাইয়া লইবার বিষয়ে মোকদ্দমা বিচার্য্য। ৩৭১	৫৮
———	ঐ আদালতের অবিচার্য্য মোকদ্দমা। বাদী কি প্রতিবাদী বিচারকর্ত্তার মহাজন হইলে অবিচার্য্য। ৩৯৭ ...	৬২
———	——— সাবেক জজ যে মোকদ্দমা শুনিয়া নিষ্পত্তি করেন তাহা অবিচার্য্য। ৩৯৮	৬২
———	——— একি বিষয়ে পূর্ব্বে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে প্রকাশ হইলে তাহা ডিসমিস হইবেক। ৩৯৯	৬৩
———	——— উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে এক মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে দ্বিতীয় মোকদ্দমা গ্রাহ্য নহে। ৪০০	৬৩
———	——— পূর্ব্বে কবা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির বিপরীত নূতন মোকদ্দমা বিচার্য্য নহে। ৪০১	৬৩
———	——— উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্য্যকারকের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দোষগুণ বিচার্য্য নহে। ৪০২ ...	৬৩
———	——— অন্য আদালতে যে মোকদ্দমা পূর্ব্বে উপস্থিত হয় তাহা বিচার্য্য নহে। ৪০৩	৬৪
———	——— আসামীরা বিদেশে কর্ম্ম করিয়া সেই দেশে থাকিলে ঐ মোকদ্দমা বিচার্য্য নহে। ৪০৪ ...	৬৪
———	——— বেনামী মোকদ্দমা গ্রাহ্য নহে। ৪০৫	৬৪
———	——— কর্জ্জ টাকার খৎ পরের নামে হইলেও তাহার মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে। ৪০৬ ...	৬৪
———	——— ফারজীর পক্ষে মোকদ্দমা বিচার্য্য নহে। ৪০৭	৬৪
———	——— এইক্ষণে কি উত্তর কালে কলিকাতানিবাসি ব্যক্তির নামে চব্বিশপরগনায় মোকদ্দমার বিচার করণের বিষয়ি বিধি। ৪০৮—৪১০	৬৪—৬৫
———	——— কলিকাতানিবাসী কলিকাতার বাহিরে সম্পত্তির বন্ধক দেওয়াতে জিলার আদালতের অধীন হয় না। ৪১১	৬৫
———	——— ফৌজদারী আদালতে ডিসমিসহওয়া মোকদ্দমার খরচার বাবৎ মোকদ্দমা বিচার্য্য নহে। ৪১২	৬৫
———	——— ফৌজদারী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমা বিচার্য্য নহে। ৪১৩	৬৫
———	——— কেহ চাতুরীক্রমে দরখাস্ত করিলে তাহাকে বিচারার্থে সোপর্দ্দ করিতে পারেন না। ৪১৪ ...	৬৫
———	——— চোরা বস্তুর বিষয়ে বন্দোবস্ত হইলে তাহার সম্পর্কীয় মোকদ্দমা বিচার্য্য নহে। ৪১৫ ...	৬৫
———	——— ১৮১৯ সা। ৭ আ। ৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমা বিচার্য্য নহে। ৪১৬ ...	৬৬
———	——— ফৌজদারী মোকদ্দমার খরচার বাবৎ মোকদ্দমা বিচার্য্য নহে। ৪১৭	৬৬
———	——— জালসাজীর নিমিত্তে ফৌজদারী মোকদ্দমা স্থগিত করিতে পারেন না। ৪১৮	৬৬
———	——— কালেক্টর যে জরীমানার হুকুম করেন তদ্বিষয়ে তাঁহার নামে মোকদ্দমা গ্রাহ্য নহে। ৪১৯	৬৬
———	——— পত্তনি তালুক নীলাম করণে রেজিষ্টরের পদোপলক্ষের কর্ম্ম বিষয়ে মোকদ্দমা বিচার্য্য নহে। ৪২০	৬৬
———	——— ১৭৯৩ সালের পূর্ব্বে মহালের জন্দ অন্যথা করিতে পারেন না। ৪২১	৬৬
———	——— সরকারী রাজস্বের ফেরফার করিতে পারেন না। ৪২২—৪২৪	৬৬
———	——— জামিনস্বরূপ বন্ধকী ভূমি কালেক্টর নীলাম করিলে সরাসরীমতে স্থগিত করিতে পারেন না। ৪২৫	৬৬
———	——— কালেক্টরের দ্বারা ভূমির নীলাম সরাসরীমতে অন্যথা করিতে পারেন না। ৪২৬ ...	৬৭
———	——— সরকারের উপর পেনস্যনের দাওয়ার মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৪২৭ ...	৬৭
———	——— দশশনী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে তমশুকার বাবৎ মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারে না। ৪২৮ ..	৬৭

			পৃষ্ঠা।
এলাকা।	ঐ আদালতের অবিচার্য্য মোকদ্দমা।	উপযুক্ত কার্য্যকারকের দ্বারা যে পেনস্যন মঞ্জুর হয় নাই তাহা না দেওয়নের নিমিত্তে কালেক্টরের নামে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৪২৯ ...	৬৭
———	———	ডিক্রী জারীক্রমে যে হুকুম হয় তাহা সরাসরীমতে বিচার করিতে পারেন না। ৪৩২, ৪৩৩	৬৭
———	———	সরাসরীমতে হাট নিবারণ করিতে পারেন না। ৪৩৪	৬৭
———	———	আদালতের এলাকার বাহিরে সম্পত্তির দলীল বিষয়ে দাওয়া গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৪৩৫	৬৭
———	———	উন্মাদ ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ৪৩৬	৬৭
———	———	চৌধুরীদের রুমুমের দাওয়া গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৪৩৭	৬৭
———	———	অনুমতি না পাইয়া সাধারণ ইস্তিহার জারী করিতে পারেন না। ৪৩৮	৬৮
———	———	কর্ত্তা ও জামিনেরদের মধ্যে গচ্ছিত বিষয়ে সরাসরীমতে হস্ত ক্ষেপ করিতে পারেন না। ৪৩৯	৬৮
———	———	ফৌজদারী কোন বিষয়ের বিচার করিতে পারেন না। ৪৪০	৬৮
———	বিশেষ২ আদালতের বিচার্য্য মোকদ্দমা।	কর্জ্জ টাকা ফিরিয়া পাইবার নালিশ যে আদালতে হইবেক। ৩৭২	৫৯
———	———	খাজানার বাবৎ মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করিতে হইবেক। ৩৭৩	৫৯
———	———	ভূমি যে জিলায় আছে সেই জিলায় আসামী খরিয়াদী বাস না করিলে ইজারার খাজানার বাকীর বাবৎ যে আদালতে হইবেক। ৩৭৪	৫৯
———	———	ভূমির লাভ কি খাজানার বাবৎ মোকদ্দমা যে আদালতে হইবেক। ৩৭৬	৫৯
———	———	কোন মহাল এক জিলার রাজস্বের এলাকায় অন্য জিলার দেওয়ানী এলাকায় থাকিলে যে জিলাতে মোকদ্দমা হইবেক। ৩৭৭	৫৯
———	———	স্ত্রীর নামে স্বামী যে আদালতে নালিশ করিবেক। ৩৭৮	৫৯
———	———	বন্ধকক্রমে যে টাকা কর্জ্জ দেওয়া গিয়াছে তাহার বাবৎ মোকদ্দমা যে আদালতে হইবেক। ৩৭৯	৫৯
———	———	এক জন আসামী কলিকাতায় বাস করিলে যে আদালতে মোকদ্দমা বিচার্য্য। ৩৮০ ...	৬০
———	———	আসামীরা এক জিলাতে বাস করিলে অন্য জিলার জমীর বাকীর বাবৎ মোকদ্দমা যে আদালতে হইবেক। ৩৮১	৬০
———	———	৬১ মৌজা এক জিলাতে ২ মৌজা অন্য জিলাতে থাকিলে মোকদ্দমা যে আদালতে হইবেক। ৩৮২	৬০
———	———	মহালের সীমানা দুই জিলাতে থাকিলে সীমার বিষয়ে মোকদ্দমা যে জিলাতে বিচার্য্য। ৩৮৩	৬১
———	———	এক জিলানিবাসী অন্য জিলাতে কোন ব্যক্তির নিকটে দ্রব্য পাঠাইলে তাহার বাবৎ মোকদ্দমা যে আদালতে বিচার্য্য। ৩৮৪	৬১
———	———	সম্পত্তির বাবৎ যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবেক তাহা ঐ সম্পত্তির মূল্য দৃষ্টে নির্ণয় হইবেক। ৩৮৫	৬১
———	———	ডিক্রী জারীক্রমে স্থাবর সম্পত্তির নীলাম অন্যথা করণের মোকদ্দমা যে জিলাতে হইবেক। ৩৮৬	৬১
———	———	এক বিশেষ মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার বিশেষ বিধি। ৩৮৭ ...	৬১
———	———	পৈতৃক সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ ঐ সম্পত্তির অধিকাংশ যে জিলায় আছে সেই জিলায় হইবেক। ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯২	৬১, ৬২
———	———	ভিন্ন২ মুনসেফের এলাকায় সম্পত্তি থাকিলে নালিশ করিবার বিষয়ে বিধি। ৩৯০, ৩৯২	৬১, ৬২
———	———	ভূমি ভিন্ন২ জিলায় থাকিলে সদর আদালতে জিজ্ঞাসা। ৩৯৬	৬২
———	———	সম্পত্তির কতক বাঙ্গলা দেশে কতক উত্তর পশ্চিম দেশে থাকিলে নালিশ করিবার বিষয়ি বিধি। ৩৯১, ৩৯২	৬২
———	———	উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়া পূর্ব্বে করা মোকদ্দমায় করা উচিত এইপ্রযুক্ত ডিসমিস হইল। ৩৯৩	৬২
———	———	বেআইনীমতে দাওয়ার বিভাগ হওয়াতে হুকুম অন্যথা হইল। ৩৯৪	৬২
একক সম্পত্তি।	ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইতে পারে না। ৩৬	৬৮৪
ওকালৎনামা।	ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু তাহাতে দস্তাবেজের রুসুম লাগিবেক না। ৩২৭	১৪২
———	মোখ্তারেরা দাখিল করিলে সিদ্ধ হয়। ৩৮৩	১৫০
———	মুনসেফেরদের আদালতে সাদা কাগজে হইতে পারে। ৪১৬	১৫৫

পৃষ্ঠা।

ওকালৎনামা ও মোখ্তারনামা। মাতবরী নির্ণয় শপথক্রমে করিবার আবশ্যক নাই। ৩২৬ ... ... ১৪২
ওজর। পূর্ব্বে প্রকাশ না হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে প্রকাশ হওয়াতে অগ্রাহ্য হইল। ১৬৭ ... ... ৭৬২
——— ভূমির নীলামবিষয়ক ওজর। জারী দেখ।
ওয়ারিস। উত্তরাধিকারী দেখ।
ওয়ার্ডস। তাহারদের সম্পত্তির সরবরাহের নিমিত্তে জজেরা আমলারদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন না। ২৪৭ ... ৫৮১
ওয়াসিলাৎ। বিশেষ গতিকে আসল টাকার অতিরিক্ত ওয়াসিলাতের উপর সুদের অনুমতি হইল। ৭৭ ... ৫৫৬
——— মোকদ্দমা উপস্থিত করণের বিলম্ব হওয়াতে ওয়াসিলাতের সুদের অনুমতি হইল না। ৭৮ ... ... ৫৫৬
——— ওয়াসিলাতের হিসাব করণে বেআইনীমতে আদায় হওয়া টাকা ধরা যাইবেক না। ৭৯ ... ... ৫৫৬
——— ভূমির নীলাম অন্যথা হইলে খরীদার যত দিন দখল করিল তত দিনের ওয়াসিলাৎ ও সুদের দাবী। ৮০ ৫৫৬
——— ওয়াসিলাতের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না করাতে ফরিয়াদীকে নসুট করা গেল। ৮১ ... ... ৫৫৬
——— আদালত ওয়াসিলাতের সংখ্যা উত্তর কালে নিরূপণার্থে রাখিলে ডিক্রী অসম্পূর্ণ জ্ঞান হইল। ৮২। ৮৩ ৫৫৭
——— মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত ওয়াসিলাতের সংখ্যার তজবীজ স্থগিত হইতে পারে। ৮৫ ... ৫৫৭
——— যত কালের জন্যে ওয়াসিলাৎ দেওয়া গেল তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। ৮৪ .. ... ৫৫৭
——— বিশেষ হেতুতে ওয়াসিলাতের দাওয়া ডিসমিস হইল। ৮৬ ... ... ৫৫৭
——— আদৌ যে হারে ওয়াসিলাতের দাওয়া হয় তাহার অধিক হারে ডিক্রী হইতে পারে না। ৮৭ .. ৫৫৭
——— যে হারে প্রথমে দাওয়া হইয়াছিল তাহার অতিরিক্ত ডিক্রী হইবেক না। ৮৮ ... ... ৫৫৮
——— তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ওয়াসিলাতের এক বিশেষ ডিক্রী অসিদ্ধ হইল। ৮৯ ... ... ৫৫৮
——— ডিক্রীর তারিখঅবধি মায় সুদ ওয়াসিলাতের ডিক্রী উত্তরাধিকারির বিরুদ্ধে হইল। ৯০ ... ... ৫৫৮
——— ডিক্রীর তারিখপর্য্যন্ত ওয়াসিলাৎ ও সেই সময়অবধি সুদের ডিক্রী। ৯১ ... ... ৫৫৮
——— যে সরক্যুলর অর্ডরমতে মোকদ্দমার মূল্য সদর জমাঅনুসারে নিরূপণ হইবেক তাহা পুনরায় বহাল হইল। তাহার মধ্যে ওয়াসিলাৎ ধরিতে হইবেক না। ৯২। ৮৩২
——— নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়া পরে খালাস হইলে সরকারের নামে ওয়াসিলাতের দাবৎ নালিশ হইতে পারে না। ৯৩ ... ... ৫৫৮
——— কটকের কালেক্টর জমীদারকে বেদখল করিলে সদর আদালত তাঁহার হুকুম অন্যথা করিয়া ওয়াসিলাৎ দেওয়াইলেন। ৫৫৯ ... ... ৬২৩
গুলন্দাজীয় কুঠী। নানা আদালতের এলাকাভুক্ত হইল। ৩৯ ... ... ৭
কটকওয়ালা অথবা বয়বলওফা। তাহার ভাব। ১২৫ ... ... ৫৬২
——— তাহার সিদ্ধতার বিপরীতে সুপ্রিম কোর্টের হুকুমক্রমে ভূমি ক্রোকহওয়ার ওজর হইল কিন্তু তাহা মঞ্জুর হইল না। ১২৬ ... ... ৫৬৩
——— মোখ্তারের দ্বারা করা বন্ধক ও কটকওয়ালা অন্যথা হইল। কিন্তু বন্ধকী টাকা মায়সুদ ফিরিয়া দিতে হইল। ১২৭ ... ... ৫৬৩
——— মনিবের নিমিত্তে মোখ্তার যে কটকওয়ালা করে তাহা যে হেতুতে অন্যথা হইল। ১২৮ .. ... ৫৬৩
——— যাহার মারফৎ টাকা কর্জ্জ হইল তাহার নামে কটকওয়ালা অসিদ্ধ। ১২৯ ... ... ৫৬৩
——— যে বিশেষ বিষয়ে কটকওয়ালার সিদ্ধতার হানি হইতে পারে না। ১৩০ ... ... ৫৬৩
——— ফরিয়াদীর দাওয়া চাতুরীক্রমে হওয়াতে কটকওয়ালা অসিদ্ধ করিবার দাওয়া অগ্রাহ্য হইল। ১৩১। ১৩১ ৫৬৩
——— যে বিষয়ে এক বিশেষ কার্য্য প্রকৃতার্থে বন্ধক ও কটকওয়ালা স্বরূপ জ্ঞান হইয়াছিল ও কেবল সুদ জব্দ হইল। ১৩৩ ... ... ৫৬৪
——— বন্ধক দেওয়া ভূমির উদ্ধার করণ। কটকওয়ালাক্রমে কর্জ্জদার যে প্রকারে ভূমি উদ্ধার করিতে পারে। ১৩৪ ৫৬৪
——— ——— ভূমি মহাজনের দখলে থাকিলে যে আইনমতে হিসাব মোকাবিলা হয়। বর্জ্জিত কথা। ১৩৫ ৫৬৫
——— ——— টীপ মহাজনের স্বীকার করণের প্রমাণ না হইলে মাতবর হইবেক না। ১৩৬ ... ... ৫৬৫
——— ——— ১৭৯৮ সালের ১ আইনমতে একরারের জাব যতান্তর হয় না। স্বত্বের বিষয়ে সকল বিচার দেওয়ানী আদালতে হইবেক। ১৩৭ ... ... ৫৬৫
——— ——— উদ্ধার করণের বিষয়ে অতিরিক্ত বিধি। কর্জ্জ টাকা কিম্বা সুদসমেত কর্জ্জ টাকা দিলে কি দিবার প্রস্তাব করিলে বন্ধকী ভূমির উদ্ধার হইতে পারে। ১৩৮ ... ... ৫৬৫

পৃষ্ঠা।

কটকওয়ালা। বন্ধকী ভূমির উদ্ধার। বন্ধকলওনিয়া ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করণের দরখাস্তের পর এক বৎসরের মধ্যে টাকা দেওনের কি দিবার প্রস্তাব করণের কি আদালতে গচ্ছিত করণের প্রমাণে ভূমির উদ্ধার হইতে পারে। ১৩৮ ... ... ৫৬৫

——— ——— ১৮০৬ সালের ১৭ আইন জারী হইবার পূর্ব্বকার মোকদ্দমায় খাটে না। ১৩৯ ... ... ৫৬৬

——— ——— বন্ধকদেওনিয়া টাকা গচ্ছিত করিলে বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তিকে ভূমি ফিরিয়া দিবার এক বৎসর মিয়াদের আবশ্যক নাই। ১৪০ ... . ৫৬৬

——— ——— কর্জ্জা টাকা বৎসরের মধ্যে শোধ করিলে ভূমির উদ্ধারের স্বত্ব বহাল থাকে। ১৪১ ... ৫৬৬

——— ——— স্থানবিশেষের যে কোন ভাঁড়া হউক ঐ এক বৎসর মিয়াদ আইনমতে গণ্য করিতে হইবেক। ১৪২ ৫৬৬

——— ——— কর্জ্জদার আসল টাকা আমানৎ করিলে সরাসরীমতে ভূমির দখল পাইতে পারে। ১৪৩ ৫৬৬

——— ——— বন্ধক দেওয়া ভূমির উদ্ধার করণ। কর্জ্জদার যদি কহে যে আসল টাকা ভূমির উপস্বত্বের দ্বারা শোধ হইয়াছে কিন্তু মহাজন তাহা স্বীকার না করে তবে দেওয়ানী মোকদ্দমা হইবেক। ১৪৩ ... ... ৫৬৬

——— ——— কিন্তু কর্জ্জদার আসল টাকা আমানৎ করিলে মায়ুখরচা ভূমি ফিরিয়া পাইতে পারে। ১৪৩ ৫৬৬

——— ——— কটকওয়ালার বিষয় না হইলেও ভূমি উদ্ধার করণের স্বত্ব বজায় থাকনের বিশেষ মোকদ্দমা। ১৪৪ ... ... ৫৬৬

——— ——— খাতক কত টাকা দিলে ভূমি উদ্ধার করিতে পারে এই বিষয় আদালত সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিতে পারেন না। ১৪৫ ... ... ৫৬৬

——— ——— কওয়ালার অসিদ্ধতার অঙ্গীকার হইলে আদালত ১৭৯৮ সালের ১ আইনক্রমে খাতকের পক্ষে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ১৪৬ ... ... ৫৬৬

——— ——— যে স্থলে কটকওয়ালাক্রমে ভূমির বিক্রেতারা খরীদী টাকা দিয়া ভূমির দখল পাইল। ১৪৭ ৫৬৭

——— ——— বৎসরের মধ্যে টাকা দিবার প্রমাণ না হওয়াতে ভূমির উদ্ধারের দাওয়া ডিসমিস হইল। ১৪৮ ৫৬৭

——— ——— প্রস্তাব হইলে পর বন্ধকলওনিয়ারা ছল করিয়া টাকা না লওয়াতে বন্ধকদেওনিয়া ভূমি ফিরিয়া পাইল। ১৪৯ ... ... ৫৬৭

——— ——— অনেক ভূম্যধিকারী ভূমির বন্ধক দিলে এক জন অধিকারী নালিশ করিতে পারে না। ১৫০ ৫৬৭

——— ——— কটকওয়ালার বিষয়ে বিশেষ এক মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ১৫১ ... ৫৬৭

——— ——— কটকওয়ালার বিষয়ে একরার বিশেষ হেতুতে অগ্রাহ্য হইল। ১৫২ ... ... ৫৬৮

——— ——— বন্ধকদেওনিয়ার সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমায় যত ইষ্টাম্প লাগে। ১৫৩ ... ৫৬৮

——— ——— খাতক ও মহাজনের মধ্যে অনেক বৎসরের হিসাব যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইল। ১৫৪ ... ৫৬৮

——— বন্ধকী বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধকরা। বন্ধকলওনিয়া যে প্রকারে বিক্রয় সিদ্ধ করিতে পারে। ১৫৫ ... ৫৬৮

——— ——— বন্ধকলওনিয়ার ভূমির খরীদারকে বিক্রয় সিদ্ধ করণের এত্তেলা দিবার প্রয়োজন নাই। ১৫৬ ৫৬৮

——— ——— বন্ধকদেওনিয়া যাবৎ আপনার ভূমি উদ্ধার করিতে পারে তাবৎ দখল করণের সময়ের হিসাব বন্ধকলওনিয়ার স্থানে পাইতে পারে। ১৫৭ ... ... ৫৬৯

——— ——— ঐ (১৫৫) বিধানের অভিপ্রায় এই যে কর্জ্জদার যাবৎ জজের দ্বারা এমত এত্তেলা না পায় যে মহাজন বিক্রয় সিদ্ধ করিতে চাহে তাবৎ কটকওয়ালাতে বিক্রয় সিদ্ধ হয় না। ১৫৮ ... ৫৬৯

——— ——— এইমত গতিকে জজের কর্ত্তব্য কার্য্য যে প্রকার। ১৫৮ ... ... ৫৬৯

——— ——— সদর আদালতের দ্বারা ঐ আইনের পুনশ্চ অর্থ করণ। ১৫৮ ... ... ৫৬৯

——— ——— খরীদার দরখাস্ত করিলে জজের বিশেষমতে যাহা কর্ত্তব্য। ১৫৯ ... . ৫৭০

——— ——— বন্ধকলওনিয়া বিক্রয় সিদ্ধ করণের মোকদ্দমা করিলে কার্য্য গোড়াঅবধি বেআইনী ছিল কি না এ বিষয় তদারক হইতে পারে। ১৬০ ... ... ৫৭০

——— ——— এত্তেলা এক বৎসর পূর্ব্বে দেওয়া না গেলে মোকদ্দমা নসসুট হইবেক। ১৬০ ... ... ৫৭০

——— ——— সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীক্রমে বন্ধকলওনিয়া যে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছিল তাহার দখলের বিষয়ে খরীদারের দাওয়া ডিসমিস হইল। ১৬১ ... ... ৫৭০

——— ——— বন্ধকলওনিয়ার দরখাস্তের নকল জারী করিলে হইবেক। আসল বন্ধকী খৎ দেখাইবার আবশ্যক নাই। ১৬২ ... ... ৫৭০

			পৃষ্ঠা।
কটকওয়ালা	অথবা	বয়রলওয়ালা।	বন্ধকী বিষয়ের বিক্রয় সিদ্ধ। এত্তেলা জারী হওনের পূর্ব্বে বন্ধকী খৎ আদালতে দাখিল করিবার আবশ্যক নাই। ১৬৪	৫৭০
———	———		কিন্তু দরখাস্তকারী সেই ব্যক্তি বটে কি না ইহা জানিবার জন্যে জজ খৎ তলব করিতে পারেন। ১৬৩	৫৭০
———	———		ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করিবার মোকদ্দমায় এত্তেলা জারী করিবার প্রমাণ দিতে হইবেক। ১৬৫	৫৭০
———	———		বিশেষ২ গতিকে ১৮০৬ সা। ১৭ আ। ৮ ধারামতে কার্য্য না করিলে নয়। ১৬৬	৫৭১
———	———		বন্ধকী ভূমি বিক্রয় কেবল ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিধিমতে সিদ্ধ হইতে পারে। ১৬৭	৫৭১
———	———		এত্তেলা দিবার পরে যদি বন্ধকলওনিয়া বৎসরের মধ্যে ভূমির উদ্ধারের সময় বাড়ায় তবে নূতন এত্তেলার আবশ্যক নাই। ১৬৮	৫৭১
———	———		বিক্রয় সিদ্ধ করিবার দরখাস্ত না হইলে দাওয়া অস্বীকারকারি বন্ধকদেওনিয়ার নামে নালিশ হইতে পারে না। ১৬৯	৫৭১
———	———		বিক্রয় সিদ্ধ করণের দরখাস্তের সহিত পেয়াদার তলবানা আমানৎ হইবেক। ১৭০ ...	৫৭১
———	———		এক বৎসরের মিয়াদ যে তারিখঅবধি গণ্য হইবেক। ১৭১	৫৭১
———	———		বন্ধকদেওনিয়ার নিকটে এত্তেলার যে তারিখ থাকিবেক। ১৭২	৫৭১
———	———		এত্তেলা জারী করিবার বিষয়ে অনাবশ্যক বিলম্ব হইবেক না। ১৭৩	৫৭১
———	———		বন্ধকী দ্রব্যের বিক্রয় সিদ্ধ করিবার এত্তেলার মিয়াদ রবিবারে ফুরাইলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৭৪	৫৭১
———	———		জারী করণের হুকুমের তারিখঅবধি জারী হওনের তারিখপর্য্যন্ত যে সময় গত হয় তাহা ঐ বৎসরের মধ্যে গণ্য নাহে। ১৭৫	৫৭২
———	———		বন্ধকদেওনিয়া যদি বন্ধকলওনিয়ার স্বত্বের বিষয়ে বিবাদ করে তবে নথুরী মোকদ্দমা হইবেক। ১৭৬	৫৭২
———	———		তাহা হইলে অধিকারের বিষয় ১৭৯৮ সা। ১ আ। ৪ ধারামতে নিষ্পত্তি হইবেক। ১৭৭ ...	৫৭২
———	———		বন্ধকলওনিয়ার বিক্রয় সিদ্ধ করিবার দরখাস্ত করিলে জজ জাল করণের ওজরের বিষয়ের তজবীজ করিতে পারেন না। ১৭৮	৫৭২
———	———		উভয় পক্ষ একেবারে বিক্রয় সিদ্ধ করিতে সম্মত হইলেও জজ সরাসরী হুকুম দিতে পারেন না। ১৭৯	৫৭২
———	———		যাহার প্রতি সম্পত্তি অর্পণ হইয়াছে সেই জন টাকা দিবার প্রস্তাব করিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইতে পারে না। ১৮০	৫৭২
———	———		কিন্তু উদাসীন ব্যক্তি ঐ টাকা দিবার প্রস্তাব করিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইতে পারে। ১৮১ ...	৫৭২
———	———		যে স্থলে এক মুসলমান মান রক্ষার জন্যে ৫০ সালের সুদ সংযোগ করিয়া খতে লিখিল। ১৮২	৫৭২
———	———		আইনের অতিরিক্ত সুদ লওয়াপ্রযুক্ত ভূমি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা ডিসমিস হইল। ১৮৩	৫৭২
———	———		আসল টাকাহইতে বাদ দেওনের দ্বারা বেআইনী সুদ লওয়াতে এক মোকদ্দমা ডিসমিস হইল। ১৮৪	৫৭৩
———	———		বন্ধকলওনিয়া কেবল বন্ধকী সম্পত্তির নিমিত্তে নালিশ করিতে পারে। ১৮৫—১৮৭ ...	৫৭৩
———	———		বন্ধকদেওনিয়া নিয়ম পালন করিতে ত্রুটি করিলে মায়সুদ আসল টাকার ডিক্রী হইল। ১৮৮	৫৭৩
———	———		যে স্থলে অধস্থ আদালতের ত্রুটিপ্রযুক্ত খাস আপীল গ্রাহ্য হইল। ১৮৯	৫৭৩
———	———		যে স্থলে বন্ধকলওনিয়া ভূমি পাইবার নালিশ না করিয়া আসল টাকা ও সুদ ফিরিয়া পাইতে পারে। ১৯০	৫৭৩
———	———		ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ করণের মোকদ্দমায় ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজনেরদের হস্তক্ষেপ করণ। ১৯১ ...	৫৭৩
———	———		১৮০৬ সালের ১৭ আইনের মর্ম্ম সর্ব্ব প্রকার সম্পত্তির প্রতি খাটে। ১৯২	৫৭৪
———	———		বিক্রয় সিদ্ধ করিবার ডিক্রীপ্রযুক্ত যে জন মোকদ্দমার এক পক্ষ নহে তাহার দাওয়ার প্রতিবন্ধকতা হয় না। ১৯৩	৫৭৪
———	———		এবং যে সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতে জামিনস্বরূপ অর্পণ হইয়াছিল তাহা বিক্রয় হওনের প্রতিবন্ধক নাই। ১৯৪	৫৭৪
———	———		বিক্রয় সিদ্ধ হইবার বিষয়ে বন্ধকলওনিয়া ও দেওয়ানিয়ার মধ্যে যে ডিক্রী হয় তাহাতে অন্য ব্যক্তির পূর্ব্বকার দাওয়াক্রমে ডিক্রী জারীর বাধা নাই। ১৯৫	৫৭৪

পৃষ্ঠা।

কটকওয়ালা অথবা বয়লওয়া। বন্ধকী ভূমির বিক্রয় সিদ্ধ। সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী ১৮০৬ সালের ১৭ আইনের বিপরীত হইলেও বহাল হইল। ১২৬ ... ... ৫৭৪
——— ——— কথিত উত্তরাধিকারির বিপরীতে বিক্রয় সিদ্ধ করণের ডিক্রী হইলেও যথার্থ উত্তরাধিকারী ঐ সম্পত্তি পাইবার নালিশ করিতে পারে। ১২৭ ... ... ৫৭৪
——— ——— মাজিষ্ট্রেট বন্ধকী সম্পত্তির খরীদারকে দখল দেওয়াইতে পারেন না। ১২৮ ... ... ৫৭৪
——— ——— কটকওয়ালার বিষয়ে বিশেষ২ মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ১২৯—২০৫ ৫৭৫, ৫৭৫
কটকের পেশকসী মহাল। উত্তরাধিকারিত্বের ও পরম্পরা ভোগ করণের স্বত্বের যেরূপে বিচার হইবেক। ৪১২, ৪১৩ ৪৪৫, ৪৪৩
——— যে আইন ও দস্তুরমতে নিষ্পত্তি হইবেক। ৪১৪ ... ... ৪৪৩
——— মোকদ্দমার হেতু ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবরের পূর্ব্বে হইলে বিচার হইবেক না। ৪১৫ ... ... ৪৪৩
——— দেওয়ানী আদালতের উকীলেরা ওকালতী করিতে পারেন ও রসুম পাইবেন। ৪১৬ ... ... ৪৪৩
——— পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিবেন। ৪১৭ ... ... ৪৪৩
——— সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের পরওয়ানা ও তাহার বাধকতার দণ্ড। ৪১৮ ... ... ৪৪৩
——— মোকদ্দমার বিচার করণে সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট যে বিধিমতে কর্ম্ম করিবেন। ৪১৯ ... . ৪৪৩
——— ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক নাই। ৪২০ ... ... ৪৪৩
——— মোকদ্দমার মূল্য পেশকসঅনুসারে নিরূপণ হইবেক। ৪২১ ... ... ৪৪৪
——— উকীলেরদের রসুম আমানৎ করা। বর্জ্জনীয় কথা। ৪২২ ... ... ৪৪৪
——— সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিষ্পত্তির উপর আপীল সদর আদালতে হয়। ৪২৩ ... ... ৪৪৪
——— যে২ প্রকার মোকদ্দমার আপীল সদর আদালতে হইতে পারে। ৪২৪ ... ... ৪৪৪
——— ঐ আপীল গ্রাহ্য করণে যে বিধিমতে কার্য্য করিতে হইবেক। ৪২৫ ... . ৪৪৪
——— আপীল গ্রাহ্য করিলে সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের যাহা কর্ত্তব্য। ৪২৬ ... ... ৪৪৪
——— সদর আদালত আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৪২৭ .. .. ৪৪৪
——— সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সদর আদালতের প্রিসেপ্টমতে কার্য্য করিবেন। ৪২৮ ... ... ৪৪৪
——— বাদিপ্রতিবাদির সওয়াল জওয়াব করণ। ৪২৯ ... ... ৪৪৫
——— সদর আদালত ঐ মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন কিম্বা অধিক সাক্ষ্য তলব করিবেন। ৪৩০ ... ৪৪৫
——— আপীল যে আইন ও দস্তুর মতে নিষ্পত্তি হইবেক। ৪৩১ ... ... ৪৪৫
——— এই আইনের ৪—১০ ধারা ঐ আপীলের প্রতি খাটে। ৪৩২ ... ... ৪৪৫
——— আপীলমুখে জামিন দিলে সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের ডিক্রী জারী স্থগিত হইতে পারে। ৪৩৩ ... ... ৪৪৫
——— কিন্তু আপেলাণ্ট জামিন না দিলে যদি রেসপাণ্ডেণ্ট দেয় তবে ডিক্রী জারী হইবেক। ৪৩৪ ... ... ৪৪৫
——— উভয় পক্ষের মধ্যে কেহ জামিন না দিলে বহাল ক্রোক হইবেক। ৪৩৫ ... ... ৪৪৫
——— ডিক্রী জারী করণের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টকে জানাইতে হইবেক। ৪৩৬ ... ... ৪৪৫
——— সদর আদালতের নিষ্পত্তি যেপর্য্যন্ত চূড়ান্ত হয়। ৪৩৭ ... ... ৪৪৫
——— বিলায়তে আপীল। ৪৩৮ ... ... ৪৪৬
——— ঐ২ মহালের বিষয়ে বিশেষ মোকদ্দমা। ৪৩৯ ... ... ৪৪৬
কবর স্থান। মুসলমানেরদের। ডিক্রীজারীক্রমে বিক্রয় হইতে পারে না। ৪৫ ... ... ৬৮৫
কবুলিয়ৎ। পাট্টা ও কবুলিয়ৎ দেখ।
কয়েদ। ডিক্রী জারীক্রমে। ৩১৮ ... ... ৭২৪
——— প্রথমে খাতক ও তাহার জামিনের সম্পত্তির উপর পরওয়ানা জারী করিতে হয়। ৩১৯ ... ... ৭২৪
——— এক্ষি সময়ে খাতকের গ্রেফ্তারী ও সম্পত্তির ক্রোকী পরওয়ানা জারী করণ। ৩২০ ... ... ৭২৪
——— যে গতিকে দেওয়ানী কয়েদীর পায়ে বেড়ি দেওয়া যাইতে পারে। ৩২১ ... ... ৭২৪
——— বিনা কয়েদে কেবল গ্রেফ্তার হওয়াপ্রযুক্ত পরে গ্রেফ্তার হইবার বাধা নাই। ৩২২ ... ... ৭২৫
——— মহাজনের অনিচ্ছাতে খাতক কয়েদ হইয়া খালাস পাইলে পর মহাজনের দ্বারা গ্রেফ্তার হইবার বাধা নাই। ৩২৩ ... ... ৭২৫
——— ফৌজদারী হুকুমমতে কেহ কয়েদ হইলে তাহার মিয়াদের শেষে তাহাকে দেওয়ানী আদালতে সমর্পণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের নিকট দাওয়া হইতে পারে না। ৩২৪ ... ... ৭২৫

পৃষ্ঠা।

কয়েদ। মহাজনের সম্মতি বিনা জজ কয়েদীকে পীড়াপ্রযুক্ত খালাস করিতে পারেন না। ৩২৫ ... ... ৭২৫
——— খাতক এক বৎসর কয়েদ থাকিলে পর তাহার হেতু জানাইতে হইবেক। ৩২৬ ... ... ৭২৫
——— দেওয়ানীর কয়েদীরদের নিকটে জজের দ্বারা মাজিষ্ট্রেট কোন বিষয় জানাইবেন না। ৩২৭ ... ... ৭২৫
——— দেওয়ানীর জজ একেবারে দেওয়ানীর কয়েদীবদিগকে কোন বিষয় জানাইতে পারেন। ৩২৮ ... ৭২৫
——— দেওয়ানীর কয়েদীরা যে বিষয়ে শাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে পারে। ৩২৯ ... ... ৭২৫
——— জেলখানার বিধান উল্লঙ্ঘন করাপ্রযুক্ত দেওয়ানী কয়েদীর দণ্ডের হুকুম হইলেও মহাজনের দাওয়া শোধ করিলে খালাস পাইবেক। ৩৩০ ... ... ৭২৫
——— মহাজনের অনুমতিক্রমে জামিন দিয়া খালাস হইতে পারে। ৩৩১ ... ... ৭২৫
——— যে বিচারকর্ত্তা গ্রেফ্তারীর হুকুম করিয়াছিলেন কেবল তিনিই খালাসের হুকুম করিবেন। ৩৩২ ... ৭২৫
——— অচিহ্নিত বিচারকেরা আপনারদের ডিক্রী জারী করিতে পারেন। আসামীর কয়েদের বিষয়ে তাঁহারদের যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩৩ ... ... ৭২৬
——— প্রধান সদর আমীন জজের অনুমতি বিনা কয়েদ করিতে পারেন না। ৩৩৪ ... ... ৭২৬
——— কিন্তু ৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মোকদ্দমায় আসামীদের কয়েদ করিবার হুকুম দিতে পারেন। ৩৩৫, ৩৩৬ ... ৭২৬
——— কোন ব্যক্তি সদর আদালতের হুকুমক্রমে কয়েদ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩৭ ... ... ৭২৬
——— ফরিদপুরের প্রধান সদর আমীন ও মুনসেফের দ্বারা দেওয়ানী কয়েদীরদের কয়েদ হওনের বিষয়ে বিশেষ বিধান। ৩৩৮ ... ... ৭২৬
——— কয়েদীরদের খোরাক। যে জন দিবেক। যে সময়ে আমানৎ করিতে হইবেক। ৩৩৯ ... ... ৭২৭
——— ——— যত টাকা আমানৎ করিতে হইবেক। ৩৪০ ... ... ৭২৭
——— ——— কালেক্টরের নালিশমতে বাকীদারেরা কয়েদ হইলে তাহারদের খোরাক। ৩৪১ ... ৭২৭
——— ——— মহাজনের দরখাস্তমতে জজ খোরাক কমাইতে পারেন না। ৩৪২ ... . ৭২৭
——— ——— যাহার নিকটে আমানৎ থাকিবেক। আমানৎ না হইলে খাতক মুক্ত হইয়া সেই বিষয়ে পুনর্ব্বার গ্রেফ্তার হইতে পারে না। ৩৪৩ ... ... ৭২৭
——— ——— যে গতিকে খাতককে যে ব্যক্তি কয়েদ করে তাহার মহাজন খোরাক আমানৎ করিয়া তাহাকে কয়েদে রাখিতে পারে। ৩৪৪ ... ... ৭২৭
——— ——— অনেক ডিক্রীক্রমে এক মহাজন এক খাতককে কয়েদ করিলে তাহার খোরাকের নিয়ম। ৩৪৫ ৭২৮
——— ——— যে গতিকে খোরাকী টাকা আমানৎ না হওয়াতে খাতক মুক্ত হইল পরে পুনরায় কয়েদ হইয়াছিল। ৩৪৬ ... ... ৭২৮
——— ——— খোরাকের দাঁড়া ফেরফার করিতে সদর আদালতের ক্ষমতা। ৩৪৭ ... ... ৭২৮
——— ——— খোরাকী টাকা আমানতের পূর্ব্বে ১৮৩০ সালের ৬ আইনমতে বাকীদারের গ্রেফ্তারীর দস্তক বাহির করা যাইতে পারে। ৩৪৮ ... ... ৭২৮
——— ——— আদালতের হুকুম না মানাতে আসামী কয়েদ হইলে ফরিয়াদী খোরাকী দিবেক না। ৩৪৯ ৭২৮
——— ——— খোরাকী টাকা যে প্রকারে ও যে সময়ে আসামীর ফিরিয়া দিতে হইবেক। ৩৫০ ... ৭২৮
——— ——— খোরাকী টাকা ফিরিয়া দেওয়াইবার জন্যে কোন ব্যক্তিকে কয়েদে রাখিতে হইবেক না। ৩৫০ ৭২৮
——— ——— যাহার দিতে হইবেক। ৩৫১ ... ... ৭২৮
——— ——— কালেক্টর কি অন্য কার্য্যকারক বাকী রাজস্বের নিমিত্তে কয়েদ করিলে খোরাকী যাহার দিতে হইবেক। ৩৫২ ... ... ৭২৯
——— ——— ১৮৩০ সালের ৬ আইন সরকারী কার্য্যকারকেরদের প্রতিও খাটে। ৩৫৩ ... .. ৭২৯
কয়েদ। ৬৪৲ টাকার ন্যূন সংখ্যার ডিক্রীক্রমে। ৬৪৲ টাকার নিমিত্তে ছয় মাসের অধিক কেহ কয়েদ থাকিবেক না। ৩৮৭ ৭৩৪
——— শিল্প খাতকের সম্পত্তি নীলামের যোগ্য হইবেক। ৩৮৭ ... ... ৭৩৪
——— কয়েদ হওনের অত্যধিক কাল ছয় মাস নির্দ্দিষ্ট হইল। ৩৮৮ ... ... ৭৩৪
——— ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৪৫ ধা। ৭ প্র। কালেক্টরের দরখাস্তমতে কয়েদীর প্রতি খাটে না। ৩৮৯ ... ৭৩৪
——— সুদসুদ্ধ খরচা ৬৪৲ টাকার অধিকের কিস্তিবন্দী করিলেও খাতক ছয় মাসের পর খালাস হইতে পারে। ৩৯০ ৭৩৫
——— জরীমানা না দেওয়াপ্রযুক্ত কয়েদী ব্যক্তিকে দেওয়ানী আদালত খালাস করিতে পারেন। ৩৯১ ... ৭৩৪
——— ছয় মাসের মধ্যে খাতক যোত্রহীনের বিধানমতে উপকার পাইতে পারে। ৩৯২ ... ... ৭৩৫

পৃষ্ঠা।

করার। করারদাদ। বন্দোবস্ত শব্দ দেখ।
কর্জ্জ। এক মৌজার ইজারার বন্দোবস্তের জামিনীক্রমে টাকা কর্জ্জ দেওয়া গেলে তাহার বিষয়ে যে প্রকারে ডিক্রী করিতে হইবেক। ৫৫০ ... ... ৬২৩
——— জেনরল মার্টিন সাহেবের ইষ্টেটের উপর নওয়াব নজীফ খাঁর উত্তরাধিকারির দাওয়া। ৬৩৮ ... ৬১২
——— নিয়মক্রমে কর্জ্জের যে ফারখৎ দেওয়া যায় নিয়ম পূর্ণ না হইলে ফারখৎ মিথ্যা। ৪৫৯ ... ... ৬১২
——— তাহার এক অংশ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারা আদায় হইলে অবশিষ্ট কোম্পানির আদালতের দ্বারা আদায় হইতে পারে। ৪৬০ ... ... ৬১২
——— এক ব্যক্তি ভূলক্রমে জমীদারীর দখীলকার হইয়া তাহা রক্ষার নিমিত্তে টাকা কর্জ্জ করিলে তাহা প্রকৃত মালিকের দিতে হইবেক। ৪৬১ ... ... ৬১২
——— বিশেষ গতিকপ্রযুক্ত খৎক্রমে কর্জ্জের দাওয়ার ডিসমিস হয়। ৪৬৩ ... ... ৬১২
——— যে স্থলে জামিনের প্রতি বিশ্বাস করিয়া টাকা কর্জ্জ হইলে তাহার আসল ও সুদের বিষয়ে খাতক দায়ী হইল। ৪৬২ ... ... ৬১২
——— কর্জ্জের বাবৎ মোকদ্দায় কোন দলীলে দস্তখৎ হওনের ছয় বৎসর পরে ইষ্টাম্প হওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইল। ৪৬৪ ... ... ৬১৩
কর্জ্জ লওন এদেশীয় লোকের স্থানে। চিহ্নিত কার্য্যকারক ও অচিহ্নিত কার্য্যকারক দেখ।
কর্জ্জ আদায়করণ। উত্তরাধিকারিক্রমে। সর্টিফিকট দেখ।
কসুর। ত্রুটি দেখ।
কাগজপত্র। টাকা কি হিসাবের নিমিত্তে জমীদার গোমাশ্তার নামে যে প্রকারে নালিশ করিতে পারে। ১২৫, ১২৭ ৪২৯, ৫০০
——— রোয়দাদে রাখিবার কি সিরিশ্তার ব্যবহারের নিমিত্তে ইষ্টাম্প কাগজে নকল করিবার প্রয়োজন নাই। ৬৮১ ৩০১
——— লোকেরা আপনারদের ব্যবহারের নিমিত্তে যে নকল করে তাহার ইষ্টাম্পের বিষয়ি বিধি। ৬৮৪ ... ৩০২
——— সদর আদালতে জিজ্ঞাসা হইলে যে কাগজপত্র পাঠাইতে হইবেক। ৬২৫ ... ... ৯২
কাগজপত্রের নকল। নকল দেখ।
কাগজের পরিমাণ। দরখাস্ত কি অন্য দলীলের নিমিত্তে যে কাগজের ব্যবহার হয় তাহা। ৫৭৬ ... ... ১৯০
কাজী। তাঁহারদের পদ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১৫৪ ... ... ১১৬
——— মোপ্তারুনামায় সহী করিতে পারেন। আবশ্যকমতে আদালত অন্য সাক্ষি তলব করিতে পারেন। ১৫৫ ১১৬
——— আপন২ এলাকার বাহিরে ভূমির দলীলে সহী করা অনুচিত। ১৫৬ ... ... ১১৬
——— ধর্ম্মের কর্ম্ম যে কাজী করেন তাহা মাতবর। কাগজপত্রে দস্তখৎপ্রভৃতি যে কাজীর দ্বারা হইবেক। ১৫৭ ... ১১৭
——— জজ যে প্রকারে তাঁহারদের পরগনায় দখল দেওয়াইতে পারেন। ১৫৮ ... ... ১১৭
——— তাঁহারদের খিদমৎ মৌরুসী নহে। ১৬১ ... ... ১১৭
——— মফঃসলে কর্ম্ম খালী হইলে যে প্রকারে অন্য ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেক। ১৬২ ... ... ১১৭
——— তাঁহারদের নিযুক্ত করণের পাঠ সদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক। ১৬৩ ... ... ১১৭
——— ঐ পাঠ পাঠাওনের পূর্ব্বে জজ যাহা তজবীজ করিবেন। ১৬৪ ... ... ১১৮
——— সদর আদালত তাঁহারদের নিয়োগ ও স্থানান্তর কি ইশ্তাফা দেওন মঞ্জুর করিতে পারেন। ১৬৫ ... ১১৮
——— যে হেতুতে তাঁহারা তগীর হইতে পারেন। তাঁহারদের মোহর। ১৬৬ ... ... ১১৮
——— ১৮০৮ সা। ৫ আ। ৫—৯ ধা তাঁহারদের বিষয়ে খাটে। ১৬৭ ... ... ১১৮
——— তাঁহারদের ইশ্তাফার দরখাস্ত যাঁহার দ্বারা পাঠান যাইবেক। ১৬৮ ... ... ১১৮
——— তাঁহারদের তগীর করণের হেতু দুষ্ট হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৬৯, ১৭০ ... ... ১১৯
——— তগীরের হেতু দুষ্ট হইলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ১৭২ ... ... ১১৯
——— কর্ত্তব্য কর্ম্ম করণেতে অসঙ্গত কার্য্য হইলে তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে। ১৭৩ ... ... ১১৯
——— কোন আমলা কি উকীল কাজীর কর্ম্মে ও আমলা কি উকীলের কর্ম্মে কাজী নিযুক্ত হইতে পারেন না। ১৭৪ ১১৯
——— আমীনের কর্ম্মে মোকরর হইতে পারেন। ১৭৫ ... ... ১১৯
——— মুনসেফী কর্ম্ম করিলে যদি ব্যাঘাত না হয় তবে ঐ কর্ম্মও করিতে পারেন। ১৭৬, ১৮১ ... ১১৯, ১২০
——— শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুর ঐ পদ কোন স্থানে অনাবশ্যক বোধ করিলে মৌকুফ করিতে পারেন। ১৭৭ ১১৯
——— জজেরা আপনারদের এলাকার যত জন থাকেন তাহার রিপোর্ট করিবেন। পরগনার কাজীর স্থান। ১৭৮ ১২০

পৃষ্ঠা।

কাজী। তাঁহারা যে২ কাগজ তৈয়ার করেন তাহার নকল ও ফিরিস্তি রাখিবেন। মরণের পরে তাঁহারদের স্থানে নিযুক্ত কাজীরদিগকে তাহা দেওয়া যাইবেক। ১৭৯ ... ... ১২০
——— কাজীরদের দ্বারা দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী করণের বিধি। ১৮০ ... ... ১২০
——— সাধারণ আইনানুসারে পূর্ব্ববৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। ১৮২ ... ... ১২০
——— তাঁহারদের রসুমের বিষয়ি বিধি। ১৮৩ ... ... ১২১
——— যে রসুম হক বোধ করেন তাহার বাবৎ নালিশ করিতে পারেন। লোকেরা ইচ্ছামতে রসুম দিবেক। ১৮৪ ১২১
——— আইনের তরজমার নকল তাঁহারদিগকে দেওয়া যাইবেক। ১৮৫ ... ... ১২১
——— অনুমতি বিনা নায়েব নিযুক্ত করিতে পারেন না। ১৮৬ ... ... ১২১
——— আপন২ নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম দূরস্থ নায়েবের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন না। ১৮৭ ... ... ১২১
——— কাজীর নায়েব আইনমতে যে২ কার্য্য করিতে পারেন। ১৮৮ ... ... ১২১
——— কাজীর পদের রসুম জমীদার উসুল করিতে পারেন না। ১৮৯ ... ... ১২১
——— আমীনেরদের প্রতি অর্পিত মুৎফরক্কা কর্ম্ম করিতে পারেন। ৪২৯ ... ... ১৫৬
কাজীয়ল কোজ্জাত। যাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হইবেন ও যে হেতুতে তগীর হইতে পারেন। ১৫৯ ... ... ১১৭
——— তাঁহার মোহর। ১৬০ ... ... ১১৭
——— কাজীরদের অযোগ্যতা কি দুষ্‌ক্রিয়ার বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। ১৭১ ... ... ১১৯
কার্য্যকারক সরকারী। আপন পদোপলক্ষের কার্য্যের বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের অধীন। ১ ... ... ৩৬৭
——— তাঁহারদের নামে পদোপলক্ষের কার্য্যবিষয়ে নালিশ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ১২ ... ... ৩৬৯
——— এক্ষণে যে নিয়মমতে কার্য্য হইতেছে। ১৩ ... ... ৩৬৯
——— তাঁহারদের জওয়াব দেওনের নিমিত্তে খরচা আগাম দেওনের ভারহইতে মুক্ত হইবেন। ১৪ ... ৩৬৯
——— উত্তর কালে তাঁহারদের নামে নালিশ হইলে বিশেষ নিয়মমতে সরকারহইতে খরচা দেওয়া যাইবেক। ১৫ ৩৭০
——— এই নিয়ম করণের উপকার। ১৬ ... ... ৩৭০
——— তাঁহারদের পদোপলক্ষের কর্ম্মের দ্বারা এদেশীয় কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে যাহা করিবেক। ৪ ... ৩৬৮
——— রাজধানীতে তাঁহারদের পদোপলক্ষের কার্য্যের বিষয়ে নালিশ চব্বিশপরগনায় হইবেক। ৫ ... ৩৬৮
——— তাঁহারদের পদোপলক্ষের কর্ম্মের বিষয়ে নালিশ হইলে জজ যাঁহার নিকটে দরখাস্ত পাঠাইবেন। ১৮ ... ৩৭০
——— ছয় সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত রিটর্ণ হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য। ২১ ... ... ৩৭১
——— তাঁহারদের পদোপলক্ষের কর্ম্মের বিষয়ে নালিশ জজ কমিস্যনরের নিকটে পাঠাইলে তিনি যাহা করিবেন। ১৯, ২০ ... ... ৩৭০
——— জজ ছয় সপ্তাহের মধ্যে জওয়াব না পাইলে যাহা কর্ত্তব্য। ২১, ২৩ ... ... ৩৭১
——— পদোপলক্ষের কর্ম্মের বিষয়ে নালিশের দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ২৪ ... ... ৩৭১
——— পদোপলক্ষের কার্য্যের বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরদের নিকটে নালিশ হইলে তাঁহারদের যাহা কর্ত্তব্য। ২৬—২৮ ... ... ৩৭১, ৩৭২
——— তাঁহারদের নামে ঘুষের অপবাদ হইলে ১৮১৩ সালের ১৭ আইনানুসারে বিচার হইবেক। ২৯ ... ৩৭২
——— তাঁহারদের পদোপলক্ষের কর্ম্মের বিষয়ে নালিশ উপস্থিত হওনের তারিখেই দরখাস্ত নথীতে গাঁথা যাইবেক। ৩০ ... ... ৩৭২
কালেক্টর। নাবালগের সম্পত্তি নীলাম করিলে নাবালগ ও তাহার রক্ষক তাঁহার নামে নালিশ করিতে পারে। ২৫ ৩৭১
——— কথিত বাকীদারের দ্বারা কালেক্টরের দাওয়ার যাথার্থ্যের বিষয়ে নালিশ। ৩১ ... ... ৩৭২
——— তাঁহারদের পদে পূর্ব্ব নিযুক্ত সাহেবেরদের কার্য্যের নিমিত্তে নালিশের যোগ্য নহেন। ৩৫ ... ৩৭৩
——— তাঁহারদের নামে দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা যে প্রকারে জারী হইবেক। ৩৮ ... ... ৩৭৪
——— খরচা কি ক্ষতিপূরণ ডিক্রী মাননের বিষয়ে যে গতিকে তাঁহারদের স্থানে জামিনের দাওয়া হইতে পারে। ৩৯, ৪০ ৩৭৪
——— কালেক্টর কোন হুকুম কি ডিক্রী মানিতে অস্বীকার করিলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ৪০ ... ... ৩৭৪
——— সরকারের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির মতাচরণ করিবেন। ৪১ ... ... ৩৭৪
——— দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারী করণের আপত্তি আছে বোধ করিলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ১১২, ১১৩ ৬৩৮
——— ডিক্রী জারী করণে দেওয়ানী আদালত তাঁহার সাহায্যের দাওয়া করিতে পারেন। ২৬০, ২৬১ ... ৭১৫, ৭১৬
——— যে হুকুমমতে কার্য্য না হইয়াছে তাহার ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ কমিস্যনরের নিকটে পাঠান যাইবেক। ২৬২ ৭১৬

পৃষ্ঠা।
কালেক্টর। তাহার পরে অতি বিলম্ব হইলে সদর আদালতের নিকটে রিপোর্ট হইবেক। ২৬৩ ... ... ৭১৬
——— কালেক্টরের নিকট প্রেরিত হুকুমের ত্রৈমাসিক কৈফিয়তে যে২ মোকদ্দমা লিখিতে হইবেক। ২৬৪ ... ৭১৭
কালেক্টর বন্দোবস্ত করণ বা শুখরণ কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহারদের কার্য্য। ৩৪১ ... ... ৪২৭
——— যে২ গতিকে বখরাদারেরদের মধ্যে রাজস্ব ও খরচের নূতন বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ৩৪২ ... ৪২৭
——— বিশেষ২ গতিকে জমী পুনরায় বণ্টন করিতে পারেন। ৩৪৩ ... ... ৪২৭
——— যে স্থলে কালেক্টরের নিষ্পত্তির বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে। ৩৪৩ ... ... ৪২৭
——— কালেক্টরের নিষ্পত্তি যে বিষয়ে চূড়ান্ত হইবেক। ৩৪৩ ... ... ৪২৭
——— তাঁহারা ভূম্যধিকারির স্বত্বের প্রকার ও পরিমাণ জানাইতে পারেন। ৩৪৪ ... ... ৪২৮
——— বখরাদারেরদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে পারেন কিন্তু তাহার উপর আপীল হয়। ৩৪৪ ... ৪২৮
——— বখরাদার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক খাজানা ও ভূমির দাওয়া করিলে তাহা গ্রাহ্য করিবেন না। ৩৪৫ ... ৪২৮
——— কালেক্টরের নিষ্পত্তি জজ বহাল রাখিবেন। বর্জনীয় কথা। যে গতিকে আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ৩৪৬ ... ... ৪২৮
——— যে গতিকে বেআইনীমতে বেদখল করণের মোকদ্দমা কালেক্টর শুনিতে পারেন। দেওয়ানী আদালতে তাহার উপর আপীল হইতে পারে। ৩৪৭ ... ... ৪২৯
——— ঐ বিধান যে২ মোকদ্দমায় খাটে না ও খাটে। ৩৪৮ ... ... ৪২৯
——— ভূমির দখল ও সম্পত্তির দাওয়া শুনিতে গবর্ণর জেনরল তাঁহারদিগকে বিশেষ হুকুম দিতে পারেন। ৩৪৯ ৪২৯
——— যে গতিকে তাঁহারা লাখেরাজ কি মোকরারী জমীর দাওয়ার বিচার করিতে পারেন। ৩৫০ ... ... ৪৩০
——— আপন২ সম্পত্তির স্বত্বের বিষয়ে তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল দেওয়ানী আদালতে হইবেক। ৩৫০ ৪৩০
——— এলাকার বিষয়ি বিচার তাঁহারাই করিবেন। ৩৫১ ... ... ৪৩০
——— সাক্ষিবদিগকে ও হিসাবের তলব করিতে পারেন ও শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী লইতে পারেন। বর্জনীয় কথা। ৩৫২ ... ... ৪৩০
——— পাটওয়ারী ও অন্য লোকেরদের কাছে তাঁহারদের পরওয়ানা যে প্রকারে জারী হইবেক। ৩৫৩ ... ৪৩১
——— জমীদার উপস্থিত না হইলে কিম্বা হিসাব দাখিল করিতে কসুর করিলে যে গতিকে জরীমানা হইবেক। ৩৫৪ ৪৩১
——— কালেক্টরের তলবমতে হাজির না হইলে কি হিসাব দাখিল না করিলে রোজ২ জরীমানা দিবেক। ৩৫৫ ৪৩১
——— কালেক্টর সেই বিষয়ের রিপোর্ট কমিসানরের নিকটে করিবেন। ৩৫৬ ... ... ৪৩১
——— কালেক্টরের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে। ৩৫৭ ... ... ৪৩২
——— জরীমানা ৫০০৲ টাকার অধিক হইলে কালেক্টর বিশেষ রিপোর্ট করিবেন। ৩৫৮ ... ... ৪৩২
——— এই আইনেতে অন্যান্য আইনের কর্ম্ম রহিত হয় না। ৩৫৯ ... ... ৪৩২
——— এই আইনেতে কালেক্টর এই শব্দের অর্থ। ৩৬০ ... ... ৪৩২
——— এই আইন উত্তর পশ্চিম দেশে খাটে না। ৩৬১ ... ... ৪৩২
——— তাঁহারদের সামান্যতঃ যে২ ক্ষমতা থাকিবেক। কিন্তু শ্রীযুত গবরনর সাহেব তাহা কমাইতে পারেন। ৩৬২ ৪৩২
——— যে কালেক্টর বন্দোবস্তী কার্য্যে নিযুক্ত নহেন তাঁহাকেও সেই২ ক্ষমতার্পণ হইতে পারে। ৩৬২ ... ৪৩২
——— এই প্রকারে কালেক্টরেরদের প্রতি যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে তাহার সাধারণ বেওরা। ৩৬২ ... ৪৩২
——— এই২ কর্ম্মে কালেক্টরের নিযুক্ত হওনের সম্বাদ যে প্রকারে দিতে হইবেক। ৩৬৩ ... ... ৪৩৩
——— ঐ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণের মিয়াদ গবরনর জেনরল নির্দ্দিষ্ট করিতে পারেন। ৩৬৩ ... ... ৪৩৩
——— উপরের নির্দ্দিষ্ট নালিশ এক বৎসরের মধ্যে দরপেশ করিতে হইবেক। ৩৬৪ ... ... ৪৩৩
——— যে বিধিমতে কালেক্টর কার্য্য করিবেন ও যে২ পরওয়ানা জারী করিবেন। ৩৬৫ ... ... ৪৩৩
——— ১৮২২ সালের ৭ আইনানুসারে কালেক্টরেরদের বিচারকরা মোকদ্দমার প্রতি ১৮১৯ সা। ৮ আ। ১৮। ১৯ ধা। খাটে। ৩৬৬ ... ... ৪৩৪
——— তাঁহারদের কাছারী দেওয়ানী আদালতস্বরূপ ও তাঁহারদের নিষ্পত্তি জজের ডিক্রীস্বরূপ জ্ঞান হইবেক। ৩৬৭ ৪৩৪
——— তাঁহারদের ডিক্রীর উপর আপীল যে প্রকারে হইবেক তাহা। ৩৬৮ ... ... ৪৩৪
——— তাঁহারা আপনারদের ডিক্রী জারী করিতে পারেন। ৩৬৯ ... ... ৪৩৪
——— বন্দোবস্ত করণের পূর্ব্বে কোন আমলাকে তহকীক করিতে পাঠাইতে পারেন। ৩৭০ ... ... ৪৩৫
——— তাঁহারদের পরওয়ানা জারীর বাধকতা হইলে যে দণ্ড। ৩৭১ ... ... ৪৩৫

পৃষ্ঠা।

কালেক্টর বন্দোবস্তকরণ কি শুধরণ কার্য্যে নিযুক্ত। পোলীসের আমলারা তাঁহারদের পরওয়ানা জারী করণে সহায়তা ও উপকার করিবেন। ৩৭২ ... ... ৪৩৬

——— এই প্রকার মোকদ্দমায় যে উকীল কি মোখ্তার নিযুক্ত হইতে পারেন। ৩৭৩ ... ... ৪৩৫

——— যে সওয়াল জওয়াবের প্রযোজন। ৩৭৪ ... ... ৪৩৬

——— ইষ্টাম্প কাগজ ব্যবহার হইবেক। ৩৭৫ ... ... ৪৩৬

——— তাঁহারা এই প্রকার মোকদ্দমা জিলার কোন স্থানে বিচার করিতে পারেন। ৩৭৬ ... ... ৪৩৬

——— তাঁহারদের নিষ্পত্তির উপর আপীল বোর্ডে হইতে পারে। বোর্ডের কার্য্য। ৩৭৭ ... ... ৪৩৬

——— বোর্ডে আপীল হইলে যে সওয়াল জওয়াবের প্রযোজন। ৩৭৮ ... ... ৪৩৬

——— আপীলী মোকদ্দমায় যে উকীলেরা নিযুক্ত হন। ৩৭৯ ... ... ৪৩৭

– – বেস্পাণ্ডেণ্টের প্রতি এত্তেলা। ৩৮০ ... . ৪৩৭

——— সরাসরী তজবীজের বিষয়ে বোর্ডের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত। ৩৮১ ... ... ৪৩৭

——— কিন্তু কালেক্টরের ও বোর্ডের নিষ্পত্তির উপর নয়রী মোকদ্দমায় নালিশ হইতে পারে। ৩৮২ ... ৪৩৭

——— যে মিয়াদের পর কোন আদালতে মোকদ্দমা হইতে পারে না। ৩৮৩ ... ... ৪৩৭

——— ১৮৪৮ সালের ১৩ আইন জারী হওনের তিন বৎসর পরে তাহার পূর্ব্বে কৃত ফয়সলার বিপরীত কোন মোকদ্দমা শুনা যাইবেক না। ৩৮৪ .. .. ৪৩৭

——— ঐ আইন জারী হওনের পর যে ফয়সলা করা যায় তাহার বিষয়ে তিন বৎসরের মধ্যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য হয় ৩৮৫ .. . . ৪৩৭

——— বাদী প্রতিবাদী প্রথম দেওয়ানী আদালতে নয়রী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে। ৩৮৬ ... ৪৩৭

——— কালেক্টরের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে তাহার রোয়দাদ তলব হইয়া মিসিলের শামিল করা যাইবেক। ৩৮৭ ... . ৪৩৭

——— এই প্রকার আপীল সদর আমীন কি মুনসেফের প্রতি অর্পণ হইতে পারে না। ৩৮৮ ... ... ৪৩৮

——— এই প্রকার মোকদ্দমার বিষয়ে সময়ে২ বোর্ডে রিপোর্ট পাঠাইতে হইবেক। ৩৮৯ ... ... ৪৩৮

——— মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন। ৩৯০ ... ... ৪৩৮

——— সালিসেরদের ফয়সলার শক্তি। ৩৯০ ... ... ৪৩৮

——— যে বিষয় লইয়া সালিস হইবেক তাহা স্পষ্টরূপে কালেক্টরের সরকারীতে লেখা থাকিবেক। ৩৯১ ... ৪৩৮

——— কানুনগো ও তহসীলদারেরা সালিস হইতে পারে। ৩৯২ ... ... ৪৩৮

——— উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ে বিবাদ হইলে যে২ গতিকে কালেক্টর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ৩৯৩ ... ৪৩৯

——— যে স্থলে বিবাদিরদের মধ্যে এক জনকে দখল দেওয়াইতে পারেন। ৩৯৩ ... ... ৪৩৯

——— বিরোধি ভূমি ক্রোক করিতে পারেন। ৩৯৩ ... . ৪৩৯

– – যে স্থলে মাজিষ্ট্রেটের তাঁহারদের প্রতি বিবাদ অর্পণ করিতে পারেন। ৩৯৪ . . .. ৪৩৯

——— সালিসেরদের প্রতি মোকদ্দমা সমর্পণ করিতে প্রবৃত্তি দিবেন। ৩৯৫ . ... ৪৩৯

——— ১৮২১ সালের ৭ আইনে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর এই কথার অর্থ। ৩৯৬ ... ... ৪৩৯

——— শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল কালেক্টরের প্রতি ১৮১১ সা। ৭ আ। ১০ ধারামতে নানা ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে অর্পণ করিতে পারেন। ৩৯৭ ... ... ৪৪০

——— বন্দোবস্ত সংশোধনের কার্য্যে নিযুক্ত না হইলেও তাঁহারদের এলাকা। ৩৯৮ ... . ৪৪০

——— সালিসেরদের ফয়সলা দেওনের মিয়াদ নিরূপণ করিবেন। ৩৯৯ . . .. ৪৪০

——— ফয়সলা দাখিল করিতে ত্রুটি হইলে কালেক্টর পঞ্চায়ত তলব করিতে পারেন। ৪০০ ... ... ৪৪০

——— পঞ্চায়তের যাহা কর্ত্তব্য। ৪০১ ... ... ৪৪০

——— পঞ্চায়তের ফয়সলার উপর যে আপীল। বর্জ্জনীয় কথা। ৪০২ ... ... ৪৪০

——— এই প্রকার নিষ্পত্তি অন্যথা করিতে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে নন্‌সুট হইবেক। ৪০৩ ... ৪৪০

——— উভয় বিবাদির দরখাস্ত বিনা কোন আদালতে উপস্থিত কি নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমায় কালেক্টর হস্তক্ষেপ করিবেন না। ৪০৪, ৪০৫ ... ... ৪৪০, ৪৪১

——— এক বৎসরের অধিক কাল মুলতবী মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন না। ৪০৬ ... ... ৪৪১

——— যেপ্রকার মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। এবং উভয় বিবাদির যেপর্য্যন্ত স্বত্ব। ৪০৭ ... ... ৪৪১

পৃষ্ঠা।

কালেকটর বন্দোবস্তকরণ কি তদ্ধরণ কার্য্যে নিযুক্ত। আদালতে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ৪০৮ ... ... ৪৪২
——— যে২ গতিকমাত্রে ১৮৩৩ সালের ৮ আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতের এলাকা আছে। ৪০৯ ... ৪৪২
——— কালেক্টরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিবার মোকদ্দমা যে প্রকারে বিচার হইবেক। ৪০৯ ... ... ৪৪২
——— পঞ্চায়তের ফয়সলা রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের দ্বারা জারী হইবেক। ৪১০ ... ... ৪৪২
——— পঞ্চায়তের ফয়সলা রাজস্বের কার্য্যকারকেরা অন্যথা করিলে তাহা বলবৎ করণার্থে মোকদ্দমা হইতে পারে না। ৪১১ ... ... ৪৪২
কালেক্টরের দেওয়ান। তাঁহার পক্ষে ভূম্যধিকারির এক খৎ বাতিল হইল। ১৩৮ ... ... ২৪
কালেক্টরের বেজিষ্টরী বহী। তাহাতে ভূম্যধিকারিরদের নাম পরিবর্ত্তন করণার্থ এক বিশেষ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি। ৫৪৮ ৬২২
কালেক্টরের সিরিশ্তাদার। ঘুষস্বরূপ যে টাকা লইয়াছিলেন কথিত হয় তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা কর্জ্জের নালিশ জ্ঞান হইবেক। ৪৮ ... ... ১০০
কিস্তিবন্দী করিয়া কর্জ্জ শোধ। যে গতিকে ডিক্রীর টাকা কিস্তি করিয়া শোধ হইতে পারে। ৩৫৪, ৩৫৫ ... ... ৭২৯
——— এমত গতিকে আসামী করারমতে কর্ম্ম করিলে গ্রেফ্তার হইতে পারে না। ঐ করারনামাতে যে সুদ লেখা আছে তাহার অধিক লওয়া যাইতে পারে না। ৩৫৬ ... ... ৭২৯
——— কিস্তিক্রমে শোধ করিবার করার মতে খাতক মুক্ত হইয়া সেই করারমতে কার্য্য না করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৫৭ ... ... ৭২৯
——— জজ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে কর্জ্জ শোধ না হওয়াপর্য্যন্ত মহাল ক্রোক করিতে পারেন। ৩৫৮ ... ৭৩০
কিস্তির রসীদ শাদা কাগজে লিখিতে হইবেক। ৫৩০ ... ... ১৮১
কুঠী তেজারতের। গোমাশ্তা দাবী না হওয়াপ্রযুক্ত তাহার উপর এক দাওয়া ডিসমিস হইল। ৪২১ ... ... ৬০৮
——— কর্ত্তা বখরাদার যে ফারখৎ দেন তাহা সিদ্ধ। ৪২২ ... ... ৬০৮
——— দেউলিয়া হইবার ছয় মাস পূর্ব্বে বখরাদারী নিবৃত্তি করণের দলীলে সহী হইলে বখরাদারেরা দায়হইতে মুক্ত হয় না। ৪২৩ ... ... ৬০৮
——— যে গতিকে প্রধান গোমাশ্তার হাতে আমানতী টাকা বখরাদারের স্থানে আদায় হইতে পারিল না। ৪২৪ ৬০৮
——— শরাকৎনামা না থাকিলেও যে গতিকে বখরাদারীর প্রমাণ হইল। ৪২৫ ... ... ৬০৮
——— প্রধান গোমাশ্তাকে যে খৎ দেওয়া যায় তাহার বাহৎ টাকা যে গতিকে পাওয়া গেল। ৪২৬ ... ৬০৮
——— বখরাদারেরা কর্ত্তা বখরাদারের কার্য্যের বিষয়ে দাবী। ৪২৭ ... ... ৬০৮
——— বণিকেরা নিদর্শন পত্র দেখাইতে না পারিলেও তাহারদের খাতাবহীর অনুসারে দাওয়ার ডিক্রী হইল। ৪২৮ ৬০৮
——— খাতকের খাতাবহীতে কর্জ্জের এক অংশ শোধ হইয়াছে লেখা থাকিলে তাহা প্রচুর প্রমাণ নহে। ৪২৯ ... ৬০৮
——— খাতাবহীতে লেখা থাকিলেও যদি অন্য প্রমাণ না থাকে তবে তাহা কর্জ্জের মাতবর প্রমাণ নহে। ৪৩০ ... ৬০৯
——— যে গতিকে খাতাবহী কর্জ্জের মাতবর প্রমাণ হয়। ৪৩১ ... ... ৬০৯
——— বখরাদারেরদের মধ্যে মোকদ্দমা হইলে যে প্রকারে নালিশ করিতে হয়। ৪৩২ ... ... ৬০৯
——— মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য হওনের ১২ বৎসর পরে শরাকৎনামার বিষয়ি এক মোকদ্দমা ডিসমিস হইল। ৪৩৩ ৬০৯
——— যে২ হেতুতে তেজারতী কর্ম্মের বখরাদারেরা আপন২ গোমাশ্তারদের কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হয়। ৪৩৪ ... ৬০৯
কেরাণী প্রধান। জিলার জজের যে২ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারেন। ২২ ... ... ২৬
কোর্ট রিক্রেষ্ট। সৈন্যসম্পর্কীয়। তাহার এলাকা। ৪৪১—৪৪৫ ... ... ৬৮, ৬৯
——— ——— তাহার ফয়সলার বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা হইতে পারে না। ৪৪৬ ... ৬৯
——— ——— সদর দেওআনী আদালত তাহার এলাকা নির্দ্ধার্য্য করিতে পারেন না। ৭০ ... ... ৩৮০
——— ——— ছাউনির সীমার মধ্যবাসী দেওয়ানী কার্য্যকারক ও অন্যেরা ঐ কোর্টের অধীন হন। ৭১ ৩৮০
——— ——— এদেশীয় সৈন্যপ্রভৃতির নামে তাহাতে যে নালিশ হইতে পারে। ৭২ ... ... ৩৮০
——— ——— ২০০৲ টাকার অধিক না হইলে সৈন্যসম্পর্কীয় আদালতের অধীন কোন ব্যক্তির নামে দেওয়ানী আদালতের গ্রেফ্তারী পরওয়ানা জারী হইতে পারে না। ৭৩ ... ৩৮০
——— ——— পল্টনী বাজারের সম্পর্কীয় লোকেরদের বিষয়ে ঐ বিধি খাটে। ৭৪ ... ... ৩৮১
——— ——— কোন২ মোকদ্দমার জিলা ও শহরের জজ তাহারদের ডিক্রী জারী করিবেন। ৭৮ ... ৩৮২
ক্রোক। যে ব্যক্তি ক্রোক করিতে পারে ও যাহার সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে। ১ ... ... ৪৪৭
——— যে২ গতিকে পূর্ব্ব২ বৎসরের বাকীর জন্যে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হইতে পারে। ২ ... ... ৪৪৭

পৃষ্ঠা।

ক্রোক। ঐ পরওয়ানা সত্বর ও নিষ্কর ভূমির বিষয়ে তুল্যমতে খাটে। ৩, ৪ ... ... ৪৪৭
——— ক্রোক করণের ক্ষমতা জমীদারেরদের গোমাশ্‌তারদের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। তাহাতে গোমাশ্‌তারা এবং জমীদারেরা দায়ী। ৫ ... ... ৪৪৭
——— ক্রোক করণের আইনের বিষয় জানিয়া শুনিয়া কসুর না হইলে তদ্বিষয়ে জরীমানা হইবেক না। ৫ ... ৪৪৭
——— যে স্থলে প্রজা বাকীদার জ্ঞান হয়। এমত বাকীর দাওয়া হইলেই শোধ না হইলে ক্রোক হইবার যোগ্য হয়। ৬ ... ... ৪৪৮
——— প্রজা অথবা ক্রোককরণিয়া ক্রোকের এত্তেলা জামিনকে দিবেক। ৬ .. .. ৪৪৮
——— বাকীদারের স্থানে প্রথমে বাকীর দাওয়া হইলে ক্রোককরণিয়া জামিনের কি বাকীদারের কি উভয়ের সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে। ৬ ... ... ৪৪৮
——— জমীদারেরা উক্ত কর্ম্ম ১৮৩৯ সালের ১ আইনে নিযুক্ত সনন্দদারেরদের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন না। ৭ ৪৪৮
——— জমীদারেরদের উত্তরাধিকারিরা এবং অযোগ্য জমীদারেরদের সরবরাহকারেরা ক্রোকের ক্ষমতা রাখেন। ৮ ৪৪৯
——— যাঁহারা ক্রোক করণের ক্ষমতা পাইতে পারেন। ৯ ... ... ৪৪৯
——— যাহারা আপনারদিগকে জামিন বলিয়া ভূমির ইজারা বা পাট্টা লইয়াছে তাহারা ইজারদার ও রাইয়ত জ্ঞান হইবেক এবং তাহারদের জমী ক্রোক হইতে পারে। ১০ ... ... ৪৪৯
——— ক্রোক করণের প্রত্যেক গতিকে মনিবেরা গোমাশ্‌তারদের কার্য্যের বিষয়ে দায়ী হয়। ১১ ... ... ৪৫০
——— বাকীর আনওয়ানে ক্রোক হইবেক। অতিরিক্ত ক্রোকের দণ্ড। ১৩ .. .. ৪৫০
——— বাকী পাওনা না থাকিলে ক্রোক হইলে তাহার দণ্ড। ১৪ ... ... ৪৫০
——— ১৭৯৩ সালের ১৭ আইনের ৮ ধারার এক ভাগ এবং ৯। ১০ ধারা রদ হইল। ১৬ ... ... ৪৫১
——— সম্পত্তির নীলামকরণিয়া ব্যক্তি দরখাস্ত পাইলে যে রূপে কার্য্য করিবেন। ১৭ ... ... ৪৫১
——— ক্রোক করণের পর পাঁচ দিন অতীত না হইলে নীলাম হইতে পারে না। ১৭ ... ... ৪৫১
——— অথবা ক্রোক করণের সময়ে যে ফসল কাটা যায় নাই তাহা গোলাজাত না করিলে হইবেক না। ১৭ ... ৪৫১
——— নিমকপোখ্তানী করণিয়ার দ্রব্য ক্রোক হইলে তাহার এত্তেলা নিমকের এজেণ্টকে দিতে হইবেক। ১৭ ... ৪৫১
——— প্রজার নিকটে টাকার দাওয়াপত্র ও জমাওয়াসীল বাকীর হিসাব না দিলে ক্রোক ও নীলাম বেআইনী। ১৯ ৪৫২
——— বাকীদারের জমী যে জিলাতে থাকে তাহাতে বাস না থাকিলে যে স্থানে এত্তেলা জারী হইবেক। ২০ ... ৪৫২
——— বাকী টাকা দিবার প্রস্তাব হইলে ক্রোক হইতে পারে না। ২১ ... ... ৪৫২
——— সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হওনের সময়ের মধ্যে ক্রোক হইতে পারে। ইহার অন্যথা করিবার দণ্ড। ২২ ... ৪৫২
——— ক্রোক এড়াইবার জন্য সম্পত্তি হস্তান্তরকরা বেআইনী। যাহারা ঐ সম্পত্তি লয় তাহারদের দণ্ড। ২৩ ... ৪৫২
——— ক্রোকের প্রতিবন্ধকতা করণের কিম্বা ক্রোকী দ্রব্য উঠাইয়া লইবার দণ্ড। ২৪, ২৭ ... ... ৪৫৩
——— ক্রোকের বিপরীত মোকদ্দমা সরাসরী হয়। আসামীর জওয়াব শুনিতে হইবেক। ২৫ ... .. ৪৫৩
——— ক্রোকের বিরুদ্ধে সরাসরী নালিশ ক্রোকের পর এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক। বর্জ্জিত কথা। ২৬ ৪৫৩
——— ক্রোকী জিনিসের স্বামী ছাড়া কোন কেহ ক্রোককরা সম্পত্তি বেআইনীমতে লইলে তাহার দণ্ড। ২৮ ... ৪৫৩
——— বেআইনীমতে ক্রোকহওয়া সম্পত্তির যাহা হইয়াছে তাহা সাব্যস্ত করণের ভার যাঁহার প্রতি থাকে। ২৯ ৪৫৪
——— ফসল ক্রোক উঠাইয়া লইবার বিষয়ে রাইয়তেরদের নামে নালিশ সরাসরীমতে বিচার্য্য। ৩০ .. ৪৫৪
——— যে সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে না। তাহা ক্রোক করণের দণ্ড। ৩৮, ৩৯ ... ... ৪৫৬
——— রাইয়তের গাছ ঘর ও অন্য সম্পত্তি খাজানার নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারে না। ৪০ ... ... ৪৫৬
——— ১৮৩৯ সালের ১ আইনানুসারে নিযুক্ত আমীনভিন্ন কেহ ক্রোককরা সম্পত্তি নীলাম করিতে পারে না। ৪১ ৪৫৭
——— লাঙ্গল ও কৃষিকর্ম্মের দ্রব্য ও হালের গোরু ও কারিগরেরদের হেতিয়ার ক্রোক হইতে পারে না। ৪২ .. ৪৫৭
——— ক্রোককরা ফসল ও যে শস্য কাটা না গিয়া থাকে তাহা যে সময়ে কাটা গিয়া গোলাজাত হইবেক। ৪৩ ... ৪৫৭
——— ক্রোককরা সম্পত্তি পরগনাহইতে বাহির করিতে হইবেক না। যে স্থানে রাখা যাইবেক। ৪৪ ... ৪৫৭
——— ক্রোকী পশুকে খাটান যাইবেক না তাহার খোরাক যে দিবেক। ৪৫ ... ... ৪৫৭
——— ক্রোকী সম্পত্তির বিষয়ে মনোযোগ না করণের দণ্ড। ৪৬ ... ... ৪৫৭
——— নিমকের গোলা'র। তাহার এক মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ১০২ ... ... ৩৮৭
——— ভূমির। মহাল ক্রোক করিতে ও সরবরাহকার নিযুক্ত করিতে হুকুমনামা জারী করিবার বিধি। ২৫৪ ২২৭
——— ——— যে সম্পত্তির ক্রোক হইবেক তাহার বেওরা হুকুমনামাতে লিখিতে হইবেক। ২৫৫ ... ২২৭

পৃষ্ঠা।

ক্রোক। ভূমি। যে প্রকারে ক্রোক হইবেক। ২৫৬ ... ... ২২৭
——— ——— লাখেরাজ ভূমিও ক্রোক হইতে পারে। ২৫৭ ... ... ২২৭
——— ——— কালেক্টরের ক্রোককরা মহালের সরবরাহের বিষয়ে দেওয়ানী আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ২৫৮, ২৫৯ ... ... ২২৮
——— রাইয়তেরদের জমী। যে২ গতিকে জমীদারেরা ও ইজারদারেরা বাকীদার রাইয়তের জমী ক্রোক করিতে পারেন। এবং ঐ ক্রোক যে সময়ে উঠাইয়া দিতে হইবেক। ২৭৫, ২৭৬ ... ... ৪২৪, ৪২৫
——— ——— উক্ত বিধির অর্থ। জমী ক্রোক করিবার পূর্ব্বে যাহা কর্ত্তব্য। ২৭৭, ২৭৮ ... ... ৪২৫
——— সম্পত্তি। ডিক্রী জারীর বিষয়ে জামিন না দিলে। জামিন শব্দ দেখ।
ক্রোককরণিয়ারা। ক্রোক করণার্থ প্রেরিত ব্যক্তিরদিগকে তাঁহারা যে২ দস্তাবেজ দিবেন। না দেওনের দণ্ড। ১৫ ... ৪৫০
——— তাহারদিগকে ক্রোকী সম্পত্তির তফসীল ও বেওরা লিখিয়া দিবেন। ১৭ ... ... ৪৫১
——— বাকীদারের সম্পত্তি ক্রোক করণার্থ যে স্থানে বলপূর্ব্বক যাইতে পারেন। এই আইন লঙ্ঘন করণের দণ্ড। ৩১ ৪৫৪
——— পোলীসের আমলার সাক্ষাতে সদর দ্বার বলপূর্ব্বক খুলিতে এবং অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতে পারেন। বিধিমতে না করণের দণ্ড। ৩২ ... ... ৪৫৪
——— তাহারা দরখাস্ত করিলে দারোগারা আমলারদিগকে ক্রোক সময়ে হাজির থাকিতে পাঠাইবেন। ৩৩ ৪৫৫
ক্রোককরা সম্পত্তি। তাহার দাওয়া যে প্রকারে হইবেক। যে গতিকে ক্রোককরণিয়ার বিপরীত ডিক্রী হইবেক। ৩৪ ৪৫৫
——— ভূমির ফসলের দাওয়া হইলে খাজানার দাওয়া প্রথমে পরিশোধ হইবেক। ৩৪ ... ... ৪৫৫
——— ঐ বিধির মতান্তর। দাওয়াদার ক্রোককরণিয়ার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার একরারনামা দিলে ক্রোক উঠাইতে হইবেক। ৩৫ ... ... ৪৫৫
——— দাওয়াদার পনের দিবসের মধ্যে মোকদ্দমা না করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৬ ... ... ৪৫৫
——— কালেক্টরের সবাসরী ফয়সলা অন্যথা করণার্থে মোকদ্দমা করিবার মিয়াদ এক বৎসর। ৩৭ ... ৪৫৬
——— নীলামের বিধি। ফরোশ আমীনের নিকটে দরখাস্ত। ৫১ ... ... ৪৫৮
——— তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। নীলামের স্থান ও সময়। যাচনদার। ৫১ ... ... ৪৫৮
——— যাচাইর পত্র লটকান থাকিবেক। ৫১ ... ... ৪৫৮
——— বাকীদার নিমকপোখ্তানীর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলে নীলামের বিধি। ৫২ ... ... ৪৫৯
——— তাহার মূল্য নিরূপণ ও বাকীদারকে সর্টিফিকট দেওন। ৫৩ ... ... ৪৫৯
——— বাকীদার বাকী টাকা খরচাসমেত দিতে চাহিলে ক্রোক উঠাইতে হইবেক। ৫৪ ... ... ৪৫৯
——— নীলামের বিধান। অন্যরূপে নীলাম করিলে ক্রোককরণিয়ারদের দণ্ড। ৫৫ ... ... ৪৫৯
——— দ্রব্যের ওয়াজিবী মূল্য না পাইতে পারিলে অন্য দিনে নীলাম হইবেক। ৫৬ ... ... ৪৬০
——— নীলাম হইলে কমিস্যন দেওয়া যাইবেক। বিরুদ্ধাচরণ ও অহিত কর্ম্মের দণ্ড। ৫৭ ... ... ৪৬০
——— যে পেয়াদা নীলামের এত্তেলা লট্কায় তাহার তলবানা বাকীদার দিবেক না। ৫৮ ... ... ৪৬০
——— নীলাম না হইলে ফরোশ আমীন আপনার খরচা পাইতে পারেন। ৫৯ ... ... ৪৬০
——— যে ব্যক্তি খরীদ করিতে না পারে। ৬০ ... ... ৪৬০
——— বাকীদার তাহা খরীদ করিতে পারে না। ৬১ ... ... ৪৬১
——— খরীদী টাকা দেওন। ৬২ ... ... ৪৬১
——— সম্পত্তির যাচাই কি নীলাম করণে বিরুদ্ধাচরণের দণ্ড। ৬৩ ... ... ৪৬১
——— বাকীদার দাওয়ার স্বীকার না করিয়া মোকদ্দমা করণের একরার দিলে ক্রোক উঠাইয়া সম্পত্তি ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৬৪ ... ... ৪৬১
——— রাইয়তেরা একরার না দিলে কি বাকী শোধ না করিলে ক্রোক থাকিবেক ও সম্পত্তি নীলাম হইবেক। ৬৫ ৪৬১
——— একরারনামা দিলে পর মোকদ্দমা উপস্থিত না করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৬৫ ... ... ৪৬১
——— জামিন দিলেও যাহার সম্পত্তি খালাস হইতে পারে না। ৬৬ ... ... ৪৬২
——— যে রাইয়ত জামিন দিয়াছে সেই ব্যক্তি দাওয়ার বিষয়ে ওজর করিলে যে সময়ে ক্রোক উঠাইতে হইবেক। ৬৭ ৪৬২
——— জামিন একরারনামা লিখিয়া না দিলে সম্পত্তি ক্রোক থাকিবেক। ৬৮ ... ... ৪৬২
——— জামিন মোকদ্দমা উপস্থিত না করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৬৮ ... ... ৪৬২
——— মোকদ্দমা উপস্থিত না করিলেও রাইয়তের সরাসরী মোকদ্দমার বাধা নাই। ৬৯ ... ... ৪৬২

পৃষ্ঠা।

ক্রোককরা সম্পত্তি। মুনসেফেরা জামিন লইতে পারেন না। ৭০ ... ... ৪৬৩
——— দাওয়ার এক অংশ স্বীকার না হইলে বাকীদার টাকার এক অংশ দিয়া অবশিষ্টের বিষয়ে মোকদ্দমা করিবার জামিন দিলে সম্পত্তি খালাস করিতে পাবে। ৭১ ... ... ৪৬৩
——— উক্ত বিধান তহসীলদার ও সাজাওয়াল প্রভৃতির প্রতি খাটে। ৭২ ... . ৪৬৩
——— দখীলকার জামিন দিতে না পারিলে ক্রোককরণিয়ার নামে আদালতে নালিশ করিতে পারে। ৭৩ ... ৪৬৩
——— ঐ মোকদ্দমার সরাসরী তজবীজ হইবেক। ৭৪ ... . ৪৬৩
——— কিন্তু ফরিয়াদী নয়রী মোকদ্দমা করিতে পারে। ৭৫ ... . ৪৬৩
——— ক্রোক করণের পর এক বৎসরের মধ্যে এই প্রকার মোকদ্দমা করিতে হইবেক। ৭৬ ... ... ৪৬৩
——— ক্ষতিগ্রস্ত বাইয়ত যে প্রকার ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিতে পারে। ৭৭ ... ... ৪৬৪
——— ফসলের ক্রোক উঠাইয়া লওনের বিষয়ে বাইয়তের নামে সরাসরী মোকদ্দমা হয়। ৭৮ .. ... ৪৬৪
ক্ষতিপূরণ। যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে অন্যেরদের সংসারাধ্যক্ষ বলে তবে তাহার বিরুদ্ধে ক্ষতির যে ডিক্রী হয় তাহা তাহার নিজ দেনা। ৭৪৯ .. .. ৩১০
——— নালিশী টাকার অপেক্ষা কম টাকার ক্ষতি বলিয়া অধস্থ আদালতে যে ডিক্রী হয় তাহা মঞ্জুর হইল। ৭৫০ ৩১০
——— চড়াউ ও অযথার্থ কয়েদের ক্ষতিপূরণ। ৭৫১ ... . ৩১০
——— বেআইনীমতে তালাশী করণের নিমিত্তে পোলীসের দারোগার নামে ক্ষতিপূরণের হুকুম হইল। ৭৫২ ৩১০
——— সম্পত্তি বেআইনীমতে আটক না হইলে ও অমনোযোগ না হইলে ক্ষতিপূরণের হুকুম হইল না। ৪০১ ... ৬০৫
——— অপরাধের নিমিত্তে দণ্ড হইলেও ক্ষতিপূরণার্থ দেওয়ানী নালিশ করণের বাধা নাই। ৪০৪ ... ... ৬০৬
——— ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমার আপীল ডিক্রীহওয়া টাকা ধরিয়া হইবেক। ৮৩ ... ... ৬৩৪
খরচা মোকদ্দমার। আপীলী মোকদ্দমায় আসল টাকার সঙ্গে ধরা যাইবেক না। ১৪৯ ... ... ২১১
——— মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালত খরচার হুকুম দিতে পারেন। ৭৩৬ ... ... ৩০৯
——— যে মোকদ্দমায় আপেলাণ্টের পক্ষে ডিক্রী হইলেও সেই ব্যক্তি খরচা পাইল না। ৭৩৭ ... ... ৩০৯
——— যে মোকদ্দমায় জমি ব্যক্তির খরচা দেওনের হুকুম অন্যথা হইল। ৭৩৮ ... ... ৩০৯
——— নয়রী মোকদ্দমায় খরচার হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে না। ৭৩৯ ... ... ৩০৯
——— অধস্থ আদালতের খরচা ক্ষমা হইলেও খাস আপীলের খরচা আসামীর দিতে হইল। ৭৪৭ ... ৩১০
——— খরচা অপরিমিত হওয়াতে হুকুম অন্যথা হইল। ৭৪৮ ... ... ৩১০
——— যে মোকদ্দমায় প্রথম ডিক্রীতে যে খরচা দেনা হইল তাহা দ্বিতীয় ডিক্রীক্রমে পাওনা টাকাহইতে বাদ দিবার হুকুম হইল। ৭৪০ .. .. ৩০৯
——— ডিক্রী পরিবর্ত্তন না করিয়া ডিক্রীতে লিখিত না হওয়া খরচার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালত জিনিস বিক্রয়ের হুকুম করিতে পারেন না। ৭৪১ ... ... ৩০৯
——— যে মোকদ্দমা পরে রফা হইয়াছিল তাহাতে এক ব্যক্তিকে অনাবশ্যকমতে আসামী করা গেলে তাহাকে খরচা দেওয়া গেল। ৭৪২ .. .. ৩০৯
——— কর্জ্জ টাকা শোধের সময় উপস্থিত না হইতে তাহার বাবৎ মোকদ্দমা করাতে খরচা দেওয়া গেল না। ৭৪৩ ৩০৯
——— যে মোকদ্দমাতে সদর আদালত পরাজিত ব্যক্তিকে কেবল আসল দাবীর টাকার উপর খরচা দিবার হুকুম করিলেন। ৭৪৪ ... . ৩১০
——— ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় ডিক্রী হওয়া টাকার উপর খরচা দেওয়া যাইবেক। ৭৪৫ ... ... ৩১০
——— সুপ্রিম কোর্টের অধীন মফঃসলনিবাসি যে ব্যক্তির উপর দাওয়া হওয়াতে মহাজনের উকীলের খরচা মফঃসল আদালতে আদায় হইতে পারে না। ৭৪৬ ... ... ৩১০
——— অধস্থ আদালত খরচার ক্ষমা করিলেও যে গতিকে খাস আপীলের খরচা দিতে হইল। ২৭৯ ... ৭৭৯
——— মোকদ্দমা পুনর্বিচারার্থে ফিরিয়া পাঠান গেলে যে আদালত খরচা নির্ণয় করিবেন। ৫৫ ... ... ৭৪৬
——— পাঠাওন। ডিক্রী জারীক্রমে যে খরচা উসুল হয় তাহা এক জিলাহইতে অন্য জিলায় পাঠাওন। ১০৮৬ ... ৩৬৫
খরচার বাবৎ জামিন। জামিন দেখ।
খরীদ। অগ্রে খরীদ করণের স্বত্ত্ব। নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাকা না দিলে লোপ হয়। ৫০৮ ... ... ৬১৮
——— ——— ভূমি বাজেয়াফ্তপ্রযুক্ত অগ্রে খরীদ করণের স্বত্ত্ব বিষয়ের ডিক্রী বরখাস্ত হইতে পারে না। ৫০৯ ৬১৮
——— ——— যে ভূমির বিষয়ে ঐ প্রকার স্বত্ত্বের দাওয়া হয় তাহার মূল্য নিরূপণ। ৫১০ ... ... ৬১৮

পৃষ্ঠা।

খরীদ। অগ্রে খরীদ করণের স্বত্ব। বিক্রয়ের পূর্ব্বে ঐ স্বত্বের দাওয়া হইতে পারে না। ৫১১ ... ... ৬১৮
——— ——— অগ্রে খরীদ করণের স্বত্ব আসামী যে ধর্ম্মের হয় সেই ধর্ম্মের ব্যবস্থামতে বিচার হইবেক। ৫১২ ... ... ৬১৮
——— ——— ঐ স্বত্বের বিষয়ে মুসলমানের শরার বিধান ও নিষেধ খাটে। ৫১৩ ... ... ৬১৮
খরীদার নীলামী। নীলাম অন্যথা হইলে ডিক্রীদারের স্থানে আপনার টাকা ফিরিয়া পাইতে পারে। ৫৪৫ ৬২১
খাজাঞ্চী। কালেক্টর বাকীদার খাজাঞ্চীকে কয়েদ করিবার দরখাস্ত করিলে জজের যাহা কর্ত্তব্য। ৭৯ ... ... ১০৬
——— যে স্থলে তছরূপহওয়া টাকার জন্যে কালেক্টরের খাজাঞ্চীর জমী নীলাম হইল। ৮০ ... ... ১০৬
——— বাকীদার আমলার সম্পত্তি বিক্রয়ের পূর্ব্বে অন্য ব্যক্তি তাহার দাওয়া করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৮১ ... ১০৬
——— যে স্থলে জামিন টাকা আমানৎ করিল ও খাজাঞ্চীর কএক খৎ পাইল পরে দায়হইতে মুক্ত হইলে ঐ খৎ ফিরিয়া দিতে চাহিল না। ৮২ ... ... ১০৬
——— জজের। পদ মৌকুফ হয়। ১৫ ... ... ৯৭
খাজানা। লিখিত করাবদাদ না হইলে কিম্বা চাস করণের সময়ে এত্তেলা না দেওয়া গেলে রাইয়তের স্থানে বেশী খাজানা লওয়া যাইতে পারে না। ৮৮ ... ... ৪১৫
——— এত্তেলার মধ্যে যাহা লিখিবার আবশ্যক নাই। ৮৯ ... ... ৪১৬
——— ঐ এত্তেলার প্রমাণ না হইলে বেশী খাজানার ডিক্রী হইতে পারে না। ৯১ ... ... ৪১৬
——— এত্তেলা জারীর প্রমাণ না থাকা ননসুটের হেতু নয়। ৯২ .. .. ৪১৬
——— এত্তেলা না হইলে বেশী খাজানা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। বেশী খাজানার এত্তেলানামা যে প্রকারে রাইয়তের উপর জারী হইবেক। ৯০ ... ... ৪১৬
——— উক্ত বিধান মাহাবদের প্রতি খাটে। ৯৩ ... ... ৪১৬
——— ঐ এত্তেলানামার বেওরা। ৯৪ ... ... ৪১৬
——— যে২ বিষয় লিখিতে ত্রুটি হইলেও এত্তেলানামা ব্যর্থ হয় না। ৯৫ ... ... ৪১৬
——— ১৮১৭ সালের ৫ আইনমতে যে ইজারদার সরবরাহকারের স্থানে পাট্টা লইয়াছে সে ব্যক্তি খাজানা বাড়াইবার এত্তেলা দিতে পারে। ৯৬ ... ... ৪১৬
——— ঐ এত্তেলা দিবার বিষয়ে শেষ প্রকাশিত আইন। ৯৭ .. .. ৪১৭
——— জমীদার ও ইজারদারেরা খাজানা বাড়াইবার বিষয়ে নালিশ করিলে কিম্বা মোকদ্দমার জওয়াব দিলে বেশী টাকার দাওয়া পরগনার নিরিখঅনুসারে হইয়াছে ইহার প্রমাণ দিবেক। ৯৮ ... ৪১৭
——— রাইয়তেরা জামিন দিয়া বেশী খাজানার বিষয়ে মোকদ্দমা করিতে চাহিলে যে বিধি খাটে। ৯৯ ... ৪১৭
——— কাওলাদার ও নিমকাওলাদারের মধ্যে এক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি। ১০০ ... ... ৪১৭
——— খোদকস্থা রাইয়তেরদের পাট্টা বিশেষ২ গতিক ভিন্ন রদ হইতে পারে না। ১০১ ... ... ৪১৮
——— জমীদারেরা পোস্তের চাসের জমীর খাজানা বাড়াইতে চাহিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১০২ ... ... ৪১৮
——— বেশী খাজানা না দিবার অধিকারের প্রমাণ যাহার দিতে হইবেক। ১০৩ ... ... ৪১৮
——— নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে খাজানা দেওয়া যাইবেক না। ১১৬ ... ... ৪১৯
——— খাজানার মফঃসল কিস্তিবন্দীর মোকাবিলা করণের বিধি। ১১৭ ... ... ৪১৯
——— ভাড়াটিয়া বাটীনিবাসি এত্তেলা পাইবার পর ঘর ত্যাগ না করিলে তাহার স্থানে বেশী ভাড়ার দাওয়া হইতে পারে। ১১৯ ... ... ৪৭২
——— এই প্রকার গতিকে যে বেশী ভাড়ার দাওয়া হয় তাহার বিষয়ে দেওয়ানী আদালত নির্ণয় করিতে পারেন। ১৩০ ৪৭২
——— মহালের খরীদার খাজানার বাবৎ রাইয়তের নামে যে নালিশ করে তাহা কালেক্টর সরাসরীমতে বিচার করিতে পারেন। ১৪৮ ... ... ৪৭৪
খাজানার বাবৎ নয়রী মোকদ্দমা। তদর্থে জজেরা নয়রী মোকদ্দমা করিবার উৎসাহ দিবেন। ১৭২ ... ৪৭৮
——— ——— তদ্রূপ যে নয়রী মোকদ্দমা সরাসরীমতে বিচার্য্য হয় তাহার আরজী সিকী মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক। ১৭৩ ... ... ৪৭৮
——— ——— মুনসেফেরা সিকী মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লইতে পারেন। ১৭৫ ... ... ৪৭৮
——— ——— খাজারদের বিষয়ে ঐ২ বিধি খাটে। ১৭৬ ... ... ৪৭৮
——— ——— বাকীর বাবৎ কি অন্যায়রূপ তহসীলের বাবৎ নালিশ হইলে মুনসেফেরা সিকী মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে গ্রহণ করিবেন। ১৭৭ ... ... ৪৭৮

পৃষ্ঠা।

খাজানার বাবৎ নম্বরী মোকদ্দমা। কালেক্টরের সম্মুখে পূর্ব্বে সরাসরীমতে উপস্থিত না হইলেও সিকী মূল্যের কাগজে হইতে পারে। ১৭৯ ... ... ৪৭৯

——— ——— এই প্রকার ও অন্যান্য মোকদ্দমার মধ্যে এই মাত্র বিশেষ যে গবর্ণমেণ্ট মাসুলের চারি অংশের তিন অংশ ত্যাগ করেন। ১৮০ ... ... ৪৭৯

——— ——— সওয়াল জওয়াব ও অন্যান্য কাগজপত্র যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ১৮১ ... ৪৭৯

——— ——— খাজানার বাকী কি অন্যায়রূপে তহসীলের মোকদ্দমা মুনসেফেরা শুনিলে ক্ষতিপূরণের ডিক্রী করিতে পারেন। ১৮২ ... ... ৪৭৯

——— সরাসরী ফয়সলার অন্যথা করণার্থ। কেহ কালেক্টরের ডিক্রীতে সম্মত না হইলে নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে। ২৪৮ ... ... ৪৯০

——— ——— ঐ মোকদ্দমা নম্বরী আপীলের মত জ্ঞান হইবেক। কালেক্টরকে এক পক্ষ করিবার প্রয়োজন নাই। ২৪৯ ... ... ৪৯০

——— ——— সরাসরী ফয়সলাক্রমে কয়েদহওয়া ব্যক্তি নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে। ২৫০ ... ৪৯১

——— ——— বাকী পাওনা না থাকিলে, কিম্বা বাকী শোধ করিলে ঐ ব্যক্তি খালাস হইতে পারে। ২৫০ ... ৪৯১

——— ——— যে জমীদারেরদের দাওয়া কালেক্টর অগ্রাহ্য করেন তাঁহারা নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন। ২৫১ ... ... ৪৯১

——— ——— কালেক্টরের সরাসরী ফয়সলা অন্যথা করণার্থে নম্বরী মোকদ্দমা করণের মিয়াদ। ২৫২, ২৫৩ ৪৯১

——— ——— ঐ মিয়াদ যে রূপে গণ্য করিতে হইবেক। ২৫৫, ২৫৬ ... ... ৪৯১

——— ——— অচিহ্নিত বিচারকৈবা এইপ্রকার মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ২৫৭ ... ... ৪৯১

——— ——— ঐরূপ নম্বরী আপীল উপস্থিত হইলে কালেক্টরের বোয়দাদ তলব হইয়া মিসিলের শামিলে রাখা যাইবেক। ২৫৮ ... ... ৪৯২

——— ——— ঐ প্রকার নম্বরী মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণ করণের বিধান। ২৫৯ ... ... ৪৯২

——— ——— কালেক্টরের ফয়সলার উপর আপীল সম্পূর্ণ মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে উপস্থিত করিতে হইবেক। ২৬০ ... ... ৪৯২

——— সরাসরী মোকদ্দমা। যে২ বিধানমতে জিলার জজ তাহা লইয়া কালেক্টরের প্রতি অর্পণ করিবেন সেই সকল রদ হইল। ২৬৯ ... ... ৪৭৩

——— ——— দেওয়ানী আদালত খাজানার বাবৎ কেবল নম্বরী মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিতে পারেন। ২৪০ ৪৭৩

——— ——— সরাসরী মোকদ্দমা কেবল কালেক্টর গ্রাহ্য করিতে পারেন। তাহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত কিন্তু তাহা অন্যথা করণার্থ নম্বরী মোকদ্দমা হইতে পারে। ২৪১ ... ... ৪৭৩

——— ——— যে২ হেতুতে কমিস্যনরের নিকটে আপীল হইতে পারে। ২৪১ ... ... ৪৭৩

——— ——— ১৮৩১ সালে দেওয়ানী আদালতে এপ্রকার মুলতবী সকল মোকদ্দমা কালেক্টরের প্রতি অর্পণ। ২৪২ ... ... ৪৭৪

——— ——— নিষ্কর ভূমির খাজানার বাবৎ মোকদ্দমা কালেক্টর বিচার করিবেন। ২৪৩, ২৪৪ ... ৪৭৪

——— ——— পাটওয়ারী ও মোস্থাবেরদের নামে মালগুজারেরদের সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টর বিচার করিবেন। ২৪৫ ... ... ৫৭৪

——— ——— খাজানা অন্যায়ে তহসীল করণবিষয়ে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা কালেক্টরের বিচার্য্য ২৪৬ ... ৪৭৪

——— ——— জরীপক্রমে হিসাবকরা খাজানার বাকীর বাবৎ জমীদারের মোকদ্দমা কালেক্টরের বিচার্য্য। ২৪৭ ... ... ৪৭৪

——— ——— মহালের খরীদার পরগনার নিবিখঅনুসারে খাজানার বাবৎ যে মোকদ্দমা করেন তাহা কালেক্টর বিচার করিবেন। ২৪৮ ... ... ৪৭৪

——— ——— এই সকল মোকদ্দমায় কালেক্টরের পরওয়ানার বাধকতা হইলে তাহার মোকদ্দমা তিনি বিচার করিতে পারেন কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামা হইলে পারেন না। ২৪৯ ... ... ৪৭৪

——— ——— জমীদার যে খাজানা না লন তাহা দেওয়ানী আদালতে গচ্ছিত হইতে পারে না। ২৫০ ... ৪৭৫

——— ——— ঐ মোকদ্দমা কেবল সন হালের বাকীর প্রতি খাটে। ২৫১ ... ... ৪৭৫

——— ——— কিন্তু পূর্ব্বকার বাকীর মোকদ্দমা শুনন যথার্থ জ্ঞান করিলে শুনা যাইতে পারে। ২৫১ ... ৪৭৫

			পৃষ্ঠা।
খাজানার।	সরাসরী মোকদ্দমা।	* বিশেষ সময়ের খাজানার সরাসরী মোকদ্দমা হইলে তাহার দ্বারা পূর্ব্বকার খাজানা ত্যাগ হইয়াছে এমত জ্ঞান হইবেক না। ১৫২	৪৭৫
———	———	কালেক্টর কেবল পূর্ব্বং সনে দেয় খাজানা দেওয়াইতে পারেন। বেশী দাওয়া দেওয়াইতে পারেন না। ১৫৩	৪৭৫
———	———	জমীদার খাজানার বাবৎ মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে ১৮৩৬ সালের ৯ আইনের ১৪, ১৫ ধারার মতাচরণ করিয়াছেন ইহার প্রমাণ দিবেন। ১৫৪, ১৫৫	৪৭৫
———	———	কিন্তু বোর্ড রেবিনিউ গ্রাম্য হিসাবের বিধি যাবৎ না করেন তাবৎ ঐ ধারার দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করণের নিষেধ হইতে পারে না। ১৫৬	৪৭৬
———	———	ইজারদার বাকীর বাবৎ নালিশ করিলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ১৫৭	৪৭৬
———	———	মোকদ্দমা বৎসরের মধ্যে উপস্থিত না হইলে কালেক্টর গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ১৫৮ ...	৪৭৬
———	———	কালেক্টরের কাছারী খোলা থাকিলে শুনা যাইতে পারে। রহিত কথা। ১৫৯ ...	৪৭৬
———	———	এই মোকদ্দমা শুননির ও নিষ্পত্তি করণের ও রিপোর্ট লিখনের বিষয়ে কালেক্টর কমিস্যনরের ও রেবিনিউ বোর্ডের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবেন। ১৬০	৪৭৬
———	———	শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের বিশেষ হুকুম বিনা আসিস্টাণ্টেরা ঐ মোকদ্দমা বিচার করিতে পারেন না। ১৬১	৪৭৬
———	———	অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর তাহা নিষ্পত্তি করিলে কালেক্টর তাহা পুনর্ব্বিচার করিবেন। ১৬২	৪৭৬
———	———	ঐ নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের বিষয়ি বিধি। ১৬৩	৪৭৬
———	———	কালেক্টর জিলার কোন স্থানে তাহা বিচার করিতে পারেন। ১৬৪	৪৭৭
———	———	১৮৩১ সালের ৮ আইনানুসারে কালেক্টর যাহা করেন তদ্বিষয়ে তিনি নিজে দেওয়ানী আদালতে দায়ী নহেন। ১৬৫	৪৭৭
———	———	ঐ প্রকার মোকদ্দমা সদর আমীন কি মুনসেফের বিচার্য্য নহে। ১৬৬	৪৭৭
———	———	যত অল্প মূল্যের হউক কালেক্টর ১৭৯৯ সালের ৭ আইনানুসারে ঐ মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ১৬৭	৪৭৭
———	———	কালেক্টর যে প্রকারে নামঞ্জুরীর হুকুম লিখিবেন। ঐ দরখাস্ত দেওয়ানী আদালত গ্রাহ্য করিবেন। ১৬৮, ১৭১	৪৭৭
———	———	রাজস্বের কমিস্যনর কালেক্টরকে ঐ মোকদ্দমা বিচার করিবার হুকুম দিতে পারেন। ১৬৯	৪৭৭
———	———	সরাসরী মোকদ্দমাতে কালেক্টর আপনার ডিক্রী পুনর্দৃষ্টি করিতে পারেন না। ১৪৭ ...	৪৯০
———	———	কালেক্টর নয়রী মোকদ্দমাস্বরূপ বিচারার্থে মুনসেফকে অর্পণ করিতে পারেন না। ১৭০	৪৭৭
———	এই মোকদ্দমার শুননি ও বিচারেতে কালেক্টরের যাহা কর্ত্তব্য। জমীদার ক্রোক করণের দ্বারা খাজানা আদায় করিতে না পারিলে যাহা করিবেন। ১৮৩		৪৭৯
———	———	কালেক্টরের নিকটে দরখাস্ত দিবেন। ১৮৪	৪৮০
———	———	"ইজারদার" এই শব্দের অর্থ। ১৮৫	৪৮০
———	———	বন্ধকী খৎক্রমে ভূমির দখীলকারেরা এমত মোকদ্দমা করিতে পারে। ১৮৬	৪৮০
———	———	বাকীদারেরদের ও মালজামিনের নামে নালিশ হইতে পারে। হাজির জামিনের নামে নহে। ১৮৭	৪৮০
———	———	জমীদারের দরখাস্তমতে মুনসেফ বাকীদারকে গ্রেফ্তার করিতে পারেন না। ১৮৮ ...	৪৮০
———	———	গ্রেফ্তারী দরখাস্তের বেওরা। ১৮৯	৪৮০
———	———	ফরিয়াদীরা নিজে কি উকীলের দ্বারা দাওয়া জানাইতে পারে। শপথ কি সুকৃতির প্রয়োজন নাই। ১৯০	৪৮০
———	———	যাহারা ঐ প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে। ১৯১	৪৮০
———	———	এক গ্রামের সকল বাকীদারের নামে মোট মোকদ্দমা হইতে পারে না। ১৯২	৪৮০
———	———	কালেক্টর দরখাস্ত পাইলে বাকীদারের গ্রেফ্তারীর দস্তক জারী করিবেন। ১৯৩ ...	৪৮১
———	———	কেবল দুই আমলা দস্তক জারী করিবেন। তাহারদের তলবানা। ১৯৩	৪৮১

			পৃষ্ঠা।
খাজানার।	এই মোকদ্দমার শুননি ও বিচারেতে কালেক্টরের যাহা কর্ত্তব্য। ১৮০৬ সালের ২ আইনের ২ ধারার এতেলা এই মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে না। ১১৪		৪৮১
———	———	জমীদার যে আদালতের গ্রেফ্তারী পরওয়ানা বাহির করিতে পারেন তাহার বেওরা। ১১৫	৪৮১
———	———	নিমকপোক্তানীর সময়ে যাহারা সেই কর্ম্মে নিযুক্ত তাহারদের বিষয়ে সরাসরী পরওয়ানার হুকুম খাটে না। ১১৬	৪৮১
———	———	কালেক্টরের কাছারী সরাসরী মোকদ্দমার বিচার বিষয়ে ১৮৪০ সালের ২৩ আইনের ১ ধারার লিখিত আদালতের অন্তঃপাতী। ১১৮	৪৮২
———	———	প্রত্যেক হুকুমনামা কলিকাতার ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক। ১১৯ ...	৪৮২
———	———	অধীন আদালত আপনারদের পরওয়ানা কালেক্টরের দ্বারা কলিকাতায় পাঠাইবেন। ১২০	৪৮২
———	———	যে পাঠানুসারে পরওয়ানা লিখিতে হইবেক। ১২১, ১২২	৪৮২
———	———	সাক্ষিরদের খরচ যাহারদের দেয়। ১২৩	৪৮২
———	———	ডেপুটী সরিফ সাহেবের নিকটে টাকা যে প্রকারে পাঠান যাইবেক। ১২৪	৪৮২
———	———	নানা পরওয়ানার পাঠ। ১২৫—১২৪	৪৮২—৪৮৫
———	———	সরাসরী দাওয়া যে মূল্যের ইষ্টাম্পে কাগজে লিখিতে হইবেক। ১২৭	৪৮২
———	———	বাকীদারকে না পাওয়া গেলে যাহা কর্ত্তব্য। ১২৫	৪৮৩
———	———	বাকীদার হাজির হইলে কালেক্টর যে সরাসরী তজবীজ করিবেন। ১২৬	৪৮৩
———	———	কালেক্টর এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণে যে রূপে কার্য্য করিবেন। পরওয়ানার বিষয়ে তাঁহার ক্ষমতা। বর্জ্জনীয় কথা। ১২৭	৪৮৩
———	———	বাদিপ্রতিবাদিরা কোন উকীল কি মোখ্তারকে নিযুক্ত করিয়া তাহার মেহনতানা নিরূপণ করিবেক। ১২৮	৪৮৩
———	———	আদালত উকীলের রসুম কমাইয়া তাহাকে ওকালতী রসুম দেওয়াইতে পারেন। ১২৯ ...	৪৮৩
———	———	আরজী ও জওয়াব ভিন্ন কোন সওয়াল জওয়াবের আবশ্যক হইবেক না। ১৩০ ...	৪৮৭
———	———	নিদর্শনপত্রের নিমিত্তে কোন ইষ্টাম্পের রসুমের আবশ্যক নাই। ১৩১	৪৮৭
———	———	কালেক্টর মাতবর জামিন পাইয়া তজবীজের সময়ে বাকীদারকে খালাস করিতে পারেন। ১৩২	৪৮৭
———	———	যে খাজানার দাওয়া হয় তাহা নির্ণয় করিতে আমীনকে কালেক্টর পাঠাইতে পারেন। ১৩৩	৪৮৭
———	———	কালেক্টর ঐ প্রকার মোকদ্দমা তহসীলদারের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন। ১৩৪ ...	৪৮৭
———	———	জমীদার পাট্টা না দিলে ও কবুলিয়ৎ না পাইলেও ডিক্রী পাইতে পারেন। ১৩৫ ...	৪৮৭
———	———	যোত্রহীনতার প্রমাণ হইলে কালেক্টর কয়েদীকে খালাস করিতে পারেন। ১৩৬ ...	৪৯০
———	———	কালেক্টর কবুলিয়ৎ না পাইয়া তুমার ও বসীদ দৃষ্টে ডিক্রী করিতে পারেন। ১৩৬ ...	৪৮৭
———	———	বাকী পাওনা না থাকিলে আসামী মাস খরচা ও ক্ষতিপূরণ পাইয়া মুক্ত হইবেক। ১৩৭	৪৮৭
———	———	কিন্তু ভারী বাকী হইলে আসামী কয়েদ হইবেক। ফরিয়াদী তাহার খোরাক দিবেক। ১৩৭	৪৮৮
———	———	কালেক্টরের ডিক্রীপ্রযুক্ত তৃতীয় ব্যক্তির নামে নালিশ হইতে পারে না। ১৩৮ ...	৪৮৮
———	———	ভূমির দখলের প্রমাণ হওয়াতে খাজানার বাবৎ সরাসরী দাওয়ার যথার্থতা স্থাপন হয় না। ১৩৯	৪৮৮
———	———	এইং মোকদ্দমায় কালেক্টররা আপনং ডিক্রী জারী করিবেন। ১৩০—১৩১ ...	৪৮৮
———	———	যে ভূমির উপর বাকী পড়িয়াছে তাহাভিন্ন অন্য ভূমির উপর স্থাবর সম্পত্তির সরাসরী ডিক্রীমতে বিক্রয় হইতে পারে না। ১৩৩	৪৮৮
———	———	খাজানার বাবৎ সরাসরী ডিক্রীক্রমে কালেক্টর ভূমি বিক্রয় করিবেন। ১৩৪	৪৮৮
———	———	ঐ প্রকার ভূমির নীলাম করণের ক্ষমতা কালেক্টরের প্রতি অর্পণ হইয়াছে। ১৩৫ ...	৪৮৯
———	———	এই প্রকার নীলাম প্রকাশরূপে হইবেক ও দশ দিনের এতেলা দেওয়া যাইবেক। ১৩৬ ...	৪৮৯
———	———	বাকীর জন্যে পাট্টার নীলামের এক ভাগ বহাল রাখিয়া অন্য ভাগ অন্যথা করা যায় না। ১৩৭	৪৮৯
———	———	বাকীদার ডিক্রীর টাকা দিতে চাহিলে তাহার পাট্টা বিক্রয় হইবেক না। ১৩৮ ...	৪৮৯

পৃষ্ঠা।

খাজানার। এই মোকদ্দমার শুননি ও বিচারেতে কালেক্টরের যাহা কর্ত্তব্য। কালেক্টরের ফয়সলা অন্যথা করণার্থ নমুরী মোকদ্দমার বিচার সময়ে জজ ঐ ফয়সলা জারীস্থগিত করিতে পারেন না। ২৩৯—২৪১ ৪৮৯

——— ——— কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি ঐ সম্পত্তির দাওয়া করিয়া নমুরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহা স্থগিত করিতে পারেন। ২৪১ ... ... ৪৯০

——— ——— যে মিয়াদের মধ্যে সরাসরী ডিক্রী জারী হইতে পারে। ২৪৩, ২৪৪ ... ... ৪৯০

——— ——— কালেক্টরেরা আপন২ ফয়সলা জারী করিবেন। তাঁহার হুকুম পাইলেই জেলরক্ষক বাকীদারকে কয়েদ কি খালাস করিতে পারেন। ২৪৫ ... ... ৪৯০

——— ——— বাকীদার ও ভূমি ভিন্ন২ জিলাতে থাকিলে যে জিলাতে দরখাস্ত দাখিল হইবেক। ২৬১ ... ৪৯২

——— ——— দরখাস্তে যাহা লিখিতে হইবেক। ২৬২ ... ... ৪৯২

——— ——— বাকীদার গ্রেফ্তার হইয়া তলবী টাকা না দিলে কালেক্টরের যাহা কর্ত্তব্য। ২৬৩ .. ৪৯২

——— ——— যে জিলাতে ভূমি থাকে তাহার কালেক্টর আইনমতে বাকীদারের বিষয়ে কার্য্য করিবেন। ২৬৪ ... ... ৪৯৩

——— ——— যে স্থলে একি বিষয়ে দুই তিন মোকদ্দমা হয় সেই স্থলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৬৫ .. ... ৪৯৩

——— ——— "একি বিষয়ের" এই কথার অর্থ। ২৬৬ ... ... ৪৯৩

— — — — কালেক্টরের সম্মুখে যে বিষয় সরাসরীমতে উপস্থিত হয় তাহার নমুরী মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে শুনিলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ২৬৭ ... ... ৪৯৩

— — — — ১৮৩১ সা। ৮ আ। ১৪। ১৫ ধারা কেবল জিলার জজের প্রতি খাটে। ২৬৮ ... ... ৪৯৩

——— ——— কালেক্টর যে মোকদ্দমা ২৬৭ নং অনুসারে খারিজদাখিল করেন তাহা নমুরী মোকদ্দমা জ্ঞান হইবেক। ২৬৯ ... ... ৪৯৪

——— — — — কালেক্টর ঐপ্রকার মোকদ্দমার রোয়দাদ দাখিল করিতে স্বীকার না করিলে জজের যাহা কর্ত্তব্য। ২৭০ ... ... ৪৯৪

— — — — — — যে মোকদ্দমায় ফরিয়াদী সরাসরী ডিক্রী অন্যথা করণার্থে অবশেষ আরজী দাখিল করিবার অনুমতি পাইল। ২৭১ ... . ৪৯৪

——— — — একি বিষয়ের সকল মোকদ্দমা একি আদালতে উপস্থিত করণ বিষয়ে আদালত মনোযোগী হইবেন। ২৭২ ... ... ৪৯৪

— — ——— আপীল হইলে সেই বিষয়ের সকল মোকদ্দমার রোয়দাদ তলব হইয়া পড়া যাইবেক। ২৭৩ ৪৯৪

——— — — — উক্তমতে কালেক্টরের খারিজদাখিল করা মোকদ্দমার স্বতন্ত্র নম্বর হইবেক। ২৭৪ ... ৪৯৪

——— — বাকী। ফরিয়াদী বেআইনীমতে ক্রোক করাতে আসামীরা দাওয়াহইতে মুক্ত হইল। ৫৫৩ ... ৬২৩

——— ——— অনেক জন প্রজা এক গ্রামে বাস করাপ্রযুক্ত সকলের নামে বাকীর বাবৎ যে মোকদ্দমা হয় তাহা নানসুট হইল। ৫৫৬ ... ... ৬২৩

— — ——— আসামীরদিগকে যে ভূমির পাট্টা দেওয়া গেল তাহার পাট্টা পূর্ব্বে অন্য ব্যক্তিকে দেওয়া গিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত বাকীর দাওয়া ডিসমিস হইল। ৫৫৭ ... . ৬২৩

——— ——— যে মহাল প্রকাশরূপে এজমালী কিন্তু অংশিরা ভিন্ন২ তাহারা স্বতন্ত্ররূপে বাকীর বাবৎ নালিশ করিতে পারে। ৫৬১ ... ... ৬২৪

খাতাবহী। ইষ্টাম্প করিবার আবশ্যক নাই। ৫০৫ ... ... ১৬৭

——— তদ্বিষয়ে ৩২৫ ও ৫৯২ নমুরী আইনের অর্থ স্পষ্ট করণ। ৫০৮ ... ... ১৬৭

——— তাহার নকল বা চুম্বক রোয়দাদের সঙ্গে রাখিতে হইলে ।।০ আনার ইষ্টাম্প লাগিবেক। ৫১১ ... ১৭৫

——— তাহার বিশ্বাসযোগ্যতার যেরূপ পরীক্ষা হইবেক। ৫৯৩, ৫৯৪ ... ... ২৮৩

——— সওদাগরের। ইষ্টাম্প করিবার আবশ্যক নাই। ৫০৪ ... ... ১৬৭

খারিজদাখিল মোকদ্দমার। সদর আদালত কোন প্রথম উপস্থিত কি আপীলী মোকদ্দমা খারিজদাখিল করিতে পারেন। ৫৭৭ ... ... ৮৩

——— তাহার হেতু রোয়দাদে লিখিতে হইবেক। ৫৭৮ ... ... ৮৩

——— মুনসেফেরদের মোকদ্দমা। মুনসেফেরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা সামান্যতঃ তাঁহারদের আদালতে উপস্থিত হইবেক কিন্তু জজ তাহার খারিজদাখিল করিতে পারেন। ৫৭৯ ... ... ৮৩

পৃষ্ঠা।

খারিজদাখিল মোকদ্দমার। মুনসেফেরদের মোকদ্দমার। জজেরা কোন মোকদ্দমা এক মুনসেফের নথীহইতে খারিজ করিয়া অন্য মুনসেফের নথীর শামিল করিতে পারেন। ৫৮০ ... ... ৮৩

——— ——— জজ এমত মোকদ্দমা আপনি বিচার করিতে পারেন অথবা অন্য আদালতে অর্পণ করিতে পারেন। ৫৮১ .. .. ৮৪

——— ——— জিলার জজ তাহা তলব করিয়া আপনি বিচার করিতে পারেন কিম্বা অন্য আদালতে অর্পণ করিতে পারেন। ৫৮২ ... ... ৮৪

——— ——— ৩০০৲ টাকার অনধিক মূল্যের মোকদ্দমা বিশেষ কারণে সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। ৫৮৩ ... ... ৮৪

খালাড়ী বিনানুমতির। বিনানুমতি দেখ।

খালিআপীল। আপীল দেখ।

খেসারৎ। ক্ষতিপূরণ দেখ।

খোদকস্তা রাইয়ত। বাকীর বাবৎ তাহারদের পাট্টা ক্রোক ও বাতিল হইবেক না। ২৮৬ ... ... ৪২৭

——— বৎসরের শেষে সরাসরী মোকদ্দমার দ্বারা পাট্টা অসিদ্ধ করা যাইতে পারে। ২৮৭ ... ... ৪২৮

——— বেদখল হওনের পূর্ব্বে তাহারা ডিক্রীর টাকা অব্যাজে আদালতে দাখিল করিতে পারে। ২৮৮ ... ৪২৮

——— বেআইনীমতে বেদখল হইলে কালেকটর যাহা করিতে পারেন। ২৮৯ .. .. ৪২৮

——— তাহারদের মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণের বিধি। ২৯০ ... ... ৪২৮

——— রাইয়তেরদের বেদখল করিবার বিষয়ে মোকদ্দমার বিচার যে২ আইনমতে হইবেক। ২৯১ ... ... ৪২৮

খোশে বিক্রয়। বিক্রয় খোশে দেখ।

গচ্ছিত করণ। টাকার। আদালতে গচ্ছিতহওয়া টাকা খাজাঞ্চীর জিম্মায় থাকিবে। খাজাঞ্চী তাহার মাসিফ কৈফিয়ৎ দিবেন। দাওয়া না হওয়া টাকা কালেকটরের নিকটে পাঠান যাইবেক। ১০৮৩ ... ... ৩৬৪

——— প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন মফঃসলে থাকিলে সে টাকা তাঁহারদের আদালতে গচ্ছিত হয় তাহা যাহার হাতে দিবেন ও যে প্রকারে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ১০৮৪ ... ... ৩৬৪

——— আদালতে গচ্ছিত টাকা পাইবার দরখাস্ত যে২ গতিকে ইষ্টাম্প কাগজে অথবা শাদা কাগজে হইবেক। ১০৮৫ ৩৬৪

গবর্ণমেণ্ট। যে২ মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টকে এক পক্ষ করা গিয়াছে। ৩৩৩—৩৩৭ ... ... ৪২৫, ৪২৬

——— এই প্রকার মোকদ্দমায় আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩৪ ... ... ৪২৬

——— কালেক্টর সাহেবকে অনুপযুক্তমতে আসামী করা গেলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩৫ ... ... ৪২৬

——— যে মোকদ্দমায় কালেক্টরকে এক পক্ষ করিলে ফরিয়াদী ননসুট হইবেক। ৩৩৬ ... ... ৪২৬

——— কালেকটরকে অনুপযুক্ত মতে এক পক্ষ করা গেলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩৮ ... ... ৪২৬

——— যে মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টকে এক পক্ষ করা গিয়াছে, তাহার বিষয়ে রাজস্বের কমিস্যনর বোর্ড রেবিনিউর ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। ৩৩৯ ... ... ৪২৬

——— রাজস্বের কার্য্যকারকেরা আদালতের হুকুম জারী করণে সেই হুকুমের দোষের নিমিত্ত দায়ী নহেন। ৩৪০ ৪২৭

গবর্ণমেণ্ট গেজেট। নথীতে গাঁথিয়া রাখা যাইবেক ও সকল লোক তাহা দেখিতে পাইবেক। ৬০৮, ৬০৯ ... ৮৮

——— বিচারকেরা তাহার রক্ষার বিষয়ে দায়ী আছেন। ৬১০ ... ... ৮৯

——— ঐ নথী বৎসরে২ জজের দৃষ্টির নিমিত্তে পাঠান যাইবেক। ৬১১ ... ... ৮৯

গোবর্দ্ধন আগ্রার শামিল করা গেল। ৫৭ ... ... ৯

গোমাশ্‌তা। কুঠী শব্দ দেখ।

——— প্রধান গোমাশ্‌তা যে কুঠীর হন তিনি সেই কুঠীর সম্পর্কীয় মোকদ্দমা চালাইবেন। ১৭৭ ... ... ২১৬

——— ১৭৯৯ সা। ৭ আ। ২০ ধা। নীলকুঠীর গোমাশ্‌তা ও মুহুরীরেরদের প্রতি খাটে। ২৯৬ ... ... ৫০০

গোলামী। কেহ গোলামরূপে বিক্রয় হইতে পারে না। ৫১৬ ... ... ৬১৯

——— গোলামের অবস্থাপ্রযুক্ত কোন স্বত্ব আদালতে বলবৎ হইবেক না। ৫১৭ ... ... ৬১৯

——— কোন ব্যক্তি গোলাম বলিয়া বেদখল হইতে পারে না। ৫১৮ ... ... ৬১৯

——— যে গোলাম না হয় এমত ব্যক্তির প্রতি যে কর্ম্ম করিলে অপরাধ হয় তাহা গোলাম বলিয়া কোন ব্যক্তির প্রতি করিলে সেই রূপ অপরাধ হয়। ৫১৯ ... ... ৬১৯

——— গোলামী ভারতবর্ষে রহিত হওনের পূর্ব্বে তদ্বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৫২০—৫২১ ... ৬১৯, ৬২০

পৃষ্ঠা।

গ্রেফ্তারী পরওয়ানা। সৈন্যসম্পর্কীয় স্থানে। ছাউনী দেখ।
ঘুষ ও জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন। যাহারা আদালতসংক্রান্ত নহে তাহারা দোষী হইলে যে দণ্ডের যোগ্য হয়। ৫৯৮ ৮৭
——— ১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ১১ ধারার নির্দ্দিষ্ট মোকদ্দমা যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইবেক। ৫৯৯ ... ... ৮৭
——— ঐ বিধি কোন জজ কি মাজিষ্ট্রেট কি অচিহ্নিত বিচারকের চাকরেরদের প্রতি খাটে। ৫৯৯, ৬০০ ... ৮৭
চাতুরী। দেওয়ানী আদালত চাতুরীর নালিশে কোন ব্যক্তিকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন না। ঐ প্রকার মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অর্পণ হইবেক। ৫৮০ ... ... ২৮১
——— কোন ব্যক্তি যে টাকা পাইয়াছে তাহা পুনশ্চ পাইবার নিমিত্তে উদ্যোগ করিলে সেই বিষয়ের মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটকে অর্পণ হইবেক। ৫৮২ ... ... ২৮২
——— আপেলাণ্ট চাতুরীক্রমে দানপত্র লুকিয়া রাখিলে তাহার দ্বারা উপকার পাইতে পারিল না। ৪৬৭ ... ৬১৩
——— কোন লোক চাতুরীক্রমে আপন নামে জমী খরীদ করিলে যথার্থ খরীদারের নামে ডিক্রী হইল। ৪৬৮ ... ৬১৩
——— চাতুরীপ্রযুক্ত এক অছীয়ৎনামা অন্যথা হইল। ৪৬৯ ... ... ৬১৩
——— প্রবঞ্চনার অনুভব হওয়াতে এক একরারনামা রদ হইল। ৪৭০ ... ... ৬১৪
——— আমলার পদোপলক্ষের ক্ষমতাতে খৎ লওয়া গেলে চাতুরীর কার্য্য বলিয়া তাহা ব্যর্থ হইল। ৪৭১ ... ৬১৪
——— ১৭৯৯ সা। ৭ আইন জারী হওনের পর গোমাশ্তা চাতুরীক্রমে আপন নামে জমী খরীদ করিলে আদালত প্রতিকার করিতে পারেন না। ৪৭২ ... ... ৬১৪
——— ভূমির খরীদের সম্পর্কে জড়ীভূত মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৪৭৩ ... ... ৬১৪
——— রেসপাণ্ডেণ্টেরা চাতুরীক্রমে এক কৃত্রিম তালুক সৃষ্টি করিলে তাহারদের বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়। ৪৭৪ ... ৬১৪
——— নীলাম কৃত্রিম ও চাতুরীক্রমে হইয়াছে বলিয়া তাহার অন্যথা করণার্থে এক মোকদ্দমা ডিসমিস হয়। ৪৭৫ ৬১৪
——— জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনিয়া ফৌজদারীতে দণ্ড পাইলে ১৮০৩ সা। ১২ আ। ১২ ধারামতে জরীমানার যোগ্য নহে। ৪৭৬ ... ... ৬১৪
——— আমলাকে ঘুষ দেওয়া অপরাধের মধ্যে গণ্য। ৪৭৭ ... ... ৬১৫
——— যে টাকা অনেক বৎসর পূর্ব্বে তছরুফ হইয়াছিল কথিত হইল তাহার দাওয়া ডিসমিস হইল। ৪৭৮ .. ৬১৫
——— অধস্থ আদালত তছরুফহওয়া টাকা ফিরিয়া দেওয়াইয়া জরীমানার হুকুম করিলেন কিন্তু সদর আদালত তাহা অন্যথা করিলেন। ৪৭৯ ... ... ৬১৫
চামপার্টি অর্থাৎ মোকদ্দমা ফুরাইয়া লওন। কোন ব্যক্তি মোকদ্দমার খরচার জন্যে টাকা লইলে এবং জয়ী হইলে মহাজনকে আপন মহালের অর্দ্ধেক দিবার একরার করিলে তাহা বেআইনী। ৪৪০ ... ... ৬১০
——— মোকদ্দমার খরচা পাওনপ্রযুক্ত দাওয়াহওয়া সম্পত্তির এক অংশ দিবার একরার বেআইনী। ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩ ৬১০
——— মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে দাওয়া হস্তান্তর করিলেও ডিক্রীর কোন প্রতিবন্ধক হয় না। ৪৪৪ ... ৬১০
চিহ্নিত কার্য্যকারক। তাঁহারদের অধীন এদেশীয় আমলারদের স্থানে টাকা কর্জ্জ লইতে নিষেধ আছে। ১২৭ ... ২২
——— এবং যাহারা পদোপলক্ষে তাহারদের অধীন তাহারদের স্থানে কর্জ্জ লইবেন না। ১২৮ ... ... ২২
——— জমীদার প্রভৃতির স্থানে কর্জ্জ লইবেন না। ১২৯ ... ... ২২
——— তাঁহারদিগকে এই আইনের বিপরীতে টাকা কর্জ্জ দিতে সকল লোককে নিষেধ হইতেছে। ১৩০ ... ২৩
——— ঐ আইনের বিপরীতে তাঁহারদের কর্জ্জ থাকিলে এক বৎসরের মধ্যে রিপোর্ট করিবেন। না করিবার দণ্ড। ১৩১ ... ... ২৩
——— নূতন পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ আইনের বিপরীতে কর্জ্জ থাকিলে রিপোর্ট করিবেন। না করিবার দণ্ড। ১৩২ ২৩
——— ঐ আইন উল্লঙ্ঘন করিলে তাঁহারদের নামে যে প্রকারে নালিশ হইবেক। ১৩৩ ... ... ২৩
——— আপনারদের মহাজনেরদিগকে সরকারী লিরিশ্তায় নিযুক্ত করিবেন না। ১৩৪ ... . ২৩
——— মহাজনেরদের কুটুম্ব কি অধীন লোকেরদের বিষয়েও উক্ত সকল বিধি খাটে। ১৩৫ ... ... ২৩
——— এদেশীয় কোন লোক ঐ আইনের বিপরীতে জানিয়া শুনিয়া কর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে দণ্ড হইবেক। ১৩৬ ... ২৪
——— ভূম্যধিকারি কি ইজারদারদিগকে কর্জ্জ দিবেন না। ১৩৭ ... ... ২৪
চিহ্নিত কি অচিহ্নিত বিচারক। ঐ হারদের বিচার্য্য মোকদ্দমা। ৫২৯ ... ... ৮০
——— ——— ১৮১৪ সা। ২৭ আ। ১২ ধারানুসারে মোকদ্দমা। ৫৩০ ... ... ৮০
——— ——— ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১৫ ধা। ৩ প্রকরানুসারে। ৫৩১ ... ... ৮০
——— ——— ১৭৯৩ সা। ১৩ আ। ৯ ধা। ও ১৮২৭ সা। ৩ আ। ২ ও ৩ ধারানুসারে। ৫৩২ ... ... ৮০

			পৃষ্ঠা।
চিহ্নিত কি অচিহ্নিত বিচারক।	তাঁহারদের বিচার্য্য মোকদ্দমা।	১৮৩১ সা। ৫ আ।। ২৫ ধা। ২ প্রকরণানুসারে। ৫৩৩	৮০
———	———	নীচের লিখিত আইনানুসারে মোকদ্দমা জজের হজুরে উপস্থিত করা যাইবেক। সরকারী উকীল যে মোকদ্দমায় জওয়াব করেন তাহা সদর মোকামে বিচার হইবেক। ৫৩৪ ...	৮০
———	———	১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১০ ধারানুসারে। ৫৩৫	৮০
———	———	১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১১ ধারানুসারে। ৫৩৬	৮১
———	———	১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ১২ ও ২৯ ধা। এবং ১৭৯৪ সা। ৩ আ। ১২ ধারানুসারে। ৫৩৭ ...	৮১
———	———	১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ২৯ ধারানুসারে। ৫৩৮	৮১
———	———	১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৪৬ ধারানুসারে। ৫৩৯	৮১
———	———	১৮০১ সা। ১ আ। ১০ ধারানুসারে। ৫৪০	৮১
———	———	১৭৯৩ সা। ২৪ আ। ১৭ ধারানুসারে। ৫৪১	৮১
———	———	১৭৯৩ সা ২৭ আ। ১২ ধারানুসারে। ৫৪২	৮১
———	———	১৮১০ সা। ১৯ আ। ১৫ ধারানুসারে। ৫৪৩	৮১
———	———	১৮১৭ সা। ৮ আ। ১০ ধা। এবং ১৮৩২ সা। ৭ আ। ১৬ ধারানুসারে। ৫৪৪	৮১
———	———	১৮২৮ সা। ৪ আ। ২ ধারানুসারে। ৫৪৫	৮১
———	———	১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ১৫। ১৬। ১৯। ২১ ধারানুসারে। ৫৪৬	৮১
———	———	জমীদারীর স্বত্ব ও দখলের বিষয়ি ও কালেক্টরের রেজিষ্টরী বহীতে নামের খারিজ দাখিল করণের বিষয়ি মোকদ্দমা। ৫৪৭	৮১
———	———	১৭৯৩ সা। ২ আ। ৯ ধারানুসারে। ৫৪৮	৮১
———	———	১৭৯৪ সা। ৩ আ। ১৬ ধারানুসারে। ৫৪৯	৮১
———	———	১৭৯৪ সা। ৩ আ ১৮। ১৯। ২০ ধারানুসারে। ৫৫০	৮১
———	———	১৭৯৫ সা। ৬ আ। ৬ ধারানুসারে। ৫৫১	৮২
———	———	১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৪ ধারানুসারে। ৫৫২	৮২
———	———	১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৫ ধারানুসারে। ৫৫৩	৮২
———	———	১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৬ ধারানুসারে। ৫৫৪	৮২
———	———	১৮১৬ সা। ১৩ আ। ১৮ ধারানুসারে। ৫৫৫	৮২
———	———	১৮১৬ সা। ১৩। ২৮ ধারানুসারে। ৫৫৬	৮২
———	———	১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮ ধারানুসারে। ৫৫৭	৮২
———	———	১৮১৯ সা। ১০ আ। ৯। ১০ ধারানুসারে। ৫৫৮	৮২
———	———	১৮১৯ সা। ১০ আ। ১৩ ধারানুসারে। ৫৫৯	৮২
———	———	১৮১৯ সা। ১০ আ। ২১ ধা। ৯ প্রকরণানুসারে। ৫৬০	৮২
———	———	১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৩ ধারানুসারে। ৫৬১	৮২
———	———	১৮১৯ সা। ১০ আ। ৭৪ ধারানুসারে। ৫৬২	৮২
———	———	১৮১৯ সা ১০ আ। ৮০। ৮১ ধারানুসারে। ৫৬৩	৮২
———	———	১৮১৯ সা। ১০ আ। ৮২ ধারানুসারে। ৫৬৪। ৫৬৫	৮২
———	———	১৭৯৩ সা। ৩৫ আ। ৩ ও ২২ ধা। ও ১৮১২ সা। ২ আ। ২০ ধা। এবং ১৮১৮ সা। ১৪ আ। ২ ধারানুসারে। ৫৬৬	৮২
———	———	১৭৯৩ সা। ৩৫ আ। ২৩ ধারানুসারে। ৫৬৭	৮৩
———	———	১৭৯৩ সা। ৩৫ আ। ২৮ ধারানুসারে। ৫৬৮	৮৩
———	———	১৮০৩ সা। ৪৫ আ। ৫০ ধারানুসারে। ৫৬৯	৮৩
———	———	১৭৯৯ সা। ১ আ। ৫ ধারানুসারে। ৫৭০, ৫৭১	৮৩
———	———	১৮০০ সা। ২ আ। ১১ ধারানুসারে। ৫৭২	৮৩
———	———	১৮০০ সা। ২ আ। ১২ ধারানুসারে। ৫৭৩	৮৩
———	———	১৮২৪ সা। ১ আ। ৬ ও ৭ ধারানুসারে। ৫৭৪	৮৩
———	———	১৮২৪ সা। ১ আ। ১২ ধারানুসারে। ৫৭৫	৮৩

পৃষ্ঠা।

চিহ্নিত কি অচিহ্নিত বিচারক। তাঁহারদের বিচার্য্য মোকদ্দমা। ১৮২৪ সা। ৮ আ। ১৪ ধারানুসারে। ৫৭৬ ... ৮৩
চুক্তিপত্র। বন্দোবস্ত শব্দ দেখ।
চুঁচুড়া। হুগলীর শামিল করা গেল। ৪১ ... ... ৭
ছানী তজবীজ। পুনর্ব্বিচার দেখ।
ছাউনি। সৈন্যেরদের। দেওয়ানী কি ফৌজদারী গ্রেপ্তারী পরওয়ানা যে প্রকারে জারী হইবেক। ৭৫ ... ৩৮১
——— এই বিধান কেবল গ্রেপ্তারী পওয়ানার বিষয়ে খাটে। ৭৫ ... ... ৩৮১
——— যে প্রকার ছাউনির বিষয়ে ১৮১০ সা। ২০ আইন খাটে। ৭৭ ... . ৩৮২
——— ঐ স্থানে বাটী যেরূপে হস্তান্তর হইবেক। ৭৯ ... ... ৩৮২
জজ। জিলা ও শহরের। যে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ৫১৫ ... ... ৭৮
——— ১৮১২ সালের ৪ আইনানুসারে মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ৫১৬ ... ... ৭৮
——— ও ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ১০ ও ৬৭ ধারানুসারে। ৫১৭ ... ... ৭৮
——— ও ১৭৯৩ সা। ১২ আ। ৮ ধা। এবং ১৮২৭ সা। ৩ আ। ২। ৩ ধারাক্রমে। ৫১৮ ... ... ৭৮
——— ও ১৭৯৩ সা। ৩৯ আ। ১১ ধারানুসারে। ৫১৯ ... ... ৭৯
——— ও ১৭৯৩ সা। ১৪ আ। ৩৩ ধারানুসারে। ৫২০ ... ... ৭৯
——— সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন আদালত করিতে না পারিলে রিপোর্ট করিবেন। ৭১ .. .. ১২
——— যত দিন আদালতে বৈঠক করিয়াছেন তাহার রিপোর্ট করিবেন। ৭৩ ... . ১২
——— ছুটীর দরখাস্তে যাহা লিখিবেন। ৭৫ ... ... ১৩
——— ছুটীর দরখাস্ত একেবারে গবর্ণমেণ্টে দিতে হইবেক। ৭৬ ... ... ১৩
——— ঐ বিধানের মতান্তর হইল। দরখাস্ত সদর আদালতের দ্বারা পাঠাইবেন। ৭৬/ ৮২৯
——— ছুটীর সময়ে তাঁহার কর্ম্ম যিনি চালাইবেন। ৭৭ ... ... ১৩
——— কর্ম্মস্থানহইতে গমনের ও তথায় প্রত্যাগমনের রিপোর্ট যাঁহার নিকটে করিবেন। ৭৮ ... ... ১৩
——— ছুটীর দরখাস্ত করিলে তাঁহারদের আদালতে যে কার্য্য উপস্থিত থাকে তাহার রিপোর্ট করিবেন। ৭৯ ১৩
——— কার্য্যের ভার যে হুকুমক্রমে অন্যের প্রতি অর্পণ করেন ও সেই ব্যক্তির যে ক্ষমতা হয় তাহা সদর আদালতে জানাইবেন। ৮০ ... ... ১৪
——— কার্য্যের ভার অর্পণ করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৮১ ... ... ১৪
——— ছুটী পাইলে সিবিল আডিটর সাহেবকে সর্টিফিকট দিবেন। ৮২ ... ... ১৪
——— উপযুক্ত সময়ে কর্ম্মস্থানে না পঁহুছিলে তাহার রিপোর্ট হইবে। ৮৩ ... . ১৪
——— পঁহুছনের বিলম্বের দণ্ড। ৮৪ ... ... ১৪
——— তদারকের নিমিত্তে তাঁহারদের পরিভ্রমণ। ৮৬ ... ... ১৪
——— তদারকের নিমিত্তে পরিভ্রমণের দরখাস্ত করিলে উপস্থিতথাকা কার্য্যের কৈফিয়ৎ পাঠাইবেন। ৮৭ ... ১৫
——— বেদাঁড়া সওয়াল জওয়াব নিবারণ করিবেন এবং অচিহ্নিত বিচারকদিগকে ঐ বিষয় এবং ডিক্রী উপযুক্তমতে প্রস্তুত করণের বিষয়ে হুকুম করিবেন। ৭৫৮ ... ... ৩১১
——— পুনর্ব্বিচারের মোকদ্দমা গ্রাহ্য করণের বিষয়ে অভিলাষধান হইবেন। ৭৫৯ ... ... ৩১১
——— অচিহ্নিত বিচারকেরদের ত্রুটি ও অপারগতা এবং তাঁহারদের উৎসাহ ও পরিশ্রম সদর আদালতে জানাইবেন। ৭৬০ ... ... ৩১১
——— অচিহ্নিত বিচারকেরদের দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিলম্ব হইলে তাহার খবর লইবেন। ৭৬১ ... ৩১১
——— আদালতের বিচার্য্যবিষয়ে মোকদ্দমার বাদিপ্রতিবাদিরদের সঙ্গে লিখনপঠন করিবেন না। ১৩৯ ... ১৪
——— অনুমতি না পাইলে সদর আদালতের সঙ্গে লিখনপঠন করিবেন না। ১৪০ ... ... ১৪
——— সদর আদালতের নিকটে পত্র প্রেরণের নিয়ম। ১৪১ ... ... ১৪
——— আদালতে উপস্থিত বিষয়ে কালেক্টরের এবং অন্য ইউরোপীয় কার্য্যকারকেরদের নিকটে পত্র প্রেরণের নিয়ম। ১৪২ ... ... ১৫
——— সদর আদালতের মত জানিবার নিমিত্তে বিবিধ জিজ্ঞাসা যেপ্রকারে করিবেন। ১৪৩ ... ... ১৫
——— সাধারণ লিখনপঠন সদর আদালতে কি একেবারে গবর্ণমেণ্টের নিকটে হইবেক। ১৪৬ ... ... ১৫
——— যে স্থলে সুপ্রিম কোর্টের উকীল জিলার জজের নিকটে এক পত্র পাঠাইবেন। ১৪৮ ... ... ১৬

পৃষ্ঠা।

জজ জিলা ও শহরের। তাঁহারদের অসঙ্গত বা বিপরীত হুকুম প্রকাশ হইলে তাহা কর্ত্তব্য। ৬৮ ... ... ৭৪৮
——— বিচারক দেখ। এবং চিহ্নিত কি অচিহ্নিত জজ দেখ।
——— ভারপ্রাপ্ত আসিস্টান্ট। উপরিস্থ আদালতের পরওয়ানা জারী করিবেন। ৮৮ ... ... ১৫
——— ——— সদর নিজামতের হুকুমক্রমে দস্তক জারী করিবেন ও রিপোর্ট করিবেন এবং জিলা ও শহরের আদালতের পরওয়ানা জারী করিবেন। ৮৯ ... ... ১৫
——— ——— আপীলহওনা ডিক্রীর জারী স্থগিত করিতে পারেন। ৯০ ... ... ১৫
——— ——— দেওয়ানী মোকদ্দমাবিষয়ে তাঁহারদের যেপর্য্যন্ত ক্ষমতা। ৯১ ... ... ১৫
——— ——— তাঁহারা যেং সাধারণ কর্ম্ম করিতে পারেন। ৯২ ... ... ১৬
——— ——— সম্পত্তি নীলামের বিষয়ে জজের হুকুম স্থগিত করিতে পারেন। খাস আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন কিন্তু আমানতী টাকা দিতে পারেন না। ৯৩ ... ... ১৬
——— ——— কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করিয়া উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকটে পাঠাইবেন। ৯৪ ... ... ১৬
——— ——— উকীল ও আমলাবদিগকে কিছু কালের ছুটী দিতে পারেন। ৯৫ ... ... ১৬
——— ——— পরওয়ানার বাধকতাব বিষয়ে যাহার নামে নালিশ হয় তাহাকে তলব করিতে পারেন। ৯৬ ১৬
——— তাঁহারদের পদসম্পর্কীয় কার্য্যবিষয়ে সদর আদালতের রিপোর্ট। সদর আদালত আপীল শুনিবার সময়ে যেং বিষয়ে জজের দোষযুক্ত বোধ হইতে পারে তাহা টুকিয়া রাখিবেন। ৯৭ ... ১৭
——— ——— দেওয়ানী কার্য্যের প্রতিকারের প্রয়োজন দৃষ্ট হইলে সদর আদালত বিশেষমতে তাহার রিপোর্ট করিবেন। ৯৮ ... ... ১৭
——— ——— প্রত্যেক জন জজ যত কার্য্য করিয়াছেন তাহা সদর আদালতের রিপোর্টে প্রকাশ হইবেক। ৯৯ ১৭
জজ সাহেবের খাজাঞ্চী। খাজাঞ্চী দেখ।
জবরদস্তী করিয়া টাকা লওন। ঘুষ দেখ।
জব্দ করণ। নিমকের। হুকুম স্থগিত রাখণের বিষয়ে মালিক দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারেন। ৯৬ ... ৩৮৬
——— মাজিস্ট্রেট জামিন না লইয়া ছাড়িতে পারেন। ৯৭ ... ... ৩৮৭
——— বেআইনীমতে ক্রোক হইলে খেসারৎ পাইতে পারেন। ৯৮ ... ... ৩৮৭
——— যদি মোকদ্দমা ক্লেশ দিবার জন্যে হইয়াছে দৃষ্ট হয় তবে জরীমানা হইতে পারে। ৯৯ ... ... ৩৮৭
——— মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে লবণ ক্রোক থাকিবেক। ১০০ ... ... ৩৮৭
——— বেআইনীমতে জব্দ হইলে মালিক সমুদয় ফিরিয়া পাইলেন। ১০১ ... ... ৩৮৭
——— দুই মহাজনের দুই ক্ষেপ লবণ জব্দ হইলে আলাহিদা গুজন করিতে হইবেক। ১২৬ ... ... ৩৯১
——— দেওয়ানী আদালত বেআইনী হুকুম জারী করিবেন না। ১২৭ ... ... ৩৯১
জমী। আরজীতে লিখিত ভূমির পরিমাণহইতে তাহা কিঞ্চিৎ অধিক হইলে সমুদয় ভূমির ডিক্রী হইল। ৫৪৪ ... ৬১২
জমীদার। তাঁহারদের স্বত্বের বিষয়ে সাধারণ বিধি। ২৯১ ... ... ৪২৯
——— রাইয়তেরদিগকে হাজির করণের বিষয়ে তাঁহারদের যে ক্ষমতা আছে তাহার সীমা নির্ণয় করিতে সদর আদালত স্বীকার করিলেন না। ২৯৩ ... ... ৪২৯
——— ১৭৯৯ সা। ৭ আ ১৫ ধা। ৮ প্রকরণের (অর্থাৎ উক্ত ২৯৩) অর্থ করণ। ২৯৪ ... ... ৪২৯
——— ১৮৩৩ সালের ৯ আইনের ১২। ১৩। ১৪ ধারামতে না করিলে রাইয়তের নামে নালিশ করিতে ও তাহাকে বেদখল ও তাহার সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারেন না। ১৫৪ ... ... ৪৭৫
——— খাজানার নিমিত্তে মোকদ্দমা করিলে ঐ বিধিমতে কর্ম্ম করিয়াছেন ইহার প্রমাণ দিবেন। ১৫৫ ৪৭৫
——— যাবৎ বোর্ডের সাহেবেরা বিধান নির্দ্দিষ্ট না করেন তাবৎ ঐ আইনের ১৪। ১৫ ধারানুসারে মোকদ্দমা করণের ওজর হইতে পারে। ১৫৬ ... ... ৪৭৬
——— বাকী খাজানার নিমিত্তে মফঃস্বলি তালুকদারের নামে সরাসরী মোকদ্দমা করিতে পারেন। ১৪৭ ৪৭৪
——— জমীদার টাকার বিষয়ে গোমাশ্তারদের নামে যেরূপে নালিশ করিবেন। ২৯৫ ... ... ৪২৯
——— জমীদারের করারী মিয়াদের পর তাহাকে দখল দিবার বিষয়ে দেওয়ানী আদালত যেপর্য্যন্ত কালেক্টরের হুকুমের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ৫৬০ ... ... ৬১৪
——— জমীদার উপস্থিত না হইলে কিম্বা হিসাব দাখিল করিতে কসুর করিলে যে গতিকে জরীমানা হইবেক। ৩৫৪ ৪৩১
——— কালেক্টরের হুকুমমতে হাজির না হইলে কি হিসাব দাখিল না করিলে রোজং জরীমানা দিবেন। ৩৫৫ ৪৩১

পৃষ্ঠা।

জমীদার। কালেক্‌টর সেই বিষয়ের রিপোর্ট কমিস্যনরের নিকটে করিবেন। ৩৫৬ ... ... ৪৩২
——— কালেক্‌টরের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে। ৩৫৭ ... ... ৪৩২
——— জরীমানা ৫০০৲ টাকার অধিক হইলে কালেক্‌টর বিশেষ রিপোর্ট করিবেন। ৩৫৮ ... ... ৪৩২
——— এই আইনেতে অন্যান্য আইনের কর্ম্ম রহিত হয় না। ৩৫৯ ... ... ৪৩২
——— এই আইনেতে "কালেক্‌টর" এই শব্দের অর্থ। ৩৬০ ... ... ৪৩২
——— এই আইন উত্তর পশ্চিম দেশে খাটে না। ৩৬১ ... ... ৪৩২
জমীদার অযোগ্য। অযোগ্য জমীদার দেখ।
জরীমানা। এবং আমলারদের চেতন কর্ত্তনে যে টাকা পাওয়া যায় তাহা সরকারের নামে জমা হইবেক। ৬০১ ... ৮৭
——— যে মোকদ্দমায় রেসপাণ্ডেণ্টের মিথ্যা কথাপ্রযুক্ত ১০০৲ টাকা জরীমানা দিতে হইল। ৭২৯ ... ... ৩০৮
——— এবং সদর আদালতকে ভোগা দিবার উদ্যোগপ্রযুক্ত জরীমানা হইল। ৭৩০ ... ... ৩০৮
——— রাইয়তেরদের ভূমির দখল বলপূর্ব্বক রাখণপ্রযুক্ত যে জরীমানা হইল তাহা সদর আদালত ক্ষমা করিলেন। ৭৩১ ... ... ৩০৮
——— তহসীলদার অন্যায়রূপে যে টাকা তহসীল করিলেন তাহার তিনগুণ জরীমানা হইল। ৭৩২ ... ... ৩০৮
——— টাকা তছরুফ করণের বিষয়ে এক জন জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকাতে জরীমানা হইল কিন্তু সদর আদালত তাহা ক্ষমা করিলেন। ৭৩৩ ... ... ৩০৮
——— যে সাক্ষির নামে সক্ষীনা জারী না হইয়াছে তাহার জরীমানা হইতে পারে না। ৭৩৪ ... ... ৩০৯
——— আসামী অসম সাহসপূর্ব্বক জওয়াব দেওয়াতে তাহার যে জরীমানা হইয়াছিল তাহা ক্ষমা হইল। ৭৩৫ ৩০৯
——— জমীদার কি ইজারদার কালেক্‌টরের তলবমতে হাজির না হইলে কি কাগজ পত্র দাখিল না করিলে। জমীদার দেখ।
——— লবণের সিরিশ্‌তায়। তদ্বিষয়ে দরখাস্ত ও কাগজপত্র ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই। ১১৬ ... ৩৮৯
——— ——— তাহার পরিবর্ত্তে কয়েদ হইতে পারে। ১১৭, ১২১ ... ... ৩৮৯, ৩৯০
——— ——— কেবল জরীমানার পরিবর্ত্তে কয়েদ হইতে পারে। ১১৮ ... ... ৩৯০
——— ——— ক্রোকহওয়া লবণের পরিমাণানুসারে জরীমানা হইবেক। ১১৯ ... ... ৩৯০
——— ——— তাহা আদায় করণের বিষয়ে বিশেষ২ বিধি। ১২০ ... ... ৩৯০
——— ——— যাহারা ৫০৲ টাকার উর্দ্ধ জরীমানা না দেয় তাহারদের বিষয়ে নিমকের এজেণ্টের যাহা কর্ত্তব্য। ১২২ ... ... ৩৯০
——— ——— যে২ স্থলে জজের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। ১২৩ ... ... ৩৯০
——— ——— তদ্বিষয়ে মোকদ্দমার শুনানি অতিশীঘ্র করিতে হইবেক। ১২৪ ... ... ৩৯০
——— ——— দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে উকীলকে নিযুক্ত করা যাইতে পারে। ১২৫ ৩৯১
জলকর। নদী স্বস্থান ত্যাগ করিয়া অন্য পথে গেলে জলকরের স্বত্ব যাহার হয়। ৫৬৩ ... ... ৬২৪
——— এক ঝিলেতে জলকরের স্বত্ব বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৫৬৪ ... ... ৬২৪
——— জলকরের স্বত্ব খরীদ হইলে তৎপ্রযুক্ত ভূমিতে স্বত্ব হয় না। ৫৬৫ ... ... ৬২৪
জাবেতা বাট্টা। তাহার দাওয়া বেআইনী। ১০৬ ... ... ৪৬৮
জামিন। আমলার মরণের পরে যে তছরুফ প্রকাশ হয় তাহার বিষয়ে জামিন দায়ী নহে। ৪৯৩ ... ... ৬১৬
——— যে ব্যক্তি আমলার জামিন আছে কথিত হইল সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক ডিক্রী অন্যথা হইল। ৪৯৪ ... ৬১৬
——— যাহার নিমিত্তে জামিন হয় সেই ব্যক্তির অনুপযুক্ত আচরণপ্রযুক্ত যে ক্ষতি হয় তদ্বিষয়ে জামিন দায়ী। ৪৯৫ ৬১৭
——— প্রথম জামিনের উত্তরাধিকারির উপর দ্বিতীয় জামিনের দাওয়া হইতে পারে না। ৪৯৬ ... ... ৬১৭
——— জামিন আপন দায়হইতে আগাম মুক্ত হইবার দাওয়া করিতে পারে না। ৪৯৭ ... ... ৬১৭
——— মহাল ও মালিকানার উপর জামিনের বিষয়ি এক বিশেষ মোকদ্দমা। ৪৯৮ ... ... ৬১৭
——— গোমাশ্‌তার কর্ম্মের ভার থাকিতে যে তছরুফ হয় তদ্বিষয়ে একটি গোমাশ্‌তা দায়ী হইল। ৪৯৯ ... ৬১৭
——— যে ব্যক্তি কালেক্‌টরের আমলার জামিন হইবার প্রস্তাব করিয়াছে সেই ব্যক্তি ঐ আমলার তছরুফ করা টাকার দায়ী হইল। ৫০০ ... ... ৬১৭
——— অধিক জামিন তলব হইলে প্রথম জামিনেরা দায়হইতে মুক্ত হয় না। ৫০১ ... ... ৬১৭
——— অধিক জামিন গ্রাহ্য হইলে প্রথম জামিনেরা দায়হইতে মুক্ত হয় না। ৫০২ ... ... ৬১৭

		পৃষ্ঠা।
জামিন।	যে সম্পত্তি বিশেষরূপে জামিনির স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট না হয় তাহা জামিন হস্তান্তর করিতে পারে। ৫০৩ ...	৬১৭
———	কোন ব্যক্তি আপনার দায় স্বীকার করিয়া খতে নাম লিখিলে দায়ী হয়। ৫০৪	৬১৮
———	ডিক্রী জারী না হওয়াপর্য্যন্ত ডিক্রীর লিখিত প্রধান ব্যক্তি ও তাহার জামিনেরা সেই বিষয়ে দায়ী থাকে। ৫০৫	৬১৮
———	মৃত জামিনের সম্পত্তি কর্জ্জের নিমিত্তে দায়ী হয়। ৫০৬	৬১৮
———	ভূমি সম্পত্তির ডিক্রী সম্পর্কে জামিনের বিষয়ে এক বিশেষ মোকদ্দমা। ৫০৭	৬১৮
———	আমলারদের। যে২ আমলারদের স্থানে লইতে হইবেক। তাহার প্রকার। ৭০	১০৪
——— ———	জামিনের মাতবরী নিশ্চয় করা যাইবেক ও বৎসরে২ তদ্বিষয়ের রিপোর্ট হইবেক। ৭১ ...	১০৪
——— ———	জামিনীর তহকীক করণের বিষয়ে পুনশ্চ বিধি। ৭২	১০৫
——— ———	বিচারকেরা জামিনী তহকীক করিতে ত্রুটি করিলে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করা যাইবেক। ৭৩	১০৫
——— ———	যে কার্য্যকারক জামিনের মাতবরীর বিষয়ে অঙ্গীকার করেন তিনি আমলার হাতে গচ্ছিত সরকারী টাকার বিষয়ে দায়ী। ৭৪	১০৫
——— ———	জজেরা ও সিরিশ্তার প্রধান কার্য্যকারকেরা এদেশীয় আমলারদের কার্য্যের বিষয়ে দায়ী। ৭৫	১০৫
——— ———	জামিনেরা যে জামিনীনামা লিখিয়া দেয় তাহার রেজিষ্টরী হইবেক। ৭৬	১০৫
——— ———	জামিনীনামা রেজিষ্টরী করণের হুকুম কেবল উত্তর কালের বিষয়ে খাটে। ৭৭	১০৬
জামিন।	ডিক্রী জারীর বিষয়ে। যে২ গতিকে মালজামিনীর আবশ্যক। নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে মালজামিনী দাখিল না হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ২২০	২১১
———	যে২ হেতুতে ১৮০৬ সা। ২ আ। ৫ ধা। ১ প্রকরণানুসারে সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে। ২২১ ...	২১৩
———	১৮০৬ সা। ২ আ। ৫ ধা। ১ প্রকরণানুসারে জামিনীপত্র রেজিষ্টরী না হইলে মাতবর নহে। ২২২ ...	২১৩
———	সম্পত্তি আইনমত ক্রোক করণের পূর্ব্বে জামিনী দিবার উপযুক্ত মিয়াদ দিতে হইবেক। ২২৩ ...	২১৩
———	ঐ মিয়াদ অতীত হওনের পূর্ব্বে সম্পত্তি ক্রোক করা বেআইনী। ২২৪	২১৩
———	সম্পত্তি হস্তান্তর করণের মানসের প্রমাণ না হইলে কিম্বা জামিনী দিবার অস্বীকার কি ত্রুটি না হইলে সম্পত্তির ক্রোক বেআইনী। ২২৫	২১৩
———	মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে জামিনী তলব হওনের পূর্ব্বে সম্পত্তি হস্তান্তর করণ নিষেধ হইতে পারে। ২২৬	২১৩
———	জমী ক্রোক করণের পূর্ব্বে সম্পত্তির দাওয়া বিষয়ে তহকীক করা অনাবশ্যক। ২২৭	২১৩
———	মালজামিনীর আবশ্যকতার প্রমাণ না হইলে ও আসামী তাহা না দিলে সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে না। ২২৮	২১৩
———	আসামী রূপোশ হইলে কি লুকিয়া থাকিলে ডিক্রী জারীর নিমিত্তে সম্পত্তি ক্রোক হইতে পারে। ২২৯ ...	২১৩
———	ইউরোপীয় আসামীর সম্পত্তি সেইরূপে ক্রোক হইতে পারে। ২৩০	২১৩
———	কেবল ফরিয়াদীর শপথক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করা উচিত নহে। ২৩১	২১৪
———	কালেক্টর ১৮০৬ সা। ২ আ। ৫ ধারাক্রমে দেওয়ানী আদালতের হুকুম পাইলে বাকীর নিমিত্তে নীলামের উৎপন্ন যে টাকা আমানৎ আছে তাহা ক্রোক করিবেন। ২৩২	২১৪
———	জায়গীরের মুনাফা ক্রোক হইতে পারে। ২৩৩	২১৪
———	কোম্পানির নোট ক্রোক হইতে পারে। ২৩৪	২১৪
———	ঐ সম্পত্তির নীলাম অন্যথা করণার্থে যে ফয়সলা হয় তদ্দ্বারা ঐ ক্রোক অন্যথা হয় না। ২৩৫ ...	২১৪
———	ক্রোক হওনের ইশ্তিহার না হওয়াপর্য্যন্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইতে পারে। ২৩৬	২১৪
———	সম্পত্তি ক্রোকের দরখাস্ত হইলে কিন্তু জারী না হইলে সম্পত্তির বিক্রয়ের প্রতিবন্ধক হয় না। ২৩৭ ...	২১৪
———	সম্পত্তি ক্রোক না থাকন সময়ে তাহা বিক্রয় করা আইনসিদ্ধ। ২৩৮	২১৪
———	১৮০৬ সা। ২ আ। ৫ ধারামতে সম্পত্তি ক্রোক হওনের পূর্ব্বে প্রকৃতপ্রস্তাবে বিক্রয় হইলে তাহা সিদ্ধ। ২৩৯	২১৪
———	আসামী জামিন না দিলে তাহার সম্পত্তি যে কোন স্থানে থাকে তাহা ক্রোক করা যাইতে পারে। ২৪০ ...	২১৫
———	মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে জজ জামিনকে দায়হইতে মুক্ত করিলেও আপীল আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে সে জামিন দায়ী আছে। ২৪১	২১৫
———	উত্তরকালীন হুকুমের বিষয়ে যে সম্পত্তি জামিনস্বরূপ দেওয়া যায় তাহা বন্ধক কি নীলাম হইলেও তাহার উপর ডিক্রীদারের দাওয়া থাকে। ২৪২	২১৫

পৃষ্ঠা।

জামিন ডিক্রী জারীর বিষয়ে। এমত সম্পত্তির ক্রোক যে প্রকারে করিতে হইবেক। তাহার পর হস্তান্তর করা বে-আইনী। বেআইনীমতে সম্পত্তি স্থানান্তর করিলে যে দণ্ড ঘটে। ২৪৩ ... ... ২২৫

——— ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৫ ধারানুসারে সম্পত্তি যেপ্রকারে ক্রোক থাকিবেক। ২৪৪ ... .. ২২৫

——— ভিন্ন এলাকায় সম্পত্তি ক্রোক হইলে নীলামের দরখাস্ত যাঁহার নিকটে হইবেক। ২৪৫ ... ... ২২৫

——— মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওয়াপর্য্যন্ত আসামী যে গতিকে জমীর সরবরাহ করিতে পারে কি না পারে। ২৪৬ ... ... ২২৬

——— কোন দোকানে আসামীর অংশ ক্রোক হওয়াতে প্রধান সদর আমীন কেবল সম্পত্তির হস্তান্তর নিবারণের এত্তেলা দিতে হুকুম পাইলেন। ২৪৭ ... ... ২২৬

——— মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর ক্রোক করা সম্পত্তির বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য। ২৪৮ ... ... ২২৬

——— সম্পত্তি ক্রোক হইলে যথাশীঘ্র মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা উচিত। ক্রোক উঠাইয়া দেওনের বিধি। ২৪৯ ... ২২৬

——— হাজির জামিনী কি মালজামিনীর পরিবর্ত্তে কোম্পানির কাগজ দেওয়া যাইতে পারে। ২৫০ ... ... ২২৬

——— কালেক্টরের খাজানাখানাতে যে টাকা দেওয়ানী আদালতের দ্বারা ক্রোক করা যায় তাহা তিনি অগৌণে আদালতে দাখিল করিবেন। ২৫১ ... ... ২২৭

——— আসল হুকুম ও রসীদ কালেক্টরের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ২৫২ ... ... ২২৭

——— ঐ হুকুম ও রসীদ পাইলে কালেক্টরের যাহা কর্ত্তব্য। ২৫৩ ... ... ২২৭

জামিন খরচার বাবৎ। ভিন্ন দেশনিবাসিরা মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বা জওয়াব দিলে খরচার জামিন দিবেক। ২১৯ ... ... ২২২

——— বিদেশীয়েরা মোকদ্দমা করিতে বা জওয়াব দিতে চাহিলে উহার কালের খরচার জামিন দিবেক। ২৭১ ... ৭১৫

——— আদালতহইতে তলব না হইলেও জামিন দিতে হইবেক। ২৭১/ ৮৩১

——— কোন ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পর বিদেশে গেলে সেই বিধি খাটিবেক। ২৭২ ... ... ৪১৫

——— ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের অধিকারে যাহারদের সম্পত্তি আছে কিন্তু বিদেশে বাস করে তাহারা খরচার জামিন দিবেক। ২৭৩ ... ... ৪১৫

——— কিন্তু এই২ বিধি পাপর মোকদ্দমায় খাটিবেক না। ২৭৪ ... ... ৪১৫

——— আপীলী মোকদ্দমায় তাহার আবশ্যক নাই। কিন্তু জজ তাহার হুকুম করিতে পারেন। ২১৬ ... ৬৫৩

——— আবশ্যক হইলে খরচার জামিনীনামার পাঠ। জামিন যে বিষয়ে আপনাকে দায়ী করে। ২১৭ ... ৬৫৩

——— খরচার জামিন তলব হইলে তাহার কারণ দেখাইতে হইবেক। ২১৮ ... ... ৬৫৩

জামিনস্বরূপ দত্ত সম্পত্তি। আপীলের অপেক্ষায় তাহা উত্তম ও মাতবর হইবেক। ২৮৬ ... ... ৬৬৫

——— ——— দেওয়ানী মোকদ্দমায় দাখিলকরা জামিনের বিষয়ে অতিরিক্ত বিধি। ২৮৭ ... ... ৬৬৫

——— ——— যে সম্পত্তির বিষয়ে জামিনী লওয়া গিয়াছে তাহাতে জামিনের স্বত্ব হস্তান্তর করণের নিষেধ। ২৮৮ ... ... ৬৬৫

——— ——— উক্ত নিষেধের অর্থ। ২৮৯ ... ... ৬৬৬

——— ——— ইঙ্গলণ্ডে আপীল হওনসময়ে যে নীলকুঠী জামিনস্বরূপ বন্ধক হয় তাহা বিক্রয় হইলেও তাহার উপর আদালতের অধিকার থাকে। ২৯০ ... ... ৬৯৬

——— ——— সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া গিয়াছে কি না এই বিষয় নিশ্চয় করার দুষ্করতা। ২৯১ ... ... ৬৬৬

——— ——— ঐ সম্পত্তির চাতুরীক্রমে হস্তান্তর করা নিবারণের জন্যে নাজিরের যাহা কর্ত্তব্য। ২৯২ ... ৬৬৬

——— ——— ঐ সম্পত্তির রেজিষ্টর রাখিতে হইবেক। ২৯৩, ২৯৪ ... ... ৬৬৬

——— ——— মালগুজারীর ভূমি জামিনস্বরূপ বন্ধক দেওয়া গেলে কালেক্টরকে সম্বাদ দিতে হইবেক। ২৯৫ ... ... ৬৬৭

জামিনীনামা। আসল দলীলের উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে তাহার সঙ্গে জামিনীনামা লেখা থাকিলে তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ৫১৭ ... ... ১৭২

——— ——— ৩৪১ নম্বরী আইনের অর্থ ও ১৮৬৭ সালের ২৭ অক্টোবরের সরকুলর অর্ডরের দৃষ্টতঃ বৈলক্ষণ্যের ঐক্য করণ। ৫১৮ ... ... ১৭২

——— ——— অবিভক্ত পরিবারের এক জন জামিনীনামা লিখিয়া দিলে অন্য জনেরা তাহাতে বদ্ধ। ৪৯১ ৬১৬

——— ——— যদি জামিনীনামার মতে কার্য্য না হয় তবে টাকা দিবার হুকুম হইবেক না। ৪৯২ ... ৬১৬

		পৃষ্ঠা।
জারজজ।	জারজ পুত্রেরা আপন মাতার স্বত্বাধিকারী হয়। ৫১৪	৬১৯
———	এদেশীয় স্ত্রীর গর্ভজাত ইউরোপীয় পুরুষের জারজ পুত্র ব্যভিচারের নালিশে মফঃসল আদালতে বিচার্য্য। ৫১৫	৬১৯
জারী ডিক্রীর।	জিলা ও অন্যান্য আদালতের উপদেশার্থ সাধারণ বিধান। যে বিধানমতে ডিক্রী জারী হইবেক। ১	৬৭৯
——— ———	বাদী কি প্রতিবাদী আদালতে দরখাস্ত করিবেক। ২	৬৭৯
——— ———	দরখাস্তের মর্ম্ম। ৩	৬৭৯
——— ———	ডিক্রী জারী করণের বিধি। ৪	৬৭৯
——— ———	এই২ বিধান সকল আদালতের ডিক্রী জারীর বিষয়ে খাটে। ৫	৬৭৯
——— ———	১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১৫ ধা। ৬ প্রকরণমতে দাখিল না হইলে দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবেক। ৬	৬৭৯
——— ———	যে ইষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত লিখিতে হইবেক। ৭	৬৮০
——— ———	দরখাস্তের শিরোভাগে যে২ কৈফিয়ৎ থাকিবেক। ৮	৬৮০
——— ———	ডিক্রীদার গ্রেফ্তারীর কি সম্পত্তির নীলামের দরখাস্ত করিলে যে যেওরা লিখিবেক। ৯ ...	৬৮০
——— ———	তৎপরে আদালত ডিক্রী জারী করাইবেন। ১০	৬৮০
——— ———	ডিক্রী জারীর দরখাস্ত প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইতে পারে। ১১	৬৮১
——— ———	আদালতের ডিক্রী যেরূপে জারী হইবেক। ১২	৬৮১
——— ———	খাতকের গ্রেফ্তারী ও সম্পত্তির ক্রোকের পরওয়ানা একি সময়ে জারী হইতে পারে। ১৩	৬৮১
——— ———	ডিক্রী জারী করণেতে যে হুকুম হয় তাহা মোকদ্দমার নূতন হেতু নহে। ১৪, ১৫ ...	৬৮১
——— ———	ডিক্রী জারীক্রমে অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইলে নীলামের সময়ে মূল্য দিতে হইবেক। ১৬	৬৮১
——— ———	উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে জজ ভূমি বিক্রয় না করিয়া তাহা ক্রোক করিতে পারেন। ১৭ ...	৬৮১
——— ———	মহাজনের সম্মতিবিনা খাতকের সম্পত্তির নীলাম স্থগিত হইতে পারে না। ১৮ ...	৬৮১
——— ———	বিশেষ গতিকে পূর্ব্বে তদারক করা ও এত্তেলা দিবার আবশ্যক আছে। ১৯ ...	৬৮১
——— ———	যে২ গতিকে ডিক্রী জারী না করণের কারণ দর্শাইতে খাতককে এত্তেলা দিতেই হইবেক। ২০	৬৮২
——— ———	সম্পত্তি স্থানান্তর করিবার মানস হইলে জামিন লওয়া যাইতে পারে। ২০	৬৮২
——— ———	যদি এত্তেলা বিফল হয় তবে ইশ্তিহার দিতেই হইবেক। ২১	৬৮২
——— ———	যাহার বিপরীতে ডিক্রী হইয়াছে তাহার উত্তরাধিকারী এত্তেলা বিনা গ্রেফ্তার কি কয়েদ হইতে পারে না। ২২	৬৮৪
——— ———	সরকারের পাওনা এবং সোত্রহীনের মোকদ্দমার খরচা ফিরিয়া পাইবার বিধান। ২৩ ...	৬৮২
——— ———	ডিক্রী জারীর বিষয়ি সকল কাগজপত্র একি নথীতে রাখিতে হইবেক। ২৪	৬৮৩
——— ———	ডিক্রী জারীর দরখাস্তের রেজিষ্টর একিমতে রাখিতে হইবেক। রেজিষ্টরের পাঠ। ২৫ ...	৬৮৩
——— ———	কিন্তু জজ অন্য সব কি ভাগ করিতে পারেন। ২৬	৬৮৩
——— ———	ডিক্রীর বিষয় বিশেষরূপে লেখা থাকিলে তদনুসারে জারী হইবেক। ২৭	৬৮৩
——— ———	ডিক্রীতে যে চতুঃসীমা লেখা আছে তাহা ডিক্রীদারের প্রতি অর্পণীয় ভূমির সীমা। ২৮ ...	৬৮৪
——— ———	ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার নামে ডিক্রী জারী করণের রীতি। ২৯	৬৮৪
———	অচিহ্নিত বিচারকেরদের। তাঁহারা ডিক্রী জারীর বিলয় করিলে জজ তাহার রিপোর্ট করিবেন। ২৬৫	৭১৭
——— ———	প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী যেরূপে জারী হইবেক। ২৯২	৭২১
——— ———	আপীলক্রমে জজ ও প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী যে আদালত জারী করিবেন। ২৯৩ ...	৭২১
——— ———	১৮৪৩ সালে উপস্থিত থাকা ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা অচিহ্নিত বিচারকেরদের প্রতি অর্পণ হইবেক। ২৯৪	৭২১
——— ———	সদর আমীনেরা ও মুনসেফেরা আপন২ ডিক্রী জারী করিবেন। ২৯৫	৭২১
——— ———	তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল হইলে জজের হুকুম চূড়ান্ত। (১৮৪৩ সালের ৩ আইনের দ্বারা মতান্তর হইল।) ২৯৫	৭২২
——— ———	ডিক্রী জারীর বিষয়ে মুনসেফের নিকটে দরখাস্ত সাদা কাগজে হইবেক। ২৯৬	৭২২
——— ———	মুনসেফেরা ডিক্রী জারীক্রমে যে২ সম্পত্তির দখল দেওয়াইতে পারেন। ২৯৭	৭২২
——— ———	সম্পত্তির নীলামের ওজরের দরখাস্ত মুনসেফেরদের নিকটে সাদা কাগজে হইবেক। ২৯৮	৭২২

পৃষ্ঠা।

জারী ডিক্রীর। অচিহ্নিত বিচারকেরদের। মুনসেফেরা যে লাখেরাজ ভূমি ক্রোক করেন তাহার দখলের বিষয়ে বিচার করিতে পারেন। ২৯৯, ৩০০ ... ... ৭২২
——— ——— মুনসেফেরা আপনং ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তির নীলাম করিতে পারেন। ৩০১ ... ৭২২
——— ——— অথবা তাহার নীলাম করিতে আমলাকে পাঠাইতে পারেন। ৩০২ ... ... ৭২২
——— ——— যে স্থলে মুনসেফেরা ডিক্রী জারীক্রমে নীলামের কমিস্যন পাইতে পারেন। ৩০৩ ... ৭২২
——— ——— মুনসেফের ডিক্রীর উপর আপীল হইলে আপীল আদালত স্থগিত না করিলে সেই ডিক্রী জারী হইবেক। ৩০৫, ৩০৬ ... ... ৭২২
——— ——— অচিহ্নিত বিচারকেরা জজকে জিজ্ঞাসা না করিয়া ডিক্রী জারীর দরখাস্ত লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন। ৩০৭ ... ... ৭২৩
——— ——— তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল না হইলে জজ সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ৩০৮ ৭২৩
——— ——— ডিক্রীদার তলবানা দিবেক। ৩১২ ... ... ৭২৩
——— ——— মুনসেফেরা জজের নিকটে রিপোর্ট পাঠাইবেন। ৩১১ ... ... ৭২৩
——— ——— সদর আমীনের ও মুনসেফের ডিক্রী জারী করণের ভার জজ প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ করিতে পারেন না। ৩০৯ ... ... ৭২৩
——— ——— ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীল সদর আদালতে হইবেক। ৩১৩ ... ... ৭২৩
——— ——— ডিক্রী জারীর যে রোয়দাদ অচিহ্নিত বিচারকেরা জিলার আদালতে পাঠাইবেন। ৩১৪ .. ৭২৩
——— সদর দেওয়ানী আদালতের। অধস্থ আদালতকে ভূম্যধিকারিরদের উপর ডিক্রী জারী করিবার ক্ষমতার্পণ হইতে পারে। তাহার রীতি। ৩৩৪ ... ... ৭৮৬
——— ——— ডেপুটী রেজিষ্টর দরখাস্ত লইবেন এবং তাহা জারী হইবার নিমিত্তে জিলার আদালতে পাঠাইবেন। ৩৩৫ ... ... ৭৮৬
——— ——— ডিক্রী জারী না হইবার হেতু দর্শাইতে জিলার জজ এত্তেলা জারী করিবেন। ওজর হইলে কি না হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩৬ ... ... ৭৮৬
——— ——— দরখাস্তের মধ্যে দোষ থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য। ওজর যাঁহার প্রতি অর্পণ করিতে হইবেক। ৩৩৭ ৭৮৬
——— ——— ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে জজ ঐ ডিক্রী ফিরিয়া দিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩৮ ... ... ৭৮৭
——— ——— যে ব্যক্তি ডিক্রী পায় সে ব্যক্তিছাড়া অন্য ব্যক্তি ডিক্রী জারীর দরখাস্ত করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩৯ ... ... ৭৮৭
——— ——— জিলার জজ ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা কসুরপ্রযুক্ত ডিসমিস করিলে তাহা পুনরায় আপনি গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৩৪০ ... ... ৭৮৭
——— ——— এই বিষয়ে জজের যাহা কর্ত্তব্য। সদর আদালত তাহা পুনর্গ্রহণ করিতে হুকুম দিতে পারেন। ৩৪১ ... ... ৭৮৭
——— ——— ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইবেক। ৩৪২ ... ... ৭৮৭
——— ——— ডিক্রী জারীর বিষয়ে জিলার আদালতের মিয়াদী রিটর্ণ রহিত হইল। ৩৪৩ ... ... ৭৮৭
——— ——— সদর আদালতের জারী না হওয়া ডিক্রীর ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ বিশেষ পাঠানুসারে করা যাইবেক। ৩৪৪ ... ... ৭৮৭
——— ——— ঐ কৈফিয়তে যে আদালতের ডিক্রী জারী হইতেছে তাহার স্বতন্ত্র বৃত্তান্ত থাকিবেক। ৩৪৫ ৭৮৮
——— ——— ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ প্রস্তুত করণের অতিরিক্ত বিধি। ৩৪৮ ... ... ৭৮৮
——— ——— প্রধান সদর আমীনও সেইপ্রকার ত্রৈমাসিক কৈফিয়ৎ পাঠাইবেন। ৩৪৯ ... ... ৭৮৯
——— ——— ত্রৈমাসিক রিপোর্ট সহজে প্রস্তুত করণার্থে ডিক্রী জারীর মুহুরীরের যাহা কর্ত্তব্য। ৩৫০ ... ৭৮৯
——— বিলায়তের। আপীল বিলায়তে দেখ।
——— সুপ্রিম কোর্টের। ঐ আদালতের ডিক্রী জারীর পরওয়ানার আবশ্যক। ৪০৫ ... ... ৭৩৭
——— ——— মফস্সল আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রীত সম্পত্তি পুনরায় ঐ আদালতের হুকুমে বিক্রয় হইল। ৪০৬ ... ... ৭৩৭
——— ——— সুপ্রিম কোর্টের মোকদ্দমায় লিপ্ত না থাকা ব্যক্তিরা ডিক্রী জারী করণের সময়ে দাওয়া উপস্থিত করিলে তাহারদের বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য। ৪০৭ ... ... ৭৩৭

পৃষ্ঠা।

জারী ডিক্রীর। সুপ্রিম কোর্টের। যে গতিকে মাজিষ্ট্রেটকে বেলিফের সাহায্য করিয়া দাঙ্গা নিবারণ করিতে হুকুম হইল। ৪০৮ ... ... ৭৩৭

——— কলিকাতার ছোট আদালতের। ৪০৯—৪১২ ... ... ৭৩৭, ৭৩৮

——— কলিকাতার ছোট আদালতের দ্বারা চব্বিশপরগনার। ৪১৩, ৪১৪ ... ... ৭৩৮

——— নিমকপোখ্তানীতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের নামে। ৩৯৩ ... ... ৭৩৫

——— নিমকীর চৌকীর আমলারদের নামে। ৩৯৪ ... ... ৭৩৫

——— সরকারের বিরুদ্ধে। খরচা ও খেসারৎ যে প্রকারে দেওয়া যাইবেক। ৩৯৫ ... ... ৭৩৫

——— ——— বিশেষ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণের বিধি সরকারের বিরুদ্ধে ডিক্রীর বিষয়ে খাটে না। ৩৯৬ ... ... ৭৩৫

——— ——— আপীল করা কর্ত্তব্য কি না ইহা নিশ্চয় করণার্থে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ডিক্রীসম্পর্কীয় যে২ কাগজপত্র পাঠাইতে হইবেক। ৩৯৭ ... ... ৭৩৫

——— ——— ডিক্রীকরণিয়া আদালত ডিক্রীর নকল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকটে পাঠাইবেন। ৩৯৮ ৭৩৬

——— ——— উক্ত বিধির অভিপ্রায়। ৩৯৯ ... ... ৭৩৬

——— ——— সরকারের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করিতে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কার্য্যকারককে হুকুম দিবেন। ৪০০ ... ... ৭৩৬

——— ——— অতএব সরকারী খাজানাখানায় মৌজুদ টাকা তন্নিমিত্তে ক্রোককরার আবশ্যক নাই। ৪০১ ৭৩৬

——— ——— কালেক্টর কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি মোকদ্দমা চালান তাঁহাকে চূড়ান্ত ডিক্রীর মতাচরণ করিতে হুকুম দিতে হইবেক। মতাচরণ না করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকটে রিপোর্ট হইবেক। ৪০২ ৭৩৬

——— ——— যে গতিকে গবর্ণমেণ্টের হুকুমেতে কালেক্টর তৎক্ষণাৎ ডিক্রী জারীর বিষয়ে আপত্তি জানান। ৪০৩ ... ... ৭৩৬

——— ——— ডিক্রীঅনুসারে টাকা দিবার হুকুম সদর বোর্ড করিতে পারেন। ৪০৪ ... ... ৭৩৬

——— ডিক্রী জারীর বিষয়ে সদর আদালতের বিবিধ নিষ্পত্তি। জমী বাজেয়াফ্ত হইলে ও তাহার উপর কর বসান গেলেও কোন ব্যক্তির পক্ষে সেই ভূমির ডিক্রী হইলে জারী হইতে পারে। ৫৯ ... ৬৮৭

——— ——— সম্পত্তির বিষয়ে নালিশ হইলেও তাহাতে আসামীর যে স্বত্ব আছে তাহা ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রয় হইতে পারে। ৬০ ... ... ৬৮৭

——— ——— ডিক্রী জারীক্রমে নীলামহওয়া সম্পত্তির খরীদার যদি এক মাসের মধ্যে বলপূর্ব্বক বেদখল হইয়া থাকে তবে দেওয়ানী আদালত তাহাকে সরাসরীমতে দখলে রাখিতে পারেন। ৩২ ৮২৮

——— ——— ভূমির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারীর এক বিশেষ মোকদ্দমা। ৬১ ... ... ৬৮৭

——— ——— দেওয়ানীআদালতের ক্রোক কালেক্টর অন্যথা করিতে পারেন না। ৬২ ... ... ৬৮৭

——— ——— বাকীদার দেনা টাকা দিতে চাহিলে তাহার তালুক কি হস্তান্তরের যোগ্য অন্য ভূমি নীলাম হইবেক না। ৬৩ ... ... ৬৮৭

——— এক খাতক অন্য খাতকেরদের সঙ্গে দায়ী হইলে ঐ ব্যক্তি আপনার আন্দাজী অংশ আমানৎ করিয়া দায়চইতে মুক্ত হইতে পারে না। ৬৪ ... ... ৬৮৭

——— ——— যে স্থলে অনেক খাতকেরদের নামে সাধারণে এবং একের ডিক্রী জারী হইতে পারে। ৬৫ ৬৮৭

——— ——— হিন্দু বিধবার পুত্রের দখলে থাকা জমীর নিমিত্তে বিধবার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী হইতে পারে না। ৬৬ ... ... ৬৮৭

——— ——— ডিক্রীর সঙ্গে যাহার সম্পর্ক নাই তাহার বিরুদ্ধে ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারে না। ৬৭ ... ৬৮৭

——— ——— যে গতিকে দাওয়ার এক অংশের ডিক্রী হইলে অবশিষ্ট অংশ অন্য দাওয়াদারের হস্তগত হইলেও ডিক্রী জারীক্রমে তাহাকে দেওয়া যাইতে পারে না। ৬৮ ... ... ৬৮৭

——— ——— প্রথম ডিক্রীর উপর যে খরচা দেয় হয় তাহা দ্বিতীয় ডিক্রীক্রমে পাওনা টাকাহইতে যে-পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া যায়। ৬৯ ... ... ৬৮৭

——— ——— যে প্রকারে ডিক্রীর পৃষ্ঠের লিখন দ্বারা ঐ ডিক্রীর বিষয় হস্তান্তর করা যাইতে পারে। ৭০ ৬৮৮

——— ——— যে স্থলে ডিক্রী আপোসে নিষ্পত্তি হইলে পর জারীর কার্য্য পুনরারম্ভ হইতে পারে। ৭১ ৬৮৮

——— ——— যে স্থলে ডিক্রী জারীর পুনরুত্থাপনের নিবারণ আছে। ৭২ ... ... ৬৮৮

পৃষ্ঠা।

জারী ডিক্রীর। ডিক্রী জারীর বিষয়ে আদালতের বিবিধ নিষ্পত্তি। ডিক্রীক্রমে ডিক্রীদারের প্রাপ্য সম্পত্তি প্রত্যারণা-ক্রমে তাহার হাত ছাড়া হইলে তাহার যে উপায়। ৭৩ ... ... ৬৮৮

——— ——— দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী গণতাক্রমে পাওয়া গিয়াছিল ইহার প্রমাণ হইলে আদালত সেই ডিক্রী অন্যথা করিতে পারেন। ৭৪ ... ... ৬৮৮

——— ——— পাপর ডিক্রীদার যাহার দ্বারা সম্পত্তির দখল পাইতে পারে। ৭৫ ... ... ৬৮৮

——— ——— যত ডিক্রীদার একি সম্পত্তি ক্রোক করে তাহারদের সকলের নামে একি আরজীতে নালিশ হইতে পারে। ৭৬ ... ... ৬৮৮

——— ——— অংশিরদের মধ্যে ডিক্রীহওয়া সম্পত্তির বণ্টনের নিষ্পত্তির নূতন মোকদ্দমা হইতে পারে। ৭৭ ৬৮৮

——— ——— যে মোকদ্দমাতে ডিক্রীদার ডিক্রীর চারি বৎসর পরে খাতকের পৌত্রের নামে ডিক্রী জারীর নালিশ করিল। ৭৮ ... ... ৬৮৮

——— ——— অংশি খাতকেরদের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে ডিক্রী জারীর বাধা হয় না। ৭৯ ৬৮৮

——— ——— সদর আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া ডিক্রী জারীর এক বিশেষ মোকদ্দমা। ৮১ ... ... ৬৮৯

——— ——— ডিক্রী জারীক্রমে পত্তনিদারের স্বত্ব যে ব্যক্তি খরীদ করে সেই ব্যক্তি পত্তনির মধ্যে থাকা নিষ্কর জমীর দাওয়া করিতে পারে না। ৮২ ... ... ৬৮৯

——— ——— *বখরাদারীর বিষয়ে ডিক্রী জারীর এক বিশেষ মোকদ্দমা।* ৮৩ ... ... ৬৮৯

——— ——— আরজীতে ও ডিক্রীতে ভূমির সীমা নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতে ডিক্রী জারী স্থগিত হইল। ৮৪ ... ৬৮৯

——— যে সম্পত্তি নীলাম হইতে পারে কি না পারে। কলিকাতানিবাসির বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে কলিকাতার বাহিরে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে। ৩৩ ... ... ৬৮৪

——— ——— ডিক্রী জারীক্রমে বন্ধকী সম্পত্তির নীলাম। ৩৪ ... ... ৬৮৪

——— ——— সিপাহীর বেতন আটক হইতে পারে না। ৩৫ ... ... ৬৮৪

——— ——— ওকফ সম্পত্তি নীলাম হইতে পারে না। ৩৬ ... ... ৬৮৪

——— ——— সম্ভাবিত লাভ বিক্রয় হইতে পারে না। ৩৭ ... ... ৬৮৪

——— ——— ডিক্রীদার আপন খাতকের প্রাপ্য সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে। ৩৮ ... ... ৬৮৪

——— ——— খাতকের প্রমাণ না হওয়া দাওয়া মহাজন বিক্রয় করিতে পারে। ৩৯ ... ... ৬৮৫

——— ——— খাতকের প্রমাণ হওয়া দাওয়া সেই প্রকারে বিক্রয় হইতে পারে। ৪০ ... ... ৬৮৫

——— ——— দেবালয়ে ব্রাহ্মণের পালার লাভ বিক্রয় হইতে পারে না। ৪১ ... ... ৬৮৫

——— ——— চৌকীদারী ভূমির ফসল বিক্রয় হইতে পারে। ৪২ ... ... ৬৮৫

——— ——— মুনসেফ কৃষি কর্ম্মের দ্রব্যজাত বিক্রয় করিতে পারেন। ৪৩ ... ... ৬৮৫

——— ——— যোতদারের স্বত্ব ও সম্পর্ক নীলাম হইতে পারে। ৪৪ ... ... ৬৮৫

——— ——— মুসলমানেরদের কবর স্থান নীলাম হইতে পারে না। ৪৫ ... ... ৬৮৫

——— ——— যোত্রহীন আদালতে অর্পিত সম্পত্তি জিলার আদালত নীলাম করিতে পারেন না। ৪৬ ... ৬৮৫

——— ——— হিন্দুরদের ধর্ম্ম কর্ম্ম করণের অধিকার বিষয়ে ডিক্রী জারীর এক মোকদ্দমা। ৪৭ ... ৬৮৫

——— ——— এক কালেক্টর অন্য কালেক্টরের এলাকাস্থিত সম্পত্তি নীলাম করিতে পারেন না। ৪৮ ... ৬৮৫

——— ——— সরকারের দত্ত পেনসন ক্রোক হইতে পারে না। ৪৯, ৫০ ... ... ৬৮৫

——— ——— সেনাপতি সাহেবের মাহিয়ানা ক্রোক হইতে পারে না। ৫১ ... ... ৬৮৫

——— ——— সরকারী কার্য্যকারকেরদের মাহিয়ানা ক্রোক করণের বিষয়ি বিধি। ৫৬—৫৮ ... ৬৮৬

——— কালেক্টরের সাহায্য। কালেক্টর শব্দ দেখ।

——— বাটী ও বাগান ও নিষ্কর ভূমির নীলাম। তাহা বিচারকর্ত্তারা করিবেন। ৮৫, ৮৬ ... ... ৬৮৯

——— ——— অস্থাবর সম্পত্তি নীলামের বিষয়ি বিধির অনুসারে নীলাম হইবেক। ৮৭, ৮৮ ... ৬৯০

——— ——— অস্থাবর সম্পত্তি যে কার্য্যকারকেরা নীলাম করেন তাঁহারাই ঐ নীলাম করিবেন। ৮৯ ... ৬৯০

——— ——— নাজিরেরা নীলাম করিতে পারেন কিন্তু কমিষ্যান পাইবেন না। ৯০ ... ... ৬৯০

——— ——— নীলামের ত্রিশ দিন পূর্ব্বে ইশতিহার হইবেক। ৯১ ... ... ৬৯০

——— ——— ইশ্তিহারের পাঠ। ৯২, ৯৩ ... ... ৬৯০

——— ——— আদালত ইশ্তিহারের বেওরা এবং তাহা যে প্রকারে জারী হইবেক তাহার বিষয়ে বিশেষমতে মনোযোগ করিবেন। ৯৪ ... ... ৬৯১

পৃষ্ঠা।

জারী ডিক্রীর। বাটী ও বাগান ও নিষ্কর ভূমির নীলাম। সম্পত্তি যে স্থানে থাকে সেই স্থানে নীলামের ইশ্‌তিহার জারী না হইলে নীলাম অসিদ্ধ হয়। ৯৫ ... ... ৬৯২

——— ——— কিন্তু পেয়াদার রসুম দাখিল না করিলে অসিদ্ধ হয় না। ৯৬ ... ... ৬৯২

——— ——— ক্রোক ও নীলামের দস্তুরমত হুকুম একি সময়ে জারী হইতে পারে। ৯৭ ... ... ৬৯২

——— ——— ইশ্‌তিহার হইলে যদি ক্রোকের হুকুমনামা বাহির না হইয়া থাকে তবে সম্পত্তির খোশখরীদ সরাসরীমতে অন্যথা হইতে পারে না। ৯৮ ... ... ৬৯২

——— ——— ঐ সম্পত্তির মূল্য খরীদার যে মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিবেক। ৯৯ ... ... ৬৯২

——— ——— যত আমানৎ করিতে হইবেক। ১০০ ... ... ৬৯২

——— ——— সমুদয় টাকা যে মিয়াদের মধ্যে দিতে হইবেক। ১০১ ... ... ৬৯২

——— ——— অস্থাবর সম্পত্তির সমুদয় মূল্য যে মিয়াদের মধ্যে দিতে হইবেক। ১০২ ... ... ৬৯২

——— ——— নীলাম সিদ্ধ না হইলে আমানতী টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবেক। ১০৩ ... ... ৬৯২

——— ——— ক্রোককরা সম্পত্তি কোন কাহার জিম্মায় বলক্রমে রাখা যাইতে পারে না। ১০৪ ... ৬৯২

——— ——— ক্রোককরা সম্পত্তির নিমিত্ত সামান্যতঃ যে দায়ী হয়। ১০৫ ... ... ৬৯২

——— ——— যে গতিকে ডিক্রীদার নীজে সম্পত্তি খরীদ করিলে তাহার রসীদ দাখিল করিতে পারে। ১০৬ ৬৯২

——— ——— জজ ঐ রসীদ দিবার অনুমতি দিলে পরে যে গতিকে ঐ অনুমতি অন্যথা করিতে পারেন। ১০৭ ৬৯৩

——— ——— ডিক্রীদার আপনার দাওয়ার সংখ্যার অধিক মূল্যেতে সম্পত্তি খরীদ করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১০৮ ৬৯৩

——— ——— প্রথম খরীদার যত টাকা দিল তাহার অধিক টাকা দিয়া ডিক্রীদার সম্পত্তি লইতে প্রস্তাব করিলে তাহা হেয় হইল। ১০৯ ... ... ৬৯৩

——— ——— মহাজনের উকীল নীলামহওয়া সম্পত্তি খরীদ করিতে প্রস্তাব করিলে মহাজন তাহাতে বদ্ধ হয়। ১১০ ... ... ৬৯৩

——— ——— খরীদার উপস্থিত না হইলেও সরঞ্জাম পৃথক্ করিয়া নীলাম হইতে পারে না। ১১১—১১৩ ৬৯৩

——— ——— গাছ কাটিয়া পৃথক্‌রূপে নীলাম হইতে পারে না। ১১৪ ... ... ৬৯৩

——— ——— বিদেশের কি আইনবহির্ভূত প্রদেশের আদালতের ডিক্রী আইনের অধীন দেশে জারী করণের বিধি। ১১৫ ... ... ৬৯৩

——— ——— এই গতিকে যেপ্রকারে কার্য্য করিতে হইবেক। ১১৬—১১৮ ... . ৬৯৪

——— ——— নীলামী খরীদারকে যে বিক্রয়পত্র দিতে হইবেক তাহার পাঠ। ১১৯ ... ... ৬৯৪

——— ভূমির নীলাম। (১৮৪৬ সা। ৪ আ।) সে আইনমতে বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে কালেক্টরের প্রতি তাহা করিবার হুকুম ছিল তাহা রদ হইল। ১২০, ১২১ ... ... ৬৯৪

——— বাঙ্গলাপ্রভৃতি দেশে ভূমির নীলাম। ক্রোক ও নীলাম যে প্রকারে হইবেক। ১২২ ... ... ৬৯৪

——— ——— ডিক্রীদার আপন দরখাস্তের সঙ্গে জমার রেজিষ্টর দাখিল করিবেক। ১২৩ ... ... ৬৯৫

——— ——— যে আমানৎ করিতে হইবেক। ১২৪ ... ... ৬৯৫

——— ——— নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে খরীদী টাকা না দেওনের দণ্ড। ১২৪ ... ... ৬৯৫

——— ——— যে আমানতী টাকা জব্দ হয় তাহা লইয়া যাহা করা যাইবেক। ১২৫ ... ... ৬৯৫

——— ——— পুননীলাম হইলে সম্পত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প মূল্যে নীলাম হইলে বাকী টাকা যে প্রকারে উসুল হইবেক। ১২৬ ... ... ৬৯৫

——— ——— প্রথম খরীদার টাকা না দিলে আসল খাতক মুক্ত হয় না। ১২৭ ... ... ৬৯৫

——— উত্তর পশ্চিম দেশে ভূমির নীলাম। যাহার দ্বারা ভূমি ক্রোক ও নীলাম হইবেক। ১২৮ ... ... ৬৯৫

——— ——— কালেক্টরের নিকটে আদালতের আজ্ঞাপত্রের মর্ম্ম। ১২৯ ... ... ৬৯৫

——— ——— কালেক্টরের ইশ্‌তিহার। তাহার মর্ম্ম। ১৩০ ... ... ৬৯৬

——— ——— নীলামের ইশ্‌তিহার যে স্থানে লট্‌কান যাইবেক। ১৩১ ... ... ৬৯৬

——— ——— কালেক্টর নীলাম করিলে ঢোল পিটাওনের আবশ্যক নাই। ১৩২ ... ... ৬৯৬

——— ——— যে স্থানে সম্পত্তি আছে সেখানে ইশ্‌তিহার জারী না হইলে নীলাম অসিদ্ধ হয়। ১৩৩ ... ৬৯৬

——— ——— দেওয়ানী আদালত নীলাম মঞ্জুর করিলে ডিক্রীক্রমে কালেক্টরের নীলামে কমিস্যনর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ১৩৪ ... ... ৬৯৬

পৃষ্ঠা।

জারী ডিক্রীর। উত্তর পশ্চিম দেশে ভূমির নীলাম। দেওয়ানী আদালতের নীলাম স্থগিত করণের হুকুম কালেক্টরের নিকটে বিলম্বে পঁহুছিলে ব্যর্থ হয়। ১৩৫ ... ... ৬২৬

——— ——— যে সম্পত্তির নীলামের ইশ্তিহার হইয়াছে তাহার দাওয়াদারেরা ডিক্রীর টাকা আমানৎ করিলেও তাহা খালাস করিতে পারে না। ১৩৬ ... . ৬২৬

——— ——— ঐ আইনের ৫ ধারা ভূমি কি ভূমিসম্পর্কীয় লাভের বিষয়ে খাটে। ১৩৭ ... ... ৬২৬

——— ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন সকল প্রদেশে ভূমির নীলাম। খোশ খরীদের মত জ্ঞান হইবেক। ১৩৮ ৬২৬

——— ——— জিলার এক জন জজ হুকুম করিয়াছিলেন যে ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম সরকারী নীলামের তুল্য ও পাট্টা বাতিল হয় কিন্তু ঐ হুকুম অন্যথা হইল। ১৩৯ ... ... ৬২৬

——— ——— ডিক্রী জারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামের বিধান সদর আদালত সময়ে২ করিবেন। ১৪০ ৬২৭

——— ——— ১৮৪৬ সা। ৪ আইনের পূর্ব্বে ভূমির নীলামের যে দরখাস্ত হইয়াছিল তাহার বিষয়ে যেরূপ কর্ম্ম হইবেক। ১৪১ ... ... ৬২৭

——— ——— যে২ আদালতের প্রতি ঐ আইন খাটে না। ১৪২ ... ... ৬২৭

——— ——— উক্ত হুকুমক্রমে সদর আদালতের বিধান। ১৪৩ ... ... ৬২৭

——— ——— প্রথমকার হুকুম ও নীলাম যিনি করিবেন। ১৪৪ ... ... ৬২৭

——— ——— নীলাম যে স্থানে হইবেক। মুনসেফ সদর মোকামে নীলাম করিতে চাহিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৪৫ ... ... ৬২৭

——— ——— ভূমি অন্য মুনসেফের এলাকায় থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৪৬ ... ... ৬২৭

——— ——— লাটবন্দর পাঠ। ১৪৭ ... ... ৬২৮

——— ——— নীলাম যে সময়ে হইবেক। ১৪৮ .. .. ৬২৮

——— ——— নীলাম দিনং চলিবার বিষয়ি বিধি। ১৪৯ ... ... ৬২৮

——— ——— নীলামকরণিয়া আমলা নীলাম চালাইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৫০ ... ... ৬২৮

——— ——— নীলাম অন্য দিনে হইবার বিষয়ে ইশ্তিহার। ১৫১ ... ... ৬২৮

——— ——— যে গতিকে নীলামের গোড়াঅবধি পুনর্ব্বার আরম্ভ হইবেক। ১৫২ ... ... ৬২৮

——— ——— যেং ব্যক্তি ডাকিতে পারে। আমানৎ। সমুদয় টাকা দেওনের মিয়াদ। আদালতের রসীদ। ১৫৩ ... ... ৬২৮

——— ——— বায়না না দেওয়াপ্রযুক্ত ডাক নামঞ্জুর হইতে পারে না। ১৫৪ ... ... ৬২৮

——— ——— দেওয়ানী আদালতে যে ডাক করা যায় তাহাতে তদপেক্ষা কম মূল্যে সম্পত্তির নীলাম অন্যথা হইতে পারে না। ১৫৫ ... ... ৬২৮

——— ——— নীলামের বিষয়ি ওজর অতি শীঘ্র নিষ্পত্তি হইবেক। আদালত যে বিক্রয়পত্র দিবেন। ১৫৬ ৬২৯

——— ——— খরীদের টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবেক। ১৫৭ ... ... ৬২৯

——— ——— নীলামকরণিয়া কার্য্যকারক নীলামের হুকুমদেওনিয়া না হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ১৫৮ ৬২৯

——— ——— হুকুমকরণিয়া আদালতছাড়া অন্য আদালতের এলাকায় নীলাম হইলে তাহার বিষয়ি বিধি। ১৫৯ ... ... ৬২৯

——— ——— দিনের যে সময়ে নীলাম হইবেক। ১৬০ ... ... ৬২৯

——— ——— অর্চ্চিত বিচারক নীলাম করিলে জজের নিকটে রিপোর্ট করিতে হইবেক। ১৬১ ... ৬২৯

——— ——— দুই রেজিষ্টর রাখা যাইবেক। ১৬২ ... ... ৬২৯

——— ——— ঐ রেজিষ্টর রাখণের ও দস্তখৎ করণের এবং তদারক করণের নিয়ম। ১৬৩ ... .. ৬২৯

——— ——— খরীদারকে যে বিক্রয়পত্র দেওয়া যাইবেক। তাহার ফল। ১৬৪ ... ... ৬২৯

——— ——— ভূম্যধিকারির স্বত্ব খরীদারের অধিকার হইবার ঘোষণাপত্র। ১৬৫ ... ... ৭০০

——— ——— দখল দেওনার্থে অন্য কার্য্যের আবশ্যক নাই। ১৬৫ ... ... ৭০০

——— ——— সম্পত্তি বিষয়ের বিবাদ হইলে যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইবেক। ১৬৫ ... ... ৭০০

——— ——— নানা পাঠ A. B. C. D. E. F. ... ... ৭০০—৭০২

——— ——— ভূমি নীলামের দরখাস্ত কালেক্টরের নিকটে হইলে ভূমি ক্রোক করিতে হয়। ১৬৬ ... ৭০৩

——— ——— ক্রোক করণের নিয়ম। ১৬৭ .... ৭০৩

			পৃষ্ঠা।
জারী ডিক্রীর।	ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অধীন সকল প্রদেশে ভূমির নীলাম।	দেওয়ানী আদালত ভূমি আপনার জিম্মায় রাখিতে এক জন চাপরাসীকে নিযুক্ত করিতে পারেন। ১৬৮	৭০৩
———	———	১৮১৫ সা। ৭ আ। ৩ধা। ৭ প্র। ডিক্রী জারীক্রমে কালেক্টরের দ্বারা সকল নীলামের বিষয়ে খাটে। ১৬৯	৭০৩
———	———	সরকারের বিরুদ্ধে অপরাধপ্রযুক্ত ভূমি ক্রোক হইলে ডিক্রীক্রমে তাহা নীলাম হইতে পারে না। ১৭০	৭০৩
———	———	উক্ত আইন কেবল রাজবিদ্রোহি কয়েদীদের বিষয়ে খাটে। ১৭১	৭০৩
———	———	এই প্রকার গতিকে গবর্ণমেণ্ট ডিক্রী জারীর নিয়ম করিবেন। ১৭২	৭০৩
———	———	যে জন ডিক্রীর সম্পর্কীয় নহে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী হইতে পারে না। ১৭৩ ...	৭০৩
———	ভূমির উপর দাওয়া বা তাহার নীলামের ওজর।	তাহা হইলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ১৮১ ...	৭০৪
———	———	দাওয়া এবং ওজর ঘোষণার পরে গ্রাহ্য হইবেক না। ১৮২	৭০৫
———	———	ঘোষণার মিয়াদের মধ্যে হইতে পারে। ১৮৩	৭০৫
———	———	তাহা নিষ্পত্তি হইলে দ্বিতীয় ঘোষণার আবশ্যক। ১৮৩	৭০৫
———	———	দ্বিতীয় ঘোষণাপত্রের মিয়াদের মধ্যে কোন ওজর গ্রাহ্য নহে। ১৮৩	৭০৫
———	———	নূতন ওজর গ্রাহ্য না করণের হেতু। ১৮৪	৭০৫
———	———	নীলাম হওনের কতক মাস পরে নূতন জজ নীলাম অন্যথা করিতে পারেন না। ১৮৫ ...	৭০৫
———	———	ওজর জজের নিকটে জানান না যাওয়াতে সদর আদালত এক আপীল অগ্রাহ্য করিলেন। ১৮৬	৭০৫
———	———	৫০০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মোকদ্দমায় প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী জারীর হুকুমের উপর আপীল সদর আদালতে হইবেক। ১৮৭	৭০৫
———	———	কালেক্টরের নিকটে ওজর জানান গেলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ১৮৮	৭০৫
———	———	যে বিশেষ হেতুতে কালেক্টর নীলাম করিতে অস্বীকার করিতে পারেন না। ১৮৯ ...	৭০৬
———	———	যে স্থলে কালেক্টরের নীলামকরা ভূমির দখীলকার দাওয়াদার বেদখল হইতে পারে না। ১৯০	৭০৬
———	———	যে আদালত নীলামের হুকুম করেন সেই আদালত দাওয়ার বিচার করিবেন। ১৯১ ...	৭০৬
———	———	আদালতহইতে বিশেষ হুকুম না পাইলে কালেক্টর নীলাম স্থগিত করিতে পারেন না। ১৯২	৭০৬
———	———	জজের নিকটে ওজর হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ১৯৩	৭০৬
———	———	নীলামের প্রত্যেক ওজরের স্বতন্ত্র মিসিল হইবেক। ১৯৪	৭০৬
———	———	ওজরের বিষয়ি হুকুমের উপর আপীল হইলে যে কাগজপত্র পাঠাইতে হইবেক। ১৯৪ ...	৭০৬
———	———	একি ডিক্রী জারীর বিষয়ে সকল কাগজপত্র একি নথীতে রাখিতে হইবেক। ১৯৪ ...	৭০৬
———	———	হুকুমের বাধকতা করণের কাগজপত্র পৃথক্ রাখিতে হইবেক। ১৯৫	৭০৭
———	———	আপীলের মিয়াদ অতীত না হইলে দাওয়ার নিষ্পত্তিকারক আদালতের হুকুম জারী হইবেক না। ১৯৬। ১৯৭	৭০৭
———	———	উক্ত বিধানের স্পষ্ট অর্থ করণ। ১৯৮	৭০৭
———	———	ওজরদারের ওজর নিষ্পত্তি করণের সময়ে নীলামের দিন একেবারে নিরূপণ করিতে হইবেক। ১৯৯	৭০৮
———	———	নীলামের উৎপন্ন বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য। ২০০	৭০৮
———	———	নীলামের পূর্ব্বে দাওয়া হইয়া অগ্রাহ্য হইলে নীলামের তিন মাস বিলম্ব হইবেক। ২০১ ...	৭০৮
———	———	নীলামের পরে হইয়া অগ্রাহ্য হইলে খরীদী টাকা তিন মাস হাতে রাখা যাইবেক। ২০২ ...	৭০৮
———	———	নীলামের পূর্ব্বে দাওয়া না হইলে ও তাহার পরে ওজর না হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ২০৩ ...	৭০৮
———	———	ডিক্রীর মতাচরণ পূর্ব্বে হইয়াছে এমত ওজর নীলামের পরে শুনা যাইবেক না। ২০৪ ...	৭০৮
———	———	নীলামকরা সম্পত্তির বিষয়ে দাওয়া নীলামের পূর্ব্বে না হইলে তাহার পর সরাসরীমতে গ্রাহ্য হইতে পারে না। ২০৫	৭০৮
———	———	আপত্তি গণ্ডাক্রমে ও অমূলক হইলে ওজরদার মূল দিবেক। ২০৮	৭০৮

			পৃষ্ঠা।
জারী ডিক্রীর।	ভূমির উপর দাওয়া ও তাহার নীলামের ওজর।	এ সুদের হিসাব যেপ্রকারে করিতে হইবেক। ২০৯	৭০৮
———	———	যাহার স্থানে সুদ উসুল হইবেক। ২১০	৭০৯
———	———	মিথ্যা ওজরপ্রযুক্ত টাকা পাইবার বিলম্ব হইলে মহাজন সুদের টাকা পাইবেক। ২১১ ...	৭০৯
———	———	নীলাম অসিদ্ধ করণার্থ নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেও খরীদারকে দখল দিতে হইবেক। ২১২	৭০৯
———	———	আদালত চাতুরীক্রমে করা পাট্টা বাতিল করিতে পারেন। ২১৩	৭০৯
———	ঐ ওজর ও দাওয়া নিষ্পত্তি করণের সাধারণ নিয়ম।	খরীদারের যাহা প্রাপ্য। ২১৪	৭০৯
———	———	সম্পত্তির উপর পূর্ব্বে বন্ধক থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য। ২১৫	৭০৯
———	———	সরাসরী তদারক হইতে পরে না। কেবল আসামীর স্বত্বের নীলাম হয়। ২১৬ ...	৭০৯
———	———	নীলাম সম্পন্ন না হইতে২ পূর্ব্বকার দাওয়া প্রকাশ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ২১৭	৭০৯
———	———	দাওয়া ও ওজর নিষ্পত্তি করণে দেওয়ানী আদালতের রীতি নির্ণয় করণ। ২১৮ ...	৭০৯
———	———	সম্পত্তি ওজরদারকে বন্ধক দেওয়া গিয়াছে বলিয়া যে ওজর হয় তাহার নিষ্পত্তি। ২১৯, ২২০	৭১০
———	———	ওজরদার সম্পত্তির অংশের দাওয়া করিয়া সম্পত্তি নীলাম না করিবার যে ওজর করে তাহার নিষ্পত্তি। ২২১	৭১০
———	———	সম্পত্তি খাতকের নহে এপ্রকার ওজরের সরাসরী বিচার হইবেক। ২২২	৭১০
———	———	আদালত খরীদারকে কেবল ভূম্যধিকারির স্থানে রাখেন। ২২৩	৭১০
———	———	উক্ত বিধি সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে খাটে। ২২৪	৭১১
———	———	"সম্পত্তি কাহার দখলে আছে ইহা আদালতের মুখ্য বিবেচনার বিষয়" এই সাধারণ মূল নিয়মের অর্থ। ২২৬	৭১১
———	———	যে গতিকে নীলাম অন্যথা হইবেক। ২২৮	৭১১
———	———	আপনার দখলে ভূমি আছে বলিয়া যে ওজর করে নীলামের পূর্ব্বে তাহার তদারক হইবেক। ২২৯	৭১১
———	ভূমির নীলাম অন্যথা করণ।	ইশ্তিহার না হইলে নীলাম হইতে পারে না। কোন ভারি অনিয়মিত কার্য্যেতে অসিদ্ধ হয়। ২৩০	৭১১
———	———	সে অনিয়মিত কার্য্য এক মাসের মধ্যে ইষ্টাম্প কাগজে জানাইতে হইবেক। ২৩০ ...	৭১১
———	———	নীলাম অন্যথা হইলে খরীদের টাকা লইয়া যাহা কর্ত্তব্য। ২৩১	৭১১
———	———	জজের সরাসরী নিষ্পত্তির উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে। ২৩২	৭১২
———	———	কালেক্টরের প্রতি ভূমির নীলামের হুকুম যে আদালতহইতে হইয়াছে সেই আদালত সরাসরী তজবীজমতে বেদাঁড়া কার্য্য দেখিয়া নীলাম অন্যথা করিতে পারেন। ২৩৩	৭১২
———	———	এই প্রকার সরাসরী নিষ্পত্তির উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে। ২৩৪	৭১২
———	———	নীলামের মূল্যের অল্পতা হেতুক নীলাম অন্যথা হয় না। ২৩৫	৭১২
———	———	ডিক্রীদার ও খাতকের মধ্যে রফানামা হইলে নীলাম অন্যথা হয় না। ২৩৬	৭১২
———	———	যে গতিকে রফানামা অগ্রাহ্য হয়। ২৩৭	৭১২
———	———	নীলামের পর রফানামার সম্বাদ দেওয়ানী আদালতে দেওয়া গেলে সরাসরীমতে নীলামের অন্যথা হইতে পারে না। ২৩৮	৭১২
———	———	নীলামের পূর্ব্বেও রফানামা উপযুক্তমতে প্রকাশ না হইলে নীলাম অন্যথা হয় না। ২৩৯	৭১২
———	———	ইশ্তিহারনামা লট্কানের বিষয়ে বেদাঁড়া হওয়াতে নীলামের অন্যথা হইল। ২৪০ ...	৭১২
———	———	দেওয়ানী আদালতের হুকুম কালেক্টর বেআইনী বোধ করিলেও তাঁহার পালন করিতেই হইবেক কিন্তু উপরিস্থ কার্য্যকারকের নিকটে আপীল করিতে পারেন। ২৪১ ...	৭১২
———	———	দাওয়া সরাসরীমতে অগ্রাহ্য হইলে পর নম্বরী মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেও খাতকের স্বত্বের নীলামের প্রতিবন্ধক হয় না। ২৪২	৭১৩
———	———	ভূমির বেদাঁড়া নীলাম অন্যথা করিতে সরাসরী মোকদ্দমা যে আদালতে করিতে হইবেক। ২৪৩	৭১৩
———	———	সরাসরী দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলেও নালিশ করণের বাধা হয় না। ২৪৪	৭১৩
———	ভিন্ন এলাকায় সম্পত্তির নীলাম।	ওজরের নিষ্পত্তি। বিধান। ১৭৪	৭০৩
———	———	যাঁহার প্রতি দরখাস্ত অর্পণ হইবেক ও যিনি তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। ১৭৫; ১৭৮ ...	৭০৪

		পৃষ্ঠা।
জারী ডিক্রীর।	ভিন্ন এলাকায় সম্পত্তির নীলাম। ওজরের নিষ্পত্তি। এই বিধি সকল নীলামে খাটে। ১৭৬ ...	৭০৪
——— ———	এবং সকল আদালতে খাটে। ১৭৯	৭০৪
——— ———	এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে খাটে। ১৭৭	৭০৪
——— ———	অধস্থ আদালত এই বিধিমতে যেরূপ কার্য্য করিবেন। ১৮০	৭০৪
———	নীলামের উৎপন্ন টাকার বণ্টন। ঐ উৎপন্ন টাকা যত দিন আমানৎ থাকিবেক। ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮ ...	৭১৩
——— ———	খরীদার দখল করিতে না চাহিলে টাকা ডিক্রীদারকে দিতে হইবেক। ২৪৭	৭১৩
——— ———	উৎপন্ন টাকা মিয়াদের পূর্ব্বে না দেওনার্থে সদর আদালত এক পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ২৪৯	৭১৪
——— ———	রাজস্বের বাকী টাকা মূল্যহইতে বাদ দেওয়া যাইবেক না। ২৫০	৭১৪
——— ———	কালেক্টর স্পষ্ট জানাইবেন যে ভূমির সাবেক মালিকের প্রতি যে দায় ছিল তাহা খরীদারের প্রতি অর্শিয়াছে। ২৫১	৭১৪
জারী কি স্থগিত করণ ডিক্রী।	আপীল সময়ে অচিহ্নিত বিচারকেরদের ডিক্রীর বিষয়ে। মুনসেফের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইলে জজ ডিক্রী স্থগিত করিতে পারেন। ২৫৮	৬৬০
——— ———	মাতবর জামিন দিলে আপীলের সময়ে মুনসেফের ডিক্রী জারী স্থগিত হইতে পারে। ২৬০	৬৬০
——— ———	যে জজের নিকটে আপীল হয় তিনি ডিক্রী জারীর হুকুম করিবেন কি স্থগিত করিবেন। ২৬১	৬৬০
———	আপীল হইলে জিলার আদালতের ডিক্রীর বিষয়ে। যাহারদের পক্ষে সম্পত্তির ডিক্রী হইয়াছে তাহার জামিন দিলে আপীল হইলেও দখল পাইতে পারে। ২৬২	৬৬১
——— ———	কিন্তু আপীল আদালত আপেলাণ্টকে ভোগদখলে রাখিতে অনুমতি দিতে পারেন। ২৬৩	৬৬১
——— ———	যে গতিকে রেসপাণ্ডেণ্টকে দখল দেওনের পর আদালত আপেলাণ্টকে পুনরায় দখল দেওয়াইতে পারেন। ২৬৪	৬৬১
——— ———	অপর আদালত আপীল আদালতহইতে হুকুম পাইবার অপেক্ষায় রেসপাণ্ডেণ্টকে দখল দেওনে বিলম্ব করিতে পারেন। ২৬৫	৬৬১
——— ———	সরকারে জমীদারী জব্দ হওনের যে ডিক্রী হইয়াছে তাহার আপীল হইলে জামিন দেওয়া গেলে জারী স্থগিত হইতে পারে। ২৬৬	৬৬২
——— ———	আপীলের মিয়াদ অতীত না হইলে ডিক্রীদার জামিন না দিলে দখল পাইবেক না। ২৬৭, ২৬৮	৬৬২
——— ———	ডিক্রী জারী স্থগিত করণের মাল জামিনীপত্রের পাঠ। ২৬৯	৬৬২
——— ———	জামিনের যেরূপ এজবার হয়। ২৭০	৬৬২
——— ———	আপীলের সময়ে বিবোধি ভূমির রাজস্ব না দেওনের বিষয়ে বিধি। ২৭১	৬৬২
——— ———	আপীল সময়ে আদালত অধিক জামিনের তলব করিতে পারেন ও তাহা না পাইলে ডিক্রী জারী করিতে পারেন। ২৭২	৬৬২
——— ———	অধস্থ আদালতের ডিক্রী জারী স্থগিত করণার্থে সদর আদালতের নিকটে দরখাস্তের নিষ্পত্তি। ৫০	৭৪৫
———	আপীলের সময়ে টাকার ডিক্রীর বিষয়ে। টাকার কি অস্থাবর সম্পত্তির ডিক্রী জারী যে প্রকারে স্থগিত হইতে পারে। ২৮০	৬৬৪
——— ———	মাতবর জামিন দিলে এমত ডিক্রী জারী আপীলের সময়ে স্থগিত হইতে পারে। ২৮১ ...	৬৬৪
——— ———	এমত স্থলে আপেলাণ্টেরদের যে জামিনী দিতে হইবেক। ২৮২	৬৬৪
——— ———	টাকা কিম্বা অস্থাবর সম্পত্তির ডিক্রী জারী মাতবর জামিনীক্রমে স্থগিত হইতে পারে। ২৫৯	৬৬০
——— ———	গবর্ণমেণ্টের নোটপ্রভৃতি আমানৎ হইতে পারে। যাহার জিম্মায় তাহা থাকিবেক। ২৮৩	৬৬৪
——— ———	আপেলাণ্ট আপনার ভূমি জামিনস্বরূপ অর্পণ করিলে তাহা অগ্রাহ্য। ২৮৪	৬৬৫
——— ———	টাকার ডিক্রী জারী বা স্থগিত করণের বিষয়ে আদালতের আপনার বিবেচনামতে কার্য্য করণের কোন ক্ষমতা নাই। ২৮৫	৬৬৫
———	সরাসরী ডিক্রীর। তৎক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইতে পারে। ৩০—৩১	৬৮৪
জারী।	কলিকাতায় পরওয়ানা যে প্রকারে জারী হইবেক। ২৬৮	২২৯
———	যুক্তিরদের নাম লিখিতে হইবেক। তাহারদের কুঠী কি জোতপানির নাম নহে। ২৬৯	২২৯

		পৃষ্ঠা।
জারী কলিকাতায় পরওয়ানার।	সরিফ সাহেব যে প্রকারে জারী করিবেন। ২৭০	২২৯
———	সরিফ সাহেবের উপর যে দায় হয়। ২৭১	২৩০
———	যে ব্যক্তি রিট না মানে তাহার যে দণ্ড। ২৭২	২৩০
———	রিটঅনুসারে যে ব্যক্তি গ্রেফ্তার হয় তাহাকে যাহার নিকটে অর্পণ হইবেক। ২৭৩	২৩০
———	যদি রিট বেদাঁড়া হয় তবে শোধনার্থে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারে। ২৭৪	২৩০
———	রিটের পৃষ্ঠে দস্তখৎকারি জজ জামিন লইবার হুকুম দিতে পারেন। ২৭৫	২৩০
———	পরওয়ানা খামে বন্ধ হইয়া কলিকাতার ডেপুটী সরিফের নিকটে পাঠান যাইবেক। ২৭৬	২৩০
———	টাকা যে প্রকারে ডেপুটী সরিফের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ২৭৭	২৩০
———	অধীন বিচারকেরা আপনার উপবিস্থ ইউরোপীয় সাহেবের দ্বারা পরওয়ানা পাঠাইবেন। ২৭৮ ..	২৩০
———	পরওয়ানা যে শরওয়ামতে লেখা যাইবেক। ২৭৯	২৩১
———	সাক্ষিদের খরচ যাহার দিতে হইবেক। ২৮০	২৩১
———	পরওয়ানা ঠিক করিয়া গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে প্রস্তুত হইবেক। ২৮১	২৩১
———	সরিফের নিকটে এত্তেলার পাঠ। ২৮৩	২৩১
———	১ নং সমনের পাঠ। ২৮৪	২৩১
———	২ নং আসামীকে হাজির করাইবার ইশ্‌তিহার। ২৮৫	২৩২
———	৩ নং সফিনা। ২৮৬	২৩২
———	৪ নং সাক্ষিকে গ্রেফ্তার করিবার দস্তক। ২৮৭	২৩২
———	৫ নং আসামীর হাজিরজামিন দেওনের পরওয়ানা। ২৮৮	২৩২
———	৬ নং আসামী যে মালজামিনী লিখিয়া দিবেক। ২৮৯	২৩৩
———	৭ নং ক্রোকী পরওয়ানা। ২৯০	২৩৩
———	৮ নং আসামী গ্রেফ্তারীর পরওয়ানা। ২৯১	২৩৩
———	৯ নং ক্রোকী পরওয়ানা। ২৯২	২৩৪
———	কলিকাতায় থাকা সম্পত্তি নীলামের পরওয়ানা যে প্রকারে প্রস্তুত ও জারী হইবেক। ২৯৩ ...	২৩৪
———	মফঃসল আদালতহইতে কলিকাতাস্থিত সম্পত্তির নীলামের পরওয়ানা বাহির হইলে পর তাহার উপর দাওয়া হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৯৪	২৩৪
———	১০ নং আসামীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী হইলে ডিক্রী জারী করণের এত্তেলা। ২৯৬	২৩৫
———	১১ নং উক্তরাধিকারিদিগের হাজির হওনের এত্তেলা। ২৯৭	২৩৫
———	১২ নং রেসপাণ্ডেণ্টের প্রতি এত্তেলা। ২৯৯	২৩৬
———	১৩ নং রেসপাণ্ডেণ্টের হাজির হইবার এত্তেলা। ৩০০	২৩৬
———	১৪ নং বন্ধকের এবং বয়বলওফাক্রমে ভূমি বিক্রয়ের উদ্ধার করণার্থে বন্ধকদেওনিয়ার প্রতি এত্তেলা। ৩০১	২৩৬
———	১৫ নং উকীলের মরণ বা তগীর হওনপ্রভৃতির এত্তেলা। ৩০২	২৩৭
———	১৬ নং ছানী তজবীজের মোকদ্দমার নির্ব্বাহ করণের বিষয়ে ফরিয়াদীর প্রতি এত্তেলা। ৩০৩ ...	২৩৭
———	১৭ নং ছানী তজবীজের মোকদ্দমার জওয়াব দেওনবিষয়ে আসামীর প্রতি এত্তেলা। ৩০৪ ...	২৩৮
———	১৮ নং ছানী তজবীজের মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর হাজির হইবার ইশ্‌তিহার। ৩০৫	২৩৮
———	১৯ নং ছানী তজবীজের মোকদ্দমায় আসামীর হাজির হইবার ইশ্‌তিহার। ৩০৬	২৩৮
———	২০ নং খাতাবহী ও কাগজপত্র দাখিল করিবার সফীনা। ৩০৭	২৩৯
———	২১ নং আপেলাণ্টের জামিনের জামিনীনামা। ৩০৮	২৩৯
———	২২ নং মহারাণীর কৌন্সেলে আপীলী মোকদ্দমায় রেসপাণ্ডেণ্টের প্রতি এত্তেলা। ৩১০	২৪০
———	২৩ নং যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির দরখাস্ত করণের বিষয়ে এত্তেলা। ৩১১, ৩১২	২৪০
———	২৪ নং যোত্রহীন খাতকের খালাসের নিমিত্তে দরখাস্ত করণের বিষয়ে এত্তেলা। ৩১৩	২৪০
জালসাজী।	তাহার অর্থ। যাহারা জাল করিতে প্রবৃত্তি দেয় তাহারদের দণ্ড। ৫৬৯	২৭৯
———	জালকরা কাগজপত্র চালাইবার দণ্ড। ৫৭০।	২৮০
———	জালকরা কাগজ চালাইবার অপরাধ যাহার নামে সাবুদ হয় তাহার যে দণ্ডের হুকুম হইবেক। ৫৭১ ...	২৮০
———	অঙ্গে দাগ দেওন ও তদ্রূপীর করণের দণ্ড রহিত হইল। ৫৭২, ৫৭৩	২৮০

		পৃষ্ঠা।
জালসাজী।	জরীপের কাগজপত্র কৃত্রিমকরা জাল করণের অপরাধ জ্ঞান হইবেক। ৫৭৪	২৮১
———	জজ নালিশ করণের হুকুম না দিলে মাজিষ্ট্রেট কোন নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৫৭৫	২৮১
———	যাহারা বিচারার্থে সোপর্দ্দ হয় তাহারা বিশেষ হেতুভিন্ন জামিন দিয়া মুক্ত হইতে পারে না। ৫৭৬ ...	২৮১
———	মুৎফরকা মোকদ্দমায় জাল করণের অপরাধির বিচার হইতে পারে। ৫৭৭	২৮১
———	সদর আমীনের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমায় জাল করণের অপরাধ প্রকাশ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫৭৮, ৫৭৯	২৮১
———	জজ জাল করণের নালিশ মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিলে তিনি যদি অপরাধিকে সোপর্দ্দ করেন তবে জজ তাহার বিচার করিতে পারেন। ৫৮১	২৮২
———	কালেক্টর নালিশ করিলে দেওয়ানী আদালতে ফৌজদারী আদালতের কার্য্য স্থগিত করিতে পারেন না। ৫৮৩	২৮২
———	মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ১৮২৪ সালের ১৫ আইনানুযায়ি মোকদ্দমায় জাল কাগজ চালান প্রকাশ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫৮৪	২৮২
———	দেওয়ানী আদালতে দাখিলহওয়া দলীলের জালসাজীর বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট নালিশ আরম্ভ করিতে পারেন না। ৫৮৫	২৮২
———	দেওয়ানী আদালতে জালসাজীর অপরাধ যাহার নামে হয় সে কপোশ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫৮৬ ...	২৮২
———	মোকদ্দমার বাদিপ্রতিবাদী জালসাজীর নালিশ করিলে মাজিষ্ট্রেট তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ৫৮৭	২৮২
———	কিন্তু যে আদালতে মোকদ্দমা হয় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। ৫৮৮	২৮৩
———	অপরাদ যে স্বতন্ত্র কাগজে লেখা যায় তাহা যে জজ প্রস্তুত করিয়া সহী করিবেন। ৫৯০	২৮৩
জিজ্ঞাসা।	যাহা সদর বোর্ড রেবিনিউর নিকটে হইতে তাহা রাজস্বের কমিসানর সাহেবের নিকটে হইবেক। ৬০২ ...	৮৮
জিলা।	গবরনর জেনরল বাহাদুর নূতন জিলা করিতে ও বর্ত্তমান জিলার সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। ৬৫ ...	৯
জিলার আদালত।	মুরশিদাবাদ জিলা মৌকুফ হইল। ৩৮	৭
———	বর্দ্ধমান ও হুগলীর আদালত স্থাপন হইল। ৪০	৭
———	চব্বিশপরগনার। ৪২—৪৪	৭
———	রঙ্গপুরের। ৪৫	৭
———	ঢাকার। ৪৬, ৪৭	৭, ৮
———	রামগড়ের। ৪৮, ৪৯	৮
———	কটকের। ৫০	৮
———	বারাণসের। ৫১	৮
———	অযোধ্যা প্রদেশের। ৫২	৮
———	ফতেপুরের। ৫৩	৮
———	দোআব ও বুন্দেলখণ্ডের। ৫৪	৮
———	শাহাবাদপুরের। ৬১	৯
———	মিরটের। ৬২	৯
জিলা ও শহরের আদালত।	বাঙ্গলা বেহার ও উড়িষ্যাতে স্থাপন হইল। ৩৬	৬
———	তাঁহারদের বিশেষ এলাকা। ৩৭	৭
———	তাঁহারদের মোতর। ৬৮	১১
———	এক২ জন জজের প্রতি ভার থাকিবেক। তাঁহার শপথ। ৬৯	১১
———	অতিরিক্ত জজকে নিযুক্ত করণ। ৭০	১২
———	অতিরিক্ত জজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ক্ষমতা। ৭১	১২
———	বড় কোঠায় আদালতের বৈঠক হইবে। সপ্তাহের মধ্যে তিন দিন বৈঠক হইবেক। ৭২	১২
———	আদালতের দিন ও খোলা কাছারী ভিন্ন অন্য দিনে কি স্থানে কোন হুকুম কি ডিক্রী হইবেক না। ৭২ ...	১২
জুতা।	আদালতে এদেশীয় লোকেরদের পরণের বিষয়ে বিধি। ৬১২	৮৯
জুয়াখেলী।	১৮৪৮ সালের ২১ আইন দ্বারা তাহার নিষেধ হয়। ৪৬৫, ৪৬৬	৬১৩
জোবানবন্দী।	সাক্ষির ভাষাতে লেখা যাইবে ও তাহার দ্বারা দস্তখৎ হইবে। ৪৭৮	২৬৪
———	ইউরোপীয় সাক্ষিরদের জোবানবন্দী ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিত হইয়া তরজমা হইবেক। ৪৭৯ ...	২৬৪

পৃষ্ঠা।

জোবানবন্দী। সাক্ষিরদের জোবানবন্দী যে বিধিমতে রোয়দাদে লেখা যাইবেক। ৪৮০ ... ... ২৬৪
——— সাক্ষিরদের জোবানবন্দী লওনের বিষয়ে জজের ক্ষমতা। ৪৮১ ... ... ২৬৫
——— বিচারকারি জজ সাধ্যপর্য্যন্ত তাহা লইবেন। ৪৮২ ... . ২৬৫
——— জজ তাহা লইতে না পারিলে তাহা লওনের বিধান। ৪৮৩ ... ... ২৬৫
——— *এদেশীয় কোন আমলা জোবানবন্দী লইলে তাহাতে দস্তখৎ করিবেন। ৪৮৪* ২৬৫
——— কোন বিষয়ে সাক্ষ্য হেয় করণের পূর্ব্বে জজ যাহা করিবেন। ৪৮৫ ... ... ২৬৫
——— হিন্দু ও মুসলমান সম্ভ্রান্তা স্ত্রীর জোবানবন্দী যে প্রকারে লইতে হইবেক। ৪৮৬ ... . ২৬৬
টাকা আমলারদের দ্বারা তছরুফ হওন। তছরুফ দেখ।
ডিক্রী। জিলার আদালতের। তাহা ন্যায় ও যাথার্থ্যমতে হইবেক। ৬২৬ ... ... ২৮৯
——— ——— কোন বিশেষ বিধি না থাকিলে জজেরদের যাহা কর্ত্তব্য। ৬২৭ ... ... ২৮৯
——— ——— দেউলিয়া ব্যক্তিরদের বিষয়ে যেরূপে ডিক্রী হইবেক। ৬২৯ ... ... ২৮৯
——— ——— ফরিয়াদী আসামীর শপথপূর্ব্বক এজহার অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার সমাপ্তি দিলে তদনুসারি যে ডিক্রী হয় তাহার বিষয়ে আপত্তি করিতে পারেন না। ৬৩০ ... ২৮৯
——— ——— খতের উপর টাকার বাবৎ যে প্রকার ডিক্রী করা যাইবেক কি না যাইবেক। ৬৩১ .. ২৮৯
——— ——— আদালতের ডিক্রীতে দস্তখৎ হইয়া তারিখ লেখা যাইবেক ও মোহর করা যাইবেক। ৬৩২ ২৮৯
——— ——— ১৭৯৩ সা। ৪ আ। ২৬ ধারার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবার হুকুম। ৬৩৩ ... ২৮৯
——— ——— যে ভাগ ইঙ্গরেজীতে লিখিত হইয়া তরজমা হইবেক। (১৮৪৩ সা। ১২ আ।) ৬৩৪ .. ২৯০
——— ——— ঐ আইন অনুসারে ইঙ্গরেজীতে লেখা ডিক্রীর নকল দরখাস্ত হইলে দিতে হইবেক। ৬৩৫ ... ২৯০
——— ——— একিরূপ ব্যবহার হওনার্থে ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের বিষয়ে অতিরিক্ত হুকুম। ৬৩৬ ... ২৯০
——— ——— জজ আপন হাতে ডিক্রী লিখিবা তাহাতে দস্তখৎ করিয়া তরজমা করাইবেন। ৬৩৭ ... ২৯০
——— ——— দেওয়ানীর জজের ডিক্রীর নকল ছাপা হওনার্থে মাসে২ পাঠান যাইবেক। ৬৪২ ... ২৯১
——— ——— যে মাসে কোন ডিক্রী না হয় তাহার রিপোর্ট সদর আদালতে হইবেক। ৬৪৩ . . ... ২৯১
——— ——— কোন জজ ডিক্রীতে সহী না করিয়া মরিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৬৪৪ ... ... ২৯১
——— ——— ভিন্ন২ পাট্টাদার আসামীদের পৃথক২ দাল ডিক্রীতে লিখিতে হইবেক। ৬৪৫ ... ২৯১
——— ——— ভূমি সম্পত্তির ডিক্রীতে যে ভূমির দখলের হুকুম হয় তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবেক। ৬৪৬ ২৯১
——— ——— ডিক্রী করিবার পূর্ব্বে ভূমির সীমা নির্ণয় করিতে হইবে। ৬৪৭ ... ... ২৯১
——— ——— স্বামির সম্পত্তির দখলের বিষয়ে হিন্দু বিধবার পক্ষে যে ডিক্রী হয় তাহার বেওরা। ৬৪৮ ... ২৯১
——— ——— অধস্থ আদালত মোকদ্দমার বিবাদের বিষয় ও তাঁহারদের ডিক্রীর হেতু লিখিবেন। ৬৪৯ ... ২৯২
——— ——— আদালতের খরচা ডিক্রীতে লিখিতে হইবে। তাহা যাহার শিরে দেনা হয়। ৬৫০ ... ২৯২
——— ——— জবরদস্তী কর্ম্ম না হইলে আদালত সেই কর্ম্মপ্রযুক্ত ডিক্রী করিতে পারেন না। ৬২৮ .. ২৮৯
——— ——— ডিক্রীর যাথার্থ্য স্বীকার হইলে আপীলমুখে তাহার দোষ ধরা যাইতে পারে না। ৮২ ... ৬৩৪
——— প্রস্তুত করিবার নিয়ম। তাহার মর্ম্ম ও তাহা প্রস্তুত করণের বিষয়ে সংগৃহীত বিধি। ৬৫১—৬৬৭ ২২২—২৯৯
——— মুনসেফেরদের। ডিক্রী করণের পূর্ব্বে যাহা আবশ্যক। ৮৬৩ ... ... ৩২৬
——— ——— তাহার মর্ম্ম। ৮৬৪ ... ... ৩২৬
——— ——— যে ভাষাতে লিখিতে হইবেক। ৮৬৫ ... ... ৩২৬
——— ——— যে সরকুলার অর্ডর অনুসারে কার্য্য হইবেক। ৮৬৬ ... ... ৩২৭
——— ——— যে মোকদ্দমায় খরচা ও খেসারৎ দেওয়া যাইবে। ৮৬৭ ... ... ৩২৭
——— ——— ১৮১৪ সা। ১৩ আ। ৪০ ধারাতে জরীমানা করণের হুকুম নাই। ৮৬৮ ... ... ৩২৭
——— ——— দুই কেতা নকল যদি প্রতিবাদিকে দেওয়া যাইবে। পৃষ্ঠে যাহা লিখিতে হইবে। ৮৬৯ ... ৩২৭
——— ——— নকলের পৃষ্ঠে লিখনপ্রভৃতির বিষয়ে যে হুকুম মুনসেফেরা প্রতিপালন করিবেন। ৮৭০ ... ৩২৭
——— ——— আপীলের মিয়াদ যে প্রকারে হিসাব হইবেক। ৮৭১ ... ... ৩২৭
——— ——— যে মিয়াদের মধ্যে উভয় বিবাদিকে ডিক্রীর নকল দিবার প্রস্তাব করিতে হইবেক। ৮৭২ ... ৩২৭
——— ——— তারিখ ও পৃষ্ঠে লিখিত কথা মিথ্যা লিখনের ও নকল না দেওনের দণ্ড। ৮৭৩ ... ... ৩২৮
——— ——— নকল ইষ্টাম্প কাগজে লিখনের আবশ্যক নাই। ৮৭৪ ... ... ৩২৮

	পৃষ্ঠা।
ডিক্রী মুনসেফেরদের। প্রত্যেক ডিক্রীর ও হুকুমনামার নকলের উপর যাহা লিখিতে হইবেক। ৮৭৫	৩২৮
——— সদর আমীনেরদের।	৩৩৩
——— প্রধান সদর আমীনেরদের। যে মিয়াদের মধ্যে নকল দিতে হইবে। ৯২৪	৩৩৭
——— ——— ডিক্রী সাত দিনের মধ্যে প্রস্তুত হইয়াছে ইহা জজকে জানাইবেন। ৯২৫	৩৩৭
——— ——— যে ডিক্রী রোয়দাদে থাকিবে তাহা যে কাগজে লিখিতে হইবে। ৯২৬	৩৩৭
——— অচিহ্নিত বিচারকেরদের। আপন হাতে তাঁহারা আপনারদের নিষ্পত্তি ও তাহার হেতু লিখিয়া ডিক্রী রোয়দাদে রাখিবেন। ৬৩৮	২৯০
——— ——— অধীন বিচারকেরদের ডিক্রী জজের সিরিশ্তায় থাকিবার নিমিত্তে সৎসরে২ পাঠাইতে হইবে। ৬৪১	২৯১
——— ——— তাঁহারদের ডিক্রীর মধ্যে যাহা লিখিতে হইবে। ২০৬	৬৫১
——— রেসপাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া জিলার জজের দ্বারা অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখণ। ১১৪ ...	৬৩৮
——— ——— ডিক্রী বহালরাখণের পূর্ব্বে জজের যাহা কর্ত্তব্য। ১১৫	৬৩৯
——— ——— জজ অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিতে কি তাহার পুনর্ব্বিচার করিবার হুকুম দিতে পারেন। ১১৬—১১৮	৬৩৯
——— ——— দরখাস্ত দাখিল হইলে জজ আপেলাণ্টকে দণ্ডের ভয়ে হাজির হইতে হুকুম দিতে পারেন না। ১১৯	৬৩৯
——— ——— অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখণে জজের যাহা কর্ত্তব্য। ১২০	৬৩৯
——— ——— ১৮৩১ সালের আইনের দ্বারা যে মতান্তর হইল। ১২১	৬৪০
——— ——— জজ দরখাস্ত পাঠ না করিলে আপেলাণ্ট আওয়ার নূতন প্রমাণ দর্শাইতে পারেন না। ১২২	৬৪০
——— ——— এই বহাল দোষগুণক্রমে আপীলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি জ্ঞান হইবেক। ১২৩	৬৪০
——— ——— জজের এই প্রকার নিষ্পত্তি মাসিক কৈফিয়তে যেরূপে লিখিতে হইবে। ১২৪	৬৪০
——— ——— আপেলাণ্টের আপত্তি না শুনিয়া যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহা দোষগুণ বিবেচনা-ক্রমে বহাল রাখা যাইতে পারে না। ১২৫	৬৪০
——— সদর আদালতের দ্বারা বহাল হওয়া জিলার জজের ও প্রধান সদর আমীনেরদের। এক জন জজ অধস্থ আদালতের বিচারকের ডিক্রী বহাল রাখিতে পারেন। ৩৭	৭৪৪
——— ——— এক জন জজ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের হুকুম করিতে পারেন। ৩৮	৭৪৪
——— ——— ডিক্রী বহাল হইলে তাহা জারী হইবার নিমিত্তে অধস্থ আদালতে পাঠান যাইবেক। ৩৯ ...	৭৪৪
——— ——— জজ অধীন আদালতের রোয়দাদ তলব করিতে পারেন। ৪০	৭৪৪
——— ——— প্রতিবাদী হাজির না হইয়া ডিক্রী বহাল হইলে ইষ্টাম্পের ও উকীলের রসুম ফিরিয়া দেওন। ৪১	৭৪৪
——— ——— রেসপাণ্ডেণ্টের তলব না হইলেও উকীলকে নিযুক্ত করিলে তাহার রসুমের বিষয়ে বিধি। ৪৩	৭৪৪
——— ——— ডিক্রীর পুনর্বিচারের হুকুম হইলে উকীলেরদের রসুম ও ইষ্টাম্পের বিষয়ে বিধি। ৪৪ ...	৭৪৪
——— ——— অচিহ্নিত বিচারকের হুকুমের উপর আপীলে জজ যে হুকুম করেন তাহার উপর আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন না। [১৮৪৩ সালের ৩ আইনের দ্বারা মতান্তর হইল।] ১২৫ ...	৭৪৪
——— ——— আসল রোয়দাদ পাঠ করণের পূর্ব্বে অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল করণ দোষগুণ অনুসারে মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিসমিস জ্ঞান হইবেক। ৪৬	৭৪৫
——— ——— ১৮৩১ সা। ৯ আ। ১ ধা। ১ প্রকরণক্রমে সদর আদালতের প্রতি অতিশয় ক্ষমতার্পণ। ৪৭	৭৪৫
——— ——— রেসপাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে তাহার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ডিক্রী হইতে পারে না। ৪৮ ...	৭৪৫
——— ——— চূড়ান্ত হুকুম না হওয়াপর্য্যন্ত এক জন জজ ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে পারেন। ৪৯ ...	৭৪৫
——— ——— অধস্থ আদালতের ডিক্রীর এক ভাগ অগ্রাহ্য করিলে তাঁহার ক্ষমতা। ৫১	৭৪৫
——— ——— যে এক স্থলে এক জন জজ অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলেন। ৫২	৭৪৫
——— আপীল আদালতের। ডিক্রী করণেতে যাহা কর্ত্তব্য। ৯৪	৬৩৫
——— ——— যে জন আপীল না করে তাহার প্রতিকূলে ডিক্রী করিতে পারেন না। ২০৩	৬৫১
——— ——— অধস্থ আদালতের যে প্রকার ডিক্রী করিতে হয় তাহার বিষয়ে হুকুম দিবেন না। ২০৪ ...	৬৫১

		পৃষ্ঠা।
ডিক্রী আপীল আদালতের।	অধস্থ আদালতে বেআইনী কি বেদাঁড়া ডিক্রী সরাসরী মতে জিলার জজ অন্যথা করিতে পারেন না। নম্বরী আপীল করিতে হইবেক। ২০৫	৬৫১
——— ———	যে তারিখে মোকদ্দমা বিচারার্থ অধস্থ আদালতে অর্পণ হয় তাহা ডিক্রীতে লিখিবেন। ২০৬	৬৫১
——— ———	ডিক্রীর মধ্যে অসঙ্গত কথা থাকিলে তাহা বাড়তির ন্যায় জ্ঞান হইবেক। ২০৭ ...	৬৫২
——— ———	যে স্থলে সদর আদালত প্রথম আদালতের ডিক্রীর এক ভাগ অন্যথা করিতে পারেন। ২০৮	৬৫২
——— ———	আপীল আদালত যেপর্য্যন্ত অল্প সুদের হুকুম করিতে পারেন। ২০৯	৬৫২
——— ———	অধস্থ আদালতের কার্য্যেতে বেদাঁড়া হইলে পুনর্ব্বিচারের হুকুম হইবে। ২১০ ...	৬৫২
——— ———	রেস্পাণ্ডেণ্টকে তলব না করিয়া জজ প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী অন্যথা করিবেন না। ২১১	৬৫২
——— ———	রেস্পাণ্ডেণ্টের তলব না হইলে তাহার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ডিক্রী হইতে পারে না। ২১২ ...	৬৫২
ডিক্রী। সদর দেওয়ানী আদালতের।	যাঁহার দ্বারা দস্তখৎ হইবেক। বাদিপ্রতিবাদিকে দেওয়া যাইবেক। ৩২১ ...	৭৮৪
———	আপীলী মোকদ্দমায় এক জন জজ অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা বা মতান্তর করণ আবশ্যক বোধ করিয়া এবং অন্য দুই জন জজকে আহ্বান করিলে যাঁহার দ্বারা ডিক্রীতে দস্তখৎ হইবেক। ৩২২ ..	৭৮৪
—	১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৮ ধারার ৮। ৯। ১০ প্রকরণ সদর আদালতের ডিক্রীর নকলের বিষয়ে খাটে। ৩২৩	৭৮৫
———	সদর আদালতের ডিক্রী চূড়ান্ত। বর্জ্জনীয় বিষয়। ৩২৪	৭৮৫
——— ———	যে আপীল বিলাসতে হইবার জন্যে গ্রাহ্য হইতে পারে। ৩২৫	৭৮৫
- -	টাকার বিষয়ে আপীলহওয়া ডিক্রী বহাল হইলে সুদ দিতে হইবেক। ব্যামোহদায়ক আপীলের দণ্ড। ৩২৬	৭৮৫
- —	সদর আদালতের ডিক্রীর মধ্যে সাবেক কোন ডিক্রী লেখা গেলে যে ভাষায় লেখা যাইবেক তাহা। ৩২৮	৭৮৫
— —	জজ ডিক্রীতে দস্তখৎ করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩২৯	৭৮৫
———	দুই জন জজ ডিক্রী করিলে এবং এক জন আদালতছাড়া হওনের পর ভুল দৃষ্ট হইলে অপর জজ তাহা সংশোধন করিতে পারেন না। ৩৩১	৭৮৬
———	ডিক্রীনবীসের ভুল যেরূপে সংশোধন করা যাইবেক। ৩৩২	৭৮৬
— — —	যে হুকুম ও ডিক্রী ছাপা হইবেক। ৩৩৩	৭৮৬
ডিক্রীর নকল বাদি প্রতিবাদিকে দেওয়া।	যে সময়ে দিবার প্রস্তাব হইবেক। তারিখ পৃষ্ঠে লিখিতে হইবেক। বাদী প্রতিবাদী বা উকীল হাজির না হইলে বা ডিক্রী না লইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৬৬৮ ...	৯২৯
——— ———	নকল হওনার্থে যে সময়ে প্রস্তুত করিতে হইবেক। ৬৬৯	৩০০
- - ———	নকলের ইষ্টাম্প কাগজ। ৬৭০	৩০০
——— ———	যাহারা নকল চাহে তাহারা ইষ্টাম্প কাগজ দিবেক। ৬৭১	৩০০
- ———	ইষ্টাম্প কাগজ দেওয়া গেলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ৬৭২	৩০০
— ———	আমলারা ইষ্টাম্প কাগজ বিলম্ব করিয়া রাখিবেক না। এক মাসের মধ্যে নকল না দেওয়া গেলে কারণ লিখিতে হইবেক। ৬৭৩	৩০০
——— ———	সে প্রকার হুকুম অধস্থ আদালতে দেওয়া যাইবেক। ৬৭৪	৩০০
——— ———	ইষ্টাম্প কাগজ দেওন ও ডিক্রীর নকল দিতে প্রস্তাব হওনের মধ্যে যে সময় গত হয় তাহা আপীলের মিয়াদহইতে বাদ দেওয়া যাইবেক। ৬৭৫	৩০০
——— ———	যে গতিকে মিয়াদের কিছু বাদ দেওয়া যাইবেক না। ৬৭৬	৩০১
——— ———	ডিক্রীর নকলের জন্যে প্রস্তুত হওনের তারিখ বাদিপ্রতিবাদিকে জানাইতে হইবেক এবং তাহা সর্টিফিকটের পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক। ৬৭৭	৩০১
——— ———	ঐ সর্টিফিকটের তারিখ অবধি অধিক ইষ্টাম্প কাগজ না দেওয়াপর্য্যন্ত মিয়াদহইতে কিছু বাদ দেওয়া যাইবেক না। ৬৭৮	৩০১
——— ———	প্রত্যেক হুকুম ও ডিক্রীর পৃষ্ঠে যাহা লিখিতে হইবেক। ৬৭৯	৩০১
— ———	প্রতিবাদিকে দেওয়া নকলের ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। ৬৮০	৩০১
——— ———	রোযদাদে রাখণার্থ নকল যে কাগজে লিখিতে হইবেক। ৬৮১। ৬৮২	৩০২

		পৃষ্ঠা।
ডিক্রী।	সরকারী কর্ম্মকারককে দেওয়া নকল। সরকার এক পক্ষ হইলে যাঁহাকে নকল পাঠাইতে হইবেক। ৬৮৫ ...	৩০২
———	——— মালগুজারীর ভূমির বিষয়ে ডিক্রীর নকল ও খোলাসা যাঁহাকে দিতে হইবেক। ৬৮৬ ...	৩০২
———	——— যে ডিক্রীর নকল সদর বোর্ডে দিতে হইবেক। ৩৩০	৭৮৫
———	——— কেবল চূড়ান্ত ডিক্রীর নকল রাজস্বের কর্ম্মকারককে দিতে হইবেক। ৬৮৭	৩০৩
———	——— নিষ্কর ভূমির বিষয়ে যেপ্রকার ডিক্রীর নকল কালেক্টর ও সদর বোর্ডে দিতে হইবেক। ৬৮৮	৩০৩
———	সাবেক ডিক্রীর ফল। আদালত সাবেক চূড়ান্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে নূতন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে এবং সাবেক ডিক্রীর দোষগুণ বিচার করিতে পারেন না। ৬৮৯	৩০৩
———	——— উপযুক্ত কার্য্যকারকের চূড়ান্ত ডিক্রীর দোষগুণ বিচার করিতে হইবেক না। ৬৯০ ...	৩০৩
———	——— ১৭৭৩ সালের খালসা ডিক্রী বহাল হইল। এবং তৎপরে ১৭৮৫ সালে সদর আদালতের ডিক্রী রেগুলেশন প্রকাশ হইল। ৬৯১	৩০৪
———	——— সদর আদালতে আপীল হওন সময়ে প্রবিন্সাল আদালতের ভূমিবিষয়ক ডিক্রী বহাল থাকিল। ৬৯২	৩০৪
———	——— জমীদারীর বিষয়ে আপেল্লান্টের দাওয়া অন্য মোকদ্দমায় তাহার বিরুদ্ধ হওয়া ডিক্রীর দ্বারা বিফল হইবেক না। ৬৯৩	৩০৪
———	——— যে গতিকে সাবেক দুই ডিক্রীর বিষয়ে ওজর নামঞ্জুর হইল। ৬৯৪	৩০৪
———	——— যে গতিকে জমীদারের আসামীর বিরুদ্ধ ডিক্রী জমীদারের বিরুদ্ধ বোধ হইল না। ৬৯৫	৩০৪
———	——— মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ১১ বৎসর পরে যে দাওয়া সেই ফরিয়াদী সেই আসামীর বিরুদ্ধে সেই সম্পত্তির বিষয়ে হয় তাহা অগ্রাহ্য। ৬৯৬	৩০৪
———	——— সরকার যে মোকদ্দমার এক পক্ষ হয়েন তাহাতে ভূমির বিষয়ে যে ডিক্রী হয় তদ্দ্বারা ঐ ভূমির বিষয়ে সরকারের দাওয়ার হানি হয় না। ৬৯৭	৩০৪
———	——— বাদি প্রতিবাদির পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে ভূমির বিষয়ে সদর আদালতের সাবেক ডিক্রী এক্ষণকার বাদি প্রতিবাদির বিষয়ে প্রবল। ৫৪৭	৬১১
ডিক্রীদার।	নীলামের উৎপন্নের অংশ পাইবার তাহারদের পরস্পর স্বত্ব। সেই স্বত্ব নির্ণয় করণের বিধি। ২৭৭ ..	৭১৯
———	——— উৎপন্নের অংশ পাইবার দাওয়া যিনি নিষ্পত্তি করিবেন। ২৭৮	৭১৯
———	——— ডিক্রীর অগ্রের তারিখ হইলে দাওয়া অগ্রগণ্য হইবেক না। ২৭৯	৭১৯
———	——— যে সকল ডিক্রীক্রমে ক্রোকী পরওয়ানা বাহির হইয়াছে তাহার ডিক্রীদার অংশ পাইবেক। ২৮০	৭১৯
———	——— টাকা বণ্টনের পূর্ব্বে যত ডিক্রীদার ক্রোকের হুকুম বাহির করিয়াছে তাহারা অংশ পাইবেক। ২৮১, ২৮২	৭২০
———	——— নীলামের ৩০ দিন পরে দাওয়াদারের মধ্যে বিলির নিরূপণ হইবেক। ২৮৩	৭২০
———	——— নীলাম চূড়ান্ত হইলে সেই নিরূপণক্রমে বিলি হইবেক। ২৮৩	৭২০
———	——— ক্রোকের দরখাস্ত না করিলে ডিক্রীদার টাকার অংশ পাইবেক না। ২৮৫, ২৮৭, ২৮৮	৭২০, ৭২১
———	——— সম্পত্তির নীলামের পূর্ব্বে দাওয়াদার ক্রোকী পরওয়ানা বাহির না করিলে উৎপন্ন টাকার অংশ পাইবে না। ২৮৬	৭২০
———	——— সম্পত্তি বিলিহওনের পূর্ব্ব ক্রোককারি ডিক্রীদার আপন খরচা পাইবেক। ২৮৬ ...	৭২০
———	——— প্রকৃতপ্রস্তাবে ডিক্রীদারের ক্ষতি না হওনার্থে দাওয়া কবুল হইলেও তাহার প্রমাণ দিতে হইবেক। ২৮৬	৭২০
———	——— ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হওয়া সম্পত্তির দাওয়া নীলামের পূর্ব্বে না হইলে সরাসরীমতে শুনা যাইবেক না। ২০৫	৭০৮
———	——— নীলামের দিবসে উৎপন্ন টাকার বিষয়ে দাওয়া না মঞ্জুর হইল। ২০৬	৭০৮
———	——— আসল ডিক্রীদারের স্বত্ব খরীদ হইয়াছে বলিয়া যে দাওয়া হয় তাহা সরাসরীমতে নিষ্পত্তি হইতে পারে না। ২০৭	৭০৮
———	——— যে ডিক্রীদার সম্পত্তি আদায় করিয়াছে অন্য ডিক্রীদারের অংশ দিতে তাহাকে সরাসরী হুকুম হইতে পারে না। ২৮৯	৭২১

পৃষ্ঠা।

ডিক্রীদার নীলামের উৎপন্ন টাকার অংশ পাইবার স্বত্ব। মহাজনের এক জন উত্তরাধিকারী ডিক্রীর টাকা উসুল করিলে অন্য উত্তরাধিকারী সরাসরীরূপে আপন অংশ পাইতে পারে না। ২৯০ ... ৭২১
——— ——— যে গতিকে এক ডিক্রীদারের দাওয়া অগ্রগণ্য হইল। ১৯১ ... ... ৭২১
——— ——— সম্পত্তির বিলির বিষয়ে এক মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ২৮৭ ... ... ৭২০
ডিক্রীপ্রাপ্ত মহাজন। যে গতিকে অধস্থ আদালতের ডিক্রীর উপর আপীল করিতে পারেন। ৯০ ... ... ৬৩৫
——— রেসপাণ্ডেণ্টের মহাজন আপীলের জওয়াব দিতে অনুমতি পাইলেন। ৯১, ৯২ ... ... ৬৩৫
ডিসমিস ত্রুটিপ্রযুক্ত। ত্রুটি দেখ।
ডেনমার্কীয়েরদের বসতি। ভারতবর্ষের মধ্যে কোম্পানি বাহাদুরের প্রতি অর্পণ হইল। ৬৬ ... . ৯
তছরুফ করণ। এই দোষে জামিন লওয়া যাইতে পারে। ৫৫ ... ... ১০১
——— এক মোকদ্দমায় প্রমাণ না পাওয়াতে ডিসমিস হইল। ৪০০ ... ... ৬০৫
——— চাতুরী শব্দ দেখ।
তছরুফ। টাকা। আমলারদের দ্বারা। তাহার সরাসরী তজবীজ হইবেক। অপরাধি জামিন দিবে অথবা কয়েদ হইবেক। ৫৬ ... ... ১০১
——— ——— টাকা ফিরিয়া পাইবার উপায়। ৫৭ ... ... ১০১
——— ——— টাকা ফিরিয়া পাইবার পূর্ব্বে জজের যাহা কর্ত্তব্য। ৫৮ ... ... ১০১
——— ——— এইমত নিষ্পত্তির উপর সদর আদালতে সরাসরী আপীল হইতে পারে। ৬০ .. ১০১
——— ——— সেশন জজ যাহাকে সোপর্দ্দ করেন তাহার বিচার করিতে পারেন না। ৬১ ... ... ১০৩
——— ——— তছরুফহওয়া টাকা প্রথমতঃ সরকারের খাজানাখানাহইতে দেওয়া যাইবেক। ৬২ ... ১০৩
——— ——— আদালতে আমানৎহওয়া টাকা কারসাজির দ্বারা লওন ও আপনার নিমিত্তে ব্যয় করণের বিষয়ি বিধি। ৬৩ ... ... ১০৩
তদারক বিশেষ। ডিক্রী করণের অভিপ্রায়ে আদালত মোকদ্দমার বিবরণের রিপোর্ট করিতে দিবেন না। বর্জ্জনীয় কথা। ৫৯২ ... ... ২৮৩
——— বিবরণ ও ব্যবহারের যে বিষয় সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইতে পারে। ৫৯৫ ... ... ২৮৪
——— সদর আমীনের প্রতি বিষয় অর্পণ হইলে তাঁহাকে যে হুকুম দেওয়া যাইবেক। ৫৯৬ ... ... ২৮৪
——— সদর আমীনকে দেওয়া উপদেশের মধ্যে যাহা লেখা থাকিবেক। ৫৯৭ ... ... ২৮৪
——— সেইরূপ অর্পণ বিষয়ের সদর আমীনের করকারী সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক। ৫৯৮ ... ... ২৮৪
——— ১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৭৬ ধা। ১। ৩। ৪। ৬ প্রকরণ অদ্যাপি চলন আছে। বিশেষ তদারকের আবশ্যক খরচের বিষয়ের হুকুম। ৫৯৯ ... ... ২৮৪
——— বিশেষ তদারকের ভার প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। ৬০০, ৬০১ ... ২৮৪, ২৮৫
——— যে গতিকে এদেশীয় বিচারকেরা বিশেষ তদারক করণসময়ে রাহাখরচ পাইবেন। ৬০২ ... ... ২৮৫
——— খাজানা বা রাজস্বের কতক২ হিসাব কালেক্টরের প্রতি অর্পণ হইবেক। যে বিষয় অর্পণ হইবেক না। ৬০৩ ... ... ২৮৫
——— জজের হুকুম সফল করণার্থে কালেক্টরের প্রতি প্রিসেপ্ট হইতে পারে। ৬০৪ ... ... ২৮৫
——— আদালত কোন সরকারী বহী তদারক করিতে চাহিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৬০৫ ... . ২৮৬
তরজমা। সদর আদালতের নিমিত্তে যে প্রকারে হইবে। ৪৬১ ... ... ৮০৪
——— অধস্থ আদালতের যে কাগজপত্র সদর আদালত তলব করেন তাহার তরজমা যেরূপে হইবে। ৪৬২ ... ... ৮০৪
——— ১৭৯৭ সা। ১৯ আ। ৫ ধা। এবং ১৮০৮ সা। ৪ আইনেতে মেহনতানার বিধি রদ হইল। ৪৬৩ ... ৮০৫
——— আপীলী মোকদ্দমার রোয়দাদে থাকা বাঙ্গলা কাগজপত্রের তরজমা যে করিবেক। ৪৬৪ ... ৮০৫
——— আইনের। আইন দেখ।
তহমৎ। অপবাদ দেখ।
তামাদির আইন। মিয়াদ বিষয়ক আইন দেখ।
তালিকা। ফর্দ্দ দেখ।
তৃতীয় ব্যক্তি। যে স্থলে ভূমির বিষয়ে তৃতীয় ব্যক্তির মালিকী স্বত্বের দাওয়া আদালত বহাল রাখিলেন। ৫৪৬ ... ৬২২

পৃষ্ঠা।

ত্রুটিপ্রযুক্ত আপীল ডিসমিস। উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত আপীল না চালাইলে তাহা ডিসমিস হইবেক। ১৭৫ ... ... ৬৪৭

——— ——— পূর্ব্বে অধিক মিয়াদ না দেওয়া গেলে আপীল এত্তেলাবিনা ডিসমিস হইবেক। ১৭৬ ... ৬৪৮

——— ——— এইরূপ ডিসমিস হইলে রেস্পাণ্ডেণ্ট আপনার খরচা পাইবেক। ১৭৭ ... ... ৬৪৮

——— ——— ১৮৪১ সালের উক্ত ২৯ আইন তৎকালে উপস্থিত সকল মোকদ্দমায় খাটিবেক। ১৭৮ ... ৬৪৮

——— ——— আপীল উপস্থিত করণের তারিখ যেরূপে হিসাব করা যাইবেক। ১৭৯ ... ... ৬৪৮

——— ——— সেই তারিখের পর ছয় সপ্তাহের মধ্যে অজুহাৎ দাখিল না হইলে ত্রুটি হইল। ১৭৯ ... ৬৪৮

——— ——— উকীলমাত্র নিযুক্ত হইলে ডিসমিস না করণের কারণ হয় না। ১৭৯ ... ... ৬৪৮

——— ——— নির্দ্দিষ্ট বন্দের দিন ঐ মিয়াদহইতে বাদ দেওয়া যাইবেক না। ১৮০ ... ... ৬৪৮

——— ——— ১৮৪১ সালের ২৯ আইনক্রমে আপেলাণ্টের ত্রুটি হইলে আপীল গেল। ১৮১ ... ৬৪৮

——— ——— মোকদ্দমা চলনসময়ে কোন বিশেষ হুকুমের অমনোযোগ হইলে ত্রুটি হয় না। ১৮২ ... ৬৪৯

——— ——— অনেক আসামীর মধ্যে এক জনকে উত্তর না দেওয়াতে ত্রুটি হয় না। ১৮৩ ... ... ৬৪৯

——— ——— আপেলাণ্ট অন্য প্রকারে আপীল চালাইতে২ কোন বিশেষ কর্ম্মের বিষয়ে শৈথিল্য করিলে ত্রুটি হয় না। ১৮৪ ... ... ৬৪৯

——— ——— *মোকদ্দমা দোষযুক্ত এবং ত্রুটি এই উভয়প্রযুক্ত ডিসমিস হইতে পারে না।* ১৮৫ ... ৬৪৯

——— ——— এইরূপ ডিসমিস হওয়া আপীল যে সময়ের মধ্যে পুনরুত্থিত হইতে পারে। ১৮৬ ... ৬৪৯

——— ——— ত্রুটি বিষয়ে এক বিশেষ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি। ১৮৭ ... ... ৬৪৯

——— ——— উকীল ছুটী লইয়া গরহাজির হইলে ত্রুটি নিবারণ হয় না। ১৮৮ ... ... ৬৪৯

——— ——— ত্রুটিপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে প্রতিবাদির খরচার বিষয়ি বিধি। ১৮৯ ... ৬৪৯

——— ——— সুপ্রিম কোর্টের রিসিবরের বদলী হইলে নূতন এত্তেলার আবশ্যক নাই। ১৯০ ... ৬৫৯

——— ——— আপেলাণ্টের মৃত্যু হইলে তাহার স্বত্বাভিষিক্তকে এত্তেলা দেওনের বিধি। ১৯১ ... ৬৫০

——— ——— উত্তরাধিকারিকে আপেলাণ্টের মৃত্যুর সম্বাদ দিবার স্পষ্ট হুকুম নাই কিন্তু নিষেধ নাই। ১৯২ ... ... ৬৫০

——— ——— কিন্তু যথার্থতা প্রতিপালনার্থে তাহারদিগকে সেইরূপ এত্তেলা দেওয়া আবশ্যক। ১৯৩ ... ৬৫০

——— ——— অতএব ফরিয়াদী বা আপেলাণ্ট মরিলে আদালত তাহার মৃত্যুর সম্বাদ আপনার ও অন্য২ কাছারীতে লটকাইতে পারেন। ১৯৫ ... ... ৬৫০

——— ——— সদর আদালতে উপস্থিত আপীলের বিষয়ে সেই বিধি খাটিবেক। ঘোড়দৌড় স্থান। ১৯৬ ... ৬৫০

——— ——— ত্রুটি বিষয়ে শেষ আইন (১৮৪৫ সালের ১৬ আইন)। ডিসমিস হইলে তিন মাসের মধ্যে তাহা পুনর্গ্রাহ্য হইতে পারে। ১৯৭ ... ... ৬৫১

——— ——— ১৮৪৫ সালের ১৬ আইনের পূর্ব্বে সেইরূপ ডিসমিসহওয়া আপীল পুনর্গ্রাহ্য হইতে পারে। ১৯৮ ... ... ৬৫১

——— ——— এই প্রকার পুনর্গ্রাহ্য করা আপীল ডিসমিস হইলে আর গ্রাহ্য হইতে পারে না। ১৯৯ ... ৬৫১

——— ——— ১৮৪৫ সালের ১৬ আইনে ত্রুটি খণ্ডনের যে হেতু আছে তাহা ১৮৪১ সালের ২৯ আইনক্রমে ডিসমিসের হুকুমের উপর আপীলের বিষয়ে খাটে না। ২০০ ... ... ৬৫১

——— ——— প্রধান সদর আমীন আপীল সেইরূপে পুনর্গ্রাহ্য না করিলে সদর আদালতে আপীল হইতে পারে। ২০১ ... ... ৬৫১

——— ——— সদর আদালত ১৮৪৫ সালের ১৬ আইনক্রমে জিলার জজকে এক আপীল পুনর্গ্রাহ্য করিতে হুকুম দিলেন। ২০২ ... ... ৬৫১

——— *আসল মোকদ্দমা ডিসমিস।* যে সময়ের পর ত্রুটিপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক। ৩৬৩ ... ২৪৮

——— ——— ত্রুটিপ্রযুক্ত ডিসমিসহওয়া মোকদ্দমা ফরিয়াদী পুনরায় উপস্থিত করিতে পারে। ৩৬৪ ... ২৪৮

——— ——— যে সময়ে মোকদ্দমা কায়েম এবং বিনাএত্তেলায় ত্রুটিপ্রযুক্ত ডিসমিস হইবেক। ৩৬৫ ... ২৪৮

——— ——— সেইরূপ ডিসমিস হইলে আসামী খরচা পাইবেক। ৩৬৬ ... ... ২৪৯

——— ——— ত্রুটির উপর কেবল সরাসরী আপীল হইতে পারে। ৩৬৭ ... ... ২৪৯

পৃষ্ঠা।

ত্রুটিপ্রযুক্ত আসল মোকদ্দমা ডিসমিস। ১৮৪১ সালের ২৯ আইন জারী হওনের তারিখে উপস্থিত সকল মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে। ৩৬৮ ... ... ২৪৯
——— ——— ত্রুটির মিয়াদের হিসাব করণে নিয়মিত বন্দের সময় বাদ দেওয়া যাইবেক না। ৩৬৯ ... ২৪৯
——— ——— ত্রুটিপ্রযুক্ত নিবৃত্তিহওয়া মোকদ্দমা বেআইনীমতে পুনরুত্থিত করণের নিবারণের বিধি। ৩৭০ ২৪৯
——— ——— উক্ত বিধি অবিকল প্রতিপালন করণের উপকার। ৩৭১ ... . ২৫০
——— ——— মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের বিষয়ে সদর আদালত যেরূপ অপেক্ষা করেন। ৩৭১ ... ২৫০
——— ——— ১৮৪১ সালের ২৯ আইনের ১ ধারা পুনরুক্ত হইল। ৩৮৩ ... ... ২৫০
——— ——— ত্রুটি নিবারণার্থে আদালত ফরিয়াদীর মৃত্যুর সম্বাদ উত্তরাধিকারিকে দিতে পারেন। ৩৭৪ ২৫০
——— ——— ত্রুটি নিবারণের কোন উপায় না থাকিলে ত্রুটির দণ্ড করা অনুচিত। ৩৭৫ ... ... ২৫০
——— ——— ফরিয়াদীর মৃত্যুর এত্তেলানামায় যাহা থাকিবেক ও তাহা যেখানে লটকান যাইবেক। ৩৭৬ ২৫১
——— ——— ফরিয়াদীর মৃত্যুর এত্তেলার পাঠ। ৩৭৭ ... ... ২৫১
——— ——— সরকার আসামীর এক জন হইলে যাবৎ উত্তর না দেন তাবৎ ফরিয়াদীর উদ্যোগ অনাবশ্যক। ৩৭৮ ... ... ২৫২
——— ——— ফরিয়াদী অন্যান্য আসামীর উত্তর দিলে এবং কেবল এক জনের না দিলে ত্রুটি হয় না। ৩৭৯ ২৫২
——— ——— ফরিয়াদী মোকদ্দমা চালাওনের সময়ে কোন বিশেষ কর্ম্মের শৈথিল্য করিলে ত্রুটির দণ্ড হয় না। ৩৮০ ... ... ২৫২
——— ——— ছুটীপ্রযুক্ত উকীল গরহাজির হইলে মোকদ্দমা ডিসমিসের বাধা হয় না। ৩৮১ ... ২৫২
——— ——— এক মোকদ্দমা ত্রুটিপ্রযুক্ত ডিসমিস হইলে সদর আদালত ফরিয়াদীকে অবশেষ আবজীর ইষ্টাম্পের মূল্য ফিরিয়া দেওয়াইলেন। ৩৮৩ .. .. ২৫২
——— ——— মোকদ্দমা চলন সময়ে কোন বিশেষ হুকুমের বিষয় শৈথিল্য হইলে ত্রুটি হয় না। ৩৮৪ ... ২৫২
——— ——— মোকদ্দমা দোষগুণ এবং ত্রুটি এই উভয়ের জন্যে ডিসমিস হইতে পারে না। ৩৮৫ ... ২৫২
——— ——— মোকদ্দমা ননসুট হইলে আরজীর ইষ্টাম্পের কোন অংশ ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। ৩৮৬ ২৫৩
——— ——— ত্রুটির দোষ যে সময়ে খণ্ডন হয় (১৮৪৭ সালের ১৭ আইন)। ৩৮৭ ... ... ২৫৩
ত্রুটি ডিক্রীদারের। যে সময়ে ডিক্রী জারীর দরখাস্ত নিষ্পত্তি হইয়াছে বোধ হইবেক। ২৭১ ... ... ৭১৮
——— ডিক্রীদার ছয় সপ্তাহপর্য্যন্ত উদ্যোগ না করিলে তাহা নথীহইতে উঠান যাইবেক। ২৭২ ... ... ৭১৮
——— উক্ত বিধির স্পষ্ট অর্থ। ২৭৩ .. .. ৭১৮
——— ডিক্রী জারীর জন্যে আবশ্যক কোন হুকুম প্রতিপালন না হইলে ডিক্রী নথীহইতে উঠান যাইবেক। ২৬৭ ৭১৭
——— ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা নথীহইতে উঠাইবার পুনশ্চ বিধি। ২৭৪, ২৭৫ ... ... ৭১৯
——— প্রত্যেক হুকুম প্রতিপালনের মিয়াদ নিরূপণ করণের ব্যবহারের বিষয়ে সদর আদালতের হুকুম নাই। ২৭৬ ... ... ৭১৯
দখল। যাবৎ স্বত্ব সাব্যস্ত না হয় তাবৎ দখলক্রমে দাওয়া প্রবল থাকিবেক। ৫৫৪ ... ... ৬২৩
দলীলদস্তাবেজ। নিদর্শনপত্র দেখ।
দলীলদস্তাবেজে যে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগে তাহা ১৮২৯ সা। ১০ আ। A চিহ্নিত তফসীলে আছে। ... ১৬৪—১৮৮
দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টরী। রেজিষ্টরী দেখ।
দলীলের মাতবরী। মাতবরী দেখ।
দশহরা। বন্দ দেখ।
দস্তুরদারী। তাহার অর্থ। ৭০৮ ... ... ৩০৬
দাওয়া-বিভাগ করণ। বিভাগ দেখ।
দাওয়া সরকারের ভূমি বিষয়ে। সরকারের ভূমি বিষয়ের দাওয়া দেখ।
দাখিলা। রসীদ দেখ।
দাখিলানামা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই। ৫২৯ ... ... ১৮১
দাঙ্গা। জমীদার প্রবৃত্তি দিলে সদর আদালত তাহার যে দণ্ড করিলেন। ৫৪৯ ... ... ৬২২
দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণ। ১৮৪০ সালের ৪ আইনের হেতুবাদ। ১ ... ... ৮২৩
——— সাবেক আইন রদ করণ। ২ ... ... ৮২৩

পৃষ্ঠা।
দাঙ্গাহঙ্গামা নিবারণ। দাঙ্গাহঙ্গামার সম্ভাবনা হইলে মাজিষ্ট্রেটের যাহা কর্ত্তব্য। ৩ ... ... ৮২৩
——— মাজিষ্ট্রেট রুবকারী লিখিবেন উভয় পক্ষের দাওয়া তলব করিবেন এবং যাহার দখলে থাকে তাহা নির্ণয় করিয়া তাহার হাতে রাখিবেন। ৩ ... ... ৮২৩
——— যাহার দখলে আছে তাহা নির্ণয় না করিতে পারিলে মাজিষ্ট্রেট ভূমি ক্রোক করিবেন। ৪ ... ... ৮২৪
——— যাহারা জবরদস্তীতে দখল করিয়াছে তাহারদিগকে তিনি তলব করিবেন। নালিশ সাব্যস্ত হইলে স্বত্ত্ব নির্ণয়পর্য্যন্ত নালিশকারিকে পুনরায় দখল দেওয়াইবেন। ৫ ... ... ৮২৪
——— বেদখল হওয়া ব্যক্তি এদেশীয় ফৌজদার বা সিপাহী হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৬,৭ ... ... ৮২৪
——— মাজিষ্ট্রেট যে মিয়াদ উচিত বোধ করেন তাহা তাহাকে দিবেন। ৮ ... ... ৮২৫
——— যে চড়া ভূমি কাহারো দখলে ছিল না তদ্বিষয়ি বিধি। ৯ ... ... ৮২৫
——— ভূমির ব্যবহারের বিষয়ে বিরোধ হইলে যেরূপে নিষ্পত্তি হইবেক। ১০ ... ... ৮২৫
——— ১৮৪০ সালের ৪ আইনের হুকুমের বলপূর্ব্বক প্রতিবন্ধকতা করণ বা প্রতিবন্ধকের সাহায্য করণের দণ্ড। ১১ ৮২৫
——— ১৮৪০ সালের ৪ আইনের হুকুমের উপর আপীল হইতে পারে। ১২ ... ... ৮২৫
——— মাজিষ্ট্রেট উভয় ব্যক্তির সম্মতিক্রমে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন। ১৩ ... ... ৮২৫
——— ১৮৪০ সালের ৪ আইনের দ্বারা আইনমতে ক্রোকের স্বত্ত্বের কার্য্য করণেতে প্রতিবন্ধক নাই। ১৪ ... ৮২৬
——— যে২ স্থানে ঐ আইন খাটে না। ১৫ ... ... ৮২৬
——— আসিষ্টান্ট মাজিষ্ট্রেট ঐ আইনানুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন। ১৬ .. ... ৮২৬
——— আসিষ্টান্টের প্রতি অর্পিত মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেট ফিরিয়া লইতে পারেন। ১৭ ... ... ৮২৬
——— ঐ আইনানুসারে যাঁহারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারেন। ১৮ ... ... ৮২৬
——— ১৮৪০ সালের ৪ আইনক্রমে মাজিষ্ট্রেট ১৮৪৭ সালের ১ আইনসম্পর্কীয় সীমার বিষয়ের বিরোধের বিবেচনা করিতে পারেন না। ১৯ ... ... ৮২৬
——— ভূমিতে এক উদ্যানের বন্ধকলওনিয়া ব্যক্তির ও ভূম্যধিকারির মধ্যে বিরোধের বিষয়। ২০ ... ... ৮২৬
——— যে২ গতিকে মাজিষ্ট্রেট বন্ধকদেওনিয়া ও লওনিয়ার বিরোধে হস্তার্পণ করিতে পারেন। ২১ ... ৮২৬
——— ১৮৪০ সালের ৪ আইনক্রমে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট মালগুজারীর ভূমি ক্রোক করিতে পারেন না। ২২ ... ... ৮২৬
——— নীলামের খরীদার আপনার আইনসিদ্ধ স্বত্ত্বের মতাচরণ করিতেছে কহিলে ১৮৪০ সালের ৪ আইনক্রমে মাজিষ্ট্রেটের যাহা কর্ত্তব্য। ২৩ ... ... ৮২৬
——— ১৮৪০ সালের ৪ আইনের বিষয়ি জমীদার ও কটকিনাদারের বিরোধ। ২৪ ... ... ৮২৭
——— ১৮৪০ সালের ৪ আইন যেপর্য্যন্ত খাটে সেই বিষয়ে সদর নিজামতের মত। ২৫ ... ... ৮২৭
——— ১৮৪০ সালের ৪ আইনঘটিত মোকদ্দমা সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইতে পারে না। ২৬ ... ৮২৭
——— জিনিসপত্রের বিষয়ের বিরোধে মাজিষ্ট্রেট যেপর্য্যন্ত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ২৭ ... ... ৮২৭
——— নীলের বাইযতের বিষয়ে ১৮৪০ সালের ৪ আইন খাটাওন। ২৮ ... ... ৮২৭
——— ১৮৪০ সালের ৪ আইনের ডিক্রী অন্যথা করণার্থ দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে ঐ আদালত সেই ডিক্রী জারী স্থগিত করিতে পারেন না। ২৯ ... ... ৮২৮
——— নানা ডিক্রী অন্যথা করণার্থে একি মোকদ্দমা হইতে পারে। ৩০ ... ... ৮২৮
——— ঐ আইনের ডিক্রী প্রকৃতপ্রস্তাব কিম্বা কৃত্রিম মোকদ্দমায় হইয়াছে ইহা দেওয়ানী আদালত নিষ্পত্তি করিতে পারেন। ৩১ ... ... ৮২৮
দানপত্র। উইল দেখ।
দিল্লী। ঐ শহর ও চতুর্দ্দিকস্থ দেশ কোম্পানি বাহাদুরের আইনের অধীন নহে। ৫৫ ... ... ৮
দেওয়ানী আদালতের এলাকা। এলাকা দেখ।
দেরাদুন। শাহারণপুরের শামিল করা গেল। ৬৩ ... ... ৯
দোয়েমকানুন। নিষ্কর ভূমি দেখ।
ধন পোঁতা। পোঁতা ধন দেখ।
নওয়াব নাজিম। আদালত তাঁহার নিকটে যে প্রকারে লিখনপঠন করিবেন। ১৪৭ ... ... ২৫
——— তাঁহার নিকটে অর্পণীয় মোকদ্দমা। ৫৮৪ ... ... ৮৪

পৃষ্ঠা।

নওরাব নাজিম। তাঁহার দরবারের এজেণ্ট তাঁহার পক্ষে দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন। ৫৮৫ ... ৮৪
——— তাঁহার নামে মোকদ্দমা হইলে এজেণ্টের নিকটে এত্তেলা পাঠান যাইবেক। ৫৮৬ ... ... ৮৫
——— তিনি ও এজেণ্ট জামিনী দেওনহইতে ও ক্রোকী পরওয়ানাহইতে মুক্ত আছেন। ৫৮৭ ... .. ৮৫
——— তাঁহার নামে মোকদ্দমা হইলে হুকুম ও ডিক্রী যেপ্রকারে জারী হইবেক। ৫৮৭ ... ... ৮৫
——— ১৮২৫ সালের ১৯ আইনের মোকদ্দমা জিলার জজ বিচার করিবেন। ৫৮৮ ... ... ৮৫
——— ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ১০ ধারার মোকদ্দমা জিলার জজ বিচার করিবেন কিন্তু প্রধান সদর আমীন কি সদর আমীনকে অর্পণ করিতে পারেন। ৫৮৯ ... ... ৮৫
——— ১৮১২ সালের ৪ আইনমতে মোকদ্দমা তাঁহার পক্ষে উপস্থিত হইতে পারে কি না তাহা বিষয়বিশেষে ধার্য্য হইবেক। ৫৯০ ... ... ৮৫
নকল। অধীন আদালতের কাগজপত্রের। হুকুমের নকল যাহারা পাইতে পারে। তাহার ইষ্টাম্প কাগজ। ১০৩৪ ... ৩৫৪
——— ——— আইনে যে নকল দিবার বিষয়ে কোন হুকুম নাই তাহা আদালত আপন২ বিবেচনাক্রমে দিবেন। ১০৩৫ ... ... ৩৫৫
——— ——— এদেশীয় বিচারকেরদের নিকটে উপস্থিত মোকদ্দমার নকলের দরখাস্ত তাঁহারদের নিকটে হইবেক। তাঁহারা নকলে দস্তখৎ করিবেন। যে কাগজের নকল দিবেন। ১০৩৬ ... ৩৫৫
——— ——— *মুনসেফ যে২ কাগজপত্রের নকল শাদা কাগজে দিতে পারেন না।* ১০৩৭ ... * ... ৩৫৫
——— ——— দরখাস্তকারী যত দলীল চাহে তাহার সংখ্যা অক্ষরে লিখিতে হইবেক। ১০৩৮ ... ৩৫৫
——— ——— সদর দেওয়ানী আদালতের কাগজের নকল পাইবার দরখাস্ত সদরে পাঠান যাইবেক। ১০৩৯ ৩৫৬
——— ——— অচিহ্নিত বিচারকের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার রোবদাদ জজের নিকটে পাঠান গেলে নকলের দরখাস্ত তাঁহার নিকটে হইবেক। ১০৪০ ... ... ৩৫৬
——— ——— নকল করণের মেহনতানা। ১০৪১ ... ... ৩৫৬
——— ——— যে ডিক্রী বা হুকুমের উপর খাস অথবা সরাসরী আপীল হইবেক তাহার নকলের বিষয়ে যে আইন খাটে। ১০৪২ ... ... ৩৫৬
——— ——— রাজস্বের কর্ম্মকারক দেওয়ানী আদালতের রোয়দাদ আপনার নিকটে পাঠাইবার হুকুম করিতে পারেন না। ১০৪৩ ... . ৩৫৬
——— ——— সাধারণ ব্যক্তিরদের জন্যে দলীলদস্তাবেজের নকল যাহারা লইতে পারে। ১০৪৪ ... ৩৫৬
——— ——— সাধারণ ব্যক্তি আপন খরচে আপনার জন্যে শাদা কাগজে নকল লইতে পাবে। ১০৪৫ ... ৩৫৬
——— সদর দেওয়ানী আদালতের। রেজিষ্টর এদেশীয় ভাষায় কাগজের নকল দিবেন। সন্দেহ হইলে বিশেষ হুকুমের দরখাস্ত করিবেন। ৪৪২ ... ... ৮০২
——— ——— ইঙ্গরেজী ভাষায় নকলের দরখাস্ত জজেরদিগকে দিতে হইবেক। ৪৪৩ ... ... ৮০২
——— ——— বাদিপ্রতিবাদিছাড়া যাহারা নজিরস্বরূপ ডিক্রীর নকল চাহে তাহারা ॥০ আনা মূল্যের ইষ্টাম্পে তাহা পাইবেক। ৪৪৪ ... ... ৮০৩
——— ——— জজেরদের কেবল চূড়ান্ত ডিক্রীর নকল দেওয়া যাইবেক। ৪৪৫, ৪৪৬ ... ... ৮০৩
——— ——— ফিরিয়া পাঠান মোকদ্দমার কেবল শেষ হুকুমের নকল দেওয়া যাইতে পারে। ৪৪৭ ... ৮০৩
——— ——— মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় জজেরদের যতের নকলের বিষয়ি বিধি। ৪৪৮ ... ... ৮০৩
——— ——— নয়রী কি মুৎফরক্কা মোকদ্দমায় কেবল চূড়ান্ত হুকুমের নকল দেওয়া যাইবেক। ৪৪৯, ৪৫০ ৮০৩
——— ——— জজেরা আপনারদের যে মত লেখেন তাহার নকল দেওয়া যাইবেক না। ৪৫১ ... ৮০৩
——— ——— যত দলীলের নকলের দরখাস্ত হয় তাহার সংখ্যা অক্ষরে লিখিতে হইবেক। ৪৫২ ... ৮০৩
——— ——— ১৮৪৩ সালের ১২ আইনক্রমে ইঙ্গরেজী ভাষায় ডিক্রীর নকল দেওয়া যাইবেক। ৪৫৩ ... ৮০৩
——— ——— যে দলীলের নকল শাদা কাগজে লেখা যাইতে পারে। ৪৫৪ ... . ৮০৩
——— ——— যে রুবকারী ও হিসাবপ্রভৃতির নকল ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ৪৫৫ ... ৮০৪
——— ——— সাধারণ মোখ্তারনামার নকল যে গতিকে মোখ্তারকে ফিরিয়া দেওয়া যায়। ৪৫৬ ... ৮০৪
——— ——— ডিক্রী রুবকারী ইত্যাদির নকলে আসল কাগজের নকল লিপি দিতে হইবেক। ৪৫৭ ... ৮০৪
——— সদরের জন্যে নকল ও কাগজপত্র প্রেরণ। তাহার বিষয়ি বিধি। ৪৬৫ ... ... ৮০৫
——— ——— *আপীলী মোকদ্দমায় অধস্থ আদালতহইতে যে কাগজ ও দলীল পাঠাইতে হইবেক।* ৪৬৬ ৮০৬

		পৃষ্ঠা।
নকল।	সদরের জন্যে নকল ও কাগজপত্র প্রেরণ। তাহার নকল করিতে টীকা মুহুরীরকে নিযুক্ত করণ ও বেতন দেওন। ৪৬৭	৮০৬
———	——— যে হারে তাহারা মেহনতানা পাইবেক। ৪৬৮	৮০৬
———	——— যে কাগজপত্রের মূল্য দেওয়া যাইবেক এবং তাহার মধ্যে কথার সংখ্যা বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবেক। ৪৬৯	৮০৬
———	——— সদর আদালত যে২ মোকদ্দমা তলব করেন তাহার বিষয়ে ঐ বিধি খাটে। ৪৭০	৮০৬
———	——— মেহনতানার ফর্দ্দে সিরিশ্‌তাদার সহী করিবেন। ৪৭১	৮০৬
———	——— ফর্দ্দের পাঠ।	৮০৬
———	——— সামান্যত আসল কাগজ না পাঠাইয়া তাহার নকল পাঠান যাইবেক। আসল কাগজ পাঠাইলে নকল রাখিতে হইবেক। ৪৭২	৮০৭
নজির।	যদি সদর আদালতের সাহেব বোধ করেন যে কোন নজির অন্যথা করা উচিত তবে যাহা কর্ত্তব্য। ৪৫৮ ...	৮০৪
———	এবং একি বিষয়ে বিপরীত নজির দৃষ্ট হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৪৫৯	৮০৪
———	উপরের উক্ত কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা হইলে সদর আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ৪৬০	৮০৪
নমসুট।	মোকদ্দমার অল্প মূল্য ধরণপ্রযুক্ত। তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে। ১৬৯	২১৫
নাওয়ারিস সম্পত্তি।	নীলামের নিমিত্তে নাজিরের কমিসান। ২৬৪	৫৮৪
নাজির।	জিলার আদালতে। কারনাজী প্রমাণ না হইলে তাহারদের হাতহইতে যাহারা পলায় তাহারদের স্থানে প্রাপ্য টাকার বিষয়ে তাহারা দায়ী নহে। ৮৩	১০৭
———	——— তাহারদের শৈথিল্য বা কুক্রিয়াতে যে ক্ষতি হয় তাহার বিষয়ের দাওয়া। ৮৪	১০৭
———	——— দ্বার বন্ধ থাকিলে বলপূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পাবে না। ৮৫	১০৭
———	——— জরীমানা বা ডিক্রীর টাকা আদায়ের জন্যে স্থাবর সম্পত্তির নীলাম করিলে কমিসান পাইবেক না। ৮৬	১০৭
———	——— যে সম্পত্তির নীলামে কমিসান পাইবেক। ৮৭	১০৭
———	——— পাপরের মোকদ্দমায় জামিনের মাতবরীর তহকীক করিবেক। ৮৮	১০৭
———	——— জামিনীর মূল্য বা মাতবরীর বিষয়ে মিথ্যা কহিলে খেসারতের যোগ্য হইবেক। ৮৯ ...	১০৭
———	——— ঐ গতিকে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নম্বরী মোকদ্দমায় নালিশ করিবেক। ৯০	১০৭
———	——— আপনারদের নায়েব মুখ্তা পেয়াদা ইত্যাদি নিযুক্ত করিবেক। ৯১	১০৮
———	——— যাহারদিগকে নিযুক্ত করে তাহারদের সদাচারের বিষয়ে মুচলকা লিখিয়া দিবেক। ৯২ ...	১০৮
———	——— আপনারদের তাবে লোকেরদের সদ্ব্যবহারের জন্যে মুচলকা লিখিয়া দিবেক। ৯৩ ...	১০৮
———	——— আপনারদের অধীন আমলা ও পেয়াদারদিগকে নিযুক্ত করিবেক। ৪৩৩	৮০১
———	——— পাপরেরদের যোত্রহীনতা ও জামিনের মাতবরীর তদারক করিতে নিযুক্ত হইতে পারে। ৪৪৫	১৫৭
———	এদেশীয় বিচারকের আদালতে। প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন নাজির নিযুক্ত করিবেন। ১১৫ ...	১১২
———	——— তাহারা যত টাকার জামিন দিবেক। ১১৬	১১২
———	——— জজ বৎসরে২ জামিন তজবীজ করিবেন। ১১৭	১১২
———	——— মুনসেফ আপন আদালতে নাজির নিযুক্ত করিবেন। ১৩২	১১৩
———	——— তাহারদের মেহনতানা ও জামিনের সংখ্যার বিষয়ি বিধি। ১৩৩	১১৩
———	——— তাহারদের মেহনতানা। ১৩৪	১১৩
———	——— তাহারা যত টাকার জামিন দিবেক। ১৩৫	১১৩
———	——— ছয় মাসে নাজিরেরা যত টাকা পায় জজ তাহার বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। ১৩৬ ...	১১৪
নাবালগ।	কালেক্টর কোন জমীদারকে নাবালগ বলিয়া রিপোর্ট করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৪২	৫০৮
———	——— নাবালগের সম্পত্তির সরবরাহ কার্য্যে দেওয়ানী আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ২২৭	৫৭৯
———	——— সংসারাধ্যক্ষ থাকিলে ঐ সংসারাধ্যক্ষের ও তাহারদের নামে নালিশ হইবেক। ২৩৪ ...	৫৮০
———	——— জমীদারী নীলাম করণের বিষয়ে সংসারাধ্যক্ষের দ্বারা কালেক্টরের নামে নালিশ করিতে পারে। ২৩৫	৫৮০

পৃষ্ঠা।

নাবালগ। যে গতিকে তাহার জমীদারীর বাবৎ কর্জ্জ হইয়াছিল উক্ত হইল তাহা তাহার দিতে হইল না। ২৪০ ... ৫৮০
——— নাবালগের জমীদারীর সরকারী রাজস্ব দেওনার্থে তহসীলদার যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল তাহা ফিরিয়া পাইবেক। ২৪১ ... ... ৫৮০
——— সম্পত্তি রক্ষার জন্যে যে কর্জ্জ হইয়াছিল তাহার বিষয়ে নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে দাবী হইবেক। ২৪৪ ... ৫৮১
নাবালগ। ওয়ার্ডস দেখ।
নাবালগী। যে বয়সপর্য্যন্ত থাকে। ২০৬, ২০৭ ... ... ৫৭৫, ৫৭৬
——— খ্রীষ্টীয়ানের নাবালগী ২১ বৎসরে শেষ হয়। ২০৮ ... ... ৫৭৬
——— হিন্দু স্ত্রী যে সময়ে বয়ঃপ্রাপ্তা হয়। ২০৯ ... ... ৫৭৬
——— নাবালগের মোকদ্দমায় মিযাদের আইনের ওজর হইলে নাবালগী সময় বাদ দেওয়া গেল। ২৫৪ ... ৫৮২
নাম এদেশীয়। ইঙ্গরেজী ভাষায় যে নিয়মমতে লেখা যাইবেক। ৬০৬ ... ... ৮৮
নালিশী আরজী। আরজী দেখ।
নিদর্শন পত্র। তাহা দরপেশ করণের রীতি। ১৮১৪ সা। ১ আ। ১৫ ও ১৬ ধারা মতান্তর হইল। ৫৩৯ ... ... ২৭৬
——— তাহা দাখিল ও প্রমাণ ও চিহ্ন করণের বিষয়ি বিধি। ৫৪০ ... ... ২৭৬
——— দাখিল করণ ও আপীল আদালতে পাঠাওনের সময়ে তাহার অবস্থার বিষয়ে মহাফেজ সর্টিফিকট লিখিবেন। ৫৪১, ৫৪২ ... ... ২৭৬, ২৭৭
——— জজ নিদর্শন অর্থাৎ লিখিত সাক্ষ্য নামঞ্জুর করিলে যেরূপ কার্য্য করিবেন। ৫৪৩ ... ... ২৭৭
——— যে নিদর্শন জাল বোধ হয় তাহা দাখিলকরণিয়া ব্যক্তিকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। ৫৪৪ ... ২৭৭
——— তাহা খোয়া গেলে কিম্বা নকল থাকিলে তাহা দাখিল করিতে হুকুম হইতে পারে। ৫৪৫ ... ... ২৭৭
——— আইনমতে তাহাতে ইষ্টাম্প হইলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক। ৫৪৬ ... ... ২৭৭
——— কম মূল্যের ইষ্টাম্পের নিদর্শনের উপর বাকী খাজানার দাওয়া হইলে তাহা ডিসমিস হইবেক। ৫৪৭ ... ২৭৭
——— নির্কপিত ইষ্টাম্প না থাকিলে তাহা গ্রাহ্য হইবেক না। ৫৪৮ .. .. ২৭৮
——— ইনশালবেণ্ট আদালতসম্পর্কীয় নিদর্শন ইষ্টাম্প বিনা গ্রাহ্য হইবেক। ৫৪৯ ... ... ২৭৮
——— কলিকাতায় শাদা কাগজে লিখিত বণ্ড আসামী স্বীকার করিলেও ইষ্টাম্প হওনের জন্যে ফিরিয়া দেওয়া গেল। ৫৫০ ... ... ২৭৮
——— সদর আমীনের আদালতের নিদর্শন। ৩৩২
——— মুনসেফের আদালতের। তাহা দাখিল করিবার দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই। ৮৪৫ ৩২৩
——— ——— নিদর্শনের উপর কোন রসুম নাই। উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত না হইলে কোন নিদর্শন গ্রাহ্য হইবেক না। ৮৪৬ ... ... ৩২৪
——— ——— অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিত হইলে মুনসেফ জজের নিকটে রিপোর্ট করিবেন। ৮৪৭ ৩২৪
——— ——— তাহাতে দস্তখৎ ও তারিখ ও চিহ্ন থাকিবেক। কবকাবী ও ডিক্রীতে যেরূপ বর্ণনা করা যাইবেক। ৮৪৮ ... ... ৩২৪
——— ——— এদেশীয় খাতা বহীর তদারক করিতে হইলে যাহার দ্বারা করা যাইবেক। ৮৪৯ ... ৩২৪
নিমকের আইন। উল্লঙ্ঘন হইলে সাক্ষিরদিগকে যেরূপে হাজির করিতে হইবেক। ১২৮ ... ... ৩৯১
——— যে অপরাধিরা এজেণ্টের হুকুম এড়াইয়াছে তাহারদিগকে গ্রেফ্তার করণে জজ সাহায্য করিবেন। ১২৯ ... ৩৯১
——— এজেণ্ট মাজিস্ট্রেটস্বরূপ নিমকের আইন উল্লঙ্ঘনকারি ব্যক্তিরদিগকে গ্রেফ্তার করিতে পারেন। ১৩০ ... ৩৯১
——— একতরফা মোকদ্দমা জজের নিকটে অর্পণ হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ১৩১ ... ... ৩৯২
——— যে২ গতিকে জজের হুকুম চূড়ান্ত হইবেক। ১৩২, ১৩৪ ... ... ৩৯২
——— উক্ত বিধি মতান্তর হইল। ১৩৩ ... ... ৩৯২
——— যে২ গতিকে সদর আদালত জজকে আপনার কার্য্যের পুনর্ব্বিচার করণের হুকুম দিতে পারেন। ১৩৪ ৩৯২
——— জজ নিষ্পত্তি করিলে পর যাহা করিবেন। ১৩৫ ... ... ৩৯৩
——— নিমকী আইন উল্লঙ্ঘনের জরীমানার পরিবর্ত্তে কয়েদ হইতে পারে। ১৩৬ ... ... ৩৯৩
——— যাহারদিগকে জজ নির্দ্দোষী করেন তাহারা খালাস হইবেক। নিমকও খালাস হইবেক। ১৩৭ ... ৩৯৩
——— নিমকের আইন উল্লঙ্ঘনের অপরাধের যেরূপে বিচার হইবেক। ১৩৮ ... ... ৩৯৩
——— ঐ আইন উল্লঙ্ঘনের জমীমানা বোর্ড ক্ষমা করিতে পারেন। ১৩৯ ... ... ৩৯৪

পৃষ্ঠা।
নিমকের আইন। যে গতিকে এজেণ্ট ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট চূড়ান্ত হুকুম করিতে পারেন। ১৪০ ... ... ৩৯৪
——— জজের উসুলকরা জরীমানা লইয়া যাহা করিতে হইবেক। ১৪১ ... ... ৩৯৪
——— জরীমানা ক্ষমা করণের দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ১৪২ ... ... ৩৯৪
——— ঐ ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। ১৪৩—১৪৬ ... ... ৩৯৪, ৩৯৫
——— এজেণ্ট ও সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টেরদের নির্দ্দোষ ও খালাস করণের হুকুম দিতে ক্ষমতা আছে। ১৪৭ ... ৩৯৫
——— যে মোকদ্দমার বিষয়ে ১৮১৯ সালের ১০ আইনে বিধি নাই তাহা দেওয়ানী আদালতে অর্পণ হইবেক। ১৪৯ ৩৯৫
নিমকের আমলা। তাহারদের নামে নালিশ উপস্থিত করণের বিধি। ৮০ ... ... ৩৮২
নিমকের এজেণ্ট। তাঁহারদের অধীন ব্যক্তিরদের নামে নালিশ হইলে তাঁহারা জওয়াব দিতে পারেন। ৩৩ ... ৩৭৩
——— পূর্ব্বের এজেণ্টের কর্ম্মের জন্যে বর্ত্তমান এজেণ্টের নামে নালিশ হইবেক না। ৩৪ ... ... ৩৭৩
——— তাঁহারদের ও তাঁহারদের আসিষ্টাণ্টের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতের হুকুম। ৩৬, ৩৭ ... ... ৩৭৩
——— তাঁহারদের বিরুদ্ধে জবরদস্তীর বিষয়ে নালিশ হইলে যেরূপ প্রতিকার হইবেক। ৯০ ... ... ৩৮৫
——— জবরদস্তীর বিষয়ে তাঁহারদের আমলার নামে নালিশ হইলে যেরূপে প্রতিকার করা যাইবেক। ৯১ ... ৩৮৫
——— তাঁহারদের অধীন চাকরেরদের অন্যায়াচরণের বিষয়ে আমলারা যেপর্য্যন্ত দায়ী। ৯২ ... ... ৩৮৬
নিমকের খালাড়ী বিনানুমতিতে স্থাপন। স্থাপনের বিষয়ে এত্তেলা না দেওনের জরীমানা। ১০৮ ... ... ৩৮৮
——— ঐ জরীমানার বিষয়ে নমরী মোকদ্দমা হইতে পারে না। ১০৯ ... ... ৩৮৮
——— জজের হুকুমের উপর আপীল কেবল বিশেষ কারণে গ্রাহ্য হইতে পারে। ১১০ ... . ৩৮৮
——— জমীদার আপনার ভূমির ইজারা দিলে সেই প্রকার খালাড়ী স্থাপনের ঝুঁকীহইতে মুক্ত হয় না। ১১১ ... ৩৮৮
——— দেওয়ানী আদালত নিরূপিত জরীমানা ক্ষমাইতে পারেন না। ১১২ ... ... ৩৮৮
——— ঐ জরীমানা অপরাধির উত্তরাধিকারির স্থানে উসুল হইতে পারে না। ১১৩ ... ... ৩৮৯
——— প্রত্যেক অংশী সম্পূর্ণ জরীমানার বিষয়ে দায়ী। ১১৪ ... ... ৩৮৯
——— আদালতে বিচার না হইলেও দোষীকৃতহওন ব্যর্থ হয় না। ১১৫ ... ... ৩৮৯
নিমকের গোলা ক্লোক। ক্লোক দেখ।
নিমকের চর। চাঁচন আইনক্রমে অপরাধ নহে। ১০৪ ... ... ৩৮৭
——— বেআইনীমতে তাহার কৃষি করণের জরীমানা যেরূপে আদায় হইবেক। ১০৫ ... ... ৩৮৭
——— বিনানুমতিতে নিমকের চরে কৃষি করণের নিষেধ। ১১৪ ... ... ৩৯৮
নিমকের চালান। লবণ রক্ষা করণার্থে রওয়ানা যেমন প্রবল তেমন চালান। ১০৬ ... ... ৩৮৭
——— তাহার দাওয়া হইলে তাহা দেখাইতে হইবেক। ১০৭ ... ... ৩৮৮
নিমকের চৌকী। চৌকী ও আমলার নামের ফর্দ্দ আদালতে দিতে হইবেক। ৮১ ... ... ৩৮৩
——— চৌকীর আমলার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করণ। ৮২ ... ... ৩৮৩
——— চৌকীর আমলারদের সাক্ষিস্বরূপ হাজির হওনের হুকুম। ৮৩ ... . ৩৮৩
——— তাহারদের প্রতিকূলে যেরূপে ডিক্রী জারী হইবেক। ৮৮ ... ... ৩৮৪
নিমকের জব্দ। জব্দ দেখ।
নিমকের বন্দোবস্তকারী। জবরদস্তী করণের নিষেধ। ৯৩ ... ... ৩৮৬
——— মলঙ্গীরা জবরদস্তীর বিষয়ে নালিশ করিলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ৯৪ ... ... ৩৮৬
নিমকের বোর্ড অর্থাৎ সাল্ট বোর্ড। আইনে যে দণ্ড নিরূপণ আছে তাহা না দেওনের বিষয়ে সাল্ট বোর্ডের সরকুলর অর্ডর ধরিয়া ওজর করা যাইতে পারে না। ১০৩ ... . ৩৮৭
নিমকের মহাল। তাহার বিষয়ে জমীদার ও সরকারের স্বত্ব নির্ণয়ের বিধি। ১৫০ ... . ৩৯৫
——— খালাড়ীর খাজানা আদৌ যে নিয়মে ক্ষমা করা গিয়াছিল। ১৫১ ... . ৩৯৬
——— ঐ ক্ষমা মোকররী হইল। ১৫২ ... ... ৩৯৬
——— কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হুকুম বিনা খাজানার আর ক্ষমা হইবেক না। ১৫৩ ... ... ৩৯৬
——— খালাড়ীর কেরায়ার বিষয়ে জমীদারেরদের দাওয়ার যেরূপে সমাধা হইবেক। ১৫৪ ... ... ৩৯৬
——— মলঙ্গীরদের স্থানে খালাড়ীর খাজানা আর আদায় হইবেক না। বর্জ্জনীয় কথা। ১৫৫ ... ... ৩৯৬
——— জ্বালানি কাষ্ঠ কাটনের কর রহিত হইল। ১৫৬ ... ... ৩৯৬
——— উত্তর কালে নিমকের বন্দোবস্তে নিমকী ভূমির বিষয়ে যাহা লেখা থাকিবেক। ১৫৭ ... ... ৩৯৬

পৃষ্ঠা।

নিমকের মহাল। নিষ্কর ভূমির মালিকী স্বত্ব যাহার তাহা এজেণ্ট সাহেব নির্দ্দিষ্ট করিবেন। ১৫৮ ... ... ৩৯৭
——— যে ভূমি এজেণ্ট নিষ্কররূপে ধার্য্য করিতেছেন বোধ হইবেক। ১৫৯ ... ... ৩৯৭
——— যে ভূমি সরকারের বোধ হইবেক। ১৬০ ... ... ৩৯৭
——— যে ভূমি সাধারণ ব্যক্তিরদের বোধ করা যাইবেক। ১৬১ ... ... ৩৯৭
——— জমীদারেরা যে ভূমির দাওয়া করেন তাহা সরকারের বোধ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৬২ ... ... ৩৯৭
——— ঐ২ ভূমির বিষয়ের উপস্থিত দাওয়ার যেরূপে নিষ্পত্তি হইবেক। ১৬৩ ... ... ৩৯৮
নিমকের মাসুল চুরী করণ। হাসিলের আমলারা তাহার বিষয়ে জানিয়া শুনিয়া চুপ করিয়া থাকনের দণ্ড। ১৪৮ ... ৩৯৫
নিমকের সিরিশ্‌তা। তাহার আমলার নামে সরকারী কার্য্যের বিষয়ের নালিশ যেরূপে শুননি ও নিষ্পত্তি হইবেক। ৭—১১ ... ... ৩৬৮, ৩৬৯
——— ঐ সিরিশ্‌তায় নিযুক্ত ব্যক্তিরা যেরূপে জামিন দিবেক। ৮৪ ... ... ৩৮৩
——— তাহারদের উপর যেরূপে এত্তেলা বা সমন জারী হইবেক। ৮৫ ... ... ৩৮৩
——— যে অপরাধে জামিন লওয়া যায় সেই অপরাধের বিষয়ে তাহারদের নামে নালিশ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৮৬ ... ... ৩৮৪
——— ঐ সিরিশ্‌তায় নিযুক্ত ব্যক্তিরদের প্রতিকূলে যেরূপে ডিক্রী জারী হইবেক। ৮৭ ... ... ৩৮৪
——— তাহার বিষয়ে বিশেষ বিধি। ৮৯ ... ... ৩৮৫
——— ১৮০৮ সালের ৯ আইনের ৩৮ ধারা নিমকের আমলার বিষয়ে খাটে না। ৯৫ ... ... ৩৮৬
নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ ১০০/ বিঘার মধ্যে। ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে এইরূপ যে ভূমি হস্তান্তর হইয়াছিল তাহার খাজানা কাহার। ২৭৫ ... ... ৪১৫
——— সেই প্রকার ভূমির বাজেয় নির্ণয় করণের বিধি। ২৭৬ ... ... ৪১৬
——— ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বরের পর সেইরূপ ভূমির দান অসিদ্ধ। ২৭৭ ... ... ৪১৬
——— সরবরাহকারেরা ১০ ধারার লিখিত ভূম্যধিকারিরদের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবেন। ২৭৭ ... ৪১৬
——— ভূম্যধিকারী ও ইজারদার সেই ভূমির উপর খাজানা যেরূপে আদায় করিতে পারেন। ২৭৮ ... ৪১৬
——— জমীদারী খাসতহসীলে থাকিলে খাজানার বিষয়ে যে নালিশ করিতে পারে। ২৭৮ ... ... ৪১৬
——— কৃত্রিম সনদ এবং প্রকৃত তারিখের পূর্ব্বের লিখিত সনদ অসিদ্ধ। ২৭৯ ... ... ৪১৭
——— ১০০/ বিঘার কম যে ভূমি দুই বা ততোধিক সনদের দ্বারা হস্তান্তর হইয়াছিল তাহার বিষয়ে এক বা ততোধিক নালিশ। ২৮০ ... ... ৪১৭
——— এই প্রকার সকল মোকদ্দমা কালেক্‌টরের নিকটে অর্পণ করিতে হইবেক। ২৮১ ... ... ৪১৭
——— সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে হইবেক না। ২৮২ ... ... ৪১৭
——— নিষ্কর ভূমির দাওয়া যে ব্যক্তি করে প্রমাণ দিবার ভার তাহার উপর থাকিবেক। ২৮৩ ... ... ৪১৭
——— ফরিয়াদী কালেক্‌টরের আমলা হওনপ্রযুক্ত তিনি তাহার নালিশ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ২৮৪ ... ৪১৭
——— যে মোকদ্দমায় সনদের সিদ্ধতার বিষয়ে বিরোধ নাই তাহা কালেক্‌টরের নিকটে অর্পণ হইবেক না। ২৮৫ ৪১৭
——— যে মোকদ্দমা কেবল দেওয়ানী আদালতের বিচার্য্য এবং যাহা কালেক্‌টরকে অর্পণীয় তাহার ভাব। ২৮৬ ৪১৭
——— কালেক্‌টর মোকদ্দমা আপনার বিচার্য্য নহে বলিয়া তাহা ফিরিয়া দিলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৮৭ ... ৪১৮
——— লাখেরাজ ভূমির বিষয়ি সকল মোকদ্দমা কালেক্‌টরের বিচার্য্য। ২৮৮ ... ... ৪১৮
——— কালেক্‌টরের নিকটে অর্পণ না হইয়া সেইপ্রকার মোকদ্দমা অধস্থ আদালতে বিচার হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৮৯ ... ... ৪১৮
——— প্রধান সদর আমীন আপীলের সময়ে সেই মোকদ্দমা কালেক্‌টরের নিকটে অর্পণের যোগ্য দেখিলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৯০ ... ... ৪১৮
——— এইরূপ ভূমির বিষয়ের এবং সীমাসরহদ্দের বিষয়ের মোকদ্দমার প্রভেদ। ২৯১ ... ... ৪১৮
——— নিষ্কররূপে ভূমি ধার্য্য করণের বা নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করণের সকল মোকদ্দমা কালেক্‌টরের নিকটে অর্পণ হইবেক। ২৯২ ... ... ৪১৮
——— উপস্থিত থাকা এইরূপ সকল মোকদ্দমা কালেক্‌টরকে অর্পণ হইবেক। ২৯৩ ... ... ৪১৮
——— জমীদার ভূমি বাজেয়াপ্তের নালিশ করিলে কেবল সনদের সিদ্ধতার বিচার হইবেক। ২৯৪ ... ... ৪১৯
——— সেই প্রকার মোকদ্দমার মূল্য। ২৯৫ ... ... ৪১৯

পৃষ্ঠা।

নিষ্কর ভূমি অর্থাৎ ১০০৲ বিঘার মধ্যে। সেইরূপ ভূমির খাজানার নালিশ প্রথমে কালেক্টরের নিকটে অর্পণ করা যাইতে পারে। ২৯৬ ... ... ৪১৯

——— কালেক্টরের নিকটে সেইরূপ মোকদ্দমা অর্পণ হইলে বা নালিশ হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ২৯৭—২৯৯ ৪১৯

——— আসামী সাত দিনের মধ্যে জওয়াব দিবেক। ৩০০ ... ... ৪২০

——— আর কোন সওয়াল জওয়াবের আবশ্যক নাই। মোকদ্দমা শুনানির আট দিনের এত্তেলা। ৩০০ ... ৪২০

——— নম্বরী মোকদ্দমার মত এই মোকদ্দমায় ইষ্টাম্প কাগজ লাগিবেক। ৩০১ ... ... ৪২০

——— নালিশী আরজীর ইষ্টাম্পের মূল্য। ৩০২ ... ... ৪২০

——— ১৮২৮ সালের ৩ আইন ও ১৮১৯ সালের ২ আইনঅনুসারে মোকদ্দমার প্রভেদ। ৩০৩ ... ... ৪২০

——— সরকারের খরীদী জমীদারীতে এইরূপ ভূমি বাজেয়াপ্ত করণের মোকদ্দমা যে স্থলে হইবেক। ৩০৪ ... ৪২০

——— সেইরূপ মোকদ্দমায় ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক নাই। ৩০৫ ... ... ৪২১

——— কালেক্টর আপনার মত লিখিয়া কাগজপত্র আদালতে ফিরিয়া দিবেন। ৩০৬ ... ... ৪২১

——— মোকদ্দমা এইরূপ ফিরিয়া আইলে অর্পণ না হইলে যেরূপ হইত সেইরূপ বিচার হইবেক। ৩০৭ ... ৪২১

——— কালেক্টর রিপোর্ট বিনা মোকদ্দমা ফিরিয়া দিলে তাহার রিপোর্টের জন্যে তাঁহার নিকটে ফিরিয়া পাঠান গেল। ৩০৮ ... ... ৪২১

——— কালেক্টর ঐ কার্য্য আপন আসিষ্টাণ্টকে অর্পণ করিতে পারেন না। ৩০৯ ... ... ৪২১

——— কালেক্টর ঐ মোকদ্দমার বিষয়ের রিপোর্ট করিলে তৎপরে জজস্বরূপ তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারেন। ৩১০ ৪২২

——— কালেক্টর আপনার কর্ম্মের শৈথিল্য করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩১১ ... ... ৪২২

——— কালেক্টর রিপোর্ট করিলে এবং জজ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলে তাহার উপর নম্বরী আপীল হইতে পারে। ৩১২ ... ... ৪২২

——— কালেক্টরের নিকটে অর্পণ বিনা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে ইহা আপীলক্রমে দৃষ্ট হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩১৩ ... ... ৪২২

——— কালেক্টরের নিকটে একেবারে যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে পাপরস্বরূপ তাহার নিষ্পত্তির উপর আপীল হইতে পারে। ৩১৪ ... ... ৪২২

——— কালেক্টরের রিপোর্ট হইলে যদি সদর আমীনের নিকটে মোকদ্দমা অর্পণ হয় তবে খাস আপীল হইতে পারে। ৩১৫ ... ... ৪২২

——— কালেক্টরের নিকটে মোকদ্দমা প্রথমে উপস্থিত হইলে জিলার জজের নিকটে আপীল হইতে পারে। ৩১৬ ৪২২

——— যে নিষ্পত্তির উপর আপীল হয় তাহার নকল পাইবার জন্যে যে সময় লাগে তাহা গণ্য দেওয়া যাইবেক না। ৩১৭ ... ... ৪২৩

——— আপীল কিপর্য্যন্ত সরাসরী এবং কিপর্য্যন্ত নম্বরী জ্ঞান হইবেক। ৩১৮ ... ... ৪২৩

——— এই আপীল নম্বরী জ্ঞান হইবেক। ৩১৯ ... ... ৪২৩

——— এই নম্বরী আপীলের ইষ্টাম্পের মাসুল। ৩২০ ... ... ৪২৩

——— যে বিধির অনুসারে আপীলের নিষ্পত্তি হইবেক। ৩২১ ... . ৪২৩

——— কালেক্টরের কারকারী জজ তলব করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন। ৩২২ ... ... ৪২৩

——— জিলার আদালতের নিষ্পত্তির উপর নম্বরী আপীল হইতে পারে। ৩২৩ ... ... ৪২৩

——— যে গতিকে কালেক্টর সকল রোয়দাদ বোর্ডে অর্পণ করিবেন। ৩২৪ ... ... ৪২৪

——— যাহারা বোর্ডের নিষ্পত্তিতে নারাজ তাহারা দেওয়ানী আদালতে আপীল করিতে পাবে। ৩২৪ ... ৪২৪

——— এই রূপ আপীল না হইলে রাজস্বের কর্ম্মকারকের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত। ৩২৫ ... ... ৪২৪

——— জামিন না দেওয়া গেলে আপীল হইলেও দেওয়ানী আদালত বোর্ডের নিষ্পত্তি জারী করিবেন। ৩২৬ ... ৪২৪

——— কেবল দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল হইতে পারে। ৩২৭ ... ... ৪২৪

——— খাস আপীল কেবল সদর আদালতে হইতে পারে। ৩২৮ ... ... ৪২৫

——— এই প্রকার মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না। ৩২৯ ... ... ৪২৫

——— মুনসেফের নিকটে অর্পণ হইতে পারে না। ৩৩০ ... ... ৪২৫

——— কিন্তু প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণ হইতে পারে। ৩৩১ ... ... ৪২৫

——— এইরূপ মোকদ্দমা রিপোর্টের জন্যে কালেক্টরের নিকটে পাঠান যাইবেক। ৩৩২ ... ... ৪২৫

পৃষ্ঠা।

নীলের মোকদ্দমা। ভূমির উপস্বত্বের উপর নীলের দাদনীকরণিয়া ব্যক্তির যে স্বত্ব আছে। ২৯৮ ... ... ৫০০

——— এক নীলকরের সঙ্গে রাইয়ত যে গাছের বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়াছে সেই গাছ অন্য নীলকর কাটিতে উদ্যত হওনের মোকদ্দমা। ২৯৯ ... ... ৫০০

——— সময়ক্রমে যে ব্যক্তি কুঠীর মালিক হন তিনি সাবেক মালিকের স্বলাভিষিক্ত। ৩০০ ... ... ৫০০

——— নীলকর দাদন দিলে রাইয়ত যদি অন্যকে গাছ দিতে উদ্যত হয় তবে যাহা কর্ত্তব্য। ৩০১ ... ... ৫০১

——— রাইয়তকে এত্তেলানামা দিতে হইবেক। ৩০২, ৩০৩ ... ... ৫০১

——— যেরূপে সমন জারী হইবেক এবং দাওয়ার এত্তেলা যেরূপে দেওয়া যাইবেক। ৩০৪ ... ... ৫০১

——— আসামী বা অন্য দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে মোকদ্দমা সাক্ষ্যক্রমে একতরফা নিষ্পত্তি হইবেক। ৩০৫ ৫০১

——— যে গতিকে উৎপন্নের স্বত্ব ফরিয়াদীর হইবেক। ৩০৬ ... ... ৫০১

——— দাওয়া অমূলক বোধ হইলে ফরিয়াদী সকল খরচা ও খেসারৎ দিবেক। ৩০৭ ... ... ৫০২

——— আসামী ও ফরিয়াদীর জোবানবন্দী। আসামীর পক্ষে ডিক্রী হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ। ৩০৮ ... ৫০২

——— যে গতিকে তৃতীয় ব্যক্তিকে এত্তেলা দেওয়া যাইবেক এবং তাহারদের দাওয়ার বিচার হইবেক। ৩০৯ ... ৫০২

——— আসামী জেলখানায় কয়েদ হইবেক না এবং অনাবশ্যক মতে আটক হইবেক না। ৩১০ ... ... ৫০২

——— নীলকর রাইয়তকে তলব করিতে এবং হাজির করাইতে পারেন না। ৩১১ ... ... ৫০২

——— কোন ব্যক্তি রাইয়তকে আপনার বন্দোবস্ত লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্তি দিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩১২ ... ... ৫০২

——— কর্জ পরিশোধের জন্যে বা বন্দোবস্ত প্রতিপালনের জন্যে যে কর্ম্ম হয় তাহার বিষয়ে নালিশ হইতে পারে না। ৩১৩ ... ... ৫০২

——— নীলকর দাদন দিলে অন্য যে নীলকর ফসল আটক করেন তাঁহার নামে নালিশ করিতে পারেন না। ৩১৪ ৫০৩

——— নীলবিষয়ক বিরোধে মাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপ। ৩১৬ ... ... ৫০৩

——— নীলকর আপনার চাকরের দ্বারা রাইয়তের ভূমিতে কৃষি করিতে পারেন না। ৩১৮ ... ... ৫০৩

——— যেখানে কোন চাতুরী বা ফেরেবী নাই সেখানে নমুনী মোকদ্দমায় যে দণ্ড হইবেক তাহা। ৩১৯ ... ৫০৩

——— বন্দোবস্ত প্রতিপালন না করণের ঊর্দ্ধসংখ্যক দণ্ড। ৩২০ ... ... ৫০৩

——— ১৮২৩ সালের ৬ আইন এবং ১৮৩৬ সালের ১০ আইনমতে নমুনী মোকদ্দমা মুনসেফের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। ৩২৬ ... ... ৫০৪

——— গাছের দখল। সরাসরী বিচার সময়ে যে গতিকে গাছের দখল দেওয়ান যাইতে পারে। যে বন্দোবস্ত করা যাইবেক। ৩২৭ ... ... ৫০৫

——— ——— যাহাকে দখল দিবার হুকুম হয় সে জামিন না দিলে গাছ কাটিতে পাবে না। ৩২৮ ... ৫০৫

——— ——— গাছের দখলের দরখাস্তকারিরদের বন্দোবস্ত সরাসরীমতে জারী হইতে পারে। ৩২৯ ... ৫০৫

——— ——— ভিন্ন নীলকর গাছ কাটিতে উদ্যত আছেন রাইয়ত এইরূপ নালিশ করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩০ ৫০৫

——— ——— যে গতিকে ক্ষেত্রে চৌকী দিতে এবং গাছ স্থানান্তরে লইতে নিবারণের ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে। ৩৩১ ... ... ৫০৬

——— ——— যে নীলকর গাছ কাটিয়া লইয়া যান তিনি জমীদারের খাজানার বাকীর বিষয়ে দায়ী। ৩৩২ ৫০৬

——— ইষ্টাম্প এবং বিবিধ বিধি। নীলের বন্দোবস্তে ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক। ৩৩৩ ... ... ৫০৬

——— ——— তত টাকার রঙের তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজ লাগিবেক। ৩৩৪ ... ... ৫০৬

——— ——— ঐ দলীলে অনেক ব্যক্তি বা কর্ম্মের বিষয় হইলে অসিদ্ধ নহে। ৩৩৫ ... ... ৫০৬

——— ——— নীলগাছ নষ্টকারিরদের বিষয়ে যে উদ্যোগ হইবেক। ৩৩৬ ... ... ৫০৭

——— ——— নীলের বন্দোবস্তহইতে যাহারা খালাস হইতে চাহে তাহারদের যাহা কর্ত্তব্য। জজের যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩৭ ... ... ৫০৭

——— ——— নীলকর বাকী টাকা লইতে স্বীকার না করিলে জজের যাহা কর্ত্তব্য। ৩৩৮ ... ... ৫০৭

——— ——— যে সময়ে রাইয়ত আপনার হিসাবের নিষ্পত্তির দাওয়া করিতে পারে। ৩৪০ ... ৫০৭

——— ——— বন্দোবস্ত নিবৃত্ত করিতে রাইয়ত যে দরখাস্ত করে তাহার সরাসরী মোকদ্দমা রাজস্বের কর্ম্মকারকের প্রতি অর্পণ হইতে পারে না। ৩৪২ ... ... ৫০৮

নীলের সরাসরী মোকদ্দমা। বন্দোবস্ত খেলাফের বিষয়ে নীলকর সরাসরী বা নমুনী মোকদ্দমা করিতে পারেন। ৩১৫ ৫০৩

——— নীলকর সরাসরী নালিশ করিলে আসামীর যে টাকা দিতে হইবেক। ৩১৭ ... ... ৫০৩

		পৃষ্ঠা।
নীলের সরাসরী মোকদ্দমা।	সরাসরী বিচার যেরূপে ও যাঁহার দ্বারা হইবেক। ৩২১	৫০৪
———	১৮০৫ সা। ২ আইনের বিধি ১৮২৩ সা। ৬ আইনের নীলের মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে। ৩২২ ...	৫০৪
———	এই সরাসরী মোকদ্দমা কালেক্টরের নিকটে বিচার ও নিষ্পত্তির জন্যে অর্পণ হইতে পারে। ৩২৩ ...	৫০৪
———	এইরূপ সরাসরী বা নয়রী মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। ৩২৪	৫০৪
———	রাইয়তেরা হিসাব নিষ্পত্তির দরখাস্ত করিলে জিলার জজ সরাসরীরূপে কার্য্য করিতে পারেন না। ৩২৯	৫০৭
———	প্রধান সদর আমীন বা সদর আমীন যে সরাসরী নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর আপীল হইতে পারে না। ৩২৫	৫০৪
নীলাম।	বাকী রাজস্বের জন্যে। যে আইন রদ হইল। ২	৮০৯
———	সুদ বা জরীমানার দাওয়া হইতে পারে না। ৩	৮০৯
———	যাহা রাজস্বের বাকী বোধ হইবেক। ৫	৮০৯
———	নীলামবিষয়ক নূতন আইন কেবল সরকারী রাজস্বের বাকী বা বাকীর ন্যায় যে দাওয়া আদায় হইতে পারে তাহার বিষয়ে খাটে। ৬	৮০৯
———	ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হওনা প্রত্যেক জিলার বাকীপড়া মহালের নীলামের দিন সদর বোর্ড নির্দ্দিষ্ট করিয়া জানাইবেন। ৭	৮০৯
———	নূতন এত্তেলা না হইলে ঐ দিবসের ফেরফার হইবেক না। ৭	৮১০
———	নীলামের ইশ্তিহারের পাঠ। ৮	৮১০
———	বারাণসে ও ইস্তমরারী জমা ধার্য্য না হওয়া জিলার নীলামের বিষয়ে বিধি। ৯	৮১১
———	এত্তেলা বিনা ছয় প্রকার রাজস্বের বাকীর জন্যে মহাল নীলাম হইবেক না। তাহার বেওরা। ১০ ...	৮১১
———	ঐ এত্তেলা আদালতে প্রেরণ করণ বা লট্‌কাওনের বিলম্ব হইবেক না। ১১	৮১১
———	কালেক্টর নীলামের রীতি ও স্থানের এত্তেলা দিবেন। মহাল নিতান্ত নীলাম হইবেক। নীলামের শেষ দিবসের সূর্য্যাস্তের পর টাকা দিবার প্রস্তাব হইলে তাহা লওয়া যাইবেক না। ১১	৮১১
———	যে ভাষায় এত্তেলা দেওয়া যাইবেক। তাহার পাঠ। ১৩	৮১২
———	বাঙ্গলা ভাষায় এত্তেলা একেবারে শ্রীরামপুরে পাঠাইতে হইবেক। ১৪	৮১২
———	সেইরূপ এত্তেলা হইলে বাকীদারকে খাজানা দিতে রাইয়তের প্রতি নিষেধের ঘোষণা হইবেক। ১৫ ..	৮১২
———	খাজানা কম করণ বা ক্ষমা করণের কোন দাওয়া হইলে নীলাম নিবারণ বা অসিদ্ধ হইবেক না। বর্জ্জনীয় কথা। ১৬	৮১২
———	*জমীদার ছাড়া কোন ব্যক্তি নীলাম স্থগিত করণার্থ দিন থাকিতে খাজানা আমানৎ করিতে পারে। সেই আমানতের বিষয়ি বিধি।* ১৭	৮১২
———	যে মহাল বাকীর জন্যে নীলাম হইতে পারে না। ১৮	৮১৩
———	কালেক্টর ও কমিস্যনর বিশেষ কারণে মহালের নীলাম নিবারণ করিতে পারেন। ১৯	৮১৩
———	যে স্থানে নীলাম হইবেক। ২০	৮১৩
———	অচিন্তিত ডেপুটী কালেক্টরের নীলাম করণের ক্ষমতার বিষয়ি বিধি। ২১	৮১৭
———	গবর্ণমেণ্টের বিশেষ হুকুম না হইলে তাঁহারা নীলাম করিতে পারেন না। ২২	৮১৩
———	যখন কমিস্যনর অত্যাবশ্যক গতিকে অচিন্তিত ডেপুটী কালেক্টরকে নীলাম করণের হুকুম দেন তখন সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। ২৩	৮১৪
———	কালেক্টর পীড়া বা কারণান্তরে নীলাম আরম্ভ বা শেষ করিতে না পারিলে তৎপর দিবসপর্য্যন্ত টাকা স্থগিত করিতে পারেন। ২৪	৮১৪
———	যে ক্রমে মহাল নীলাম হইবেক। বর্জ্জনীয় কথা। ২৫	৮১৪
———	খরীদার হস্ত টাকা আমানৎ করিবেক। টাকা না দেওনের দণ্ড। ২৬	৮১৪
———	কোম্পানির কাগজ যে মূল্যে আমানৎস্বরূপ লওয়া যাইবেক। ২৭	৮১৪
———	খরীদের শেষ টাকা যে সময়ে দিতে হইবেক। কসুরের দণ্ড। পুনর্নীলামের রীতি। আসল ভূম্যধিকারী টাকা দিবার প্রস্তাব করিলে পুনর্নীলাম হইতে পারে না। ২৮	৮১৪
———	১৫ দিনের মধ্যে কমিস্যনর আপীল লইতে ও নীলাম অন্যথা করিতে ও ক্ষতিপূরণ করিতে পারেন। ২৯	৮১৫

পৃষ্ঠা।

নীলাম। বাকী রাজস্বের জন্যে। অন্যায়াচরণ হইলে কমিস্যনর হুকুম না করিয়া সোর্ডে অর্পণ করিতে পারেন। ৩০ ৮১৫
——— নীলাম যে সময়ে চূড়ান্ত হইবেক। ৩১ ... ... ৮১৫
——— কালেক্টর খরীদারকে সর্টিফিকট দিবেন। তাহার পাঠ। নানা কাছারীতে যাহা ঘোষণা করিতে হইবেক। ৩২ ... ... ৮১৫
——— খরীদের টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবেক। ৩২ ... ... ৮১৫
——— বেনামী খরীদের নিষেধ রহিত হইল। ৩৩ ... ... ৮১৬
——— এক নালিশ ১৮৪৫ সা। ১ আ। ২১ ধারার বিপরীত হওয়াপ্রযুক্ত ডিসমিস হইল। ৩৪ ... ... ৮১৬
——— কমিস্যনরের দ্বারা নীলাম অন্যথা হইলে তাহা যেরূপে কালেক্টরকে জানান যাইবেক। খরীদের টাকা সুদসমেত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৩৫ ... ... ৮১৬
——— যে ব্যক্তি মালিকস্বরূপ সর্টিফিকট পাইয়াছে সেই ব্যক্তি যে তারিখঅবধি রাজস্বের বিষয়ে দায়ী হইবেক। ৩৬ ... ... ৮১৬
——— নীলাম এই আইনের বিরুদ্ধে না হইলে দেওয়ানী আদালত তাহা অন্যথা করিতে পারেন না। ৩৭ .. ৮১৭
——— যে ব্যক্তি খরীদের টাকার কোন অংশ পাইয়াছে সেই ব্যক্তি নীলামের বিষয়ে বিরোধ করিতে পারে না। ৩৭ ... ... ৮১৭
——— নীলামেতে যাহার ক্ষতি হইয়াছে সেই ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের দাওয়া করিতে পাবে। ৩৭ ... ... ৮১৭
——— দেওয়ানী আদালতের দ্বারা নীলাম অন্যথা হইলে খরীদের টাকা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৩৮ ... ৮১৭
——— খরীদার সকল দায়বিনা জমীদারী প্রাপ্ত হয়। ৩৯ ... ... ৮১৭
——— বিশেষ পাঁচ গতিকছাড়া খরীদার রাইয়তেরদের খাজানা বাড়াইতে ও তাঁহারদিগকে বেদখল করিতে পারে। ৩৯ ... . ৮১৭
——— শেষ বন্দোবস্তের পর যে সকল দায ঘটিয়াছে তাহা ছাড়া খরীদার মহাল প্রাপ্ত হয়। এবং তৎপরে হওনা সকল পাট্টা ও বন্দোবস্ত রদ করিতে পারে। ৪০ ... ... ৮১৮
——— বেশী খাজানা দাওয়া করণের নিষেধ। ৪০ ... ... ৮১৮
——— নীলামের পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান পাট্টা ও বন্দোবস্ত বজায় রাখিয়া নীলাম করণের হুকুম করিতে পারেন। ৪১ ... ... ৮১৮
——— মহাল একবার দায়যুক্ত নীলাম হইলে তৎপরে দাযবিনা নীলাম হইতে পাবে। ৪১ ... ... ৮১৮
——— বাঁটওয়ারাক্রমে শরীক বিনা কোন অধিকারী পুনরায় খরীদ করিলে সকল দায় বজায় থাকিবেক। ৪১ ... ৮১৯
——— যে মহালের উপর কোন বাকী নাই সেই মহাল বাকীর জন্যে নীলাম হইলে সকল দায বজায় থাকিবেক। ৪১ ৮১৯
——— নীলামের তারিখে বাকীদারের পাওনা বাকী যেরূপে আদায় হইবেক। ৪৩ ... ... ৮১৯
——— নীলামকরণিয়া কালেক্টর অবজ্ঞার দণ্ড করিতে পারেন। ৪৪ ... ... ৮১৯
——— ডাকের টাকা না দিলে অবজ্ঞা জ্ঞান হইবেক। ৪৫ ... ... ৮১৯
——— যে২ প্রদেশে এই আইন জারী হইবেক তাহা। ৪৬ ... ... ৮১৯
——— ঐ নীলামের বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। সরকারী বাকীর জন্যে অস্থাবর সম্পত্তি নীলাম করিতে মুনসেফকে কালেক্টর হুকুম করিতে পারেন না। ৪৭ ... ... ৮২০
——— ——— যে গতিকে জমীদারীর শরীকেরা খরীদের টাকার এক অংশ পাইয়াছেন বোধ হইল এবং তৎপ্রযুক্ত নীলামের সিদ্ধতার বিষয়ে বিরোধ করিতে পারেন না তাহা। ৪৮, ৪৯ ... ৮২০
——— ——— নীলামের খরীদার ও সাবেক জমীদারের নামে নম্বরীরূপে নালিশ হইবেক। ৫০ ... ৮২০
——— ——— নীলাম অসিদ্ধ হইলে খরীদারের নামে দখলের সময়ের ওয়াসিলাতের জন্যে নালিশ হইতে পারে। ৫১ ... ... ৮২০
——— ——— যে গতিকে বাকীদারের সম্পত্তি নীলাম হওনে উদ্যত হইলে অন্য ব্যক্তি তাহার দাওয়া করিল। ৫২ ... ... ৮২০
——— ——— কালেক্টর অধিক ডাক না লইয়া সরকারের জন্যে ভূমি খরীদ করণপ্রযুক্ত নীলাম অসিদ্ধ হইল। ৫৩ ... ... ৮২০
——— ——— স্বতন্ত্ররূপে জমা ধার্য্যহওয়া মহাল একি জমীদারীর ন্যায় নীলাম হওয়াতে নীলাম অসিদ্ধ হইল। ৫৪ ... ... ৮২০

পৃষ্ঠা।

নীলাম। বাকী রাজস্বের জন্যে। ঐ নীলামের বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। যে দিবসে ইশ্তিহার হইল তাহা ছাড়া অন্য দিবসে নীলাম হওয়াতে নীলাম অসিদ্ধ হইল। ৫৫ ... ... ৮২০

——— ——— মালিকেরদের মধ্যে কেবল একজন জনের নালিশেতে নীলাম অসিদ্ধ হইল। ৫৬ ... ৮২১

——— ——— মালিকেরদের মধ্যে কেবল এক জনের নালিশেতে নীলাম অসিদ্ধ হইল। ৫৭ ... ... ৮২১

——— ——— নীলামের সময়ে খাজানা ঠিকরূপে লিখিত না হইলে খরীদার মহাল ত্যাগ করিতে পারে। ৫৮ ৮২১

——— ——— যত টাকা বাকী ছিল তাহাহইতে অধিক দাওয়ার জন্যে মহাল নীলাম হইলে তাহা অন্যথা করণার্থে নালিশ হইল। ৫৯ ... ... ৮২১

——— ——— নীলামের উৎপন্নহইতে অন্য শরীকেরদের বিনানুমতিতে এক শরীকের কর্জ্জ পরিশোধ করণের ফল। ৬০ ... ... ৮২১

——— ——— সরকারীর বাকী রাজস্ব খরীদের টাকাহইতে কালেক্টর বাদ দিতে পারেন না। ৬১ ... ৮২১

——— সরকারী রাজস্বের ইজারদার ও কোর্ট ওয়ার্ডসের ইজারদার ও তাহারদের জামিনেরদের ভূমির নীলামের বিষয়ে সদর বোর্ড রেবিনিউর নিষ্পত্তি। ৬২—৭৩ ... ... ৮২১—৮২৩

নীলাম। বিশেষ গতিকে তাহা অন্যথা করিতে ফরিয়াদীর মোকদ্দমা ননসুট হয়। ৫৫১ ... ... ৬২৩

নীলাম ক্রোকী সম্পত্তির। ক্রোকী সম্পত্তি দেখ।

নীলাম ভূমির। জারী ডিক্রী দেখ।

নীলামী খরীদার। খরিদার দেখ।

নীলামের উৎপন্ন। ডিক্রীদার দেখ।

পঞ্চায়ৎ। সহকারিতা দেখ।

পণ্ডিত ও মৌলবী আদালতের। যে গতিকে অচিহ্নিত বিচারকের পদে নিযুক্ত হইতে পারেন। ৩৪৩, ৩৪৪ ... ৫৪

——— আমলাবদের দখলে থাকা ভূমির বিষয়ি বিধি তাঁহারদের প্রতিও খাটে। ২৯ ... ... ৯৭

——— ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ৫। ৬। ৭। ৮। ৯ ধারা তাঁহারদের প্রতি খাটে। ১৬৭ ... ... ১১৮

——— তাঁহারদের নিয়োগ ও তগীর করণ। তাঁহারদের কর্ম্মযোগ্যতা। ১৯০ ... ... ১২১

——— ——— আদালতে হাজির থাকিবেন। ১৯১ ... ... ১২১

——— ——— তাঁহারদের ব্যবস্থার নকল জজের দ্বারা সদর আদালতে পাঠাইতে হইবেক। ১৯২ .. ১২২

——— ——— পণ্ডিতেরা কয়েক প্রদেশে নিযুক্ত হইবেন। এই নিয়মের বেওরা। ১৯৩ ... ... ১২২

——— ——— পূর্ণিয়া ও ভাগলপুর জিলা বেহারের পণ্ডিতের এলাকাভুক্ত হইল। ১৯৪ ... ... ১২২

——— ——— মৌলবীরদের শপথের পাঠ। ১৯৫ ... ... ১২৩

——— ——— পণ্ডিতেরদের সুকৃতির পাঠ। ১৯৬ ... ... ১২৩

——— ——— সুকৃতির পরিবর্ত্তে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করণ। ১৯৭ ... ... ১২৩

——— ——— এই প্রতিজ্ঞা যাঁহার দ্বারা সহী হইবেক। ১৯৮ ... ... ১২৩

——— ——— সদর আদালত তাঁহারদের নিয়োগ ও তগীর হওন ও ইশতাফা দেওন মঞ্জুর করিবেন। ১৬৫ ১১৮

——— উক্ত বিধির মতান্তর। কেবল তগীর হওন বিষয়ে সদর আদালতের মঞ্জুরীর অপেক্ষা। ১৯৯ ১২৪

——— ——— তাঁহারদের নিয়োগ শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের দ্বারা হইবেক। ২০০ ... ... ১২৬

——— ——— তাঁহারা তগীর হইলে কি মরিলে কি ইশতাফা দিলে যে বিধিমতে কার্য্য হইবেক। ২০১ .. ১২৪

——— ——— নিযুক্ত হওনের পূর্ব্বে তাঁহারদের পরীক্ষা লওন। ২০৩ ... ... ১২৪

——— ——— তাঁহারদের পরীক্ষা যে প্রকারে চলিবেক। সর্টিফিকেটের পাঠ। ২০৪ ... ১২৪

——— ——— তাঁহারদের তগীর হওনের কারণ দেখা গেলে যে বিধিমতে কার্য্য হইবেক। ২০৫ ... ১২৫

——— ——— ফৌজদারী আদালতের বন্দের বিষয়ে ১৮৩৮ সালের ২৩ মার্চের সরক্যুলর তাঁহারদের বিষয়ে খাটে। ২০৭ ... ... ১২৫

——— ——— ছুটী লইয়া গবহাজির হইলে তাঁহারদের বেতন কর্ত্তন। ২০৮ ... ... ১২৫

——— ——— অচিহ্নিত বিচারকেরা তাঁহারদের ব্যবস্থা চাহিলে যে প্রকারে তাহা পাইবেন। ২০৯ ... ১২৫

——— ঘুষ কি জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনপ্রভৃতি। তাঁহারদের নামে ঐ দোষের নালিশ হইলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ২১০ ... ... ১২৬

পৃষ্ঠা।

পণ্ডিত ও মৌলবী। ঘুষ কি জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনপ্রভৃতি। যে২ স্থলে ঘুষপ্রভৃতি লওনের বিষয়ে ডিক্রী জারী হইবেক না। ২১ ... ... ১২৬
——— ——— যে স্থলে ঐ দোষের বিষয়ের ডিক্রী শ্রীযুত গবরনর জেনরলের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ২১২ ১২৬
——— ——— এইমত ডিক্রী সদর আদালত শ্রীযুত গবরনর জেনরলের নিকটে পাঠাইবেন। ২১৩ ... ১২৬
——— ——— যে চূড়ান্ত ডিক্রীক্রমে এইমত নালিশের প্রমাণ না হওয়া নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা শ্রীযুত গবরনর জেনরলের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ২১৪ ... ... ১২৬
——— ——— ঘুষপ্রভৃতির দোষ সাব্যস্ত হইলে শ্রীযুত গবরনর জেনরল বাহাদুরের বিশেষ ক্ষমতা। ২১৫ ... ১২৬
——— সদর আদালতের। তাঁহারদের নিয়োগ ও তগীর হওন ও ইস্তাফা দেওনের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইবেক। ৪১৯ ... ... ৮০১
——— ——— যে প্রকারে নিযুক্ত ও তগীর হইবেন। ৪৩৪ ... ... ৮০১
——— ——— আদালতের অজ্ঞাতসারে ব্যবস্থা না দিবার বিষয়ে হুকুম। ৪৩৮ ... ... ৮০১
——— ——— তাঁহারদের সঙ্গে যে প্রকারে লিখনপঠন হইবেক। ৪৩৯ ... . ৮০১
——— ——— গরহাজির হওন সময়ে তাঁহারদের বেতন কর্ত্তন। ৪৪০ ... ... ৮০১
——— ——— মহরম ও দশহরার বন্দে বেতন কর্ত্তন হইবেক না। ৪৪১ ... ... ৮০১
পত্তনি তালুক। পত্তনি ও দরপত্তনি তালুকের প্রকার। ৩৬৫ ... ... ৫১১
——— দশ বৎসরের অধিক কাল বিনা মৌরুসী জমা যৌকরব করণের পাট্টা সিদ্ধ হইবেক। ৩৬৬ ... ... ৫১৩
——— তাহা সিদ্ধ ও হস্তান্তর করণের যোগ্য ও দেনার নিমিত্তে বিক্রয়ের যোগ্য। ৩৬৭ ... ... ৫১৩
——— পত্তনি তালুকের পাট্টার ও কবুলিয়তের ইষ্টাম্প কাগজ। ৫১১—৫১৪ ... ... ১৭১, ১৭৭
——— যদি জমীদারের ক্ষতি না হয় তবে পত্তনিদার আপন জমীর পাট্টা দিতে পারে। ৩৬৮ ... ... ৫১৪
——— দরপত্তনি পত্তনি তালুকের তুল্য। ৩৬৯ ... ... ৫১৪
——— দরপত্তনির বিষয়ে জমীদার অস্বীকার করিতে পারেন না কিন্তু তাহাত ও জামিনী লইতে পারেন। ৩৭০ ৫১৪
——— তাহা না পাইলে জমীদার তাহার বিষয়ে অস্বীকার হইতে পারেন। জামিনীর মাতবরী যে প্রকারে নির্ণয় হইবেক। ৩৭১ ... ... ৫১৭
——— যদি বাকীর বাবৎ নীলাম হন ও এক মাসের মধ্যে জামিন না দেওয়া যায় তবে জমীদার তালুক ক্রোক করিতে পারেন। ক্রোকের ফল। ৩৭২ ... ... ৫১৪
——— বাকী খাজানার নিমিত্তে নীলাম। বাকীর নিমিত্তে বাতিল হইবেক না। ৩৭৩ ... ... ৫১৫
——— ——— জমীদারেরা নিরূপিত সময়ে বাকীর বাবৎ পত্তনি তালুকের নীলাম করাইতে পারেন। ৩৭৪ ৫১৫
——— ——— প্রথম নীলামের দরখাস্ত বৈশাখ মাসে হইবেক ও নীলাম ১ জ্যৈষ্ঠে হইবেক। ৩৭৫ ... ৫১৫
——— ——— নীলামের এত্তেলা মফঃসলে পাঠাইবার ও জারী করিবার বিধি। ৩৭৬ ... ... ৫১৭
——— ——— আশ্বিন মাসের নীলামের দরখাস্ত যে সময়ে হইবেক ও নীলাম যে সময়ে হইবেক। ৩৭৬ ৫১৬
——— ——— পূর্ব্ব২ বৎসরের বাকীর নিমিত্তে তালুক প্রথমতঃ দায়ী নহে। ৩৭৭ ... ... ৫১৭
——— ——— ১৮১৯ সালের ৮ আইনভিন্ন অন্য প্রকারে পত্তনি তালুক বিক্রয় করিতে চাহিলে জমীদারের যাহা কর্ত্তব্য। ৩৭৮ ... ... ৫১৬
——— ——— রেজিষ্টর নিরূপিত নীলামের নিমিত্তে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের নির্দ্দিষ্টমতে নীলাম করিবেন। ৩৭৯ ... ... ৫১৬
——— ——— দশ দিন পূর্ব্বে ইস্তিহারনামা জারী হইবেক। ৩৮০ ... ... ৫১৬
——— ——— ১৮১৯ সা। ৮ আ। ৯। ১১। ১৩। ১৫। ১৭ ধা। এই প্রকার নীলামবিষয়ে খাটে। ৩৮১ ... ৫১৬
——— ——— ১৮১৯ সালের ৮ আইনের বিধান লাখেরাজদারেরদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না। ৩৮২ ... ৫১৬
——— ——— নীলামের দরখাস্ত দাখিল করণের তারিখ বন্দের দিন হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৮৩ ... ৫১৬
——— ——— জমীদার সাময়িক নীলামের বিষয়ে আপনার অধিকার ইজারদারকে দিতে পারেন না। ৩৮৪ ৫১৭
——— ——— কোর্ট ওয়ার্ডসের ইজারদার উক্ত প্রকারে পত্তনি তালুক নীলাম করিতে পারে না। ৩৮৫ ৫১৭
——— ——— নীলাম করণের বিধি। ৩৮৬ ... ... ৫১৭
——— ——— দরপত্তনিদার যদি চাতুরীক্রমে খাজানা বাকী না রাখিয়া থাকে তবে নীলামে ডাকিতে পারে। ৩৮৭ ... ... ৫১৭

পৃষ্ঠা।

পত্তনি তালুক। বাকী খাজানার নিমিত্তে নীলাম। নীলামের বিষয়ে রেজিষ্টরেরদের ও জজেরদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কালেক্টরেরদের প্রতি অর্পণ হইল। ৩৮৮ ... ... ৫১৭

——— ——— কিন্তু যে বাকীদার পত্তনিদারেরদের তালুক ১৮৩২ সালের পূর্ব্বে নীলাম হইয়াছিল তাহারদের দরখাস্ত জজকে দিতে হইবেক। ৩৯০ ... ... ৫১৮

——— ——— নীলামের পর অষ্টম-দিবসের মধ্যাহ্নে খরীদার বাকী টাকা না দিলে যাহা হইবেক। ৩৯১ ৫১৮

——— ——— শতকরার হারে যে টাকা জব্দ হয় তাহা যাহাকে দেওয়া যাইবেক। তাহাতে বাকী শোধ না হইলে তালুকের পুননীলাম হইবেক। ৩৯১ ... ... ৫১৮

——— ——— যে সকল তালুকে দখীলকারের লাভ নীলাম হইতে পারে তাহা কালেক্টর নীলাম করিবেন। ৩৯২ ... . ৫১৮

——— ——— অচিহ্নিত ডেপুটী কালেক্টর নীলাম করিতে পারেন না। তাঁহার দ্বারা নীলামের আবশ্যক হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৯৩ ... ... ৮৩১

——— ——— পত্তনিদার বেনামী খরীদ করিলেও দরপত্তনি তালুকের পাট্টা বাতিল হয় না। তালুকের দখীলকারের উপায়। ৩৯৩ ... ... ৫১৮

——— ——— বাকী টাকা না দেওয়া গেলে নীলাম স্থগিত হইতে পারে না। কিন্তু নীলাম অন্যথা করণার্থ হইতে পারে। ৩৯৪ ... ... ৫১৯

——— ——— বাকীদার সবাসবী তজবীজের দাওয়া করিতে পারে কিন্তু টাকা আমানৎ না হইলে নীলাম স্থগিত হইবেক না। ৩৯৫ ... ... ৫১৯

——— ——— বাকীর নিমিত্তে দরপত্তনি তালুকের যেরূপ নীলাম হইবেক। ৩৯৬ ... ... ৫১৯

——— ——— দেওয়ানী আদালতের দ্বারা তাহা ক্রোক হইলে বাকীর নিমিত্তে নীলাম করিতে জমীদারের যে অধিকার আছে তাহার ক্ষতি হয় না। ৩৯৭, ৩৯৮ ... ... ৫১৯

——— ——— তালুক যে জিলাতে থাকে সেই জিলার কালেক্টর নীলাম করিবেন। ৩৯৯, ৪০০ .. ৫২০

——— ——— পত্তনি তালুকের নীলাম করণে স্বীয় পদোপলক্ষের কার্য্যের বিষয়ে কালেক্টরের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারে না। ৪০১ ... ... ৫২০

——— ——— সদর পত্তনিদার আদালতে দরখাস্ত না করিলে দরপত্তনিদারের তালুক নীলাম করিতে পারেন না। ৪০২ ... ... ৫২০

——— ——— এই সকল তালুক কালেক্টর নীলাম করিয়া রাজস্বের কমিসানরের নিকটে রিপোর্ট করিবেন। ৪০৩ ... ... ৫২০

——— ——— বাকীদারের সকল করারদাদ ছাড়িয়া নীলাম হইবেক। ৪০৪ ... ... ৫২০

——— ——— নীলামের পরে কোন দরপত্তনির পাট্টা বজায় থাকিবেক না। ৪০৫ ... ... ৫২০

——— ——— কেবল বাইয়তেরদের সঙ্গে প্রকৃত যে একবার পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা বজায় থাকিবেক। ৪০৬ ৫২১

——— ——— উক্ত বিধির ফল গত কালে খাটে কিন্তু আপোসে হস্তান্তর করণ বিষয়ে খাটে না। ৪০৭ ... ৫২১

——— ——— ঐ বিধান বিষয়ে সদর আদালত যে বিশেষ নিষ্পত্তি করিবেন তাহা। ৪০৮ ... ... ৫২১

——— ——— দরপত্তনিদারেরদের নীলাম স্থগিত করণের অনুমতি দিবার হেতু। ৪০৯ ... ... ৫২১

——— ——— তাহারা ইশ্তিহারনামায় প্রকাশিত বাকী দাখিল করিলে নীলাম যেরূপে স্থগিত করিতে পারে। ৪১০ ... ... ৫২১

——— ——— বাকী টাকা দাখিল হইলে তাহা জমা করা যাইবেক। ৪১১ ... ... ৫২২

——— ——— ঐ টাকা বিশেষ ব্যক্তি দিলে তাহা বন্ধকের তুল্য ফল হইবেক। বাকীদার যেপ্রকারে দখল পাইবেক। ৪১২ ... ... ৫২২

——— ——— পত্তনির খাজানা জমীদারকে দিতে দরপত্তনিদারের প্রতি হুকুম হইতে পারে না। ৪১৩ ... ৫২২

——— ——— বাকীর নিমিত্তে পত্তনি তালুক জব্দ হইলে দরপত্তনি তালুকদার বাকীদার না হইলেও তাহার তালুক থাকে না। ৪১৪ ... ... ৫২২

——— ——— কিন্তু পত্তনিদার ইশ্তাফা দিলে তাহারদের স্বত্ব লোপ হয় না। ৪১৫ ... ... ৫২২

——— দখল পাইবার নিয়ম। খরীদারের দখল পাইবার বিধি। জমীদার জামিন লইয়া দখল দিবেক। ৪১৬ ৫২২

——— ——— দখল করণ সময়ে খরীদারের প্রতিবন্ধকতা হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৪১৭ ... ... ৫২৩

পৃষ্ঠা।

পত্তনি-তালুক। তদ্বিষয়ের নিয়ম। যে গতিকে পোলীস সাহায্য করিবেন। ৪১৮ ... ... ৫২৩
——— ——— খরীদী টাকা লইয়া যাহা করিতে হইবেক। ৪১৯ ... ... ৫২৩
——— ——— শতকরা এক টাকা সরকারে দেওয়া যাইবেক। ৪২০ ... ... ৫২৩
——— ——— সরকারের শতকরা এক টাকা কমিসান যে প্রকারে উসুল হইবেক। ৪২১ .. ... ৫২৩
——— ——— জমীদারের বাকী দেওয়া যাইবেক কিন্তু পূর্ব্ব২ বৎসরের বাকী দেওয়া যাইবেক না। ৪২২ ... ৫২৩
——— ——— অবশিষ্ট টাকা দরপত্তনিদারেরদের দাওয়া শোধার্থে কালেক্টরের খাজানাখানাতে দাখিল হইবেক। ৪২৩ ... ... ৫২৪
——— ——— দরপত্তনিদার খেসারতের নিমিত্তে নালিশ করিতে পাবে। আমানৎ হইতে যে প্রকারে দেওয়া যাইবেক। ৪২৪ ... ... ৫২৪
——— ——— দরপত্তনিদার বাকীদার হইলে খেসারৎ পাইতে পারে না। ৪২৫ ... ... ৫২৪
——— ——— বাকীদার যে২ গতিকে বাকী টাকা পাইবেক। ৪২৬ ... ... ৫২৪
——— ——— টাকার পরিবর্ত্তে কোম্পানির কাগজ আমানৎ হইতে পারে। ৪২৭ ... .. ৫২৪
——— তদ্বিষয়ে সদর আদালতের বিবিধ নিষ্পত্তি। যে স্থলে জমীদার অন্য লোকের সঙ্গে পত্তনি তালুকের বন্দোবস্ত করিতে পারেন। ৪২৮ ... ... ৫২৫
——— ——— পত্তনি তালুকের বিষয়ে বিশেষ মোকদ্দমায় সদর আদালতের হুকুম। ৪২৯ ... ... ৫২৫
——— ——— *কেহ একই ব্যক্তিকে ভূমি বিক্রয়ের কবার করিলে তাহার পত্তনি অন্য ব্যক্তিকে দিতে* পারে না। ৪৩০ ... ... ৫২৫
——— ——— খরীদার যাবৎ দখল রাখে তাবৎ পত্তনি তালুকের বিষয়ে দাযী। ৪৩১ ... ... ৫২৫
——— ——— তালুকের মধ্যে যে জমী পত্তনি হওনের পূর্ব্বে নিষ্কররূপে দেওয়া গিয়াছিল তাহার উপর পত্তনি তালুকের খরীদারের দাওয়া নাই। ৪৩২ ... ... ৫২৫
——— ——— যে মোকদ্দমায় দরপত্তনিদারেরা আপন তালুক ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে নালিশ করিল এবং তাহারদের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইল। ৪৩৩ .. .. ৫২৫
——— ——— যে মোকদ্দমায় পত্তনি তালুকের একাংশ লাখেরাজ ধার্য্য হইল ও বিক্রেতা তাহার ক্ষতির বিষয়ে দাযী নহে এমত হুকুম হইল। ৪৩৪ ... ... ৫২৫
——— ——— বাকীর নিমিত্তে পত্তনিদারের নামে সরাসরী নালিশ হইতে পারে। ৪৩৫ ... ... ৫২৬
——— ——— ডেপুটী কালেক্টরের দ্বারা পত্তনি তালুকের নীলাম কালেক্টর অন্যথা করিতে পারেন। ৪৩৬ ৫২৬
পত্র প্রেরণ। গুরুতর বিষয় হইলে বর্ষাকালে পত্র দুইখান মোমজামায় মড়িয়া পাঠান যাইবেক। ৬১৪ ... ... ৮৯
——— যে অতিউত্তম মোমজামা পাওয়া যায় তাহাতে মড়িয়া দিতে হইবেক। ৬১৫ ... . ৮৯
পরওয়ানা দেওয়ানী আদালতের। জারী করণের বিধি। ২৬০ .. .. ১১৮
——— জারী করণের বিষয়ে কার্য্য করণের বিধান। ২৬১ ... ... ১১৮
——— জজেরা তাহার জারীর তদারক করিতে পারেন। ২৬২ ... ... ১১৮
——— তলবানা নির্দ্দিষ্ট হইয়া জারী হওনের পূর্ব্বে দেওয়া যাইবেক। ২৬৩ ... ... ১১৮
——— যে ভাষাতে ও অক্ষরে পরওয়ানা লেখা যাইবেক। ২৬৪ ... ... ১১৮
——— উড়িষ্যা দেশে উড়িয়া ভাষা ব্যবহার হইবেক। ২৬৫ ... . ১১৯
——— আদালতের হুকুমনামার শিরোনামায় দেবতার নাম লিখিতে হইবেক না। ২৬৬, ২৬৭ ... ... ১১৯
——— সদর আদালতের। পরওয়ানা অধস্থ আপীল আদালতের দ্বারা জারী হইবেক। বর্জ্জিত কথা। ১৭০, ১৭১ ৭৬১
——— ——— উভয় পক্ষ ও সাক্ষিরদের নামে যেপ্রকারে পরওয়ানা ও ডিক্রী ও হুকুম জারী করিবার মানস আছে। ১৭২ ... ... ৭৬২
——— ——— অধস্থ আদালতের দ্বারা তাহা জারী হইলে ফিরিয়া পাঠান যাইবেক অথবা জারী না হওনের কারণ জানান যাইবেক। ১৭৩ ... ... ৭৬২
——— ——— যে বিষয় জানিবার প্রযোজন তাহা যেপ্রকারে অধস্থ আদালত জানাইবেন। ১৭৪ ... ৭৬২
——— ——— যে প্রকারে ও যে পাঠানুসারে রিটর্ণ হইবেক। পরওয়ানা ও রিটর্ণের নকল আদালতের রোয়দাদে থাকিবেক। ১৭৫ ... ... ৭৬৩
——— ——— কোন ব্যক্তি রুপোশ হওযাপ্রযুক্ত পরওয়ানা জারী হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৭৬ ৭৬৩

পরওয়ানা সদর দেওয়ানী আদালতের। ঐ ব্যক্তি রূপোশ হওন কিম্বা না পাওয়া যাওনপ্রযুক্ত পরওয়ানা জারী হইতে না পারিলে মোকদ্দমার একতরফা শুননি হইবেক। ১৭৭ ... ... ৭৬৭
——— সুপ্রিম কোর্টের সীমাসরহদ্দের মধ্যে দেওয়ানী কি ফৌজদারী মোকদ্দমায় গ্রেফ্তারী পরওয়ানা জারী। ১৭৮ ... ... ৭৬৭
পরওয়ানা জারী কলিকাতায়। জারী দেখ।
পল্টনের ছাউনি। ছাউনি দেখ।
পাট্টা। হারের বিষয়ে বিবাদ নিষ্পত্তির বিধি। ৭৯, ৮০ ... ... ৪৬৫
——— তাহার মর্ম্ম। ৮১ ... ... ৪৬৫
——— পাট্টাতে লিখিত টাকার অধিক লওয়া অসঙ্গতের ন্যায় বোধ হইয়া দণ্ডসমেত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৮২ ... ... ৪৬৪
——— এইরূপে অন্যায়মতে টাকা লওনের দণ্ড। ৮৩ ... ... ৪৬৫
——— যে স্থলে কেবল নিরিখ নির্দ্দিষ্ট হয় ও জমা শস্যহইতে আদায় হয় তাহার বিধি। ৮৪ ... ... ৪৬৫
——— কোন্ নিয়মানুসারে উৎপন্ন দ্রব্য বুঝিয়া পাট্টা করণ। ৮৫ ... ... ৪৬৬
——— ভূম্যধিকারিরা পাট্টাদাবেরদের যাহাতে সুগম হয় এমতে পাট্টা দিবেন। ৮৬ ... ... ৪৬৫
——— কিন্তু ইহাতে আবওয়াব কি মাথোট লওনের অনুমতি নাই। ৮৬ ... ... ৪৬৫
——— ঐ সব আবওয়াব বাতিল হইবেক কিন্তু তাহাতে পাট্টার নির্দ্দিষ্ট প্রকরণ বাতিল হয় না। ৮৬ ... ৪৬৫
——— যে স্থলে পরগনার নিরিখ নাই সেই স্থলে নিরিখের বিষয়ি বিধি। ৮৭ ... ... ৪৬৫
——— রাইয়তেরা পাট্টার দাওয়া করিতে পারে এবং জমীদার ও ইজারদারেরদের তাহা দিতেই হইবেক। ১০৭ ৪৬৯
——— কোন ইজারদার কিম্বা মফঃসলী তালুকদার আপনার তাল্লুকহইতে অধিক কালের পাট্টা দিতে পারে না এবং মোখ্তারকার ভূম্যধিকারির অনুমতিবিনা পাট্টা দিতে পারে না। ১০৭ ... ... ৪৬৯
——— পাট্টা কিম্বা রসীদের দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থে নমুনরী নালিশ হইবেক। ১০৮ ... ... ৪৬৯
——— যে গতিকে রাইয়তেরা পাট্টা লয় না ও লইতে চাহে না তদ্বিষয়ের বিধি। ১০৯ ... ... ৪৬৯
——— এত্তেলা যাহার বিষয়ে হইবেক। ১১০ ... ... ৪৬৯
——— রাইয়তেরদিগকে সরাসরী মোকদ্দমার দ্বারা পাট্টা লইতে ও কবুলিয়ৎ দিতে হুকুম হইতে পারে না। ১১১ ৪৬৯
——— দুষ্টতঃ নীলামে ভূমির খরীদার দশ বৎসরের পরে সেই হারে পাট্টা দেওনের নিয়মে এক পাট্টা দিয়াছিল এবং প্রকৃত খরীদার ঐ নিয়মেতে বদ্ধ হইল। ১৩৩ ... ... ৪৭২
——— পাট্টাদার ও পাট্টাদাতা যে পাট্টার ভিন্ন অর্থ করে তদনুসারে ভূমির বাবৎ দাওয়া হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫৪৩ ... ... ৬২২
——— তদ্বিষয়ে সদর আদালতের অর্থ ও নিষ্পত্তি। মৌরুশী পাট্টাদার রাইয়ত বৎসরের শেষে পাট্টা ত্যাগ করিতে পারে। ১১৩ ... ... ৪৭১
——— ——— দস্তুরতা অন্যথা হইলেও কোর্ট ওয়ার্ডসের দেওয়া পাট্টা বহাল হইল। ১২৪ ... ৪৭১
——— ——— ১৮১১ সালের ৬ আইনের পূর্ব্বে কোর্ট ওয়ার্ডসের পাট্টা। ১২৫ ... ... ৪৭১
——— ——— ইজারদার যে পাট্টা দেয় তাহা বিশেষ গতিকে জমীদার রদ করিতে পারেন। ১২৬ ... ৪৭২
——— ——— যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে সেই ব্যক্তি চাতুরীক্রমে পাট্টা দিলে তাহা রদ হইতে পারে। ১২৭ ... ... ৪৭২
——— ——— নীলের কৃষির নিমিত্তে যে পাট্টা দেওয়া যায় তাহা শস্যের কৃষি করণেতে বাতিল হয় না। ১২৮ ৪৭২
——— ——— যাবজ্জীবনের নিমিত্তে যে পাট্টা দেওয়া গিয়াছে তাহা পাট্টাদারের যাবজ্জীবন প্রবল থাকে। ১৩১, ১৩২ ... ... ৪৭২
——— ——— নূতন পাট্টা দেওনের সাধারণ নিয়ম পাট্টার মধ্যে থাকিলে তাহা পাট্টাদারের যাবজ্জীবন বহাল থাকে। ১৩৪ ... ... ৪৭২
——— ——— নীলকর পাট্টা লইয়া অন্যের প্রতি তাহা অর্পণ করিলেও পাট্টাদেওনিয়ার নিকটে তিনি দায়ী থাকেন। ১৩৫ ... ... ৪৭৩
——— ——— পাট্টার বিষয়ে সদর আদালতের এক বিশেষ নিষ্পত্তি। ১৩৬ ... ... ৪৭৩
——— ——— রাইয়তী পাট্টা যদি বিক্রয় হইয়া আসিতেছে তবে সেই ব্যবহার বহাল রাখিতে হইবেক। ১৩৭ ৪৭৩

পৃষ্ঠা।

পাট্টা। তদ্বিষয়ে সদর আদালতের অর্থ ও নিষ্পত্তি। জমী চাকরকে ইজারা দেওয়া গেলে তাহার বাবৎ মোকদ্দমা ননসুট হইল। ১৩৮ ... ... ৪৭৩

——— পেটাও প্রজারদের। বাকী খাজানা জন্য বৎসরের মধ্যে দেওয়া না গেলে জমীদার তাহা রদ করিতে পারেন। ২৭৯ ... ... ৪৯৫

——— ——— পেটাও প্রজারদের বিষয়ে জমীদার ও অন্য ব্যক্তিরদের ক্ষমতা ও দায়। ২৭৯ ... ৪৯৫

——— ——— বৎসরের শেষে দুই বাকীদার রাইয়ত ইজারা ত্যাগ করিতে না চাহিলে আদালত তাহারদিগকে ত্যাগ করিবার হুকুম দিলেন। ২৮০ ... ... ৪৯৬

——— ——— বৎসরের শেষে বাকীদার ইজারদারকে বেদখল করা যাইতে পারে। ২৮১ ... ... ৪৯৬

——— ——— জমীদার যদি কহেন যে রাইয়তের খাজানা বাকী আছে কিন্তু রাইয়ত তাহা স্বীকার করে না তবে যাহা কর্ত্তব্য। ২৮২ ... ... ৪৯৬

——— ——— খাজানার সরাসরী ডিক্রী বৎসরের শেষে তালুক নীলাম করিয়া জারী হইতে পারে। ২৮৩ ৪৯৭

——— ——— কিন্তু বাকীর এজহারমাত্র হইলে ভূমির নীলাম হইতে পারে না। ২৮৩ ... ... ৪৯৭

——— ——— সরাসরী ডিক্রীর পরে জমীদার ইজারাপ্রভৃতি বাতিল করিতে পারেন। ২৮৪ ... ৪৯৭

——— ——— যে ভূমির খাজানা বাকী পড়িয়াছে তদ্ভিন্ন বাকীদারের অন্য জমীর নীলাম জমীদার করিতে চাহিলে যেরূপ কার্য্য করিবেন। ২৮৪ ... ... ৪৯৭

——— ——— গ্রামের উপকারার্থে পুকুরের নিমিত্তে ভূমির যে দান হইয়াছে তাহা জমীদার অসিদ্ধ করিতে পারেন না। ২৮৫ ... ... ৪৯৭

——— মিয়াদ। দশ বৎসরের অনধিক মিয়াদের বিষয়ি বিধি রদ হইল। ১১৮ ... ... ৪৭০

——— ——— মৌরুশী পাট্টা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভূমিতে পাট্টাদেওনিয়ার সম্পর্কের মুদ্দৎ-অপেক্ষা অধিক কালের নিমিত্তে দেওয়া যাইতে পারে না। ১১৯ ... ... ৪৭১

——— ——— ১৭৯৩ সালে জমীদারেরা যে ভূমির মৌরুশী পাট্টা দিতে পারিতেন। ১২০ ... ... ৪৭১

——— ——— তাহার অধিকের মিয়াদে দেওয়া গেলে সেই অধিক কালের বিষয়ে পাট্টা বাতিল হইবেক। ১২১ ... ... ৪৭২

পাট্টা ও কবুলিয়ৎ। শাদা কাগজে লেখা যাইবেক। ৫২৫ ... ... ১৭৭

পাপর। যোত্রহীন ঋণী দেখ।

পাপরের মোকদ্দমা। এমত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার হেতু আছে আদালতের এমত বোধ না হইলে হইতে পারে না। ১৬৫ ... ... ৩৯৮

——— পাপরস্বরূপ নালিশ করিবার এক বিশেষ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করণের হেতু। ১৬৬ ... . ৩৯৯

——— জিলার জজ তহকীক করণের ভার অন্যের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন না। ১৬৭ ... ... ৩৯৯

——— এমত মোকদ্দমা উপস্থিত করণের মাতবর হেতু বিষয়ের জজ আপনি নিশ্চয় করিবেন। ১৬৯ .. ৩৯৯

——— তৎপরে যোত্রহীনতা নিশ্চয় করিবার কার্য্য প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। ১৭০ ... ৩৯৯

——— উক্ত বিধান ১৮৩৯ সালের পূর্ব্বের করা দরখাস্তের বিষয়ে খাটে। ১৭১ ... ... ৩৯৯

——— জজ এমত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে পর আপনি দ্বিতীয় দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ১৭২ ৩৯৯

——— কিন্তু তাঁহার নাম-জুরী হুকুমের উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারে। ১৭৩ ... ... ৩৯৯

——— যে স্থলে মিয়াদ খেলাফ হওনপ্রযুক্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করণের মাতবর কারণ নহে। ১৭৪ ... ৩৯৯

——— ১৮১৪ সালের ২৮ আইন সরাসরী মোকদ্দমায় খাটে না। ১৭৫ ... ... ৪০০

——— দরখাস্তকারী রসুম আমানৎ করিতে পারে কি না তদনুসারে যোত্রহীনতার বিষয় নির্ণয় হইবেক। ১৭৬ ৪০০

——— ৬৪৲ টাকার কমে যোত্রহীনরূপে নালিশ হইতে পারে না। ১৭৭ ... ... ৪০০

——— যে২ স্থলে পাপরস্বরূপ নালিশ অগ্রাহ্য। ১৭৮ ... ... ৪০০

——— পাপরস্বরূপ খোদকস্তা রাইয়তেরদের মোকদ্দমা। ১৭৯ ... ... ৪০০

——— যাহারা পাপরস্বরূপ নালিশ করিতে চাহে তাহারা ষ্টাম্প কাগজে দরখাস্ত দাখিল করিবেক। ১৮০ ৪০০

——— কিন্তু সদর আদালত আপীলী আরজী মোখ্তারের দ্বারা দাখিল করিবার অনুমতি দিতে পারেন। ১৮১ ৪০১

——— ফৌজদারী দণ্ডক্রমে জেলখানায় কয়েদী পাপর নিজে হাজির না হইয়া পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতি পাইল। ১৮২ ... ... ৪০১

		পৃষ্ঠা।
পাপরের মোকদ্দমা।	পাপর ফরিয়াদীর উত্তরাধিকারী পাপরস্বরূপ নালিশ করণার্থে নূতন দরখাস্ত করিবেক। ১৮৩	৪০১
———	পাপরের দরখাস্তের মর্ম্ম। ১৮৪	৪০১
———	পাপরের তহকীক শপথক্রমে হইবেক। বর্জ্জিত বিষয়। ১৮৫	৪০১
———	সম্ভ্রান্ত পুরুষ আপনি হাজির হইয়া জোবানবন্দী দিবেন। ১৮৬	৪০১
———	সদর আমীনেরা পাপরের জোবানবন্দী লইতে পারেন কিন্তু জজের অনুমতিবিনা চূড়ান্ত হুকুম হইতে পারে না। ১৮৭	৪০১
———	জোবানবন্দী লওন সময়ে পাপর দরখাস্তকারিকে যে উপদেশ দেওয়া যাইবেক। ১৮৮	৪০২
———	যে অবস্থায় আদালত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবেন। ১৮৯	৪০২
———	স্বামির সম্পত্তি থাকিলেও স্ত্রী পাপরস্বরূপ নালিশ করিতে পারে। ১৯০	৪০২
———	পিতার সম্পত্তি থাকিলে পুত্রের পাপরস্বরূপ নালিশ করিবার বাধা হয় না। ১৯১	৪০২
———	সম্পত্তিরক্ষকের সম্পত্তি থাকিলেও তিনি নাবালগের পক্ষে পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারেন। ১৯২	৪০২
———	দরখাস্তকারির সম্পত্তি থাকার বিষয় নিশ্চয় করণের উপায়। ১৯৩	৪০২
———	১৮৪০ সা। ২৩ আইনানুসারের ব্যবহার্য্য পাঠ। ১৯৪	৪০২
———	পাপরস্বরূপ নালিশ করিবার অনুমতি দেওনের পূর্ব্বে প্রতিবাদির আপত্তি শুনা যাইবেক। ১৯৫ ...	৪০৩
———	আসামীরদের কথা শুনা না গেলে পাপর ফরিয়াদী আসামীরদের সংখ্যা বাড়াইতে পারে না। ১৯৬ ...	৪০৩
———	ফরিয়াদী আপন ইষ্টাম্প ও উকীলের রসুম দিলে পর পাপরস্বরূপ নালিশ করিতে পারে না কিন্তু পাপরস্বরূপ আপীল করিতে পারে। ১৯৭	৪০৩
———	যে মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী ইষ্টাম্প কাগজে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে পর অবশেষ আরজী দাখিল করিবার হুকুম পাইয়া যোত্রহীনতার ওজর করিল। ১৯৮	৪০৩
———	যোত্রহীনতার প্রমাণ দিলে পিতার মোকদ্দমা উত্তরাধিকারী চালাইতে পারে। ১৯৯	৪০৪
———	পাপর দরখাস্তকারী মিথ্যা শপথের অপরাধী হইলে তাহার বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য। ২০০	৪০৪
———	পাপর দুই জন হাজির জামিন দিবেক। ২০১	৪০৪
———	যোত্রহীন স্ত্রী ফরিয়াদীর জামিন। ২০২	৪০৪
———	কোন২ স্থলে আদালত উকীলকে মোকদ্দমা চালাইতে হুকুম করিতে পারেন। ২০৩	৪০৪
———	এই মত কার্য্যকরণের হেতু রোয়দাদে লিখিতে হইবেক। ২০৪	৪০৪
———	পাপর ফরিয়াদী ও উকীলের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হয় তাহা যে প্রকারে প্রবল হইবেক। ২০৫ ...	৪০৪
———	পাপর উকীলেরদের সঙ্গে রসুমের বন্দোবস্ত করিতে পারে। ২০৬	৪০৪
———	জজের অনুমতি বিনা প্রধান সদর আমীন আসামীর জওয়াব পাপরস্বরূপ লইতে পারেন না। ২০৭ ...	৪০৪
———	ফরিয়াদীর মোকদ্দমার হেতুর আপত্তি সরাসরীমতে শুনা যাইতে পারে না। ২০৮	৪০৫
———	কেবল জজ অবশেষ আরজী গ্রাহ্য করিতে পারেন। ২০৯	৪০৫
———	যে সময়ে উকীলের রসুম আসামীর দিতে হইবেক। ২১০	৪০৫
———	পাপর ডিক্রীদার যাঁহার দ্বারা সম্পত্তির দখল পাইবেক। ৭৫	৬৮৮
———	পাপরের সম্পত্তি প্রকাশ হওয়াতে সদর আদালত তাহার পক্ষে ডিক্রী অন্যথা করিলেন। ২১১ ...	৪০৫
———	পাপর ফরিয়াদী মোকদ্দমাতে পরাজিত হইলে আসামী তাহাকে কয়েদ করিতে পারে। কিন্তু ফরিয়াদী যোত্রহীনের আইনের দ্বারা উপকার পাইতে পারে। ২১২	৪০৫
———	পাপর ফরিয়াদীর মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে তাহার উকীল আমানতী রসুম পাইতে পারে না। ২১৩ ...	৪০৫
———	পাপরের সম্পত্তি নীলাম করিয়া নানা দাওয়া শোধ করণের নিয়ম। ২১৪	৪০৫
———	কিন্তু উকীলের রসুম ও ইষ্টাম্পের মাসুল প্রথমে দিতে হইবেক। ২১৫	৪০৫
———	জজ পাপরের মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তির নিমিত্তে সদর আমীনের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন। ২১৬	৪০৫
———	যে বিধানমতে সদর আমীন তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। ২১৭	৪০৬
———	যে বিশেষ বিধান পাপরের মোকদ্দমার প্রতি খাটে। ২১৮	৪০৬
———	পাপরের মোকদ্দমা মুনসেফেরদের প্রতি অর্পণ করণ। ২১৯	৪০৬
———	কালেক্টর পাপর মোকদ্দমার নাজিরের পেয়াদারদের রসুম আদায় করিবেন না। ২২০	৪০৬

পৃষ্ঠা।

পাঁপরের-মোকদ্দমা। ইষ্টাম্প। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে যোত্রহীন সম্পত্তি পাইলে ইষ্টাম্পের রসুম দিবেক। না দেওনের দণ্ড। ২২৩ ... ... ৪০৭
——— ——— ক্ষমা হইবেক। সওয়াল জওয়াব ও ডিক্রীর নকল শাদা কাগজে হইবেক। ২২৪ ... ৪০৭
——— ——— জামিনী পত্র শাদা কাগজে লইতে হইবেক না। ২২৫ ... ... ৪০৭
——— ——— ওকালৎনামা যে কাগজে লিখিতে হইবেক। ২২৬ ... ... ৪০৭
——— ——— পাপর মোকদ্দমায় আসামীরদিগকে যে ক্ষমা হয়। ২২৭ ... ... ৪০৭
——— ——— আসামী আপনি পাপর না হইলে পাপরের বিরুদ্ধে শাদা কাগজে আপীল করিতে পাবে না। ২২৮ ... ... ৪০৮
——— ——— কিন্তু অধস্থ আদালতের ডিক্রীর নকল শাদা কাগজে পাইতে পারে। ২২৮ ... ... ৪০৮
——— ——— মোকদ্দমা রুবকার হওন সময়ে যে হুকুম হয় তাহার নকল পাপর ফরিয়াদী আপীলের কার্য্যের নিমিত্তে শাদা কাগজে পাইতে পাবে। ২২৯ ... ... ৪০৮
——— ——— অন্য সকল কাগজ ফরিয়াদী আপীল সময়ে ইষ্টাম্প কাগজে দাখিল করিবেক কিন্তু আদালত তাহা তলব করিলে তাহার ইষ্টাম্প দিবেক না। ২৩০ ... . ৪০৮
——— ——— পাপর যে সকল কাগজপত্র ইষ্টাম্প কাগজে দাখিল করিবেক। ২৩১ ... .. ৪০৮
——— ——— যাহা শাদা কাগজে পাইতে পারে। ২৩২, ২৩৩ ... ... ৪০৮
——— ——— মোকদ্দমার শেষ হইলে সকল ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ে যে প্রকার হুকুম হইবেক। ২৩৪ ৪০৯
——— ——— মুৎফরকা এজহার ও দরখাস্ত ইষ্টাম্প কাগজে হইবেক। ২৩৫ ... ... ৪০৯
——— ——— জজের সম্মুখে উপস্থিত যে মোকদ্দমা মুনসেফের প্রতি অর্পণ হয় তাহাতে ইষ্টাম্পের আবশ্যক নাই। ২৩৬ ... ... ৪০৯
——— ——— যে উপায়ের দ্বারা পাপরের মোকদ্দমায় সরকারের ক্ষতি নিবারণ হয়। ২৩৭ ... ... ৪০৯
——— ——— ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া পাওনার্থে সরকারের দরখাস্ত শাদা কাগজে হইবেক। ২৩৮ ... ৪০৯
——— ——— এইমত মোকদ্দমায় ইষ্টাম্পের মাসিক কৈফিয়ৎ কালেক্টরকে দেওয়া যাইবেক। ২৩৯, ২৪০ ৪০৯
——— ——— ঐ কৈফিয়তে এক নূতন ঘর করা যাইবেক। ২৪১ ... ... ৪১০
——— অমূলক ও ব্যামোহদায়ক মোকদ্দমা। তাহা উপস্থিত করণের নিমিত্তে ছয় মাস কয়েদ। ২৪২ ... ৪১১
——— ——— ব্যামোহদায়ক পাপরেরা যে স্থানে কয়েদ হইবেক। ২৪৩ ... ... ৪১১
——— — তাহারদের খোরাকী সরকারহইতে দেওয়া যাইবেক। ২৪৪ ... ... ৪১১
——— ——— মান্য স্ত্রীরা এ দণ্ডহইতে মুক্ত আছেন। ২৪৫ ... ... ৪১১
——— ——— আপীল করিলে এ দণ্ড স্থগিত হয় না। ২৪৬ ... ... ৪১১
——— ——— ব্যামোহদায়ক আপীল করণের জন্যে অধিক কাল কয়েদ হওন। ২৪৭ ... ... ৪১১
——— ——— হাজির জামিনেরা পাপর ফরিয়াদীকে হাজির না করিলে ছয় মাস কয়েদের যোগ্য। ২৪৮ ৪১১
——— ——— হাজির জামিনের যে প্রকার ও যেপর্য্যন্ত দায়। ২৪৯ ... ... ৪১১
——— ——— পাপর উপস্থিত না হইলে তাহার জামিন ছয় মাসপর্য্যন্ত কয়েদের যোগ্য হইবেক। পাপরের খরচা জামিনের সম্পত্তিহইতে উসুল হইবেক না। ২৫০ ... ... ৪১২
——— ——— পাপর ও হাজির জামিনেরা কয়েদ হইলেও আদালত খরচা আদায় করিবেন। ২৫১ ... ৪১২
পার্লিমেণ্টের আক্ট। আক্ট পার্লিমেণ্ট দেখ।
পুনর্ব্বিচার। মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারার্থে ফিরিয়া পাঠান গেলে সমুদয় মোকদ্দমার গোড়াঅবধি নূতন বিচার হইবেক। বর্জ্জিত কথা। ২৯৭ ... ... ৬৬৭
——— কিন্তু সদর আদালত বিশেষ বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় তদারক না করণের হুকুম দিতে পারেন। ২৯৮ ... ৬৬৭
——— যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের সময়ে নূতন ইষ্টাম্প লাগিল না। ২৯৯ ... ... ৬৬৭
——— এক বিশেষ বিষয়ের মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারার্থে ফিরিয়া পাঠান গেল। ৩০০ ... ... ৬৬৭
——— জিলার জজ মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারার্থে এদেশীয় বিচারকের নিকটে ফিরিয়া পাঠাইতে পারেন। ৩০১ ... ৬৬৭
——— মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেলে উকীল মোকদ্দমা চালাইতে প্রস্তুত আছেন কি না জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক। ৩০২ ... ... ৬৬৭

পুনর্ব্বিচার। ফরিয়াদীর উকীল গরহাজির হইলে অথবা মোকদ্দমা চালাইবার কোন হুকুম না পাইলে জজ যে এত্তেলা জারী করিবেন। ৩০৩ ... ... ৬৬৭
——— এত্তেলানামা বিফল হইলে ইশ্‌তিহারনামা জারী করিবেন। ৩০৬ ... ... ৬৬৭
——— আসামীর উকীল গরহাজির হইলে কিম্বা মোকদ্দমা চালাইবার হুকুম না পাইয়া থাকিলে যে এত্তেলা জারী হইবেক। ৩০৭—৩০৯ ... ... ৬৬৮, ৬৬৯
——— যে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যায় তাহাতে আদালত নিজে এত্তেলা পাঠাইবেন। ৩১০ ... ... ৬৬৯
——— আসল মোকদ্দমার উকীলেরা অতিরিক্ত রসুম না লইয়া মোকদ্দমা চালাইবেন। ৩১১ ... ... ৬৬৯
——— আপীলী মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেলে সমুদয় রসুম ফিরিয়া দেওন এবং উকীলকে অর্দ্ধেক রসুম দেওন। ৩১২ ... ... ৬৬৯
——— যে আদালতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যায় সেই আদালত সকল আদালতের খরচার বিষয়ের ডিক্রী করিবেন। বর্জ্জিত কথা। ৩১৩, ৩১৪ ... ... ৬৬৯, ৬৭০
——— যে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান যায় তাহার বিচার অগৌণে হইবেক। বিলম্ব হইলে তাহার কারণ জানাইতে হইবেক। ৩১৫ ... ... ৬৭০
——— ঐ প্রকার মোকদ্দমা যে প্রকারে বহীতে লেখা যাইবেক বিলম্বের কারণ যে সময়ে লিখিতে হইবেক। ৩১৬ ৬৭০
——— জিলার জজের দ্বারা। তদ্বিষয়ে অনুমতির দরখাস্ত করিবার বিধান। ৩১৭ ... ... ৬৭০
——— ——— বাতুলতার ওজর তদারক না হওয়াতে ফাঁসী তজবীজ গ্রাহ্য হইল। ৩১৮ ... ... ৬৭০
——— ——— পণ্ডিতের ঘুষ লওনের দোষে হওয়াতে তাহা গ্রাহ্য হইল। ৩১৯ ... ... ৬৭০
——— ——— স্পষ্ট ভুল হওয়াতে তাহা গ্রাহ্য হইল। ৩২০ ... ... ৬৭১
——— ——— সদর আদালত আপীল অগ্রাহ্য করিলেও পুনর্ব্বিচারের বাধা নাই। ৩২১ ... ... ৬৭১
——— ——— যে বিশেষ মোকদ্দমায় পুনর্ব্বিচারের অনুমতি দেওনের হেতু ছিল। ৩২২ ... ... ৬৭১
——— ——— সদর আমীনের হুকুমের উপর আপীলে জিলার জজ যে হুকুম করেন তাহা পুনর্ব্বিচার করিতে সদর আদালত তাঁহাকে হুকুম করিতে পারেন না। ৩২৩, ৩২৪ .. ... ৬৭১
——— ——— আদালত আপন হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে তাহার উপর আপীল নাই। ৩২৫ ... ... ৬৭২
——— ——— জজ আপনার হুকুমের পুনর্ব্বিচার না করিলে সদর আদালতে তদ্বিষয়ে সরাসরী আপীল হইতে পারে না। ৩২৬ ... ... ৬৭১
——— ——— সরাসরী হুকুমের পুনর্ব্বিচার করণের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিবার হেতু। ৩২৭ ... ... ৬৭১
——— ——— সরাসরী মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে। ৩২৮ ... ... ৬৭১
——— ——— মুৎফরকা মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইতে পারে। ৩২৯ ... ... ৬৭১
——— ——— কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে পুনর্ব্বিচার হইতে পারে। ৩৩০ .. ... ৬৭১
——— ——— যে হুকুমের উপর আপীল হয় নাই তাহার পুনর্ব্বিচারের অনুমতির দরখাস্ত করণের ধারা। ৩৩১ ... ... ৬৭১
——— ——— সদর আদালত হুকুমের পুনর্ব্বিচার করণের অনুমতি দিতে পারেন। ৩৩২ ... ... ৬৭২
——— ——— পুনর্ব্বিচারের হুকুম যে ভাষাতে লেখা যাইবেক। ৩৩৩ ... ... ৬৭২
——— ——— পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলেও নয়রী আপীলের প্রতিবন্ধক হয় না। ৩৩৪ ... ৬৭২
——— ——— সদর আদালতের অনুমতিবিনা জজ আপন হুকুমের পুনর্ব্বিচার করিতে পারেন না। ৩৩৫ ৬৭২
——— ——— হুকুমের পুনর্ব্বিচারার্থে অনুমতির দরখাস্ত করিবার হেতু। ৩৩৬ ... ... ৬৭৩
——— ——— জিলার জজ এই প্রকার দরখাস্ত করণ সময়ে যে২ বিষয় লিখিবেন। ৩৩৭ ... ... ৬৭৩
——— ——— হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করণের হুকুম পুনর্ব্বিচারার্থ সদর আদালতে যে দরখাস্ত হয় তাহার ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য। ৩৩৮ ... ... ৬৭৩
——— ——— এইমত দরখাস্ত যাঁহার দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া নিষ্পত্তি হইবেক। ৩৩৯ ... ... ৬৭৩
——— ——— যে স্থলে একটিং জজ সাহেব জজের হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত লইতে পারেন। ৩৪০ ৬৭৩
——— ——— সাহেব জজ ছয় মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন না এমত বোধ করণের হেতু বর্ত্তমান জজ জানাইবেন। ৩৪১ ... ... ৬৭৪

পার্ট			পৃষ্ঠা।
পুনর্ব্বিচার।	জিলার জজের দ্বারা।	যে স্থলে জিলার জজের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিবার উত্তম হেতু থাকিতে পারে। ৩৪২	৬৭৪
———	———	অতিরিক্ত জজের হুকুম যাঁহার দ্বারা পুনর্ব্বিচার হইবেক। ৩৪৩	৬৭৪
———	———	পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত বিষয়ে সদর আদালতের এক বিশেষ নিষ্পত্তি। ৩৪৪	৬৭৪
———	———	অধস্থ আদালতের হুকুমের উপর সদরে আপীল কসুরপ্রযুক্ত ডিস্মিস হইলেও অধস্থ আদালত আপন ডিক্রী পুনর্ব্বিচার করিবার অনুমতির দরখাস্ত করিতে পারেন। ৩৪৫	৬৭৪
———	———	দরখাস্ত তিন মাসের মধ্যে কি তাহার অধিক কালে দাখিল হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক। ৩৪৬	৬৭৪
———	———	বেদাঁড়ার নিমিত্তে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাগনের হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে দিতে হইবেক। ৩৪৭	৬৭৫
———	———	দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলে আদালত আপন বিবেচনামতে ইষ্টাম্প কাগজ ফিরিয়া দিতে পারেন। ৩৪৮	৬৭৫
———	———	আদালত অকারণে দরখাস্ত দেওনের জরীমানা করিতে পারেন। ৩৪৯	৬৭৫
———	———	গ্রাহ্যহওয়া দরখাস্তের উপর ইষ্টাম্পের মাসুলের বিষয়ে আদালত যে হুকুম যথার্থ বোধ করেন তাহাই করিবেন। ৩৫০	৬৭৫
———	———	সদর আদালত জজের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল নামঞ্জুর করিলেও তাঁহার হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত তাহার স্থানে লইতে পারেন। ৩১৫	৭৮৪
———	———	তিন মাসের পরে মাতবর হেতু বিনা আদালত দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে বদ্ধ নহেন। ৩৫১ ...	৬৭৫
———	———	পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের সঙ্গে দেওয়া দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্পের মাসুল লাগিবেক। ৩৫২	৬৭৬
———	প্রধান সদর আমীনের দ্বারা।	তিনি দরখাস্ত লইতে পারেন। ৩৫৩	৬৭৬
———	———	জিলার জজের নিকটে দরখাস্ত করিবেন এবং তিনি অনুমতি দিতে পারেন। ৩৫৪ ...	৬৭৬
———	———	প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তির উপর খাস আপীল সদর আদালতে হইতে পারিলেও তাঁহার হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত বিষয়ে জজের নিষ্পত্তি করণের নিষেধ নাই। ৩৫৫	৬৭৬
———	———	জজ প্রধান সদর আমীনকে আপন হুকুমের পুনর্ব্বিচার করিতে অনুমতি না দিলে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত। ৩৫৬, ৩৫৭	৬৭৬
———	———	৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত সদর আদালতে করিতে হইবেক। ৩৫৮, ৩৫৯	৬৭৬
———	———	৬৪০ ও ৩৪১ নম্বরী বিধি প্রধান সদর আমীনের বিষয়ে খাটে। ৩৬০	৬৭৬
———	সদর আদালতে।	ক্ষমতার্পণের বিধান। ২৮৪	৭৮০
———	———	পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইলেও নম্বরী আপীল করণের অধিকার থাকে। ২৮৫ ...	৭৮০
———	———	বিশেষ মোকদ্দমায় ঐ দরখাস্ত বিবেচনার বিষয়ে অতিরিক্ত বিধান। কার্য্য করণের ধারা। ২৮৬	৭৮০
———	———	বারো বৎসরের পরে দরখাস্ত গ্রাহ্য হইতে পারে না। ২৮৭	৭৮১
———	———	এগারো বৎসরের পরে গ্রাহ্য হইতে পারে। ২৮৮	৭৮১
———	———	খাস আপীল নামঞ্জুরীর হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে মিয়াদে দাখিল হইবেক। ২৮৯	৭৮১
———	———	দুই জজ এক মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিলেন তাঁহারা আদালতে বর্ত্তমান থাকিতে যাঁহার নিকটে ঐ দরখাস্ত হইবেক। তাঁহারদের ভিন্নমত হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৯০ ...	৭৮১
———	———	এক জন জজ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত। ২৯১	৭৮১
———	———	যে স্থলে দুই জন জজ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিলে পর এক জন আদালত ছাড়িয়া যান অন্য জজের বহালী হুকুম চূড়ান্ত। ২৯২	৭৮১
———	———	নিষ্পত্তিকারি জজ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে অন্য সাহেব তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন না। ২৯৩	৭৮১
———	———	যে স্থলে দুই জন জজের এক মত অন্য দুই জজের ভিন্ন২ মত সেই স্থলে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের বিষয়ি বিধান। ২৯৪	৭৮১
———	———	যে স্থলে এক জন জজ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিলেন। ২৯৫	৭৮২

		পৃষ্ঠা।
পুনর্ব্বিচার।	সদর আদালতে। যে স্থলে এক বিষয় দুই জন জজের সম্মুখে উপস্থিত হইলে পর এক জন জজ আদালত ছাড়িয়া গেলেন তাহাতে অন্য জজ একলাই ঐ বিষয় নিষ্পত্তি করিবার যোগ্য জ্ঞান হইলেন। ২৯৬	৭৮২
———	——— নিষ্পত্তিকারি জজ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলে পর আপনার আপত্তি খণ্ডন করিলেন তাহাতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল। ২৯৭	৭৮২
———	——— বাতুলতার ওজর বিচার না হওয়াতে দরখাস্ত গ্রাহ্য হইল। ২৯৮	৭৮২
———	——— এবং পণ্ডিতের ঘুষ লওনের শোরে হওয়াতে তাহা গ্রাহ্য হইল। ২৯৯	৭৮২
———	——— এবং স্পষ্টতঃ ভুলপ্রযুক্ত গ্রাহ্য হইল। ৩০০	৭৮২
———	——— সদর আদালতের দ্বারা নির্ব্বাহহওয়া পুনর্ব্বিচারের এক বিশেষ মোকদ্দমা। ৩০১ ...	৭৮২
———	——— পূর্ব্বকার জজেরদের নিষ্পত্তিহওয়া হেতুতে পুনর্ব্বিচারের এক দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল। ৩০২	৭৮২
———	——— পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য হইলেও প্রথম নিষ্পত্তিতে জজেরদের মত অন্যথা হয় না। ৩০৩	৭৮২
———	——— অল্প অনৈক্যপ্রযুক্ত দরখাস্ত গ্রাহ্য হইলে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে জজেরদের মত মানিতে হইবেক। ৩০৪	৭৮৩
———	——— পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত তিন মাসের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে দাখিল না হইলে মুহফরক্কা দরখাস্তের মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে গ্রাহ্য নহে। ৩০৫	৭৮৩
———	——— পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের সঙ্গে যে হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হয় তাহার নকল দিতে হইবেক। ৩০৭	৭৮৩
———	——— দরখাস্তের সঙ্গে দাখিলহওয়া দলীলদস্তাবেজের ইষ্টাম্পের মাসুল। ৩০৮	৭৮৩
———	——— যে হেতুতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হয় তাহা দরখাস্তের পৃষ্ঠে লিখিয়া দরখাস্তকারী ও তাহার উকীল তাহাতে সহী করিবেন। ৩০৯	৭৮৩
———	——— পৃষ্ঠে যে২ কথা লেখা যাইবেক। ৩১০	৭৮৩
———	——— পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করণের হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ৩১১	৭৮৩
———	——— যে জজ আদালতে আর উপস্থিত নহেন কি দরখাস্ত শুনিতে না পারেন তাঁহার হুকুমের পুনর্ব্বিচারের বিষয়ি বিধি। ৩১৩	৭৮৪
———	——— সাবেক কি অনুপস্থিত জজেরদের নিষ্পত্তি যে প্রকারে অন্যথা হইতে পারে। ৩১৪ ...	৭৮৪
———	——— সাবেক কি অনুপস্থিত জজেরদের মতের বিবেচনা। ৩১৫	৭৮৪
———	——— সদর আদালত খাস আপীল অগ্রাহ্য করিলে পর জজের স্থানে হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে পারেন। ৩১৬	৭৮৪
———	——— ডিক্রী স্পষ্টতঃ অশুদ্ধ ও বেদাঁড়া হইলে উক্ত বিধান খাটে না। ৩১৭	৭৮৪
———	——— সাবেক জজের হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত এক জন জজ অগ্রাহ্য করিলে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত। ৩১৮	৭৮৪
———	——— যে স্থলে সদর আদালত অধস্থ আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রীর কথার অর্থ কষাকষিরূপে করিলেন। ৩১৯	৭৮৪
———	——— পুনর্ব্বিচার না করিয়া সাবেক জজের ডিক্রীর মধ্যে স্পষ্ট ভুল যে প্রকারে শোধন হয়। ৩২০	৭৮৪
পুলিন্দা কাগজপত্রের। রোয়দাদ সিক্কা ২৫৲ টাকার ওজনের পুলিন্দায় বাঁধিয়া ভিন্ন২ দিবসে পাঠান যাইবেক। ৬১৭		৯০
পুলিন্দা। বাঙ্গীর দ্বারা প্রেরিত। যে প্রকারে বাঁধা যাইবেক। ৬১৬		৮৯
———	——— মোহর করণের পূর্ব্বে উভয় দিগে সেলাই করিতে হইবেক। ৬১৮	৯০
পেন্‌স্যন।	বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত যাহারা পাইবেক। ২১৬	১২৭
———	১ দরখাস্তকারী কত দিন কর্ম্ম করিলে পাইতে পারে। ২১৭	১২৭
———	বার্দ্ধক্য কিম্বা মানসিক কি শারীরিক ক্ষীণতা না হইলে পাইতে পারে না। ২১৮	১২৭
———	এবং সদাচরণের বিষয়ে সার্টিফিকট দিতে হইবেক। ২১৯	১২৭
———	পেন্‌স্যনের সংখ্যা। ২২০	১২৭
———	২০ বৎসরের অধিক ও ৩০ বৎসরের কম চাকরী করিলে পেন্‌স্যনের সংখ্যা। ২২১	১২৭

		পৃষ্ঠা।
পেন্‌স্যান।	৩০ বৎসরের অধিক কর্ম্ম করিলে পেন্‌স্যানের সংখ্যা। ২২২	১২৭
———	যত কাল কর্ম্ম করিলে এদেশীয় বিচারকেরা ও পণ্ডিত ও মৌলবীরা পেন্‌স্যান পাইবেন। ২২৩ ...	১২৭
———	পেন্‌স্যানের নিরিখ গুণাদি বিবেচনায় বাড়ান কি কমান যাইবেক। ২২৪	১২৭
———	মৃত সরকারী চাকরের পরিবারের পেন্‌স্যান। ২২৫	১২৭
———	উক্তমতে নির্দ্দিষ্টভিন্ন অন্য গতিকে কোর্ট অফ ডৈরেক্‌টর্সের অনুমতি না পাওনপর্য্যন্ত পেন্‌স্যান কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক। ২২৬	১২৭
———	পেন্‌স্যান পাইবার দরখাস্তের মর্ম্ম। ২২৭—২৩১	১২৮
———	যে গতিকে দরখাস্তকারির লিখিত বেওরা দাখিল করিয়া শপথ করিতে হইবেক। ২৩২	১২৮
———	যে স্থলে চিকিৎসকের সার্টিফিকটের আবশ্যক হয়। ২৩৩	১২৮
———	পেন্‌স্যানের দরখাস্ত যাঁহার দ্বারা করা যাইবেক। ২৩৪	১২৮
———	পেন্‌স্যানভোগিরা মরিলে তাহার রিপোর্ট সিবিল আডিটরের নিকটে হইবেক। ২৩৫	১২৯
———	ছয় মাসের অধিক কালের বাকী পেন্‌স্যান যে২ গতিকে দেওয়া যাইবেক। ২৩৬	১২৯
———	সিবিল আডিটরের যে প্রকার কর্ত্তৃত্ব আছে। ২৩৭	১২৯
———	ঐ সাহেবের নিকটে বৎসরে২ যে কৈফিয়ৎ পাঠাইতে হইবেক। ২৩৮	১২৯
———	দরখাস্তকারিরা দরখাস্তের লিখিত বিষয়ের সুকৃতি করিবেক। ২৩৯	১২৯
———	পেন্‌স্যানের যোগ্য ব্যক্তিদের ফিরিস্তি। ২৪০	১২৯
———	পেন্‌স্যানের বিষয়ে অতিরিক্ত বিধান। ২৪১	১২৯
পেন্‌স্যান সরকারী।	ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রয় হইতে পারে না। ৪৯, ৫০	৬৮৫
পেয়াদা।	টাকা তছরুফ করিলে যে প্রকার দণ্ড পাইবেক। ৬৯	১০৪
———	সমন ও পরওয়ানা জারী করিবেক। তাহারদের তলবানা। ৯৪	১০৮
———	তাহারদের বিষয়ে অধিক হুকুম। ৯৫	১০৮
———	তলবানার বিষয়ে হুকুমের মতান্তর। ৯৬	১০৮
———	যাহারা সরকারহইতে বেতন না পাইয়া পরওয়ানা জারীর কার্য্যে নিযুক্ত হয় তাহারদের এক রেজিষ্টর প্রস্তুত হইবেক। ৯৭	১০৮
———	যাহারা সিরিশ্‌তায় রেজিষ্টরী না হইয়া থাকে তাহারা কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক না। ৯৮	১০৯
———	রেজিষ্টরী পেয়াদারা চাপরাস ধরিবেক। তলবানার হারের নক্‌শা প্রস্তুত হইবেক। ৯৯	১০৯
———	ঐ তলবানার হারের নক্‌শা কাছারীতে লট্‌কান থাকিবেক। তাহার অধিকের দাওয়া হইবেক না। ১০০	১০৯
———	দেয় তলবানার সংখ্যা পরওয়ানার পৃষ্ঠে লেখা থাকিবেক। ১০১	১০৯
———	এক পেয়াদা দুই কি অধিক পরওয়ানা জারী করিলে তাহার তলবানার বিষয়ি বিধান। ১০২ ...	১০৯
———	তাহারদিগকে তলবানার এক অংশ দেওন। ১০৩	১১০
———	খোরাকী অসঙ্গতরূপে না লইতে পারিবার বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ হইবেক। ১০৪	১১০
———	তলবানা দেওনের বিষয়ে জিলার জজ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ১০৫	১১০
———	তলবানার বিষয়ে কিছু কালের নিমিত্তে যে সকল হুকুম দেওয়া গিয়াছিল তাহা ১৮৪২ সালের ১১ মার্চের সরকুলরক্রমে রহিত হইল। ১৫২	১১৬
———	তলবানা উসুল ও ব্যবহার করণে এবং খোরাকী উসুল করণের সকল বেদাঁড়া জজেরা নিবারণ করিবেন। ১৫৩	১১৬
———	অচিহ্নিত বিচারকেরদের আদালতে। তাঁহারা ইসমনবিসী প্রস্তুত করিবেন। ১২৮	১১৭
———	——— এদেশীয় বিচারকেরা মজকুরী পেয়াদারদের নাম লিখিয়া দিবেন ও জজেরা অত্যুপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিবেন। ১২৯	১১৩
———	——— বিচারকেরা রেজিষ্টরীহওয়া পেয়াদারদিগকে পরওয়ানা জারীর কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ১৩০	১১৩
———	সদর আমীনেরদের। তাহারদের তলবানা। ১৩৭	১১৪
———	মুনসেফেরদের। পরওয়ানা জারীর দরখাস্তকারির দাওয়াক্রমে মুনসেফ তলবানা উসুল করিবেন। ১৩৮	১১৪
———	——— তাহারা কেবল আদালতের হুকুম জারী করণার্থে নিযুক্ত হইতে পারে। ১৩৯	১১৪
———	——— তাহারদের মনোনীত ও রেজিষ্টরী করণ। ১৪০	১১৪

পৃষ্ঠা।

পেয়াদা। মুনসেফেরদের। রুবকারীর উপর বিশেষ হুকুম না থাকিলে কেবল রেজিষ্টরীহওয়া পেয়াদারদিগকে নিযুক্ত করা যাইবেক। ১৪১ ... ... ১১৪
——— ——— তাহারদের ফিতা ও চাপরাস। ১৪২ ... ... ১১৪
——— ——— স্থানের দূরত্বের ফর্দ্দ ও তলবানার নিরিখ। ১৪৩ ... ... ১১৪
——— ——— জজ ঐ ফর্দ্দ মঞ্জুর করিলে মুনসেফের কাছারীতে তাহা লট্‌কান থাকিবেক। ১৪৪ ... ১১৪
——— ——— পরওয়ানা জারীর পূর্ব্বে তলবানা উসুল হইবেক জারীর পর পেয়াদাকে দেওয়া যাইবেক। ১৪৫ ... ... ১১৫
——— ——— তলবানার রেজিষ্টরী। ১৪৬ ... ... ১১৫
——— ——— ফর্দ্দের লিখিতহইতে অধিক তলবানা জোর করিয়া লওনের দণ্ড। ১৪৭ ... ... ১১৫
——— ——— খোরাকী জোর করিয়া লইতে নাই। ১৪৮ ... ... ১১৫
——— ——— সকল জিলাতে তলবানার হার। ১৪৯, ১৫০ ... ... ১১৫
——— ——— প্রত্যেক গ্রামের দূরত্বের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইয়া জজের দৃষ্ট হইলে মুনসেফের কাছারীতে লট্‌কান যাইবেক। ১৫১ ... ... ১১৫
পোঁতাধন। যে গতিকে তাহা পাওনিয়া ব্যক্তির সম্পত্তি হইবেক। ৪৩৭, ৪৩৮ ... ... ৫২৬
——— পাওনিয়া ব্যক্তি তাহা পাইলে যাহা করিবেক। ৪৩৯ ... ... ৫২৬
——— জজের যাহা কর্ত্তব্য। দাওয়াদারের নিমিত্তে এত্তেলানামা জারী করিতে হইবেক। ৪৪০ .. ... ৫২৬
——— সরকারের দাওয়া থাকিলে কালেক্টর তাহা প্রকাশ করিবেন। সরাসরী তহকীক ও হুকুম। ৪৪১ ... ৫২৬
——— কোন দাওয়া না হইলে ও ধন লক্ষ টাকার অধিক না হইলে জজ যে হুকুম করিবেন। ৪৪২ ... ৫২৭
——— এবং দাওয়া না হইলে ও লক্ষ টাকার অধিক ধন হইলে জজের হুকুম। ৪৪৩ ... ... ৫২৭
——— যাহারা ধন পাইয়া এক মাসের মধ্যে এত্তেলা না দেয় তাহারদের তাহাতে কিছু অধিকার হইবেক না। ৪৪৪ ... ... ৫২৭
——— জজের সরাসরী নিষ্পত্তির উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে। ৪৪৫ ... ... ৫২৭
——— সদর আদালত দ্বিতীয় কি খাস আপীল গ্রাহ্য করিতে পারেন। ৪৪৬ ... ... ৫২৭
প্রধান কেরাণী। কেরাণী দেখ।
প্রধান সদর আমীন। গবরনর জেনরল এক কি ততোধিক জনকে কোন জিলায় নিযুক্ত করিতে পারেন। ১৫৭ ... ২৭
——— যাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারেন ও যাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হইবেন। সনদ। ১৫৮ ... ... ২৭
——— কোন ব্যক্তি জন্মস্থান কি বংশপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অযোগ্য নহেন। ১৫৯ ... ... ২৭
——— ব্রিটনীয় প্রজা হইলে এদেশীয় লোকের সমান এলাকার অধীন হইবেন। ১৬০ ... ... ২৭
——— বেতন। ১৬১ ... ... ২৭
——— কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওনের সময়ে তাঁহারদের সুকৃতি। ১৬২ ... ... ২৭
——— সুকৃতির পাঠ। ১৬৩ ... ... ২৭
——— মোহর। ১৬৪ ... ... ২৮
——— পদ শূন্য হইলে সদর আদালত কোন ব্যক্তিকে বাচনি করিয়া তাঁহার নাম গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন। ১৬৬ ২৮
——— নাম লিখনের ক্রম। ১৬৭ ... ... ২৮
——— পূর্ব্বে সদর আমীনী কর্ম্মকরা আবশ্যক। ১৬৮ ... ... ২৮
——— সদর আদালত তাঁহারদের আচরণের ও কর্ম্মের বার্ষিক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে পাঠাইবেন। ১৬৯ ... ২৮
——— হুঁষ কি জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনের নিমিত্তে তাঁহারদের নামে ফৌজদারীতে নালিশ হইতে পারে। ১৭১ ২৯
——— বেতন। ২৭৩ ... ... ৪৪
——— তাঁহারদের চতুর্থাংশের বেতন বৃদ্ধি হইল। ২৭৪ ... ... ৪৪
——— যোগ্যতাহেতুক যে বেশী মাহিয়ানা দেওয়া যায় তাহা একটিং কার্য্যকারককে দেওয়া যাইবেক না। ৩১৩ ৪৯
——— তাঁহারদের বিচার্য্য মোকদ্দমা। ৪৯৮ ... ... ৭৬
——— কোন ব্যক্তি বংশপ্রযুক্ত তাঁহারদের এলাকার বহির্ভূত নহে। ৫০০ ... ... ৭৬
——— তাঁহারদের আদালতের উকীল কি আমলারা যে মোকদ্দমার এক পক্ষ হয় তাহাও শুনিতে পারেন। ৫০১ ৭৬
——— মোকদ্দমার যে কোন মূল্য হয় তাহা তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। ৫০৩ ... .. ৭৭

পৃষ্ঠা।

প্রধান সদর আমীন। সদর আদালতের হুকুমক্রমে কোন দেওয়ানী কার্য্য তাঁহাদের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। তাঁহারদের নিষ্পত্তির উপর আপীল জিলার আদালতে এবং খাস আপীল সদর আদালতে হইতে পারে। ৫০৪ ... ... ৭৭

——— কাজী হওনসময়ে যে দলীলে দস্তখৎ করিয়াছিলেন তাহা কোন মোকদ্দমায় দাখিল করা গেলে তিনি সেই মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ৫০৪/ ৮৩০

——— মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন। ৫০৫ ... ... ৭৭

——— যদি দলীলদস্তাবেজ ইঙ্গরেজী ভাষায় হয় তবে যে প্রধান সদর আমীন ঐ ভাষা না জানেন তাঁহার প্রতি অর্পণ হইতে পারে না। ৫০৬ ... ... ৭৭

——— উক্ত বিধান মতান্তর। ৫০৭ ... ... ৭৭

——— যে মোকদ্দমার আসল আরজীতে ইঙ্গরেজী দলীলদস্তাবেজ থাকনের কথা লেখা আছে তাহা তাঁহার প্রতি অর্পণ হইতে পারে। ৫০৮ ... ... ৭৭

——— তাঁহার প্রতি অর্পিত মোকদ্দমায় ইঙ্গরেজী দস্তাবেজের সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার তরজমা থাকিবেক। ৫০৯ ... ৭৭

——— যে গতিকে এইমত মোকদ্দমা জজের নথীতে থাকিবেক। ৫১০ ... ... ৭৮

——— উক্ত বিধান মতান্তর। ৫১১ ... ... ৭৮

——— উভয় বিবাদী ইঙ্গরেজী দলীল দাখিল করিতে পারে ও প্রধান সদর আমীন তাহার তরজমা তলব করিতে পারেন। ৫১২ ... ... ৭৮

——— উভয় পক্ষ ঐ তরজমা যথার্থ স্বীকার করিলে তাহার বিষয়ে আপত্তি হইতে পারে না। ৫১৩ ... ৭৮

——— তরজমার বিষয়ে সন্দেহ হইলে জজের প্রতি অর্পণ হইবেক। ৫১৪ ... ... ৭৮

——— কোন২ মুৎফরক্কা মোকদ্দমা তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইবেক। ৫১৭ ... . ৩১১

তাঁহারদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি। যে প্রকারে ও যে স্থানে মোকদ্দমার বিচার করিবেন। ৯০৯ ... ৩৩৫

——— ——— মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিধান। ৯১০ ... ... ৩৩৫

——— ——— ঐ বিধান মতান্তর। জিলার জজের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট বিধানমতে প্রধান সদর আমীনেরা কার্য্য করিবেন। ৯১১ ... ... ৩৩৫

——— ——— সদর আমীনের নিকটে উপস্থিত যে মোকদ্দমা তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হয় তাহার নূতন সাক্ষ্য লইতে হইবেক। ৯১৯ ... ... ৩৩৬

——— ——— যে উকীল তাঁহারদের আদালতে ওকালতী করিবেন। ৯১২ ... ... ৩৩৫

——— ——— মোকদ্দমার কাগজপত্রে যে ইষ্টাম্পের মাসুল লওয়া যাইবেক। ৯১৪ ... ... ৩৩৬

——— ——— ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় যে ইষ্টাম্পের মাসুল লওয়া যাইবেক। ৯১৫ ... ... ৩৩৬

——— ——— ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৭ ধারানুসারের অর্পিত মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের ও আপীলের বিষয়ি বিধি। ৯১৬ ... ... ৩৩৬

——— ——— মুনসেফের মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনের প্রতি অর্পণ হইলে মুনসেফের আদালতের তলবানার বিধি খাটে না। ৯১৭ ... ... ৩৩৬

——— ——— সদর আমীনের বিচার্য্য মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীনকে অর্পণ হইলে ইষ্টাম্পের ও আপীলের বিষয়ে যে বিধি খাটে। ৯১৮ ... ... ৩৩৬

——— ——— এক্তেলা ও ইশ্‌তিহারনামা। ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০ ধারামতে কার্য্য করিবেন। ৯২০ ৩৩৬

——— ——— ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ১০। ১২ ধারা প্রধান সদর আমীনের আদালতে খাটে। ৯২১ ৩৩৬

——— ——— ডিক্রী যে প্রকারে জারী হইবেক। ৯২২ ... ... ৩৩৭

——— ——— তাঁহারদের যে রিপোর্ট দিতে হইবেক। ৯২৯ ... ... ৩৩৮

——— ——— জজের অনুমতি বিনা আসামীকে কয়েদ করিতে পারেন না। ৯২৭ ... ... ৩৩৭

——— ——— কিন্তু ৫০০০৲ টাকার উর্দ্ধ মোকদ্দমায় তাঁহার অনুমতি বিনা কয়েদ করিতে পারেন। ৯২৮ ৩৩৮

প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন। ঐ২ পদে নিযুক্ত হওনার্থে নাম লিখনের বিধি। ১৪৯—১৫৪ ... ... ২৬

——— যে জিলাতে টাকা ধারেন সেই জিলাতে নিযুক্ত হইবেন না। ১৭০ ... ... ২৮

——— সদর মোকামে নিযুক্ত না হইলে তাঁহারদের বিষয়ি বিধি। ১৬৫—১৭৬ ... ... ২৮—৩০

——— জুটীর দরখাস্ত জুডিসিয়ল সেক্রেটারী সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। ৩০৩, ৩০৪ ... ... ৪৮

পৃষ্ঠা।
প্রধান সদর আমীন ও সদর আমীন। সরকারের চিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের সঙ্গে লিখনপঠন। ৩৩১, ৩৩৩ ... ৫২
——— অন্য রাজ্যের দরবারে রেসিডেণ্টের সঙ্গে কিম্বা গবরনর জেনরলের এজেণ্টের সঙ্গে লিখনপঠন। ৩৩৪ ৫২
——— তাঁহারদের সঙ্গে ইউরোপীয় চিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের লিখনপঠন। ৩৩৬ ... ... ৫৩
——— জজেরা তাঁহারদের বিচার্য্য মোকদ্দমা আপনারদের নথীতে রাখিলে তাহার হেতু লিখিবেন। ৪৯৫ ... ৭৬
——— তাঁহারদের বিচার্য্য যে মোকদ্দমায় সরকার কি সরকারী কার্য্যকারকেরা এক পক্ষ হন তাহা তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইবেক। ৪৯৬ ... ... ৭৬
প্রমাণ। সাক্ষ্য দেখ।
প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণ। সদর আদালতের। অধস্থ আদালত পরওয়ানা জারী করিতে না পারিলে রিপোর্টের সঙ্গে সর্টিফিকট পাঠাইবেন। *সর্টিফিকটের মর্ম্ম।* ১৮৬ ... ... ৭৬৪
——— বিলম্বের কারণ অধস্থ আদালত ছদ্ধোধমতে প্রকাশ না করিলে তদ্বিষয়ে দায়ী হইবেন। ১৮৭ ... ৭৬৫
——— প্রিসেপ্টের উত্তরে যে সর্টিফিকট পাঠান যায় তাহাতে যে প্রকারে নজর করা যাইবেক। ১৮৮ ... ৭৬৫
——— সদর আদালত যে প্রিসেপ্ট পাঠান তাহার সম্পর্কে অধস্থ আদালত যে প্রকারে জিজ্ঞাস করিবেন। ১৮৯ ৭৬৫*
——— কোন্ গতিকে প্রিসেপ্ট একেবারে প্রধান সদর আমীনের নিকটে পাঠান যাইবেক ও তাহার উত্তর একেবারে সদর আদালতে পাঠান যাইবেক। ১৯০ ... ... ৭৬৫
——— *প্রধান সদর আমীনরদের সর্টিফিকট ইঙ্গরেজী জবানায় লিখিবার আবশ্যক নাই।* ১৯১ ... ... ৭৬৫
——— প্রধান সদর আমীনেরা আপীলের যে সর্টিফিকট পাঠান্ তাহার পাঠ। ১৯২ ... ... ৭৬৫
——— প্রিসেপ্টের পাঠ। ১৯৩ ... ... ৭৬৬
——— প্রিসেপ্ট জারী করণের হুকুম হইলে যাহা লিখিতে হইবেক। ১৯৪ ... ... ৭৬৬
——— যে তারিখঅবধি মিয়াদ গণ্য হইবেক। ১৯৫ ... ... ৭৬৬
——— প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণের তারিখ। ১৯৬ ... ... ৭৬৬
——— জজ পরওয়ানা জারীর চিঠীতে দস্তখৎ করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৯৭ ... ... ৭৬৬
——— ইঙ্গরেজী কেরাণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১৯৮ ... ... ৭৬৬
——— যাঁহার নিকটে প্রিসেপ্ট পাঠান যায় তিনি নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের মধ্যে সম্পূর্ণ রিটর্ণ পাঠাইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৯৯ ... ... ৭৬৬
——— রিটর্ণ এবং সর্টিফিকট পাওয়া গেলে যাহা কর্ত্তব্য। ২০০ ... ... ৭৬৬
——— রিটর্ণ এবং কার্য্যের বেওরা মিয়াদের মধ্যে না পঁহুছিলে রেজিষ্টরের যাহা কর্ত্তব্য। ২০১ ... ... ৭৬৬
——— রিটর্ণ এবং সর্টিফিকটের সঙ্গে পাঠান কাগজপত্রের ফিরিস্তি সরকারীর নিম্ন ভাগে লেখা যাইবেক। ২০২ ৭৬৬
——— তাহার সঙ্গে প্রেরিত কাগজপত্র ডাকের দ্বারা পাঠাইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য। ২০৩ ... ... ৭৬৭
——— জওয়াব না দেওয়া পত্রের ও প্রিসেপ্টের এক ফর্দ্দ কেরাণী সপ্তাহে দাখিল করিবেন। ২০৪ ... ... ৭৬৭
——— প্রিসেপ্ট ও রিটর্ণ ও সর্টিফিকটের ফিরিস্তি ১। ২। ৩। ৪। ৫ নম্বর। ২০৫—২০৯ ... ৭৬৭—৭৬৯
ফরিয়াদী। আপন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারে। ১৮১ ... ... ২১৭
ক্রোক আমীন। যে সকল আইনের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আপন পদোপলক্ষে ক্রোকী সম্পত্তি নীলাম করিবার ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা রদ হইল। ৪৭ ... ... ৪৫৭
——— কালেক্টর ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম করিতে লোক নিযুক্ত করিবেন। ৪৮ ... ... ৪৫৮
——— তাহারদের নিকটে সম্পত্তি নীলামের দরখাস্ত শাদা কাগজে হইবেক। ১৮ ... ... ৪৫২
——— এই প্রকার নিযুক্ত লোকেরা চলিত সকল আইনমতে কার্য্য করিবেক। ৪৯ ... . ৪৫৮
——— তাহারা নীলাম করিবার সনদ পাইবেক। ৫০ ... ... ৪৫৮
ফর্দ্দ। জজের জিম্মায় যে সকল সম্পত্তি থাকে তাহার ফর্দ্দ বৎসরে দাখিল করিতে হইবেক। ২৫৭ ... ৫৮৩
——— যাহারা উইল না লিখিয়া মরে তাহারদের থৎ ভমঃসুকপ্রভৃতির ফর্দ্দ বৎসরে গবর্ণমেণ্টে দাখিল হইবেক। ২৬১ ... ... ৫৮৩
ফারখৎ। নিয়মানুসারে দেওয়া গেলে এবং সেই নিয়ম প্রতিপালন না হইলে দাওয়া ব্যর্থ হয় না। ৩৯৭ ... ৬০৫
ফিরিয়া পাঠান। মোকদ্দমা। সদর আদালতের জজ পুনর্ব্বিচারার্থে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠাইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫৪ ... ৭৪৬
ফিরিস্তি। ফর্দ্দ দেখ।
ফুৎফাড়িশেষের ব্যবহার। পাঞ্জাব প্রদেশে। ৫২৯ ... ... ৬২০

পৃষ্ঠা।

বংশবিশেষের ব্যবহার। ত্রিপুরার রাজার জমীদারীর বিষয়ে। ৫৩০ ... ... ৬২০
——— ত্রিহুতের রাজার বংশের। ৫৩১ ... ... ৬২০
বখরাদার। অংশী দেখ।
বখরাদারী। অংশিত্ব দেখ।
বদনাম। অপবাদ দেখ।
বন্দ। আদালতের। নির্দ্দিষ্ট বন্দের ফর্দ্দ। ৩১৪ ... ... ৪৯
——— স্থানবিশেষের ব্যবহারমতে এই ফর্দ্দ মতান্তর হইতে পারে। ৩১৫ ... ... ৪৯
——— দশহরার বন্দ ত্রিশ দিন মহরমের বন্দ পনের দিন। ৩১৬ ... ... ৪৯
——— আদালতের ফিরিস্তিতে যে বন্দ লেখা আছে তদ্ভিন্ন অন্য দিবসে বন্দ হইবেক না। ৩১৭ ... ... ৫০
——— আমলারা ও উকীলেরা বন্দের শেষে ঠিক সময়ে কর্ম্মেতে ফিরিয়া আসিবেন। ৩১৮, ৩১৯ ... ... ৫০
——— দশহরার ও মহরমের বন্দ এক সময়ে হইলে যে বিধিমতে কার্য্য হইবেক। ৩২০ ... ... ৫০
——— সদর আদালত বন্দের নিয়ম মতান্তর করিতে পারেন। ৩২১ ... ... ৫০
——— যে দিবসে উক্ত দুই বন্দের আরম্ভ হইবেক। ৩২২ ... ... ৫০
——— জজের অনুমতি লইয়া বিচারকেরা ও আমলারা উক্ত বন্দের সময়ে আপনারদের বাড়িতে যাইতে পারেন। ৩২৩ ৫১
——— অচিহ্নিত বিচারকেরা জজের স্থানে ছুটী লইবেন। ৩২৪ ... ... ৫১
——— উক্ত দুই বন্দের সময়ে মাহিয়ানা কাটা যাইবেক না। ৩২৫ ... ... ৫১
——— অচিহ্নিত বিচারক বন্দের অতিরিক্ত কালে অগত্যা গরহাজির হইলে তদ্বিষয়ের বিধান। ৩২৬ ... ৫১
বন্দোবস্ত। বিলায়তের কৌন্সেলে আপীল করিয়া জয়ী হইলে টাকা দেওনের একরার সদর আদালত বহাল রাখিলেন। ৪০৫ ... ... ৬০৬
——— এক ব্যক্তি কার্য্য করিতে ত্রুটি না করিলে বন্দোবস্তের উপর দাওয়া ডিসমিস হইল। ৪৪৫ ... ... ৬১০
——— কাঠের বিষয়ের দাওয়া বিশেষ হেতুতে ডিসমিস হইল। ৪৪৬ ... ... ৬১০
——— আড়াই শত মোন রেশমের বিষয়ের এক বন্দোবস্তের উপর দাওয়া। ৪৪৭ ... ... ৬১০
——— যে মোকদ্দমায় বন্দোবস্তের উপর কেবল সুদের হুকুম হইল জরীমানা হইল না। ৪৪৮ ... ... ৬১১
——— বন্দোবস্তকরণিয়ারা অন্য জামিন পূর্ব্বে দিলেও এজেন্টের দেওয়ানের উপর ঝুঁকী থাকিল। ৪৪৯ ... ৬১১
——— এক ব্যক্তিছাড়া অন্যের নিকটে সম্পত্তি বিক্রয় না করণের বন্দোবস্ত যে স্থলে উল্লঙ্ঘন হইয়াছে কথিত হয়। ৪৫০ ... ... ৬১১
——— স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ের বন্দোবস্তের এক মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৪৫১ ... ... ৬১১
——— রিলায়তের আপীল সম্পর্কে ২০,০০০৲ টাকা দেওনের বন্দোবস্তের বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৪৫২ ৬১১
——— যে স্থলে জমীর দাওয়া সফল করিবার বিষয়ে এক বন্দোবস্ত প্রচুর বোধ হয় নাই। ৪৫৩ ... ... ৬১১
——— বন্দোবস্ত করণে কালেক্টরের ক্ষমতা। কালেক্টর দেখ।
বন্ধক। এক গ্রামের অনেক ভূম্যধিকারী এক সঙ্গে টাকা কর্জ্জ লইয়া বন্ধকী পত্র লিখিয়া দিলে ঐ গ্রামের এক জন আপনার অংশ খালাস করিতে পারে না। ৯৪ ... ... ৫৫৮
——— বন্ধকের সদৃশ ভূমি অর্পণ হইলে মিয়াদের আইন খাটে না। ৯৫ ... ... ৫৫৮
——— কর্জ্জ টাকা ৫০ বৎসরের পর শোধ হইলে বন্ধকী ভূমির উদ্ধার হইল। ৯৬ ... ... ৫৫৮
——— ফরিয়াদী ৬০ বৎসরের পরে বন্ধকী ভূমি উদ্ধার করিতে পারে। ৯৭ ... ... ৫৫৮
——— ৭০ বৎসর পরে বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার হইল। ৯৮ ... ... ৫৫৯
——— বন্ধকলওনিয়া আমানতী টাকা না লইলে যদি ভূমি বিক্রয় হয় তবে উত্তরাধিকারির ঐ আমানতী টাকা ফিরিয়া লওনেতে খরীদারের স্বত্ব হানি হয় না। ৯৯ ... ... ৫৫৯
——— কর্জ্জের জামিনস্বরূপ পাট্টাপ্রভৃতি আমানৎ হইলে তাহা বন্ধকের তুল্য জ্ঞান হইবেক। ১০০ ... ... ৫৫৯
——— জিলার আদালত যে বন্ধক সিদ্ধ ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহা এক মোকদ্দমার পরে বেআইনী দৃষ্ট হইল। ১০১ ৫৫৯
——— বন্ধকী মোকদ্দমায় ডিক্রী শুদ্ধ করণ। ১০২ ... ... ৫৫৯
——— ফরিয়াদীর পিতা ও খুড়া যে হীরা বন্ধক দিয়াছিল তাহার মূল্যের অর্দ্ধেকের দাওয়া মঞ্জুর হইল। ১০৩ ৫৫৯
——— নিয়মিত দিবসে কর্জ্জ শোধ হওনের করারে সম্পত্তির বন্ধক হইলে কর্জ্জা টাকা পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমা হইবেক। ১০৪ ... ... ৫৫৯

পৃষ্ঠা।

বন্ধক। সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া তাহা কেবল কর্জের জামিনস্বরূপ রাখিবার অভিপ্রায় হইলে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ১০৫ ... ... ৫৫৯

——— রেসপাণ্ডেণ্টের পিতা সরবরাহ করণের সময়ে বন্ধকক্রমে যে কর্জ লওয়া গিয়াছে তাহা রেসপাণ্ডেণ্ট শোধ করিলে তদ্বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ১০৬ ... ... ৫৫৯

——— যে মোকদ্দমার বন্দোবস্ত প্রচুরমতে স্পষ্ট না হওয়াতে ভূমির বাবৎ মোকদ্দমা হইতে পারিল না। ১০৭ ৫৬০

——— বন্ধকের বিষয়ে জড়াজড়ির এক মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ১০৮ ... ... ৫৬০

——— প্রথম ও দ্বিতীয় বন্ধকলওনিয়ারা আপোসে সম্পত্তি বিভাগ করিলে যে হেতুতে তাহা অসিদ্ধ হইল। ১০৯ ৫৬০

——— পাট্টা কর্জের বাবৎ অতিরিক্ত জামিনস্বরূপ হইলে সদর আদালত তাহা অন্যথা করিলেন। ১১০ ... ৫৬০

——— এক গ্রাম উদ্ধার করণার্থে বিশেষ এক দাওয়ার বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ১১১ ... ... ৫৬০

——— কতক গ্রামের উপর দাওয়া সদর আদালত বিশেষ হেতুতে অগ্রাহ্য করিলেন। ১১২ ... ... ৫৬০

——— বন্ধকী খতের আসল ও সুদের দাওয়া সদর আদালত ডিক্রী করিলেন। ১১৩ ... ... ৫৬০

——— বন্ধকের বিষয়ি মোকদ্দমা হইলে ভূমি উদ্ধার করণার্থে নালিশ যে সময়ে হইবেক। ১১৪ ... ... ৫৬০

বন্ধকী খৎ। সম্পত্তির মূল্যানুসারে ইষ্টাম্প নির্ণয় হইবেক। ৫১৬ ... ... ১৭৮

——— কর্জের সুদহইতে উপস্বত্ব ভোগ। তাহার প্রকার। ১১৫ ... ... ৫৬১

——— বন্ধকলওনিয়া জমা খরচের যথার্থ হিসাব দাখিল করিবেক। ১১৬ ... ... ৫৬১

——— ভূমি সম্পত্তির বন্ধকের হিসাব মোকাবিলার বিষয়ে ১০ ও ১১ ধারানুসারে (১১৫। ১১৬) মোকদ্দমা নয়রী-মতে হইবেক। ১১৭ ... ... ৫৬১

——— যে গতিকে আদালত সরাসরীমতে নিষ্পত্তি করিতে পারেন। ১১৭ ... ... ৫৬১

——— উক্ত ১০ ও ১১ ধারানুসারে বন্ধকের মোকদ্দমা সরাসরীরূপে করিবার হুকুম কোন আইনে নাই। ১১৮ ৫৬১

——— টাকা আগাম দেওয়াতে যে পাট্টা বন্ধক দেওয়া যায় তাহা বন্ধকের তুল্য জ্ঞান হয়। ১১৯ ... ... ৫৬১

——— যে ভূমির বন্ধকেতে সুদহইতে উপস্বত্ব ভোগ হয় তাহা বন্ধকদেওনিয়া যে প্রকারে ফিরিয়া পাইতে পারে। ১২০ ... ... ৫৬১

——— যে স্থলে বন্ধকলওনিয়ার সুদহইতে উপস্বত্ব ভোগ করিবার স্বত্ব ছিল। ১২১ ... ... ৫৬১

——— সুদহইতে উপস্বত্ব অধিক হইলে ঐ অধিক টাকা আসল পরিশোধের জন্যে নির্দ্দিষ্ট হয়। ১২১, ১২২ ... ৫৬২

——— ভূমি যাবৎ উদ্ধার না হয় তাবৎ সুদহইতে উপস্বত্ব ভোগ করিবার নিয়ম হইলে ঐ সময়ের পূর্ব্বে তাহা ফিরিয়া পাইবার দাওয়া হইতে পারে না। ১২১ ... ... ৫৬২

——— বন্ধকী কর্জের সুদহইতে উপস্বত্ব ভোগের দুই মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি ১২৩, ১২৪ ... ৫৬২

বন্ধকী সম্পত্তি। বন্ধকলওনিয়া ভিন্ন অন্য ব্যক্তির ডিক্রীক্রমে যে নিয়মে বিক্রয় হইতে পারে। ৩৪ ... ... ৬৮৪

বয়বলওফা। কটকওয়ালা দেখ।

বরখাস্ত করণ। উঠান দেখ।

বর্দ্ধমানের রাজা। রাজা দেখ।

বসতবাটী। যে জমীতে ছিল তাহার বিবাদের বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৫৫৮ ... ... ৬২১

বহী ইয়াদ্দাশ্‌ত। মুৎফরকা মোকদ্দমা দেখ।

বাঁটওয়ারা। ডিক্রী জারীক্রমে বাঁটওয়ারা হইলে যে ব্যক্তি খরচ দিবেক। ২৬৮ ... ... ৭১৭

বাকী টাকা। দুই জনের নামে মোকদ্দমা হইলে এক জন টাকা দিলে তাহার দ্বারা অন্যের দায়ের প্রমাণ হয় না। ৩৯৯ ৬০৫

বাকীদার। কালেক্টরের দাওয়া স্বীকার না করিলে নয়রী মোকদ্দমা উপস্থিত করিবেক। ২, ৩ ... ... ৩৬৭

বাকী হিসাবের। টাকা ফিরিয়া পাইবার নালিশ। ৪০৬ ... ... ৬০৬

——— যে জমীদারীর এক ভাগ সরকারের অন্য ভাগ অন্য ব্যক্তিরদের তাহার বাঁটওয়ারা যেরূপে হইবেক। ২৭০ ৭১৮

——— জমীদারীর রাইয়তেরা। যাহারা বাকীদার গণ্য হইবেক ও যে সময়ে বাকী পড়িয়াছে বোধ হইবেক। ৬ ৪৪৮

——— ——— জামিনকে ক্রোক করণের এত্তেলা দিবেক। ৬ ... ... ৪৪৮

——— ——— ক্রোককরণিয়ারা বাকীদারের জামিনের স্থানে টাকার দাওয়া করিতে কিম্বা জামিনের সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারে। ৬ ... ... ৪৪৮

——— ——— বাকীদারকে কি তাহার জামিনকে কয়েদ করিতে কি শারীরিক শাস্তি দিতে ভূম্যধিকারি-দিগকে নিষেধ আছে। ১২ ... ... ৪৫০

পৃষ্ঠা।

বাকীদার। জমীদারীর রাইয়তেরা। ক্রোকের এক্তেলা তাহারদিগকে দেওয়া যাইবেক। ১৭ ... ... ৪৫১
বাকীদার মালগুজার। মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে জজ তাহার স্থাবর সম্পত্তির নীলাম স্থগিত রাখিতে পারেন না। ৩২ ৩৭৩
বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট গেজেট। গবর্ণমেণ্ট গেজেট দেখ।
বাঙ্গীর পুলিন্দা। পুলিন্দা দেখ।
বাজ দাওয়া। তাহা দাখিল করণের বিষয়ের কথা। ৭০৪ ... ... ৩০৫
——— তাহাতে ও রাজীনামাতে যে বৈলক্ষণ্য আছে। ৭০৫ ... ... ৩০৫
——— বাজ দাওয়া ও রফানামা ও লোলেনামার নির্ণয়। ৭০৬ ... ... ৩০৫
বাজীরাওর জায়গীর। আদালতের এলাকা ছাড়া আছে। ৬৪ ... ... ৯
বাজী রাখা। ১৮৪৮ সালের ২১ আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ। ৪৬৫, ৪৬৬ ... ... ৬১৩
বাজে খরচ। জজেরা তাহা সিবিল আডিটর অথবা গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করিবেন। ৬২৪ ... ... ৯১
বাজেয়াফ্তী আদালত। দেওয়ানী আদালত তাঁহারদের কর্ম্মে হস্ত ক্ষেপ করিতে পারেন না। ৩৬৬, ৩৬৭ ... ৫৮
——— দেওয়ানী আদালত তাঁহারদের হুকুমে হস্ত ক্ষেপ করিতে পারেন না। ৪৩০ ... ... ৬৭
——— তদ্বিষয়ে সদর বোর্ডের অতিরিক্ত হুকুম। ৪৩১ ... ... ৮২৯
বাটখারা। নূতন প্রকার বাটখারা প্রত্যেক দেওয়ানী সিরিশ্তায় ব্যবহার হইবেক। ৬০৭ ... ... ৮৮
বাতুল। উন্মাদ দেখ।
বাদ দেওন। বাদ দেওনের দাওয়ার বিবেচনা না হওয়াতে এক মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল। ৪০৭ ... ... ৬০৬
বাধকতা করণ। পরওয়ানার। ভূম্যধিকারি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি তাহার প্রতিবন্ধকতা করিলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ৩১৪ ২৪১
——— প্রতিবন্ধকতার নালিশ হইলে আসামী উকীল নিযুক্ত করিতে পারে। ৩১৫ .. .. ২৪১
——— প্রতিবন্ধকতার জরীমানা যে রূপে উসুল হইবেক। ৩১৬ ... ... ২৪১
——— মিয়াদের মধ্যে আপীল না হইলে জরীমানা যে রূপে উসুল হইবেক। ৩১৭ ... . ২৪১
——— প্রতিবন্ধকতার যে মোকদ্দমা জজ আপনি নিষ্পত্তি করিবেন কিম্বা মাজিষ্ট্রেটকে অর্পণ করিবেন। ৩১৮ ... ২৪১
——— আইনমতে গ্রেফ্তার হইলে এবং বলপূর্ব্বক খালাস হইলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ৩১৯ ... ... ২৪১
——— হুকুমের প্রতিবন্ধকতার বিচার যে জজ করিবেন। ৩২০ ... ... ২৪২
——— ভূম্যধিকারী প্রতিবন্ধকতা করিলে জিলার আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ৩২১ .. .. ২৪২
——— ভূম্যধিকারির প্রতিকূল ডিক্রীর উপর মিয়াদের মধ্যে আপীল না হইলে তাহার নকল শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরলের নিকটে পাঠাইতে হইবেক। ৩২২ ... ... ২৪২
——— মোকদ্দমার আপীল হইলে এবং হুকুম বহাল হইলে সদর আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ৩২৩ ... ২৪২
——— ভূমি জব্দ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩২৪ ... ... ২৪২
——— জব্দের হুকুম বহাল না হইলে ভূমি ক্রোক হইবেক না। ৩২৫ ... ... ২৪৩
——— জব্দের হুকুম বহাল হইলে শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল ভূমি লইয়া যাহা করিতে পারেন। ৩২৬ ... ২৪৩
——— শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল ডিক্রী বহাল করিতে বা তাহার পরিবর্ত্তে জরীমানার হুকুম করিতে পারেন। জরীমানা যেরূপে আদায় হইবেক। ৩২৭ ... ... ২৪৩
——— জব্দের হুকুমের উপর আপীল নমুরী আপীলের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। ৩২৮ ... ... ২৪৩
——— জজের জব্দের ডিক্রীর উপর আপীল সদরে করিতে হইবেক। ৩২৯ ... ... ২৪৩
——— যে২ গতিকে জব্দের পরিবর্ত্তে জরীমানা হইতে পারে। ৩৩০ ... ... ২৪৪
——— শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল জব্দের ডিক্রী মঞ্জুর না করিলে জারী হইবেক না। ৩৩১ ... ... ২৪৪
——— জজের হুকুমের প্রতিবন্ধকতা হইলে তিনি তাহা জারী করিতে মাজিষ্ট্রেটকে হুকুম করিতে পারেন না। ৩৩২ ... ... ২৪৪
——— প্রতিবন্ধকতার মোকদ্দমার আদৌ যে স্থানে বিচার হইবেক। ৩৩৩ ... ... ২৪৪
বার্ষিক বৃত্তি। নদীয়ার জমীদারের কনিষ্ঠ পুত্রের বিষয়। ৪১৬ ... ... ৬০৭
——— এক জমীদারীহইতে বার্ষিক বৃত্তি দেওনের বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৪১৭ ... ... ৬০৭
——— কোন ব্যক্তির প্রতি মাসিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইলে তাহার উত্তরাধিকারিরা তাহার দাওয়া করিতে পারে না। ৪১৮ ৬০৭
——— জমীদারীর পরিবর্ত্তে কনিষ্ঠ পুত্রকে তাহা দেওয়া গেলে তাহা তাহার উত্তরাধিকারিরা পাইতে পারে। ৪১৯ ৬০৭
——— বার্ষিক বৃত্তিভোগির মহাজনকে ঐ বৃত্তির অংশ দিবার অঙ্গীকার হইলে তাহা তাহার মরণেতে নিবৃত্ত হয়। ৪২০ ৬২৭

		পৃষ্ঠা।
বালেশ্বর।	তথাকার ভূমি ডেনমার্কের বাদশাহের দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরকে অর্পণ হইল। ৬৭	১০
বিক্রয় খোশে।	কথিতমতে খরীদকরা ভূমির উপর দাওয়া প্রমাণ না হওয়াপ্রযুক্ত তাহা ডিসমিস হইল। ৪৮০ ...	৬১৫
———	বোর্ডের অনুমতি না পাওয়াপ্রযুক্ত তাহা অসিদ্ধ হইল। ৪৮১	৬১৫
———	ভূমি বিক্রয়ের বিষয়ে গণতা হওয়াতে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৪৮২	৬১৫
———	ইউরোপীয়েরদের ভূমির অধিকার না করণের বিষয়ের বিধান। ৪৮৩	৬১৫
———	প্রকৃত ভূম্যধিকারির নাম কালেক্টরের বহীতে না থাকিলেও তাহার দ্বারা ভূমি বিক্রয় সিদ্ধ হইল। ৪৮৪	৬১৫
———	যে ভূমি পুত্রের নামে খরীদ হইয়া পিতার দখলে থাকে তাহা পুত্র হস্তান্তর করিতে পারে না। ৪৮৫ ...	৬১৬
———	যে মোকদ্দমাতে দাওয়াদার কথিত বিক্রেতার চাকর ও তাহার হাতে মনিবের মোহর ছিল সেই মোকদ্দমাতে সদর আদালত দাওয়া ডিসমিস করিলেন। ৪৮৬	৬১৬
———	আডমিনিস্ট্রেটিক্স ভূমি বিক্রয় করিলে তাহা ইঙ্গরেজী আইনমতে অসিদ্ধ। ৪৮৭	৬১৬
———	অছি যে সম্পত্তি বিক্রয় করে তাহার নগদ টাকা লইবেক এবং উত্তরাধিকারিরা তাহার স্থানে সেই টাকা নালিশ করিয়া লইতে পারে। ৪৮৮	৬৮৬
———	এক জন মুসলমান আপনার স্ত্রীর কতক জমী বিক্রয় করিলে তাহা সিদ্ধ হইল। ৪৮৯	৬১৬
———	ভূমির খোশ বিক্রয়ের পর এগার বৎসর গতে যে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল তাহা ডিসমিস হইল। ৪৯০	৬১৬
বিচারকেরা।	নিজ বাটীতে কাছারীর কর্ম্ম করিবেন না। ৭৪	১১
———	তাঁহারা উপযুক্ত সময়ে আপন মোকামে না পঁহুছিলে রিপোর্ট করিবেন। ৮৫	১৪
———	তাঁহারদের কুক্রিয়ার অভিযোগ হইলে সদর আদালত গবর্ণমেণ্টে এজহার দিবেন। ১০০	১৭
———	সেই বিষয়ের কোন প্রকার নালিশ সদরে হইতে পারে। ১০১	১৭
———	তাহা যে কোন জজের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ১০২	১৮
———	নালিশকারি ব্যক্তি আপনার এজহারের সত্যতার বিষয়ে শপথ করিবেক। ১০৩	১৮
———	সদর আদালত এমত নালিশ ডিসমিস করিতে পারেন। ১০৪	১৮
———	সদর আদালত নালিশকারির স্থানে হাজির জামিন তলব করিতে পারেন। ১০৫	১৮
———	মোকদ্দমার শুননির সময়ে তাঁহারদের কুক্রিয়া দুষ্ট হইলে সদর আদালত তাহার তদারকের হুকুম দিতে পারেন। ১০৬	১৮
———	তাহাতে ঐ রাজধানীর গবর্ণমেণ্ট তাহার বিচার করণার্থ কমিস্যনর নিযুক্ত করিতে পারেন। ১০৭ ...	১৮
———	কমিস্যনর গবর্ণমেণ্টের হুকুমানুসারে কার্য্য করিবেন। ১০৮	১৯
———	কমিস্যনরের শপথ। ১০৯	১৯
———	শপথ বিনা কমিস্যনরের কার্য্য বেআইনী। ১১০	১৯
———	নালিশ যাহার দ্বারা নির্ব্বাহ হইবেক তাহা গবর্ণমেণ্ট নিশ্চয় করিবেন। ১১১	১৯
———	কমিস্যনর আপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির উত্তর লইবেন ও সাক্ষ্য ও দলীল তদারক করিবেন। ১১২	১৯
———	এইমত তদারকের কার্য্যে কমিস্যনর জজের তুল্য ক্ষমতা পাইবেন। ১১৩	১৯
———	যাঁহার দ্বারা তাঁহার হুকুম জারী হইবেক। ১১৩	১৯
———	সাক্ষ্য লওয়া গেলে অপবাদকারী এবং অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি আপনং মত লিখিতে পারে। ১১৪ ..	১০
———	কমিস্যনর আপনার মত লিখিয়া রোয়দাদ গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইবেন। ১১৫	১০
———	গবর্ণমেণ্ট নূতন সাক্ষ্য লইতে বা আপনার মত পুনশ্চ লিখিতে হুকুম করিতে পারেন। ১১৬ ...	১০
———	সদর আদালত পরিশেষে কাগজপত্র আপনারদের মত লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকটে পাঠাইবেন। ১১৭	১০
———	কমিস্যনর নিযুক্ত হইলে অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তি সন্দেহ হইবেক কি না গবর্ণমেণ্ট নিণয় করিবেন। ১১৮ ...	১০
———	গবর্ণমেণ্ট সেই বিষয় নির্ণয় করিয়া অপবাদগ্রস্ত ব্যক্তির নামে নালিশ করিতে হুকুম দিতে পারেন। ১১৯	১০
———	অচিহ্নিত বিচারক ও আমলারদের তগীরের বিষয়ি বিধি এই আইনের দ্বারা মতান্তর হইল না। ১২০	১০
———	তাঁহারা আপনারদের নিজ চাকরকে সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন না। ১২১	১১
———	এই নিষেধের অভিপ্রায় ও তাহার সীমা। ১২২	১১
———	কাগজপত্র নকল করণেতে তাঁহারা যাহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন বা না পারেন। ১২৩	১১
———	পেয়াদা ছাড়া সরকারী চাকরকে আপনার নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন না। ১২৪	১১

পৃষ্ঠা।

বিচারকেরা। এক্ষণে নিযুক্ত যে আমলা এইপ্রযুক্ত কর্ম্মের অযোগ্য তিনি তফীর হইবেন। ১২৫ ... ... ২১
——— উত্তর কালে বিচারকেরা লিখিবেন যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষি ব্যক্তি এরূপে অযোগ্য আছেন কি না। ১২৬ ... ২২
——— তাঁহারা আপনারদের সকল পত্রেতে নম্বর দিবেন। ১৪৪ ... ... ২৫
——— কোন পত্রের বিষয় উল্লেখ করিলে তাহার মর্ম্ম লিখিবেন। ১৪৫ ... ... ২৫
বিচারক এদেশীয়। অচিহ্নিত বিচারক দেখ।
বিনা উইলে যাহারা মরে। উইল না লিখিয়া যাহারা মরে দেখ।
বিনানুমতির খালাড়ী। নিমকের খালাড়ী দেখ।
বিভাগ। দাওয়া বিভাগকরণ। ১৮৩৯ সালের ১১ জানুআরির সরক্যুলরের অর্থ। ২৩ ... ... ১২৪
——— উত্তরাধিকারিদের দাওয়ার বিভাগ হইতে পারে না। মোকদ্দমা উপস্থিত সময়ে সুদ বা ওয়াসিলাতের দাওয়া না হইলে তাহা ত্যাগ হইয়াছে বোধ হইবেক। ২৪ ... ... ১২৪
——— দাওয়ার এক ভাগের বিষয়ে মোকদ্দমা হইতে পারে কি না এই বিষয়ে সদর আদালতের হুকুম। ২৫, ২৬ ১২৪
——— যে গতিকে ননসুটহওয়া ব্যক্তিদের মোকদ্দমা পুনর্ব্বার গ্রাহ্য হইল। ২৭ ... ... ১২৪
——— যে গতিকে ফরিয়াদী এক ভাগের বিষয়ে দাওয়া করাতে ননসুট হইল এবং পরে সমস্ত বিষয়ের পুনরায় নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইল। ২৮ ... ... ১২৪
——— যে গতিকে দাওয়ার এক ভাগের নালিশ অবশেষ আরজীর জন্যে ফিরিয়া পাঠান গেল। ২৯ ... ১২৫
বিমাপত্র। ইষ্টাম্প না হইলে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না। ৫২৭ ... ... ১৭৯
বিশেষ তদারক। তদারক বিশেষ দেখ।
বুন্দেলখণ্ড। খণ্ড ও মহোবা ও অন্য স্থান বুন্দেলখণ্ড ভুক্ত হইল। ৫৮ ... ... ৯
——— কালেঞ্জর বুন্দেলখণ্ড ভুক্ত হইল। ৬০ ... ... ৯
বেদখল। বলপূর্ব্বক বেদখল হইলে তাহার প্রতিকার। দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখ।
ব্যবহার বংশবিশেষের। বংশবিশেষের ব্যবহার দেখ।
ব্যবহার স্থানবিশেষের। স্থানবিশেষের ব্যবহার দেখ।
ব্যামোহদায়ক মোকদ্দমা। অমূলক মোকদ্দমা দেখ।
ভাড়া জাহাজের। তাহা ফিরিয়া পাইবার এক মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৪০২ ... ... ৬০৫
ভাষা। ১৭৯৩ সালের আইনের বাঙ্গলা তরজমা বাঙ্গলা ভাষা ও সংজ্ঞার আদর্শের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। ৪ ... ১৯১
ভাষা। আদালতের চলন ভাষা। শ্রীযুত গবরনর জেনরল পারসী ভাষা মৌকুফ করিয়া আদালতে যে ভাষা চলন হইবেক তাহা নির্ণয় করিতে পারেন। ১ ... ... ১৯১
——— শ্রীযুত গবরনর জেনরল আদালতের ভাষা নির্ণয় করণের ভার অন্যকে দিতে পারেন। ২ ... ... ১৯১
——— বাঙ্গলা দেশে পারসীর পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা চলন হইবেক। ৩ ... ... ১৯১
——— ১৭৯৩ সালের আইনে যেরূপ ভাষা ও সংজ্ঞা আছে তদ্রূপ ভাষা আদালতে চলন হইবেক। ৪ ... ১৯১
——— হাজারীবাগে উর্দ্দু চলন হইবেক। ৫ ... ... ১৯১
——— সদর আদালতে উর্দ্দু ভাষা চলন হইবেক। ৬ ... ... ১৯১
——— ডিক্রীর যে ভাগ ইঙ্গরেজী ভাষায় লিখিতে হইবেক। ৭ ... ... ১৯২
——— অচিহ্নিত বিচারকের ডিক্রী প্রথমে এদেশীয় ভাষায় লিখিতে হইবেক। ৮ ... ... ১৯২
——— উক্ত ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের বিধি প্রতিপালন না হওয়াতে এক মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল। ৯ ১৯২
——— উক্ত ১৮৪৩ সালের ১২ আইনের বিষয়ে সদর আদালতের হুকুম। ১০ ... ... ১৯২
——— জজ আপনার নিষ্পত্তি ও তাহার কারণ স্বহস্তে লিখিবেন। এবং দেশীয় ভাষায় তাহার তরজমা করাইবেন। ১১ ... ... ১৯২
——— এদেশীয় বিচারক আপনার নিষ্পত্তি ও তাহার কারণ স্বহস্তে দেশীয় ভাষায় লিখিবেন। ১২ ... ... ১৯২
——— এই হুকুম জারী করণের বিষয়ে জজ রিপোর্ট করিবেন। ১৩ ... ... ১৯২
——— পারসী কি উর্দ্দু কি বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত যে কাগজ সদর আদালতে পাঠান যায় তাহার সঙ্গে তাহার তরজমা দিবার আবশ্যক নাই। ১৪ ... ... ১৯৩
——— মহ্য বা উড়িষ্যা বা অন্য ভাষায় যে কাগজ সদরে পাঠান যায় তাহার তরজমা করিতে হইবেক। ১৫ ... ১৯৩
——— উর্দ্দু বা বাঙ্গলা ভাষা যে খানে চলন থাকে সেই খানে দরখাস্ত ও ওয়াল ওয়ারেন্ট কোন ভাষায় দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পারসী বা উর্দ্দু কি বাঙ্গলা ভাষায় দলীলের তরজমা করিতে হইবেক। ১৬ ... ১৯৩

পৃষ্ঠা।

ভাষা। বাঙ্গলা জিলাতে কর্ম্মকারকেরা যে ভাষায় পরস্পর লিখনপঠন করিবেন। ১৭, ১৮ ... ... ১২৩

——— উর্দ্দু ভাষা নাগরীতে লিখনের বিষয়ে বিবেচনা। ১৯—২১ ... ... ১২৩

——— ইউরোপীয় ব্যক্তি দেশীয় ভাষায় জওয়াব দাখিল করিলে ইঙ্গরেজী তরজমা দিতে পারেন। ২২ ... ১২৩

ভুল। ৫০০৲ টাকার নোটের পরিবর্ত্তে ২০০০৲ টাকার নোট ভুলক্রমে বিক্রয় হইল তদ্বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৪০৩ ... ... ৬০৪

ভূমি। ভূমি নালিশের লিখিত পরিমাণঅপেক্ষা অধিক হইলে সমুদয় ভূমির ডিক্রী হইল। ৫৪৪ ... ... ৬২৫

ভূম্যধিকারী। জমীদার দেখ।

মত। আইনবিষয়ক মত দেখ।

মহম্মদীয় কবরস্থান। কবর দেখ।

মহরম। বন্দ দেখ।

মাতবরী। দলীল দস্তাবেজের মাতবরীর বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। হত্যার দণ্ডের পরিবর্ত্তে ভূমি অর্পণের দ্বারা যে স্বত্ব হইল তাহা মঞ্জুর হইল। ৫৫১ ... ... ২৭৮

——— এক দলীলে সাক্ষির নাম না থাকিলেও কাজী ও মুনশীর সাক্ষ্যের দ্বারা গ্রাহ্য হইল। ৫৫২ ... ২৭৮

——— এক দলীলে ফেরেবী করিয়া নূতন কথা লেখা গেলেও তাহা গ্রাহ্য হইল। ৫৫৩ ... ... ২৭৮

——— এক দলীলে অযথার্থরূপে সহীহওয়াতে তাহা নামঞ্জুর হইল। ৫৫৪ ... ... ২৭৮

——— ডিক্রী হওনের পর যে দলীল পাওয়া গেল তদ্দৃষ্টে অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করা গেল। ৫৫৫ ... ২৭৮

——— যে দলীল ২০ বৎসরপর্য্যন্ত দাখিল করা গেল না কি ব্যবহার হইল না তাহা নামঞ্জুর হইল। ৫৫৬ ... ২৭৮

——— দলীলে সহীকরণিয় ব্যক্তি সেই বিষয় অবগত ছিল না এই ওজরে দলীল অন্যথা হইতে পারে না। ৫৫৭ ... ... ২৭৮

——— দানপত্রক্রমে ভূমির বিষয়ে নালিশ হইলে কেবল দাওয়াদারের স্বত্বের বিষয়ের তজবীজ হইবেক। যদি উভয় পক্ষের স্বত্ব না থাকে তবে অধিকারিরা তাহার বিষয়ে নয়ববী নালিশ করিবেক। ৫৫৮ ... ২৭৮

——— যে ডিক্রীর উপর আপীল হইল কিন্তু রাজীনামার দ্বারা উঠান গেল সেই ডিক্রীতে অগ্রাহ্য দলীলের মাতবরীর বিষয়ের পরে তদ্বারক হইতে পারে। ৫৫৯ ... ... ২৭৮

——— যে গতিকে এক বিশেষ দানপত্র অন্যথা করা গেল। ৫৬০ ... ... ২৭৯

——— কথিত দানপত্রের বিরুদ্ধে আইনানুসারে উত্তরাধিকারির দাওয়া মঞ্জুর হইল। ৫৬১ ... ... ২৭৯

——— এক স্ত্রীর লিখিত একরারনামা অতিপ্রবল অনুভবের সাক্ষ্যপ্রযুক্ত নামঞ্জুর হইল। ৫৬২ ... ... ২৭৯

——— টাকা দেওনের প্রমাণ না হইলেও এক একরারনামা ভূমি হস্তান্তর করণের উত্তম প্রমাণ জ্ঞান হইল। ৫৬৩ ২৭৯

——— এক দানপত্র অসিদ্ধ করণের দাওয়া ডিসমিস হইল। ৫৬৪ ... ... ২৭৯

——— ভূমি অর্পণের এক অসিদ্ধ দলীলক্রমে যে ফারখৎ লেখা গেল তাহা অসিদ্ধ হইল। ৫৬৫ ... ... ২৭৯

——— যে গতিকে এক রাজীনামা আইনানুসারে নিষ্ফল হইল। ৫৬৬ ... ... ২৭৯

——— অনবধানতাপ্রযুক্ত ফসলী সনের পরিবর্ত্তে সম্বৎ লেখা গেলে সেই দলীল অসিদ্ধ হয় না। ৫৬৭ ... ২৭৯

——— যে দলীল আদালত অসিদ্ধ কহেন তাহার উপর কোন দাওয়া হইতে পারে না। ৫৬৮ ... ... ২৭৯

মালজামিন। জামিন দেখ।

মাহিয়ানা। সরকারী চাকরেরদের। ডিক্রী জারীক্রমে তাহা ক্রোক করণের বিষয়ি বিধি। ৫৬—৫৮ ... ... ৬৮৬

মিথ্যা শপথ। অপরাধের নির্ণয়। ৫১২—৫১৫ ... ... ২৭১

——— ১৮০৭ সালের ২ আ। ৪ ধা। ১ প্রকরণের শুধরা তরজমা। ৫১২ ... ... ৮৩১

——— তদ্বিষয়ে সদর আদালতের মত এবং যে সাক্ষির আবশ্যক। ৫১৩ ... ... ২৭১

——— মিথ্যা শপথের প্রবৃত্তি দেওন। ৫১৩ ... ... ২৭১

——— অপবাদি ব্যক্তি কবুল না করিলেও মিথ্যা শপথের দণ্ড হইতে পারে। ৫১৭ ... ... ২৭২

——— যোত্রহীন ব্যক্তি শপথের পর কর্জ্জের খৎ গোপনে রাখিলে মিথ্যা শপথের দণ্ডনীয় হয়। ৫১৮ ... ২৭২

——— দারোগাসায়েবী কি নিজামৎ আদালতে শপথপূর্ব্বক মিথ্যা জোবানবন্দী দিলে তাহা মিথ্যা শপথের দোষ হয়। ৫১৯ ... ... ২৭১

——— পেনসান দিবার সময়ে কালেক্টর শপথ করাইলে মিথ্যা এজহার মিথ্যা শপথের ন্যায় দণ্ডনীয় নহে। ৫২০ ... ... ২৭৩

পৃষ্ঠা।

মিথ্যা শপথ। যে২ ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করাণের দোষী জ্ঞান হইবেক। ৫১১ ... ... ২৭৩
——— সেই অপরাধে অপরাদিত ব্যক্তি সেশনে বিচার হওনার্থে সোপর্দ্দ হইবেক। ৫১২ ... ... ২৭৩
——— মিথ্যা শপথের নালিশ মাজিস্ট্রেট গ্রহণ করিবেন না। দেওয়ানী মোকদ্দমায় যাহারা সাক্ষ্য দেয় তাহারা জজের হুকুম বিনা মিথ্যা শপথের দোষে সোপর্দ্দ হইতে পারে না। ৫১৩ ... ... ২৭৩
——— মিথ্যা শপথের বিষয়ে সোপর্দ্দহওয়া ব্যক্তি বিশেষ কারণ বিনা জামিন দিলে খালাস হইবেক না। ৫১৪ ... ২৭৩
——— সেই প্রকার অপরাধি ব্যক্তি জামিন দিয়া খালাস হইবেক কি না ইহা জজ নির্ণয় করিবেন। ৫১৫ ... ২৭৩
——— প্রধান সদর আমীন মিথ্যা শপথের বিষয়ে অপরাধিকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন। ৫১৬ ... ... ২৭৪
——— যাহারদিগকে সেশন জজ মিথ্যা শপথের বিষয়ে বিচার করিতে পারেন। ৫১৭ ... ... ২৭৪
——— দেওয়ানী মোকদ্দমায় যাহারা সাক্ষিরদিগকে টাকা দেয় তাহারদিগকে জজ সোপর্দ্দ করিতে পারেন না। ৫১৯ ... ... ২৭৪
——— এই মত মোকদ্দমায় জজ ও মাজিস্ট্রেটের পরস্পর কর্ত্তব্য কার্য্য। ৫৩০ ... ... ২৭৪
——— দলীলের রেজিষ্টরের সম্মুখে মিথ্যা শপথ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫৩১ ... ... ২৭৪
——— রেজিষ্টরের নিকটে মিথ্যা শপথ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫৩২ ... ... ২৭৫
——— সদর আমীন নিজ বাটীতে শপথপূর্ব্বক জোবানবন্দী লইলে মিথ্যা শপথের নালিশ হইতে পারে না। ৫৩৩ ২৭৫
——— মিথ্যা শপথ বা জালকরণের বিষয়ে জজ সোপর্দ্দ করণেতে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার হুকুম চূড়ান্ত। ৫৩৪ ২৭৫
——— মিথ্যা শপথের অপরাদ লিখিবার পাঠ। ৫৩৫—৫৩৭ ... ... ২৭৫
——— ঐ অপরাদ পত্রে যিনি সহী করিবেন। ৫৩৮ ... ... ২৭৫

মিয়াদের আইন। মোকদ্দমার কারণ ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বে হইলে শুনানি হইতে পারে না। ৩১ ... ১২৫
——— ১৭৬০ সালে দত্ত মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান ও চাটিগাঁর জিলাতে উক্ত বিধি খাটে। ৩৩ .. ... ১২৫
——— কটকে মিয়াদের আইন খাটে। ৩৪ ... ... ১২৫
——— যে এক বিশেষ গতিকে কটকে জমীদারীর দাওয়া বিচার্য্য হইল না। ৩৫ ... ... ১২৫
——— কটকে ১৮০৩ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের পূর্ব্বে মোকদ্দমার কারণ হইলে তাহা শুনা যাইতে পারে না। ৩৬ ... ... ১২৫
——— কটকে এক পেশকসী মহালের উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়া ডিসমিস হইল। ৩৭ ... ... ১২৫
——— সাধারণ বিধি। ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্টের পূর্ব্বে অথবা মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের ১২ বৎসর পূর্ব্বে যে মোকদ্দমার কারণ হইয়া থাকে সে মোকদ্দমা শুনা যাইবেক না। বর্জ্জনীয় কথা। ৩৮ ... ১২৬
——— তদ্বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। এক মোকদ্দমা ১৮ বৎসরপর্য্যন্ত উপস্থিত না হওয়াতে তাহা নিবারণ হইল। ৩৯ ... ... ১২৬
——— যে গতিকে দাওয়াদারের মোকদ্দমা না করণের কারণ মাতবর হইল না তাহার দাওয়া আইনমতে ডিসমিস হইল। ৪০ ... ... ১২৬
——— ——— ফরিয়াদী ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশ করিল কিন্তু অনুপযুক্ত আদালতে অতএব তাহার দাওয়া মিয়াদের আইনের দ্বারা নিবারিত হইল না। ৪১ ... ... ১২৬
——— ——— যে এক বিশেষ গতিকে দাওয়া গ্রাহ্য করা নিবারণ হইল। ৪২ ... . ১২৬
——— ——— বিদেশে আটক হইলে মিয়াদের আইন খাটে না। ৪৩ ... ... ১২৭
——— ——— অনবরত ১৫ বৎসরের দখলের প্রমাণ হওয়াতে দাওয়া ডিসমিস হইল। ৪৪ ... .. ১২৭
——— ——— যে গতিকে খালাড়ীর বিষয়ে ক্ষতিপূরণের দাওয়া ১২ বৎসরের মধ্যে হওয়াতে গ্রাহ্য হইল। ৪৫ ... ... ১২৭
——— ——— যে ব্যক্তির নালিশ করিবার স্বত্ব ছিল তাহার আয়ুব কালে মিয়াদের আইনের দ্বারা সেই স্বত্ব লোপ হইলে তাহার উত্তরাধিকারির সেই স্বত্ব হইতে পারে না। ৪৬ ... ১২৭
——— ——— ১৪ বৎসরের জন্যে ভূমির পাওনা খাজানার নালিশ গ্রাহ্য হইল না। ৪৭ ... ... ১২৭
——— ——— সরাসরী দরখাস্ত ১২ বৎসরের মধ্যে হইলেও এক নম্বরী মোকদ্দমা মিয়াদের আইনের দ্বারা নিবারণ হইল। ৪৮ ... ... ১২৭
——— ——— পাপরস্বরূপ নালিশ করণের দরখাস্তের যত সময় লাগিল তাহা বাদ দেওয়া গেল না। ৪৯ ১২৭
——— ——— পাপরস্বরূপ দরখাস্তমাত্র করিলে তাহা "দাওয়া উপস্থিত" করণের ন্যায় জ্ঞান হইবেক না। ৫০ ১২৭

			পৃষ্ঠা।
মিয়াদের আইন।	সাধারণ বিধির বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি।	মিয়াদ হিসাব করণেতে মনসুটহওয়া মোকদ্দমা আদালতে যত কাল ছিল তাহা বাদ দিতে হইবেক। ৫১	১৯৭
———	———	মিয়াদের বিষয়ি এক বিশেষ মোকদ্দমা। ৫২	১৯৭
———	———	২০ বৎসরের খাজানার বাকীর এক নালিশে ফরিয়াদী ১২ বৎসরের খাজানা পাইল। ৫৩	১৯৮
———	———	খাজানা নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ি মোকদ্দমায় মিয়াদের আইন খাটে না। ৫৪ ...	১৯৮
———	———	সিকস্তীতে খাজানার জমা করণের দাওয়ার বিষয়ে যেরূপ মিয়াদের আইন খাটে। ৫৫ ...	১৯৮
———	———	দাওয়ার যথার্থতা স্বীকারকরা মাত্র নালিশের এইমত নূতন কারণ হয় না। যে মুনসেফ মিয়াদ অতীত হইলে তাহা শুনিতে পারেন। ৫৬	১৯৮
———	———	নাবালগী সময়ে কোন দাওয়াদারের বিরুদ্ধে দাওয়া হইলে মিয়াদের আইন খাটে না। ৫৭	১৯৮
———	———	এক বিশেষ মোকদ্দমায় মিয়াদের আইন যেরূপে খাটান গেল। ৫৮	১৯৮
———	———	"মুৎফরকা দরখাস্ত" ১৭৯৩ সা। ৩ আ। ১৪ ধারানুসারে দাওয়া উপস্থিত জরাযরূপ নহে। ৫৯	১৯৮
———	———	৮১৩ নম্বরী আইনের অর্থ যে বিষয়ে খাটে। ৬০	১৯৮
———	স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে। যে গতিকে জবরদস্তীপূর্ব্বক ভূমি পাইবার ওজর গ্রাহ্য হইতে পারে না। ৬১		১৯৮
———	———	১২ বৎসরপর্য্যন্ত ভূমির বিপরীত দখলের বিষয়ে যে ওজর হইল তাহা যে গতিকে গ্রাহ্য হইল না। ৬২	১৯৯
———	———	১২ বৎসরের অধিক কাল বিপরীত দখলের প্রমাণ হইলে দাওয়া ডিসমিস হইল। ৬৩ ...	১৯৯
———	———	২০ বৎসরপর্য্যন্ত বিপরীত দখলের ওজরের বিচার না হওয়াতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল। ৬৪	১৯৯
———	———	আসামী বা তাহার পূর্ব্ব পুরুষের ১২ বৎসরপর্য্যন্ত দখলের প্রমাণ হওয়াতে দাওয়া নিবারণ হইল। ৬৫	১৯৯
———	———	ফরিয়াদীর পূর্ব্ব পুরুষদিগকে নালিশ করিতে যে সময়ে হুকুম হইল তাহার ২১ বৎসর পরে নালিশ হওয়াতে ডিসমিস হইল। ৬৬	১৯৯
———	———	ফরিয়াদীরা বেদাঁড়ামতে সরকারের দ্বারা বেদখল হওয়াতে মিয়াদের আইন তাহারদের মোকদ্দমায় খাটান গেল। ৬৭	১৯৯
———	———	২০ বৎসর পর্য্যন্ত সরকারের দখলে থাকা বারাণসের ভূমির দাওয়া ডিসমিস হইল। ৬৮	১৯৯
———	———	বিপক্ষ ব্যক্তির ২০ বৎসরপর্য্যন্ত দখল থাকাতে দাওয়া ডিসমিস হইল। ৬৯	১৯৯
———	———	রাজবিদ্রোহি কর্ম্মপ্রযুক্ত জমীদারী জব্দ হইলে তজ্জন্যে ও সরকারের স্থানে গৃহীতা ব্যক্তির অনেক কাল দখলপ্রযুক্ত দাওয়া নিবারণ হইল। ৭০	১৯৯
———	———	যে গতিকে মিয়াদের আইন বিশেষরূপে খাটান গেল। ৭১	১৯৯
———	———	৩৪ বৎসরপর্য্যন্ত দখলহওয়া এক খণ্ড ভূমির দাওয়ার বিষয়ে মিয়াদের আইন যেরূপে খাটে। ৭২	২০০
———	———	১১ বৎসরের পর ওয়াসিলাৎ ও সুদের বিষয়ের দাওয়া যেরূপে নিষ্পত্তি হইল। ৭৩ ..	২০০
———	———	দুষ্টতঃ খরীদারের বিরুদ্ধে খরীদের ১২ বৎসর পরে দাওয়া নিবারণ হইল। ৭৪ ...	২০০
———	———	সাধারণ ভূম্যধিকারির স্বত্বরূপে দখল পাওনের বিষয়ের নালিশে মিয়াদের আইন যেরূপে খাটান গেল। ৭৫	২০০
———	———	আপন২ অংশের দখলের বিষয়ে পট্টীদারেরদের দাওয়া যে মিয়াদের মধ্যে হইবেক। ৭৬	২০০
———	———	৯৮০ নম্বরী আইনের অর্থ উত্তরাধিকারিত্বের সাধারণ আইনক্রমে দাওয়ার বিষয়ে খাটে না। ৭৭	২০০
———	———	এক পৈতৃক অবিভক্ত জমীদারীর অংশের বিষয়ে ফরিয়াদী দাওয়া করিল তাহাতে যেরূপে আইন খাটান গেল। ৭৮	২০০
———	———	প্রধান পট্টীদারের স্থানে যে ব্যক্তি ১২ বৎসরের অধিক আপন স্বত্বের পরিবর্ত্তে স্বরূপোষণ পাইল তাহার দাওয়া যেরূপে নিষ্পত্তি হইল। ৭৯	২০০
———	———	যে গতিকে সময় অতীতপ্রযুক্ত এজমালী জমীদারীর বণ্টনের স্বত্বের নিবারণ হয় না। ৮০ ...	২০১

পৃষ্ঠা।

মিয়াদের আইন। স্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে। যে পাট্টীদারেরা লাভের অংশী তাহাদের বিষয়ে মিয়াদের আইন খাটে না। ৮০ ... ... ২০১

——— ——— কালেক্টরের দেওয়ানকে জমীদার যে পাট্টা দিয়াছিল তাহা জমীদারের মরণের ১৮ বৎসর পরে অন্যথা হইল। ৮১ ... ... ২০১

——— ——— মুসলমানের সম্পত্তির বিষয়ে উত্তরাধিকারির দাওয়া মিয়াদের আইনের দ্বারা নিবারিত নহে। ৮২ ... ... ২০১

——— নিজ দাওয়ার বিষয়ে। পূর্ব্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পর ১২ বৎসরের মধ্যে দাওয়া হইলে মিয়াদের আইনের দ্বারা নিবারিত নহে। ৮৩ ... ... ২০১

——— ——— খৎপ্রভৃতির মোকদ্দমায় যে তারিখঅবধি মোকদ্দমার হেতু গণ্য হইবেক। ৮৪ ... ২০১

——— ——— মুনসেফের বিচার্য্য মোকদ্দমায় যে তারিখঅবধি মোকদ্দমার কারণ গণ্য হয়। ৮৫ .. ২০১

——— সরকারের দাওয়ার বিষয়ে। সরকারের উপস্থিত দাওয়ার বিষয়ে ১২ বৎসরের মিয়াদ খাটে না। ৮৬ ... ২০১

——— ——— যে গতিকে কোন বিশেষ বিধি নাই সেই গতিকে মোকদ্দমার কারণঅবধি ১০ বৎসর অতীত না হইলে তাহা শুনা যাইতে পারে। ৮৭ ... ... ২০২

——— বলে কি ছলে কি অন্যায়ক্রমে দখল পাওনের বিষয়ে। যদি কোন ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক ভূমি পাইয়া থাকে তবে সেই গতিকে মিয়াদের আইন খাটিবেক না। ৮৮ ... ... ২০২

——— ——— মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ১২ বৎসর পূর্ব্বে মোকদ্দমার কারণ হইলে ও আসামী অযথার্থমতে দখল পাইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৮৯ ... ... ২০২

——— — — — কিন্তু সেই বল বা ছল কি অন্যায় কার্য্য স্পষ্টরূপে দেখাইতে হইবেক। ৯০ ... ... ২০৩

— — — — — — যদি সেই এজহার অস্বীকার হয় তবে সাক্ষ্য লইতে হইবেক। কার্য্যের রীতি। ৯১ ... ২০৩

— — ——— মোকদ্দমার কারণ ৬০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়া থাকিলে কখন শুনা যাইবেক না। ৯২ .. ২০৩

——— ——— ৬০ বৎসর পূর্ব্বে মোকদ্দমার কারণ হয় কিন্তু উত্তরাধিকারিরা যদি নির্ব্বিঘ্নে ১২ বৎসরপর্য্যন্ত দখল করিয়া থাকে তবে মোকদ্দমা অগ্রাহ্য। ৯৩ ... ... ২০৩

——— ——— চাতুরী দুষ্ট হওনের তারিখঅবধি মিয়াদের আইন খাটিবেক। ৯৪ ... ... ২০৩

——— ——— নালিশী আরজীর দ্বারা বিপরীত দখলের বিষয়ে চাতুরী দুষ্ট হইলে তাহার বিষয়ে এজহারের আবশ্যক নাই। ৯৫ ... ... ২০৩

——— ——— যে গতিকে চাতুরীপূর্ব্বক ভূমি দখলের মোকদ্দমা ২৫ বৎসরের পরে গ্রাহ্য হইল। ৯৬ ... ২০৩

——— ——— দখীলকারের সম্পর্কতঃ চাতুরীপ্রযুক্ত মিয়াদের আইন নিবারণের এক বিশেষ মোকদ্দমা। ৯৭ ২০৩

——— ——— চাতুরীপ্রযুক্ত মিয়াদের আইন সম্পর্কতঃ নিবারণ হইলে সদর আদালত তাহা বিশেষরূপে তদারক করিতে হুকুম দিলেন না। ৯৮ ... ... ২০৪

——— ——— চাতুরীপ্রযুক্ত মিয়াদের আইন নিবারণেতে যে গতিকে ফরিয়াদী জমীদারী পাইল কিন্তু ওয়াসিলাৎ পাইল না। ৯৯ ... ... ২০৪

——— ——— দেশের দখল পাওনের পূর্ব্বে যে মোকদ্দমার কারণ হইল তাহা কখন শুনা যাইতে পারে না। ১০০ ... ... ২০৪

——— বন্ধক ওপণ ও আমানতের বিষয়ে। এমত মোকদ্দমায় যত সময় অতীত হউক মোকদ্দমা নিবারিত নহে। ১০১ ২০৪

——— ——— মিয়াদের আইন বিশেষরূপে খাটাওনের এক মোকদ্দমা। ১০২ ... ... ২০৪

——— ——— ১৮০৫ সা। ২ আ। ৩ ধা। ৪ প্রকরণ টাকা আমানতের মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে। ১০৩ ... ২০৪

——— ——— সম্পত্তি উদ্ধারের স্বত্ব মিয়াদের আইনের দ্বারা হানি হয় না। ১০৪ ... ... ২০৫

——— ——— যদি বন্ধকলওনিয়া বন্ধকী সম্পত্তির দখল পায় নাই তবে বিক্রয় সিদ্ধির মোকদ্দমা যে মিয়াদের মধ্যে করিতে হইবেক। ১০৫ ... ... ২০৫

——— ——— বন্ধকদেওনিয়া ব্যক্তির বিষয়ে ৫০ বৎসরপর্য্যন্ত সম্বাদ না হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ১০৬ ... ২০৫

——— ——— স্ত্রীর বিবাহের সময়ে তাহাকে দেয় টাকা হিসাবে লেখা গেলে মিয়াদের আইন খাটিবেক। ১০৭ ... ... ২০৫

——— জরীমানা ও দণ্ডের বিষয়ে। তাহা পাইবার নালিশ ১ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক। ১০৮ ... ২০৫

——— ——— ক্রোকহওয়া সম্পত্তি উঠিয়া লওয়ার বিষয়ে সরাসরী কার্য্য ১ বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক। বর্জ্জিত কথা। ১০৯ ... ... ২০৫

পৃষ্ঠা।

মিয়াদের আইন। জরীমানা ও দণ্ডের বিষয়ে। জরীমানার বিষয়ে নালিশ যে মিয়াদের মধ্যে করিতে হইবেক। বর্জ্জিত কথা। ১১০ ... ... ২০৬
——— খাজানার বিষয়ে। সরাসরী হুকুমের মিয়াদের বিষয়ে বর্জ্জনীয় কথা। ১১১ ... ... ২০৬
——— ——— ভূম্যধিকারী ও ইজারদার যে মিয়াদের মধ্যে মোশ্তারের বিরুদ্ধে সরাসরী হুকুমের দরখাস্ত করিবেক। ১১২ .. .. ২০৬
——— ——— নীলের দাদনী পাইবার নালিশ এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক। ১১৩ ... ... ২০৭
——— ——— খাজানার বসীদ না দেওনের নালিশ এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবেক। ১১৪ ... ২০৭
——— ডিক্রী জারীর মোকদ্দমার বিষয়ে। তাহার বিষয়ের আসল বিধি। ২৫১ ... ... ৭১৪
——— ——— বিলম্বের মাতবর কারণ থাকিলে ১২ বৎসর অতীত হইলে ডিক্রী জারী হইতে পারে। ২৫৩ ৭১৫
——— ——— ১২ বৎসরের মধ্যে বা পরে ডিক্রী জারী বিষয়ক বিধি। ২৫৪ .. .. ৭১৫
——— ——— ১৩ বৎসরের পর ডিক্রীজারী নামঞ্জুর। ২৫৫ ... ... ৭১৫
——— ——— ১৬ বৎসরের পর নামঞ্জুর। ২৫৭ ... ... ৭১৮
——— ——— ১৪ বৎসরের পর নামঞ্জুর। ২৫৬ ... ... ৭১৫
——— ——— ১৪ বৎসরের পর এক মুনসেফের ডিক্রী জারী নামঞ্জুর। ২৫৮ .. .. ৭১৫
——— ——— সরকারের পক্ষের ডিক্রী বিলম্বের মাতবর কারণ দর্শান গেলে ১২ বৎসরের পর জারী হইতে পারে। ২৫৯ ... ... ৭১৫
মুৎফরক্কা কার্য্য। তাহা প্রধান সদর আমীনের নিকটে অর্পণের বিষয়ে পুনশ্চ বিধি। ৭৬১ .. ... ৩১১
মুৎফরক্কা মোকদ্দমা। জজ সাহেবেরা ইয়াদাশ্ত বহী প্রস্তুত করিবেন। ১০২৯ ... ... ৩৫৪
——— তাহা প্রস্তুত করণের রীতি। তাহাতে যাহা লেখা থাকিবেক। ১০৩০ ... ... ৩৫৪
——— মুৎফরক্কা দরখাস্তের বিষয়ে হুকুম লিখনের আবশ্যক নাই। যে প্রকার হুকুম লিখিতে হইবেক। বহী সমাপ্ত হইলে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবেক। ১০৩১ .. .. ৩৫৪
মুনসেফ। তাঁহারদের ইমতিহান। কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদের ইমতিহান লওনার্থে প্রদেশবিশেষের কমিটি। ১৮৯ .. ৩১
——— ——— তাঁহারদের ইমতিহানের দরখাস্ত যে সময়ে ও যাঁহারদের নিকটে পাঠান যাইবেক। ১৯০ ৩২
——— ——— দরখাস্ত পঠছনের তারিখ টুকিয়া রাখিতে হইবেক। ১৯১ ... . .. ৩২
——— ——— জিলার জজ তাঁহার আচার ব্যবহারের বিষয়ের সর্টিফিকট দিবেন। ১৯২ .. ... ৩২
——— ——— ইমতিহান লওনের রীতি। ১৯৪ ... ... ৩২
——— ——— ইমতিহানের কমিটি যোগ্যতার পত্র দিবেন। ১৯৫ ... ... ৩২
——— ——— ঐ যোগ্যতার পত্রের ফল। ১৯৬ ... ... ৩২
——— ——— পদ শূন্য হইলে পত্রপ্রাপ্ত মুনসেফের কোন দরখাস্ত উপস্থিত না থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৯৭ ৩৩
——— ——— যোগ্যতার পত্র না পাইয়া কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে তৎপরে ইমতিহান দিতে হইবেক। ১৯৮ ৩৩
——— ——— যে মুনসেফ ইমতিহান না দিয়া থাকেন তাঁহাকে জজ অযোগ্য বোধ করিলে ইমতিহান দিবার হুকুম করিতে পারেন। ১৯৯ .. .. ৩৩
——— ——— ইমতিহানের কমিটিকে পনের দিনের এত্তেলা দিতে হইবেক। ২০০ ... ... ৩৩
——— ——— ইমতিহানের ভাব। ২০১ ... ... ৩৩
——— ——— প্রশ্ন যাঁহার দ্বারা ও যেরূপে প্রস্তুত হইবেক। ২০২ ... ... ৩৩
——— ——— ইমতিহানের রীতি। ২০৩ ... ... ৩৩
——— ——— মুনসেফের নিযুক্তির যোগ্য কোন এক মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয়ে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরা আপন২ মত লিখিবেন। ২০৪ ... ... ৩৩
——— ——— লিখিত প্রশ্নের উত্তর সদরে পাঠাইতে হইবেক। ২০৫ ... ... ৩৪
——— ——— জোবানী ইমতিহান যেরূপে লওয়া যাইবেক। ২০৬ . . .. ৩৪
——— ——— যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী উত্তীর্ণ হন তাঁহাকে যোগ্যতার পত্র দেওয়া যাইবেক। ২০৭ ... ... ৩৪
——— ——— যোগ্যতার পত্রের বিষয়ে মফঃসলের কমিটিরা যেরূপ কার্য্য করিবেন। ২০৮ ... ... ৩৪
——— ——— ইমতিহানের কমিটিতে যত ব্যক্তি এক পক্ষ তত ব্যক্তি অন্য পক্ষ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ২০৯ ৩৪
——— ——— কমিটির অন্যান্য কোন ব্যক্তি আপন কুটুম্বের বিষয়ে সম্মতি জানাইতে পারেন না। ২১০ ৩৪

			পৃষ্ঠা।
মুনসেফ।	তাঁহারদের ইমতিহান।	যে কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরা উত্তীর্ণ না হন তাঁহারা পুনরায় ইমতিহান দিতে পারেন। ২১১	৩৪
———	———	জজের সর্টিফিকটের বিষয়ের বিধি। ২১২	৩৪
———	———	জজের সর্টিফিকটের পাঠ। ২১৩	৩৪
———	———	কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের মধ্যে যে প্রকার সদাচার ও গুণের আবশ্যক। ২১৪	৩৪
———	———	সর্টিফিকট সদর আদালতের দ্বারা মঞ্জুর হওনের আবশ্যক। ২১৬	৩৫
———	———	*কর্ম্মাকাঙ্ক্ষির আচার ব্যবহারের বিষয়ে আপত্তি থাকিলে কমিটি তাঁহার ইমতিহান লইতে অস্বীকার করিতে পারেন।* ২১৭	৩৫
———	———	কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিরদের দরখাস্ত ও সর্টিফিকটের পাঠ। ২১৮	৩৫
———	———	যাঁহারা সর্টিফিকট দিতে পারেন। ২১৯	৩৬
———	———	বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষেরা সর্টিফিকট দিতে পারেন। ২২০	৩৬
———	———	বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ না থাকিলে যিনি সর্টিফিকট দিবেন। ২২১	৩৬
———	———	সর্টিফিকট দেওনের পুনশ্চ বিধি। ২২২—২২৫	৩৬, ৩৭
———	———	সর্টিফিকট দেওনের মিয়াদ। ২২৬	৩৭
———	———	উত্তীর্ণহওয়া কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী যে স্থানে নিযুক্ত হন তথায় না গেলে যে দণ্ড হইবেক। ২২৭ ...	৩৭
———	তাঁহারদের নিযোগ ও এলাকা।	তাঁহারদের নামাঙ্কিত করণের বিধি। ২২৮	৩৭
———	———	জিলার জজ কমিস্যানরের দ্বারা নামাঙ্কিত করিবেন। ২২৯	৩৭
———	———	পণ্ডিত ও মৌলবী ইমতিহান না দিয়া মুনসেফী পদ পাইতে পারেন। ২৩০	৩৭
———	———	মুনসেফেরদের নূতন নিযোগ ও তাঁহারদের স্থানবিশেষের এলাকা। ২৩১	৩৭
———	———	তাঁহারদের একং জনের এলাকার নাম। ২৩২	৩৭
———	———	সদর আদালত তাঁহারদের এলাকা ফেরফার করিতে পারেন। ২৩৩	৩৭
———	———	সদর আদালত তাঁহারদের সংখ্যা কমাইতে পারেন। ২৩৪	৩৮
———	———	সদর আদালত তাঁহারদের সংখ্যা বাড়াইতে পারেন। ২৩৫	৩৮
———	———	জিলার জজ আপনি তাঁহারদিগকে এক এলাকাহইতে উঠাইয়া অন্য এলাকায় নিযুক্ত করিতে পারেন না। ২৩৬	৩৮
———	———	তাঁহারদের পদের মোহর। ২৩৭	৩৮
———	———	তাঁহারদের মোহরের কথা। ২৩৮	৩৮
———	———	তাঁহারা রসুমের দ্বারা মাহিয়ানা আর পাইবেন না। ২৩৯	৩৮
———	———	শ্রীযুত গবরনর জেনরল যে হেডন নির্দ্ধার্য্য করেন তাহা পাইবেন। ২৪০	৩৮
———	———	যে দিবসঅবধি তাঁহারদের মাহিয়ানা চলিবেক। ২৪১	৩৮
———	———	সদর আদালতের দ্বারা তাঁহারদের নিয়োগ মঞ্জুর না হইলে কর্ম্মে বসিতে পারেন না। ২৪২	৩৮
———	———	তাঁহারদের সনদ। তাঁহারা যে প্রতিজ্ঞা করিবেন। ২৪৩, ২৪৪	৩৮
———	———	তাঁহারদের সনদের নকল কাছারীতে লট্‌কান যাইবেক। ২৪৫	৩৯
———	———	আপন পদোপলক্ষে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলাম করিবেন না। ২৪৬	৩৯
———	———	ক্রোকহওয়া সম্পত্তির নীলামে মোখ্তারস্বরূপ কর্ম্ম করিতে পারেন না। ২৪৭	৩৯
———	তাঁহারদের নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী নালিশ।	ঘুষ ও জবরদস্তী করিয়া টাকা লওনপ্রভৃতির বিষয়ে দেওয়ানী আদালতে তাঁহারদের নামে নালিশ হইতে পারে। ২৪৮	৩৯
———	———	ঘুষপ্রভৃতির বিষয়ে তাঁহারদের নামে ফৌজদারী নালিশ হইতে পারে। এবং জরীমানা ও কয়েদ হইতে পারেন। ২৪৯	৩৯
———	———	ঘুষপ্রভৃতির নালিশ দেওয়ানীর জজ প্রথমে তজবীজ করিয়া ফৌজদারী বিষয়ের নালিশের হুকুম দিবেন কি না দিবেন। ২৫০	৪০
———	———	যে গতিকে নালিশকারির স্থানে জজ জামিন তলব করিতে পারেন। ২৫১	৪০
———	———	মুনসেফের নামে ঘুষের বিষয়ের নালিশ করিতে জজ সরকারী উকীলকে হুকুম করিতে পারেন। ২৫২	৪০

		পৃষ্ঠা।
মুনসেফ।	তাঁহারদের নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী নালিশ। মুনসেফের প্রতিকূলে অপরাধের বিষয়ের অভিযোগ হইলে জজ তাহা মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিবেন। ২৫৩	৪০
———	একটিং। মুনসেফের কর্ম্মের যে ভাগ নির্ব্বাহ করিবেন। ২৫৫, ২৫৬	৪১
———	——— তাঁহার মাহিয়ানা। ২৫৭	৪১
———	——— দুই প্রকার একটিং মুনসেফের বিশেষ মাহিয়ানা। ২৫৮	৪১
———	গমনের নিয়ম। অন্য স্থানে নিযুক্ত হইলে দিন প্রতি ৫ ক্রোশ গমন করিবেন এবং প্রস্তুতহওনের জন্যে এক সপ্তাহ দেওয়া যাইবেক। ২৫৯	৪২
———	——— ঐ মিয়াদের অধিক প্রতিদিনের বেতন কর্ত্তন হইবেক। ২৬০	৪২
———	——— অধিক ছুটী লইলে বেতন কর্ত্তন হইবেক। ২৬১	৪২
———	তাঁহারদের বিচার্য্য মোকদ্দমা। সেই মোকদ্দমার প্রকার। ৪৬১	৭১
———	——— অস্থাবর সম্পত্তির ৩০০৲ টাকাপর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমা। ৪৬২	৭১
———	——— স্থাবর সম্পত্তির ৩০০৲ টাকাপর্য্যন্ত মূল্যের মোকদ্দমা। ৪৬৩	৭১
———	——— জন্ম স্থান বা বংশপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহারদের এলাকার বহির্ভূত নহেন। ৪৬৫ ...	৭১
———	——— স্থানবিশেষের এলাকার ও মূল্যের নিয়মে দৃষ্টি রাখিয়া সকল প্রকার মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। বর্জ্জনীয় কথা। ৪৬৬	৭২
———	——— উক্ত কারণে মুনসেফ যে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না তাহা যিনি বিচার করিবেন। ৪৬৭	৭২
———	——— ক্ষতির বিষয়ের নালিশ এবং নিষ্কর ভূমির স্বত্ব বা দখলের বিষয়ের নালিশ শুনিতে পারেন কিন্তু তাহার খাজানার বিষয়ের নালিশ শুনিতে পারেন না। ৪৬৮—৪৭০ ...	৭২
———	——— খাজানার বাকী বা অন্যায়রূপে লওনের বিষয়ে কোন ব্যক্তি মুনসেফের এলাকার বহির্ভূত নহে। ৪৭২	৭২
———	——— বেআইনী ক্রোকের বিষয়ে খেসারতের দণ্ড করিতে পারেন। ৪৭৩	৭৩
———	——— ৩০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের খতের কিস্তীর বিষয়ি মোকদ্দমার বিধান। ৪৭৪—৪৭৮ ..	৭৩
———	——— জমীদারের নালিশে বাকীদারকে গ্রেফ্তার করিতে পারেন না। ৪৭৯	৭৩
———	——— মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন। ৪৮০	৭৪
———	——— অস্থাবর সম্পত্তির বেআইনী ক্রোক ও নীলামের নালিশ শুনিতে পারেন। ৪৮১ ...	৭৪
———	——— খাজানার বিষয়ে সরাসরী নালিশ শুনিতে পারেন না। ৪৮২	৭৪
———	——— যে মূল্যের ইষ্টাম্পে মুনসেফ বাকী খাজানা বা অন্যায়রূপে তহসীলের নালিশ শুনিতে পারেন। ৪৮৩	৭৪
———	——— একি বাদি প্রতিবাদিরদের মধ্যে দেড়২ শত টাকার তিন মোকদ্দমা শুনিতে পারেন। ৪৮৪	৭৪
———	——— খোদকস্তা রাইয়ত বেদখল হওনেতে ক্ষতির যে নালিশ করে তাহা মুনসেফ শুনিতে পারেন। ৪৮৫	৭৪
———	——— জজের অনুমতিবিনা কালেক্টর বাকী খাজানার জন্যে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলাম করিতে মুনসেফকে হুকুম করিতে পারেন না। ৪৮৬	৭৪
———	——— আমানী তাঁহার এলাকার মধ্যে বাস না করিলে নালিশ শুনিতে পারেন না। ৪৮৭ ...	৭৪
———	——— তাঁহার এলাকার বিষয়ে এক বিশেষ মোকদ্দমা। ৪৮৮	৭৫
———	——— রাইয়তের খাজানা বাড়াওনের বিষয়ি নালিশ শুনিতে পারেন। ৪৮৯	৭৫
———	বিবিধ বিধি। মুনসেফের কর্ম্মাকাঙ্ক্ষির স্থানে যে সর্টিফিকটের আবশ্যক। ১৫৫	২৬
———	——— জজ মুনসেফকে সস্পেণ্ড করিলে ১০ দিনের মধ্যে সদরে রিপোর্ট করিবেন। ২৬৮ ...	৪৩
———	——— তাঁহার মাহিয়ানা। ২৭১	৪৩
———	——— মুনসেফের চতুর্থাংশ ব্যক্তিরদের বেতন বৃদ্ধি হইল। ২৭৪	৪৪
———	——— ছুটীর আবশ্যক হইলে আদালতের নিয়মিত বন্দের দিবসে তাহা লইবার উদ্যোগ করিবেন। ৩০২	৪৮
———	——— ছুটীর দরখাস্ত পাঠাইলে জজ লিখিবেন যে শেষ ছুটী অবধি কত দিন গত হইয়াছে। ৩০৫	৪৮

			পৃষ্ঠা।
মুনসেফ।	বিবিধ বিধি।	ছুটীর দরখাস্তের বিষয়ে সদর আদালত হুকুম করিবেন। ৩০৬	৪৮
———	———	ছুটীর দরখাস্তের বিষয়ি বিধি। ৩০৭—৩০৯	৪৮
———	———	কাছারীর চলিত কর্ম্মের ভার যে ব্যক্তি লন তাঁহার বেতন। ৩১২	৪৯
———	———	একটিং মুনসেফ বৃদ্ধিকরণ বেতনের কোন অংশ পাইবেন না। ৩১৩	৪৯
———	———	জজের অনুমতি লইয়া নিয়মিত বন্দের সময়ে গরহাজির হইলে বেতন কর্ত্তন হইবেক না। ৩২৭	৫১
———	———	মুনসেফের নিকটে যেরূপে সরকারী কার্য্যের বিষয়ে লিখনপঠন হইবেক। ৩২৮ ...	৫২
———	———	মুনসেফেরা পরস্পর যেরূপে লিখন পঠন করিবেন। ৩২৯	৫২
———	———	আদালত এবং রাজস্বের কর্ম্মকারকের প্রতি হুকুম পাঠাইতে হইলে যেরূপে পাঠাইবেন। ৩৩১	৫২
———	———	মুনসেফ সরকারী খরচে যেরূপে কাছারী পাইবেন। ৬২৯—৬২৩	৯০, ৯১
———	———	১৮১৪ সা। ২৩ আ। ৫০—৫৩ ধারার নিরূপিত আমীনী কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন না। ৪১৯	১৫৫
———	———	সরেজমীনে তহকীক করণার্থে আমীন নিযুক্ত করিতে পারেন। ৪৮১	১৬১
———	———	অন্য আদালত যে তহকীক করণের হুকুম করেন তাহার ভার মুহুরীর কি অন্য ব্যক্তিকে দিতে পাবেন না। আপন মোকাম ছাড়িতে না পারিলে জজকে রিপোর্ট করিবেন। ৪৮২	১৬১
———	———	বাকী রাজস্বের জন্যে ক্রোকহওয়া সম্পত্তি নীলাম করিতে কালেক্টর তাঁহাকে হুকুম করিতে পারেন না। ৩০৪	৭২২
———	———	ডিক্রী জারীক্রমে পাওয়া ও দেওয়া টাকার হিসাব রাখিবেন। ৩১৫	৭২৪
———	———	ঐ টাকা লইয়া যাহা করিবেন এবং জজের নিকটে যে হিসাব পাঠাইবেন। ৩১৬ ...	৭২৪
———	———	টাকার বিষয়ে ডিক্রীদারের দরখাস্ত মুনসেফকে করিতে হইবেক। ৩১৭	৭২৪
মুনসেফ।	মোকদ্দমার বিচার।	সাধারণ ও বিবিধ বিধি। যেখানে ও যে বিধিক্রমে বিচার হইবেক। ৭৬৪ ...	৩১২
———	———	১৮৪৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের সরক্যুলরের বিষয়ে অতিমনোযোগ করিবেন। ৭৬৫ ...	৩১২
———	———	১৮৪৪ সালের ১৮ জানুআরির সরক্যুলর অনুসারে কার্য্য করিবেন। ৭৬৬	৩১২
———	———	সে ক্রমে মোকদ্দমার বিচার হইবেক। ৭৬৭	৩১২
———	———	যে মিয়াদের মধ্যে মোকদ্দমা বিচার্য্য তাহার এবং সম্পত্তির মূল্য নির্ণয়ের হিসাব করণের বিধি। ৭৬৮	৩১২
———	———	যে সময়অবধি মোকদ্দমার কারণ গণ্য হইবেক। ৭৬৯	৩১৩
———	———	মুনসেফের বিচার্য্য মোকদ্দমা সামান্যতঃ তাঁহারদের আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক। ৭৭০	৩১৩
———	———	মাসে যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। না করিলে তাহার কারণ জানাইতে হইবেক। ৭৭১	৩১৩
———	———	নিরূপিতসংখ্যক মোকদ্দমার বিচার না করণের সামান্য যে ওজর হয় তাহা গ্রাহ্য হইবেক না। ৭৭২	৩১৩
———	———	আপনার নথীতে মোকদ্দমা প্রস্তুত করণের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন। ৭৭৩ ...	৩১৩
———	———	কোন আদালতহইতে মোকদ্দমার রোয়দাদ জজের দ্বারা তলব করিতে পারেন। ৭৭৪ ..	৩১৩
———	———	বাইরত মুনসেফের নিকটে খাজানার দাওয়া করিলে ভূমি নিষ্ফর বলিয়া কালেক্টরের আদালতে তাহা খারিজদাখিল করিতে পারেন না। ৭৭৫	৩১৩
———	———	তাঁহারদের আদালতে মোখ্তারনামার ইষ্টাম্প নাই। ৭৭৬	৩১৪
———	———	মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয় লিখিবার আবশ্যক নাই এবং মোকদ্দমা শুননির পূর্ব্বে আট দিনের এত্তেলা দিবার আবশ্যক নাই। ৭৭৭	৩১৪
———	———	সরেজমীনে তহকীক করণার্থে আমীন পাঠাইতে পারেন। ৭৭৮	৩১৪
———	———	অগ্নির দ্বারা তাঁহারদের কাছারীর রোয়দাদ নষ্ট হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৭৭৯	৩১৪
———	———	যে গতিকে সদর আদালত এক মোকদ্দমা পুনরায় নম্বরে বহাল করিতে হুকুম দিলেন। ৭৮০	৩১৪
———	নালিশী আরজী।	যে মূল্যের ইষ্টাম্পে তাহা লেখা যাইবেক। ৭৮৮	৩১৫
———	———	একের অধিক ইষ্টাম্পের আবশ্যক হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৭৮৯	৩১৫
———	———	ঐ আরজীতে যাহা লিখিত হইবেক। ৭৯০	৩২৫

			পৃষ্ঠা।
মুনসেফ।	নালিশী আরজী।	অনাবশ্যক বিষয় ও গালাগালি লিখিতে হইবেক না। ঐ আরজীতে দস্তখৎ ও মহর ও তারিখ দিতে হইবেক ও কেতাবে লেখা যাইবেক। ৭৯১	৩১৫
———	———	যে গতিকে মুনসেফ যে সংশোধিত আরজী অবশেষ আরজী নহে তাহা লইতে পারেন। ৭৯২	৩১৬
———	———	অবশেষ আরজীর বিষয়ের বিধি। ৭৯৩	৩১৬
———	———	মুনসেফকে অবশেষ আরজী লইতে প্রধান সদর আমীন হুকুম করিতে পারেন না। ৭৯৪	৩১৬
———	এত্তেলা। ইশ্তিহার।	আসামীর উপর যে এত্তেলা জারী হইবেক। ৭৯৫	৩১৬
———	———	এত্তেলা যাহাকে দেওয়া যাইবেক। ৭৯৬	৩১৭
———	———	যেরূপে জারী হইবেক। ৭৯৭	৩১৭
———	———	নাজীর ও আফীনের কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যেরূপ এত্তেলা জারী হইবেক। ৭৯৮ ...	৩১৭
———	———	যে২ গতিকে মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইতে পারে। ৭৯৯	৩১৭
———	———	কিন্তু আসামীর প্রতি এত্তেলা জারী হইয়াছে এই বিষয় মুনসেফ নিশ্চয় করিবেন। ৮০০	৩১৭
———	———	একতরফারূপে বিচারহওয়া মোকদ্দমায় ফরিয়াদীর দাওয়ার যেরূপ প্রমাণ লইতে হইবেক। ৮০১	৩১৭
———	———	আসামী গরহাজির হইলে কি এত্তেলা জারী স্বীকার করিতে না চাহিলে যেরূপে তাহা জানান যাইবেক। ৮০২	৩১৭
———	———	এমন গতিকে যে ইশ্তিহার দিতে হইবেক ও তাহাতে যাহা লেখা থাকিবেক। ৮০৩ ...	৩১৮
———		জবীকরণিয়া পেয়াদা বিনা অন্য সাক্ষির আবশ্যক। ৮০৪	৩১৮
———	———	ফরিয়াদের মধ্যে আসামী হাজির না হইলে মোকদ্দমার একতরফা বিচার হইবেক। ৮০৫ ...	৩১৮
———	———	আসামী অন্য মুনসেফের এলাকায় বাস করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৮০৬	৩১৮
———	———	অন্য জিলায় যে এত্তেলা জারী হয় তাহাতে জজের মোহর ও দস্তখতের আবশ্যক নাই। ৮০৭	৩১৮
———	———	জামিন তলব করণের যে নিষেধ ছিল তাহা রহিত হইল। ৮০৮	৩১৮
———	———	জজকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আসামীর স্থানে জামিন তলব করিতে ও জরীমানা উসুল করিতে পারেন। ৮০৯	৩১৮
———	———	তাঁহারদের বিচার্য্য মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিধি সকল মোকদ্দমার বিষয়ে খাটিবেক। ৮১০	৩১৯
———	———	জজের দ্বারা পাটওয়ারীর হিসাব তলব করিতে পারেন। ৮১১	৩১৯
———	মওয়ালজওয়াব।	ওকালৎনামা শাদা কাগজে লেখা যাইবেক। ৮১২	৩১৯
———	———	ফরিয়াদীর সাক্ষ্য লওনের পূর্ব্বে আসামী হাজির হইলে আপনারি জওয়াব দিতে পারে। ৮১৩	৩১৯
———	———	জওয়াবের মধ্যে অনাবশ্যক বিষয় ও গালাগালি লিখিতে দিবেন না। ৮১৪ ...	৩১৯
———	———	যে গতিকে ফরিয়াদী উত্তর দিতে পারে। তাহার মর্ম্ম। ৮১৫	৩১৯
———	———	আসামীর দরজওয়াব যে সময়ে দাখিল করা যাইবেক ও তাহাতে যাহা থাকিবেক। ৮১৬	৩১৯
———	———	যে দলীলের ইষ্টাম্প কাগজের আবশ্যক নাই। ৮১৭	৩১৯
———	———	জওয়াব কি দরজওয়াব দাখিল করণের বিলম্বপ্রযুক্ত মোকদ্দমার শুনানি মৌকুফ হইবেক না। ৮১৮	৩২০
———	———	বাদী প্রতিবাদী হাজির না হইলে এত্তেলা কাছারীতে লট্‌কাইবেন। তাহার পর হাজির না হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৮১৯	৩২০
———	———	নিয়মিত মিয়াদের পর ত্রুটিপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে পারেন এবং ছয় সপ্তাহের পর নিতান্ত ডিসমিস করিবেন। ৮২০	৩২০
———	———	জওয়াব দাখিল করণের পূর্ব্বে ছয় সপ্তাহ অতীত না হইলে কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারে না। ৮২১	৩২০
———	———	এত্তেলা জারী কি জওয়াব দাখিল হওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদী গরহাজির হইলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবেক। ৮২২	৩২০
———	———	ডিসমিস হওনের পরে ফরিয়াদী নূতন নালিশ করিতে পারে। ৮২৩	৩২০

			পৃষ্ঠা।
মুনসেফ।	সওয়ালজওয়াব।	কসুরপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে "ননসুট" এই শব্দ না লিখিলেও সরাসরী আপীল হইতে পারে। ৮২৪	৩২০
———	———	১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১০ ও ১২ ধারা মুনসেফেরদের বিষয়ে খাটে না। ৮২৫	৩২০
———	———	মুনসেফেরদের সম্মুখে মোকদ্দমার বিচারের বিধি। ৮২৫	৩২১
———	———	সওয়ালজওয়াব আইনমতে হইবেক। উকীলেরদের ও মোখ্তারেরদের সম্বন্ধিয়ে অমনোযোগের দণ্ড। ৮২৭	৩২১
———	সাক্ষী।	তাহারদিগকে হাজির করিবার দরখাস্ত সাদা কাগজে হইতে পারে। ৮১৮	৩২১
———	———	আপনং এলাকার বাহিরে সাক্ষিরদের নামে পরওয়ানা জারী করিতে পারেন না। যাহার দ্বারা তাহা জারী হইবেক। ৮৩০	৩২১
———	———	সাক্ষিকে হাজির করাইবার জন্যে তাঁহারদের হুকুমের উপর আপীল। ৮৩১	৩২১
———	———	উভয় বিবাদির তলবে সাক্ষিরা হাজির না হইলে তাহারদিগকে মুনসেফ তলব করিতে পারেন। ৮৩২	৩২১
———	———	যেং স্থলে লিখিত জিজ্ঞাসার দ্বারা সাক্ষিরদের সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে। ৮৩৩ ...	৩২১
———	———	সফীনাতে যাহা লেখা থাকিবেক। ৮৩৪	৩২২
———	———	তাহা যেপ্রকারে জারী হইবেক। ৮৩৫	৩২২
———	———	যে ব্যক্তির দাওয়াক্রমে পরওয়ানা বাহির হয় তাহার স্থানে পেয়াদার তলবানা আদায় করণ। ৮৩৬	৩২১
———	———	সাক্ষিরা হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে কি জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিতে না চাহিলে তাহারদের জরীমানা হইবেক। ৮৩৭	৩২২
———	———	ঐ জরীমানা উসুল হইতে পারে কিন্তু তাহার উপর আপীল হইতে পারে। ৮৩৮ ...	৩২২
———	———	সাক্ষিরদের উপর জবরদস্তী হইবেক না কিম্বা অনাবশ্যকমতে আটক করা যাইবেক না। ৮৩৯	৩২২
———	———	উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে বিনাহলফে সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে। ৮৪০	৩২২
———	———	জোবানবন্দী লওনবিষয়ে মুনসেফের যাহা কর্ত্তব্য। ৮৪১	৩২৩
———	———	জোবানবন্দীতে যাহা লিখিতে হইবেক ও যে প্রকারে দস্তখৎ হইবেক। ৮৪২	৩২৩
———	———	নিমক ও আফীনের পোখ্তানীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের নামে যেরূপে সফীনা হইবেক। ৮৪৩	৩২৩
———	———	তাহারদের জোবানবন্দী লইবার বিষয়ের বিশেষ বিধান। ৮৪৪	৩২৩
———	দস্তীল।	নিদর্শনপত্র দেখ।	
———	উত্তরাধিকারিত্বের আইনক্রমে কার্য্যকরণ। মুনসেফেরদের আদালতে কোনং মোকদ্দমা শরা ও শাস্ত্রমতে নিষ্পত্তি করণের বিধান। ৮৫০	৩২৪	
———	———	অন্যান্য স্থলে তাঁহারা ন্যায় ও যাথার্থ্য ও ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিবেন। ৮৫১, ৮৫২	৩২৪, ৩২৫
———	———	স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে যে বিধানমতে কার্য্য হইবেক। ৮৫৩	৩২৫
———	———	আসামীর নামে এত্তেলা জারীর পূর্ব্বে ইশ্তিহারনামা হইবেক। দাওয়াদারেরা খরচার অংশ দিবেক। ৮৫৪	৩২৫
———	———	১৮৩১ সা। ৫ আ। ৬ ধা। ৪ প্রকরণক্রমে যে তদারক করিতে হয় তাহা কেবল দাবীহওয়া সম্পত্তির দাওয়ার বিষয়ে হইবেক সমস্ত সম্পত্তির বিষয়ে নহে। ৮৫৫	৩২৫
———	———	ঐ প্রকরণমতে ইশ্তিহারনামাপ্রযুক্ত যে দরখাস্ত হয় তাহা সাদা কাগজে হইতে পারে। ৮৫৬	৩২৫
———	বিচারের বাধা। জরীমানা। বাধকতা করণের দণ্ড। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আপীল করিতে পারে। অপরাধির নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে। ৮৫৭	৩২৫	
———	———	মুনসেফেরা জজের অনুমতিবিনা জামিনীর দাওয়া এবং জরীমানা উসুল করিতে পারেন। কিন্তু জজের নিকটে আপীল হয়। ৮৬০	৩২৬
———	———	তাঁহারা কেবল ১৮৪১ সালের ৩০ আইনমতে অবজ্ঞার দণ্ড করিতে পারেন। ৮৬১ ...	৩২৬
———	———	মুনসেফেরা আপনং ক্ষমতাক্রমে ইষ্টাম্পের আইন উল্লঙ্ঘনের জরীমানা উসুল করিতে পারেন। ৮৬২	৩২৬
———	ডিক্রী ও হুকুম।	ডিক্রী দেখ।	

পৃষ্ঠা।

মুনসেফ। রাজীনামা। রাজীনামা হইলে নালিশের আরজীর রসুম যে স্থলে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৮৭৬ ... ৩২৮
——— ——— এই প্রকার রফাহওয়া যে মোকদ্দমা মুনসেফের নিকটে অর্পণ হয় তাহার ইষ্টাম্পের মাসুলে যাহা করা যাইবেক। ৮৭৭ ... ... ৩২৮
——— ——— উভয় পক্ষ যে ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া পাইবেক তাহার মাসিক কৈফিয়ৎ মুনসেফের দিতে হইবেক। ৮৭৮ ... ... ৩২৮
——— ——— রাজীনামা শাদা কাগজে লেখা যাইবেক। ৮৭৯ ... ... ৩২৯
——— ——— রাজীনামাতে ফরিয়াদীরদের যে ইষ্টাম্পের মূল্য পাওনা আছে তাহা ফিরিয়া দিবার বিষয়ে যে বিধানমতে কার্য্য হইবেক। ৮৮০—৮৮৩ ... ... ৩২৯
——— ইষ্টাম্প। মুনসেফেরদের সম্মুখে মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের বিষয়ি বিধির সংগ্রহ ও পুনর্ব্যাখ্যা। ৭৮১—৭৮৭ ... ... ৩১৪, ৩১৫
——— মুনসেফের মোকদ্দমার খারিজদাখিল। খারিজদাখিল দেখ।
মুমূর্ষুদান। উত্তরাধিকারিত্ব সম্পত্তির। হিন্দু ও মুসলমানভিন্ন। এই শব্দ দেখ।
মুশাহেরা। পেন্সান দেখ।
——— মুসলমানের সম্পত্তির সরবরাহ করণ। আডমিনিষ্ট্রেসন দেখ।
মুহুরীর। মুনসেফেরা অন্যান্য আদালতহইতে যে তদারক করিবার হুকুম পান তাহা করিতে আপন মুহুরীরকে পাঠাইতে পারেন না। ৪৮২ ... ... ১১১
মূল্য নিরূপণ। মোকদ্দমার। সাধারণ বিধি। ১১৫ ... ... ২০৭
——— ১৮২৯ সা। ১০ আইনের পূর্ব্বে ও পরে তালুকপ্রভৃতির মোকদ্দমার মূল্য। ১১৬ ... ... ২০৭
——— ১৮২৯ সা। ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণমতে ননসুটের দণ্ড যে মোকদ্দমায় খাটে। ১১৭ ২০৭
——— অচিহ্নিত বিচারস্থ ঐ প্রকরণক্রমে ফরিয়াদীকে ননসুট করিলে তাঁহার হুকুমের উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে। ১১৮ ... ... ২০৭
——— অগ্রে খরীদ করণের স্বত্বের মোকদ্দমার। ১১৯ ... ... ২০৭
——— খেরাজী জমীদারীর নানা অংশের বিষয়ের মোকদ্দমার। ১২০ ... ... ২০৮
——— যে মালগুজারীর ভূমির জমা নির্দ্দিষ্ট নাই তদ্বিষয়ের মোকদ্দমার। ১২১ ... ... ২০৮
——— ইস্তমরারী জমা ধার্য্যহওয়া ও না হওয়া ভূমির মোকদ্দমার। ১২২ ... ... ২০৮
——— কালেক্টর ১৮০৩ সা। ২৭ আ। ২৬ ও ২৮ ধারাক্রমে ইজারদার ও তাহার জামিনের নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন তাহার মূল্য। ১২৩ ... ... ২০৮
——— যে খেরাজী ভূমি স্বতন্ত্র মহাল নহে তাহার বিষয়ের মোকদ্দমার। ১২৪ ... ... ২০৮
——— ভূমির দখলের নিমিত্তে এবং বেদখল হওন সময়ের ওয়াসিলাতের দরুণ মোকদ্দমার। ১২৫ ... ২০৮
——— ভূমি এবং টাকার বাবত মোকদ্দমা হইলে উভয়ের মবলগ মূল্য মোকদ্দমার হেতু হয়। ১২৬ ... ২০৮
——— স্বতন্ত্র জমা ধার্য্যহওয়া দুই বা ততোধিক মৌজার একি মোকদ্দমার। ১২৭ ... ... ২০৯
——— যে লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াফ্ত হইলেও সরকার তাহার রাজস্ব পাইবেন না তাহার বিষয়ি মোকদ্দমার। ১২৮ ২০৯
——— সরকারী কার্য্যকারকের দ্বারা জমা ধার্য্যহওয়া মোআফি মহালের মোকদ্দমার। ১২৯ ... ... ২০৯
——— ইজারা কি ঘোতের বিষয়ের মোকদ্দমার। ১৩০ ... ... ২০৯
——— খোদকস্তা রাইয়তের বিরুদ্ধে ও তাহাকে বেদখলের বিষয়ে কালেক্টর যে সরাসরী ডিক্রী করেন তাহা অন্যথা করণার্থে মোকদ্দমার। ১৩১ ... ... ২০৯
——— খাষ্টকারেরা ভূম্যধিকারিরদের নামে ও রাইয়তেরদের বেদখল করণার্থে ভূম্যধিকারিরদের মোকদ্দমার। ১৩২ ... ... ২০৯
——— বাইরতেরদের জমা নির্ণয় করণার্থ মোকদ্দমার। ১৩৩ ... ... ২১০
——— বন্ধকী সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার জন্যে বন্ধকদেওনিয়ার মোকদ্দমার। ১৩৪ ... ... ২১০
——— ইষ্টাম্প কাগজের মূল্য চলিত টাকাঅনুসারে হিসাব হইবেক। ১৩৫ ... ... ২১০
——— সিক্কা ৫০০০৲ টাকার এক কোম্পানির কাগজের বিষয়ি মোকদ্দমার। ১৩৬ ... ... ২১০
——— মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের মাসুল নিরূপণকরণে সিক্কা ও কোম্পানির টাকার সমান মূল্য ধরা যাইবেক। ১৩৭ ২১০
——— যে করারদাদ দ্রব্যের মূল্যের বিষয়ে হইয়াছিল সেই মূল্য ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমার। ১৩৮ ... ২১১

পৃষ্ঠা।

মূল্য নিরূপণ। মোকদ্দমার। ১৮৩১ সা। ৫ আ। ৬ ধারামতে মুনসেফের আদালতে সম্পত্তির দাওয়াদারদের দরখাস্ত সাদা কাগজে হইবেক। ১৩৯ ... ... ২১১

——— জমীদার খাজানা বৃদ্ধি করিবার নিমিত্তে রাইয়তের নামে মুনসেফের সম্মুখে মোকদ্দমা করিলে তাহার মূল্য নিরূপণ। ১৪০ ... ... ২১১

——— ইষ্টাম্পের মূল্য হিসাব করণে টাকার আনামাষা বাদ দেওয়া যাইবেক না ১৪১ ... ... ২১১

——— ১৮১৯ সালের ২ আইনানুসারে কালেক্টর যে নিষ্পত্তি করেন তাহার উপর আপীলের দরখাস্তের সম্পূর্ণ ইষ্টাম্প লাগিবেক। ১৪২ ... ... ২১১

——— ডিক্রী জারীক্রমে ভূমি নীলাম করণের মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণ। ১৪৩ ... ... ২১১

——— মেলাব দখল পুনরায় পাইবার নিমিত্তে মোকদ্দমার। ১৪৪ ... ... ২১২

——— জাতির মধ্যে পুনর্ব্বার গ্রহণের মোকদ্দমার। ১৪৫ ... ... ২১২

——— টাকার নালিশে আসল টাকা ও সুদ একত্র করিয়া ইষ্টাম্পের মূল্য নির্ণয় হয়। ১৪৬ ... ... ২১২

——— যে টাকার বাবৎ মোকদ্দমা করা যায় তাহার সংখ্যানুসারে ইষ্টাম্পের মূল্য নিরূপণ হইবেক। ১৪৭ ... ২১২

——— ফরিয়াদী খতের বিষয়ের মোকদ্দমা করিতে চাহিলে কেবল এক কিস্তীর তুল্য মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে আরজী দাখিল করিলে তাহাকে ননসুট করা যাইবেক। ১৪৮ ... ... ২১২

——— পরওয়ানার বাধকতা কি না মাননের বিষয়ে কালেক্টর জমীদারী জব্দ করণের যে মোকদ্দমা করেন তাহার মূল্য নিরূপণ। ১৫০ ... ... ২১২

——— নালিশহওয়া সম্পত্তির মুল্যের বিষয়ে মোকদ্দমা রুবকার হওনকালীন যে হুকুম হয় তাহার উপর সরাসরী আপীল হইতে পারে। ১৫১ ... ... ২১২

——— আসল স্বত্বের মধ্যে তাহার অন্তর্গত স্বত্বের মূল্য আছে বোধ করা যাইবেক। ১৫২ ... ... ২১২

——— আপীলী মোকদ্দমার মূল্য নিরূপণের বিধি। ১৫৩ ... ... ২১২

——— যে মোকদ্দমার মূল্য অধিক কি অল্প ধরা গিয়াছে তাহা। দ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০৲ টাকার কম মূল্য ধরা গেলে ফরিয়াদী ননসুট হইবেক। ১৫৪ ... ... ২১২

– শতকরা ১০৲টাকার অনুসারে কম মূল্য ধরা না গেলে ননসুট হইবার যোগ্য নহে। ১৫৫ ২১৩

——— ——— দাওয়ার কম মূল্য ধরা গেলে ফরিয়াদী তৎক্ষণাৎ ননসুট হইবেক। ১৫৬ ... ... ২১৩

——— ——— বিশেষতঃ তাহার নিজ হিসাবমতে কম মূল্য ধরা গেলে ননসুট হইবেক। ১৫৭ ... ২১৩

——— ——— দ্রব্যের অধিক মূল্য ধরিলে ননসুট হইবেক না। ১৫৮ ... ... ২১৩

——— ——— যে স্থলে ফরিয়াদী ভুল শোধনের জন্যে অন্য আরজী দাখিল করিতে পারে। ১৫৯ ... ২১৩

——— ——— বিশেষ গতিকে ফরিয়াদীকে ইষ্টাম্পের মাসুল কি নালিশের রসুম ফিরিয়া দিবার বিধান। ১৬০ ২১৩

——— মোকদ্দমা জিলা কি শহরের আদালতে বিচার্য্য কি নহে এই বিষয়ের বিবাদ যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইবেক। ১৬১ ... ... ২১৩

——— ——— প্রবিন্সাল আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা জিলা কি শহরের আদালতের বিচার্য্য এমত নিষ্পত্তি হইলে মোকদ্দমার নূতন নালিশ করিতে হইবেক। ১৬৩ ... ... ২১৪

——— ——— মোকদ্দমার অধিক মূল্য ধরা গিয়াছে আসামী এই ওজর করিলে তাহার তজবীজ। ১৬৪ ... ২১৪

——— ——— অল্প মূল্য ধরা গিয়াছে বলিলে সওয়ালজওয়াব হওনের পূর্ব্বে ঐ ওজরের তজবীজ হইবেক। ১৬৫ ... ... ২১৪

——— – মূল্য বিষয়ে আসামীর আপত্তি প্রথমত উপস্থিত আদালতে জানাইতে হইবেক। ১৬৬ ... ২১৪

——— ——— এবং সাধারণমতে আরজীর জওয়াবে তাহা লিখিতে হইবেক। ১৬৭, ১৬৮ ... ২১৪। ২১৫

——— – – মূল্যের বিষয়ে আসামীর আপত্তি যে সময়ে প্রকাশ করিতে হইবেক। ১৭২ ... ... ২১৫

——— ——— আরজী উপযুক্ত মূল্যের ইষ্টাম্পে লেখা যায় নাই আদালত ইহা জানিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৭০ ২১৫

——— ——— আরজী উপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজে লেখা ছিল না ইহা সদর আদালত জানিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৮৬, ৮৭ ... ... ৭৫১

——— ——— মূল্য নিরূপণের ভুল আপীলের সময়ে প্রকাশ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৭১ ... ... ২১৫

——— ——— আপীলের সময়ে তাহার আপত্তি যেপ্রকারে বিচার্য্য হইবেক। ৯৫ ... ... ৬৩৬

——— ——— সরাসরী কিম্বা নথরী আপীল না হইলে অল্প মূল্যের বিষয়ি আপত্তির সদর আদালতে বিচার হইবেক না। ৮৮ ... ... ৭৫১

		পৃষ্ঠা।
মূল্য নিরূপণ। মোকদ্দমার।	যে মোকদ্দমার মূল্য অধিক কি অল্প ধরা গিয়াছে তাহা। ফরিয়াদী আপন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারে। ১৮২	২১৭
মোকদ্দমা। নম্বরী	মোকদ্দমা উপস্থিত করণ। নম্বরী ও মুৎফরকা মোকদ্দমার যেরূপে নম্বর বিলি হইবেক। ১৭৩, ১৭৪	২১৫, ২১৬
——— ———	যে ব্যক্তি উপস্থিত করিবেক ও জওয়াব দিবেক। যাহারদের জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক। ১৭৫	২১৬
——— ———	মোকদ্দমাতে বিবাদির যাহা কর্ত্তব্য তাহা জজ তাহাকে জানাইতে পারেন। ১৭৯ ...	২১৬
——— ———	স্বতন্ত্র দলীলক্রমে যে সম্পত্তির দাওয়া হয় তাহার আলাহিদারূপে নালিশ হইবেক। ১৮০	২১৬
——— ———	ভূমির নানা অংশ পাইবার মোকদ্দমাতে যদি বিবরণ না লেখা থাকে তাহা ননসুটের কারণ হয়। ১৮১	২১৭
——— ———	মৃত ব্যক্তিকে আসামী করা ননসুটের কারণ হয়। ১৮৩	২১৭
——— ———	কিন্তু ফরিয়াদী ঐ ভুল সংশোধন করিতে পারে। ১৮৪	২১৭
——— ———	সরাসরী নিষ্পত্তির উপর আপীল না হওয়াতে জিলার আদালত এক মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন তাঁহার হুকুম অন্যথা হইল। ১৮৬	২১৭
——— ———	যে বিষয়ের উত্তর দিতে হয় তাহা অনেক হইলেও আবজী অসিদ্ধ হয় না। ১৮৮ ...	২১৭
——— ———	দুই জনের একি গ্রামে ভিন্ন ইজারা থাকিলে তাহারদের জিরূপে নালিশ করিতে হইবেক। ১৮৯	২১৭
———	শুনানিতে আদালতের কার্য্য। বিবাদিবদের কি উকীলেরদের স্থানে মোকদ্দমার কোন আবশ্যক বিষয় স্পষ্ট করণের হুকুম আদালত করিতে পারেন। ৩৮৮	২৫৩
——— ———	যে বিষয় লইয়া বিবাদিবদের মধ্যে বিবাদ হয় কেবল তাহারই বিচার করিবেন। আদালতের যাহা করিবার নিষেধ আছে। ৩৮৯	২৫৩
——— ———	আসামীর ওজরের প্রথমে নিষ্পত্তি হইবেক এবং মোকদ্দমার আপীল হইলে যদি অধস্থ আদালতের বেদাঁড়া দৃষ্ট হয় তবে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৯০	২৫৩
——— ———	আদালতের এই বিধিমতে কার্য্য না করাতে যে অসঙ্গত কার্য্য হয়। ৩৯১	২৫৪
——— ———	১৮৪৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের সরকুলর অর্ডরের ২ দফার অশুদ্ধশোধন। ৩৯৩ ...	২৫৪
——— ———	উভয় বিবাদির যাহা সাবুদ করিতে হইবেক তাহা আদালত রোয়দাদে লিখিলেন। ৩৯৪	২৫৪
——— ———	অন্য বিষয়ও লেখা যাইতে পারে কেবল সেই বিষয়ের সাক্ষ্য লওয়া যাইবেক। ৩৯৫ ...	২৫৪
——— ———	রোয়দাদে লিখিত বিষয়ের বিধানে আদালতের বিশেষ মনোযোগ করণের হুকুম। ৩৯৬	২৫৪
——— ———	আপীলী মোকদ্দমায় জজেরা ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১০ ধারামতে সরকারি পাঠাইবেন। ৩৯৭	২৫৪
——— ———	১৮৪১ সা। ২৬ আ। ১০ ধারার বিধি প্রতিপালন করণার্থ পুনশ্চ হুকুম। ৩৯৮—৪০১	২৫৪, ২৫৫
——— ———	যে সময়ে আদালত মোকদ্দমার দোষগুণ বিচার করিবেন। ৪০২	২৫৫
——— ———	যে দিনে মোকদ্দমার শুনানি হইবেক তাহার এত্তেলা পূর্ব্বে দেওয়া যাইবেক। ৪০৩ ...	২৫৫
——— ———	শুনানির দিনের এত্তেলা কাছারীতে লটকান হইলে তাহা প্রচুর সম্বাদ জ্ঞান হইবেক। ৪০৪	২৫৫
——— ———	সেই দিবসে বিবাদিবা নিদর্শনপত্র কি ইসমনবিসী দাখিল করিতে প্রস্তুত না হইলে তাহারদের জবীমানা। ৪০৫	২৫৫
——— ———	সেই বিষয়ের পুনশ্চ বিধি। ৪০৬	২৫৬
——— ———	যে সাক্ষ্য বা দলীল উপস্থিত করিতে হইবেক তাহার বিষয়ে বিচারকেরা হুকুম করিতে পারেন না। ৪০৭	২৫৬
——— ———	ফরিয়াদীরদের দাওয়া প্রতিপোষণার্থ যে সাক্ষ্যের আবশ্যক তাহা দাখিল করিতে হইবেক। ৪০৮	২৫৬
——— ———	যে স্থলে ৮ দিবসের এত্তেলা পুনর্ব্বার দিতে হইবেক। ৪১০	২৫৬
——— ———	যে স্থলে আসামী কোন বিশেষ দলীল দাখিল করিতে ত্রুটি করিলেও জজ তাহার জবীমানা করিতে পারেন না। ৪১১	২৫৬
——— ———	জজের সম্মুখে উপস্থিত সকল আসল মোকদ্দমা অচিন্তিত বিচারকের প্রতি অর্পণ হইবেক। ৭৫৩	৩১১

পৃষ্ঠা।

মোকদ্দমা। শুননিতে আদালতের কার্য্য। ২ নম্বরী কৈফিয়তের শুধরা পাঠ ব্যবহার হইবেক। ৭৬৩ ... ... ৩১২
——— অমূলক ও ব্যামোহদায়ক। অমূলক ও ব্যামোহদায়ক মোকদ্দমা দেখ।
মোকদ্দমার রুবকার সময়ের হুকুমের রেজিষ্টর। মুৎফরকা মোকদ্দমা দেখ।
মোখ্তার। উকীল নিযুক্ত করিতে পারে ও ওকালৎনামায় দস্তখৎ করিতে পারে। ৩২৫, ৩৮৭ ... ১৪২, ১৫০
——— তাহার মেহনতানা পরাজিত ব্যক্তির শিরে পড়িবেক না। ৩৮০ .. .. ১৪৯
——— ১৮৩৩ সালের ১২ আইনানুসারে বিশেষ মোখ্তার নিযুক্ত করিতে পারে। ৩৮৪ ... ... ১৫০
——— তাহার সঙ্গে বন্দোবস্তপত্র যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক। ৩৮৫ ... ... ১৫০
মোখ্তার অর্থাৎ এজেন্ট। ভূমির মালিকের এজেন্ট বয়বলওফাক্রমে ভূমি বিক্রয় করিলে তাহা হেয় করণের কারণ। ৪০৮ ৬০৬
——— মনিবের অজ্ঞাতসারে যদি কোন সহীহওয়া অলিখিত কাগজে এজেন্ট বন্দোবস্ত লেখে তবে তাহা অসিদ্ধ। ৪০৯ ... ... ৬০৬
——— মনিবের জন্যে এজেন্টের খরীদকরা ভূমির দাওয়ার এক মোকদ্দমার ডিক্রী হইল। ৪১০ ... ... ৬০৬
——— এজেন্ট হাওলাতে সম্পত্তি বিক্রয় করিলে যদি ক্রেতা দেউলিয়া হয় তবে এজেন্ট দায়ী হইবেক। ৪১১ . ৬০৬
——— এজেন্ট আপনার নিমিত্তে ভূমি খরীদ করণের প্রমাণ দিল মোকদ্দমার যেরূপে নিষ্পত্তি হইল। ৪১২ ... ৬০৬
——— মনিবের বিনানুমতিতে এজেন্ট যে পাট্টা দিল তাহা অসিদ্ধ। ৪১৩ ... . ৬০৭
——— এজেন্টের খরীদকরা ভূমিক বিষয়ে এক বিরোধে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৪১৪ ... ... ৬০৭
——— এজেন্ট ক্ষমতা না পাইয়া মোকদ্দমা করিলে তাহার ডিক্রীর দ্বারা মনিবের নালিশ নিবারণ হয় না। ৪১৫ ৬০৭
——— হিসাবপ্রভৃতির জন্যে মোখ্তারের প্রতি জমীদার যেরূপ কার্য্য করিতে পারেন। ২৯৫ . ... ৪৯৯
——— উক্ত বিধানের সীমা। ২৯৭ ... ... ৫০০
——— উক্ত সিধি নীলকর সাহেবেরদের গোমাশ্তা ও মুহুরীরের বিষয়ে খাটে। ২৯৬ ... .. ৫০০
মোখ্তারনামা। যে মোখ্তারনামা শপথক্রমে সিদ্ধ করিতে হইবেক। ৩২৬ ... ... ১৪২
——— কার্য্যকারকের বিবেচনামতে সাধারণ মোখ্তারনামা গ্রাহ্য হইতে পারে। ৩৭৩ ... ... ১৪৯
——— সাধারণ মোখ্তারনামার যে নকল বোযদাদে রাখা যাইবেক তাহা সাদা কাগজে হইবেক। ৩৭৪ ... ১৪৯
——— ৪৲ টাকার ইষ্টাম্প কাগজে লেখা সাধারণ মোখ্তারনামা দাখিলকরণিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৩৭৫ ১৪৯
——— প্রধান সদর আমীন তাহাতে দস্তখৎ করিতে পারেন। ৩৭৬ ... ... ১৪৯
——— সদর আমীনেরা ও মুনসেফেরা দস্তখৎ করিতে পারেন। ৩৭৭ ... ... ১৪৯
——— অচিহ্নিত বিচারকেরা মোখ্তারনামায় দস্তখৎ ও মোহর করিবেন। ৩৭৮ ... ... ১৪৯
——— যে ব্যক্তি মোখ্তারনামা লিখিয়া দেয় তাহার হাজির হইবার আবশ্যক নাই। দুই জন সাক্ষী হইলে হইবেক। ৩৭৯ ... ... ১৪৯
——— যে ইষ্টাম্প কাগজে মোখ্তারনামার নকল লিখিতে হইবেক। ৩৮১ ... ... ১৪৯
——— মুনসেফেরদের আদালতে ইষ্টাম্পের মাসুল লাগে না। ৩৮২ ... ... ১৫০
মোখ্তারনামা। সাধারণ। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারি ও পুত্রের দ্বারা করা গেলে তদনুসারে আপীলের জওয়াব করা যাইতে পারে। ৩৮৭ ... ... ১৫০
মৌলবী। পণ্ডিত ও মৌলবী দেখ।
যোত্রহীন আদালত। তাহাতে যে সম্পত্তি অর্পণ হয় তাহা ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইতে পারে না। ৪৬ ... ৬৮৫
যোত্রহীন ঋণী। তাহারদের উপকারার্থ বিধান। ৩৫৯ ... ... ৭৩০
——— সম্পত্তি অর্পণ করিলে খালাস পাইতে পারে। ৩৬০ ... ... ৭৩০
——— কিন্তু প্রবঞ্চনা করিলে কিম্বা সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিলে খালাস হইতে পারে না। ৩৬১ .. ... ৭৩০
——— যে এক মোকদ্দমায় কলিকাতার সরিফ সাহেব সম্পত্তি তিন বৎসরপর্য্যন্ত ক্রোক করিলেন তাহাতে প্রবঞ্চনার দোষ অর্শে নাই। ৩৬২ ... ... ৭৩০
——— খাতক খালাস হইলে পর সম্পত্তির দখল পাইলে মহাজন তাহা নীলাম করাইতে পারেন এবং চাতুরীক্রমে সম্পত্তি লুকাইয়া রাখিয়াছে দৃষ্ট হইলে পুনরায় কয়েদ হইতে পারে। ৩৬৩ ... ... ৭৩০
——— ১৮৪০ সালের ২৩ আইনানুসারের পাঠ। ৩৬৪ ... ... ৭৩১
——— যোত্রহীন খাতকের বিষয়ের বিধি যে প্রকার কয়েদীরদের বিষয়ে খাটে। ৩৬৫ ... ... ৭৩১
——— সরাসরী কি নম্বরী ডিক্রীমতে সকল কয়েদীর প্রতি যে বিধি খাটে তাহা। ৩৬৬—৩৬৮ ... ... ৭৩১

পৃষ্ঠা।
যোত্রহীন ঋণী। কয়েদীভিন্ন কেহ যোত্রহীনের বিষয়ি বিধির দ্বারা উপকার পাইতে পারে না। ৩৬৯ ... ... ৭৩১
——— কোর্ট রিকেষ্টের ডিক্রীক্রমে চব্বিশপরগনাতে কয়েদী খাতক খালাস হইতে পারে। ৩৭০ ... ... ৭৩২
——— ঐ বিধি কেবল কয়েদী খাতকেরদের প্রতি খাটে। ৩৭১ ... ... ৭৩২
——— খাতক কয়েদ না হইলেও কিস্তিবন্দীমতে টাকা শোধ করিতে প্রস্তাব করিলে আদালত তাহা গ্রাহ্য করিতে পারেন। ৩৭২ ... ... ৭৩২
——— যোত্রহীনের খালাস হওনের পরে তাহার দখলে যে সম্পত্তি পাওয়া যায় তাহা নীলাম হইতে পারে। ৩৭৩ ৭৩২
——— সম্পত্তির যথার্থ তালিকা দাখিল হইয়াছে ও সম্পত্তি অর্পণ হইয়াছে আদালতের এমত বোধ হইলে খাতক খালাস হইতে পাবে। ৩৭৪ ... ... ৭৩২
——— কালেক্টরের দ্বারা কয়েদহওয়া যে বাকীদারের প্রতিকূলে কোন ডিক্রী হয় নাই তাহার বিষয়ে ঐ বিধি খাটে না। ৩৭৫ ... ... ৭৩১
——— কালেক্টরের পরওয়ানাক্রমে কয়েদহওয়া আবকারের প্রতি খাটে না। ৩৭৬ ... ... ৭৩২
——— খাজানার সবাসরী মোকদ্দমাতে কয়েদহওয়া খাতকের যোত্রহীনতার প্রমাণ হইলে কালেক্টর তাহাকে খালাস করিতে পারেন। ৩৭৭, ৩৭৮ ... ... ৭৩২, ৭৩৩
——— খরচার বাবৎ কয়েদী ফরিয়াদীরদের বিষয়ে ঐ যোত্রহীন বিষয়ি বিধি খাটে। ৩৭৯ ... ... ৭৩৩
——— কেবল খরচার নিমিত্তে কয়েদহওয়া আসামীদের বিষয়ে ঐ বিধি খাটে। ৩৮০ ... ... ৭৩৩
——— সদর আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে জিলার আদালত খাতককে কয়েদ করিলে যে প্রকারে খালাস করিতে পারেন। ৩৮১ ... ... ৭৩৩
——— যোত্রহীনের শপথপূর্ব্বক বিচার কালে খতের দরুণ পাওনা টাকার বিষয় না জানাইলে সে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের দণ্ডের যোগ্য। ৩৮২ ... ... ৭৩৩
——— অচিহ্নিত বিচারকের দরখাস্তমতে কয়েদীরা যোত্রহীনতার প্রমাণ দিয়া যে প্রকারে খালাস হইতে পারে। ৩৮৩ ৭৩৩
——— কলিকাতার ইনশালবেণ্ট আদালতে যোত্রহীনতার ডিক্রী হইলে তাহার দ্বারা মফঃসল আদালতের ডিক্রীর যে ফল। ৩৮৪ ... ... ৭৩৩
——— মহাজন খাতকের সম্পত্তি দেখাইয়া দিতে না পারাপ্রযুক্ত যোত্রহীনতার শপথ বিনা খাতক মুক্ত হইতে পারে না। ৩৮৫ ... ... ৭৩৪
——— যে স্থলে সদর আদালত খালাসহওয়া খাতকের গ্রেফ্তার করিবার হুকুম করেন। ৩৮৬ ... ... ৭৩৪
যোত্রহীনের মোকদ্দমা। পাপরের মোকদ্দমা দেখ।
রসীদ। কিস্তীর। কিস্তী দেখ।
——— আদালতহইতে প্রাপ্ত ৫০৲ টাকার কমের রসীদ বিশেষ গতিকে শাদা কাগজে হইবেক। ৫১৮ ... ১৮১
——— ঘরপ্রভৃতির খরীদী টাকার রসীদ ইষ্টাম্প কাগজে হইবেক। ৫৩১ ... ... ১৮১
——— ভূম্যধিকারিরা যে টাকা পান তাহার রসীদ দিবেন। না দেওনের দণ্ড। ১১১ ... ... ৪৭০
——— যে স্থলে রসীদের বাবৎ ফরিয়াদীর দাওয়া সদর আদালত অগ্রাহ্য করিলেন। ১১৩ ... ... ৪৭০
——— তাহা না দেওনের হেতু ভূমির পাট্টার বিষয়ের বিবাদ হইলে ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারা খাটে না। ১১৪ ... ... ৪৭০
——— বারো মাসের পর তাহার বাবৎ মোকদ্দমা ডিসমিস হইল। ১১৫ ... ... ৪৭০
রাজস্বের কার্য্যকারক। দেওয়ানী আদালতের হুকুম জারী করণে সেই হুকুমের ভুলের বিষয়ে দায়ী নহেন। ৩৪০ ৪১৭
রাজা। বর্দ্ধমানের। আদালতের এক্তেয়ারনামা প্রতিপালন করিবেন এবং তাহা জারী করণের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে তাহা জানাইবেন। ৫৯২ ... ... ৮৬
রাজা। স্বাধীন। স্বাধীন রাজা দেখ।
রাজীনামা। যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ৬৯৮ ... ... ৩০৪
——— রাজীনামা হইলে যে স্থলে ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৬৯৯ ... ... ৩০৫
——— রাজীনামা হইলে যে স্থলে ইষ্টাম্পের মাসুল অর্দ্ধেক ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৭০০ ... ... ৩০৫
——— যে স্থলে ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। ৭০১ ... ... ৩০৫
——— মোকদ্দমার বিচার না হইয়া আসামীর কবুলক্রমে ফরিয়াদীর পক্ষে হুকুম হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। ৭০২ ... ... ৩০৫

পৃষ্ঠা।

রাজীনামা। দস্তবরদারী হইলে রসুম ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। রাজীনামা দাখিল না হইলে রসুম ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। ৭০৩ ... ... ৩০৫

——— উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মোকদ্দমার আপোসে নিষ্পত্তি না হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না। ৭০৭ ... ... ৩০৬

——— ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দিতে হইলে যাহাকে দেওয়া যাইবেক। ৭০৯ .. .. ৩০৬

——— যে দলীলের ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দিতে হইবেক তাহা মোকাবিলা হওনের নিমিত্তে ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে পাঠাইতে হইবেক না। ৭১০ ... ... ৩০৬

——— কিন্তু যে ইষ্টাম্প কাগজে নালিশের দরখাস্ত লেখা যায় তাহা কালেকটরের নিকটে পাঠান যাইবেক। ৭১১ ৩০৬

——— যে মোকদ্দমা রাজীনামাক্রমে ডিসমিস হয় তাহাতে উকীলেরা রসুমের যে অংশ পাইতে পারেন। ৭১২ ৩০৬

——— রাজীনামামতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে যে স্থলে উকীলেরা সমুদয় রসুম পাইতে পারেন। ৭১৩ ... ৩০৬

——— রাজীনামা প্রমাণ করণের যে সাক্ষ্যের আবশ্যক। ৭১৪ ... ... ৩০৭

——— রাজীনামা ও সোলেনামা উভয় পক্ষ দাখিল করিলে সদর আদালত অধস্থ আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলেন। ৭১৬ ... ... ৩০৭

——— চূড়ান্ত ডিক্রী না হইয়া ঐ ইষ্টাম্পের মাসুল ফিরিয়া দেওয়া গেলে সদর আদালত রাজীনামা জারী করিতে স্বীকার করিলেন না। ৭১৭ ... ... ৩০৭

——— সোলেনামা করণের সময়ে আসামী চাতুরীক্রমে কোন সম্পত্তি গোপনে রাখিলে ঐ আসামীর নামে ঐ ফরিয়াদীর নালিশ করণে বাধা নাই। ৭১৮ ... ... ৩০৭

——— যে স্থলে জবরদস্তীপূর্ব্বক রাজীনামা লওনের প্রমাণ না থাকাতে ডিসমিস হইল। ৭১৯ .. ... ৩০৭

——— বিবাদিদের মধ্যে এক জন সোলেনামার নিয়মমতাচরণ না করাতে তাহা নামঞ্জুর হইল। ৭২০ ... ৩০৭

——— যদি এক পক্ষ নিয়ম প্রতিপালন না করে তবে অন্য পক্ষ তাহাতে বদ্ধ নহে। ৭২১ ... ... ৩০৭

——— যে একরারনামাক্রমে মোকদ্দমা নিবৃত্ত করা গেল তাহার নিয়মমতে কার্য্য না হইলেও সদর আদালত তাহা বহাল রাখিলেন। ৭২২ ... ... ৩০৭

——— সদর আদালতে রাজীনামামতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যে পক্ষ ইষ্টাম্পের মাসুল পাইবেক তাহাকে সর্টিফিকট দেওয়া যাইবেক। ২৮২ ... ... ৭৭৯

——— ভয় দেখাওনের কি চাতুরী করণের প্রমাণ না হইলে সোলেনামা অন্যথা হয় না। ৭২৩ ... ... ৩০৭

——— টাকা দেওনের প্রতিজ্ঞামতে যে সোলেনামা হইল তাহা ফারখতে লিখিয়া না দিলেও ঐ নিয়মের প্রমাণ হওয়াতে সোলেনামা জারী হইল। ৭২৪ ... ... ৩০৭

——— যে স্থলে সোলেনামার এক পক্ষের উত্তরাধিকারিরা ঐ সোলেনামা অন্যথা করিতে পারিল না। ৭২৫ ... ৩০৮

——— সোলেনামার অর্থ ঐসার্য্যরূপে করিতে হইবেক ও তাহার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য করিতে হইবেক। ৭২৬ ৩০৮

রিকার্ড। রোয়দাদ দেখ।

রিটর্ণ। প্রিসেপ্ট দেখ।

রেজিষ্টরী করণ। দলীল দস্তাবেজের। সদর মোকামে। প্রত্যেক জিলাতে ও তিন শহরে তাহার নিমিত্তে নিরিশ্তা স্থাপন হইবেক। রেজিষ্টরের সুকৃতি। ৪৪৭ ... ... ৫২৮

——— ——— নিরিশ্তা সদর মোকামে থাকিবেক। ৪৪৮ ... ... ৫২৮

——— ——— সিবিল চিকিৎসক দলীলদস্তাবেজের রেজিষ্টর হইতে পারেন। ৪৪৯ ... ... ৫২৮

——— ——— প্রধান সদর আমীন ঐ পদে নিযুক্ত হইতে পারেন। ৪৫০ ... ... ৫২৮

——— ——— যে২ দলীলের রেজিষ্টরী হইবেক। ৪৫১ ... ... ৫২৮

——— নীলকরণের করারদাদের রেজিষ্টরী হইবেক। ৪৫২ ... ... ৫২৮

——— ——— তমঃসুকপ্রভৃতি টাকাবিষয়ক কাগজপত্রের রেজিষ্টরী হইবেক। ৪৫৩ ... ... ৫২৯

——— ——— মোকদ্দমার খরচা দেওনের জামিনী পত্রের রেজিষ্টরী হইতে পারে। ৪৫৪ ... ... ৫২৯

——— ——— আইনের লিখিত দস্তাবেজ ভিন্ন অন্য দস্তাবেজের রেজিষ্টরী করিতে হইবেক না। ৪৫৫ ... ৫২৯

——— ——— যেপ্রকার দলীল জজ রেজিষ্টরী করিতে পারেন না। ৪৫৬ ... ... ৫২৯

——— ——— অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজের দলীলে রেজিষ্টরী হইবেক না। ৪৫৭ ... ... ৫২৯

		পৃষ্ঠা।
রেজিষ্টরী করণ।	দলীলদস্তাবেজের। দলীলদস্তাবেজের যে নকল কেবল রিকার্ডে রাখা যাইবেক তাহা শাদা কাগজে লেখা গেলে রেজিষ্টরী হইতে পারে। ৪৫৮	৫২৯
———	——— পারসী ভাষাতে লিখিত হওয়াপ্রযুক্ত কোন দলীলের রেজিষ্টরী হওনের বাধা নাই। ৪৫৯	৫২৯
———	——— যে ভূমির বাবৎ দলীল পূর্ব্বে রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহার অন্য দলীল রেজিষ্টরী হইবার নিমিত্তে আনা গেলে রেজিষ্টরের যাহা কর্ত্তব্য। ৪৬০	৫২৯
———	——— এক বিক্রয়পত্র রেজিষ্টরীর নিমিত্তে আনা গেল রেজিষ্টর ঐ বিক্রয় অন্যথা করণের হুকুম করিলেন কিন্তু সদর আদালত ঐ হুকুম অন্যথা করিলেন। ৪৬১	৫২৯
———	——— মোখ্তারনামা কিম্বা যে দলীলক্রমে কোন ব্যক্তি দাসরূপে বদ্ধ হয় তাহা রেজিষ্টরী হইবেক না। ৪৬২	৫৩০
———	রেজিষ্টরী করণের নিয়ম। দিনের যে সময়ে দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী হইবেক। ৪৬৩	৫৩০
———	——— যে সিরিশ্তায় রেজিষ্টরী হইবেক। ৪৬৪	৫৩০
———	——— সম্পত্তি কোন জিলার মধ্যে না থাকিলেও তাহার দলীলদস্তাবেজ সেই জিলায় রেজিষ্টরী হইতে পারে। ৪৬৫	৫৩০
———	——— যে জিলাতে রেজিষ্টরী হয় তাহার মধ্যে সমুদয় সম্পত্তি না থাকিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৪৬৬ ...	৫৩০
———	——— কোন রেজিষ্টরী দফ্তরে যে নকল পাঠান যায় তাহার রসুম। ৪৬৭	৫৩০
———	——— যাহা হইলে ১৮৪৫ সালের ৪ আইনমতে যথার্থরূপে দলীলের রেজিষ্টরী হইয়াছে জ্ঞান হইবেক। ৪৬৮	৫৩১
———	——— ভিন্ন২ প্রকার দলীল ভিন্ন২ বহীতে রেজিষ্টরী হইবেক ও তাহাতে পত্রাঙ্ক ও দস্তখৎ থাকিবেক। ৪৬৯	৫৩১
———	——— রেজিষ্টরীকরা দলীলের নম্বর থাকিবেক। তারিখও লেখা থাকিবেক। ৪৭০ ...	৫৩১
———	——— রেজিষ্টরী করণেতে যে বিধানমতে কার্য্য হইবেক। ৪৭১	৫৩১
———	——— আসল দলীল সর্টিফিকটের সহিত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক। ৪৭২	৫৩১
———	——— যে দিনে পৃষ্ঠে দস্তখৎ হয় সেই দিনে দস্তাবেজ রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবেক। ৪৭৩ ...	৫৩১
———	——— দাতার মরণের পর তেবানামা রেজিষ্টরী হইতে পারে না। ৪৭৪	৫৩১
———	——— রেজিষ্টরীর পাঠ। ৪৭৫	৫৩১
———	——— রেজিষ্টরী বহীতে যে নকল করা যায় তাহাতে দস্তাবেজ আনয়নকারির দস্তখৎ করণের আবশ্যক নাই। ৪৭৬	৫৩২
———	——— রেজিষ্টরী করণের সময়ে রেজিষ্টরের নিকটে যে২ ব্যক্তির যাইবার আবশ্যক। ৪৭৭ ...	৫৩২
———	——— মোখ্তারনামা দুই সাক্ষির সুকৃতিপূর্ব্বক জোবানবন্দীক্রমে প্রমাণ করা যাইবেক। ৪৭৭ ..	৫৩২
———	——— রেজিষ্টরীর সর্টিফিকট রেজিষ্টরী হওনের প্রমাণ বোধ হইবেক। ৪৭৮	৫৩২
———	——— রেজিষ্টরী বহীর মজমুনের ফিরিস্তি প্রতিবৎসরে প্রস্তুত হইবেক। ৪৭৯	৫৩২
———	——— দলীলদস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণের মোখ্তারনামা রাখা যাইবেক ও বহীতে নকল হইবেক। ৪৮০, ৪৮১	৫৩২
———	——— কোন ব্যক্তির মোখ্তার যে মোখ্তারনামা দাখিল করে তাহা স্বতন্ত্র বহীতে লেখা যাইবেক। ৪৮১	৫৩২
———	——— রেজিষ্টরী বহীর লিখিত কথা কৃত্রিম অথবা ফেরফার করণের দণ্ড। ৪৮২	৫৩২
———	——— রেজিষ্টরেরা রেজিষ্টরীর সর্টিফিকটে সম্পূর্ণ নাম লিখিবেন। ৪৮৩	৫৩২
———	রেজিষ্টরী বহী দেখন ও তাহাহইতে নকল করণ। সকল লোক রেজিষ্টরী বহী দেখিতে পারে। দলীলের নকলও দেওয়া যাইবেক। ৪৮৪, ৪৮৫	৫৩৩
———	——— আসল দলীল না পাওয়া গেলে ঐ প্রকারে দেওয়া নকল সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক। ৪৮৬	৫৩৩
———	——— আদালতে দাখিল না হওয়া দলীলের নকল যে ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ৪৮৭ ...	৫৩৩
———	দস্তাবেজ রেজিষ্টরী করণেতে যেরূপ বলবৎ হইবেক। ১৭৯৬ সালের ১ জানুআরির পূর্ব্বের ৩ ধারাতে (৪৫১) নির্দ্দিষ্ট দলীলদস্তাবেজ ইচ্ছামতে রেজিষ্টরী হইতে পারে। ৪৮৮ ...	৫৩৩

পৃষ্ঠা।

রেজিষ্টরী করণ। দলীলদস্তাবেজের। রেজিষ্টরী করণের যে ফল। ১৭৯৬ সালের পূর্ব্বে কি পরে করা যে দলীল ৩ ধারার ৪।৫।৬ প্রকরণে নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা ইচ্ছামতে রেজিষ্টরী হইতে পারে কি না পারে। ৪৮৯ ৫৩৩

১৭৯৬ সালের ১ জানুআরির পরে করা বিক্রয়পত্র কি দানপত্রের রেজিষ্টরী। ৪৯০ ... ৫৩৪

১৭৯৬ সালের পূর্ব্বে করা যে বন্ধকপত্র রেজিষ্টরী হয় তাহা রেজিষ্টরী না হওয়া অন্য বন্ধকপত্রের পূর্ব্বের গণ্য হইবেক। ৪৯১ ... ... ৫৩৪

কিন্তু উক্ত বিধি সম্পর্কে (৪৯০, ৪৯১) যে ব্যক্তি কোন সম্পত্তি বিক্রয় কি দান কি বন্ধক হইয়াছে জানিয়া তাহা লয় সেই ব্যক্তির রেজিষ্টরীকরা ব্যর্থ। ৪৯২ ... ... ৫৩৪

১৮৪৩ সালের ১ আইনের বিধান। ৪৯৩ ... ... ৫৩৪

ঐ আইন বিশেষরূপে মতান্তর হইল। ৪৯৪ ... ... ৫৩৫

স্থাবর সম্পত্তিসম্পর্কীয় সকল প্রকার দলীল রেজিষ্টরী করণের ফল। ৪৯৫ ... ... ৫৩৫

রেজিষ্টরী করণের বিধির বিষয়ে সদর আদালতের মন্তব্য কথা। ৫৩২—৫৪১ ৫৪৪, ৫৪৫

ভূমির লাভসম্পর্কীয় দলীল রেজিষ্টরী করণ বিষয়ের বিধান। ৪৯৬ ... . ৫৩৫

নীলের করারদাদ রেজিষ্টরী করণ বিষয়ে। ৪৯৭ ... ... ৫৩৫

রসুম। রেজিষ্টরের রসুম। ৫০০, ৫০১ ... ... ৫৩৬

একটিং রেজিষ্টর। জজের সম্মতিতে চিহ্নিত কার্য্যকারক একটিং রেজিষ্টর হইতে পারেন। ৫০২ ... ৫৩৬

একটিং কালেক্টর রেজিষ্টরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারেন। ৫০৩ ... ৫৩৭

রীতিমতে নিযুক্ত না হইয়া যাঁহারা রেজিষ্টরী কর্ম্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারদের রেজিষ্টরের কর্ম্ম সিদ্ধ ছিল ও আছে। ৪৯৮ ... ... ৫৩৫

আদালতের দিবসভিন্ন অন্য দিবসে করা রেজিষ্টরের কর্ম্ম সিদ্ধ ছিল ও আছে। ৪৯৯ ৫৩৬

জিলার রেজিষ্টর না হইয়া একটিং রেজিষ্টর জজের এওজে কর্ম্ম করিলে তাহার রসুম। ৫০৪ ৫৩৭

রেজিষ্টর গরহাজির হইলে ও নায়েবকে নিযুক্ত না করিলে জজ এক জনকে নিযুক্ত করিতে পারেন। ৫০৫ ... ... ৫৩৭

পদ শূন্য হইলে জজ এক জন চিহ্নিত কার্য্যকারককে রেজিষ্টরের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিবেন। ৫০৬ ... ... ৫৩৭

যদি সেই স্থানে চিহ্নিত কার্য্যকারক না থাকেন তবে জজ আপনি ঐ কর্ম্ম করিবেন। ৫০৭ ... ৫৩৭

একটিং রেজিষ্টরের দ্বারা যে সকল দলীল রেজিষ্টরী হইয়াছে তাহা সিদ্ধ জ্ঞান হইবেক। ৫০৮ ... ... ৫৩৭

সাহেব কিম্বা একটিং রেজিষ্টর রসুম পাইবেন কিন্তু জজ ঐ কর্ম্ম করিলে পাইবেন না। ৫০৯ ৫৩৮

রেজিষ্টরদিগকে নিযুক্ত করণের ক্ষমতা কেবল গবর্ণমেণ্টের আছে। ৫১০ ... ... ৫৩৮

জজেরা ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে কোন লোকের নাম পাঠাওনেতে যে বিধিমতে কার্য্য করিবেন ও সামান্যতঃ যাঁহাকে মনোনীত করিবেন। ৫১১ ... ... ৫৩৮

রেজিষ্টরী বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করণ। যে স্থলে দলীলের ও নকলের পৃষ্ঠে লিখিত কথায় জজ দস্তখৎ করিবেন। ৫১২ ... ... ৫৩৮

জজ কোন ত্রুটি দেখিলে গবর্ণমেণ্টের নিকটে রিপোর্ট করিবেন। ৫১৩ ... ... ৫৩৮

রেজিষ্টরী বহী সময়ে২ রাজস্বের কমিস্যনরের নিকটে পাঠান যাইবেক। তিনি বেদাঁড়ার রিপোর্ট করিবেন। ৫১৪ ... ... ৫৩৯

সদর মোকামছাড়া অন্য মোকামে রেজিষ্টরী দফ্তর স্থাপন। কোন দেওয়ানী মোকামে দফ্তর স্থাপন হইতে পারে। ৫১৫, ৫১৬ ... ... ৫৩৯

তাহাতে সদর মোকামের সমান রসুম দেওয়া যাইবেক। ৫১৭ ... ... ৫৩৯

১৭৯৩ সালের ৩৬ আইন ও ১৮১২ সালের ২০ আইনের যে২ প্রকরণ ঐ দফ্তরের বিষয়ে খাটে না। ৫১৮ ... ... ৫৩৯

ইউরোপীয় কোন ভাষায় দলীলদস্তাবেজের নকল করণের রসুম। ৫১৯ ... ... ৫৩৯

রেজিষ্টর ছুটী লইলে কি মরিলে জজ কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে অন্যকে নিযুক্ত করিতে পারেন। ৫২০ ... ... ৫৩৯

পৃষ্ঠা।

রেজিষ্টরী করণ। দলীলদস্তাবেজের। সদর আদালতের দ্বারা বিধির পুনর্ব্যাখ্যা। গবর্ণমেণ্টের হুকুমমতে রেজিষ্টরের নিমিত্তে বিশেষ২ বিধি প্রকাশ হইল। ৫১১, ৫১২ ... ... ৫৪০
——— ——— যে২ আইনেতে রেজিষ্টরী করণের বিধি পাওয়া যায়। ৫১৩ ... ... ৫৪০
——— ——— যেপ্রকার দলীলের রেজিষ্টরী হইবেক। রেজিষ্টরী করণের ধারা। প্রতিপৃষ্ঠায় নম্বর লিখন। দলীলদস্তাবেজের নম্বর ও তারিখ লিখন। ৫১৪ ... ... ৫৪০
——— ——— মোখ্তারনামা স্বতন্ত্র বহীতে লেখা যাইবেক। ৫১৫ ... ... ৫৪০
——— ——— রেজিষ্টরের আপন দফ্তরে হাজির হওন। দলীল আনা গেলে তাঁহার কর্ত্তব্য। যাহার দরখাস্তমতে ২ রেজিষ্টরী হইবেক। রেজিষ্টরী করণের ধারা। বহী দেখিবার অনুমতি। ইষ্টাম্প কাগজ। ৫১৬ ... ... ৫৪১
——— ——— রেজিষ্টরের মেহনতানা। ৫১৭ ... ... ৫৪১
——— ——— রেজিষ্টরী করণের সুবিধা। নায়েব রেজিষ্টর। যাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারেন। ৫১৮ ... ৫৪১
——— ——— দেওয়ানী ও অধীন মোকামে জজের কর্ত্তৃত্ব। তাঁহারদের নিকটে রিপোর্ট। ৫১৯ ... ৫৪২
——— ——— বার্ষিক ফিরিস্তি। রেজিষ্টরীর বহী। ৫৩০ ... ... ৫৪২
——— ——— ৭ সালের শেষে যে কৈফিয়ৎ করা যাইবেক। ৫৩১ ... ... ৫৪৩

রেশ্বৎ। চাতুরী দেখ।

রেস্পাণ্ডেণ্ট। তিন জন রেস্পাণ্ডেণ্টকে চতুর্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপীলে জওয়াব দেওনের অনুমতি হইল। কিন্তু তাহারদের উত্তরাধিকারিত্ব নম্বরী মোকদ্দমাতে সাব্যস্ত করিতে হইবেক। ৯৩ ... ... ১২৫

রোয়দাদ। যে আইনমতে তাহা ফিরিয়া দিতে আমলাদের প্রতি হুকুম জারী হইবেক। ৬৪ ... ... ১০১
——— অধস্থ আদালতের। জজ তাহা রাখিবার স্বতন্ত্র স্থান করিবেন। ৬১৯ ... ... ৯০
——— জিলা ও শহরের আদালতের। যাঁহারা তাহা রাখিবেন। ১০৪৬ ... ... ৩৫১
——— ——— মুন্সিলনবীসেরা তাহার ফিরিস্তি রাখিবেক ও প্রতিপৃষ্ঠায় পত্রাঙ্ক ও দস্তখৎ করিবেক। ১০৪৭ ৩৫৭
——— ——— মহাফেজেরা অবিলম্বে রেজিষ্টর আবশ্য করিবেক। ১০৪৮ ... ... ৩৫৭
——— ——— ১ ও ২ নম্বরী রেজিষ্টরী বহীতে যে কাগজপত্র লিখিতে হইবেক। ১০৪৯ ... ... ৩৫৭
——— ——— ৩ ও ৪ নম্বরী বহীতে যাহা লেখা যাইবেক। অধস্থ আদালত নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার আসল কাগজপত্র জজের নিকটে পাঠাইবেন। ১০৫০ ... ... ৩৫৯
——— ——— রেজিষ্টর বাকী পড়িলে পূর্ব্ব২ বৎসরের বৃত্তান্ত যে রূপে পাওয়া যাইবেক। ১০৫১ ... ৩৫৯
——— ——— যে পৃষ্ঠায় কোন কাগজ রেজিষ্টরী হয় তাহার অন্য নকলের পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক। ১০৫২ ... ৩৫৯
——— ——— মুন্সিলনবীসেরা সাবধান হইবেক যে কোন কাগজপত্র নষ্ট না হয়। ১০৫৩ ... ... ৩৫৯
——— ——— কাগজপত্র নষ্ট হইলে কি না পাওয়া গেলে তাহারা অবসর হইবার যোগ্য। ১০৫৪ ... ৩৫৯
——— ——— রোয়দাদ গোলমাল হইলে তাহা সাজাইবার খরচ যাঁহার দিতে হইবেক। ১০৫৫, ১০৫৬ ৩৫৯
——— ——— সাজাইয়া রাখিবার সুফল। ১০৫৭ ... ... ৩৫৯
——— ——— উপযুক্তমতে সাজাইয়া রাখণের উপায়। ১০৫৮ ... ... ৩৫৯
——— ——— এই হুকুমের পর প্রথম রিপোর্টে ও তাহার পরের রিপোর্টে যাহা লেখা যাইবেক। ১০৫৯ ৩৬০
——— ——— মুন্সিলনবীসেরা আইনের নির্দ্দিষ্ট হুকুমমতে কার্য্য করিবেক। ১০৬০ ... ... ৩৬০
——— ——— প্রতিদিনের কার্য্যের কৈফিয়তের বহী আদালতে রাখা যাইবেক। তাহাতে যাহা লেখা যাইবেক। ১০৬১ ... ... ৩৬০
——— ——— আদালতহইতে সদর বোর্ডের আসল রোয়দাদ পাওনের বিষয়ে আপত্তি। ১০৬২ ... ৩৬১
——— ——— বোর্ড যে সকল দলীলের নকল চাহেন তাহা অল্প খরচে পাইতে পারেন। ১০৬৩ ... ৩৬০
——— ——— আসল রোয়দাদ বাজেয়াপ্তী কার্য্যকারকদিগকে দেওয়া যাইবেক না। তাঁহারা নকল পাইতে পারেন। আসল রোয়দাদ পাইবার অত্যাবশ্যক হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ১০৬৪ ... ৩৬১
——— ——— রোয়দাদ সাজাইবার বিষয়ে কটকের জজের প্রস্তাব। ১০৬৫—১০৬৯ ... ... ৩৬১
——— ——— রোয়দাদের ইষ্টাম্প কাগজ চাতুরীক্রমে বাহির করণ এবং আসল লেখা মুছিয়া তাহা পুনর্ব্বার দাখিল করণ নিবারণের উপায়। ১০৭০ ... ... ৩৬১
——— ——— এই প্রকার চাতুরীর কার্য্য যেপ্রকারে হইয়া থাকে। ১০৭১ ... ... ৩৬১

পৃষ্ঠা।
রোয়দাদ। জিলা ও শহরের আদালতের। ইষ্টাম্প কাগজের বিষয়ে এমত চাতুরীর কার্য্য নিবারণের উপায়। ১০৭২ ৩৬২
——— ——— জজেরা আপনারদের মিসিলের মধ্যে সকল অলিখিত ইষ্টাম্প কাগজ নষ্ট করিবেন। ১০৭৩ ৩৬২
——— ——— যে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিলকরণিয়াকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না তাহাতে ছিদ্র করা যাইবেক। ১০৭৪ ... ... ৩৬২
——— ——— ইষ্টাম্পের মুখে কিছু লেখা যাইবেক না। ইষ্টাম্পহইতে গোলাকার যাহা কাটা যাইবেক তাহার পরিমাণ। ১০৭৫ ... ... ৩৬২
——— ——— সকল ইষ্টাম্পের এইরূপ করা যাইবেক। পূর্ব্বের ইষ্টাম্প কাগজের বিষয়ে সিরিশ্‌তাদার সেইরূপ করিবেন। ১০৭৬ ... ... ৩৬২
——— ——— উত্তর কালে যে ইষ্টাম্প কাগজ দাখিল হয় তাহাতেও সিরিশ্‌তাদার ছিদ্র করিবেন। তাহা না হওয়াপর্য্যন্ত দস্তখৎ কি নথীর শামিল রাখিবার হুকুম হইবেক না। ১০৭৭ ... ৩৬৩
——— ——— যে প্রকার কাগজের এইরূপ ছিদ্র করা যাইবেক না। ১০৭৮ ... . ৩৬৩
——— ——— এই হুকুমমতে কার্য্য না হইলে যাহা হইবেক। ১০৭৯ ... ... ৩৬৩
——— ——— ঐ বিধিমতে অতিঠিকরূপ আচরণ করণের হুকুম। ১০৮০ ... ... ৩৬৩
——— ——— তাহার উল্লঙ্ঘন হইলে উচিত শাস্তি হইবেক। ১০৮১ ... ... ৩৬৩
——— ——— পূর্ব্বোক্ত বিধির চুম্বক। ১০৮২ .. .. ৩৬৩
লা। আর ব্যবহার হইবেক না। পত্রের খাম গোঁদ দিয়া আঁটা যাইবেক এবং সিরিশ্‌তার মোহর তেলকালীতে ছাপা যাইবেক। ৬১০ ... ... ৯০
লাখেরাজ ভূমি। নিষ্কর ভূমি দেখ।
লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসন। তদ্দ্বারা জিলার আদালতহইতে সরাসরী সাহায্য পাইবার কোন স্বত্ব হয় না। ৩৯৪ ৬০৪
শপথ। হিন্দু ও মুসলমানেরা শপথ না করিয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিবেক। প্রতিজ্ঞার পাঠ। ৪৭০ ... ... ২৬৭
——— মিথ্যা প্রতিজ্ঞার দণ্ড। ৪৭১ ... ... ২৬৩
——— মিথ্যা শপথ করাওনের কি প্রবৃত্তি জন্মাওনের দণ্ড। ৪৭২ ... . ২৬৩
——— প্রতিজ্ঞার পাঠের তরজমা। ৪৭৩ ... ... ২৬৭
——— মুসলমানেরদের নিমিত্তে প্রতিজ্ঞার পাঠের মতান্তর। ৪৭৪ ... ... ২৬৪
——— প্রতিজ্ঞা যেরূপে করা যাইবেক। ৪৭৫ ... ... ২৬৪
——— ১৮৪০ সালের ৫ আইনের ২ ধারার বিধান সাক্ষিরদিগকে অতি স্পষ্টরূপে বুঝাইতে হইবেক। ৪৭৬ ... ২৬৪
——— যে স্থলে ফরিয়াদীর শপথের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে। ৪৭৭ .. .. ২৬৩
শপথ মিথ্যা। মিথ্যা শপথ দেখ।
শরীক। অংশী দেখ।
শরীকী। কুষ্ঠী দেখ।
শরীকী। সাধারণ। সাধারণ অংশিস্ব দেখ।
শ্রীরামপুর। হুগলী জিলার শামিল করা যায়। ৬১ ... ... ৯
সওদাগরেরদের খাতাবহী। খাতাবহী দেখ।
সওয়াল জওয়াব। চব্বিশপরগনার আদালতে যে ভাষাতে হইবেক। ২৫৪ ... ... ১৩১
——— সদর আদালতে ইঙ্গরেজী ভাষাতে সওয়াল জওয়াব করণ বিষয়ি বিধি। ২৫৫ ... ... ১৩১
——— উভয় পক্ষের উকীলেরা ইঙ্গরেজী ভাষা বুঝিতে পারিলে সেই ভাষাতে সওয়াল জওয়াব হইতে পারে। ২৫৬ ১৩১
——— এক পক্ষের যে উকীল ইঙ্গরেজী ভাষা বুঝিতে পারেন তাঁহার স্থানে অন্য উকীল নিযুক্ত হইলে অন্য পক্ষের উকীল ইঙ্গরেজী ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। ২৫৭ ... ... ১৩১
——— সুপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলী সাহেবেরা সদর আদালতে সওয়াল জওয়াব করিতে পারেন। ২৫৮ ... ১৩১
——— কোন ব্যক্তির আপনার মোকদ্দমায় সওয়াল জওয়াব করণের বাধা নাই। ৩২১ ... ... ১৪১
——— মোকদ্দমা যে ক্রমে নথীর শামিল করা যায় সেই ক্রমে বিচারার্থে উপস্থিত করা যাইবেক। বর্জিত কথা। ৩৩৪ ২৪৪
——— আসামী হাজির হইলে আদালত তাহার জওয়াব দাখিল করিবার দিন নিরূপণ করিবেন। ৩৩৫ ... ২৪৫
——— যে স্থলে আদালত একতরফা বিচার করিবেন। ৩৩৬ ... ... ২৪৫
——— আসামী নিষ্পত্তির পূর্ব্বে কোন সময়ে হাজির হইয়া বিলম্বের হেতু জানাইলে জওয়াব দাখিল করিতে পারে। ৩৩৭ ... ... ২৪৫

		পৃষ্ঠা।
সওয়াল জওয়াব।	আসামী মোকদ্দমা ডিসমিস করণের যে কারণ দর্শায় তাহা জওয়াবের মধ্যে লিখিবেক। ৩৩৮ ...	২৪৫
———	যে কাগজে লেখা যাইবেক। বর্জ্জিত কথা। ৩৩৯	২৪৫
———	সওয়াল জওয়াব এবং ইষ্টাম্প কাগজে অন্য দলীল যেরূপে লেখা যাইবেক। ৩৪০	২৪৫
———	যে স্থলে অবশেষ আরজী ও জওয়াব দাখিল হইতে পারে। ৩৪১	২৪৫
———	আসল দাওয়ার বিচার হওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদী তাহা শুধরাইতে পারে। ৩৪২	২৪৬
———	ফরিয়াদী কোন ব্যক্তির নাম ছাড়িলে তাহা এক অবশেষ আরজীতে লিখিতে পারে। ৩৪৩ ...	২৪৬
———	উভয় পক্ষ দরজওয়াব ও রুদ্দজওয়াব লিখিবেক। কেবল এক অবশেষ আরজী ও জওয়াব হইতে পারে। ৩৪৪	২৪৬
———	যে স্থলে অবশেষ সওয়াল জওয়াব গ্রাহ্য হইতে পারে। ৩৪৫	২৪৬
———	আসামীরা স্বতন্ত্র জওয়াব দিলে ফরিয়াদীর ভয় সপ্তাহের মধ্যে দরজওয়াব লিখিতে হইবেক। ৩৪৬ ...	২৪৬
———	কেবল এক অবশেষ আরজী ও জওয়াব দাখিল হইতে পারে। ৩৪৭। ৩৪৮	২৪৬
———	যে মোকদ্দমা ত্রুটিপ্রযুক্ত ববখাস্ত হইয়াছে তাহাতে ফরিয়াদী অবশেষ আরজীর যে ইষ্টাম্প দাখিল করিয়াছে তাহার মূল্য ফিরিয়া পাইতে পাবে। ৩৪৯	২৪৬
———	আদালত সওয়াল জওয়াবে লেখা না থাকা বিষয় বিচার করিতে পারেন না। বাদিপ্রতিবাদির নির্দ্দিষ্ট যে বিষয় লইয়া মোকদ্দমা হয় কেবল তাহারি বিচার করিবেন। ৩৫০, ৩৫১	২৪৬, ২৪৭
———	উক্ত বিধানের হেতু। ৩৫২	২৪৭
———	অধস্থ আদালত সওয়াল জওয়াবে অলিখিত বিষয় বিবেচনা করিবেন না। ৩৫৩	২৪৭
———	দ্বিতীয় অবশেষ আরজী দাখিলকরা ননসুটের হেতু নহে। ৩৫৪	২৪৭
———	আসামীর উত্তরাধিকারির নাম লিখনে যে ভুল হইয়াছিল তাহা শোধনের দরখাস্ত অবশেষ আরজী নহে। ৩৫৫	২৪৭
———	ফরিয়াদীর দরজওয়াবে যাহা লিখিতে হইবেক। ৩৫৬	২৪৭
———	আসামী দাওয়া স্বীকার করিলে দরজওয়াবের আবশ্যক নাই। ৩৫৭	২৪৭
———	যে মিয়াদের মধ্যে দরজওয়াব দাখিল করিতে হইবেক। ৩৫৮	২৪৭
———	আসামী নালিশের জওয়াব দিলে পর গরহাজির হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৫৯	২৪৭
———	আসামীর রুদ্দ জওয়াব। তাহার মজমুন। ৩৬০	২৪৮
———	আসামী রুদ্দ জওয়াব দাখিল না করিলে রেজিষ্টরের তাহা করার আবশ্যক নাই। ৩৬১	২৪৮
———	নিদর্শনপত্র দাখিল করণের কিম্বা আসামীকে তলব করণের পূর্ব্বে পাঠ করা যাইবেক। ৩৬২ ...	২৪৮
———	সদর আদালতে সওয়াল জওয়াবের পাঠ। ৯৪	৭৫২
সংসারাধ্যক্ষ।	জিলার জজ কোর্ট ওয়ার্ডসের অনধীন অযোগ্য ভূম্যধিকারিদিগের সংসারাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারেন। ২১০	৫৭৬
———	তাহারদের মনোনীত করণের বিধান। ২১১	৫৭৬
———	তাহারদের মেহনতানা দিবার আবশ্যক হইলে জজ তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবেন। ২১২	৫৭৬
———	তাহারা সনদ পাইবেক এবং জামিন দিবেক ও একরার লিখিয়া দিবেক। ২১৩	৫৭৬
———	তাহারদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ২১৪	৫৭৭
———	নাবালগের যে খাজানা প্রাপ্য তাহা আদায় করিবেন। ২১৫	৫৭৭
———	নাবালগের সম্পত্তির ব্যয়ের বিষয়ে জজ হাত দিতে পারেন না। ২১৫	৫৭৭
———	সংসারাধ্যক্ষ যে ভূমিতে সরবরাহকার নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা বাকী রাজস্বের নিমিত্তে নীলাম হইতে পারে। ২১৬	৫৭৭
———	জজ সংসারাধ্যক্ষকে নিযুক্ত করণে অহিত কর্ম্ম করিলে তাহার যেরূপে প্রতিকার হইবেক। ২১৭ ...	৫৭৭
———	সংসারাধ্যক্ষের মনোনীত করণের বিষয়ে সদর আদালতের হুকুম যে প্রকারে জ্ঞাত করা যাইবেক। ২১৮	৫৭৭
———	তাঁহারদের নিযুক্ত করণের বিষয়ে জজের হুকুমের উপর আপীল সদর আদালতে হইতে পারে। ২১৯ ...	৫৭৭
———	বিধবা যে নাবালগকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করে কথিত হয় তাহার সংসারাধ্যক্ষ জজ নিযুক্ত করিতে পারেন। ২২০	৫৭৮
———	জমীদারী এজমালী ও অবিভক্ত হইলে মাতার দরখাস্তমতে জজ সংসারাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতে পারেন। ২২১	৫৭৮

পৃষ্ঠা।

সংসারাধ্যক্ষ। যে নাবালগের তালুকের খাজানা জমীদারকে দেওয়া যায় তাহার সংসারাধ্যক্ষ জজ নিযুক্ত করিতে পারেন। ২২২ ... ... ৫৭৮
——— সংসারাধ্যক্ষের নাম সদর আদালতে জানাইতে হইবেক। তাহার নামাঙ্কিত করণের পাঠ। ২২৩ ... ৫৭৮
——— অন্তরঙ্গ জ্ঞাতিকে নিযুক্ত করণের আপত্তি থাকিলে জজ যাঁহাকে নিযুক্ত করিবেন। ২২৪ ... ... ৫৭৮
——— নাবালগের পিতার নামে যে মোকদ্দমা হইয়াছিল তাহা চালাইবার নিমিত্ত সংসারাধ্যক্ষ উকীল নিযুক্ত করিতে পারেন। ২২৪ ... ... ৫৭৮
——— সংসারাধ্যক্ষেরা ও সরবরাহকারেরা আপন২ বুদ্ধি সাধ্যপর্য্যন্ত জমীদারীর সরবরাহ করিবেন। ২২৫ ... ৫৭৯
——— ভূম্যধিকারিদের যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতামতে তাঁহারা কার্য্য করিবেন। ২২৬ ... . ৫৭৯
——— নাবালগের বিষয়ে নালিশ করণের ও জওয়াব দেওনের যে সকল বিধি আছে সেই বিধানমতে তাঁহারা কার্য্য করিবেন। ২২৮ ... ... ৫৭৯
——— সরবরাহকার মোকদ্দমা চালাইবাতে সরকারী উকীলের সাহায্যের দাওয়া করিতে পাবে না। ২২৯ ... ৫৭৯
——— তদ্বিষয়ে সদর বোর্ডের মন্তব্য কথা। ২৩০ ... ... ৫৭৯
——— নাবালগের ভ্রাতাঅপেক্ষা মাতা সংসারাধ্যক্ষতা পাইবার যোগ্য। ২৩১ ... . ৫৭৯
——— নাবালগ ও সংসারাধ্যক্ষ যে মোকদ্দমায় লিপ্ত থাকে তাহাতে সংসারাধ্যক্ষতার বিষয়ে আপত্তি হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৩২ ... ... ৫৭৯
——— নাবালগের দত্তক পুত্রত্বের বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহার সংসারাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতে পাবে না। ২৩৩ ... ৫৭৯
——— তাহাকে কাগজপত্র ও হিসাব দেওন বিষয়ে সদর আদালত সরাসরীমতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ২৩৬ ... ৫৮০
——— নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারাধ্যক্ষের নামে যে দাওয়া করে তাহার সরাসরীমতে ডিক্রী হইতে পারে না। ২৩৭ ... ... ৫৮০
——— সংসারাধ্যক্ষের নামে যে ক্ষতিপূরণের নালিশ হয় ঐ সংসারাধ্যক্ষ সেই ক্ষতির দায়ী। ২৩৮ ... ৫৮০
——— এক জন সংসারাধ্যক্ষ হওন সময়ে তাহার পক্ষে যে বণ্ড করা যায় সেই বণ্ডক্রমে টাকা পাইবার দাওয়া অগ্রাহ্য হইল। ২৩৯ ... ... ৫৮০
——— নাবালগী সময়ে যে খাজানা অন্যায়রূপে আদায় হয় তাহার বিষয়ে প্রথমতঃ সংসারাধ্যক্ষ দায়ী। ২৪১ ... ৫৮১
——— নাবালগের স্থানে সংসারাধ্যক্ষ যে খৎ লিখিয়া লয় তাহা যে হেতুতে অগ্রাহ্য হইল। ২৪৩ ... ... ৫৮১
——— জমীদারী রক্ষার নিমিত্তে টাকা কর্জ্জ লইলে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইলে তাহা জারীক্রমে ঐ জমীদারী ক্রোক ও নীলাম হইতে পারে। ২৪৫ ... ... ৫৮১
——— জজ অনুচিতমতে তাহাকে বরখাস্ত করিলে সদর আদালত তাহাকে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিলেন। ২৪৬ ... ৫৮১
——— বধির ও মূক ব্যক্তির সংসারাধ্যক্ষ মোক্তারের দ্বারা পাপরস্বরূপ সওয়াল জওয়াব করিবার অনুমতির দরখাস্ত করিলে তাহা অগ্রাহ্য হইল। ২৪৮ ... ... ৫৮১
——— সংসারাধ্যক্ষের জামিনীপত্র যে মিয়াদপর্য্যন্ত আদালতে রাখিতে হয়। ২৪৯ ... ... ৫৮১
——— সংসারাধ্যক্ষের অধীনে কন্যাকে গোপনে বিবাহ করিলে তাহা ফৌজদারী আদালতে বিচার্য্য নহে। ২৫০ ৫৮১
——— কোন২ গতিকে সংসারাধ্যক্ষ অযোগ্য হইলে সদর আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। ২৭৭ ... ৫৮৭
সদর আমীন। নিয়োগ। তাঁহারদের মনোনীত করণ বিষয়ি বিধি। ১৭২ .. .. ২৯
——— ——— তাঁহারদের সনদ। ১৭৩ ... ... ২৯
——— ——— কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে সুকৃতি। ১৭৪ ... ... ২৯
——— ——— তাঁহারদের কাছারী যে স্থানে হইবেক। ১৭৫ ... ... ২৯
——— ——— জজ তাঁহারদের জবীমানা করিতে পারেন না। ১৮৭ ... ... ৩১
——— ——— তাঁহারদের মোহর। ১৭৭ ... ... ৩০
——— ——— পদ শূন্য হইলে যে বিধানমতে কর্ম্ম হইবেক। ১৭৮ ... ... ৩০
——— ——— সোপারিশ পত্রপ্রাপ্ত তিন জন মুনসেফের মধ্যে এক জন হইবেন। কিন্তু মুনসেফের কর্ম্ম এক-বৎসর না করিলে নিযুক্ত হইতে পারেন না। ১৭৯ ... ... ৩০
——— ——— রসুম পাইবেন না কিন্তু সরকারহইতে মাহিয়ানা পাইবেন। ১৮০। ১৮১ ... ... ৩০
——— ——— তাঁহারদের মাহিয়ানা। ১৭২ ... ... ৪৪
——— ——— পণ্ডিত ও মৌলবীরা স্বীয় পদোপলক্ষে সদর আমীন হইবেন না। ১৮২ ... ... ৩০

পৃষ্ঠা।

সদর আমীন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী নালিশ। সদর মোকামে মুনসেফের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইতে পারেন। ১৮৩ ... ৩০
——— দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে নালিশ। যে দোষ করিলে তাঁহারদের নামে দেওয়ানী নালিশ হইতে পারে। ১৮৪ ... ... ৩১
——— ——— যে দোষ করিলে তাঁহারদের নামে ফৌজদারী নালিশ হইতে পারে। ১৮৫, ১৮৬ ... ৩১
——— এলাকা। তাঁহারদের বিচার্য্য মোকদ্দমা। ৪৯০ ... ... ৭৫
——— ——— ঐ সকল মোকদ্দমা তাঁহারদের আদালতে উপস্থিত করা যাইবেক। ৪৯১ ... ... ৭৫
——— ——— জিলার জজ তাহা উঠাইয়া লইয়া অধস্থ অন্য আদালতে অর্পণ করিতে পারেন। ৪৯২ ... ৭৫
——— ——— দুই কি ততোধিক জন এক্তি আদালতের সম্পর্কে নিযুক্ত থাকিলে জজ তাঁহারদের বিশেষ কর্ত্তৃত্ব নিরূপণ করিতে পারেন। ৪৯৩ ... ... ৭৫
——— ——— কোন কেহ বংশ কি জন্মস্থানপ্রযুক্ত তাঁহারদের এলাকার বহির্ভূত নহেন। ৪৯৪ ... ৭৬
——— ——— তাঁহারা মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন। ৪৯৭ ... ... ৭৬
——— ——— সদর আমীন কি তাঁহার কুটুম্ব মোকদ্দমার লিপ্ত থাকাতে সেই মোকদ্দমা যাঁহার প্রতি অর্পণ হইবেক। ৫০২ ... ... ৭৬
——— তাঁহারদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি। যে মূল্যের ও যে প্রকারের মোকদ্দমা তাঁহারদের বিচার্য্য। ৮৮৪ ... ... ৩৩০
——— ——— প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার তাঁহারা যে প্রকারে বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন। ৮৮৫ ... ৩৩০
——— ——— যে মোকদ্দমার বিশেষ ধারা নির্দ্দিষ্ট নাই তাহার বিষয়ে যে বিধিমতে কার্য্য করিবেন। ৮৮৬ ৩৩০
——— ——— নিজে মোকদ্দমার বিচার করিবেন। ৮৮৭ ... ... ৩৩০
——— ——— ১৮১৪ সা। ২৩ আইনের যে বিধান তাঁহারদের প্রতি খাটে তাহা। ৮৮৮ ... ৩৩০
——— ——— সরকার অথবা সরকারী কর্ম্মকারক যে মোকদ্দমায় এক পক্ষ হন তাহা তাঁহারদের প্রতি অর্পণ হইতে পারে। ৮৮৯ ... ... ৩৩০
——— ——— মুসলমানের শরাসম্পর্কীয় মোকদ্দমা যে প্রকারে বিচার করিবেন। ৮৯০ ... ... ৩৩১
——— ——— নালিশ ও ইষ্টাম্প। ৩৩১
——— ——— ১৮১৯ সালের ১০ আইনের B চিহ্নিত তফসীলের ৮ প্রকরণক্রমে মোকদ্দমা নামঞ্জুর হইলে যে গতিকে সরাসরী আপীল হইতে পারে। ৮৯১ ... ... ৩৩১
——— ——— নকল করিবার নিমিত্তে একের অধিক ইষ্টাম্প কাগজের প্রয়োজন হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৮৯২ ৩৩১
——— ——— ১৮৩১ সা। ৫ আ। ৭ ধারাক্রমে তাঁহারদের প্রতি অর্পিত মোকদ্দমার ইষ্টাম্পের ও আপীলের বিধান। ৮৯৩ ... ... ৩৩১
——— ——— যে স্থলে ১৮৩১ সালের ৫ আইনের ৭ ধারামতে অর্পিত মোকদ্দমায় সদর আমীনের আদালতের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট ইষ্টাম্পের মাসুল লাগে। ৮৯৪ ... ... ৩৩২
——— ——— সেই হেতুতে সদর আমীনের আদালতে যে ইষ্টাম্প লাগে সেই মোকদ্দমা অন্য আদালতে অর্পণ হইলে সেই ইষ্টাম্প লাগিবেক। ৮৯৫ ... ... ৩৩২
——— ——— এক্তেলানামা। ৩৩২
——— ——— পরওয়ানা জারী করিবার বিধান। ৮৯৬ ... ... ৩৩২
——— ——— তাহা জারী করণের বিষয়ে বিশেষ বিধি। ৮৯৭ ... ... ৩৩২
——— ——— অন্য জিলাতে যে প্রকারে জারী হইবেক। ৮৯৮ ... ... ৩৩৩
——— ——— ১৮১৪ সা। ২৬ আ। ১০। ১২ ধা তাঁহারদের আদালতের বিষয়ে খাটে। ৮৯৯ ... ৩৩৩
——— ——— পাটওয়ারীরদিগকে হিসাব দাখিল করিবার হুকুম দিতে পারেন। ৯০০ ... ... ৩৩২
——— ——— আসামীরদের স্থানে জামিন। ৩৩২
——— ——— সওয়ালজওয়াব। ৩৩২
——— ——— উকীল। ৩৩২
——— ——— সাক্ষী। ৩৩৩
——— ——— দলীলদস্তাবেজ দাখিল করণ ও সাক্ষিরদের তলব করণের এক্তেলা। ৩৩৩
——— ——— দলীলদস্তাবেজ। ৩৩৪

পৃষ্ঠা।

সদর আমীন। তাঁহারদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি। নিষ্পত্তি ও ডিক্রী। ৩৩৩
——— ——— যে মিয়াদের মধ্যে ডিক্রীর নকল প্রস্তুত হইবেক এবং তাহা দিবার প্রস্তাব হইবেক। ৯০১ ৩৩৩
——— ——— রাজীনামা। ৩৩৪
——— ——— প্রথমত উপস্থিত কি আপীলী মোকদ্দমা রাজীনামার দ্বারা রফা হইলে ইষ্টাম্পের মাসুল লইয়া যাহা করা যাইবেক। ৯০২ ... ... ৩৩৪
——— ——— উভয় পক্ষের প্রাপ্য ইষ্টাম্পের মাসুলের ফর্দ্দ মাসে২ দাখিল করিতে হইবেক। ৯০৩ ... ৩৩৪
——— ——— যথার্থ বিচারের বাধকতা। পরওয়ানা না মানন। জরীমানা। ৩৩৪
——— ——— যথার্থ বিচারের বাধকতা করণের দণ্ড। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি আপীল করিতে পারে। অপরাধির নামে সুপ্রিম কোর্টে নালিশ হইতে পারে। ৯০৪, ৯০৫ ... ... ৩৩৪
——— ——— তাঁহারা জজকে জিজ্ঞাসা না করিয়া জরীমানা উসুল করিতে পাবেন। কিন্তু জজের নিকটে আপীল হইতে পারে। ৯০৬ ... ... ৩৩৪
——— ——— কেবল ১৮৪১ সালের ৩০ আইনের দ্বারা সদর আমীনেরা অবজ্ঞার দণ্ড করিতে পারেন। ৯০৭ ৩৩৫
——— ——— কালেক্টরেরা তাঁহারদের হুকুম না মানিলে ঐ কালেক্টরেরদের জরীমানা করিতে পারেন না কিন্তু জজের নিকটে তাহার বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন। ৯০৮ ... ... ৩৩৫
সদর আমীন ও মুনসেফ। তাঁহারদের নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী নালিশ হইতে পারে। ১৫৪ ... ... ৪০
— চিহ্নিত কার্য্যকারকেরদের সঙ্গে তাঁহারদের লিখন পঠন। ৩৩০ ... ... ৫১
——— যে আমলারা জজের সম্মুখে উপস্থিত মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না তাঁহারা ঐ আমলারদের মধ্যে গণ্য নহেন। ৩৫২ ... ... ৫৬
——— যে মোকদ্দমায় অন্য সদর আমীনেরা কি মুনসেফেরা কি তাঁহারদের আশ্রিত ব্যক্তিরা লিপ্ত থাকেন তাহা শুনিতে পাবেন। ৫২৮ ... ... ৮১
——— তাঁহারদের পত্র বিনামাসুলে পাঠান। ৬১৩ ... ... ৮৯
সদর দেওয়ানী আদালত। কলিকাতার। তাহার এলাকা। ১ ... . ৭৩৯
——— জজেরদের সংখ্যা। ২ ... ... ৭৩৯
——— তাঁহারদের খ্যাতি। ৩ ... ... ৭৩৯
——— তাঁহারদের শপথ। ৪ ... ... ৭৩৯
——— যে স্থানে শপথ করিবেন। ৫ ... ... ৭৪০
——— আদালতের মোহর। যে স্থানে বৈঠক হইবেক। বৈঠকের দিন। বৈঠকের দিনছাড়া অন্য দিনে ডিক্রী করিবেন না। ৬ ... ... ৭৪০
——— সদর আদালত খোলা আদালত হইবেক। ৭ ... ... ৭৪০
——— তাঁহারদের কার্য্য চালাইবার দাঁড়া। ৮ ... ... ৭৪০
——— যত ঘণ্টা জজেরা আদালতে উপস্থিত থাকিবেন। ৯ ... ... ৭৪০
——— শুক্রবারে দেওয়ানী কর্ম্ম হইবেক না। ১৫৮ ... ... ৭৬০
——— পরবের সময়ে আদালত বন্দ হইবেক। ১০ ... ... ৭৪০
——— কালেক্টর ও বিবরণপত্র প্রভৃতি পাঠাওনের পাঠ ও সময় তাঁহারাই নিরূপণ করিবেন। ১১ ... ... ৭৪০
——— আপীলী মোকদ্দমা বিচারার্থ এবং ডিক্রী ও পরওয়ানা জারী হওনের নিমিত্তে প্রস্তুত করিতে রেজিষ্টরকে হুকুম দিতে পারেন। ১২ ... ... ৭৪০
——— মোকদ্দমার খরচার জামিনের আবশ্যক নাই। কার্য্যের নিয়ম সদর আদালত নিরূপণ করিবেন এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীর অপেক্ষা। ১৩ ... ... ৭৪০
——— কার্য্যের নিয়ম ইঙ্গরেজী ও উর্দু ভাষায় লিখিত হইয়া আদালতে এক মাসপর্য্যন্ত লটকান থাকিবেক। ১৪ ৭৪১
——— কোন বিশেষ দাঁড়া না থাকিলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ১৫ ... ... ৭৪১
——— পেশকার কার্য্যের কৈফিয়ৎ সপ্তাহে২ দাখিল করিবেন। ১৫ ... ... ৭৫৭
——— জজ যে প্রকারে নূতন মোকদ্দমার আবশ্যকতা জানাইবেন। ১২৬ ... ... ৭৫৭
——— নমুরী আপীল জজের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ১২৭ ... ... ৭৫৭
——— রেজিষ্টরের সিরিশ্‌তায় যে মালিক কৈফিয়ৎ প্রস্তুত হইবেক। ৫৩ ... ... ৭৫৯

পৃষ্ঠা

সদর দেওয়ানী আদালত। কলিকাতায়। সদর আদালতের দ্বারা পুনর্বিচারিত মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ। ১২৮ ... ৭৪৭

— — মোকদ্দমা স্পষ্ট করণার্থ ইঙ্গরেজী পত্রের নকল করা যাইবেক। ১১০ ... ... ৭৭০

— — — কোন জজ সদর আদালতের পরওয়ানা কি হুকুম মানিতে অস্বীকার কি ত্রুটি করিলে সস্পেণ্ড হইবার যোগ্য হইবেন। দুই দিবসের মধ্যে তাঁহার সস্পেণ্ড করণের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে হইবেক। ১১১ ... ৭৭০

— — গবর্ণমেণ্টের নিকটে যে২ বিষয়ের রিপোর্ট হইবেক। বুঝিবার ভ্রান্তি কি লঘু ত্রুটির বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য। ১১২ ... ... ৭৭০

— — আদালতের সম্মুখে উপস্থিত কোন বিষয়ে জজেরা কোন ব্যক্তির সঙ্গে লিখনপঠন করিবেন না। ৪৭৩ ... ৮০৭

— — অধীন কার্য্যকারকেরদের জিজ্ঞাসার উত্তরে অধিকাংশ জজের মত "আদালতের হুকুম" বলিয়া জ্ঞাত করা যাইবেক। ৪৭৪ ... ... ৮০৭

এক জজের সাধারণ ক্ষমতা। জোবানবন্দী লইতে পারেন। ১৬ ... ... ৭৪১

— — — — ১৮১০ সা। ১৩ আ। ২ ধারামতে মোকদ্দমা করকার কালীন যে হুকুম হন তাহা পূর্ণ করিতে পারেন কিন্তু অন্য জজের ডিক্রী মতান্তর করিতে পারেন না। ১৭ .. ... ৭৪১

— — — — মোকদ্দমার বিচারের সম্পর্কে যে২ বিষয়ের হুকুম করিতে পারেন। ১৮ ... ... ৭৪১

— — — — মিথ্যা শপথের অপরাধিবদিগকে দায়েরসায়েরী আদালতে বিচারার্থে কসেদ রাখিতে লিখা জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন। ১৯ ... . ৭৪১

— — — — মুৎফরকা আরজী পাইলে বিশেষ২ নিষেধাধীন বিচার করিতে পারেন। ২০ ... ৭৪১

— — — মফঃসল আপীল আদালতের বৈঠককরণিয়া জজের ক্ষমতামতে কার্য্য করিবেন। ২১ ... ৭৪২

— — — — আপনার নিষ্পত্তি না হওয়া মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারেন। ২২ ... . ৭৪২

— — — — আদালতের দুই কি ততোধিক জজের নিষ্পত্তি মতান্তর করিতে পারেন না। ২৩ ... ৭৪২

— — — — আপনার হুকুমের উপর আপীল শুনিতে পারেন না। ২৪ .. .. ৭৪২

— — — — জিলার জজী পদে থাকিতে যে বিষয়ের হুকুম করেন নাই তাহার বিষয়ে সদর আদালতে আপন মত জানাইতে পারেন। ২৫ ... . ৭৪২

— — — — তাঁহার নিষ্পত্তির কার্য্য ও ফল সম্পূর্ণ আদালতের নিষ্পত্তির কার্য্য ও ফলের তুল্য। ২৬ ... ৭৪২

— — — — একাকী নিরূপিত বৈঠক করিয়া হুকুম ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন। ২৭ ... ... ৭৪২

— — — — ১৮৩১ সালের ৯ আইনের ২ ধারার দত্ত ক্ষমতার আরো স্পষ্ট করণ। ২৮ . .. ৭৪২

— — — — যে২ স্থলে জিলার জজকে হুকুম জারী স্থগিত করিতে হুকুম দিতে পারেন। ২৯ ... ৭৪২

— — — — নীলাম অন্যথা করিয়া ডিক্রী জারী হওনের পূর্ব্বে অধিক সাক্ষ্য লইবার হুকুম করিতে পারেন। ৩০ ... ... ৭৪৩

— — মতের অনৈক্য। তাহা হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩১ ... ... ৭৪৩

— — — — দুই জন জজের সম্মতির আবশ্যক হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩২ ... ... ৭৪৩

— — — — এইমত স্থলে তাঁহারা বোযদাদী কাগজপত্র মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ ও বিবেচনা করিয়া নিষ্পত্তি জানাইবেন। ৩৩ ... . ৭৪৩

— — — — যে স্থলে অধিকাংশ জজের নিষ্পত্তির আবশ্যক সেই স্থলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৪ ... ... ৭৪৩

— — — — যে দুই জন জজের মতের অনৈক্য হয় তাহার বিরুদ্ধে সর্ব্ব বিষয়ে সম্মত অন্য দুই জন জজের মত চূড়ান্ত। ৩৫ ... ... ৭৪৩

— — — — খরচার কিম্বা ওয়াসিলাৎপ্রভৃতির বিষয়ে জজেরদের মতের অনৈক্য হইলে যাঁহার নিকটে সে বিষয় অর্পণ হইবেক। ৩৬ ... ... ৭৪৩

— — অধস্থ আদালতের হুকুম বা ডিক্রী রদ করণ। যে স্থলে এক জন জজ রদ করিতে পারেন না। ৫৬ ... ৭৪৬

— — — — যখন এক জজের এই মত হয় যে ডিক্রী রদ করা উচিত তখন যাহা কর্ত্তব্য। ৫৭ ... ... ৭৪৭

— — — — এক জন জজ অধস্থ আদালতের পণ্ডিতের ব্যবস্থা নামঞ্জুর করিলে সেই মোকদ্দমা অন্য জজের প্রতি অর্পণ হইবেক। ৫৮ ... ... ৭৪৭

— — — — এক২ জন জজ ক্রমশ আপীলের বিচার করিয়া সম্মত হইলে তাঁহারদের ক্ষমতা। ৫৯ ... ৭৪৭

পৃষ্ঠা।

সদর দেওয়ানী আদালত। কলিকাতায়। অধস্থ আদালতের হুকুম বা ডিক্রী রদ করণ। যখন এক জজ নথুরী কি খাস আপীলের বিচার করণসময়ে বোধ করেন যে অধস্থ আদালতের ডিক্রী মতান্তর করা উচিত তখন যাহা কর্ত্তব্য। ৬০ ... ... ৭৪৭

——— ——— উক্ত বিধান যে২ মোকদ্দমায় খাটে না। ৬১ ... ... ৭৪৮

——— ——— অধস্থ আদালতের ডিক্রীর কতক হেতু বিষয়ে ভিন্ন মত হইলে কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে এক মত হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৬২ ... ... ৭৪৮

——— ——— যে২ স্থলে জজ আপনার মত লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা দুই কি ততোধিক জজের নিকটে অর্পণ করিতে পারেন। ৬৩ ... ... ৭৪৮

——— ——— এই মত অর্পণ করণের পরে তাঁহারদের লিখিত মতের আপত্তির দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবেক না। ৬৪ ... ... ৭৪৮

——— ——— যদি উভয় পক্ষ বোধ করে যে অবশেষ আরজীর আবশ্যক তবে যাহা কর্ত্তব্য। ৬৫ .. ৭৪৮

——— ——— দুই জজ ডিক্রী শোধনের বিষয়ে সম্মত হইলে কিন্তু তাহার হেতু বিষয়ে সম্মত না হইলে তাঁহারদের ডিক্রী চূড়ান্ত। ৬৬ ... ... ৭৪৮

——— ——— এক জজ অধস্থ আদালতের নিষ্পত্তি বহাল রাখিলে অন্য জজের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারেন। ৬৭ . .. . ৭৪৮

——— ——— জজ আইনসম্পর্কীয় বিষয়ে অন্য জজেরদের মত জানিতে চাহিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৬৯ ... ৭৪৮

——— ——— কিম্বা আপনার সঙ্গে এক কি ততোধিক জন জজ বৈঠক করিতে চাহিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৭০ ৭৪৯

——— ——— হুকুম প্রস্তুত ও দস্তখৎ করণের বিষয়ি বিধি। পেশকার চিঠী প্রস্তুত করিয়া জজকে দিবেন। ১৭৯ . ৭৬৪

——— ——— জজ দশ দিনের মধ্যে দস্তখৎ না করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৮০ ... . ৭৬৪

——— ——— পেশকারের বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ১৮১ ... ... ৭৬৪

——— ——— জজ চিঠীতে দস্তখৎ না করিয়া মরিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৮২—১৮৫ ... . ৭৬৪

——— আসল মোকদ্দমা জিলার জজের প্রতি সোপর্দ্দ করণ। যে স্থলে সদর আদালত প্রথম উপস্থিত মোকদ্দমা জিলার আদালতে পাঠাইতে পারেন। ৭১ ... ... ৭৪৯

——— ——— যে স্থলে জিলার আদালতে উপস্থিত কি নিষ্পত্তি করা মোকদ্দমার বিষয়ের সদর আদালত দরখাস্ত গ্রাহ্য করিতে পারেন। যাহা কর্ত্তব্য। ৭২ ... .. ৭৪৯

সন। সনের নিদর্শন না থাকিলে বিশেষ জিলাতে যে সন চলন আছে তাহা লিখিবার অভিপ্রায় বুঝা যাইবেক। ১৮৭ ২১৭

সম্পত্তি। কোর্ট ওয়ার্ডসের অনধীন মৃত ব্যক্তির। অছি জজকে না জানাইয়া সেই সম্পত্তি স্বহস্তে রাখিয়া অধ্যক্ষতা করিবেন। ২৭৪ ... ... ৫৮৭

——— ——— নথুরী মোকদ্দমা না হইলে আদালত এইমত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ২৭৪ ... ৫৮৭

——— ——— উত্তরাধিকারিরদের সম্পত্তি স্বহস্তে গ্রহণের অনুমতির দরখাস্ত দেওয়ানী আদালতে করিবার আবশ্যক নাই। ২৭৫ ... ... ৫৮৭

——— ——— মৃত হিন্দু কি মুসলমানের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে বিরোধ হইলে কালেক্টরের যাহা কর্ত্তব্য। ২৭৬ ... ... ৫৮৭

——— ——— একের অধিক উত্তরাধিকারী থাকিলে তাহারা এক জন সরবরাহকারকে নিযুক্ত করিতে পারে। ২৭৮ ... ... ৫৮৮

——— ——— উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব বিষয়ে বিরোধ হইলে জজের যাহা কর্ত্তব্য। ২৭৯ ... ... ৫৮৮

——— ——— উত্তরাধিকারিরা দানপত্র থাকনবিষয়ে বিবাদ করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ২৮০ ... ... ৫৮৮

——— ——— এইমত এক বিশেষ মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ২৮১ ... ... ৫৮৮

——— ——— যে স্থলে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে বিবাদ হইলেও জামিন তলব হইতে পারে না। ২৮২ ... ৫৮৮

——— ——— যে স্থলে উইল না লিখিয়া মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সরবরাহকার জজ নিযুক্ত করিতে পারেন। ২৮৩ ... ... ৫৮৮

——— ——— ১৭৯৯ সালের ৫ আইনের ৪ ও ৫ ধারা কেবল উত্তরাধিকারিরদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব বিরোধের বিষয়ে খাটে। ২৮৫ ... ... ৫৮৯

——— ——— ১৭৯৯ সালের ৫ আইনানুসারের নিযুক্ত সরবরাহকারের স্থানে জামিন লওয়া যাইবেক। ২৮৬ ৫৮৯

পৃষ্ঠা।

সম্পত্তি। কোর্ট ওয়ার্ডসের অনধীন মৃত ব্যক্তির। ১৭৯৯ সালের ৫ আইনানুসারের নিযুক্ত অছি ও সংসারাধ্যক্ষের পরিবর্ত্তনের বিষয়ে ১৮১২ সালের ৫ আইনের ২১ ধারা খাটে না। ২৮৭ ... ... ৫৮৯
——— ——— নির্দ্দিষ্ট বিশেষ২ গতিকভিন্ন অন্য গতিকে দেওয়ানী আদালত মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ২৮৮ ... ... ৫৮৯
——— ——— যে গতিকে ১৭৯৯ সালের ৫ আইনানুসারে কর্ত্তা ব্যক্তিরা জামিনেরদের হাতে সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছে। ২৮৯ ... ... ৫৮৯
——— ইউরোপীয় ব্রিটনীয় প্রজার। জজেরা তাঁহারদের সম্পত্তির বিষয়ের সুপ্রিম কোর্টের রেজিষ্টরের নিকটে রিপোর্ট করিবেন। ২৬৯ ... ... ৫৮৫
——— ——— ঐ ব্যক্তি মরিলে তাঁহার সম্পত্তির বিষয়ে জজের যাহা কর্ত্তব্য। ২৭০—২৭৩ ... ... ৫৮৬
সম্পত্তি। উইল না লিখিয়া মরে যে তাহার। উইল দেখ।
সম্পত্তি। ডিক্রী জারীক্রমে যাহা নীলাম হইতে পারে। জারীর ডিক্রী দেখ।
সম্পত্তি। দাওয়াদার নাই যাহার। পোলীসের দ্বারা পাঠান গেলে মাজিষ্ট্রেট তাহার বিষয়ে যে হুকুম দিবেন। ২৬১ ৫৮৪
——— তাহার বিষয়ে পুনশ্চ বিধি। ২৬৭ .. .. ৫৮৪
——— তাহার বিষয়ের রিপোর্টের পাঠ। ২৬৮ .. .. ৫৮৪
সম্পত্তি লাওয়ারিস। লাওয়ারিস সম্পত্তি দেখ।
——— বাতুলের। উন্মাদ দেখ।
——— বন্ধকী। বন্ধকী সম্পত্তি দেখ।
সরকারী। সরকারী সম্পত্তি দেখ।
সরবরাহ। সরবরাহ দেখ।
সম্পত্তিরক্ষক। উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ি সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণের বিধান। ৩৩৭ ... ... ৫৯৫
——— কোন ব্যক্তি এই প্রকার সম্পত্তি রাখিয়া মরিলে উত্তরাধিকারিক্রমে যে জন দাওয়া করে সে ব্যক্তি জজের নিকটে প্রতিকারের দরখাস্ত করিতে পারে। ৩৩৮ .. .. ৫৯৬
——— কোন মোখ্তার কি নিকট কুটুম্ব কি কোর্ট ওয়ার্ডস এমত দরখাস্ত করিতে পারেন। ৩৩৯ ... ... ৫৯৬
——— তলাভিষিক্ত ব্যক্তি স্বয়ং হাজির হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিবেক। ৩৪০ ... . ৫৯৬
——— ঐ প্রতিজ্ঞা আদালতের বৈঠক সময়ে করিতে হইবেক। ৩৪১ . ... ৫৯৬
——— জজ এই প্রকার দরখাস্ত পাইয়া যে বিষয়ের তত্ত্ব লইবেন। ৩৪২ .. .. ৫৯৬
——— ফরিয়াদী আপনি হাজির হইয়া ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিবেক। ৩৪৩ .. .. ৫৯৬
——— বিশ্বাসযোগ্য প্রবল কারণ থাকন বিষয়ে জজের ক্ষুব্ধোধ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৪৪ ... .. ৫৯৬
——— আদালতের দখল দেওনের বিষয়ি সাধারণ বিধি ১৮৪১ সালের ১২ আইনানুযায়ি মোকদ্দমার বিষয়ে খাটে। ৩৪৫ ... ... ৫৯৭
——— ১৮৪১ সালের ১২ আইনানুসারে সম্পত্তির বিষয়ে বিরুদ্ধ দাওয়ার যে প্রকারে নিষ্পত্তি হইবেক। ৩৪৬ ... ৫৯৭
——— মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের পূর্ব্বে সম্পত্তির ক্ষতির সম্ভাবনা হইলে সম্পত্তিরক্ষককে নিযুক্ত করা যাইবেক। ৩৪৭ ... . ৫৯৭
——— জজ ঐ সম্পত্তিরক্ষককে সম্পত্তির দখল লইবার হুকুম করিতে পারেন। ৩৪৮ ... ... ৫৯৭
——— সম্পত্তিরক্ষক যে জামিন দিবেক ও যে মেহনতানা পাইবেক। ৩৪৯ ... ... ৫৯৭
——— মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যদি মালগুজারীর ভূমি হয় তবে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৫০ ... ... ৫৯৭
——— মোকদ্দমা উপস্থিত করণ বিষয়ে সম্পত্তিরক্ষক জজের আজ্ঞামতে কার্য্য করিবেন। ৩৫১ .. ... ৫৯৮
——— রক্ষকের জিম্মায় সম্পত্তি থাকন সময়ে জজ যাহারদিগকে খরচ দিবার হুকুম করিতে পারেন। ৩৫২ ... ৫৯৮
——— তাহারা মাসে২ ও তিন২ মাসান্তর হিসাব দাখিল করিবেক। ৩৫৩ ... ... ৫৯৮
——— ঐ হিসাব নকলে দেখিতে পাইবেক এবং যাহারদের লাভালাভ থাকে তাহারা ঐ হিসাবের নকল রাখিতে লোক নিযুক্ত করিতে পারে। ৩৫৪ ... ... ৫৯৮
——— এক সম্পত্তির দ্বিতীয় রক্ষককে নিযুক্ত করা যাইবেক না এক রক্ষক হইলে সদর আদালত এক জনকে নিযুক্ত করিতে পারেন। ৩৫৫ ... ... ৫৯৮
——— মরণের পর ছয় মাসের মধ্যে দরখাস্ত না হইলে এই আইনমতে কার্য্য হইবেক না। ৩৫৬ ... ... ৫৯৮

পৃষ্ঠা।

সম্পত্তিরক্ষক। এবং মৃত ব্যক্তি সম্পত্তির বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত কি নিয়ম করিলে তাহার বিরুদ্ধে এই আইন বলবৎ হইবেক না। ৩৫৭ ... ... ৫২৯
——— এবং কোর্ট ওয়ার্ডসের দখলের বিঘ্ন জন্মাইবেক না। তাঁহারাই নাবালগের সম্পত্তিরক্ষক হইবেন। ৩৫৮ ৫২৯
——— এই আইনেতে নথুরী মোকদ্দমা করিবার বাধা নাই। ৩৫৯ ... ... ৫২৯
——— এই আইনানুসারে সরাসরী মোকদ্দমার দ্বারা কেবল দখলের নির্ণয় হয় ও তদ্বিষয়ে তাহা চূড়ান্ত। ৩৬০ ৫২৯
——— সম্পত্তিরক্ষকতা বিষয়ে সদর আদালত জিলার জজের বেআইনী হুকুম অন্যথা করিবেন। ৩৬১ ৫২৯
——— গবর্ণমেণ্ট এক কি ততোধিক জিলার নিমিত্তে সরকারী সম্পত্তিরক্ষকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। ৩৬২ ৫২৯
——— যখন কোন ব্যক্তি সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে সম্পত্তি রাখিয়া মরে তখন যাহা কর্ত্তব্য। ৩৬৩ .. ৫২৯
——— সম্পত্তিরক্ষকের একরারনামার ও জামিনী পত্রের ও সনদের পাঠ। ৩৬৪—৩৬৭ ... ৫২৯, ৬০
সম্ভাবিত লাভ। ডিক্রী জারীক্রমে নীলাম হইতে পারে না। ৩৭ ... ... ১৮৪
সম্ভ্রান্ত লোক এদেশীয়। তাঁহারদের সঙ্গে এদেশীয় বিচারকেরদের লিখনপঠন। ৩৩৭—৩৩৯ ... ৫৩
সরকার। গবর্ণমেণ্ট দেখ।
সরকারী উকীল। উকীল সরকারী দেখ।
——— কার্য্যকারক। কার্য্যকারক সরকারী দেখ।
——— টাকা। আপনারদের লভ্যার্থে আমলারদের খাটান। তাহারা আপনারদের জিম্মায় থাকা সরকারী টাকা খরচ করিবেন না। ৬৫ .. .. .. ১০৩
——— যাঁহারা করেন তাঁহারা অপরাধের দোষী হইয়া দণ্ডের যোগ্য হইবেন। ৬৬ ... ১০৩
——— তাঁহারদের সাবুদ করা দোষ ও দণ্ডের রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে হইবেক। ৬৭ ... .. ১০৪
——— ঐ আইনের দ্বারা টাকার হুণ্ডিফের বিষয়ে মুসলমানেরদের শরা বন্দ হয় না। ৬৮ ১০৪
——— পেনসান। পেন্সান দেখ।
——— মোকদ্দমা। গবর্ণমেণ্ট দেখ।
——— সম্পত্তি। সরকারী কার্য্যকারকেরদের প্রতি আপনং জিম্মায় লইবার হুকুম হইলে তাহারা তাহা লইবেন। ৬০৫ ৮৮
——— হিসাব। এদেশীয় আমলারা তাহা না দিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫৯ ১০১
——— এদেশীয় আমলাদিগের স্থানে যে প্রকারে বলপূর্ব্বক ঐ হিসাব পাওয়া যাইবেক। ৬৩ ১০৩
সরবরাহ করণ। ভূমি সম্পত্তির। আদালত সরবরাহ করণের বিষয়ে নিয়ম করিতে চাহিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৩৬৩ ৫১১
——— সরবরাহকারেরদের নিযুক্ত করণের ক্ষমতা রাজস্বের কার্য্যকারকেরদের প্রতি অর্পণ হইল। ২৫৮, ২৫৯ ১১৮
——— পরওয়ানাতে যাহা লিখিতে হইবেক। ৩৬৪ ... ... ৫১১
——— এই বিষয়ে পূর্ব্বং আইন মহান্তর করণ। ৩৬১ ... ... ৫১১
——— আডমিনিষ্ট্রেসন দেখ।
সরবরাহকার। বিরোধি মহালের। বিবাদ উপস্থিত হইলে জজেরা অবিভক্ত মহালে সরবরাহকারদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। ৩৫৬ ... ... ৫০৯
——— কেবল আপোষে বিভক্ত মহাল ১৮১২ সালের ৫ আইনানুসারে ক্রোক হইতে পারে। ৩৪৭ ... ... ৫০৯
——— সরবরাহকারদিগকে অবসর করিবার নিমিত্তে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত হইতে পারে। ৩৪৮ ... ৫০৯
——— ক্রোক হওনের পরে ভূম্যধিকারিরা যে বন্দোবস্ত করে তাহাতে রাজস্বের কার্য্যকারকেরা বদ্ধ নহেন। ৩৪৯ ৫১০
——— দেওয়ানী আদালত অবিভক্ত মহালের সমুদয় ক্রোক করিতে পারেন একাংশ নহে। ৩৫০ ... ৫১০
——— মহালের অংশ ক্রোক করা যাইতে পারে না। ৩৫১ ... ... ৫১০
——— এই প্রকার ক্রোক বেআইনী ও তাহা উঠাইতে হইবেক। ৩৫২ ... ... ৫১০
——— কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের হুকুমে আপত্তি করিলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ৩৫৩ ... ৫১০
——— দেওয়ানী আদালত কালেক্টরকে ১৮০৬ সা। ২ আ। ৫ ধা। ২ প্রকরণানুসারে মহালের এক অংশ ক্রোক করিবার হুকুম দিতে পারেন। ৩৫৪ ... ... ৫১০
——— কিন্তু এই বিধান মফঃসলী তালুকের প্রতি খাটে না। ৩৫৫ ... ... ৫১০
——— পরিবার কি কুটুম্বেরদের জিম্মায় সম্পত্তি রাখিবার উদ্যোগ করা উচিত। সরবরাহকারের মেহনতানা ও দায়। ৩৫৬ ... ... ৫১০
——— সরবরাহ করণের খরচ মহালের পরিমাণ বুঝিয়া করিতে হইবেক। ৩৫৭ ... ... ৫১১
——— তাহারা মোখ্তারের ন্যায় জ্ঞান হইবেক। যে জামিনী দিতে হইবেক। ৩৫৮ ... ... ৫১১

		পৃষ্ঠা
সরবরাহকার।	বিরোধি মহালের। যে স্থলে সরবরাহকার সরকারী রাজস্ব দেওনার্থে টাকা কর্জ করিল। ৩৫৯ ...	৫১
——	সরবরাহকারকে নিযুক্ত করণের দ্বারা বাকীর জন্যে ভূমির নীলামের আটক হয় না। ৩৬০ ...	৫১
—— ——	ইজারা দিতে পারে এবং ইজারদার ১৮১২ সা। ৫ আ। ৯। ১০ ধারানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ৩৬১	৬১৷
সর্টিফিকেট।	উত্তরাধিকারিঅক্রমে কর্জ আদায় করণের। তাহা দেওনের হেতু। ৩৬৮	৬০৷
——	সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের দরখাস্তের বিষয়ে খাটে না। ৩৬৯	৬০৷
	মৃত ব্যক্তির খাতকের স্থানে কর্জ্জ টাকা যে প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে। ৩৭০ . .	৬০৷
——	যিনি সর্টিফিকেট দিতে পারেন। ৩৭১	৬০৷
——	সর্টিফিকেটের বিষয়ে দরখাস্ত যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবেক। ৩৭২ ...	৬০৷
—— ——	সর্টিফিকেটের দরখাস্ত যে ভাষায় লিখিতে হইবেক। ৩৭৩	৬০৷
——	তাহা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার প্রয়োজন নাই। ৩৭৪	৬০৷
——	ঐ সর্টিফিকেট মৃত ব্যক্তির সকল খাতকের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারির প্রমাণ জ্ঞান হইবেক। ৩৭৫ .	৬০২
—— ——	কর্জ্জ সর্টিফিকেট দেওনের সময়ে জামিন তলব করিতে পারেন। ৩৭৬	৬০২
——	সর্টিফিকেট দেওন কি অন্যথা করণের বিষয়ে সদর আদালতের ক্ষমতা। ৩৭৭	৬০২
—— ——	ঐ সর্টিফিকেটের দ্বারা রাজধানীর সকল স্থানে ক্ষমতাপন্ন হয়। ৩৭৮	৬০২
—— ——	সর্টিফিকেটপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোম্পানির কাগজের সুদ পাইবার ক্ষমতা রাখে। ৩৭৯	৬০২
——	পূর্ব্বের সর্টিফিকেট থাকাপ্রযুক্ত সর্টিফিকেটপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কর্জ্জ শোধ দেওয়া অসিদ্ধ। কিন্তু পূর্ব্বের সর্টিফিকেটক্রমে দাওয়াদারেরদের বিরুদ্ধে ঐ কর্জ্জ শোধ সিদ্ধ হইবেক। ৩৮০ . .	৬০২
—— ——	প্রোবেট কি লেটর্স অফ আডমিনিষ্ট্রেসনের পরে সর্টিফিকেট প্রদত্ত হইবেক না। ৩৮১ .	৬০২
—— ——	পূর্ব্বের প্রোবেট থাকিবার বিষয় না জানাপ্রযুক্ত সর্টিফিকেটধারিকে টাকা দেওনের ফল। ৩৮২	৬০২
—— ——	সর্টিফিকেট দেওনের পরে প্রোবেট অসিদ্ধ হয়। ৩৮৩	৬০৩
—— ——	প্রোবেটধারিকে প্রকৃত প্রস্তাবে টাকা দেওনের ফল। ৩৮৪	৬০৩
—— ——	১৮৪১ সালের ১০ আইনানুযায়ি সর্টিফিকেটের সম্পর্কে ১৮৪১ সালের ১২ আইনানুযায়ি সম্পত্তিরক্ষক। ৩৮৫	৬০৩
—— ——	শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর আদালতের দত্ত প্রোবেটের ফল। ৩৮৬ .	৬০৩
	এই আইন ব্রিটনীয় প্রজার প্রতি খাটে না। ৩৮৭ .. .	৬০৩
——	একরারনামার ও জামিনীপত্রের ও সর্টিফিকেটের পাঠ। ৩৮৮— ৩৯১	৬০৩। ৬০৪
সহকারিতা।	দেওয়ানী মোকদ্দমায় এদেশীয় লোকেরদের। শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুর চিহ্নিত হুকুমে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরদের সহকারিতা লইবার ক্ষমতা দিতে পারেন। ৬১৪ ..	১৮৭
——	ইউরোপীয় জজেরা নীচের লিখিতমতে এদেশীয় লোকেরদের সহকারিতা পাইতে পারেন। ৬১৫ .	১৮৭
—— ——	পঞ্চায়তস্বরূপ। ৬১৬	১৮৭
——	আসেসর অর্থাৎ সহকারিস্বরূপ। ৬১৭	১৮৭
——	জুরিস্বরূপ। ৬১৮	১৮৭
—— ——	এইমত মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ভার কর্তৃত্বকারি সাহেবের প্রতি থাকিবে। ৬১৯ ..	১৮৭
——	উক্ত বিধান যে প্রকারে আমলে আনা যাইবেক তাহা স্পষ্ট করণ। ৬২০	১৮৭
——	এই প্রকারে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের শপথ করণের আবশ্যক নাই। ৬২১ . .	১৮৮
——	এই ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার সুযোগ পাইলেই তাহা দেওয়ানী আদালতের জজকে আমলে আনিবার হুকুম। ৬২২	১৮৮
সাক্ষী।	যাহার নাম দরখাস্তে লেখা না যায় তাহার সাক্ষ্য লওয়া যাইবেক না। ইষ্টাম্পের মূল্য। ৪৪০ ..	১৫৯
——	তলব না হইলেও তাহারদিগকে আনা গেলে যাহা না করিলে জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক না। ৪৪১ .	১৫৯
——	ইসমনবিসী যে মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক। ৪৪২	১৫৯
—— ——	সাক্ষিরদিগকে যেপ্রকারে হাজির করাণ যাইবেক। তলবচিঠীর মজমুন। ৪৪৩	১৫৯
——	কোন ব্যক্তিকে বিপক্ষের সাক্ষিরদিগকে দেখাইতে হুকুম করা যাইতে পারে না। ৪৪৪ .. .	১৬০
—— ——	বাদি কি প্রতিবাদির সরবরাহকারের সাক্ষিস্বরূপ জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে। ৪৪৫	১৬০
——	ফরিয়াদীর অনুমতিবিনা যে আসামীরদিগকে খালাস করা যায় তাহারদিগকে আসামীরদের পক্ষে সাক্ষী করা গেলে তাহা বেআইনী। ৪৪৬	১৬০

		পৃষ্ঠা।
সাক্ষী।	আসামীদিগকে সাক্ষি করাতে মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেল। ৪৪৭	২৬০
———	সাক্ষির তলব হইলে তাহারদের গুদারার পয়সা দিতে হইবেক না। ৪৪৮	২৬০
———	তলব হইলে যদি হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া সাক্ষ্য না দেয় তবে তাহারদের বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য। ৪৪৯	২৬০
———	হাজির না হইলে কিম্বা সাক্ষ্য না দিলে তাহারদের জরীমানা কি কয়েদের দণ্ড হইতে পারে। ৪৫০ ...	২৬০
———	সাক্ষ্য না দেওনপ্রযুক্ত যাহারদের কয়েদের কি জরীমানার দণ্ড হয় তাহারদের বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য। ৪৫১	২৬০
———	শপথ না করণের নিমিত্তে জরীমানা হইলে জজের হুকুম না হইলে সেই ব্যক্তি পরে শপথ বিনা সাক্ষ্য দিতে পারে না। ৪৫২	২৬১
———	তলব হইয়া হাজির না হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৪৫৩	২৬১
———	সাক্ষী হাজির না হইলে তাহারদের সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক ইহার প্রমাণ সুকৃতিক্রমে না হইলে মোকদ্দমা নথীছইতে উঠিয়া দেওয়া যাইতে পারে না। ৪৫৪	২৬১
———	তাহারদের সাক্ষ্যের আবশ্যক ইহার প্রমাণ সুকৃতিক্রমে না হইলে তাহারদের হাজির না হওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারে না। ৪৫৫	২৬১
———	হস্তির উপর সাক্ষির গমন সময়ে সফীনা তাহাকে দেখান গেলে জারী হইয়াছে বোধ হইবেক। ৪৫৬ ...	২৬১
———	যাহার নামে সফীনা জারী হয় নাহি তাহার জরীমানা হইতে পারে না। ৪৫৭	২৬১
———	সাক্ষির উপর সফীনা জারী না হইলে তাহার জরীমানা হইতে পারে না ও সেই ব্যক্তি গ্রেফ্তার হইতে পারে না। ৪৫৮, ৪৫৯	২৬১
———	আদালতে স্বয়ং হাজির হইলে অপমান হইবেক এই ওজর অগ্রাহ্য। ৪৬০	২৬১
———	সাক্ষির উপর সফীনা জারী না হইলে তাহার নামে দস্তক বাহির হইতে কি জরীমানা হইতে পারে না। ৪৬১	২৬১
———	কোন ব্যক্তির নামে সফীনা জারী হইলে যদি সে হাজির না হয় এবং তাহার উপর দস্তক জারী হইতে না পারে তবে যত জরীমানা হইবেক। ৪৬২	২৬১
———	সাক্ষির উপর সফীনা জারী হইলে এবং গ্রেফ্তারী পরওয়ানা জারী হইতে না পারিলে প্রথমে ইশ্তিহার হইবেক তাহার পরে জরীমানা হইবেক। ৪৬৩	২৬২
———	যে মহাজনকে খাতা সহী দেখাইবার হুকুম হয় সেই ব্যক্তি যদি না দেখায় তবে ৫০০৲ টাকা জরীমানার যোগ্য হইবেক। ৪৬৪	২৬২
———	তাহারদের খরচ যে দিবেক। না দেওনের দণ্ড। ৪৬৫	২৬২
———	বিদেশীয় রাজারদের তলব হইতে পারে না। ৪৬৬	২৬২
———	নিমক পোত্থানে নিযুক্ত ব্যক্তিরদের নামে যে প্রকারে এত্তেলা জারী হয়। ৪৬৭—৪৬৯ ...	২৬২, ২৬৩
সাক্ষী অনুপস্থিত।	জোবানবন্দী লওন। পূর্ব্ব আইন রদ হইল। ৪৭০	২৬৩
———	তাহারদের জোবানবন্দী যে প্রকারে লওয়া যাইবেক। ৪৭৮	২৬৬
———	যে সময়ে হাজির হইয়া দলীল দাখিল করিবার হুকুম হইতে পারে। হুকুম না মানা আদালতের অবজ্ঞা। খরচপ্রভৃতি পাইতে পারে। ৪৮১	২৬৬
———	শপথ কি সুকৃতিক্রমে তাহারদের জোবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে। মিথ্যা সাক্ষ্যের দণ্ড। ৪৯০ ...	২৬৭
———	জোবানবন্দী লওনের কমিসান। যে স্থলে জোবানবন্দী সাক্ষ্যস্বরূপ পাঠ করা যাইতে পারে। ৪৯১ ...	২৬৭
———	সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে কমিসান জারী হইতে পারে। যাহার নিকটে দিতে হইবেক। ৪৯২ ...	২৬৭
———	জিল্লার্থিকারিরদের দেশে কমিসান জারী হইতে পারে। ৪৯৩	২৬৮
———	কমিসান না মানিবার দণ্ড। ৪৯৪	২৬৮
———	কমিসানের নানা পাঠ। ৪৯৫	২৬৮
———	১ নম্বরী পাঠ। আমলারদের ও আদালতের এলাকানিবাসি ব্যক্তিরদের নামে। ৪৯৬	২৬৮
———	২ নম্বরী পাঠ। অধস্থ আদালতের এলাকায়। ৪৯৭	২৬৮
———	কমিসান জারীকরণিয়া আদালতের তুল্য কি নীচ আদালতের প্রতি ৩ নম্বরী পাঠ। ৪৯৮	২৬৮
———	৪ নম্বরী পাঠ। কলিকাতানিবাসিরদের নিমিত্তে। ৪৯৯	২৬৮
———	জোবানবন্দী জিজ্ঞাসা বিনা লওয়া যাইতে পারে। ৫০০	২৬৮
———	১৮৪২ সালের ১১ ফেব্রুআরির সরক্যুলরে অধস্থ আদালতের মনোযোগ করিবার হুকুম। ৫০১ ...	২৬৮
———	কমিসানের পাঠ। ৫০২—৫০৫	২৬৯, ২৭০

		পৃষ্ঠা।
সাক্ষী অনুপস্থিত।	কলিকাতানিবাসি সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী সহরে লওয়ার বিধান। ৫০৬	২৭০
———	যাহার পক্ষে কমিস্যান জারী হয় তাহার যাহা কর্ত্তব্য। ৫০৭	২৭০
———	ঐ কর্ম্ম না করিলে কোর্ট রিকোয়েষ্টে দলীল ফিরিয়া দিবেন। ৫০৮	২৭০
———	জিজ্ঞাসা সহজ কথায় লেখা যাইবেক। ৫০৯	২৭০
	সদর আদালত অধস্থ আদালতকে সাক্ষী লইবার কমিস্যান জারী করিবার হুকুম দিতে পারেন। ৫১০	২৭০
———	এদেশীয় মান্য ব্যক্তির সাক্ষ্য যেরূপে লইতে হইবেক। ৫১১	২৭০
সাক্ষী।	সদর আদালতে। আপীলী মোকদ্দমায় যে স্থলে নূতন সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে কি সেই অভিপ্রায়ে অধস্থ আদালতে অর্পণ হইতে পারে। তাহার হেতু জ্ঞানান। জোবানী সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে। রেজিষ্টর লইতে পারেন। ১৬০	৭৬০
———	কমিস্যানের দ্বারা সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে। ১৬১	৭৬১
———	সাক্ষিরা হাজির না হইলে কিম্বা শপথ করিতে কি সাক্ষ্য দিতে না চাহিলে কি অবজ্ঞা করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ১৬২	৭৬১
———	সাক্ষির মিথ্যা শপথপ্রভৃতির নিমিত্তে বিচার করা উচিত জজের বোধ হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য। ১৬৩	৭৬১
———	সরাসরী আপীলে সদর আদালতের প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য বিষয়ের বিধি। ১৬৪	৭৬১
———	জিলার জজ এমত সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী যে প্রকারে লইবেন। ১৬৫	৭৬১
———	যে গুজরের উপর মোকদ্দমার নির্ভর ছিল তাহা চাতুরীক্রমে ছাপিয়া রাখা গেলে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইবেক না। ১৬৬	৭৬১
———	সদর আদালতে উপস্থিত যে গুজর পূর্ব্বে উল্লেখ হয় নাই তাহা অগ্রাহ্য। ১৬৭	৭৬২
———	অধস্থ আদালতের ডিক্রীর পূর্ব্বে কোন সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারিল না এমত স্পষ্ট প্রমাণে নূতন সাক্ষ্য গ্রাহ্য হয়। ১৬৮	৭৬২
———	সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রী শাদা কাগজে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। ১৬৯	৭৬৮
সাক্ষ্য।	কোন অপরাধের দোষ সাব্যস্ত হওনাপ্রযুক্ত কেহ সাক্ষ্য দিবার অযোগ্য নহে। ৪১২	২৫৭
———	কুষ্ঠরোগি ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার অযোগ্য নহে। ৪১৩	২৫৭
———	ফরিয়াদীর দাওয়া সাব্যস্ত করণার্থে আসামীর সাক্ষ্য লওয়া যাইবেক না। ৪১৪	২৫৭
———	যে স্থানে এক জন শরীকের সাক্ষ্য আপীলে গ্রাহ্য হইল। ৪১৫	২৫৭
———	ঘুষ দেওনের বিষয়ে ঘুষদেওনিয়ার শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য লওয়া যাইবেক না। ৪১১	২৫৭
———	মহাজনেরদিগকে সাক্ষ্যস্বরূপ খাতাবহী দেখাইবার হুকুম হইতে পারে। ৪১৭	২৫৭
———	তেজারতের কুঠীর খাতাবহীতে কর্জ্জের প্রমাণ। ৪১৮	২৫৭
———	খাতকের খাতাবহীতে টাকা শোধের সাক্ষ্য প্রচুর নহে। ৪১৯	২৫৭
———	সিদ্ধ বিক্রয়ের প্রমাণার্থে যে সাক্ষ্য প্রচুর জ্ঞান হইয়াছে। ৪২০	২৫৭
———	যে স্থলে চাতুরীর অনুভবপ্রযুক্ত বিক্রয়পত্র অগ্রাহ্য হইল। ৪২১	২৫৭
———	সরকারী কার্য্যকারকের হিসাবের প্রমাণ দিতে হইবেক। ৪২২	২৫৮
———	ফৌজদারী আদালতে সাব্যস্ত কার্য্য দেওয়ানী মোকদ্দমার হেতু হইলে তাহার বিপরীত সাক্ষ্য দেওয়ানী আদালতের গ্রাহ্য করিতে হইবেক। ৪২৩	২৫৮
———	কলিকাতার শাদা কাগজে যে দানপত্র লেখা যায় তাহা কোম্পানির আদালতে গ্রাহ্য নহে। ৪২৪	২৫৮
———	অনুপযুক্ত ইষ্টাম্পে লিখিত দলীল সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ৪২৫	২৫৮
———	ইষ্টাম্পের দোষপ্রযুক্ত জামিনী পত্র গ্রাহ্য না হইলে ফরিয়াদী অন্য সাক্ষ্য দিতে পারে। ৪২৬	২৫৮
———	যোত্রহীন আদালতের সম্মুখে শাদা কাগজে লিখিত দলীল সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য। ৪২৭	২৫৮
———	ইষ্টাম্পের দণ্ডের টাকা পাওন বিষয়ে কালেক্টরের রসীদের দ্বারা দলীল আইনসিদ্ধ হয় না। তাহাতে ইষ্টাম্প বসাইতেই হইবেক। ৪২৮	২৫৮
———	ননসুটহওয়া মোকদ্দমার জোবানবন্দী পরে উপস্থিত মোকদ্দমায় যেপর্য্যন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে। ৪২৯	২৫৮
———	অধস্থ আদালতে দাখিল করিবার ত্রুটির পূর্ব্বে নথীর শামিলকরা সাক্ষ্যক্রমে মোকদ্দমা শুনা যাইতে পারে। ৪৩০	২৫৮

		পৃষ্ঠা।
সাক্ষ্য।	সাবেক জজ যে সাক্ষ্য দেয় করিয়াছিলেন তৎক্রমে কার্য্য হইতে পারে। ৪৩১	১৫৮
———	সাক্ষ্যের নিমিত্তে অন্য মোকদ্দমার রোয়দাদ দৃষ্টি হইতে পারে। ৪৩১	১৫৮
———	সাধারণ ব্যবহারের উপলব্ধির দ্বারা সাক্ষ্যের দোষ হইতে পারে না। ৪৩২	১৫৮
———	রাজসম্পর্কীয় নীলামে স্বত্ব প্রমাণ। ৪৩৪	১৫৯
———	মাজিষ্ট্রেটের আদালতের সাক্ষিরা উপস্থিত থাকিলে তাহারদের ঐ আদালতে দেওয়া সাক্ষ্যক্রমে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা বেদাঁড়া। ৪৩৫	১৫৯
———	দলীলের সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে অন্য মোকদ্দমায় তাহারদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা বেদাঁড়া। ৪৩৬	১৫৯
———	এক আসামী দাওয়া স্বীকার করিলে অন্য আসামীর বিষয়ে তাহার ফল। ৪৩৭	১৫৯
———	পুত্রের দ্বারা ভূমির হস্তান্তর বিষয়ে ৯ বৎসর আপত্তি পিতা না করিলে তাহার তাহাতে সম্মতি আছে বোধ হইবেক। ৪৩৮	১৫৯
———	৫০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির বিষয়ে কিছু সন্ধান না পাওয়া গেলে সে মরিয়াছে অনুভব হইবেক। ৪৩৯	১৫৯
সাধারণ অংশিত্ব।	শরীক তিন ভ্রাতার নিকটে ভূমি বিক্রয় হইলে এক জন তাহার বিষয়ে নালিশ করিয়া সমুদয় ভূমির ডিক্রী পাইতে পারে। ৫৪১	৬২১
সালিস।	সালিস নিযুক্ত করণের বিষয়ি নিয়ম। ৯৮৮	৩৪৭
———	সদর আমীন ও পণ্ডিত ও মৌলবী সালিস হইতে পারেন। ৯৯০	৩৪৮
———	উকীলেরা সালিস হইতে পারেন। ৯৯১	৩৪৮
———	কানুনগোদিগকে সালিসী করিতে হুকুম হইতে পাবে না। মনোনীত হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৯৯২ ...	৩৪৮
———	কাজী নিযুক্ত হইতে পারেন। ৯৯৩	৩৪৮
———	তাঁহারা সকল দলীল আদালতে দাখিল করিবেন। তাঁহারদের ফয়সলা আদালতের ডিক্রীস্বরূপ। ৯৯৯	৩৪৯
সালিসী।	১০০৲ টাকার অধিক যে মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ হইতে পারে। ৯৮৩	৩৪৬
———	প্রধান সদর আমীন মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন। ৯৮৪	৩৪৬
———	সদর আমীনেরা অর্পণ করিতে পারেন। ৯৮৫	৩৪৬
———	যে মোকদ্দমায় আদালত উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে এক জন সালিসকে মনোনীত করিতে পারেন। ৯৮৬ ...	৩৪৬
———	মোকদ্দমা দুই কি ততোধিক জন সালিসকে অর্পণ হইতে পারে। ৯৮৬	৩৪৬
———	যে মোকদ্দমা এক জন সালিসকে অর্পণ হইতে পারে না। ৯৮৭	৩৪৭
———	সালিসীর বিধানের ব্যাখ্যা। জজ যে স্থলে সালিস নিযুক্ত করিতে পারেন বা না পারেন। ৯৮৯ ...	৩৪৭
———	মোকদ্দমা সালিসীতে অর্পণ হইলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। অনৈক্য কি অন্য হেতুপ্রযুক্ত ফয়সলা উপযুক্ত সময়ে দাখিল না হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৯৯৪	৩৪৮
———	সালিসেরদের কর্ম্ম আরম্ভ করণের পূর্ব্বে যাহা করিতে হইবেক তাহা না হইলে মোকদ্দমা যেরূপে বিচার্য্য। ৯৯৫	৩৪৯
———	একরারনামাতে সহী হইলে পর যাহা কর্ত্তব্য। ৯৯৬	৩৪৯
———	যে স্থলে ফয়সলা দাখিল করণের মিয়াদ বৃদ্ধি হইতে পারে। ৯৯৭	৩৪৯
———	অধিক বিলম্ব হইলে ফয়সলা জারী হইবেক না। ৯৯৮	৩৪৯
———	যে স্থলে ফয়সলার অন্যথা হইতে পারে।	৩৪৯
———	মোকদ্দার রোয়দাদমতে যুষ কি পক্ষপাতিত্বের প্রমাণ হইলে সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই। ১০০১ ...	৩৫০
———	ফয়সলা বিশেষ না হইলে তাহা শুধরাইবার নিমিত্তে তাহা ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারে। ১০০২ ...	৩৫০
———	১০ বৎসরের পর সালিসী অন্যথা করিবার দাওয়া অগ্রাহ্য হইল। ১০০৩	৩৫০
———	এক জন সালিসের মরণে ফয়সলা বাতিল হয় না। ১০০৪	৩৫০
———	সালিসেরদের অনৈক্য হইলে ফয়সলা রদ হয় না। ১০০৫	৩৫০
———	সালিসীর সম্মতি রহিত করা যাইতে পারে না। ১০০৬	৩৫০
সালিসী আপোসে।	ভূমিবিষয়ক মোকদ্দমা উভয় পক্ষ সালিসীতে অর্পণ করিতে পারে। ১০০৭	৩৫০
———	তদ্বিষয়ে যে বিধি খাটে। ১০০৮	৩৫০
———	ভূমি বিষয়ের বিবাদ সালিসীতে অর্পণ হইতে পারে। ১০০৯	৩৫০
———	ফয়সলা যে প্রকারে ও যে মিয়াদে জারী হইবেক। ১০১০	৩৫১

পৃষ্ঠা।
সালিসী আপোসে। ফয়সলা জারীর দরখাস্ত করণের ছয় মাস মিয়াদ যে প্রকারে গণ্য হইবেক। ১০১১, ১০১২ ... ৩৫১
——— নয়রী মোকদ্দমায় উভয় পক্ষ আপোসী সালিসের ফয়সলনামা দাখিল করিলে আদালতের যাহা কর্ত্তব্য। ১০১৩ ... ... ৩৫১
——— আপোসী ফয়সলা জারী করণের দরখাস্ত যে প্রকারে জারী হইবেক। ১০১৪ ... ... ৩৫১
——— যে বিশেষ হেতুতে নয়রী কি আপীলী মোকদ্দমার বিচার কালে ফয়সলা হেয় হইতে পারে। ১০১৫ ... ৩৫২
——— একরারনামাতে দস্তখৎ না হওনপ্রযুক্ত আদালতের সরাসরীমতে কার্য্য করণের বাধা নাই। ১০১৬ ... ৩৫২
——— একরারনামাতে সহী করণের আবশ্যক নাই। ১০১৭ ... ... ৩৫২
——— যে২ মোকদ্দমা আপোসী সালিসীতে অর্পণ হইতে পারে। ১০১৮ ... ... ৩৫২
——— ১৮১৩ সালের ৬ আইন কেবল ভূমিবিষয়ক মোকদ্দমাতে খাটে। ১০১৯ ... ... ৩৫২
——— অস্থাবর সম্পত্তির বিষয়ে সালিসেরদের ফয়সলার প্রতি খাটে না। ১০২০ ... ... ৩৫২
——— ভূমি বিষয়ের ফয়সলার উপর পূর্ব্বকরা ডিক্রী স্থগবাদ কি অন্যথা হইতে পারে না। বক্তির কথা। ১০২১ ৩৫২
——— মাজিষ্ট্রেটেরা ১৮৪০ সালের ৪ আইনমতে বিবাদের বিষয় সালিসীতে অর্পণ করিতে পারেন। ১০২২ ... ৩৫৩
——— ফয়সলা জারীর মোকদ্দমা জজ কে জজজারী আদালতে অর্পণ করিতে পারেন না। ১০২৩ ... ... ৩৫৩
——— ফয়সলার বিষয়ে বিশেষ আপত্তি নামঞ্জুর। ১০২৪ ... ... ৩৫৩
——— সদর আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া কতক বিশেষ মোকদ্দমা। ১০২৫—১০২৮ ... ... ৩৫৩
সালিসী ফয়সলার উপর আপীল। বিশেষ গতিক ছাড়া এমন আপীল খরচা সমেত ডিসমিস হইবেক। ৩৬১ ... ৬৭৭
——— কিন্তু গ্রাহ্য না হওনের পূর্ব্বে ডিসমিস হইবেক না। ৩৬২ ... ... ৬৭৭
——— রেশ্বৎ অথবা পক্ষপাতের প্রমাণ বিনা গ্রাহ্য হইতে পারে। ৩৬৩ ... ... ৬৭৭
——— রেশ্বৎপ্রযুক্ত আপীল ডিসমিস হইলে সুদের ডিক্রী হইবেক। ৩৬৪ ... ... ৬৭৭
——— উভয় পক্ষের মানিত সালিসেরদের ফয়সলা জারী করণার্থে জজের হুকুমের উপর আপীল নাই। ৩৬৫ ৬৭৭
সাল্ট বোর্ড। নিমকের বোর্ড দেখ।
সিপাহী। তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারী করণার্থে তাহার বেতন বন্দ হইতে পারে না। ৬১ ... ... ৩৭৯
——— ডিক্রীপ্রযুক্ত তাহার মাহিয়ানা বন্দ হইতে পারে না। ৩৫ ... ... ৬৮৪
——— হুদ্দাদার ও সিপাহী দেখ।
স্তুতি। শপথ দেখ।
বাঙ্গ[illegible] বেহার ও উড়িষ্যা দেশে তাহার হার। ১—৭ ... ... ৫৪৭
——— কটকে। ৮—১৩ ... ... ৫৪৭। ৫৪৮
——— সাধারণ বিধি। কোন ব্যক্তি সুদ বিনা আসলের বাবৎ নালিশ করিলে সুদ ত্যাগ করিয়াছে জ্ঞান হইবেক ও তাহার বাবৎ অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে না। ১৪, ১৫ ... ... ৫৪৮
——— ——— দুই আপীলে এক জন রেস্পাণ্ডেণ্টের সুদের [illegible] ডিক্রী হইল। ১৬ ... ... ৫৪৮
——— ——— ফরিয়াদী এক মোকদ্দমাতে সুদ না লিখিলেও [illegible] পরে বিশেষ নালিশক্রমে তাহা পাইল। ১৭ ... ... ৫৪৮
——— ——— সালিসের ফয়সলার উপর [illegible] যে ডিক্রী হইল তাহার উপর আপীলেতে সুদের হুকুম হইল। ১৮ ... ... ৫৪৮
——— ——— মাশুলের মধ্যে সুদ ধরা না গেলে আদালত তাহার ডিক্রী করিতে পারেন না। ১৯ ... ৫৪৯
——— ——— কর্জ্জ শোধের মিয়াদ অতীত না হইলে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহার পরে যে সুদ পাওনা হয় তাহা মহাজন পাইতে পারে। ২০ ... ... ৫৪৯
——— ——— কর্জ্জের [illegible] করণেতে বিলম্বপ্রযুক্ত সুদের মোকদ্দমা ডিসমিস হইতে পারে না। ২১, ২২ ৫৪৯ ৩০।
——— ——— আইনের নির্দ্ধারিত নিরিখের কম সুদ লওয়ার একরার হইলে তদনুসারে ডিক্রী হইবেক। ২৩ ... ... ৫৪৯ ৬২
——— ——— যদি শতকরা ১২৲ টাকার হারে ধার্য্য হয় তবে তদনুসারে ডিক্রী হইবেক। ২৪ ... ৫৪৯ ৬২
——— ——— বিশেষ করার না থাকিলে আদালত শতকরা ১২৲ টাকার অনধিক সুদের ডিক্রী করিবেন। ২৫ ৫৪৯ ৬২
——— ——— ১৭৯৩ সা। ১৫ আইনের বিধান কেবল কর্জ্জের বিষয়ে খাটে। ২৭ ... ... ৫৪৯
——— ——— রেস্পাণ্ডেন্সীয়া ও বিমা কর্জ্জের বিষয়ে খাটে না। ২৮ ... ... ৫৪৯

			পৃষ্ঠা।
সুদ।	সাধারণ বিধি।	আদালত যে তারিখঅবধি সকল প্রকার কর্জের সুদ দেওয়াইবেন। ২৯	৫৪৯
———	———	১৮৩৯ সা। ৩১ আইন সাকী খাজানার সুদের বিষয়ে খাটে না। ৩০	৫৫০
—	———	যে গতিকে আমানতী টাকার উপর লওয়া যাইবেক। ৩১	৫৫০
—	———	যে স্থলে শতকরা ৬৲ টাকার সুদের খতের উপর শতকরা ১২৲ টাকার সুদের ডিক্রী হইবেক। ৩২	৫৫০
—	———	যে গতিকে ডিক্রীর পরে বারো বৎসরের সুদ দেওয়া গেল। ৩৩	৫৫০
—	———	খাজানার উপর সুদ না দেওনের হেতু। ৩৪	৫৫০
—	সুদের সুদ।	হিসাব নিষ্পত্তির মুখে ডিক্রী হইবেক না। যে গতিকে ডিক্রী হইতে পারে। ২৬	৫৪৯
—	সুদ জব্দ।	যে গতিকে আদালত সুদের ডিক্রী করিবেন না। ৩৫	৫৫০
—	———	কেবল সুদ জব্দ কিম্বা আসল ও সুদ জব্দের বিষয়ে যে বিধি হইয়াছে তাহা এ বিধির পূর্ব্বকার মোকদ্দমায় খাটিবেক না। ৩৬	৫৫০
—	———	এক খতে শতকরা ১২৲ টাকার ও ভিন্ন খতে শতকরা ১৲ টাকার করার হইলে সমুদয় সুদের দাওয়া অগ্রাহ্য হইল। ৩৭	৫৫০
—		অধিক সুদের দ্বিতীয় খৎ হইলেও আইনানুযায়ি এক মোকদ্দমায় সুদ জব্দ হইল না। ৩৮	৫৫১
—	—	১৭৮১ ও ১৭৮৪ সালের খতের অনুসারে বেআইনী সুদের দণ্ড হইল। ৩৯	৫৫১
—	—	পুনর্বিক্রয়ের নিয়ম বস্তুতঃ আইনের অধিক সুদের নিয়ম হওয়াতে সুদ জব্দ হইল। ৪০	৫৫১
—	—	জামিন সরকারের রাজস্বের টাকা আগাম দিয়া আইনের অধিক সুদ লইলে তাহা সুদ বিষয়ক আইন এড়ান হয় না। ৪১	৫৫১
—	———	যাহাতে আইন এড়াইবার অভিপ্রায় নহে এমত এক মোকদ্দমায় সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৪২	৫৫১
—	মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে অথবা ডিক্রীতে।	অধস্থ আদালতের ডিক্রী আপীলমুখে বহাল হইলে শতকরা ১২৲ টাকা সুদের ডিক্রী হইবেক। ৫২	৫৫১
—	———	আসল ও আপীলী মোকদ্দমায় সুদ কসিবার বিধান। ৫৩	৫৫১
—		আদালত যে মতে সুদ হিসাব করিয়া ডিক্রীর মধ্যে লিখিবেন। ৫৪, ৫৫	৫৫৩
—		আপীলমুখে ডিক্রী বহাল হইলে আপীল আদালত যে সুদের ডিক্রী করিবেন। ৫৬	৫৫৫
—		অধস্থ আদালতে দাওয়া ডিসমিস হইলে এবং আপীল আদালতে ডিক্রী হইলে যে হুকুম হইবেক। ৫৭	
—		জিলার আদালত অধস্থ আদালতের ডিক্রী বহাল রাখিলে শতকরা ১২৲ টাকা সুদের অর্শ্যই হুকুম দিবেন। ৫৯	৫৫৩।
—		মোকদ্দমার খাস আপীল উপস্থিত থাকিতে কেবল আসল খতের উপর সুদের হিসাব হইবেক। ৬০	৫
—	—	ঋণের নালিশে ডিক্রীর তারিখপর্য্যন্ত কেবল আসল টাকার সুদের হুকুম হইবেক। ৬১	৫৫৪
—	———	বিশেষ গতিকে খতের মধ্যে আইনের তারিখ অপেক্ষা অল্প সুদ লেখা গেলেও ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা শোধের তারিখপর্য্যন্ত আইনমতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুদ দেওয়া যাইতে পারে তাহা দেওয়া গেল। ৬২	৫৫
—	—	ডিক্রী জারী না হওয়াপর্য্যন্ত সুদ চলিবার হুকুম হইবেক। ডিক্রীতে ভুলক্রমে তাহা না লেখা গেলে নূতন মোকদ্দমাবিনা সুদের হুকুম হইবেক। ৬৩	৫৫৪
—	—	সুদ কসিবার বিধি। ৬৪	৫৫৮
—	———	মোকদ্দমা উপস্থিত হওনের পরে যে সুদ চলিতে পারে তাহার বিষয়ে আদালত নিয়ম করিবার ত্রুটি করিলে যাহা কর্ত্তব্য। ৬৫	৫
—	———	মোকদ্দমা উপস্থিত হওনঅবধি নিষ্পত্তি হওনপর্য্যন্ত সুদের বাবৎ দ্বিতীয় মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইল। ৬৬	৫১
—	খরচার উপর।	সকল মোকদ্দমায় হইবেক। ৬৭	৫৬
—	———	ডিক্রীর মধ্যে খরচার হুকুম হইলে তাহার উপরও সুদ চলিবেক। ৬৮	৫৫

পৃষ্ঠা।

সুদ। খরচার উপর। ডিক্রীর তারিখঅবধি টাকা শোধ না হওয়াপর্য্যন্ত খরচার উপর সুদের স্বতন্ত্র হিসাব হইতে পারে। ৬৯ ... ... ৫৫৫
——— আসল টাকার অধিক হইলে। আদালত আসলের অধিক সুদের ডিক্রী করিলেন না। ৭০ ... ৫৫৫
——— ——— কিন্তু মোকদ্দমা উপস্থিত করণের পরে যে সুদ জমে তাহার বিষয়ে ঐ বিধি খাটে না। ৭১, ৭২ ... ... ৫৫৫
——— ——— কেবল মোকদ্দমা উপস্থিত হওন সময়ে যে সুদ পাওনা ছিল তাহার বিষয়ে উক্ত আইন খাটে। ৭৩ ... ... ৫৫৬
——— ——— মোকদ্দমার সময়ে আসলহইতে অধিক সুদ জমিলে তাহার ডিক্রী হইতে পারে। ৭৪, ৭৫ ৫৫৬
——— ——— যে এক মোকদ্দমায় সদর আদালত আসল টাকার তুল্য সুদের হুকুম করিলেন এবং পরিশোধের তারিখপর্য্যন্ত উভয়ের উপর সুদের ডিক্রী করিলেন। ৭১ ... ... ৫৫৬
সুপ্রিম কোর্ট। তাহার এলাকার মধ্যে দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা জারী। জারী দেখ।
——— জিলার আদালত তাহার ক্ষমতার বিষয়ে আপন মত জানাইতে পারেন না। ৪৪৭ ... ৭০
——— এবং তাহাতে যে টাকা দাখিল করা গিয়াছে তাহার দাওয়ার বিচার করিতে পারেন না। ৪৪৭ ... ৭০
——— এবং তাহার ডিক্রীর অর্থ করিতে কি ডিক্রী জারীর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ৪৪৮ ... ৭০
——— জিলার আদালত যে বিশেষ হেতুতে ঐ আদালতের ডিক্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন। ৪৪৯ ... ... ৭০
——— বন্ধকী বিষয়ের বিক্রয় ১৮১৬ সালের ১৭ আইনের বিপরীতে সিদ্ধ হইলেও বন্ধকলওনিয়ার পক্ষে ঐ আদালতের ডিক্রী সদর আদালত বহাল রাখিলেন। ৪৫০ ... ... ৭০
——— বন্দোবস্তক্রমে তাহার এলাকার অধীন হইলেও কোম্পানির আদালতের এলাকা নিবারণ হয় না। ৪৫১ ৭০
——— সুপ্রিম কোর্টের ডিক্রীর যথার্থতার কলঙ্ক যাহাতে হয় কোম্পানির আদালত এমত কোন বিষয়ের বিচার করিতে পারেন না। ৪৫২ ... ... ৭০
——— এবং ঐ কোর্টের ডিক্রীর দোষগুণের বিচার করিতে পারেন না। ৪৫৩ ... ... ৭০
——— সরিফ সাহেব যে ভূমি নীলাম করেন তাহার দাওয়া বিশেষ হেতুপ্রযুক্ত ডিসমিস হইল। ৪৫৪ .. ৭০
——— ঐ কোর্টে উপস্থিত উইলের বিষয়ি কার্য্যেতে কোম্পানির আদালত হস্তক্ষেপ করিলেন না। ৪৫৫ .. ৭০
——— এক জন চুক্তিকারকের বিপরীতে ঐ কোর্টে নালিশ হইলেও সেই বিষয়সম্পর্কীয় অন্য চুক্তিকারকের নামে কোম্পানির আদালতে নালিশ হওনের বাধা নাই। ৪৫৬ ... ... ৭০
——— ঐ কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকিতে তাহার বাদী প্রতিবাদী সেই বিষয়ে কোম্পানির আদালতে মোকদ্দমা করিতে পারে না। ৪৫৭ ... ... ৭১
——— ঐ কোর্ট যে ভূমি ক্রোক করিলেন তাহা সদর আদালত বিশেষ হেতুতে অনাথা করিলেন। ৪৫৮ ... ৭১
——— জমীদারী সুপ্রিম কোর্টের হুকুমমতে ক্রোক থাকিতে ঐ জমীদারীর এক মফঃসল তালুকের খোশ বিক্রয়। ৪৫৯ ... ... ৭১
——— কর্জ্জের একাংশ ঐ কোর্টে জাঁদায় হইলে অবশিষ্টের বাবৎ কোম্পানির আদালতে নালিশ হইতে পারে কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের খরচার বাবৎ হইতে পারে না। ৪৬০ ... ... ৭১
——— সুপ্রিম কোর্টের রিসিবরের বদল হইলে ক্রটি নিবারণার্থ নূতন এস্তেলা দিবার প্রয়োজন নাই। ৭৮১ ... ২৫২
সেনাপতি সাহেব। পল্টনের ছাউনিতে দেওয়ানীর কার্য্যকারকেরদের কার্য্য করণ সময়ে সাহায্য করিবেন। ৭৬ ৩৮১
সেনাপতিরদের বেতন। ডিক্রী জারীক্রমে ক্রোক হইতে পারে না। ৫১ ... ... ৬৮৫
সৈন্যসম্পর্কীয় কোর্ট রিকেষ্ট। কোর্ট রিকেষ্ট দেখ।
সোলেনামা। রাজীনামা দেখ।
——— এক ব্যক্তি তাহার অনুমারে কার্য্য না করিলে তাহার পক্ষে সেই সোলেনামা গ্রাহ্য হইতে পারে না। ৭২৭ ৩০১
স্থলাভিষিক্ত। মৃত হিন্দু ও মুসলমানেরদের। সর্টিফিকট্ দেখ।
স্থানীয় ব্যবহার। লৌহখাতুর উপর যে মালিকী কর আছে তাহা ভূম্যধিকারির নহে। ৫২৭ ... ... ৬১০
——— ছোট নাগপুরে যে ব্যবহার চলে। ৫২৮ ... ... ৬১
——— স্থানীয় ব্যবহার বিষয়ি এক মোকদ্দমার সদর আদালতের বিশেষ নিষ্পত্তি। ৫৩২ ... ... ৬১

পৃষ্ঠা।

স্বাধীন রাজা। তাঁহারদের বিপরীতে কোম্পানির কার্য্যকারকেরা দেওয়ানী নালিশ গ্রাহ্য করিবেন না। ৫৯১ .. ৮৫
——— বিশেষ ব্যক্তিরদের উপর তাঁহারদের যে দাওয়া থাকে তাহা যে প্রকারে উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি হইবেক। ৫৯৩ ... ... ৮৬
——— বিশেষ ব্যক্তিরা তাঁহারদের নামে নালিশ করিলে গবরনর জেনরল ঐ মোকদ্দমার জওয়াব করিতে সরকারী কার্য্যকারককে হুকুম করিতে পারেন। ৫৯৪ ... ... ৮৬
——— ঐ প্রকার মোকদ্দমা যাঁহারদের দ্বারা চালান যাইবেক। ৫৯৫ . ... ৮৬
——— যে মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্ট এক পক্ষ হন তাহার ডিক্রীর খোলাসা জুডিসিয়ল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটারীর নিকটে পাঠান যাইবেক। ৫৯৬ ... ... ৮৬
——— ১৮১২ সালের ৪ আইনানুসারে মোকদ্দমা যে প্রকারে উপস্থিত হইবেক ও জওয়াব দেওয়া যাইবেক। ৫৯৭ ৮৭
হস্তান্তর। এক মোকদ্দমায় ভূমির হস্তান্তর বলদ্বারা হইয়াছে দুষ্ট হইলেও বহাল হইল। ৪৫৪ ... .. ৬১১
——— সাংঘাতিক পীড়ার সময়ে করা গেলে বাতিল হইল। ৪৫৫ ... ... ৬১২
——— ভূমির হস্তান্তর বিষয়ে যে দাওয়া হইল তাহার বিষয়ে সদর আদালতের এক নিষ্পত্তি। ৪৫৬ ... ৬১২
——— ফরিয়াদীর মাতা যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিলেন কথিত হইল তাহার দাওয়ার বিষয়ে সদর আদালতের নিষ্পত্তি। ৪৫৭ ... ... ৬১২
হাজিরজামিন। যে গতিকে ও যেপর্য্যন্ত লওয়া যাইবেক। ২০৭ ... ... ২১০
——— আসামী জিল্লাতে বাস না করিলে সেই জিলাতে জামিন না দেওয়াপ্রযুক্ত গ্রেফ্তার হইতে পারে না। ২০৮ ২২০
——— যে আসামী কমিট হইতে উদ্যত হইয়াছে কথিত কয় তাহার স্থানে জামিন না লইবার বিষয়ে জজের হুকুমের উপর সদর আদালতে আপীল হইতে পারে। ২০৯ ... ... ২২১
——— হাজির জামিনেরদের জামিনীপত্রের পাঠ। ২১০ ... ... ২২১
——— জজের নিকট নালিশ উপস্থিত হইলে আসামীরদের হাজির জামিন দেওনের বিষয়ে আপন বিবেচনাক্রমে নির্ণয় করিবেন। তৎপরে অধিক জামিন লইতে পারেন। ২১১ ... ... ২২১
——— হিন্দু ও মুসলমান মান্যা স্ত্রীরদের বিষয়ে বর্জিত কথা। ২১৩ ... ... ২২১
——— সম্পত্তিরক্ষকেরা আপনারদের ওয়ার্ডসের সঙ্গে এক পক্ষ হইলে জামিন লওয়া যাইবেক না। ২১৪ .. ২২২
——— জামিন না দেওয়াপ্রযুক্ত খাতক কয়েদ হইলে যোত্রহীনেরদের বিষয়ে বিধানের দ্বারা উপকার পাইতে পারে। ২১৫ ... . ২২২
——— অন্য হেতুতে জামিন দেওয়া গেলেও ১৮০৬ সা। ২ আ। ৪ ধারানুসারে জামিনের তলবের বাধা হইবে না ২১৬ ২
——— ১৮০৬ সালের ২ আইনানুসারে গ্রেফ্তারী পরওয়ানা ঐ পরওয়ানা জারীকরণিয়া আদালতের এলাকার বাহিরে আসামীর উপর জারী হইতে পারে। ২১৭ ... ... ২
——— আসামী পলাতক হইলে কি জামিন না দিলে তাহার উকীলের জওয়াব শুনা যাইবেক না। ২১৮ ... ২
হিসাব। আদালতে সিক্কা টাকার হিসাব দাখিল হইলে তাহা যেরূপে গণনা করিতে হইবেক। ৫১৪ .. ১০
——— তাহার বিষয়ে বিরোধ হইলে যে গতিকে মহাজনের নিকটে অর্পণ হইতে পারে। ৩৯৮ ... ... ৬০
হুকুমনামা। জজের হুকুমনামার শিরোনামা। ১০৩১ ... ... ৩৫
——— প্রধান সদর আমীনরদের হুকুমনামার শিরোনামা। ১০৩২ ... ... ৩৫
হুকুম। মোকদ্দমার করকার কালীন। তাহার রেজিষ্টর। মুৎফর্রকা মোকদ্দমা দেখ।
হুণ্ডী। হুণ্ডীর যে টাকা হাওলাৎ দেওয়া গিয়াছিল তাহার দাওয়া ডিসমিস হইল। ৪৩৫ ... ... ৬০৯
——— যে হুণ্ডীর সহী হইয়াছে কিন্তু টাকা দেওয়া যায় নাই তাহার বিক্রেতারা প্রথমে দায়ী। ৪৩৬। ৪৩৭ .. ৬০৯
——— কোম্পানির অধিকারের বাহিরে ইষ্টাম্প কাগজে না হইলেও অসিদ্ধ নহে। ৪৩৮ ... ... ৬০৯
——— ভাল হুণ্ডীর বিক্রেতা তাহার টাকা পাইলে তাহা ফিরিয়া দিবার যোগ্য হয়। ৪৩৯ ... ... ৬০৯
হুলদার ও সিপাহী এদেশীয়। তাহারদের বিষয়ে ১৮১৬ সালের ১৫ আইন বলবৎ আছে। ৪২ ... ... ৩৭৫
——— তাহারদের মোকদ্দমার বিষয়ে কতক আইন মতান্তর। ৪৩ ... ... ৩৭৫
——— আপনারদের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ও চালাইতে কোন ব্যক্তিকে মোকরর করিতে পারে। ৪৪ ... ৩৭৫
——— মোখ্তারনামা ইষ্টাম্প কাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই। ৪৫ ... ... ৩৭৫
——— যাঁহার দ্বারা ও যাঁহার নিকটে ঐ মোখ্তারনামা পাঠাইতে হইবেক। ৪৬ ... ... ৩৭৬
——— মোখ্তারকার মোকদ্দমা চালাইতে না পারিলে কি না চাহিলে তাহা যে প্রকারে জানান যাইবেক। ৪৭ ... ৩৭৬

পৃষ্ঠা।

ন্দোদার ও সিপাহী এদেশীয়। সাধারণ আইনমতে মোখ্তারনামা দরপেশ হইবেক ও মোকদ্দমার বিচার হইবেক। ৪৮ ৩৭৬

— প্রথমতঃ উপস্থিত মোকদ্দমার আরজী তেজারতের বিষয়ে না হইলে শাদা কাগজে হইবেক। ইষ্টাম্পের মূল্য পরাজিত ব্যক্তির দিতে হইবেক। ৪৯ ... ৩৭৬

— চাতুরীক্রমে অন্য ব্যক্তিকে আপনারদের নামে মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি দিলে জরীমানা হইবেক। ৫০ ৩৭৬

— তেজারতী মোকদ্দমা হইলে এ সকল বিধান খাটে না। ৫১ ... ৩৭৭

— তাহারদের মোকদ্দমা একতরফা বিচার না হইবার বিধান। ৫২ ... ৩৭৭

— তাহারদের মোকদ্দমার এত্তেলা সেনাপতি সাহেবকে দিতে হইবেক। ৫৩ ... ৩৭৭

— ফরিয়াদী কি আসামী ছদ্দাদার হইলে এই কথা না জানাইলে বিপক্ষের জরীমানা দিতে হইবেক। ৫৩ ... ৩৭৭

— সেনাপতি সাহেব এত্তেলা জারী করিবেন। ৫৪ ... ৩৭৭

— মোকদ্দমা চালাইবার জন্যে তাহারদিগকে ছুটী দেওন। ৫৫ ... ৩৭৭

— আদালত তাহারদের পক্ষে উকীল নিযুক্ত করিতে পারেন। ৫৬ ... ৩৭৮

— তাহারা আপনারা সওয়াল জওয়াব করিতে পারে কি উকীলকে নিযুক্ত করিতে পারে। ৫৭ ... ৩৭৮

— তাহারদের মোকদ্দমার শুনানি যথাশীঘ্র হইবেক। ৫৮ ... ৩৭৮

— মোকদ্দমার শেষ না হইতে তাহারদের ছুটীর শেষ হইলে যাহা কর্ত্তব্য। ৫৯, ৬০ ... ৩৭৮

— ভূমি সম্পত্তি ক্রোক হইলে যে বিধিমতে কার্য্য করিতে হইবেক। ৬১ ... ৩৭৮

— এই প্রকার মোকদ্দমার দোষগুণ বিষয়ে আদালতের সঙ্গে সেনাপতিরা লিখনপঠন করিবেন না। ৬২ ... ৩৭৮

— যাহারদের বিষয়ে এই আইন খাটে না। ৬৩ ... ৩৭৯

— বিদেশীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সিপাহী ও ছদ্দাদারেরদের প্রতি এই আইন খাটে। ৬৪ ... ৩৭৯

— ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের প্রতি ঐ আইন খাটে। ৬৫ ... ৩৭৯

— তাহারদের মুশাহেরা আদালতের দ্বারা ক্রোক হইবেক না। ৬৭ ... ৩৭৯

— মুশাহেরাদারের মুশাহেরার বরাৎ দিতে তাহা বাতিল। ৬৮ ... ৩৭৯

— যে সময়অবধি উক্ত বিধান চলিবেক। ৬৯ ... ... ৩৭৯

বাহা। অপরাধ দেখ।

IMPERIAL LIBRARY

অশুদ্ধ শোধন।

৫২	পৃষ্ঠার।	১৮	পঁক্তিতে।	সরকুলর অর্ডর এই শব্দের পরিবর্ত্তে বিধান পাঠ কর।
৬৮	,,	১১	,,	৮ জানুআরি ... ১৮ জানুআরি।
	,,	১৮	,,	অতিরিক্ত ... বিশিষ্ট।
	,,	১৯	,,	১৮৪৭ ... ১৮৩৭।
৫	,,	১১	,,	নম্বর ... নম্বরী আইনের অর্থ।
৬১	,,	১৮	,,	১৮৩৭ ... ১৮১৭।
৭৪	,,	১৮	,,	১৮১১ ... ১৮১৫।
১১৫	,,	৩০	,,	৫ জানুআরি ... ১৮ জানুআরি।
১৫৬	,,	১৯	,,	৬ ফেব্রুআরি ... ৫ ফেব্রুআরি
১৫৯	,,	৯	,,	১৩ জুন ... ৩ জুন।
,,	,,	১৬	,,	করিতে ... করিবে।
১১	,,	১৭	,,	জুলাই ... জানুআরি।
১৪	,,	১১	,,	অন ... অনা।
	,,	১১	,,	৯ সেপ্টেম্বর ... ১২ সেপ্টেম্বর।
৯		৯৫	,,	১৮৪৪ ... ১৮৪৩।
	,,	১৩	,,	৩ ফেব্রুআরি ... ১ ফেব্রুআরি।
		১১	,,	১৮৪৮ ... ১৮৪৭।
	,,	৩৭	,,	সদর-আমীন ... প্রধান সদর আমীন।
	,,	৩৪	,,	ভবিষ্যৎ ... সম্ভাবিত।
	,,	৭৪	,,	১৮১১ ... ১৮৪১।
	,,	১৯	,,	১৮৪৯ ... ১৮৪৮।

নম্বরী মোকদ্দমার নামের ফিরিস্তির ১।৵ পৃষ্ঠায় ৪০ নম্বরের পর এই কথা পাঠ কর। ৪০* ওমরাও সিংহ দরখাস্তকারী বনাম ১১ আগষ্ট ও ৯ সেপ্টেম্বর ১২৭ পৃষ্ঠা।